श्रीरामचरित मानस



শ্রীরামচরিত মানস

[দ্বিতীয় খণ্ড]

গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত

মূলসহ বঙ্গভাষায় পদ্যানুবাদ

অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড, উত্তরকাণ্ড, লবকুশকাণ্ড, (প্রক্ষিপ্ত) লবকুশকাণ্ড।

অনুবাদক

শ্রীসনৎকুমার মজুমদার

প্রথম সংস্করণ—১৯৮৪

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
[বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড]
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

মূল্য—৪০·০০ টাকা

তিমিরকুমার মুখার্জ্জী কর্ত্তৃক
বসুমতী প্রেস হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীরামচরিত মানস

সূচীপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

—০—

—০—

পৃষ্ঠা

সুন্দর কাণ্ড ৯৮-১৪৩

—০—

লঙ্কা কাণ্ড ১৪৬

লঙ্কাকাণ্ড

লঙ্কাকাণ্ড

—০—

উত্তর কাণ্ড

উত্তর কাণ্ড

—०—

লবকুশ কাণ্ড

—০—

ওঁ

নারায়ণে নমস্কার নরোত্তমে নমি।
সরস্বতী বাল্মীকি ও ব্যাসেরে প্রণমি ॥
সর্ব সুধিজনে মোর নত করি মাথা।
আরম্ভ করিব আমি রঘুনাথ গাথা ॥

শ্রীরামচরিত মানস

দ্বিতীয় খণ্ড

অরণ্য কাণ্ড

মঙ্গলাচরণম্

শ্লোকঃ ১ মূলং ধর্মতরোর্বিবেক জলধেঃ পূর্ণেন্দুমানন্দং
বৈরাগ্যম্বুজভাস্করং হ্বঘহরং ধ্বান্তাপহং তাপহম্।
মোহাম্ভোধরপুঞ্জপাটনবিধৌ স্বেশং ভবং শঙ্করং
বন্দে ব্রহ্মকুলং কলঙ্কশমনং শ্রীরামভূপপ্রিয়ম্॥

" ২ সান্দ্রানন্দপয়োদ সৌভগতনুং পীতাম্বরং সুন্দরং
পাণৌ বাণশরাসনং কটিলসত্তূণীর ভারং বরম্।
রাজীবায়তলোচনং ধৃতজটাজূটেন সংশোভিতং
সীতালক্ষ্মণ-সংযুতং পথিগতং রামাভিরামং ভজে॥

সো ১ উমা রামগুন গূঢ় পণ্ডিত মুনি পাবহিঁ বিরতি।
পাবহিঁ মোহ বিমূঢ়, জে হরিবিমুখ ন ধর্ম রতি॥

চৌ ১ পুরজন ভরতপ্রীতি মৈঁ গাঈ, মতি অনুরূপ অনূপ সুহাঈ।
অব প্রভুচরিত সুনহ অতিপাবন, করত জু বন সুরনর মুনিভাবন॥

" ২ একবার চুনি কুসুম সুহাএ, নিজকর ভূষন রাম বনাএ।
সীতহিঁ পহিরাএ প্রভু সাদর, বৈঠে ফটিকসিলাপর ভাধর॥

" ৩ সুরপতিসুত ধরি বায়সবেষা, সঠ চাহত রঘুপতিবল দেখা।
জিমি পিপীলিকা সাগর থাহা, মহামন্দমতি পাবন চাহা॥

" ৪ সীতা চরণ চোঁচ হতি ভাগা, মূঢ় মন্দমতি কারন কাগা।
চলা রুধির রঘুনায়ক জানা, সীঁক ধনুষ সায়ক সন্ধানা॥

দো ১ অতি কৃপালু রঘুনায়ক, সদা দীনপর নেহ।
তা সন আই সুকীন্হ ছল, মূরখ অবগুন গেহ॥

চৌ ১ বিন অপরাধ প্রভু হতৈঁ ন কাহূ, অবসর পরে এসৈ সসি রাহূ।
জব প্রভু লীন্হ সীঁক ধনুবানা, ক্রোধ জানি ভা অনল সমানা॥

" ২ প্রেরিত মন্ত্র ব্রহ্মসর ধাবা, চলা ভাজি বায়স ভয় পাবা।
ধরি নিজরূপ গয়উ পিতুপাহীঁ, রামবিমুখ রাখা তিন্হ নাহীঁ॥

অরণ্য কাণ্ড

মঙ্গলাচরণ

শ্লোক ১ ধর্মবৃক্ষ মূল আর বিবেক সাগরে, পূর্ণচন্দ্র রূপ যাহা আনন্দ বিতরে।
বৈরাগ্য কমলে রবি পাপ তমহারী, মোহ মেঘে বায়ু যাহা ছিন্নভিন্ন কারী॥
কলঙ্কে শমন সম রামভূপ প্রিয়, ব্রহ্মরূপী হে শঙ্কর মোর নতি নিও।

,, ২ নিবিড় সজল মেঘ শ্যাম বর্ণ যার, পরিধানে পীতাম্বর অপূর্ব শোভার।
কটিতে তূণীর আর হস্তে ধনুবাণ, আকর্ণ বিস্তৃত যার কমল নয়ান॥
শিরে জটা শোভে সাথে সীতা ও লক্ষ্মণ, পথচারী রামে আমি ভজি অনুক্ষণ॥

সো ১ শুন উমা রামগুণ বুঝা নাহি যায়, জ্ঞানী মুনিগণ ধ্যানে উদাসীন হয়।
ধর্মে রতি নাহি যার দেবদ্বেষী যেই, মোহগ্রস্ত শুনি হয় মহামূর্খ সেই॥

চৌ ১ গাহিলাম আমি মোর বুদ্ধি অনুসার, অপূর্ব প্রেমের গাথা ভরত প্রজার।
শুন এবে প্রভুর সে চরিত পাবন, বনদেব নর মুনি মনের ভাবন॥

,, ২ একবার করি নিজে কুসুম চয়ন, নিজ হাতে বানালেন বিবিধ ভূষণ।
বসি স্বচ্ছ শিলা পরে অতীব সুন্দর, সীতারে পরান প্রভু করিয়া আদর॥

,, ৩ ইন্দ্রের তনয় ধরি বেশ বায়সের, মূর্খ চাহে দেখিবারে প্রতাপ রামের।
পিপীলিকা যেন মাপে সাগরের তল, কুমতি দেখিতে চাহে কত রাম বল॥

,, ৪ সীতার চরণে করি চঞ্চুর আঘাত, দ্রুত পলায়ণ করে মূর্খ তৎক্ষণাৎ।
চরণে রুধির ধারা দেখি ভগবান, ধনুকে করেন তৃণ শরের সন্ধান॥

দো ১ পরম দয়ালু হন যে রঘু নায়ক, সদা দীনে স্নেহ যাঁর আর্তের পালক।
তাঁরি সাথে আসি করে কপট আচার, মহামূর্খ মন্দমতি দোষের আগার॥

চৌ ১ বিনা অপরাধে প্রভু না মারেন কারে, সময় হইলে রাহু চন্দ্রে গ্রাস করে।
যখন নিলেন প্রভু তৃণ ধনুবাণ, ক্রোধ জানি হ'ল তাহা অনল সমান॥

,, ২ মন্ত্রঃপূত ব্রহ্মশর চলিল ধাইয়া, ভীত সে বায়স ছোটে আকুল হইয়া।
পিতার নিকটে আসে নিজ রূপ ধরে, রামদ্বেষী জানি ইন্দ্র না রাখিল তারে॥

চৌ ৩ ভা নিরাস উপজী উর ত্রাসা, যথা চক্রভয় ঋষি দুর্ব্বাসা।
ব্রহ্মধাম সিবপুর সব লোকা, ফিরা অমিত ব্যাকুল ভয় সোকা ॥
„ ৪ কাহু বৈঠন কহা ন ওহী, রাখি কো সকৈ রামকর দ্রোহী।
মাতু মৃত্যু পিতু সমন সমানা, সুধা হোই বিষ সুন হরিযানা ॥
„ ৫ মিত্র করৈ সতরিপুকী করনী, তাকহঁ বিবুধ নদী বৈতরনী।
সব জগ তাহি অনলতে তাতা, জো রঘুবীরবিমুখ সুনু ভ্রাতা ॥

দো ২ জিমি জিমি ভাজত সক্রসুত, ব্যাকুল অতি দুখদীন।
তিমি তিমি ধাবত রামসর, পাছে পরম প্রবীন ॥

চৌ ১ বচহি উরগ বরু গ্রসে খগেসা, রঘুপতি সর ছুটি বচব অঁদেসা।
নারদ দেখা বিকল জয়ন্তা, লাগি দয়া কোমলচিত সন্তা ॥
„ ২ দূরহিতে কহি প্রভু প্রভুতাঈ, ভজে জাত বহুবিধি সমুঝাঈ।
পঠবা তুরত রামপহঁ তাহী, কহসি পুকারি প্রনতহিত পাহী ॥
„ ৩ আতুর সভয় গহেসি পদ জাঈ, ত্রাহি ত্রাহি দয়ালু রঘুরাঈ।
অতুলিত বল অতুলিত প্রভুতাঈ, মৈঁ মতিমন্দ জানি নহিঁ পাঈ ॥
„ ৪ নিজকৃত কর্মজনিত ফল পায়উঁ, অব প্রভু পাহি সরন তকি আয়উঁ।
সুনি কৃপালু অতি আরত বানী, এক নয়ন করি তজা ভবানী ॥

সো ২ কীন্হ মোহবস দ্রোহ, জদ্যপি তেহিকর বধ উচিত।
প্রভু ছাঁড়েউ করি ছোহ, কো কৃপালু রঘুবীর সম ॥

চৌ ১ রঘুপতি চিত্রকূট বসি নানা, চরিত করত শ্রুতিসুধা সমানা।
বহুরি রাম অস মন অনুমানা, হোইহি ভীর সবহিঁ মোহিঁ জানা ॥
„ ২ সকল মুনিন্হ সন বিদা করাঈ, সীতা সহিত চলে দোউ ভাঈ।
অত্রীকে আস্রম প্রভু গয়উ, সুনত মহামুনি হর্ষিত ভয়উ ॥
„ ৩ পুলকিত গাত অত্রি উঠি ধাএ, দেখি রাম আতুর চলি আএ।
করত দণ্ডবত মুনি উর লাএ, প্রেমবারি দোউ জন অন্হবাএ ॥

চৌ ৩ সেথা হতে ফিরে চলে দেখি নাহি আশা, চক্র ভয়ে যেইরূপ মহর্ষি দুর্বাসা *
ব্রহ্মলোক শিবলোক ভ্রমি সর্ব লোকে, অতি ভীত ব্যাকুলিত ফিরে শ্রান্ত শোকে ॥

" ৪ কোথাও বসিতে কেহ নাহি কহে তারে, রামদ্রোহী যেবা তারে কে রাখিতে পারে।
মাতা মৃত্যু সম তার পিতা হয় যম, শুনহ গরুড় হয় সুধা বিষ সম ॥

" ৫ শত্রু সম করে মিত্র আচরণ যত, তার কাছে গঙ্গা হয় বৈতরণী মত।
অনল অধিক জ্বলে সমগ্র বিশ্বই, রঘুবীর বিমুখতা যেই করে ভাই ॥

দো ২ যেথা যেথা ইন্দ্র সুত ব্যথিত অন্তর, অতীব ভয়েতে বেগে হয় অগ্রসর।
সেথাই প্রচণ্ড সেই তীক্ষ্ণ রাম শর, ধাবিত হইল পিছে অতীব তৎপর ॥

চৌ ১ খগেন্দ্র ধরিলে সর্পে বাঁচিতেও পারে, বাঁচা সে দুষ্কর হবে রঘুপতি শরে।
নারদ দেখিল যবে জয়ন্তে বিকল, দয়া উপজিল তার হৃদয়ে কোমল ॥

" ২ দূর হতে বহু ভাবে বুঝালেন তারে, প্রভুর প্রভুত্ব কত ঋষি বারেবারে।
পাঠান রামের কাছে অতি শীঘ্র তারে, আর্ত স্বরে ক'বে প্রভু রক্ষা কর মোরে ॥

" ৩ ধরিল চরণ গিয়া সভয়ে কাতরে, রক্ষা কর রক্ষা কর হে প্রভু আমারে।
তুলনা রহিত বল প্রভাব তোমার, নাহি জানি মন্দ মতি স্বভাব আমার ॥

" ৪ নিজ কৃত কর্মফল পাইয়াছি আমি, এখন শরণ মাগি তব পদে স্বামী।
শুনিয়া কৃপাল তার অতি আর্ত বাণী, এক চক্ষু করি তারে ছাড়েন, ভবানি ॥

সো ২ অহংকারে করেছিল বিরুদ্ধ আচার, একমাত্র মৃত্যুদণ্ড উচিত তাহার।
তথাপি কৃপায় প্রভু ছাড়িলেন তারে, দয়াময় রঘুবীর সম কে সংসারে ॥

চৌ ১ চিত্রকূটে রঘুপতি করিলেন তাঁর, শ্রুতি সুধা সম লীলা অনেক প্রকার।
অতঃপর ভাবিলেন মনে অনুমানি, হইবে জনতা হেথা আমি আছি জানি ॥

" ২ বিদায় গ্রহণ করি মুনিগণ হতে, চলিলেন দুই ভ্রাতা জানকীর সাথে।
অত্রির আশ্রমে প্রভু আসিলেন যবে, শুনি আনন্দিত হন মহামুনি তবে ॥

" ৩ পুলকিত গাত্রে মুনি আসেন ধাইয়া, আসেন শ্রীরাম ত্বরা তাঁহারে দেখিয়া।
দণ্ডবত করিতেই মুনি বুকে লন, প্রেম বারি স্নাত হন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥

---

* ভাগবতে আছে :—একদা বিষ্ণুভক্ত রাজা অম্বরীষ দুর্বাসা সহ বহু ব্রাহ্মণকে দ্বাদশীর পারণে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সকল ব্রাহ্মণ আসিবার পর দুর্বাসা আসিলেন না। তখন অম্বরীষ পারণ উপস্থিত ব্রাহ্মণকে ভোজনে তৃপ্ত করিয়া তাহাদের আদেশে নিজ উপবাস ভঙ্গ করিলেন। ঠিক সেই সময় দুর্বাসা উপস্থিত হইয়া ক্রোধে নিজের জটার একগাছি কেশ উৎপাটন করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিবামাত্র কৃত্যা রাক্ষসী উৎপন্ন হইয়া রাজাকে আঘাত করিয়া অচৈতন্য করে। কৃষ্ণ তাহার ভক্তের প্রতি এই ব্যবহারে দুর্বাসার প্রতি সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করেন। ত্রিভুবনে সর্বত্র পলায়ন করিয়াও রক্ষা না পাইয়া অম্বরীষকে উঠাইয়া পদবন্দন করিবার পর চক্র নিবারিত হয় ॥

চৌ ৪ দেখি রামছবি নয়ন জুড়ানে, সাদর নিজ আস্রম তব আনে।
করি পূজা কহি বচন সুহাএ, দিএ মূল ফল প্রভুমন ভাএ॥

সো ৩ প্রভু আসন আসীন, ভরি লোচন সোভা নিরখি।
মুনিবর পরম প্রবীন, জোরি পানি অস্তুতি করত॥

ছ ১ নমামি ভক্তবৎসলং কৃপালু শীল কোমলং
ভজামি তে পদাম্বুজং অকামিনাং স্বধামদম্।
নিকাম শ্যাম সুন্দরং ভবাম্বুনাথ মন্দিরং
প্রফুল্ল কঞ্জ লোচনং মদাদি দোষ মোচনম্॥

" ২ প্রলম্ববাহুবিক্রমং প্রভোঽপ্রমেয় বৈভবং
নিষঙ্গ চাপ সায়কং ধরং ত্রিলোক নায়কম্।
দিনেশবংশ মণ্ডনং মহেশ চাপ খণ্ডনং
মুনীন্দ্র সন্তরঞ্জনং সুরারিবৃন্দ ভঞ্জনম্॥

" ৩ মনোজ বৈরি বন্দিতং অজাদিদেব সেবিতং
বিশুদ্ধ বোধ বিগ্রহং সমস্ত দূষণাপহম্।
নমামি ইন্দিরাপতিং সুখাকরং সতাং গতিং
ভজে সশক্তিসানুজং শচীপতি প্রিয়ানুজম্॥

" ৪ ত্বদঙ্ঘ্রি মূল যে নরাঃ ভজন্তি হীন মৎসরাঃ
পতন্তি নো ভবার্ণবে বিতর্ক বীচি সঙ্কুলে।
বিবিক্ত বাসিনঃ সদা ভজন্তি মুক্তয়ে মুদা
নিরস্য ইন্দ্রিয়াদিকং প্রয়ান্তি তে গতিং স্বকাম্॥

" ৫ ত্বমেকমদ্ভুতং প্রভুং নিরীহমীশ্বরং বিভুং
জগদ্গুরুং চ শাশ্বতং তুরীয়মেব কেবলম্।
ভজামি ভাববল্লভং কুযোগিনাং সুদুর্লভং
স্বভক্তকল্পপাদপং সমস্ত সেব্য মন্বহম্॥

" ৬ অনূপরূপ ভূপতিং নতোঽহমুর্বিজাপতিং
প্রসীদ মে নমামি তে পদাব্জ ভক্তি দেহি মে।
পঠন্তি যে স্তবং ইদং নরাদরেণ তে পদং
ব্রজন্তি নাত্র সংশয়স্ত্বদীয় ভাব সংযুতম্॥

দো ৪ বিনতী করি লাই সির, কহ কর জোরি বহোরি।
চরন সরোরুহ নাথ জনি, কবহুঁ তজৈ মতি মোরি॥

চৌ ৪ রামচন্দ্র ছবি দেখি নয়ন জুড়ায়, নিজের আশ্রমে মুনি সাদরে আনায়।
করি পূজা কহি বাক্য অতি সুললিত, ফলমূল দেন তবে প্রভু মনোমত ॥

সো ৩ আসনে আসীন প্রভু নয়ন ভরিয়া, প্রবীন সে মুনিবর সে শোভা হেরিয়া।
আরম্ভিলা করিবারে, জুড়ি দুই কর, রামচন্দ্র স্তব গান নিভারি অন্তর ॥

ছ ১ প্রণমি তোমারে প্রভু হে ভক্ত বৎসল কৃপার নিধান তুমি স্বভাব কোমল।
চরণ কমল তব সেবি অবিরাম নিষ্কামী ভক্তের দাও পরম সে ধাম ॥
শ্যামল সুন্দর দেহ কামনা রহিত ভবসিন্ধু মন্থনেতে মন্দরের মত।
প্রস্ফুটিত পদ্ম সম তোমার লোচন মদাদি যতেক দোষ কর বিমোচন ॥

„ ২ আজানু লম্বিত বাহু বিক্রমে মহান তোমার ঐশ্বর্যে প্রভু নাহি পরিমাণ।
তূণীর ধনুক বাণ হে ধারণ কারী স্বর্গ মর্ত্য রসাতল পালন তোমারি ॥
সূর্যবংশ শিরোমণি তুমি রঘুরাজ হরধনু ভঙ্গকারী আসিয়াছ আজ।
মুনীন্দ্র সন্তের তুমি অনুরাগ ধারী সুরারি অসুর বৃন্দে তুমি ধ্বংস কারী ॥

„ ৩ কামশত্রু(১) দ্বারা তুমি সদাই বন্দিত ব্রহ্মা আদি দেব দ্বারা সদাই সেবিত।
নির্মল জ্ঞানের তুমি হও মূর্তিমান সমস্ত দোষেরে তুমি কর তিরোধান ॥
রমানাথে করি আমি সভক্তি প্রণাম সুখের আকর প্রভু সাধুগতি ধাম।
আদ্যাশক্তি ভ্রাতাসহ প্রণমি তোমারে শচীপতি প্রিয় ভ্রাতা নমি বারে বারে ॥

„ ৪ পরশ্রীকাতর-হীন যে নর তোমার চরণ কমল মূল পূজে বারবার।
বিতর্ক সঙ্কুল এই সংসার সাগরে পতিত না হয় কভু সে ত অতঃপরে ॥
নির্জন স্থানেতে বাস করিয়া যাহারা মুক্তি লাগি ভজে তোমা আনন্দেতে তারা।
ইন্দ্রিয় বিষয় আদি করি নিবারণ তোমার স্বরূপ গতি তারা প্রাপ্ত হন ॥

„ ৫ অদ্বৈত বিস্ময়-ময় হে আমার প্রভু সমর্থ্য কামনাহীন সর্বব্যাপী বিভু।
জগৎবরেণ্য গুরু নিত্য গুণাতীত সুষুপ্তি জাগ্রৎ স্বপ্ন অবস্থা অতীত ॥
ভজনা করিব সদা তুমি ভক্তি প্রিয় কুযোগী দুর্লভ তুমি, নতি মোর নিও।
ভক্তের নিকট তুমি কল্পতরু সম সমদৃষ্টি সুখ সেবা প্রণিপাত মম ॥

„ ৬ অপরূপ রূপবান সর্ব ভূপতিতে সীতাপতি রামচন্দ্র মোর প্রণতিতে।
প্রসন্ন হউন প্রভু, করি নমস্কার চরণকমলে ভক্তি রহুক আমার ॥
তব ভক্তি সহকারে যে যে নরগণ এই স্তব সমাদরে করিবে পঠন।
পাইবে পরম পদ তোমাতে প্রকাশ বিন্দুমাত্র সংশয়ের নাহি অবকাশ ॥

দো ৩ বিনতি করিয়া পুনঃ জুড়ি দুই কর, করিয়া মস্তক নত কহে মুনিবর
চরণ কমলে তব যেন মোর মতি, কোনদিনও নাহি যায় রহে চিরস্থিতি ॥

---

(১) মদন ভস্মকারী—শঙ্কর

চৌ ১ জনম জনম তব পদ সুখকন্দা, বঢ়ৌ প্রেম চকোর জিমি চন্দা।
দেখি রাম মুনিবিনয় প্রনামা, বিবিধ ভাঁতি পায়উ বিশ্রামা ॥
" ২ অনুসূয়াকে পদ গহি সীতা, মিলী বহোরি সুসীল বিনীতা।
জো সিয় সকল লোক সুখদাতা, অখিল লোক ব্রহ্মাণ্ডকি মাতা ॥
" ৩ তেউ পাই সিয় মুনিবর ভামিনী, সুখী ভঈ কুমুদিনি জিমি জামিনী।
ঋষিপত্নীমন সুখ অধিকাঈ, আসিষ দেই নিকট বৈঠাঈ ॥
" ৪ দিব্য বসন ভূষন পহিরাএ, জে নিত নূতন অমল সুহাএ।
জিনহিঁ নিরখি দুখ দূরি পরাহীঁ, গরুড় জানি জিমি পন্নগ জাহীঁ ॥

দো ৪ ঐসে বসন বিচিত্র সুঠি, দিয়ে সীয়কহঁ আনি।
সনমানী প্রিয় বচন কহি, প্রীতি ন জাই বখানি ॥

চৌ ১ কহ ঋষিবধূ সরল মৃদুবানী, নারিধরম কছু ব্যাজ বখানী।
মাতু পিতু ভ্রাতা হিতকারী, মিত সুখপ্রদ সুনু রাজকুমারী ॥
" ২ অমিতদান ভর্তা বৈদেহী, অধম সো নারি জো সেব ন তেহী।
ধীরজ ধর্ম মিত্র অরু নারী, আপদ কাল পরিখি য়হি চারী ॥
" ৩ বৃদ্ধ রোগবস জড় ধনহীনা, অন্ধ বধির ক্রোধী অতি দীনা।
ঐসহু পতিকর কিয় অপমানা, নারি পাব জমপুর দুখ নানা ॥
" ৪ এঁকৈ ধর্ম এক ব্রত নেমা, কায় বচন মন পতিপদ প্রেমা।
জগ পতিব্রতা চারি বিধি অহহীঁ, বেদ পুরান সন্ত অস কহহীঁ ॥

দো ৫ উত্তম মধ্যম নীচ লঘু, সকল কহউঁ সমুঝাই।
আগে সুনহিঁ তে ভব তরহিঁ, সুনহু সীয চিত লাই ॥

চৌ ১ উত্তমকে অস বস মনমাহীঁ, সপনেহু আন পুরুষ জগ নাহীঁ।
মধ্যম পরপতি দেখহিঁ কৈসে, ভ্রাতা পিতা পুত্র নিজ জৈসে ॥
" ২ ধর্ম বিচারি সমুজি কুল রহহীঁ, সো নিকৃষ্ট তিয় স্রুতি অস কহহীঁ।
বিন অবসর ভয়তে রহ জোঈ, জানেহু অধম নারি জগ সোঈ ॥
" ৩ পতি বঞ্চক পরপতি রতি করঈ, রৌরব নরক কল্পসত পরঈ।
ছিন সুখ লাগি জনম সত কোটী, দুখ ন সমুঝ তেহি সম কো খোটী ॥
" ৪ বিনু স্রম নারি পরম গতি লহঈ, পতিব্রত ধরম ছাঁড়ি ছল গহঈ।
পতি প্রতিকূল জনম জহঁ জাঈ, বিধবা হোয় পাই তরুনাঈ ॥

সো ৪ সহজ অপাবনি নারী, পতি সেবত সুভগতি লহহি।
জস গাবত স্রুতি চারি, অজহুঁ তুলসিকা হরিপ্রিয়া ॥

চৌ ১ মোর প্রেম সর্ব-সুখ-মূল তব পদে, জন্মে জন্মে বাড়ে যথা চখা হেরি চাঁদে।
বিনয় প্রণাম দেখি মুনি ব্যবহারে, প্রসন্ন হলেন রাম বিবিধ প্রকারে ॥

,, ২ অনসূয়া পদপ্রান্তে অতঃপর সীতা, প্রণমিলা সুচরিতা পরম বিনীতা।
যেই সীতা সর্বলোক সুখ বিধায়িনী, অখিল লোকের মাতা ব্রহ্মাণ্ড পালিনী ॥

,, ৩ হইলেও সীতাদেবী ঋষি পত্নী সাথে, সুখী হন কুমুদিনী যথা জ্যোৎস্না রাতে।
ঋষি পত্নী মন সুখে বিগলিত হ'য়ে, দিলেন আশিস্ কত নিকটে বসায়ে ॥

,, ৪ বসন ভূষণ দিব্য সীতারে পরান, নিতি নব তাহা অতি সুখদ অম্লান।
যাঁহারে হেরিয়া দুঃখ দূরে সরে যায়, গরুড়ে দেখিয়া সর্প যেমন পালায় ॥

দো ৪ বিচিত্র বসন এই অতি শোভাময়, সীতারে দিলেন আনি বর্ণন না হয়।
তাহারে সম্মানি' কহি মধুর বচন, দেখালেন প্রীতি যাহা না যায় বর্ণন ॥

চৌ ১ ঋষি পত্নী পুনঃ মৃদু ঋজুবাণী ছলে, নারী-ধর্ম কিছু তারে বাখানিয়া বলে।
মাতা পিতা ভ্রাতা সবে হয় হিতকারী, পরিমিত সুখ দেয় হে রাজকুমারী ॥

,, ২ অমিত সুখের দানী জানিবে ভর্ত্তারে, অধম সে নারী যেই না সেবে তাহারে।
ধৈর্য ধর্ম মিত্র নারী এই চতুষ্টয়, পরীক্ষা বিপদকালে হইবে নিশ্চয় ॥

,, ৩ বৃদ্ধ রুগ্ন মূর্খ আর ক্রোধী ধনহীন, বধির বা অন্ধ হোক, হোক অতি দীন।
এইরূপ পতিরেও যেবা তুচ্ছ করে, নানা দুঃখ পাবে সেই নারী যমপুরে ॥

,, ৪ একই ধর্ম এক ব্রত নিয়ম পালন, পতিপদে কায়মনে প্রেম অনুক্ষণ।
বিবাহিতা এ জগতে আছে চারিভাবে, বেদ ও পুরাণ সাধু এই কহে সবে ॥

দো ৫ বলিব বুঝায়ে সীতা শুন মন দিয়া, উত্তম মধ্যম নীচ অধম বলিয়া।
যে শুনিবে এই কথা ভবিষ্যতে তার, অক্লেশে উত্তীর্ণ হবে এ ভব সংসার ॥

চৌ ১ উত্তম নারীর মন স্বপনেও তার, অপর পুরুষ নাহি এ জগতে আর।
ভ্রাতা পিতা পুত্রসম দেখিবারে পায়, পরের পতিরে সেই মধ্যম যে হয় ॥

,, ২ কুলত্যাগ নাহি করে ধর্মের খাতিরে, সে হয় নিকৃষ্ট নারী শ্রুতি কহে তারে।
সুযোগ অভাবে আর ভয়ে কুলে রহে, সে নারী অধম নারী সবে ইহা কহে ॥

,, ৩ পতিরে বঞ্চনা করি পরপতি রতি, কল্প কল্প রৌরবেতে হয় তার গতি।
শতকোটি জন্ম দুঃখ ক্ষণ সুখ লাগি, তার মত দুষ্টা নারী কোন হতভাগী ॥

,, ৪ বিনা শ্রমে পায় নারী পরম সে গতি, কপটতা ছাড়ি যার পাতিব্রত্যে মতি।
পতিরে বিরূপ নারী যথা জন্ম লভে, তরুণ বয়সে তার বৈধব্যই হবে ॥
পতিরে বিরূপ নারী যথা জন্ম লভে, তরুণ বয়সে তার বৈধব্যই হবে ॥
পতিসেবা করি শুভ গতি পায় সে ত।

সো ৪ নারী জন্ম অপবিত্র হয় স্বভাবত, পতিসেবা করি শুভ গতি পায় সে ত।
চতুর্বেদ গায় কত যশ গান তার, তুলসী* আজিও প্রিয় বিষ্ণু দেবতার ॥

* রাক্ষস জালন্ধরের পতিব্রতা স্ত্রী পরজন্মে তুলসীপত্র হইয়া জন্ম লয়, সেকারণ বিষ্ণুর প্রিয়।

সো ৫ সুনু সীতা তব নাম, সুমিরি নারি পতিব্রত করহিঁ।
তুমহিঁ প্রাণপ্রিয় রাম, কহেউঁ কথা সংসারহিত ॥

চৌ ১ সুনি জানকী পরম সুখ পাবা, সাদর তাসু চরন সির নাবা।
তব মুনিসন কহ কৃপানিধানা, আয়সু হোউ জাউ বন আনা ॥

„ ২ সন্তত মোপর কৃপা করেহূ, সেবক জানি তজহ জনি নেহূ।
ধরম ধুরন্ধর প্রভুকৈ বানী, সুনি সপ্রেম বোলে মুনি জ্ঞানী ॥

„ ৩ জাসু কৃপা অজ সিব সনকাদি, চহত সকল পরমারথবাদী।
তে তুম রাম আকাম পিয়ারে, দীনবন্ধু মৃদু বচন উচারে ॥

„ ৪ অব জানী মৈঁ শ্রীচতুরাঈ, ভজিয় তুমহিঁ সব দেব বিহাঈ।
জেহিঁ সমান অতিসয় নহিঁ কোঈ, তাকর সীল কস ন অস হোঈ ॥

„ ৫ কেহি বিধি কহৌঁ জাহু অব স্বামী, কহহু নাথ তুম অন্তর্যামী।
অস কহি প্রভু বিলোকি মুনি ধীরা, লোচন জল বহ পুলক সরীরা ॥

ছ ৭ তনু পুলক নির্ভর প্রেম পূরন নয়ন মুখপঙ্কজ দিএ।
মন জ্ঞান গুন গোতীত প্রভু মৈঁ দীখ জপতপ কা কিএ ॥
জপ জোগ ধরমসমূহ তে নর ভক্ত অনুপম পাবঈ।
রঘুবীরচরিত পুনীত নিসিদিন দাস তুলসী গাবঈ ॥

দো ৬ কলিমল সমন দমন মন, রাম সুজস সুখমূল।
সাদর সুনহিঁ জে তাহিপর, রাম রহহিঁ অনুকূল ॥

সো ৬ কঠিন কাল মলকোষ, ধর্ম ন জ্ঞান ন জোগ তপ।
পরিহর সকল ভরোষ, রাম ভজহিঁ তে চতুর নর ॥

দো ৭ মুনিহুঁকি অস্তুতি কীন্হ প্রভু, দীন্হ সুভগ বরদান।
সুমন বৃষ্টি নভ সঙ্কুল, জয় জয় কৃপা নিধান ॥

চৌ ১ মুনিপদ কমল নাই করি সীসা, চলে বনহিঁ সুর নর মুনি ঈসা।
আগে রাম অনুজ পুনি পাছে, মুনিবর বেষ বনে অতি আছে ॥

„ ২ উভয় বীচ সিয় সোহতি কৈসী, ব্রহ্মজীববিচ মায়া জৈসী।
সরিতা বন গিরি অবঘট ঘাটা, পতি পহিঁচানি দেহি বর বাটা ॥

„ ৩ জহঁ জহঁ জাহি দেব রঘুরায়া, করহি মেঘ নভ তহঁ তহঁ ছায়া।
আস্রম বিপুল দীখ বনমাহীঁ, দেবসদন তেহি পটতর নাহীঁ ॥

সো ৫ শুন সীতা তব নাম স্মরণে সতত, পাতিব্রত্য ধর্ম লভে নারীগণ যত।
প্রাণ সম প্রিয় তব রামচন্দ্র স্বামী, সংসার হিতার্থে ইহা কহিবই আমি ॥

চৌ ১ শুনিয়া পরম সুখী জানকী অন্তরে, সাদরে চরণে তার শির নত করে।
কহেন মুনিরে তবে কৃপার নিধান, অন্য বনে যাব এবে আজ্ঞা যদি দেন ॥

,, ২ সদাই আমার প্রতি কৃপা রাখিবেন, সেবক জানিয়া স্নেহ নাহি ত্যজিবেন।
ধর্ম ধুরন্ধর প্রভু তাহার সে বাণী, শুনিয়া সপ্রেমে কহে মুনি মহাজ্ঞানী ॥

,, ৩ যার কৃপা শিব ব্রহ্মা আর সনকাদি, সদাই মাগিয়া থাকে পরমার্থবাদী।
হে রাম তুমিই প্রিয় নিষ্কামীর মনে, দীনবন্ধু তাই কহ কোমল বচনে ॥

,, ৪ যখন বুঝেছি আমি লীলা কমলার, সব দেব ত্যজি শুধু ভজনা তোমার।
সমান অথবা শ্রেয় কেহ নাই যার, কেননা হইবে শ্রেষ্ঠ স্বভাব তাহার ॥

,, ৫ কি প্রকারে কহি আমি যাও এবে স্বামী, তুমিই বলনা নাথ তুমি অন্তর্যামী।
ইহা কহি মুনি ধীর নির্নিমেষে চাহে, শরীরে পুলক চক্ষে অশ্রুধারা বহে ॥

ছ ৭ শরীরে পুলক বহে প্রেমেতে নির্ভর নয়ন রয়েছে স্থির মুখপদ্ম পর।
ভাবে মনে কি এমন জপ তপ মোর পাইনু দর্শন তব হে মোর ঈশ্বর ॥
ইন্দ্রিয় অতীত মন জ্ঞান গুণত্রয় সবার অতীত তুমি বুঝা নাহি যায়।
তুলসী ভণয়ে যারা গায় অনুক্ষণ রামের চরিত গাথা দিয়া প্রাণ মন ॥
জপ যোগ ধর্মে যাহা লভ্য নাহি হয় অনুপম ভক্তি পাবে তাহারা নিশ্চয় ॥

দো ৬ সর্ব সুখ মূল সেই শ্রীরাম সুযশ, কলি পাপ ধ্বংস করে করি মন বশ।
সাদরে শুনিবে যেবা তাঁহার উপর, সর্বদা প্রসন্ন রন রাম রঘুবর ॥

সো ৬ এ কাল কঠিন কাল পাপে পূর্ণ তাই, গেছে ধর্ম গেছে জ্ঞান যোগ জপ নাই।
সকল ভরসা ত্যজি ভজে অনুক্ষণ, শ্রীরামচন্দ্রেরে যেই সেই বিচক্ষণ ॥

দো ৭ মুনিরে করিয়া স্তুতি প্রভু তার পর, দিলেন তাহারে বর অতীব সুন্দর।
*আকাশ ছাইয়া হয় পুষ্পের বর্ষণ, জয় জয় কৃপাসিন্ধু হইল শ্রবণ ॥

চৌ ১ মুনির চরণ পদ্মে নত করি শির, বনে চলে সুরনর দেবতা মুনির।
অগ্রে রাম সর্ব শেষে অনুজ লক্ষ্মণ, মুনিবেশ উভয়ের অতি অনুপম ॥

,, ২ উভয়ের মাঝখানে কিবা শোভে সীতা, ব্রহ্ম জীব মাঝখানে রহে মায়া যথা।
নদী বন গিরিপথ প্রান্তর দুর্গম, প্রভুরে চিনিয়া করে সে পথ সুগম ॥

,, ৩ যেথা যেথা রঘুরাজ হন অগ্রসর, সেথাই বিছায় ছায়া মেঘ পথ পর।
বনেতে দেখেন তাঁরা আশ্রম অপার, তুলনা তাদের মেলা দেবলোকে ভার ॥

---

* দো ৭ হইতে দো ১১ ও আনুসঙ্গিক চৌ পণ্ডিত রামেশ্বর ভট্ট সম্পাদিত রামায়ণ হইতে পরবর্তী প্রকাশিত রামচরিত মানসে পাওয়া যায় না।

চৌ ৪ বহু তড়াগ সুন্দর অমরাঈ, ভাঁতি ভাঁতি সব মুনিন্‌হ লগাঈ।
দিব্য বিটপ ফল চহুঁ দিসি সোহৈ, দেখত সকল সুরন মন মোহৈ॥
" ৫ তেহি দিন প্রভু তহঁ কীন্‌হ নিবাসা, সকল মুনিন মিলি কীন্‌হ সুপাসা।
দো ৮ নিজ নিজ আস্রম বেদিকা, তেহি পর তুলসি বিরাজ।
অনুজ জানকী সহিত তহাঁ, রাজত ভএ রঘুরাজ॥
" ৯ আনি সুআসন মুদিত মন, পূজি পহুনঈ কীন্‌হ।
কন্দ মূল ফল অমিয় সম, আনি রামকহঁ দীন্‌হ॥

চৌ ১ অনুজ সীয় সহ ভোজন কীন্‌হা, জো জেহি ভাব সুভগ বর দীন্‌হা।
হোত প্রভাত মুনিন্‌হ সির নাবা, আসীর্বাদ সবহিসন পাবা॥
" ২ সুমিরি উমাপতি সিদ্ধি গনেসা, পুনি প্রভু চলে সুনহু বিহগেসা।
বন অনেক সুন্দর গিরি নানা, লাঁঘত চলে জাই ভগবানা॥
" ৩ মিলা অসুর বিরাধ মগু জাতা, গর্জত ঘোর কঠোর রিসাতা।
রূপ ভয়ঙ্কর মানহুঁ কালা, বেগবন্ত ধায়উ জিমি ব্যালা॥
" ৪ গগন দেব মুনি কিন্নর নানা, তেহি ছিন হৃদয় হারি ভয় মানা।
তুরতহি সো সীতহি লৈ গয়উ, রাম হৃদয় কছু বিস্ময় ভয়উ॥
" ৫ সমুঝি হৃদয় কৈকেয়ি কুকরনী, কহী অনুজসন বহুবিধি বরনী।
বহুরি লষন রঘুবরহি প্রবোধা, পাঁচ বান ছাঁড়ে করি ক্রোধা॥
ছ ৮ ভয় ক্রোধ লষন সঁধানি ধনু সর মারি তেহি ব্যাকুল কিয়ো।
পুনি উঠি নিসাচর রাখি সীতহি স্থূল লৈ ছাঁড়ত ভয়ো॥
জনু কালদণ্ড করাল ধাবা বিকল সব খগ মৃগ ভয়ে।
ধনু তানি শ্রীরঘুবংসমনি পুনি কাটি তেহি রজ সম কিয়ে॥
দো ১০ বহুরি এক সর মারেউ, পরা ধরনি ধুনি মাখ।
উঠা প্রবল সো গর্জেউ, চলেউ জহাঁ রঘুনাথ॥
চৌ ১ ঐসে কহত নিসাচর ধাবা, অব নহি বচহু তুমহিঁ মৈ খাবা।
আব প্রবল জেহি বিধি জনু ভূধর, হোইহি কহা কহহি ব্যাকুল সুর॥
" ২ তাসু তেজ সত মরুত সমানা, টূটহি তরু বহু উড়হি পষানা।
জীব জন্তু জহঁলগি রহে জেতে, ব্যাকুল ভাগি চলে সব তেতে॥
" ৩ উরগ সমান জোরি সর সাতা, আবতহী রঘুবীর নিপাতা।
তুরতহি রুচির রূপ তেহি পাবা, দেখি দুখী নিজধাম পঠাবা॥
" ৪ তাসু অস্থি গাড়েউ প্রভু ধরনী, দেব মুদিত লখি প্রভুকী করনী।
সীতা আই চরন লপটানী, অনুজ সহিত তব চলে ভবানী॥

চৌ ৪ অনেক সরসী ধারে রম্য আম্রবন, স্থানে স্থানে মুনিগণ করেন রোপণ।
চতুর্দিকে দিব্য বৃক্ষে ফল শোভা পায়, দেখিয়া দেবেরা সব মোহগ্রস্ত হয়॥
,, ৫ যেদিন যে স্থানে প্রভু করেন বিশ্রাম, মুনিরা তাঁহারে সেবে করিয়া সম্মান॥
দো ৮ প্রতিটি আশ্রমে শোভে বেদিকা সুন্দর, তুলসীর চারা শোভে তাহার ওপর।
অনুজ জানকী সাথে সেথা রঘুরাজ, অপরূপ শোভা সাথে করেন বিরাজ॥
,, ৯ সুন্দর আসন আনি আনন্দিত মনে, পূজিলেন ভক্তিভরে অতিথি সজ্জনে।
অমৃত সমান কন্দ ফলমূল আনি, অর্পণ করেন রামে জুড়ি দুই পানি॥

চৌ ১ সীতা ও অনুজ সহ করেন ভোজন, বর দান করিলেন যে চাহে যেমন।
মুনিগণে নতি করি হইলে প্রভাত, পাইলেন সবাকার শুভ আশীর্বাদ॥
,, ২ স্মরি সিদ্ধি গণেশেরে আর উমাপতি, পুনঃপ্রভু চলিলেন, হে বিহঙ্গপতি।
বন গিরি পথে বহু দেখিতে সুন্দর, অনায়াসে পার হন রাম রঘুবর॥
,, ৩ যেতে যেতে পথে মেলে বিরাধ অসুর, ভীষণ গর্জন করে ক্রোধে ভরপুর॥
ভয়ঙ্কর রূপ তার মনে হয় কাল, অতি দ্রুত সর্প গতি অতীব ভয়াল॥
,, ৪ গগনে দেবতা মুনি অনেক কিন্নর, সেইক্ষণে হৃদয়েতে উপজিল ডর।
সীতারে ত্বরিত গতি সে অসুর লয়, হইল রামের মনে কিঞ্চিৎ বিস্ময়॥
,, ৫ কৈকেয়ী কুকীর্তি ফল ইহা মনে মানি, কহেন অনুজ সাথে নানাবিধ বাণী॥
লক্ষ্মণ রামেরে দেন অনেক প্রবোধ, তীক্ষ্ণ পঞ্চবাণ হানে করি অতি ক্রোধ॥

ছ ৮ ক্রোধেতে লক্ষ্মণ শর ধনুতে সন্ধানি, মারিয়া বিরাধে করে ব্যাকুল পরানি।
সীতারে রাখিয়া উঠি নিশাচর তবে ত্রিশূল লইয়া হস্তে ধায় দ্রুত যবে॥
মনে হয় আসে যেন কালদণ্ড মত বিবশ হইল দেখি পশু পক্ষী যত।
রঘুবংশ মনি রাম ল'য়ে ধনুঃশর, ধূলিসম কাটিলেন ত্রিশূলে তৎপর॥

দো ১০ মারিলেন আর এক বাণ তার পরে, ভূমিতলে মাথা ঠুকি ফেলিল অসুরে॥
প্রবল গর্জন করি নিশাচর ওঠে, রামচন্দ্র যেথা রন সেদিকেতে ছোটে॥

চৌ ১ কেহ না বাঁচিবে এবে খাইব তোমারে, ইহা কহি অতি দ্রুত ধায় নিশাচরে।
আসিল প্রবল যেন পর্বত প্রকার, ভবিতব্য কিবা আছে চিন্তা দেবতার॥
২ মরুতের শতগুণ তেজ সেই ধরে, শিলাখণ্ড ওড়ে বহু তরু ভেঙ্গে পড়ে।
জীবজন্তু যত ছিল এধারে ওধারে, ভীত হয়ে সবে তারা পলায়ন করে॥
৩ সর্প সম সপ্ত শর ধনুকে জুড়িয়া, আসিতেই রামচন্দ্র ফেলেন মারিয়া।
অনুপম রূপ পেল অসুর তখনি, নিজধামে পাঠালেন অতি দুঃখী জানি॥
৪ প্রোথিত করেন প্রভু অস্থি মৃত্তিকাতে, প্রভু কর্ম দেখি সুখ সব দেবতাতে।
সীতা আসি রামচন্দ্র চরণে লুটায়, হে ভবানি ভ্রাতা সহ চলে পুনরায়॥

চৌ ৫ বহাঁ শক্র জহঁ মুনি সরভঙ্গা, আয়ে সকল দেব মুনি সঙ্গা।
গএ কহন প্রভু দেন সিখাবন, দিসি ৰল ভেদ ৰসত জহঁ রাবন ॥

দো ১১ সুরপতি সংসয় তিমির সম, রঘুপতি তেজ দিনেস।
রাবন জীবন নিসা সম, ৰীতে ছুটহি কলেস ॥

চৌ ১ সুনাসীর প্রভু তেহি ছিন দেখা, তেজ নিধান সুভ্র অতি বেষা।
তুরগ চারি ৰল মরুত সমানা, রথ রবিসম নহি জাই ৰখানা ॥

” ২ ছিতি ন পরস অন্তরহিত রহঈ, স্বেত ছত্র চামর সির ড়রঈ।
অনুজহি প্রিয়হিঁ কহা সমঝাঈ, সুরপতি মহিমা গুন প্রভুতাঈ ॥

” ৩ জেহি কারন বাসব তহঁ আএ, সো কছু ৰচন কহৈ নহিঁ পাএ।
ৰীচহি সুনি আউব প্রভু কেরা, কহি সারথিহিঁ তুরত রথ ফেরা ॥

” ৪ দূরহিঁতে করি প্রভুহিঁ প্রনামা, হর্ষি সুরেস গয়উ নিজ ধামা।
পুনি আয়ে জহঁ মুনি সরভঙ্গা, সুন্দর অনুজ জানকী সঙ্গা ॥

দো ১২ দেখি রামমুখ পঙ্কজহিঁ, মুনিবর লোচন ভৃঙ্গ।
সাদর পান করত অতি, ধন্য জনম সরভঙ্গ ॥

চৌ ১ কহ মুনি সুনু রঘুৰীর কৃপালা, সঙ্কর মানস রাজ মরালা।
জাত রহেউঁ ৰিরঞ্চিকে ধামা, সুনেউঁ স্রবন বন আবত রামা ॥

” ২ চিতবত পন্থ রহেউঁ দিন রাতী, অৰ প্রভু দেখি জুড়ানী ছাতী।
নাথ সকল সাধন মৈঁ হীনা, কীন্হীঁ কৃপা জানি জন দীনা ॥

” ৩ সো কছু দেব ন মোর নিহোরা, নিজপ্রন রাখেউ জন মন চোরা।
তবলগি রহহু দীনহিত লাগী, জৰলগি তুম্হৈঁ মিলৌঁ তনু ত্যাগী ॥

” ৪ জোগ জজ্ঞ জপ তপ ব্রত কীন্হা, প্রভুকহঁ দেই ভক্তি বর লীন্হা।
ইহি ৰিধি সর রচি মুনি সরভঙ্গা, বৈঠে হৃদয় ছাঁড়ি সব সঙ্গা ॥

দো ১৩ সীতা অনুজ সমেত প্রভু, নীলজলজ তনু স্যাম।
মম হিয় বসহু নিরন্তর, সগুন রূপ শ্রীরাম ॥

চৌ ১ অস কহি জোগ অগনি তনু জারা, রাম কৃপা বৈকুণ্ঠ সিধারা।
তাতে মুনি হরিলীন ন ভয়উ, প্রথমহি ভেদ ভক্তি বর লয়উ ॥

” ২ ঋষি নিকায় মুনিবরগতি দেখি, সুখী ভয়ে নিজহৃদয় বিসেষি।
অস্তুতি করহিঁ সকল মুনিবৃন্দা, জয়তি প্রনতহিত করুনা কন্দা ॥

” ৩ পুনি রঘুনাথ চলে বন আগে, মুনিবরবৃন্দ চলে সঁগ লাগে।
অস্থিসমূহ দেখি রঘুরায়া, পূছা মুনিন্হ লাগি অতি দায়া ॥

” ৪ জানতহু কা পূছহু স্বামী, সমদরসী তুম অন্তরজামী।
নিসিচরনিকর সকল মুনি খাএ, সুনি রঘুনাথ নয়ন জল ছাএ ॥

চৌ ৫ দেবতা সহিত ইন্দ্র সাথে মুনিগণ, আসিল যেথায় মুনি শরভঙ্গ রন।
কহিতে প্রভুরে বাস রাবণের যেথা, বলের রহস্য শিক্ষা দিতে আসে সেথা ॥

দো ১১ ইন্দ্রের সংশয় হয় সম অন্ধকার, রামের বিক্রম তথা সূর্যের প্রকার।
রাবণ জীবন হয় রাত্রির সমান, সমাপনে হয় সব ক্লেশ তিরোধান ॥

চৌ ১ ইন্দ্রেরে দেখেন প্রভু ক্ষণিকের তরে, তেজ তীব্র শুভ্রবস্ত্র পরিধান করে।
বায়ুর সমান বলী চারি অশ্ব তার, রবি সম রথ তাঁর বর্ণন অপার ॥

,, ২ ভূমিস্পর্শ নাহি করে অন্তরীক্ষে রয়, শ্বেত ছত্র শিরোপরি চামর দুলায়।
অনুজে প্রিয়ারে রাম বুঝাইয়া কহে, ইন্দ্রের মহিমা গুণ প্রভুত্ব যা রহে ॥

,, ৩ যে কারণ বাসবের সেথা আগমন,অকথিত রয়ে গেল সে সব কথন।
প্রভু কৈলি শুরু এবে শুনি সেইখানে, সারথিরে কহে ফির তবে স্বর্গ পানে ॥

,, ৪ দূর হতে প্রভুপদে করিয়া প্রণাম, আনন্দিত হ'য়ে ইন্দ্র যান নিজ ধাম।
সীতা ও লক্ষ্মণ সাথে আসিলেন রাম, যেইখানে শরভঙ্গ মুনির আশ্রম ॥

দো ১২ রামচন্দ্র মুখপদ্ম হেরি' বারে বারে, মুনির লোচন ভৃঙ্গ অতি সমাদরে।
পান করে সুধা তার কৃতার্থ নয়নে, ধন্য জন্ম শরভঙ্গ রামের দর্শনে ॥

চৌ ১ কহে মুনি শুন রাম পরম দয়াল, শঙ্কর মানস হ্রদে হে রাজ মরাল।
যাইতেছিলাম যবে আমি ব্রহ্মধাম, কানেতে শুনেছি বনে আসিবে শ্রীরাম ॥

,, ২ দিন রাত পথ চেয়ে কেটেছে সময়, এখন প্রভুরে দেখি জুড়াল হৃদয়।
সকল সাধনা-হীন হে নাথ অধমে, করেছো অগাধ কৃপা এই দীনজনে ॥

,, ৩ হে নাথ ইহার শ্রেয় কিছু নাই মোর, নিজ পণ রাখিয়াছ ভক্ত মন চোর।
এ দীনের হিত লাগি' রহ সেই দিন, যে অবধি তনু ত্যজি' তোমাতে বিলীন ॥

,, ৪ যোগ যজ্ঞ জপ তপ ব্রত দান যত, প্রভুরে সমর্পি সব নিল ভক্তি ব্রত।
শরভঙ্গ মুনি চিতা রচি এ প্রকারে, সব সঙ্গ ত্যজি' মুনি বসে তার পরে ॥

দো ১৩ সীতা ও অনুজ সাথে নীলপদ্ম সম, শ্যামবর্ণ তনু যাঁর সেই প্রভু মম।
বাস কর হৃদে মম তুমি নিরন্তর, সগুণ সাকার হ'য়ে রাম রঘুবর ॥

চৌ ১ ইহা কহি' যোগাগ্নিতে শরীর জ্বালায়, রাম কৃপা লাভ করি' বৈকুণ্ঠে যায়।
হরিতে বিলীন নাহি হয় এ কারণ, ভক্তি বর প্রথমেই করিল ধারণ ॥

,, ২ ঋষির সমূহ দেখি মুনিবর গতি, নিজ নিজ হৃদয়েতে সুখী হল অতি।
মুনিগণ সবে করে স্তব স্তুতি গান, ভক্তহিত কৃপামূল জয় ভগবান ॥

,, ৩ পুনরায় রঘুনাথ যান বন পথে, মুনিবর বৃন্দ চলে তার সাথে সাথে।
পথে যেতে অস্থি দেখি রাম আর্দ্র স্বরে, দয়ার্দ্র হইয়া প্রশ্ন মুনিগণে করে ॥

,, ৪ জানত সকলি তুমি পুছ কেন স্বামী, সমদর্শী তুমি প্রভু তুমি অন্তর্যামী।
নিশাচরগণ খায় মুনিবৃন্দে ধরি', শুনিয়া রামের নেত্রে অশ্রু ওঠে ভরি ॥

দো ১৪ নিসিচরহীন করৌঁ মহি, ভুজ উঠাই প্রন কীন্হ।
সকল মুনিন্হকে আস্রমন্হ, জাই জাই সুখ দীন্হ॥

চৌ ১ মুনি অগস্ত্যকর শিষ্য সুজানা, নাম সুতীছন রত ভগবানা।
মন ক্রম বচন রামপদ সেবক, সপনেহু আন ভরোস দেবক॥

" ২ প্রভু আগমন স্রবন সুনি পাবা, করত মনোরথ আতুর ভাবা।
হে বিধি দীনবন্ধু রঘুরায়া, মোসে সঠপর করিহহিঁ দায়া॥

" ৩ সহিত অনুজ মোহিঁ রাম গুসাঁঈঁ, মিলিহহিঁ নিজসেবককী নাঈঁ।
মোরে দৃঢ় ভরোস জিয় নাহীঁ, ভক্তি ন বিরতি জ্ঞান মনমাহীঁ॥

" ৪ নহিঁ সতসঙ্গ জোগ জপ জাগা, নহিঁ দৃঢ় চরনকমল অনুরাগা।
এক বানি করুনা নিধানকী, সো প্রিয় জাকে গতি ন আনকী॥

ছ ৯ সো পরমপ্রিয় অতিপাতকী জিন্হ কবহুঁ প্রভু সুমিরন কর্যো।
তে আজু মৈঁ নিজনয়ন দেখোঁ পূরি পুলকিত হিয় ভর্যো॥
জে পদসরোজ অনেক মুনি করি ধ্যান কবহুঁক পাবহীঁ।
তে রাম শ্রীরঘুবংশ-মনি প্রভু প্রেমতে সুখ পাবহীঁ॥

দো ১৫ পন্নগারি সুনু প্রেমসম, ভজন ন দূসর আন।
য়হ বিচারি মুনি পুনি পুনি, করত রামগুনগান॥

চৌ ১ হোইহহিঁ সফল আজু মম লোচন, দেখি বদন পঙ্কজ ভবমোচন।
নির্ভর প্রেমমগন মুনি জ্ঞানী, কহি ন জাই সো দসা ভবানী॥

" ২ দিসি অরু বিদিসি পন্থ নহিঁ সুঝা, কো মৈঁ চলেউঁ কহাঁ নহিঁ বূঝা।
কবহুঁক ফিরি পাছে পুনি জাঈ, কবহুঁক নৃত্য করৈ গুন গাঈ॥

" ৩ অবিরল প্রেম ভক্তি মুনি পাঈ, প্রভু দেখহিঁ তরু ওট লুকাঈ।
অতিসয় প্রীতি দেখি রঘুবীরা, প্রগটে হৃদয় হরন ভবভীরা॥

" ৪ মুনি মগুমাঁঝ অচল হোই বৈসা, পুলক সরীর পনসফল জৈসা।
তব রঘুনাথ নিকট চলি আএ, দেখি দসা নিজজন মন ভাএ॥

সো ৭ রাম সুসহজ সুভাব, সেবক দুখ দারিদ দমন।
মুনিসন প্রভু কহ আব, উঠ উঠ দ্বিজ মম প্রান সম॥

চৌ ১ মুনিহিঁ রাম বহুভাঁতি জগাবা, জাগ ন ধ্যান জনিত সুখ পাবা।
ভূপরূপ তব রাম দুরাবা, হৃদয় চতুর্ভুজ রূপ দিখাবা॥

" ২ মুনি অকুলাই উঠা তব কৈসে, বিকল দীন মনিবিনু ফনি জৈসে।
আগে দেখি রামতনু স্যামা, সীতা অনুজ সহিত সুখধামা॥

দো ১৪ নিশাচরহীন পৃথ্বী করিব নিশ্চয়, ঊর্দ্ধবাহু করি রাম এই পণ লয়।
সব মুনি আশ্রমেতে রাম নিজে গিয়া, আশ্বস্ত করেন যবে সবে তুষ্ট হিয়া ॥

চৌ ১ মহামুনি অগস্ত্যের শিষ্য শীলবান, সুতীক্ষ্ণ তাহার নাম রতি ভগবান।
কায়-মনো-বাক্যে সেবে কেবল রামেরে, স্বপনেও নাহি জানে অন্য দেবতারে ॥

,, ২ প্রভু আগমন বার্তা যবে কর্ণে শোনে, আতুর হইয়া ধায় মনবাঞ্ছা মনে।
হে বিধাতা দীনবন্ধু রাম রঘুরাজ, আমা হেন শঠে দয়া করিবে কি আজ ॥

,, ৩ অনুজ সহিত রাম বিশ্বপ্রভু মম, মিলিবে কি মোর সনে সেবকের সম।
এ বিষয়ে মনে আশা নাহিক বিশেষ, না আছে বৈরাগ্য জ্ঞান ভক্তি সবিশেষ ॥

,, ৪ নাহি সাধুসঙ্গ নাহি জপ যোগ যাগ, চরণ কমলে নাই দৃঢ় অনুরাগ।
কিন্তু এক কথা আছে কৃপার নিধান, অন্য গতি নাহি যা'র প্রিয় তা'রি হ'ন ॥

ছ ৯ কদাচিৎ করে যদি প্রভুরে স্মরণ হলেও পাতকী মহা প্রিয় সে পরম।
তারে আমি নিজ চোখে করিব দর্শন পরিপূর্ণ হৃদয়েতে পুলকিত মন ॥
বহু মুনি ধ্যান করি' কমল চরণে কখনো পায় বা কেহ জীবনে মরণে।
আসিছেন সেই রাম রঘুবংশ মণি ভক্তের প্রেমেতে হন সুখী যে আপনি ॥

দো ১৫ হে সর্প নাশক (১) শুন প্রেমের মতন, কিছু নাই আর জেনো সাধন ভজন।
ইহাই বিচার করি মুনি বারবার, গুণগান করে শুধু রামের অপার ॥

চৌ ১ সুতীক্ষ্ণ ভাবেন মনে সফল নয়ন, মুখপদ্ম দেখি ভব ভয় বিমোচন। (২)
প্রেমেতে নির্ভরশীল মুনি গুণী জ্ঞানী, সে দশা বর্ণন করা না যায় ভবানী ॥

,, ২ দিক ও বিদিক জ্ঞানশূন্য তার কাছে, কেবা আমি কোথা যাব মনে নাহি আছে।
কখন ফিরিয়া চলে পিছনের পানে, কখন নাচিয়া চলে মত্ত গুণ গানে ॥

,, ৩ মুনি মনে প্রেম ভক্তি অতি সুনিবিড়, তরু অন্তরাল হ'তে দেখে রঘুবীর।
অতি-শয় ভক্তি দেখি' প্রভু তার পরে, হৃদয়ে প্রকট হ'ন দুঃখ নাশ করে ॥

,, ৪ পথ মাঝে বসে মুনি হইয়া অচল, পুলকে কণ্টক তনু পনসের ফল।
মুনির নিকটে রাম আসেন তখন, নিজজন দশা দেখি সুপ্রসন্ন মন ॥

সো ৭ স্বভাব সুন্দর রাম ভক্তের আশ্রয়, ভক্তের দারিদ্র দুঃখ নাশক যে হয়।
মুনীশ্বরে কহিলেন উঠ দ্বিজোত্তম, কহি সত্য তুমি মোর প্রিয় প্রাণ সম ॥

চৌ ১ মুনিরে জাগাতে রাম বহু চেষ্টা করে, বিভোর ধ্যানেতে মগ্ন মুনি সুখ ভরে।
রাজরূপ অতঃপর ত্যজিয়া শ্রীরাম, চতুর্ভুজ রূপ তার হৃদয়ে দেখান ॥

,, ২ আকুল হইয়া মুনি উঠিল তখন, মণি গেলে ফণিরাজ বিকল যেমন।
দেখিল অগ্রেতে তার শ্যাম তনু রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সাথে সব সুখধাম ॥

---

(১) গরুড়, (কাকভুষণ্ডী কহিতেছে)। (২) শিব পার্বতীকে কহিতেছেন

চৌ ৩ পরেউ লকুট ইব চরনন্‌হ লাগী, প্রেমমগন মুনিবর ৰড়ভাগী।
ভুজবিসাল গহি লিএ উঠাঈ, পরম প্রীতি রাখে উর লাঈ॥
„ ৪ মুনিহিঁ মিলত অস সোহ কৃপালা, কনক তরুহিঁ জনু ভেট তমালা।
রাম বদন বিলোকী মুনি ঠাঢ়া, মানহুঁ চিত্র মাঁঝ লিখি কাঢ়া॥

দো ১৬ তৰ মুনি হৃদয় ধীর ধরি, গহি পদ ৰারহিঁ ৰার।
নিজ আস্রম প্রভু আনি করি, পূজা বিবিধ প্রকার॥

চৌ ১ কহ মুনি প্রভু সুনু ৰিনতী মোরী, অস্তুতি করৌ কবন বিধি তোরী।
মহিমা অমিত মোরি মতি থোরী, রবি সন্মুখ খদ্যোত উঁজোরী॥
„ ২ স্যাম তামরস দাম সরীরং, জটা মুকুট পরিধন মুনিচীরং।
পানি চাপ সর কটি তূনীরং, নৌমি নিরন্তর শ্রীরঘুবীরং॥
„ ৩ মোহ বিপিন ঘন দহন কৃসানুং, সন্ত সরোরুহ কানন ভানুং।
নিসিচর করিবরূথ মৃগরাজং, ত্রাতু সদা নো ভবখগবাজং॥
„ ৪ অরুন নয়ন রাজীব সুবেষং, সীতা নয়ন চকোর নিসেসং।
হর হৃদি মানস ৰাল মরালং, নৌমি রাম উর বাহু বিসালং॥
„ ৫ সংসয় সর্পগ্রসন উর নাদং, সমন সকল সন্তাপ বিষাদং।
ভব ভঞ্জন রঞ্জন সুরযূথং, ত্রাতু সদা নো কৃপা বরূথং॥
„ ৬ নির্গুন সগুন বিসম সমরূপং, জ্ঞান গিরা গোতীত অনূপং।
অমলমখিলমনবদ্যমপারং, নৌমি রাম ভঞ্জন মহিভারং॥
„ ৭ ভক্তকল্পপাদপ আরামং, তর্জন ক্রোধ লোভ মদকামং।
অতি নাগর ভবসাগরসেতুং, ত্রাতু সদা দিনকর কুলকেতুং॥
„ ৮ অতুলিত ভুজ প্রতাপ বলধামং, কলিমল বিপুল বিভঞ্জন নামং।
ধর্ম বর্ম সর্মদ গুনগ্রামং, সন্তত সন্তনোতু অভিরামং॥
„ ৯ যদপি বিরজ ব্যাপক অবিনাসী, সবকে হৃদয় নিরন্তরবাসী।
তদপি অনুজ সিয় সহিত খরারী, বসহু মনসি মম কাননচারী॥
„ ১০ জে জানহিঁ তে জানহু স্বামী, সগুন অগুন উর অন্তর্জামী।
জো কোশলপতি রাজিবনয়না, করো সো রাম হৃদয় মম অয়না॥

সো ৮ মায়াৰস জিমি জীয়, রহহি সদা সন্তত মগন।
তিমি লাগহু মোহিঁ পীয়, করুনাকর সুন্দর সুখদ॥

চৌ ১ অস অভিমান জাই নহিঁ ভোরে, মৈঁ সেবক রঘুপতি পতি মোরে।
রামভক্তি তজি চহ কল্যানা, সো নর অধম স্গাল সমানা॥
„ ২ সুনি মুনিবচন রাম মন ভাএ, বহুরি হরষি পুনি মুনিবর উর লাএ।
পরম প্রসন্ন জানি মুনি মোহী, জো বর মাঁগু দেউঁ মৈঁ তোহী॥

চৌ ৩ পড়িল দণ্ডের মত চরণে তাঁহার, প্রেমে মগ্ন মুনি তার সৌভাগ্য অপার।
বিশাল ভুজের দ্বারা উঠাইয়া তারে, পরম প্রীতির সাথে রাম বক্ষে ধরে॥
" ৪ রাম বক্ষে মুনি তবে সেই শোভা ধরে, স্বর্ণলতা আলিঙ্গিয়া তমাল বৃক্ষেরে।
দাঁড়াইয়া মুনি-বর যেন চিত্রার্পিত, এক দৃষ্টে রাম মুখ দেখে স্বপ্নোত্থিত॥
দো ১৬ অতঃপর মুনিবর হৃদে ধৈর্য্য ধরি', বারবার শ্রীরামের পাদস্পর্শ করি।
আপন আশ্রম মাঝে আনিয়া প্রভুরে, করিল অর্চনা তাঁর বিবিধ প্রকারে॥
চৌ ১ কহে মুনি শুন প্রভু বিনতি আমার, কি প্রকারে স্তব স্তুতি করিব তোমার।
মহিমা অপার তব ক্ষীণ বুদ্ধি মম, সূর্য দ্যুতি কাছে যেন খদ্যোতের সম॥
" ২ সুনীল কমল সম শ্যামল শরীর, জটার মুকুট মাথে পরিধানে চীর।
হস্তে ধনুঃশর আর কটিতে তূণীর, সদাই প্রণমি আমি তোমা রঘুবীর॥
" ৩ মোহরূপী ঘন বন দহনে কৃশানু, সাধুর কমল বনে তুমিই সে ভানু।
নিশাচর করিগণে তুমি মৃগরাজ, সদা রক্ষ ভব পক্ষী ধ্বংসকারী বাজ॥
" ৪ অরুণ কমল নেত্রে সুবেশ সুষমা, সীতার নয়ন রূপ চকোরে চন্দ্রমা।
হর হৃদি মানসেতে তরুণ মরাল, নমি তোমা দীর্ঘবাহু সুবক্ষ বিশাল॥
" ৫ সংশয় সর্পেরে নাশ গরুড় সমান, বিষাদে সন্তাপে তুমি শমন প্রমাণ।
ভব ভয় নাশ তুমি আনন্দ দেবের, কৃপার নিধান কর রক্ষা আমাদের॥
" ৬ সগুণ নির্গুণ তুমি কোমল কঠোর, ইন্দ্রিয় অতীত জ্ঞান বাক্য অগোচর।
বিশ্বব্যাপী অনবদ্য নির্মল অপার, প্রণিপাত করি রাম নাশ মহীভার॥
" ৭ ভক্তজনে কল্পতরু উপবন মত, মদ লোভ কাম ক্রোধ কর তিরোহিত।
অতীব বিদগ্ধ তুমি ভব সিন্ধু সেতু, ত্রাণ কর সদা মোরে সূর্যকুল কেতু।
" ৮ অতুল প্রতাপ ভূজে তুমি বলধাম, সর্ব কলিপাপ ধ্বংস করে তব নাম।
ধর্ম বর্ম সুকল্যাণ তব গুণ-গ্রাম, সদাই কল্যাণ মোর করুন শ্রীরাম॥
" ৯ সর্বত্র ব্যাপক শুদ্ধ হও অবিনাশী, যদিও সবার হৃদে নিরন্তর বাসী।
তথাপি অনুজ সীতা সহিত খরারি, আমার হৃদয়ে রহ হে কানন চারী॥
" ১০ সগুণ নির্গুণ আর তুমি অন্তর্যামী, যে জানে তোমারে ইহা সেই জানে স্বামী।
রাজীব নয়ন প্রভু হে কোশল পতি, আমার হৃদয়ে হোক সদা তব স্থিতি॥
সো ৮ সুখদ সুন্দর তুমি করুণা আকর, মায়া বশে মগ্ন যথা জীব নিরন্তর।
সেই ভাবে মোর কাছে সাগর দয়ার, রহিয়ো অতীব প্রিয় হে প্রভু আমার॥
চৌ ১ ভুলেও না হয় যেন মোর অভিমান, রঘুপতি স্বামী আমি সেবক সমান।
রামভক্তি ত্যজি চাহে কল্যাণ যে নর, শার্দ্দুল সমান সেও অধম ইতর॥
" ২ মুনির বচন শুনি রাম আনন্দিত, মুনীশ্বরে বক্ষে ল'ন হ'য়ে হর্ষান্বিত।
পরম প্রসন্ন আমি জেনো মুনিবর, যে বর মাগিবে তুমি দিব তা সত্বর॥

চৌ ৩ মুনি কহ মৈঁ বর কবহুঁ ন জাঁচা, সমুঝি ন পরৈ ঝুঠ কা সাঁচা।
তুমহিঁ নীক লাগৈ রঘুরাঈ; সো মোহিঁ দেহু দাস সুখদাঈ ॥
" ৪ অবিরল ভক্তি বিরতি বিজ্ঞানা, হোউ সকল গুন জ্ঞান নিধানা।
প্রভু জু দীন্হ বর সো মৈঁ পাবা, অব সো দেহু মোহিঁ জো ভাবা ॥

দো ১৭ অনুজ জানকী সহিত প্রভু, চাপ বান ধর রাম।
মম হিয় গগনইন্দু ইব, বসহু সদা নিঃকাম ॥

চৌ ১ এবমস্তু কহি রমানিবাসা, হর্ষি চলে কুম্ভজ ঋষি পাসা।
পুনি প্রনাম করিজুগকর জোরী, সুনহু নাথ বিনতী মোরী ॥
" ২ বহুত দিবস গুরু দরসন পায়ে, ভয়ে মোহি য়হি আস্রম জায়ে।
অব প্রভুসঙ্গ জাউঁ গুরুপাহীঁ, তুমকর নাথ নিহোরা নাহীঁ ॥
" ৩ চলে জাত মগ ন্তব পদ কঞ্জা, দেখিহোঁ জো বিরাধ মদগঞ্জা।
দেখি কৃপানিধি মুনি চতুরাঈ, লিএ সঙ্গ বিহঁসে দোউ ভাঈ ॥
" ৪ পথ কহত নিজ ভক্তি অনূপা, মুনি আস্রম পহুঁচে সুরভূপা।
আস্রম দেখি মহাসুচি সুন্দর, সরিত সরোবর কানন ভূধর।
" ৫ বনচর জলচর জীব জহীতে, বৈর ন করহিঁ প্রীতি সবহীতে ॥

দো ১৮ তরু বহু বিবিধ বিহঙ্গ মৃগ, বোলন বিবিধ প্রকার।
বসহিঁ সিদ্ধ মুনি তপ করহিঁ, মহিমা গুন আগার ॥

চৌ ১ তুরত সুতীছন গুরুপহঁ গয়উ, করি দণ্ডবত কহত অস ভয়উ।
নাথ কোসলাধীস কুমারা, আএ মিলন জগত আধারা ॥
" ২ রাম অনুজ সমেত বৈদেহী, নিসি দিন দেব জপত হহুজেহী।
সুনত অগস্ত্য তুরত উঠি ধাএ, হরিহিঁ বিলোকি নয়নজল ছাএ ॥
" ৩ মুনি পদ কমল পরে দোউ ভাই, ঋষি অতিপ্রীতি লিএ উরলাঈ।
সাদর কুসল পূছ মুনি জ্ঞানী, আসন পর বৈঠারে জ্ঞানী ॥
" ৪ পুনি করি বহুপ্রকার প্রভু পূজা, মোহিঁ সম ভাগ্যবন্ত নহিঁ দূজা।
জহঁলগি রহে অপর মুনিবৃন্দা, হরষে সব বিলোকি সুখকন্দা ॥

দো ১৯ মুনি সমূহ মহঁ বৈঠ প্রভু, সম্মুখ সবকী ওর।
সরদইন্দু জনু চিতবত, মানহু নিকর চকোর ॥

চৌ ১ পাই সুথল জল হরষিত মীনা, পারস পাই সুখী জিমি দীনা।
প্রভুহিঁ নিরখি সুখ ভাইহি ভাঁতী, চাতক জথা পাই জলস্বাতী ॥
" ২ তব রঘুবীর কহা মুনিপাহীঁ, তুমসন প্রভু দুরাব কছু নাহীঁ।
তুম জানহু জেহি কারন আয়উঁ, তাতে তাত ন কহি সমুঝায়উঁ ॥

চৌ ৩ মুনি কহে আমি কভু বর মাগি না যে, বুঝিতে পারিনা আমি সত্য মিথ্যা কি যে।
যা তোমার লাগে ভাল তাই রঘুরাজ, সেবকের সুখ দাতা তাই দিও আজ ॥
„ ৪ অটল বৈরাগ্য ভক্তি জ্ঞান ও বিজ্ঞান, হউক তোমার সব গুণের নিধান।
প্রভু যা দিলেন বর সে ত পাব আমি, এইবার দিন মোরে যাহা চাহি স্বামী ॥

দো ১৭ জানকী লক্ষ্মণ সাথে হে প্রভু আমার, ধরিয়া ধনুক বাণ হস্তেতে তোমার।
হিমাংশু সমান সদা হৃদয় গগনে, রহ যাতে কামনার অন্ত হয় মনে ॥

চৌ ১ কমলা বল্লভ রাম তথাস্তু কহিয়া, চলেন অগস্ত্য কাছে প্রসন্ন হইয়া।
সুতীক্ষ্ণ প্রণাম করি জুড়ি দুই কর, কহিল বিনতি মম শুন রঘুবর ॥
„ ২ অনেক দিবস গত গুরু দরশন, যবে হতে এ আশ্রমে মোর আগমন।
প্রভুর সহিত যাব গুরুর সকাশে, কৃতজ্ঞতা মোর নাথ ইথে না প্রকাশে ॥
„ ৩ বিরাধের গর্ব-নাশী হে প্রভু তোমার, পাদপদ্ম পথে যেতে দেখিব আবার।
মুনি ছলা দেখি দুই ভ্রাতা হাস্য করে, কৃপানিধি নিজ সাথে লন মুনিবরে ॥
„ ৪ পথে যেতে নিজ ভক্তি কহে অনুপম, সুর ভূপ পৌঁছে গিয়া মুনির আশ্রম।
দেখেন আশ্রম সেই পবিত্র সুন্দর, নদী সরোবর কত কানন ভূধর ॥
„ ৫ বনচর জলচর সব জীবগণ, হিংসা ত্যজি প্রীতিপূর্ণ জীবন যাপন ॥

দো ১৮ বিবিধ বিহঙ্গ বসি বহু বৃক্ষ পরে, নানা সুরে নানা ভাবে সদা গান করে।
মহিমা সদ্গুণধাম সিদ্ধ মুনিগণ, বাস করি করে তপ তারা অনুক্ষণ ॥
চৌ ১ সুতীক্ষ্ণ গুরুর কাছে শীঘ্রগতি গিয়া, সমাচার দেন তাঁরে প্রণাম করিয়া।
কোশলপতির পুত্র জগত আধার, হে নাথ আসেন হেথা ইচ্ছা মিলিবার ॥
„ ২ অনুজ বৈদেহী সাথে সেই রাম যারে, নিশিদিন দেবতারা জপে বারে বারে।
শুনিয়া অগস্ত্য উঠি অতি দ্রুত ধায়, হরিকে হেরিয়া নেত্রে অশ্রুবাষ্প ছায় ॥
„ ৩ মুনির চরণে লুটে ভ্রাতা দুইজন, পরম প্রীতিতে মুনি বক্ষে টানি লন।
সাদরে কুশল প্রশ্ন করে মুনি জ্ঞানী, আসন বিছায় দেন আশ্রমেতে আনি ॥
„ ৪ প্রভুপূজা করিলেন পুনঃ বহুভাবে, মোর সম ভাগ্যবান কেহ নাহি ভবে।
মুনির সমাজ যত সেইস্থানে ছিল, সুখ-মূল প্রভু দেখি আনন্দিত হল ॥

দো ১৯ বসিলেন প্রভু যবে মুনির সমাজে, সবার সমুখ পানে শ্রীরাম বিরাজে।
মুনিগণ রহে চাহি মুখচন্দ্র পানে, শরতের ইন্দু পানে চকোর যেমনে ॥

চৌ ১ মীন যথা হরষিত গভীর জলেতে, পাইয়া পরশমণি কাঙাল যেমতে।
চাতক স্বাতীর জল পাইলে যেমনি, প্রভুরে হেরিয়া সুখী হইল তেমনি ॥
„ ২ রঘুবীর কহিলেন অগস্ত্যে তখন, আপনার কিছু নাই অজানা যখন।
কি কারণে আসিয়াছি জানেন ত স্বামী, সে কারণে স্পষ্ট করি কহি নাই আমি ॥

চৌ ৩ অব সো মন্ত্র দেহু প্রভু মোহী, জেহি প্রকার মারৌ সুরদ্রোহী।
নিসিচর অব ন ৰচহি মুনিরাঈ, জিমি পঙ্কজবন হিমঋতু পাঈ ॥
„ ৪ মুনি মুসকানে সুনি প্রভুৰানী, পূছহু নাথ মোহি কা জানী।
তুম্হরে ভজন প্রভাব অধারী, জানৌ কহিমা কছুক তুম্হারী ॥

সো ৯ ভ্রকুটী নিরখত নাথ, রহত সদা পদকমলতর।
জিন্হ ডারে নিজগাত, বিবুধ বিধাতা সিদ্ধ হর ॥

চৌ ১ অতি করাল সব পর জগ জানা, ঔরৌ কহৌঁ সুনিয় ভগবানা।
ডূমরি তরু বিসাল তব মায়া, ফল ব্রহ্মাণ্ড অনেক নিকায়া ॥
„ ২ জীব চরাচর জন্তু সমানা, ভীতর ৰসহিঁ নজানহি আনা।
তে ফল ভক্ষক কঠিন করালা, তব ভয় উরত সদা সো কালা ॥
„ ৩ তে তুম সকল লোকপতি সাঁঈ, পূছেহু মোহি মনুজকী নাঁঈ।
য়হ বর মাঁগৌ কৃপা নিকেতা, ৰসহু হৃদয় সিয় অনুজ সমেতা ॥
„ ৪ অবিরল ভক্তি বিরতি সত সঙ্গা, চরন সরোরুহ প্রীতি অভঙ্গা।
যদ্যপি ব্রহ্ম অখণ্ড অনন্তা, অনুভবগম্য ভজহি জে সন্তা ॥
„ ৫ অস তব রূপ ৰখানৌ জানৌঁ, ফিরি ফিরি সগুন ব্রহ্মরতি মানৌঁ ॥

দো ২০ জাহি জীব পর তব কৃপা, সন্তত রহত হুলাস।
তিনকী মহিমা কো কহৈ, জে অনন্য প্রিয়দাস ॥

চৌ ১ সন্তত দাসন্হ দেহু ৰড়াঈ, তাতে মোহিঁ পূছেহু রঘুরাঈ।
হে প্রভু পরম মনোহর ঠাউঁ, পাবন পঞ্চবটী তেহি নাউঁ ॥
„ ২ গোদাৰরী নদী তহঁ ৰহঈ, চারিহু জগ প্রসিদ্ধ সো অহঈ।
দণ্ডকবন পুনীত প্রভু করহূ, উগ্রসাপ মুনিবর কর হরহূ ॥
„ ৩ বাস করহু তহঁ রঘুকুল রায়া, কীজৈ সকল মুনিন্হপর দায়া।
চলে রাম মুনি আয়সু পাঈ, তুরতহি পঞ্চবটী নিয়রাঈ ॥
„ ৪ দিব্য লতা দ্রুম প্রভুমন ভাএ, নিরখি রাম তে ভয়উ সোহাএ।
লখন রামসিয় চরন নিহারী, কানন অঘ গা ভা সুখকারী ॥

দো ২১ গীধরাজ সোঁ ভেট ভই, বহুবিধ প্রীতি দৃঢ়াই।
গোদাবরী সমীপ প্রভু, রহে পরন গৃহ ছাই ॥

চৌ ১ জবতে রাম কীন্হ তহঁ বাসা, সুখী ভএ মুনি ৰীতি ত্রাসা।
গিরি বন নদী তাল ছবি ছাএ, দিন দিন প্রতি অতি হোত সুহাএ ॥
„ ২ খগমৃগবৃন্দ অনন্দিত রহহীঁ, মধুপ মধুর গুঞ্জত ছবি লহহীঁ।
সো ৰন ৰরনি ন সক অহিরাজা, জহাঁ প্রগট রঘুবীর বিরাজা ॥

চৌ ৩ উপদেশ দিন প্রভু আমারে এমত, কি করিয়া ধ্বংস করি সুরদ্রোহী যত।
বাঁচিবেনা এবে আর নিশাচরগণ, হিম ঋতু আগমনে যথা পদ্মবন ॥

,, ৪ মুনি মৃদু হাসে শুনি প্রভুর সে বাণী, আমারে করিছ প্রশ্ন আমায় কি জানি।
তোমারে ভজন করি প্রভাবে তাহারি, কিছুটা জানিতে পারি মহিমা তোমারি ॥

সো ৯ ভ্রূভঙ্গী দেখিয়া তব মায়া ভীত মনে, রহে সদা অনুগত কমল চরণে।
তোমার শরীর মাঝে প্রক্ষিপ্ত সকল, সিদ্ধ শম্ভূ ব্রহ্মা আদি দেবতার দল ॥

চৌ ১ অতীব করাল তব ভ্রূকুটির ভয়, সবে জানে আরো কহি শুন দয়াময়।
বিশাল ডুমুর বৃক্ষ মায়া যে তোমার, ব্রহ্মাণ্ড অনেক তার ফলের প্রকার ॥

,, ২ চরাচর জীব তাহে কীটের সমান, ভিতরে বসতি করে নাহি অন্য জ্ঞান।
সে ফল ভক্ষক যেই কঠিন করাল, তব ভয়ে ভীত সদা সেই মহাকাল ॥

,, ৩ সর্বজন স্বামী তুমি লোকপাল সম, মানুষের মত চাও উপদেশ মম।
আমি বর মাগি এবে হে কৃপানিধান, সভ্রাতা সসীতা কর হৃদে অবস্থান ॥

,, ৪ বৈরাগ্য সৎসঙ্গ আর ভক্তি শতদলে, অবিচল প্রীতি রহে চরণকমলে।
অখণ্ড অনন্ত ব্রহ্ম হ'লেও তাহাতে, অনুভব গম্য তুমি সাধু ভজনাতে ॥

,, ৫ তব এই রূপ প্রভু বর্ণনাই জানি, তথাপি সগুণ ব্রহ্ম বারে বারে মানি।

দো ২০ যেই জীব প্রতি তব কৃপা বরষিত, সতত রহিবে সেই অতি উল্লসিত।
যে রহে তোমার প্রিয় সেবক সতত, কে পারে কহিতে তার মহিমা যে কত ॥

চৌ ১ ভক্তের প্রশংসা কর সদা রঘুরায়, সে হেতু কি করেছিলে জিজ্ঞাসা আমায়।
শুন প্রভু আছে স্থান পঞ্চবটী নাম, পরম পবিত্র সেই মনোরম ধাম ॥

,, ২ গোদাবরী নদী বহে পাশ দিয়া তার, চতুর্যুগে সুপ্রসিদ্ধি সদা আছে যার।
করহ পবিত্র প্রভু সে দণ্ডক বন, মুক্ত কর উগ্র শাপ-গ্রস্ত মুনিগণ ॥

,, ৩ সেই স্থানে বাস করি রঘুকুল রায়, সকল মুনিরে কৃপা কর দয়াময়।
মুনির নির্দেশ লভি' চলিলেন রাম, অতি শীঘ্র পঞ্চবটী সন্নিকটে যান ॥

,, ৪ লতা বৃক্ষ প্রভু মনে লাগে মনোহর, রামে দেখি ভাগ্য মানে তাদের অন্তর।
দেখি রাম সীতা আর লক্ষ্মণ চরণ, শাপমুক্ত বন হয় সুখের কারণ ॥

দো ২১ গৃধ্ররাজ জটায়ুর সাথে দেখা হ'ল, উভয়ের মাঝে দৃঢ় প্রীতি উপজিল।
গোদাবরী সন্নিকটে বাছি' ল'য়ে স্থান, পর্ণকুটি রচি বাস করেন স্থাপন ॥

চৌ ১ যবে হ'তে রামচন্দ্র সেথায় নিবাস, মুনিগণ হ'ল সুখী ত্যজি ভয় ত্রাস।
গিরি বন নদ নদী ছবির সমান, দিন দিন শোভা যেন ক্রম বর্দ্ধমান ॥

,, ২ পশুপক্ষী ছিল যত আনন্দ সবার, সুমধুর গুঞ্জে অলি কিবা ধ্বনি তার।
যে বনে করেন রাম আনন্দে বিরাজ, সাধ্য কি বর্ণনা করে তাহা অহিরাজ ॥

চৌ ৩ একবার প্রভু সুখ আসীনা, লক্ষ্মণ বচন কহে ছলহীনা।
সুর নর মুনি সচরাচর সাঁঈ, মৈঁ পূছৌ নিজ প্রভুকী নাঁঈ॥

" ৪ মোহিঁ সমুঝাই কহহু সোই দেবা, সব তজি করৌঁ চরণরজ সেবা।
কহহু জ্ঞান বিরাগ অরু মায়া, কহহু সো ভক্তি করহু জেহি দায়া॥

দো ২২ ঈশ্বর জীবহি ভেদ প্রভু, সকল কহহু সমুঝাই।
জাতে হোই চরন রতি, সোক মোহ ভ্রম জাই॥

চৌ ১ থোরে মহঁ সব কহৌঁ বুঝাঈ, সুনহু তাত মতি মনচিত লাঈ।
মৈঁ অরু মোর তোর তে মায়া, জেহিঁ বস কীন্হ জীব নিকায়া॥

" ২ গো গোচর জহঁলগি মন জাঈ, সো সব মায়া জানেহু ভাঈ।
তেহিকর ভেদ সুনহু তুম সোউ, বিদ্যা অপর অবিদ্যা দোউ॥

" ৩ এক দুষ্ট অতিসয় দুখরূপা, জা বস জীব পরে ভবকূপা॥
এক রচৈ জগ গুন বস জাকে, প্রভু প্রেরিত নহিঁ নিজবল তাকে॥

" ৪ জ্ঞান মান জহঁ একৌ নাহীঁ, দেখত ব্রহ্মরূপ সবমাহীঁ॥
কহিয়ে তাসোঁ পরম বিরাগী তৃণসম সিদ্ধি তীনিগুন ত্যাগী॥

দো ২৩ মায়াঈস ন আপুকহঁ, জানি কহৈ সো জীব।
বন্ধ মোক্ষপ্রদ সর্ব পর, মায়াপ্রেরক সীব॥

চৌ ১ ধর্মতে বিরতি যোগতে জ্ঞানা, জ্ঞান মোক্ষপ্রদ বেদ বখানা।
জাতে বেগি দ্রবৌঁ মৈঁ ভাঈ, সো মম ভক্তি ভক্তসুখদাঈ॥

" ২ সো স্বতন্ত্র অবলম্ব ন আনা, তেহি আধীন জ্ঞান বিজ্ঞানা।
ভক্তি তাত অনুপম সুখমূলা, মিলৈ জো সন্ত হোহিঁ অনুকূলা॥

" ৩ ভক্তিকে সাধন কহোঁ বখানী, সুগম পন্থ মোহিঁ পাবহিঁ প্রাণী।
প্রথমহিঁ বিপ্রচরন অতি প্রীতী, নিজ নিজ ধর্মনিরত শ্রুতিরীতী॥

" ৪ য়হিকর ফল পুনি বিষয় বিরাগা, তব মমচরন উপজ অনুরাগা।
স্রবনাদিক নবভক্তি দৃঢ়াহীঁ, মম লীলা রতি অতি মনমাহীঁ॥

" ৫ সন্তচরনপঙ্কজ অতি প্রেমা, মন ক্রম বচন ভজন দৃঢ়নেমা।
গুরুপিতু মাতু বন্ধু পতিদেবা, সব মোহিঁকহঁ জানৈ দৃঢ়সেবা॥

" ৬ মমগুন গাবত পুলক সরীরা, গদগদ গিরা নয়ন বহ নীরা।
কামাদিক মদ দম্ভ ন জাকে, তাত নিরন্তর বস মৈঁ তাকে॥

দো ২৪ বচন কর্ম মন মোরিগতি, ভজন করৈ নিষ্কাম।
তিন্হকে হৃদয় কমল মহঁ, করৌঁ সদা বিশ্রাম॥

চৌ ১ ভক্তিযোগ সুনি অতি সুখ পাবা, লষন প্রভুচরনন্হ সির নাবা।
নাথ সুনে গত মম সন্দেহা, ভয়উ জ্ঞান উপজেউ নব নেহা॥

চৌ ৩ একদিন প্রভু রাম সুখাসীন যবে, জিজ্ঞাসে লক্ষ্মণ তাঁরে আন্তরিক ভাবে।
দেব নর চরাচর সবাকার স্বামী, নিজ প্রভু জানি তোমা প্রশ্ন করি আমি॥
,, ৪ সব ত্যজি' পদধূলি তব পূজা করি, আমারে বুঝায়ে বল হে আমার হরি।
জ্ঞান ও বৈরাগ্য আর মায়া কহে যারে, কৃপা কর ভক্তে তব ভক্তি কিসে বাড়ে॥

দো ২২ ঈশ্বর জীবের মাঝে ভেদ যে প্রকারে, সকলি বুঝায়ে বল হে প্রভু আমারে॥
শোক মোহ ভ্রম মুক্ত হইয়া যাহাতে, তোমার চরণে রতি বাড়িবে যে মতে॥

চৌ ১ শুন বৎস মন বুদ্ধি একাগ্র চিত্তেতে, অচিরে কহিব তোমা অতি সহজেতে।
আমি ও আমার জ্ঞান তুমি ও তোমার, ইহাই মায়ার জ্ঞান বদ্ধ জীব যার॥
,, ২ ইন্দ্রিয় গোচর আর মন যায় যথা, সকলি মায়ার খেলা জেনো তুমি ভ্রাতা।
এর মাঝে ভেদ যাহা শুন তুমি আর, অবিদ্যা ও বিদ্যা নামে পরিচয় তার॥
,, ৩ এক দুষ্টা অতিশয় দুঃখ রূপ তার, ভবকূপে নিমজ্জিত জীব বশে যার।
বিশ্ব সৃষ্টি অপরের গুণ বশ যার, প্রভুর প্রেরিত তাহা বল নাই তার॥
,, ৪ জ্ঞান যা'তে কিছুমাত্র নাহি অভিমান, ব্রহ্মআত্মা সর্বভূতে যা' দেখে সমান।
কহিও তাহারে বৎস পরম বিরাগী, তৃণসম সর্বসিদ্ধি গুণত্রয় ত্যাগী॥

দো ২৩ না জানে ঈশ্বর মায়া নাহি জানে আর, আপন স্বরূপ নিজে জীব নাম তার।
বন্ধন ও মোক্ষদাতা সর্বোপরি স্থিত, মায়ার প্রেরক তিনি ঈশ্বর কথিত॥

চৌ ১ ধর্মেতে বৈরাগ্য হয় যোগভ্যাসে জ্ঞান, জ্ঞান হ'তে মোক্ষ লাভ বেদে সপ্রমাণ।
দ্রবীভূত হই আমি যাহাতে হে ভ্রাতা, ভক্তি মোর প্রতি যাহা ভক্ত সুখদাতা॥
,, ২ সে ভক্তি সতন্ত্র ভক্তি নাহিক আশ্রয়, জ্ঞান ও বিজ্ঞানএর আশ্রয়েতে রয়।
ভক্তি বৎস অনুপম সুখের কারণ, সাধু অনুকূল হ'লে পাইবে তখন॥
,, ৩ ভক্তির সাধনা এবে কহিব বিস্তারি, মোরে পাবে সেই যেই এই পথচারী।
সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণ পদে প্রীতি প্রয়োজন, সধর্মে বেদের মতে কর্ম সম্পাদন॥
,, ৪ ইহা হ'তে বিষয়েতে হইবে বিরাগী, তখন আমার পদে হ'বে অনুরাগী।
বর্ণন শ্রবণ করি ভক্তি দৃঢ় হয়, মোর লীলা প্রতি রতি হবে অতিশয়॥
,, ৫ কায়-মনো-বাক্যে মানি ভজন পূজন, সাধুর চরণপদ্মে অতি আকিঞ্চন।
পিতা মাতা ভ্রাতা পতি দেবতা ও গুরু, আমারে সকলি জানি সেবা করে সুরু॥
,, ৬ মোর গুণ গাহে যবে পুলক শরীরে, গদ গদ বাক্য হয় নেত্র ভরে নীরে।
কাম ক্রোধ অহঙ্কার যে করে বর্জন, তারি বশীভূত আমি রহি অনুক্ষণ॥

দো ২৪ কায়-মনো-বাক্যে লয় যে মোর শরণ, ভজন নিষ্কাম মনে করে সর্বক্ষণ।
হৃদয় কমলে তার আমি অবিরাম, মধুকর সম করি অনন্ত বিশ্রাম॥

চৌ ১ শুনিয়া ভক্তির যোগ অতি সুখী হ'ল, প্রভু পদে শির নত লক্ষ্মণ করিল।
শুনিয়া এ যোগ নাথ ঘুচিল সন্দেহ, হ'ল জ্ঞান উপজিল মোর নব স্নেহ॥

চৌ ২ অনুজ বচন সুনি প্রভুমন ভাএ, হরষি রাম নিজহৃদয় লগাএ।
ইহিৰিধি গয়ে কছুক দিন বীতী, কহত ৰিরাগ জ্ঞানগুন নীতী ॥

" ৩ সূপনখা রাবনকী ৰহিনী, দুষ্টহৃয় দারুন জসি অহিনী।
পঞ্চবটী সো গই ইকবারা, দেখি বিকল ভই জুগল কুমারা ॥

" ৪ ভ্রাতা পিতা পুত্র উরগারী, পুরুষ মনোহর নিরখত নারী।
হোই বিকল সক মন নহিঁ রোকী, জিমি রবিমনি দ্রব রবহিঁ বিলোকী ॥

দো ২৫ অধম নিসাচরি কুটিল অতি, চলী করন উপহাস।
সুনু খগেস ভারী প্রবল, ভা চহ নিসিচর নাস ॥

চৌ ১ রুচির রূপ ধরি প্রভুপহঁ জাঈ, বোলী বচন মধুর মুসুকাঈ।
তুমসম পুরুষ ন মোসম নারী, য়হ সঁজোগ বিধি রচা ৰিচারী ॥

" ২ মম অনুরূপ পুরুষ জগ নাহীঁ, দেখেউঁ খোজি লোক তিহুঁ মাহীঁ।
তাতে অবলগি রহী কুমারী, মনমানা কছু তুমহিঁ নিহারী ॥

" ৩ সীতহিঁ চিতই কহি প্রভু ৰাতা, অহৈ কুমার মোর লঘু ভ্রাতা।
গই লষন রিপুভগিনী জানী, প্রভু ৰিলোকি ৰোলে মৃদুৰানী ॥

" ৪ সুন্দরি সুনু মৈঁ উন্হকর দাসা, পরাধীন নহিঁ তোর সুপাসা।
প্রভু সমর্থ কোসলপুর রাজা, জো কছু করহিঁ উন্হৈঁ সব ছাজা ॥

দো ২৬ কেহরিসম নহিঁ করিবর, লবা কি ৰাজ সমান।
প্রভু সেবক ইমি জানহু, মানহু বচন প্রমান ॥

চৌ ১ সেবক সুখ চহ মান ভিখারী, ব্যসনী ধন সুভগতি ব্যভিচারী।
লোভী জস চহ চারু গুমানী, নভ দুহি দূধ চহত এ প্রানী ॥

" ২ পুনি ফিরি রাম নিকট সো আঈ, প্রভু লছমন পহঁ ৰহুরি পঠাঈ।
লছমন কহা তোহি সো ৰরঈ, জো তৃন তোরি লাজ পরিহরঈ ॥

" ৩ তব খিসিআনি রাম পহঁ জাঈ, রূপ ভয়ঙ্কর প্রগটি দেখাঈ।
বিথুরে কেস বদন বিকরালা, ভৃকুটি কুটিল করনিলগি গালা ॥

" ৪ সীতহী সভয় দেখি রঘুরাঈ, কহা অনুজসন নৈন বুঝাঈ।
অনুজ রামমনকী গতি জানী, উঠে রিসাই সো সুনহু ভবানী ॥

দো ২৭ লছমন অতি লঘব তিহিঁ, নাক কান বিনু কীন্হ।
তাকে কর রাবন কহঁ, মনহুঁ চুনৌতী দীন্হ ॥

চৌ ১ নাক কানবিনু ভই বিকরারা, জনু স্রব সৈল গেরুকৈ ধারা।
স্যাম ঘটা দেখত ঘনকেরী, তহঁ বাসবধনু মনহুঁ উগেরী ॥

" ২ খর দূষন পহঁ গই বিলপাতা, ধিক ধিক তব পৌরুষ বল ভ্রাতা।
তেহিঁ পূছা সব কহেসি বুঝাঈ, জাতুধান সুনি সৈন বনাঈ ॥

চৌ ২ অতি সুখী হ'ল রাম ভ্রাতৃবাক্য শুনি, হরষে লক্ষ্মণে রাম বক্ষে লন টানি।
এইরূপে কিছুদিন হইল বিগত, কহিয়া বৈরাগ্য জ্ঞান যাহা নীতিগত ॥

„ ৩ সূর্পনখা রাবণের রাক্ষসী ভগিনী, দারুণ দুর্মতি তার যেন সে সর্পিনী।
পঞ্চবটী বনমাঝে গিয়া একবার, মোহিত হইল দেখি' যুগল কুমার ॥

„ ৪ ভ্রাতা পিতা পুত্র হো'ক শুন সর্পহারী, সকল পুরুষে দেখে মনোজ্ঞ এ নারী।
রুধিতে না পারে মন ব্যাকুলিত হিয়া, সূর্যকান্ত যথা গলে সূর্যেরে দেখিয়া ॥

দো ২৫ অধম রাক্ষসী সেই কুটিলতা-ময়, লীলায়িত হাস্য করি কটাক্ষেতে চায়।
ভবিতব্য সর্বোপরি হে খগেন্দ্র শুন, রাক্ষস কুলের নাশ চাহে পুনঃপুন ॥

চৌ ১ সুরূপা নারীর বেশে গিয়া প্রভু পাশে, সুমধুর বাক্য কহে মৃদুমন্দ হাসে।
তব সম সুপুরুষ মোর সম নারী, নাহিক, মিলন লাগি' সৃষ্টি বিধাতারি ॥

„ ২ যোগ্য সুপুরুষ মোর মেলেনি জগতে, ত্রিলোক খুঁজিয়া নাহি পাই কোন মতে।
সে কারণ আজো আমি রয়েছি কুমারী, মনেতে ধরেছে আজ তোমারে নেহারি' ॥

„ ৩ সীতারে দেখায়ে প্রভু কহেন বারতা, ঐ যে যুবক দেখ সে আমার ভ্রাতা।
কাছে গেলে শত্রু ভগ্নী জানিয়া লক্ষ্মণ, প্রভু পানে চাহি কহে কোমল বচন ॥

„ ৪ সুন্দরি শ্রবণ কর ওঁরি দাস আমি, পরাধীন আমি, নহি তব যোগ্য স্বামী।
অযোধ্যার রাজা তিনি সর্বশক্তিমান, যা কিছু করেন প্রভু তাহাই বিধান ॥

দো ২৬ কেশরী সমান কভু করিবর নয়, টুনি পাখী বাজ পক্ষী সমান কি হয়।
প্রভু ও সেবক মাঝে প্রভেদ জানিবে, মোর বাক্য সত্য বলি' অবশ্য মানিবে ॥

চৌ ১ সেবকের সুখ আর মান ভিখারীর, ব্যাভিচারী গতি আর ধন জুয়াড়ীর।
লোভী যশাকাঙ্ক্ষা আর রূপ অভিমানী, আকাশ দুহিয়া দুগ্ধ যেন পায় প্রাণী ॥

„ ২ রামচন্দ্র পাশে যবে আসিল ফিরিয়া, লক্ষ্মণের কাছে তারে দেন ফিরাইয়া।
লক্ষ্মণ কহিল তারে বরিবে তোমারে, তৃণ সম চূর্ণ যেই করিবে লজ্জারে ॥

„ ৩ অতি ক্রুদ্ধা হ'য়ে তবে রাম পাশে গেল, ভয়ঙ্কর রূপ তার প্রকাশি' দেখাল।
এলোকেশী মুখ তার অতীব করাল, ভ্রূকুটি কুটিল চক্ষু লোলচর্ম গাল ॥

„ ৪ সীতারে অতীব ভীত দেখি রঘুরায়, অনুজে কহেন তার চক্ষু ইশারায়।
লক্ষ্মণ রামের ইচ্ছা মনে তার জানি, ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠে তবে শুনহ ভবানি ॥

দো ২৭ অতি ক্ষিপ্রতার সাথে অনুজ লক্ষ্মণ, নাসা কর্ণ উভয়েরে করিল ছেদন।
রাবণ নিকটে এবে যেন এরি হাতে, পাঠাল আহ্বান বার্তা যুদ্ধ হয় যাতে ॥

চৌ ১ অতীব বিকট রূপ নাসা কর্ণ বিনা, পর্বত হইতে যেন লোহিত ঝরণা।
ঘন ঘটা মেঘ সম সে রূপ প্রকাশে, রক্তধারা ইন্দ্রধনু উদিত আকাশে ॥

„ ২ খর ও দূষণ কাছে গিয়া কাঁদে যবে, ধিক্কার পৌরুষে দিল বলবীর্যে তবে।
জিজ্ঞাসা করিলে কহে তাদের বুঝায়, শুনিয়া রাক্ষস সেনা তখনি সাজায় ॥

চৌ ৩ চৌদহ সহস সুভট সঁগ লীন্হে, জিন্হ সপনেহুঁ রণপীঠ ন দীন্হে।
ধাএ নিসিচরনিকর বরূথা, জনু সপক্ষ কজ্জলগিরি জূথা ॥
„ ৪ নানা বাহন নানাকারা, নানা আয়ুধ ঘোর অপারা।
সূর্পনখা আগে করি লীন্হী, অসুভ রূপ স্রুতি নাসাহীনী ॥

দো ২৮ নিজ নিজ বল সব মিলি করহিঁ, একহিঁ এক সুনাই।
বাজন বাজু জুঝাউ, হর্ষ ন হৃদয় সমাই ॥

চৌ ১ অসকুন অমিত হোহিঁ ভয়কারী, গনহিঁ ন মৃত্যু বিবস সব ঝারী।
গর্জহিঁ তর্জহিঁ গগন উড়াহীঁ, দেখি কটকভট অতি হরষাহীঁ ॥
„ ২ কোউ কহ জিঅত ধরহু দোউ ভাঈ, ধরি মারহু তিয় লেহু ছুড়াঈ।
কোউ কহ সুনহ সত্য হম কহহীঁ, কানন ফিরহিঁ বীর কোউ অহহীঁ ॥
„ ৩ একহি কহা মষ্ট হোই রহহূ, খরকে আগে অস জনি কহহূ।
বহুবিধ বচন কহত রণধীরা, আয়ে সকল জহঁা রঘুবীরা ॥
„ ৪ ধূরি পূরি নভমণ্ডল রহেউ, রাম বুলাই অনুজসন কহেউ।
লৈ জানকিহি জাহু গিরিকন্দর, আবা নিসিচর কটক ভয়ঙ্কর ॥
„ ৫ রহেহু সজগ সুনি প্রভুকর বানী, চলে সহিত সিয় সরধনু পানী।
দেখি রাম রিপুদল চলি আবা, বিহঁসি কঠিন কোদণ্ড চড়াবা ॥

ছ ১০ কোদণ্ড কঠিন চড়াই প্রভু সিরজটা বাঁধত সোহ ক্যো।
মরকত কুধরপর লসন দামিনি কোটি সঁজুগ ভুজগ জ্যো ॥
কটি কসি নিষঙ্গ বিসাল ভুজ গহি চাপ বিসিখ সুধারিকৈ।
চিতবত মনহুঁ মৃগরাজ প্রভু গজরাজঘটা নিহারিকৈ ॥

সো ১০ আইগয়ে বগমেল, ধরহু ধরহু ধাবতহিঁ সুভট।
যথা বিলোকি অকেল, বাল রবিহিঁ ঘেরত দনুজ ॥

চৌ ১ ঘেরি রহে নিসিচর সমুদাঈ, দণ্ডক খগমৃগ চলে পরাঈ।
প্রভু বিলোকি সর সকহিঁ ন ডারী, থকিত ভয়ে রজনীচর ঝারী ॥
„ ২ সচিব বোলি বোলে খরদূষন, য়হ কোউ নৃপবালক নর ভূষন।
সুর নর নাগ অসুর মুনি জেতে, দেখে সুনে হতে হম কেতে ॥
„ ৩ হম ভরিজনম সুনহু সব ভাঈ, দেখি নহি অস সুন্দর তাঈ।
যদ্যপি ভগিনিহিঁ কীন্হ কুরূপা, বধ নায়ক নহিঁ পুরুষ অনূপা ॥
„ ৪ দেহি তুরুত নিজনারি হুরাঈ, জীবত ভবন জাহু দোউ ভাঈ।
মোর কহা তুম তাহি সুনাবহু, তাসু বচন সুনি আতুর আবহু ॥

চৌ ৩ কটক লইল সাথে চৌদ্দ সহস্রের, রণে ভঙ্গ নাহি দেয় স্বপনে এদের।
নিশাচর সেনাগণ দ্রুতগতি যায়, সপক্ষ কজ্জল গিরি যেন দ্রুত ধায়॥
„ ৪ অনেক বাহন যার বিবিধ আকার, বিবিধ আয়ুধ ল'য়ে ভীষণ অপার।
নাসা কর্ণ হীন সেই কুরূপ দর্শিনী, সূর্পনখা অগ্রে করি চলিল বাহিনী॥

দো ২৮ নিজ বল পরাক্রম কহে দম্ভ ভরে, এক সে অপরে কহে কত বল ধরে।
যুদ্ধের বাজনা বাজে করি উত্তেজিত, হৃদয়ে না ধরে এত হল হর্ষান্বিত॥

চৌ ১ অমঙ্গল চিহ্ন যত হল ভয়ঙ্কর, মরণ বিবশ সবে না হয় গোচর।
তর্জন গর্জন করি লম্ফ ঝম্ফ করে, সেনাধ্যক্ষ তাহা দেখি হর্ষিত অন্তরে॥
„ ২ কেহ কহে জীবিতই ধর দুই ভাই, স্ত্রীটিরে কাড়িয়া লও উভে মারিয়াই।
কেহ কহে মোর কথা শুন ইহা স্থির, বনেতে ঘুরিছে যবে হবে মহাবীর॥
„ ৩ কহে এক চুপ করো হতেছে সন্দেহ, খরের সমুখে নাহি কহে যেন কেহ।
এইরূপ বহুবিধ বচন কহিল, সকল সৈন্যেরা আসে রাম যেথা ছিল॥
„ ৪ ধূলিতে আচ্ছন্ন হ'ল আকাশ যখন, অনুজে ডাকিয়া রাম কহেন তখন।
জানকীরে ল'য়ে রাখ গিরির গুহায়, ভীষণ রাক্ষস সেনা আসিছে হেথায়॥
„ ৫ রহিও সজাগ তুমি, প্রভু আজ্ঞা পরে, চলিল সীতার সাথে ধনুঃশর করে।
রাম দেখি শত্রুদল পহুছিল আসি, কোদণ্ডে টঙ্কার দেন মৃদুমন্দ হাসি॥

ছ ১০ কোদণ্ড টঙ্কার করি' প্রভু তার পর, শিরে জটা বাঁধি লন শোভা কি সুন্দর।
মরকত শৈল শিরে যেন মনে হয়, অযুত বিজলী সাথে সর্প দুটি রয়॥*
কটিতে তূণীর বাঁধি বিশাল ভুজেতে, ধনুকে সন্ধানি' শর র'ন এই মতে।
মনে হয় পশুরাজ অতি অবজ্ঞায়, করিযুথ আগমন দেখিবারে চায়॥

সো ১০ বহু যোদ্ধা একত্রিত আসিয়া সেথায়, ধর ধর কহি' সবে অতি দ্রুত ধায়।
বালসূর্যে একা দেখি যথা দৈত্যগণ, ঘিরিয়া দাঁড়ায় তারে ধরিবারে মন॥

চৌ ১ রহিল ঘিরিয়া রামে নিশাচরগণ, দেখি ভয়ে পশুপক্ষী করে পলায়ন।
প্রভুরে দেখিয়া যত রাক্ষসের দল, শর নিক্ষেপনে হয় অক্ষম বিকল॥
„ ২ সচিবে ডাকিয়া কহে খর ও দূষণ, এ কোন রাজার পুত্র মনুষ্য ভূষণ।
সুর নর, নাগ, মুনি অসুর কত না, দেখিছি শুনেছি হত করেছি যত না॥
„ ৩ জনম ভরিয়া মোর শুন ভাইগণ, এ সৌন্দর্য দেখি নাই চোখেতে কখন।
যদিও কুরূপা করে ভগিনীরে মোর, বধ যোগ্য নহে এই পুরুষ প্রবর॥
„ ৪ সে হেতু কহিব শীঘ্র দেহ নিজ স্ত্রীরে, জীবন লইয়া যাক দুই ভ্রাতা ফিরে।
আমার আদেশ তুমি জানাও উহারে, উত্তর লইয়া তার এসো ত্বরা করে॥

* মরকত শৈল=শ্যামবর্ণ দেহ, অযুত বিজলী=কেশদাম; সর্প দুটি=ক্ষিপ্র ভুজদ্বয়।

দো ২৯ ভএ কালবস মূঢ় সব, জানহিঁ নহিঁ রঘুবীর।
মসক ফূক কিমি মেরু উড়, সুনহু গরুড় মতিধীর ॥

চৌ ১ দূতন্হ কহা রামসন জাঈ, সুনত রাম বোলে মুসুকাঈ।
আজু ভয়উ বড়ভাগ্য হমারা, তুম্হরে প্রভু অস কীন্হ বিচারা ॥

" ২ হম ক্ষত্রিয় মৃগয়া বন করহীঁ, তুমসে খল মৃগ খোজত ফিরহীঁ।
রিপু বলবন্ত লেখি নহিঁ ডরহীঁ, একবার কালহুসন লরহীঁ ॥

" ৩ জদ্যপি মনুজ দনুজকুলঘাতক, মুনিপালক খল সালক বালক।
জো ন হোই বল ঘর ফিরজাহূ, সমরবিমুখ মৈঁ হতোঁ ন কাহূ ॥

" ৪ রন চড়ি করিয় কপট চতুরাঈ, রিপুপর কৃপা পরম কদরাঈ।
দূতন্হ জাই তুরত সব কহেউ, সুনি খরদূষন উর অতি দহেউ ॥

ছ ১১ উর দহেউ কহেউ কি ধরহু ধাবহু বিকট ভট রজনী চরা।
সর চাপ তোমর শক্তি শূল কৃপাণ পরিঘ পরশুধরা ॥
প্রভু কীন্হ ধনুটংকোর প্রথম কঠোর গোর ভয়াবহা।
ভএ বধির ব্যাকুল জাতুধান ন জ্ঞান তেহি অবসর রহা ॥

দো ৩০ সাবধান হোই ধায়উ, জানি সবল আরাতি।
লাগে বর্ষণ রামপর, অস্ত্র শস্ত্র বহু ভাঁতি ॥

" ৩১ তিনকে আয়ুধ তৃনসম, করি কাটে রঘুবীর।
তানি সরাসন স্রবন লগি, পুনি ছাঁড়ে নিজ তীর ॥

ছ ১২ তব চলে বান করাল ফুকরত জনু বহু ব্যাল।
কোপেউ সমর স্রীরাম চলে বিসিখ নিসিত নিষ্কাম ॥

" ১৩ অবলোকি খরতর তীর মুরি চলে নিসিচর ধীর।
এক এককহঁ ন সঁভার করৈ তাতমাত পুকার ॥

" ১৪ কোউ কহৈ খর কা কীন্হ জো যুদ্ধ ইন্হসন লীন্হ।
জাকে বান অতিহি করাল গ্রসৈ আয় মানহুঁ কাল ॥

" ১৫ ভএ ক্রুদ্ধ তীনো ভাই জো ভাগি রনতে জাই।
তেহি বধব হম নিজপানি ফিরে মরন মনমহঁ ঠানি ॥

দো ৩২ উমা এক প্রভু দনুজ বহু, পুনি ইনকে বড়ভাগ।
তরন চহহিঁ প্রভুশর লগে, বিনা জোগ জপ জাগ ॥

ছ ১৬ আয়ুধ অনেক প্রকার সনমুখ তে করহিঁ প্রহার।
রিপু পরম কোপে জানি প্রভু ধনুষ সর সন্ধানি ॥

" ১৭ ছাঁড়ে বিপুল নারাচ লগে কটন বিকট পিশাচ।
উর সীস কর ভুজ চরন জহঁ জহঁ লগে মহি পরন ॥

দো ২৯ ধীরমতি হে গরুড়, কাল বশে এরা, নাহি জানে রঘুবীরে মূর্খ রাক্ষসেরা।
শতেক চেষ্টাতে তবু উড়াতে কি পারে, সুমেরু পর্বতশ্রেণী মশক ফুৎকারে॥

চৌ ১ দূত যবে কহে বার্তা রাম পাশে আসি, শুনি রামচন্দ্র কন মৃদু মন্দ হাসি।
আজ দেখি ভাগ্য মোর অতীব সদয়, তোমার প্রভুর যবে এ বিচার হয়॥

,, ২ ক্ষত্রিয় আমার কর্ম বনে মৃগয়াতে, তোমা সম খল মৃগ খুঁজি অটবীতে।
বলবান হইলেও রিপু নাহি ডরি, প্রয়োজনে 'কাল' সনে লড়িবারে পারি॥

,, ৩ হ'লেও মানব আমি দানব নাশক, মুনির পালক খলদণ্ড বিধায়ক।
যদি বল নাহি ধর যাও ফিরে ঘরে, সমরে বিমুখ জনে রাম নাহি মারে॥

,, ৪ রণে চতুরতা কিবা করা কপটতা, শত্রু প্রতি দয়া করা হয় দুর্বলতা।
শীঘ্রগতি দূত গিয়া কহে বার্তা যত, শুনিয়া দূষণ খর জ্বলে অগ্নি মত॥

ছ ১১ হৃদয় জ্বলিয়া ওঠে কহে বন্দী কর, ভীষণ যোদ্ধারে সবে কহে ধর ধর।
কৃপাণ পরিঘ শূল শক্তি ধনুর্বাণ, কুঠার লইয়া যোদ্ধা ছুটে পণপ্রাণ॥
ধনুকে টঙ্কার প্রভু করেন প্রথম, ভয়াবহ সে শব্দেতে প্রচণ্ড বিষম।
হইল বধির যত রাক্ষসের দল, লুপ্ত জ্ঞান ক্ষণতরে তাহারা সকল॥

দো ৩০ অতি সাবধানে তারা ধায় রাম প্রতি, জানিয়া বুঝিয়া এবে প্রবল অরাতি।
বর্ষণ করিতে থাকে রামচন্দ্র পর, অস্ত্র শস্ত্র নানাবিধ প্রবল প্রখর॥

,, ৩১ তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র তৃণসম জ্ঞানে, কাটিলেন রামচন্দ্র নিপুণ সন্ধানে।
আকর্ণ সন্ধান করি নিজ তীক্ষ্ণ শর, রঘুবীর ছাড়িলেন রাক্ষসের পর॥

ছ ১২ তখন করাল বাণ চলে দ্রুত গতি, অযুত সর্পের দল ফুঁসিয়া যেমতি।
রামচন্দ্র রণে ক্রুদ্ধ হয়েন যখন, অতি তীক্ষ্ণ ছুটে শর ত্যজি শরাসন॥

১৩ দেখিয়া প্রচণ্ড বাণ রাক্ষসের দল, হইল পশ্চাৎপদ ভয়েতে বিহ্বল।
আর ত সহেনা কহে এক সে অপরে, পিতারে মাতারে তারা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥

১৪ কেহ কহে একি কাণ্ড ঘটাইল খর, এরি সাথে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অগ্রসর।
যার বাণ অতি তীক্ষ্ণ প্রচণ্ড করাল, গ্রাস করে মনে হয় যেন মহাকাল॥

১৫ তিন ভ্রাতা রাক্ষসেরা ক্রোধিত অন্তর, অতি বেগে রণক্ষেত্রে হল অগ্রসর।
যে করিবে পৃষ্ঠদান সমরে সভয়ে, নিজ হস্তে পাঠাইব তারে যমালয়ে॥

দো ৩২ হে পার্বতি অদ্বিতীয় প্রভু সেথা একা, অসংখ্য রাক্ষস সেনা সেথা যায় দেখা।
ইহাদের ভাগ্য ভাল বিনা তপস্যাতে, উদ্ধার পাইতে চাহে প্রভু শরাঘাতে॥

ছ ১৬ রাক্ষস আয়ুধ ল'য়ে অনেক প্রকার, সম্মুখ হইতে করে প্রচণ্ড প্রহার।
রিপুগণ ক্রুদ্ধ অতি প্রভু টের পান, কোদণ্ড টঙ্কারি' শর করেন সন্ধান॥

১৭ নিক্ষেপ করেন প্রভু নারাচ ভীষণ, কাটিল রাক্ষস সেনা অতি অগণন।
বাহু হস্ত বক্ষ শির চরণ সবার, কাটিয়া ধরণী 'পর পড়ে বার বার॥

ছ ১৮ চিকরত লাগত বান ধর পরত কুধর সমান।
ভট কটত তনু সতখণ্ড পুনি উঠত করি পাখণ্ড ॥
„ ১৯ নভ উড়ত বহু ভুজ মুণ্ড বিনু মুণ্ড ধাবত রুণ্ড।
খগ কঙ্ক কাগ শৃগাল কট কটহিঁ কঠিন করাল ॥
„ ২০ কটকটহিঁ জম্বুক ভূত প্রেত পিসাচ খপ্পর সাজহীঁ।
বৈতাল বীর কপাল তাল বজাই যোগিনি নাচহীঁ ॥
রঘুবীরবাণ প্রচণ্ড খণ্ডহিঁ ভটন্‌হকে উর ভুজ সিরা।
জহঁ তহঁ পরহিঁ উঠি লরহিঁ ধরু ধরু করহিঁ গিরা ভয়ঙ্করা ॥
„ ২১ অন্ত্রাবরী লৈ উরত গীধ পিসাচ কর গহি ধাবহীঁ।
সংগ্রাম পুরবাসী মনহু বহু ৰাল গুড়ী উড়াবহীঁ ॥
মারে পছারে উর ৰিদারে বিপুলভট ঘূর্নিত পরে।
অবলোকি নিজদল বিকল ভটত্রিশিরাদি খর দূষণ ফিরে ॥
„ ২২ সর সক্তি তোমর পরসু শূল কৃপান একহি বারহীঁ।
করি কোপ শ্রীরঘুৰীরপর অগনিত নিসাচর ডারহীঁ ॥
প্রভু নিমিষ মহঁ রিপুসর নিবারি প্রচারি ডারে সায়কা।
দসদস বিশিখ উরমাঝ মারে সকল নিসিচর নায়কা ॥
„ ২৩ মহি পরত উঠি ভট ভিরত মরত ন করত মায়া অতিঘনী।
সুর ডরত চৌদহ সহস নিসিচর এক শ্রীরঘুকুলমনী ॥
সুর মুনি সভয় প্রভু দেখি মায়ানাথ অতি কৌতুক কর্য্যো।
দেখহিঁ পরস্পর রাম করি সংগ্রাম রিপুদল লরি মর্য্যো ॥
দো ৩৩ রাম রাম কহি তনু তজহিঁ, পাবহিঁ পদ নির্বান।
করি উপায় রিপু মারেউ, ছিনমহঁ কৃপানিধান ॥
„ ৩৪ হর্ষিত বর্ষহি সুমন সুর, বাজহিঁ গগন নিসান।
অস্তুতি করি করি সব চলে, সোভিত বিৰিধ ৰিমান ॥
চৌ ১ জব রঘুনাথ সমর রিপু জীতে, সুর নর মুনি সবকে দুখ বীতে।
তব লছমন সীতহিঁ লৈ আএ, প্রভুপদ পরত হরষি উরলাএ ॥
„ ২ সীতা নিরখি স্যাম মৃদু গাতা, পরম প্রেম লোচন ন অঘাতা।
পঞ্চবটী বসি শ্রীরঘুনায়ক, করত চরিত সুরমুনি সুখদায়ক ॥
„ ৩ ধুআঁ দেখি খরদূষনকেরা, সূর্পনখা তব রাবন প্রেরা।
বোলী বচন ক্রোধ করি ভারী, দেস কোসকী সুরতি বিসারী ॥
„ ৪ করসি পান সোবসি দিনরাতী, সুধি ন তোহিঁ সিরপর আরাতী।
রাজনীতি বিনু ধন বিনু ধর্মা, হরিহিঁ সমর্পে বিনু সতকর্মা ॥

১৮ প্রচণ্ড চিৎকার করে যবে লাগে বাণ, দেহের পতন হয় পর্বত সমান।
শত খণ্ড হইলেও সৈন্যদের দেহ, মায়াবলে পাষণ্ডেরা ওঠে কেহ কেহ ॥
১৯ আকাশে উড়িতে থাকে কর বাহু শির, তথাপি কবন্ধ ছোটে উন্মত্ত অধীর।
শৃগাল শকুন কাক দলে দলে আসি, দন্তে দন্তে ঘর্ষণেতে করে শব্দ রাশি ॥
২০ শৃগাল চিৎকার করে পিশাচ ও প্রেত, খর্পর সাজায় রাখে যথা অভিপ্রেত।
বেতাল বাজায় তাল যোদ্ধার কপালে, যোগিনী গৃধিনী নাচে সবে তালে তালে ॥
রামের প্রচণ্ড বাণে খণ্ড খণ্ড হয়, রাক্ষস সেনার শির বক্ষ ভুজদ্বয়।
যেথা যেথা পড়ে যোঝে সেথা হতে উঠে, ধর ধর ভয়ঙ্কর শব্দ করি ছুটে ॥
২১ অন্ত্র মুখে গৃধ্র ওড়ে আকাশ মাঝার, পিশাচ ছুটিছে ল'য়ে অপরার্দ্ধ তার।
সংগ্রাম প্রাঙ্গণ দৃশ্য যেন বালকেরা, পতঙ্গ উড়ায়ে নভে খেলা করে তারা ॥
বিদীর্ণ বক্ষেতে পড়ে যোদ্ধা শত শত, যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করিল বা কত।
নিজ দল ছত্রভঙ্গ দেখিয়া তখন, রণক্ষেত্রে আসে খর ত্রিশিরা দূষণ ॥
২২ মুষল কুঠার শূল শর শক্তি আর, একত্রে ছাড়িল তারা তীক্ষ্ণ তরবার।
অতি ক্রোধে রাক্ষসেরা প্রভুর উপর, অগণিত অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপে তৎপর ॥
নিমিষে কাটিলা প্রভু রিপু অস্ত্র যত, আকর্ণ টানিয়া গুণবাণে শত শত।
রাক্ষস নায়কদের বক্ষ লক্ষ্য করে, দশ দশ বাণ প্রভু মারেন তৎপরে ॥
২৩ ভূমিতে পড়িল তবু উঠি বার বার, না মরি' করিল যুদ্ধ মায়াতে অপার।
দেবগণ ভীত হল দেখি যুদ্ধ রীতি, একা রঘুকুলমণি অযুত অরাতি ॥
সুর মুনিগণে প্রভু ভয়ার্ত দেখিয়া, মায়ানাথ সৃজিলেন কৌতুকেতে মায়া।
পরস্পরে রামরূপে দেখে রাক্ষসেরা, ক্রুদ্ধ হ'য়ে পরস্পরে মারিল তাহারা ॥

দো ৩৩ হেথা রাম সেথা রাম কহিতে কহিতে, তনু ত্যজি মোক্ষলাভ লাগিল করিতে।
এইরূপ উপায়েতে কৃপার সাগরে, অরি ধ্বংস করিলেন নিমেষ মাঝারে ॥
,, ৩৪ দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে আনন্দেতে, জয়বাদ্য ঘন ঘন বাজে আকাশেতে।
বিবিধ বিচিত্র রথে সর্ব দেবতারা, স্তুতি করি রামচন্দ্রে চলিলেন তারা ॥

চৌ ১ রামচন্দ্র শত্রু জয় করিলেন যবে, সুর মুনি নর দুঃখ নাশ হল তবে।
আসেন সীতারে ল'য়ে অনুজ লক্ষ্মণ, স্পর্শে প্রভুপদ হর্ষে তারে বক্ষে লন ॥
,, ২ শ্যামল সুন্দর তনু দেখি বার বার, নয়ন না তৃপ্ত হয় তথাপি সীতার।
শ্রীরঘু নায়ক রহি' পঞ্চবটী বনে, করেন লীলার খেলা সবে সুখদানে ॥
,, ৩ খর দুষণের চিতা ধূম দেখে যবে, সূর্পনখা রাবণের পাশে যায় তবে।
প্রচণ্ড ক্রোধেতে কহে বচন তাহারে, ভুলেছ কি জিত দেশ আর খাজাঞ্চিরে ॥
,, ৪ দিন রাত শুয়ে থাক মদ্যপান করে, কাণ্ড জ্ঞান নাহি শত্রু মাথার উপরে।
নীতিহীন রাজ্য আর ধর্ম বিনা ধন, সৎকর্ম হরিরে বিনা করি সমর্পণ ॥

চৌ ৫ ৰিন্যা বিনু বিবেক উপজায়ে, শ্রমফল পঢ়ে কিয়ে অরু পায়ে।
সঙ্গতেঁ যতী কুমন্ত্রতেঁ রাজা, মানতেঁ জ্ঞান পানতেঁ লাজা ॥
„ ৬ প্রীতি প্রণয় ৰিনু মদতেঁ গুনী, নাসহিঁ বেগি নেতি অস সুনী।

সো ১১ রিপু রুজ পাবক পাপ, প্রভু অহি মানিয় ন ছোট করি।
অস কহি বিৰিধ বিলাপ, পুনি লাগি রোদন করন ॥

দো ৩৫ সভামাঁঝ ব্যাকুল পরি, ৰহুপ্রকার কহ রোই।
তোহিঁ জিয়ত দসকন্ধর, মরি কি অস গতি হোই ॥
চৌ ১ সুনত সভাসদ উঠি অকুলাঈ, সমুঝাঈ গহি বাহু উঠাঈ।
কহ লঙ্কেস কহসি নিজবাতা, কেহি তব নাসা কান নিপাতা ॥
„ ২ অবধ নৃপতি দসরথকে জাএ, পুরুষসিংহ বন খেলন আএ।
সমুঝি পরী মোহিঁ ইন্হকে করনী, রহিত নিসাচর করিহহিঁ ধরনী ॥
„ ৩ জিনকর ভুজবল পাই দসানন, অভয় ভয়ে মুনি বিচরহি কানন।
দেখত বালক কাল সমানা, পরম ধীর ধন্বী গুন নানা ॥
„ ৪ অতুলিত বল প্রতাপ দোউ ভ্রাতা, খলবধরত সুরমুনি সুখদাতা।
সোভাধাম রাম অস নামা, তিন্হকে সঁগ ইক নারি ললামা ॥

সো ১২ অতি সুকুমারি পিয়ারি, পটতর জোগ ন আহি কোউ।
মৈঁ মন দীখ ৰিচারি, জহঁ রহ তেহি সম আন নহিঁ ॥
চৌ ১ রূপরাসি ৰিধি নারি সঁবারী, রতি সতকোটি তাসু বলিহারী।
আজহুঁ জাই দেখৰ তুম জবহীঁ, হোইহহু বিকল তাসুৰস তবহীঁ ॥
„ ২ জীবনমুক্ত লোক ৰস তাকে, দসমুখ সুন সুন্দরি অস জাকে।
তাসু অনুজ কাটে শ্রুতিনাসা, সুনি তব ভগিনী করি পরিহাসা ॥
„ ৩ বিনা চূক অস দসা হমারী, অপরাধী কিমি ৰচহিঁ সুরারী।
খর দূষন সুনি লাগু পুকারা, ছিনমহঁ সকল কটক উন মারা ॥
„ ৪ খর দূষন ত্রিসিরাকর ঘাতা, সুনি দসসিস জরা সৰ গাতা।
ভয়ো সোচৰস নহি ৰিশ্রামা, ৰীতহিঁ পল মানহুঁ সত জামা ॥
দো ৩৬ সূপনখহিঁ সমুঝাই করি, বল বোলেসি বহু ভাঁতি।
ভবন গয়উ অতি সোচবস, নীঁদ পরী নহিঁ রাতি ॥
চৌ ১ সুর নর অসুর নাগ জগমাহীঁ, মোরে অনুচরসম কোউ নাহীঁ।
খর দূষন মো সম বলবন্তা, তিন্হৈঁ কো মারৈ বিনু ভগবন্তা ॥
„ ২ সুররঞ্জন ভঞ্জন মহিভারা, জো জগদীস লীন্হ অবতারা।
তৌ মৈঁ জাই বৈর হঠি করিহৌঁ, প্রভুকর মরি ভবসাগর তরিহৌঁ ॥

চৌ ৫ জ্ঞান বিনা বিদ্যালাভে কিবা প্রয়োজন, পাঠে বৃথা শ্রমলাভ হইবে অর্জ্জন।
কুসঙ্গে সন্ন্যাসী নষ্ট নৃপ কুমন্ত্রণে, অভিমানে জ্ঞান নাশে লজ্জা মদ্যপানে ॥
„ ৬ স্নেহ প্রীতি প্রেম বিনা অহঙ্কারে গুণী, সর্বস্বান্ত হয় সবে নীতি এই শুনি।

সো ১১ পাপ রোগ রিপু বহ্নি আর সর্পকুল, এ সব কভু না দেখো ক্ষুদ্র সমতুল।
কহি ইহা সূর্পনখা বিবিধ প্রকারে, বিলাপ করিয়া করে রোদন তৎপরে ॥

দো ৩৫ ব্যাকুল হইয়া পড়ে সভার মাঝারে, করিল ক্রন্দন সেথা অনেক প্রকারে।
জীবিত থাকিতে মোর দশানন ভ্রাতা, দুর্গতি আমার এই লেখে কি বিধাতা ॥
চৌ ১ ব্যাকুলিত সভাসদ উঠিয়া দাঁড়ায়, বাহু ধরি উঠাইয়া তাহারে বুঝায়।
লঙ্কেশ জিজ্ঞাসে তারে নিজমুখে বল, তব নাসা কর্ণ ছেদ কাহারা করিল ॥
„ ২ অযোধ্যা নৃপতি এক দশরথ সুত, পুরুষ কেশরী বনে মারে মৃগযূথ।
দেখিয়া ইহার কর্ম আমি মনে মানি, নিশাচর শূন্য হবে অচিরে ধরণী ॥
„ ৩ যার ভুজ বলে আজি শুন দশানন, নির্ভয়ে করিছে বাস বনে মুনিগণ।
দেখিতে বালক কিন্তু কালের সমান. নানাগুণী ধনুর্ধারী ধীর মতিমান ॥
„ ৪ তুলনা রহিত বল-প্রতাপে দু ভ্রাতা, খলবধে রত আর মুনি সুখদাতা।
সৌন্দর্যের অবতার রাম নাম তা'রি, সাথে আছে নারী এক অপূর্ব সুন্দরী ॥

সো ১২ অতি সুকুমারী প্রিয়া রামের ঘরণী. উপমাতে নাহি মেলে এ বর বরণী।
দেখেছি বিচার করি আমি মন দিয়া, যেথা রহে সেথা আর নাহিক দ্বিতীয়া ॥
চৌ ১ রূপ রাশি দিয়া বিধি যে নারী গড়েছে, শত কোটি রতি তাহে মুরছি পড়েছে।
দেখিবে যখনি গিয়া এই রমণীরে, আকুলিয়া অনুরক্ত হবে তার পরে ॥
„ ২ জীবিত দশাতে মুক্ত এ রমণী তার, দশানন শুন তুমি এ সুন্দরী যার।
তাহারি অনুজ কাটে নাসা কর্ণ মোর, তোমার ভগিনী জানি উপহাসে ঘোর ॥
„ ৩ বিনা দোষে এই দশা হয়েছে আমার, অপরাধী রাক্ষসেরা বাঁচিবে কি আর।
আমার চিৎকারে এলে খর ও দুষণ, মুহূর্তে মারিল সেই সসৈন্যে তখন ॥
„ ৪ ত্রিশিরা দুষণ খর মরিয়াছে শুনি, রাবণের সর্ব অঙ্গ জ্বলিল তখনি।
(শোকে মগ্ন নাহি পায় শান্তি একেবারে, কাটে পল মনে হয় শতেক প্রহরে) ॥

দো ৩৬ সূর্পনখারে দিয়া অনেক সান্ত্বনা, নিজ বল বহু ভাবে করিয়া ঘোষণা।
শোকে দশানন যায় আপন ভবনে, রাত্রে নিদ্রা নাহি চোখে কাটে জাগরণে ॥
চৌ ১ দেবতা অসুর নাগ নর বিশ্ব মাঝে, মোর অনুচর সম কেহ না বিরাজে।
মোর সম বীর এই খর ও দূষণে, ভগবান বিনা কেবা নাশে দুইজনে ॥
„ ২ সুরানন্দ বিধায়ক মহীভার নাশে, এসেছে কি জগদীশ অবতার বেশে।
যা'ব আমি বৈরী ভাবে প্রভু হস্তে মরি', এ ভব সাগর পার হইব সম্বরি ॥

চৌ ৩ হোয় ভজন নহিঁ তামস দেহা, মনক্রম বচন মন্ত্র দৃঢ় এহা ।
জো নররূপ ভূপসুত কোউ, হরিহৌঁ নারি জীতি রন দোউ ॥
" ৪ চলা অকেল যান চড়ি তহঁবা, বস মারীচ সিন্ধুতট জহঁবা ।
রথ অনূপ জোরে খর চারী. বেগবন্ত ইমি জিমি উরগারী ॥
ছ ২৪ উরগারিসম অতিবেগ বরনত জাই নহিঁ উপমা কহী ।
সিরছত্র সোভিত স্যামঘন জনু চমর খেত বিরাজহী ॥
য়হি ভাঁতি লাঁঘত সরিত সৈল অনেক বাপী সোহহীঁ ।
বন বাগ উপবন বাটিকা সুচি নগর মুনিমন মোহহীঁ ॥

দো ৩৭ বহু তড়াগ সুচি বিহঁগ মৃগ, বোলন বিবিধ প্রকার ।
য়হিবিধি আয়ো সিন্ধুতট, সত যোজন বিস্তার ॥
চৌ ১ সুন্দর জীব বিবিধ বিধ জাতী, করহি কুলাহল দিন অরু রাতী ।
কূদহিঁ তে গর্জহিঁ ঘননাঈ, মহাবলী বল বরনি ন জাঈ ॥
" ২ কনকবালু সুন্দর সুখদাঈ, বৈঠহিঁ সকল জন্তু তহঁ জাঈ ।
তেহিপর দিব্য লতাদ্রুম লাগে, জেহি দেখত মুনিমন অনুরাগে ॥
" ৩ গুহা বিবিধ বিধি রহহিঁ বনাঈ, বরনত সারদমতি সকুচাঈ ।
চাহিয় জহঁা ঋষিনকর বাসা, তহঁা নিসাচর করহিঁ নিবাসা ॥
" ৪ দসমুখ দেখি সকল সকুচানে, জে জড় জীব সজীব পরানে ।
ইহঁা রাম জস জুক্তি বনাঈ, সুনহ উমা সো কথা সুহাঈ ॥

দো ৩৮ লছমন গএ বনহি জব, লেন মূল ফল কন্দ ।
জনকসুতাসন বোলেউ, বিহঁসি কৃপাসুখবৃন্দ ॥
চৌ ১ সুনহু প্রিয়া ব্রত রুচির সুসীলা, মৈঁ কছু করব ললিত নরলীলা ।
তুম পাবকমহঁ করহু নিবাসা, জৌঁ লগি করৌঁ নিসাচর নাসা ॥
" ২ জবহিঁ রাম সব কহেউ বখানী, প্রভুপদ ধরি হিয় অনল সমানী ।
নিজ প্রতিবিম্ব রাখি তহঁ সীতা, তৈসেঈ সীল স্বরূপ বিনীতা ॥
" ৩ লছমনহু য়হ মরম ন জানা, জো কছু চরিত রচা ভগবানা ।
দসমুখ গয়উ জহঁা মারীচা, নাই মাথ স্বারথরত নীচা ॥
" ৪ নমনি নীচকী অতি দুখ দাঈ, জিমি অঙ্কুস ধনু উরগ বিলাঈ ।
ভয়দায়ক খলকী প্রিয়বানী, জিমি অকালকে কুসুম ভবানী ॥
দো ৩৯ করি পূজা মারীচ তব, সাদর পূছী বাত ।
কবন হেতু মন ব্যগ্র অতি, অকসর আয়হু তাত ॥
চৌ ১ দসমুখ সকল কথা তেহি আগে, কহি সহিত অভিমান অভাগে ।
হোহু কপট মৃগ তুম ছলকারী, জেহিবিধ হরি আনৌঁ নৃপনারী ॥

চৌ ৩ ভজন করিতে নারি তামস দেহেতে, কায়-মনো-বাক্যে চলি এই মন্ত্র মতে।
যদি এরা নররূপী রাজপুত্র কেহ, রণে জিনি স্ত্রীরে লব নাহিক সন্দেহ ॥

„ ৪ একাকী চড়িয়া রথে যায় সেই স্থানে, মারীচ সমুদ্র তটে যথা অবস্থানে।
অপূর্ব রথেরে টানে চারি অশ্বতর, গরুড় সমান বেগে হয় অগ্রসর ॥

ছ ২৪ গরুড় সমান বেগ প্রচণ্ড বর্দ্ধিত, বর্ণন না যায় তার উপমা রহিত।
শিরোপরি ছত্র যেন মেঘ শ্যামঘন, বিরাজিত শ্বেতবর্ণ চামর শোভন ॥
এ রূপে লজ্যিয়া চলে নদী শৈল শ্রেণী, সুন্দর দীঘিকা বন কত না তটিনী।
উদ্যান বাগিচা কত মুনি মনোহারী, তীর্থস্থান কত শত চলে সর্বোপরি ॥

দো ৩৭ বহু তীর্থকুণ্ড যথা বিহগের দল, একত্রিত কলরব করে অবিরল।
এ সবে লজ্যিয়া চলে শতেক যোজন, সিন্ধুতটে স্থিত যথা মারীচ ভবন ॥

চৌ ১ বিবিধ প্রকার জীব সেথা বহু জাতি, কোলাহলে মুখরিত রহে দিবা রাতি।
লম্ফ ঝম্ফ করে গর্জে মেঘের প্রকার, মহাবলে বলশালী বিবিধ আকার ॥

„ ২ বালুকা স্বর্ণের ন্যায় অতি সুখদায়ী, সকল প্রকার জন্তু বসে তথা যাই'।
তারি পরে দিব্য লতা বৃক্ষ আদি লাগে, যাহা দেখি মুনি মন তৃপ্ত অনুরাগে ॥

„ ৩ বিবিধ প্রকার গুহা তারি মাঝে রয়, বর্ণনা করিতে বাণী সঙ্কুচিত হয়।
যেথা ঋষিগণ বাস ছিল এককালে, নিশাচর বাস করে সেথায় সকলে ॥

„ ৪ দশাননে দেখি জড় সঙ্কুচিত হয়, প্রাণিগণ প্রাণ ল'য়ে তখনি পালায়।
এদিকে শ্রীরাম যুক্তি করেন যেমন, শুন উমা সে কাহিনী অপূর্ব কথন ॥

দো ৩৮ লক্ষ্মণ বনের মাঝে গেলে অন্বেষণে, ফল মূল কন্দ আদি খাদ্য আহরণে।
স্মিতহাস্যে কহিলেন কৃপা-সুখ-ধাম, জনকনন্দিনী মনে রঘুপতি রাম ॥

চৌ ১ প্রিয়া মোর সতিসাধ্বী শুন এই বেলা, দেখাব সুন্দর কিছু আমি নর লীলা।
করিও অগ্নির মাঝে এ সময়ে বাস, যে সময়ে করি আমি রক্ষকুল নাশ ॥

„ ২ যখন শ্রীরামচন্দ্র কহেন বিস্তারি, অগ্নি মাঝে যান হৃদে প্রভু পদ ধরি।
নিজ প্রতিবিম্ব সেথা রাখিলেন সীতা, সেইরূপ রূপরাশি স্বভাবে বিনীতা ॥

„ ৩ লক্ষ্মণও মনের মাঝে জানিতে না পারে, যা কিছু লীলার ইচ্ছা প্রভুর অন্তরে।
স্বার্থান্বেষী দশানন কুটবুদ্ধি কত, মারীচের কাছে গিয়া মাথা করে নত ॥

„ ৪ দুঃখের কারণ হয় খলের নম্রতা, অঙ্কুশ বিড়াল ধনু সর্প নতি যথা।
অকাল পুষ্পের ন্যায় জেন হে ভবানি, ভীতিপ্রদ হয়ে থাকে খল প্রিয়বাণী ॥

দো ৩৯ মারীচ করিল পূজা লঙ্কার ঈশ্বরে, প্রশ্ন করে তারপরে অতি সমাদরে।
কি হেতু প্রভুর মন ব্যগ্র অতিশয়, একাকী এসেছ প্রভু কিসের আশায় ॥

চৌ ১ কহিল সকল কথা তারে দশানন, অভাগার অহঙ্কারে ব্যথার কারণ।
মায়া মৃগ হবে তুমি করিয়া ছলনা, হরিয়া আনিব আমি নৃপের ললনা ॥

চৌ ২ তেহি পুনি কহা সুনহু দসসীসা, তে নররূপ চরাচরঈসা ।
তাসোঁ তাত বৈর নহিঁ কীজৈ, মারে মরিয় জিআএ জীজৈ ॥
" ৩ মুনিমখ রাখন গয়ে কুমারা, বিনু ফর সর রঘুপতি মোহিঁ মারা ।
সত যোজন আয়উ ছিনমাহীঁ, তিন সন বৈর কিএ ভল নাহীঁ ॥
" ৪ ভই মতি কীট ভৃঙ্গকী নাঈ, জহঁ তহঁ মৈঁ দেখৌঁ দোউ ভাই ।
জো নর তাত তদপি অতি সূরা, তিনহিঁ ৰিরোধ ন আইহি পূরা ॥

দো ৪০ জেহিঁ তাড়কা সুবাহু হতি, খণ্ডেউ হর কোদণ্ড ।
খর দূষন ত্রিশিরা ৰধেউ, মনুজ কি অস বরিৰণ্ড ॥

চৌ ১ য়া অস নাম সুনত দসকন্ধর, রহত প্রান নহিঁ মম উর অন্তর ।
জাহু ভবন কুলকুসল ৰিচারী, সুনত জরা দীনৃহেসি ৰহু গারী ॥
" ২ গুরুজিমি মূঢ় করসি মম ৰোধা, কহু জগ মোহিঁ সমান কো জোধা ।
তব মারীচ হৃদয় অনুমানা, নবহিঁ বিরোধে নহিঁ কল্যানা ॥
" ৩ সস্ত্রী মর্ম্মী প্রভু সঠ ধনী, বৈদ বন্দি কবি মনস গুনী ।
উভয় ভাঁতি দেখা নিজ মরনা, তৰ তাকেউ রঘুনায়ক সরনা ॥
" ৪ উতর দেত মোহিঁ ৰধিহি অভাগে, কস ন মরৌঁ রঘুপতিসর লাগে ।
অস জিয় জানি দসানন সঙ্গা, চলা রামপদ প্রেম অভঙ্গা ॥
" ৫ মন অতি হরষ জনাব ন তেহী, আজ দেখিহৌঁ পরম সনেহী ॥

ছ ২৫ নিজ পরম প্রীতম দেখি লোচন সফল করি সুখ পাই হৌঁ ।
শ্রী সহিত অনুজ সমেত কৃপানিকেতপদ মন লাই হৌঁ ॥
নির্বানদায়ক ক্রোধ জাকর ভক্তি অবসহিঁ বসকরী ।
নিজ পানি শর সন্ধানি সো মহিঁ বধহি সুখসাগর হরী ॥

দো ৪১ মম পাছে ধর ধাবত, ধরে সরাসন বান ।
ফিরি ফিরি প্রভুহিঁ বিলোকিহৌ, ধন্য ন মোসম আন ॥
চৌ ১ সীতা লষন সহিত রঘুরাঈ, জেহি বন ৰসহিঁ মুনিন্হ সুখদাঈ ।
তেহি বন নিকট দসানন গয়উ, তব মারীচ কপট মৃগ ভয়উ ॥
" ২ অতি বিচিত্র কছু বরনি ন জাঈ, কনক দেহ মনি রচিত বনাঈ ।
সীতা পরম রুচির মৃগ দেখা, অঙ্গ অঙ্গ সুমনোহর বেষা ॥
" ৩ সুনহু দেব রঘুবীর কৃপালা, য়হি মৃগকর অতি সুন্দর ছালা ।
সত্যসন্ধ প্রভু বধ করি এহী, আনহু চর্ম কহা বৈদেহী ॥
" ৪ তৰ রঘুপতি জানা সব কারন, উঠে হর্ষি সুর কাজ সঁবারন ।
মৃগ বিলোকি কটি পরিকর বাঁধা, করতল চাপ রুচির সর সাঁধা ॥

চৌ ২ মারীচ কহিল তবে শুন দশানন, চরাচর প্রভু তিনি নররূপ লন।
তাঁর সাথে বৈরী ভাব না করিও প্রভু, পারেন মারিতে তিনি বাচানও কভু ॥
„ ৩ মুনি যজ্ঞ রক্ষা হেতু বালক বয়সে, ফলাহীন বাণ মারে মোরে অনায়াসে।
শতেক যোজন দূরে আমারে ফেলিল, তাঁর সাথে বৈরী ভাব নাহি হবে ভাল ॥
„ ৪ হয়েছে দুর্দশা মোর ভৃঙ্গকীট সম, সর্বত্র তুভায়ে দেখি যেথা দৃষ্টি মম।
মনুষ্য হলেও উভে মহাবীর তারা, বিরোধে তাদের জয় বৃথা আশা করা ॥

দো ৪০ তাড়কা সুবাহু হত করেছেন যিনি, হরধনু ভঙ্গ তিনি করেন যেমনি।
ত্রিশিরা দূষণ খর বধেন সমান, মনুষ্য হয়কি কভু এত বলবান ॥

চৌ ১ রা অক্ষর শুনিলেই শুন লঙ্কেশ্বর, নাহি রহে প্রাণ মোর হৃদয় ভিতর।
কুলের কুশল ভাবি' যাও ফিরে ঘরে, শুনিয়া রাবণ জ্বলি' দিল গালি তারে ॥
„ ২ রে মূর্খ গুরুর ন্যায় দিস্ উপদেশ, বল্ বিশ্বে মোর সম কে যোদ্ধা বিশেষ।
মারীচ তখন হৃদে করে অনুমান, শত্রুতা ন'জন সাথে না হয় কল্যাণ ॥
„ ৩ শস্ত্রধারী, মর্ম্মদর্শী, প্রভু, শঠ, ধনী, চিকিৎসক, ভাট, কবি, নরমাঝে গুণী।
উভয় প্রকারে দেখি নিশ্চয় মরণ, তবে না লইব কেন রামের শরণ ॥
„ ৪ উত্তর করিলে বধে হতভাগ্য মোরে, কেননা মরিব তবে রামচন্দ্র শরে।
এই চিন্তা করি চলে দশানন সনে, রামচন্দ্র পদে প্রেম পরিপূর্ণ মনে ॥
„ ৫ মনে অতি হর্ষ তার রাখিল গোপনে, আজিকে মিলিব যাই দীনবন্ধু সনে ॥

ছ ২৫ পরম প্রিয়েরে মোর করিয়া দর্শন, নয়ন সফল করি সুখ নিবন্ধন।
শ্রীমতী সমেত আর অনুজ সহিত, কৃপাসিন্ধু পদে মন করিব অর্পিত ॥
যাঁহার ক্রোধও করে মোক্ষ সমর্পন, বশ করে অবশেও ভক্তির বন্ধন।
সুখের সাগর হরি নিজ হস্তে বাণ, করিয়া সন্ধান মোর লইবেন প্রাণ ॥

দো ৪১ আমারে ধরিতে প্রভু ধাবিত পশ্চাতে, আসিবেন দ্রুত পদে ধনুর্বাণ হাতে।
ফিরিয়া দেখিব তাঁরে আমি বারবার, আমার সমান ধন্য কেহ নাহি আর ॥

চৌ ১ সীতা ও লক্ষ্মণ সাথে যেথা রঘুরাজ, সাধুগণে সুখদানে করেন বিরাজ।
সেই বন সন্নিধানে গেল দশানন, মারীচ মৃগের রূপ করিয়া ধারণ ॥
„ ২ অতীব বিচিত্র রূপ বর্ণন না যায়, স্বর্ণ দেহ মণিমুক্তা খচিত তাহায়।
সীতা দেবী দেখিলেন মৃগ রমনীয়, প্রতি অঙ্গ মনোহর শোভিত সে দেহ ॥
„ ৩ শুন দেব রঘুবীর পরম দয়াল, অতীব সুন্দর হবে এই মৃগ ছাল।
সত্যব্রত প্রভু মোর বধ করি এরে, কহেন বৈদেহী চর্ম দান কর মোরে ॥
„ ৪ রঘুপতি জানি সব কার্য ও কারণে, আনন্দে ওঠেন দেব-কর্ম সম্পাদনে।
মৃগ দেখি বাঁধিলেন কটিবন্ধ তাঁর, হস্তে ধনুর্বাণ লন রুচির প্রকার ॥

চৌ ৫ প্ৰভু লছমনহি̐ কহা সমুঝাঈ, ফিরত বিপিন নিসিচর সমুদাঈ।
সীতাকেরি করেহু রখবারী, বুধি বিবেক বল সময় বিচারী॥

দো ৪২ অস কহি চলেউ তহঁা প্ৰভু, জহঁা কপট মৃগ নীচ।
দেব হৰ্ষবিস্ময় বিবস, চাতক বৰ্ষাবীচ॥

চৌ ১ প্ৰভুহি̐ বিলোকি চলা মৃগ ভাজী, ধাএ রাম সরাসন সাজী।
নিগম নেতি সিব ধ্যান ন পাবা, মায়ামৃগ পাছে সো ধাবা॥

„ ২ কবহু নিকট পুনি দূরি পরাঈ, কবহু̐ক প্ৰগট কবহু দুর জাঈ।
প্ৰগটত দুরত করত ছল ভূরী, ইহিবিধ প্ৰভুহি̐ গয়ো লৈ দূরী॥

„ ৩ তব তকি রাম কঠিন সর মারা, ধরনি পরেউ করি ঘোর চিকারা।
লছমনকর প্ৰথমহি̐ লৈ নামা, পাছে সুমিরেসি মনমহঁ রামা॥

„ ৪ প্ৰান তজত প্ৰগটেসি নিজ দেহী, সুমিরেসি রাম সহিত বৈদেহী।
অন্তর প্ৰেম তাসু পহি̐চানা, মুনি দুৰ্লভ গতি দীন্হ সুজানা॥

দো ৪৩ বিপুল সুমন সুর বৰ্ষহি̐, গাবহি̐ প্ৰভুগুন গাথ।
নিজ পদ দীন্হা অসুরকহঁ, দীনবন্ধু রঘুনাথ॥

চৌ ১ খল বধি তুরত ফিরে রঘুবীরা, সোহ চাপ কর কটি তূনীরা।
আরত গিরা সুনী জব সীতা, কহেউ লষনসন পরম সভীতা॥

„ ২ জাহু বেগি সংকট তব ভ্ৰাতা, লছমন বিহঁসি কহা সুনু মাতা।
ভৃকুটি বিলাস সৃষ্টিলয় হোঈ, সপনেহু সংকট পরৈ কি সোঈ॥

„ ৩ সৌ̐পি গএ মোহি̐ রঘুপতি থাতী, জো তজি জাউঁ তোষ নহি̐ ছাতী।
য়হ জীয় জানি সুনহু মম মাতা, পূছত কহব কবন মৈ̐ বাতা॥

„ ৪ মরম বচন সীতা জব বোলী, হরি প্ৰেরিত লছমন মতি ডোলী।
চহু̐দিসি রেখ খি̐চাই অহীসা, বার বার নায়উ পদ সীসা॥

„ ৫ বন দিসি দেব সৌপি সবকাহূ, চলে জহঁা রাবন সসিরাহূ।
চিতবহি̐ লষন সিয়হি ফিরি কৈসে, তজত বচ্ছ নিজ মাতহি̐ জৈসে॥

দো ৪৪ এক ডরত ডর রামকে, দূজে সীয় অকেলি।
লষন তেজ তনু হত ভয়ো, জিমি ডাঢ়ী দব বেলি॥

চৌ ১ সূন্য বীচ দসকন্ধর দেখা, আবা নিকট জতিকে ভেখা।
জাকে ডর সুর অসুর ডরাহী̐, নিসি ন নী̐দ দিন অন্ন ন খাহী̐॥

„ ২ সো দসসীস স্বানকী নাঈ, ইত উত চিতই চলা ভঁড়িআঈ।
জিমি কুপন্থ পগ দেত খগেসা, রহ ন তেজ বল বুদ্ধি লবলেসা॥

চৌ ৫ লক্ষ্মণে কহেন প্রভু বুঝাইয়া তারে, রাক্ষস ভ্রমিছে সদা বনের ভিতরে।
জ্ঞান বুদ্ধি বল দ্বারা সময়ানুসারে, রক্ষণাবেক্ষণ কোরো এখন সীতারে॥

দো ৪২ ইহা কহি চলিলেন প্রভু বন মাঝে, যেথায় কপট মৃগ মারীচ বিরাজে।
হরষে বিষাদে* তাহা দেখে দেবগণ, প্রবল বর্ষার মাঝে চাতক যেমন॥

চৌ ১ প্রভুরে দেখিয়া মৃগ চলিল বেগেতে, শরাসন ল'য়ে রাম চলেন পশ্চাতে।
নেতি নেতি বেদে, শিব ধ্যানে নাহি পান, সেই রাম মায়ামৃগ পিছু পিছু যান॥

,, ২ কখন নিকটে কভু অতি দূরে যায়, কখন প্রকট কভু লুকাইয়া রয়।
প্রকাশিত লুক্কায়িত অতি ছল ভরে, এ ভাবে প্রভুরে লয় দূর হতে দূরে॥

,, ৩ ত্যজেন সন্ধানি রাম তীক্ষ্ণ শর তারে, বিকট চিৎকার করে ধরণীতে পড়ে।
প্রথমে চিৎকার করি ডাকিল লক্ষণে, তৎপরে স্মরণ করে রাম নাম মনে॥

,, ৪ প্রাণ ত্যজে প্রকটিয়া নিজ দেহ তার, স্মরণ করিয়া রাম-সীতা বার বার।
অন্তরের প্রেম তার পাইয়া প্রমাণ, মুনিরও দুর্লভ গতি দেন ভগবান॥

দো ৪৩ দীনবন্ধু রঘুনাথ সর্ব গুণমনি, অসুরেও নিজধাম দিলেন আপনি।
আকাশ হইতে পুষ্প বর্ষে দেবতারা, রামগুণ গান গায় সকলে তাহারা॥

চৌ ১ খল বধি রঘুনাথ ফিরেন ত্বরিতে, হস্তে শরাসন শোভে তূণীর কটিতে।
সীতা দেবী শুনিলেন যবে আর্তবাণী, লক্ষণেরে কহিলেন মনে শঙ্কা মানি॥

,, ২ শীঘ্র যাও সঙ্কটেতে বুঝি তব ভ্রাতা, হাসিয়া লক্ষ্মণ কহে শুন মোর মাতা।
ভ্রূকুটি বিলাশে যাঁর সৃষ্টি স্থিতি লয়, স্বপনে সঙ্কট তাঁর কোরোনা সংশয়॥

,, ৩ রঘুপতি গিয়াছেন দায়িত্ব প্রদানি, কিরূপে যাইব বল ছাড়িয়া জননি।
ইহাই বিচারি মনে শুন মোর মাতা, কি দিব উত্তর আমি জিজ্ঞাসিলে ভ্রাতা॥

,, ৪ মর্মঘাতী বাক্য যবে সীতা উচ্চারিল, দৈব বলে লক্ষ্মণ সে দায়িত্ব ভুলিল।
চারিদিক রেখাঙ্কিত করিয়া লক্ষ্মণ, বার বার প্রণমিল সীতার চরণ॥

,, ৫ বন-দিক-দেবতারে সঁপিয়া সকলে, দশানন-শশী-রাহু বনে যেথা চলে।
ফিরি ফিরি দেখে চাহি সীতাদেবী পানে, মাতারে ছাড়িয়া যেতে যেমন সন্তানে॥

দো ৪৪ এক দিকে রাম ভীতি লক্ষ্মণের মনে, অন্য দিকে সীতা রন একাকিনী বনে।
তেজ পুঞ্জ তনু তার নিষ্প্রভ দেখায়, দাবানলে লতাপুঞ্জ দগ্ধ যথা হয়॥

চৌ ১ দশানন দেখি শূন্য স্থান এরি মাঝে, নিকটে আসিল সাজি সন্ন্যাসীর সাজে।
যাহাকে দেখিয়া ত্যজে সুরাসুরগণ, দিনে অন্ন রাত্রে নিদ্রা ভয়েতে মগন॥

,, ২ সেই দশানন আজি কুক্কুরের ন্যায়, ইতস্তত চাহি চলে তস্করের প্রায়।
(হে গরুড়) কুপথে যাহারা চলে তাহাদের হায়, বুদ্ধিবৃত্তি তেজ বল সব কিছু যায়॥

---

* হরষে—কেননা রাবণ বধ-রূপ দেবকর্মের সূচনা ; বিষাদে-কেননা সীতা হরণে-রামের দুঃখ।

চৌ ৩ করি অনেক ৰিধি ছলচতুরাঈ, মাঁগেউ ভিক্ষা দসমুখ জাঈ।
অতিথি জানি সিয় কন্দমূল ফল, দেন লগী তেহিঁ কীন্হ ৰহুরি ছল ॥

„ ৪ কহ দসমুখ সুনু সুন্দরি ৰানী, বাঁধী ভীখ ন লেউঁ সয়ানী।
ৰিধিগতি ৰাম কাল কঠিনাঈ, রেখ লাঁঘি সিয় ৰাহর আঈ ॥

দো ৪৫ বিস্বভরনি অঘ দল দলনি, করনি সকল সুরকাজ।
জানা নহিঁ তেহি সময়মহঁ, দসসির কপটকে সাজ ॥

চৌ ১ নানাবিধ কহি কথা সুহাঈ, রাজনীতি ভয় প্রীতি দিখাঈ।
কহ সীতা সুনু জতী গুসাঁঈ, বোলেহু ৰচন দুষ্টকী নাঈ ॥

„ ২ তব রাবন নিজরূপ দেখাবা, ভই সভীত জব নাম সুনাবা।
কহ সীতা ধরি ধীরজ গাঢ়া, আইগয়ে প্রভু রহু খল ঠাঢ়া ॥

„ ৩ জিমি হরি বধুহি ছুদ্রসম চাহা, ভয়সি কালবস নিসিচর নাহা।
বায়স করি চহ খগপতি সমতা, সিন্ধু সমান হোই কিমি সরিতা ॥

„ ৪ খরি কি হোই সুরধেনু সমানা, জাহু ভবন নিজ সুনু অজ্ঞানা।
সুনত বচন দসসীস লজানা, মনমহঁ চরন বন্দি সুখ মানা ॥

দো ৪৬ ক্রোধবন্ত তব রাবন, লীন্হেসি রথ বৈঠাই।
চলেউ গগনপথ আতুর, ভয় রথ হাঁকি ন জাই ॥

চৌ ১ হা জগদীস দেব রঘুরায়া, কেহিঁ অপরাধ বিসারেহু দায়া।
আরতি হরন সরন সুখদায়ক, হা রঘুকুল সরোজ দিন নায়ক ॥

„ ২ হা লছমন তুম্হার নাহি দোষা, সো ফল পায়উঁ কীন্হেউঁ রোষা।
কৈকেয়ীমন জো কছু রহেউ, সো বিধি আজু মোহিঁ দুখ দয়েউ ॥

„ ৩ পঞ্চবটীকে খগ মৃগ জাতী, দুখী ভএ বনচর ৰহু ভাঁতী।
ৰিৰিধ ৰিলাপ করতি বৈদেহী, ভূরি কৃপা প্রভু দূরি সনেহী ॥

„ ৪ বিপতি মোরি কো প্রভুহিঁ সুনাবা, পুরোভাস চহ রাসভ খাবা।
সীতাকর বিলাপ সুনি ভারী, ভয়ে চরাচর জীব দুখারী ॥

দো ৪৭ ৰহুৰিধ করতি বিলাপ নভ, লিএ জাত দসসীস।
ভরত ন খল ৰর পাই ভল, জো দীনহোঁ অজ ঈস ॥

চৌ ১ গৃধ্ররাজ সুনি আরত ৰানী, রঘুকুল তিলক নারি পহিঁ চানী।
অধম নিসাচর লীন্হে জাঈ, জিমি মলেচ্ছ ৰস কপিলা গাঈ ॥

„ ২ অহহ প্রথম ৰল মম তনু নাহীঁ, তদপি জাই দেখোঁ ৰল তাহীঁ।
সীতা পুত্রি করসি জনি ত্রাসা, করিহোঁ জাতুধানকর নাসা ॥

„ ৩ ধাবা ক্রোধবন্ত খগ কৈসে, ছূটৈ পবি পর্বতকহঁ জৈসে।
রে রে দুষ্ট ঠাঢ় কি ন হোহী, নির্ভয় চলেসি ন জানেসি মোহী ॥

চৌ ৩ অনেক প্রকারে ছল চাতুরী করিয়া, ভিক্ষা মাগে দশানন সীতা কাছে গিয়া।
অতিথি জানিয়া সীতা কন্দমূল ফল, দিতে গেলে দুষ্ট করে বহুবিধ ছল ॥

,, ৪ দশানন কহে তাঁরে শুনহে সুন্দরী, বন্দিনী হস্তেতে ভিক্ষা নাহি নিতে পারি।
বিধাতার গতি বাম কাল সে নির্দয়, গণ্ডি লঙ্ঘি', সীতা দেবী বাহিরেতে যায় ॥

দো ৪৫ বিশ্বের পালন কর্ত্রী দুষ্কৃতি দলনী, সর্বদেব কার্য যিনি নিজে সম্পাদিনী।
সেই সীতা কাল বশে বুঝিতে না পারে, রাবণের কপটতা সাধু বেশ ধরে ॥

চৌ ১ নানাবিধ কহে কথা শুনিতে সুন্দর, রাজনীতি ভয় প্রীতি কহে পর পর।
শুনি সীতা কহিলেন সন্ন্যাসী ঠাকুর, অসাধুর ন্যায় কেন বাক্য সুপ্রচুর ॥

,, ২ নিজরূপ দেখাইল তখন রাবণ, সীতা ভীতা হন নাম করিয়া শ্রবণ।
অতি ধৈর্য ধরি তিনি কহিলেন তারে, এখনি আসিবে প্রভু তিষ্ঠ ক্ষণ তরে ॥

,, ৩ শশক হইয়া চাহ সিংহিনী ধরিতে, কাল বশে রক্ষরাজ চাহ কি মরিতে।
বায়স হইয়া চাহ গরুড় সম্মান, ক্ষুদ্র নদী হয় কভু সমুদ্র সমান ॥

,, ৪ গর্দভী তুল্য কি হয় কামধেনু সনে, শুন রক্ষরাজ যাও আপন ভবনে।
শুনিয়া লজ্জিত হল মনে দশানন, হয় সুখী মনে বন্দি সীতার চরণ ॥

দো ৪৬ ঈর্ষা পরায়ণ সেই প্রলুব্ধ রাবণ, সীতারে রথের পরে করিল স্থাপন।
অতি ব্যস্ততায় চলে আকাশ পথেতে, ভয় হেতু নাহি পারে অতি দ্রুত যেতে ॥

চৌ ১ হায় জগদীশ মোর দেবতা রাঘব, কোন অপরাধে দয়া করিলে লাঘব।
আর্তহারী স্মরণেও তুমি সুখদাতা, রঘুকুল কমলের দিনকর ধাতা ॥

,, ২ দেবর লক্ষ্মণ হায় নাহি তব দোষ, পেয়েছি উচিত ফল আমি করি রোষ।
কৈকেয়ীর মন মাঝে যাহা কিছু ছিল, আমারে বিধাতা আজি সেই দুঃখ দিল ॥

,, ৩ পঞ্চবটী বনে যত পশু পক্ষী সবে, সীতার দুঃখেতে দুঃখী হল বহুভাবে।
বিবিধ প্রকারে করে বৈদেহী বিলাপ, এত কৃপা প্রভু তবু স্নেহ অপলাপ ॥

,, ৪ মোর দুঃখ বার্তা কেবা প্রভুরে শুনাবে, যজ্ঞ হবি চাহিবে কি খাইতে গর্দভে।
সীতার বিলাপ বাণী শুনি চরাচরে, জীব যত হল দুঃখী অতীব অন্তরে ॥

দো ৪৭ বিবিধ বিলাপ রতা সীতারে লইয়া, দশানন চলে রথে নভ পথ দিয়া।
কাহাকে না ডরে খল দেবতার বরে, শিব ব্রহ্মা দুজনেই দিয়াছে যা তারে ॥

চৌ ১ গৃধ্ররাজ শুনি সেই অতি আর্ত বাণী, চিনিতে পারিল বধূ রঘুকুল মনি।
অধম রাক্ষস রথে লয়ে যায় ধরে, কসাই ধরেছে যেন কপিলা গাভীরে ॥

,, ২ প্রথমে যা ছিল হায় নাহি মোর বল, তথাপি দেখিব কত বলীয়ান খল।
হে পুত্রি বৈদেহী তুমি ভীত হইও না, করিব রাক্ষসে নাশ কিছু ভাবিও না ॥

,, ৩ ক্রোধান্বিত গৃধ্ররাজ ধাবিত কেমনে, বজ্র যথা ছুটে চলে পর্বতের পানে ॥
কেন না থামিস্ তুই ওরে দুষ্ট ওরে, নির্ভয়ে চলিস্ নভে না জানিয়া মোরে ॥

চৌ ৪ আবত দেখি কৃতান্ত সমানা, ফিরি দসকন্ধর কর অনুমানা।
কী মৈনাক কি খগপতি হোঈ, মম বল জান সহিত পতি সোঈ ॥
„ ৫ জানা জরঠ জটায়ূ এহা, মম করতীরথ ছাঁড়িহি দেহা ॥

দো ৪৮ মম ভুজবল নহিঁ জানত, আবত তপিন্হ সহাই।
সমর চঢ়ে তো য়হি হতোঁ, জিয়ত ন নিজ থল জাই ॥

চৌ ১ সুনত গৃধ্র ক্রোধাতুর ধাবা, কহ সুনু রাবন মোর সিখাবা।
তজি জানকিহিঁ কুসল গৃহ জাহূ, নাহিত অস হোইহি বহু বাহূ ॥
„ ২ রাম রোষ পাবক অতি ঘোরা, হোইহি সকল সলভ কুল তোরা।
উতর ন দেত দসানন জোধা, তবহি গৃধ্র ধাবা করি ক্রোধা ॥
„ ৩ ধরি কচ বিরথ কীন্হ মহি গিরা, সীতহিঁ রাখি গৃধ্র পুনি ফিরা।
দসমুখ উঠি কৃতসর সন্ধানা, গৃধ্র আই কাটেউ ধনু বানা ॥
„ ৪ চোঁচন্হ মারি বিদারেসি দেহী, দণ্ড এক ভই মূর্ছা তেহী ॥

দো ৪৯ জেহি রাবন নিজবস কিএ, মুনিগন সিদ্ধ সুরেস।
তেহি রাবন সন সমর কর, ধীর বীর গৃধেস ॥

চৌ ১ স্বস্থ ভএ পুনি উঠি সো ধাবা, মারে গৃধ্র ন সন্মুখ আবা।
কীন্হেসি বহুবিধ জুদ্ধ খগেসা, থকিত ভয়ো তব জরঠ গৃধেসা ॥
„ ২ তব সক্রোধ নিসিচর খিসিআনা, কাঢ়েসি পরম করাল কৃপানা।
কাটেসি পঙ্খ পরা খগ ধরনী, সুমিরি রামকর অদ্ভুত করনী ॥
„ ৩ মনমহঁ গৃধ্র পরম সুখ মানা, রামকাজ মম লাগেউ প্রানা।
সীতহিঁ যান চঢ়াই বহোরী, চলা উতাউল ত্রাস ন থোরী ॥
„ ৪ করসি বিলাপ জাতি নভ সীতা, ব্যাধ বিবস জনু মৃগী সভীতা।
গিরিপর বৈঠে কপিন্হ নিহারী, কহি হরিনাম দীনপট ডারী ॥
„ ৫ ইহবিধ সীতহি সো লৈ গয়উ, বন অসোকমেঁ রাখত ভয়উ ॥

দো ৫০ হারিপরা খল বহুতবিধ, ভয় অরু প্রীতি দেখাই।
তব অসোক পাদপ তরে, রাখেসি জতন করাই ॥

চৌ ১ বহাঁ বিধাতা মন অনুমানা, সুরপতি বোলি মন্ত্র অস ঠানা।
তাত জনক তনয়াপহঁ জাহূ, সুধি ন পাব জিমি নিসাচর নাহূ ॥
„ ২ অস কহি বিধি সুন্দর হবি আনী, সৌঁপি বহুরি বোলে মৃদু বানী।
ইহি ভচ্ছন কৃত ছুধা ন প্যাসা, বর্ষ সহসদস সংসয় নাসা ॥
„ ৩ সো প্রসাদ লৈ আয়সু পাঈ, চলেউ হিয়ে সুমিরত রঘুরাঈ।
কছু বাসব মায়া নিজ মোঈ, রচ্ছক রহে গয়ে তহঁ সোঈ ॥

চৌ ৪ বুঝিয়া আসিছে কিছু কৃতান্ত সমান, রাবণ ফিরিয়া দেখি করে অনুমান।
মৈনাক পর্বত সম খগপতি একি, মোর বল প্রভু সাথে অজানা তার কি॥
,, ৫ জানিল জটায়ু এই স্থবির শরীরে, এসেছে ত্যজিতে দেহ মম তীর্থ করে।

দো ৪৮ মোর ভুজবল একি নাহি টের পায়, এসেছে আমার কাছে যোগীর সহায়।
সমর বাধিলে দিব এমন প্রহার, জীবন্ত ফিরিবে না ক নিজ গৃহে আর॥

চৌ ১ শুনিয়া ধাইল গৃধ্র ক্রোধাতুর হই', শোন হে রাবণ মোর উপদেশ এই।
সীতারে ছাড়িয়া যাও বিঘ্ন নাই কোন, নতুবা মঙ্গল নাই বহুবাহু জেন॥
,, ২ রামের রোষাগ্নি মাঝে পড়িলে তোমার, আত্মীয় স্বজন সহ হবে ছারখার।
রাবণ প্রস্তুত যুদ্ধে না করি উত্তর, অতি ক্রোধে গৃধ্র ধায় তবে তারপর॥
,, ৩ কেশে ধরি ভূমি পরে ফেলিল রাবণে, সীতারে রাখিয়া গৃধ্র ফিরে পুনঃরণে।
দশানন উঠি করে ধনুকে সন্ধান, জটায়ু কাটিল তার শরাসন বাণ॥
,, ৪ চঞ্চুর আঘাতে করে বিদীর্ণ রাবণে, মূর্ছা যায় এক দণ্ড দশানন রণে।

দো ৪৯ মুনিগণে সিদ্ধগণে আর সুরগণে, রেখেছিল যে রাবণ বশে ও শাসনে।
সেই রাবণের সাথে গৃধ্র মহাবীর, ব্যাপৃত হইল রণে হলেও স্থবির॥

চৌ ১ সম্বিৎ পাইয়া ধায় গৃধ্ররাজ পানে, সম্মুখে যাইতে নারে পক্ষের তাড়নে।
এ প্রকারে করে রণ গৃধ্র বহু ভাবে, অবসন্ন হ'য়ে পড়ে জরার প্রভাবে॥
,, ২ ক্রোধী নিশাচর হল লজ্জিত অন্তরে, সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ তার তবে বের করে।
দুই পক্ষ কাটে, পড়ে গৃধ্র ধরণীতে, রামের অদ্ভুত কর্ম লাগিল স্মরিতে॥
,, ৩ মনেতে পরম সুখ পেল গৃধ্ররাজ, যায় প্রাণ যাক তাহা করি রাম কাজ।
রথে তুলি সীতা পুনঃ পরম বিক্রমে, দ্রুত চলে মনে ত্রাস কিছু নাহি কমে॥
,, ৪ বিলাপ করেন সীতা নভ পথে যেতে, ব্যাধগ্রস্ত মৃগী যথা অবশ ভয়েতে।
পর্বত শিখর পরে দেখি কপিগণে, হরি নাম নিয়া ফেলে নিজ আচ্ছাদনে॥
,, ৫ এ ভাবে সীতারে সেই গিয়াছিল নিয়া, রাখিল অশোক বনে লঙ্কা পঁহুছিয়া।

দো ৫০ বহু ভাবে ভয় প্রীতি দেখাইল খল, তথাপি উদ্দেশ্য যবে হইল বিফল।
অশোক তরুর তলে অতি সাবধানে, রাখিল সীতারে নিয়া অশোক কাননে॥

চৌ ১ পিতামহ ব্রহ্মা তবে চিন্তা করি মনে, মন্ত্রণা ইন্দ্রের সাথে করি সঙ্গোপনে।
কহিলেন যাও বৎস সীতা সন্নিধানে, দেখিও সংবাদ যেন রাবণ না জানে॥
,, ২ ইহা কহি ব্রহ্মা দেন পরমান্ন হাতে, মধুর বাক্যেতে ইন্দ্রে কন সাথে সাথে।
ইহার ভক্ষণে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হবে, সহস্র বৎসর দশ সংশয় না রবে॥
,, ৩ লইয়া প্রসাদ আর আদেশ ব্রহ্মার, চলে ইন্দ্র রাম নাম স্মরি মনে তার।
বাসব করিল বনে মায়ার বিস্তার, বশীভূত হল যত রক্ষক নিদ্রার।

চৌ ৪ তদপি ডরত সীতাপহঁ আএউ, করি প্রনাম নিজ নাম সুনাএউ।
নিশ্চয় জানি সুরেস সুজানা, পিতা জনক দসরথসম মানা ॥
„ ৫ করি পরিতোষ দূরি করি সোকা, হব্য খবাই গয়ো নিজ লোকা ॥
দো ৫১ জেহি বিধ কপটকুরঙ্গ সঁগ, ধাই চলে স্রীরাম।
সো ছবি সীতা রাখি উর, রটতি রহতি হরিনাম ॥
চৌ ১ রঘুপতি অনুজহিঁ আবত দেখা, মনমহঁ চিন্তা কীন্হ বিসেখা।
জনক সুতা পরিহরেউ অকেলী, আয়হু তাত বচন মম পেলী ॥
„ ২ নিসিচরনিকর ফিরহিঁ বনমাহীঁ, মম মন সীতা আস্রম নাহীঁ।
অহহ তাত ভল কীন্হেহু নাহীঁ, সীয়বিনা মম জীবন কাহীঁ ॥
„ ৩ য়হিতে কবন বিপতি বড় ভাঈ, খোজউ সীয় কাননহি আঈ।
গহি পদকমল অনুজ কর জোরী, কহেউ নাথ কছু মোরি ন খোরী ॥
„ ৪ অনুজ সমেত গএ প্রভু তহঁবা, গোদাবরিতট আস্রম জহঁবা।
আস্রম দেখি জানকীহীনা, ভএ বিকল জস প্রাকৃত দীনা ॥
দো ৫২ কানন রহেউ তড়াগইব, চক চকঈ সিয়রাম।
রাবন নিসি বিছুরন ভয়ে, দুখবীতে চহুঁ যাম ॥
চৌ ১ পর দুখ হরন সোক দুখ নাহীঁ, ভা বিষাদ তিন্হকে মনমাহীঁ।
হা গুনখানি জানকী সীতা, রূপসীল ব্রত নেম পুনীতা ॥
„ ২ লছমন সমুঝাএ বহুভাঁতী, পূছত চলে লতা তরুপাঁতী।
হে খগমৃগ হে মধুকরস্রেনী, তুম দেখী সীতা মৃগনৈনী ॥
„ ৩ খঞ্জন সুখ কপোত মৃগ মীনা, মধুপ নিকর কোকিলা প্রবীনা।
কুন্দকলি দাড়িম সুদামিনী, সরদকমল সসি উরগভামিনী ॥
„ ৪ বরুনপাস মনোজ ধনু হংসা, গজ কেহরি নিজ সুনত প্রসংসা।
স্রীফল কনক কদলি হর্ষাহীঁ, নেকু ন সঙ্ক সকুচ মনমাহীঁ ॥
„ ৫ সুনু জানকী তোহি বিনু আজূ, হরষে সকল পাই জনু রাজূ।
কিমি সহিজাত অনখ তোহিঁ পাহীঁ, প্রিয়া বেগি প্রগটসি কস নাহীঁ ॥
দো ৫৩ মনিবিহীন ফনি দীন জিমি, মীন হীন জিমি বারি।
তিমি ব্যাকুল ভএ লখন তহঁ, রঘুবর দসা নিহারি ॥
চৌ ১ ধরি উর ধীর বুঝাবহিঁ রামহিঁ, তজহিঁ ন সোক অধিক সুখধামহিঁ।
ইহিবিধি খোজত বিলপত স্বামী, মনহু মহাবিরহী অতিকামী ॥
„ ২ পুরন কাম রাম সুখরাসী, মনুজ চরিত কর অজ অবিনাসী।
সরবর অমিত নদী গিরি খোহা, বহুবিধ রাম লখন তত জোহা ॥

চৌ ৪ তথাপি উদ্বিগ্ন চিত্তে সীতা পাশে যায়, প্রণাম করিয়া দেয় নিজ পরিচয়।
নিশ্চিত জানিল যবে জানকী সম্মানে, জনক ও দশরথ পিতা সম মানে ॥
,, ৫ করিয়া সন্তুষ্ট তাঁরে দূর করি শোক, ভক্ষণ করায়ে অন্ন গেল নিজ লোক।
দো ৫১ কপট মৃগের পিছে চলেছেন রাম, সেই ছবি হৃদে গাঁথি সীতা জপে নাম।

চৌ ১ রঘুপতি অনুজেরে আসিতে দেখিয়া, অতীব চিন্তিত মনে কহেন ডাকিয়া।
জনক নন্দিনী বনে রাখি একাকিনী, কেন বৎস এলে মোর বাক্য নাহি মানি ॥
,, ২ সদাই রাক্ষসগণ ভ্রমিতেছে বনে, জানকী আশ্রমে নাই বলিতেছে মনে।
ভাল কর নাই বৎস কি ক'ব তোমায়, সীতা বিনা হায় মোর জীবন কোথায় ॥
,, ৩ বিপদ ইহার চেয়ে কি আছে রে ভাই, বনবাসে এসে যদি সীতারে হারাই।
লক্ষ্মণ চরণ ধরি করি করজোড়, কহে নাথ কিছু নাই অপরাধ মোর ॥
,, ৪ অনুজ সমেত প্রভু আসেন সেথায়, গোদাবরী নদী তটে আশ্রম যেথায়।
দেখেন আশ্রম তাঁর জানকী বিহীন, ব্যাকুল হলেন যথা সাধারণ দীন ॥
দো ৫২ সরসী সমান ছিল কানন কান্তার, চখা চখী রাম সীতা করিত বিহার।
ঘোর নিশি আনে যেন রাবণ তথায়, বিচ্ছেদে ঘটায় দুঃখ চতুর্যামে হায় ॥
চৌ ১ পর দুঃখহারী যেই শোক দুঃখ হীন, সেও করে কাতরোক্তি বিষাদে মলিন।
গুণের আকর মোর জানকী কোথায়, পবিত্র নিয়মব্রতী রূপবতী হায় ॥
,, ২ লক্ষ্মণ সান্ত্বনা তাঁরে দেয় নানা ভাবে, চলে রাম প্রশ্ন করে তরু লতা সবে।
হে বিহঙ্গ ওগো মৃগ মধুকর শ্রেণী, দেখেছ কি মোর সীতা হরিণ-নয়ণী ॥
" ৩ কপোত, খঞ্জন, শুক, মীন, মৃগ আর, মধুপ গুঞ্জনে স্বরে কোকিল তাহার।
কুন্দ কলি, দাড়িম্বের বীজ, সৌদামিনী, শরত কমল, শশী সকল সর্পিনী।*
,, ৪ পুষ্পধনু, জলধর, রম্ভা, হংস যত, গজ, সিংহ, স্বর্ণ, ছিল শ্রীফল লজ্জিত।
আজ তারা শুনিতেছে প্রশংসা নিজের, শঙ্কা ও সঙ্কোচ নাহি আজ তাহাদের ॥
,, ৫ হে সীতা সৌন্দর্য তব চক্ষু অন্তরালে, তাই তারা হরষিত যথা রাজ্য পেলে।
কি করি করিছ সহ্য গর্ব তাহাদের, কেন প্রিয়া নাহি আস নিকটে মোদের ॥
দো ৫৩ মণির বিহনে ফণী বিপন্ন যেমন, বারি বিনা মীন যথা দুর্দশা মগন।
যেমনি ব্যাকুল হল তখন লক্ষ্মণ, দেখিয়া রামের এই বিচলিত মন ॥
চৌ ১ টানি লয়ে বক্ষে তার বুঝায় সে রামে, শোক শান্তি নাহি হয় তবু সুখধামে।
এরূপে বিলাপি প্রভু খোঁজে অবিরাম, অতীব বিরহী যেন মনুষ্য সকাম ॥
,, ২ পূর্ণকাম রাম যিনি সর্ব সুখরাশি, নর লীলা খেলিছেন অজ অবিনাশী।
পর্বত কান্তার নদী তন্ন তন্ন করি, খুঁজিলেন দুই ভ্রাতা সর্বত্র বিচরি ॥

* সীতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য ইহাদের লজ্জিত করিত. সীতার অবর্তমানে তাহাদের লজ্জার তিরোধান, (৫) চৌ।

চৌ ৩ সোচ হৃদয় কছু কহি নহিঁ আবা, টুট ধনুষ সর আগে পাবা।
কহুঁ কহুঁ সোনিত দেখিয় কৈসে, স্রাবন জল ভা ডাবর জৈসে॥
„ ৪ কহত রাম লছমনহিঁ বুঝাঈ, কাহু কীন্হ জুদ্ধ য়হি ঠাঈ।
আগে পরা গৃধ্রপতি দেখা, সুমিরত রাম চরন জিন্হ পেখা॥
দৌ ৫৪ কর সরোজ সির পরসেউ, কৃপাসিন্ধু রঘুবীর।
নিরখি রাম ছবি ঘাম মুখ, বিগত ভঈ সব পীর॥
চৌ ১ তব কহ গৃধ্র বচন ধরি ধীরা, সুনহু রাম ভঞ্জন ভবভীরা।
নাথ দসানন য়হ গতি কীন্হী, তেহি খল জনকসুতা হরি লীন্হী॥
„ ২ লৈ দছিনদিসি গয়উ গুসাঁঈ, বিলপতি অতি কুররীকী নাঁঈ।
দর্স লাগি প্রভু রাখেউ প্রানা, চলন চহত অব কৃপানিধানা॥
„ ৩ রাম কহা তনু রাখহু তাতা, মুখ মুসুকাই কহি তেহঁ বাতা।
জাকর নাম মরত মুখ আবা, অধমউ মুক্ত হোই শ্রুতি গাবা॥
„ ৪ সো মম লোচনগোচর আগে, রাখৌঁ দেহ নাথ কহি লাগে।
জল ভরি নয়ন কহা রঘুরাঈ, তাত কর্ম নিজতে গতি পাঈ॥
„ ৫ পরহিত বস জিন্‌কে মনমাহীঁ, তিনকহঁ জগ দুর্লভ কছু নাহীঁ।
তনু তজি তাত জাহু মম ধামা, দেউঁ কহা তুম পূরন কামা॥

দো ৫৫ সীতা হরন তাত জনি, কহহু পিতাসন জাই।
জো মৈঁ রাম তৌ কুলসহিত, কহহি দসাসন আই॥
চৌ ১ গৃধ্র দেহ তজি ধরি হরিরূপা, ভূষন বহু পট পীত অনূপা।
স্যাম গাত বিসাল ভুজচারী, অস্তুতি করত নয়ন ভরি বারী॥
ছ ২৬ জয় রামরূপ অনূপ নির্গুন সগুন গুনপ্রেরক সহী।
দসসীস বাহু প্রচণ্ড খণ্ডন চাপ সর মণ্ডন মহী॥
পাথোদগাত সরোজ মুখ রাজীব আয়ত লোচনং।
নিত নৌমি রাম কৃপালু বাহু বিসাল ভবভয়মোচনং॥
„ ২৭ বলমপ্রমেয়মনাদিমজমব্যক্তমেকমগোচরং।
গোবিন্দ গোপর দ্বন্দ্বহর বিজ্ঞানঘন ধরনীধরং॥
জয় রাম মন্ত্র জপন্ত সন্ত অনন্ত জনমন রঞ্জনং।
নিত নৌমি রাম অকামপ্রিয় কামাদি খলদলগঞ্জনং॥
„ ২৮ জেহি শ্রুতি নিরন্তর ব্রহ্ম ব্যাপক বিরজ অজ কহি গাবহীঁ।
করি ধ্যান জ্ঞান বিরাগ যোগ অনেক মুনি জেহি পাবহীঁ॥
সো প্রকট করুনাকন্দ সোভাবৃন্দ অগ জগ মোহঈ।
মম হৃদয় পঙ্কজ ভৃঙ্গ অঙ্গ অনঙ্গ বহু ছবি সোহঈ॥

চৌ ৩ এত দুঃখ তবু কেহ কিছু নাহি কহে, ভগ্ন ধনুর্বাণ দেখে পথ মাঝে রহে।
স্থানে স্থানে রক্ত জমা আছিল যেমতে, শ্রাবণ ধারার জল জমা হয় পথে ॥

,, ৪ রাম কহে লক্ষ্মণেরে বুঝায়ে তখন, এই স্থানে করিয়াছে কেহ ঘোর রণ।
কিছু দূরে আছে পড়ি গৃধ্রপতি আহা, স্মরিছে রামের পদ দেখেছিল যাহা ॥

দো ৫৪ কর কমলেতে স্পর্শ করিলেন শির, কৃপার সাগর প্রভু রাম রঘুবীর।
দেখি রাম মুখ ছবি সুখধাম তার, বিগত হইল ব্যথা সকল প্রকার ॥

চৌ ১ তখন কহিল গৃধ্র অতি ধৈর্য ধরি', হে রাম শুনহ তুমি ভব দুঃখ হারী।
হে নাথ এ দশা মোর করে দশানন, সেই খল সীতা ল'য়ে করে পলায়ন ॥

,, ২ দক্ষিণ দিকেতে গেছে জনকীরে লই,' ক্রৌঞ্চ বধূ সম সীতা কাঁদেরে গোসাই।
তোমার দর্শন লাগি রাখিয়াছি প্রাণ, এখন যাইতে চাহি কৃপার নিধান।

,, ৩ রাম কহে রাখ আর্য তব প্রাণ এবে, মৃদু হাস্য করি কহে গৃধ্ররাজ তবে।
যে নাম মুখেতে এলে মরণ কালেতে, অতি নীচও পায় গতি বিদিত বেদেতে ॥

,, ৪ সেই আছে আজ মোর চোখের সমুখে, কি হেতু বাঁচিব নাথ আর কোন সুখে।
বাষ্পাকুল নেত্রে রাম কহিলেন তারে, হবে গতি আর্য তব কর্ম অনুসারে ॥

,, ৫ পরহিত চিন্তা শুধু চিত্তে যার রয়, তাহার দুর্লভ কিছু নাই বিশ্বময়।
তনু ত্যজি যাও আর্য যেথা মম ধাম, কি আর তোমারে দিব তুমি পূর্ণকাম ॥

দো ৫৫ পিতা সাথে আর্য তব দেখা হলে পরে, সীতার হরণ বার্তা কহিও না তাঁরে।
রাম নাম যদি মোর, সবংশে রাবণ, যাই' সেথা কবে নিজে সব বিবরণ ॥

চৌ ১ দেহ ত্যজি' হরিরূপ জটায়ু ধরিল, পীত বস্ত্র আভরণ সর্বাঙ্গে পরিল।
শ্যাম গাত্র চতুর্ভুজে জোড় হস্ত করি, স্তুতি করে রামচন্দ্রে নেত্রে বহে বারি ॥

ছ ২৬ জয় রাম অনুপম রূপ তব হেরি, নির্গুণ সগুণ আর সত্ত্বগুণ ধারী।
তব ধনুঃশর শোভা এই পৃথিবীর, রাবণ প্রচণ্ড বাহু খণ্ডনে সে তীর ॥
মেঘ বর্ণ তনু তব কমল বয়ান, নীল পদ্ম সমতুল্য আয়ত নয়ান ॥
আজানুলম্বিত বাহু ভব দুঃখ হারী, কৃপালু নিয়ত তোমা নমস্কার করি ॥

,, ২৭ অনাদি অব্যক্ত এক অজ অগোচর, অপ্রমেয় বল তব প্রচণ্ড প্রখর।
গোবিন্দ ইন্দ্রিয়াতীত মোহ দূর কর, সঘন বিজ্ঞান তুমি ধরনীরে ধর ॥
হে অনন্ত রাম মন্ত্র জপে যেই জন, সদাই প্রসন্ন রাখ তাহাদের মন।
নিষ্কাম কামাদি খলে তুমি ধ্বংস কারী, হে রাম নিয়ত তোমা নমস্কার করি ॥

,, ২৮ নিরঞ্জন ব্রহ্ম যেই ব্যাপক বিশ্বেতে, জন্মহীন সুনির্মল বিদিত বেদেতে।
বহু ধ্যান যাগ যজ্ঞ জ্ঞান বৈরাগ্যেতে, যাঁর দেখা পায় মুনি আপন চিত্তেতে ॥
সেই কৃপাসিন্ধু আর বিশ্ব মনোহারী, প্রকট সুন্দর সেই সমুখে আমারি।
হে অনঙ্গ শোভা ধারী হৃদি পদ্মে মম, করিও গুঞ্জন সদা তুমি ভৃঙ্গ সম ॥

ছ ২৯ জো অগম সুগম স্বভাব নির্মল অসম সম সীতল সদা।
পস্যন্তি যং যোগী যতন করি কর্ম মন গোবস যদা ॥
সো রাম রমানিবাস সন্তত দাসবস ত্রিভুবনঘনী।
মম উর বসহু সো সমন সংসৃতি জাসু কীরতি পাবনী ॥

দো ৫৬ অবিরল ভক্তি মাঁগি বর, গৃধ্র গয়উ হরিধাম।
তেহিকো ক্রিয়া যথোচিত, নিজ কর কীন্হী রাম ॥

চৌ ১ কোমলচিত অতি দীনদয়ালা, কারন বিনু রঘুনাথ কৃপালা।
গৃধ্র অধম খগ আমিষভোগী, গতি তেহিঁ দীন্হ জো জাচত জোগী ॥

„ ২ সুনহু উমা তে লোক অভাগী, হরি তজি হোহিঁ বিষয় অনুরাগী।
পুনি সীতহিঁ খোজত দোউ ভাঈ, চলে বিলোকত বন বহুতাঈ ॥

„ ৩ সঙ্কুল লতা বিটপ ঘন কানন, বহু খগ মৃগ তহঁ গজ পঞ্চানন।
আবত পন্থ কবন্ধ নিপাতা, তেহি সব কহী সাপকী বাতা ॥

„ ৪ দুর্বাসা মোহিঁ দীনেউ সাপা, প্রভুপদ দেখি মিটা সো পাপা।
সুনু গন্ধর্ব কহৌঁ মৈঁ তোহী, মোহিঁ ন সুহাই ব্রহ্মকুলদ্রোহী ॥

দো ৫৭ মনক্রম বচন কপট তজি, জো কর ভূসুর সেব।
মোহিঁ সমেত বিরঞ্চি সিব, বস তাকে সব দেব ॥

চৌ ১ সাপত তাড়ত পুরুষ কহন্তা, বিপ্র পূজ্য অস গাবহিঁ সন্তা।
পূজিয় বিপ্র সীলগুনহীনা, সূদ্র ন গুনগনজ্ঞান প্রবীনা ॥

„ ২ কহি নিজধর্ম তাহি সমুঝাবা, নিজপদ প্রীতি দেখি মনভাবা।
রঘুপতি চরন কমল সির নাঈ, গয়উ গগন আপনি গতি পাঈ ॥

„ ৩ তেহি দেই গতি রাম উদারা, সবরীকে আশ্রম পগু ধারা।
সবরী দেখি রাম গৃহ আএ, মুনিকে বচন সমুঝি জিয় ভাএ ॥

„ ৪ সরসিজ লোচন বাহু বিসালা, জটা মুকুট সির উর বনমালা।
স্যাম গৌর সুন্দর দোউ ভাঈ, সবরী পরী চরন লপটাঈ ॥

„ ৫ প্রেম মগন মুখ বচন ন আবা, পুনি পুনি পদসরোজ সির নাবা।
সাদর জল লৈ চরন পখারী, পুনি সুন্দর আসন বৈঠারী ॥

দো ৫৮ কন্দমূল ফল সরস অতি, দিয়ে রামকহঁ আনি।
প্রেম সহিত প্রভু খায়উ, বারহিঁ বার বখানি ॥

চৌ ১ পানি জোরি আগে ভই ঠাঢ়ী, প্রভুহিঁ বিলোকি প্রীতি অতি বাঢ়ী।
কেহি বিধি অস্তুতি করৌ তুম্হারী, অধম জাতি মৈঁ জড়মতি ভারী ॥

„ ২ অধম তে অধম অধম অতি নারী, তিনমহঁ মৈঁ অতিমন্দ গঁবারী।
কহ রঘুপতি সুনু ভামিনি বাতা, মানৌঁ এক ভক্তিকর নাতা ॥

ছ ২৯ অগম সুগম তুমি স্বভাবে নির্মল, অসম সমান তুমি সদা সুশীতল।
যতনে করিয়া বশ ইন্দ্রিয় মনেরে, যোগী সে দেখিতে পারে সদাই যাঁহারে॥
লক্ষ্মীর বল্লভ যিনি ত্রিভুবন পতি, ভব তাপ শান্ত করে যাঁহার সুকীর্তি।
সেই রাম সদা যিনি বশীভূত দাস, সদাই করুন তিনি মোর হৃদে বাস॥

দো ৫৬ অবিচল ভক্তি থাকে মাগি এই বর, কহি গৃধ্র হরিধামে গেল তারপর।
তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া যথোচিত মতে, করিলেন রামচন্দ্র তাঁর নিজ হাতে॥

চৌ ১ কোমল পরাণ অতি দীন দয়াময়, অকারণে রঘুনাথ সদা কৃপাময়।
অতি তুচ্ছ পক্ষী গৃধ্র আমিষান্ন ভোগী, সে পেল পরম গতি মাগে যাহা যোগী॥

„ ২ শুনহে পার্বতি সেই মনুষ্য অভাগী, হরি ত্যজি রহে যেই বিষয়ানুরাগী।
পুন দুই ভ্রাতা চলে সীতা অন্বেষণে, দেখিতে দেখিতে চলে সে ঘোর কাননে॥

„ ৩ গভীর অরণ্য ঘন বিটপী লতায়, গজ সিংহ পশু পক্ষী অসংখ্য সেথায়।
পথে কবন্ধেরে রাম করেন সংহার, শুনাল সে শাপ বার্তা নিজ মুখে তার॥

„ ৪ মহর্ষি দুর্বাসা মোরে দিয়াছিল শাপ, প্রভুর চরণ দেখি মিটিল সে পাপ।
রাম কহে হে গন্ধর্ব কহিতেছি তোমা, ব্রাহ্মণ বিদ্বেষীগণে করিবনা ক্ষমা॥

দো ৫৭ কায়-মনো-বাক্যে যারা অকপট মনে, সেবা করে চিরদিন মর্ত্যদেব গণে।
বিরিঞ্চি আমার সাথে মহেশ্বর আর, সর্বদেব বশীভূত রহিবে তাহার॥

চৌ ১ তাড়ণাতে কটুবাক্যে কিংবা শাপ দিলে, বিপ্র তবু রহে পূজ্য সাধু এই বলে।
গুণ শীল হীন তবু বিপ্র বন্দনীয়, গুণবান জ্ঞানী শূদ্র নহে পূজনীয়॥

„ ২ কহি নিজ ধর্ম রাম বুঝালেন তারে, নিজ পদে প্রীতি দেখি হর্ষিত অন্তরে।
করি নতি রঘুপতি চরণ কমলে, স্বরূপে গন্ধর্ব গেল আকাশেতে চলে॥

„ ৩ উদার রাঘব দিয়া সদ্গতি তাহারে, শবরী আশ্রমে যান পদার্পন তরে।
শবরী দেখিয়া রামে দ্রুত আসে ঘরে, স্মরি মুনিবাক্য তার আনন্দ অন্তরে॥

„ ৪ কমল লোচন বাহু আজানুলম্বিত, গলে বনমালা জটা মুকুট শোভিত।
শ্যাম গৌর তনু দোঁহে তাঁরা দুই ভ্রাতা, শবরী লুটায়ে ভূমে চরণে প্রণতা॥

„ ৫ প্রেমেতে মগন মুখে বচন না সরে, পুনঃ পুন পাদপদ্মে প্রণিপাত করে।
সাদরে চরণ তাঁর করি প্রক্ষালন, বসাল তাঁহারে পাতি সুন্দর আসন॥

দো ৫৮ কন্দমূল পক্কফল যত্ন ভরে আনি, অর্পিল শ্রীরামচন্দ্রে শ্রদ্ধা অর্ঘ মানি।
প্রীতি ভরে প্রভু তাহা করেন গ্রহণ, প্রশংসিয়া প্রতি খাদ্য তিনি প্রতিক্ষণ॥

চৌ ১ করজোড়ে সর্বক্ষণ শবরী দাঁড়ায়, প্রভুরে দেখিয়া তার প্রেম উথলায়।
কোন বিধি স্তুতি প্রভু করিব তোমায়, অতি নীচ জাতি আমি জড় বুদ্ধি তায়॥

„ ২ অধম হইতে আমি অধম সে নারী, তারোপরে গ্রাম্য কিছু বুঝিতে না পারি।
কহেন শ্রীরাম তারে শুনহ ভামিনী, ভক্তির সম্বন্ধ আমি একমাত্র মানি॥

চৌ ৩ জাতি পাঁতি কুল ধর্ম বড়াঈ, ধন বল পরিজন গুন চতুরাঈ।
ভক্তিহীন নর সোহৈ কৈসে, বিনু জল বারিদ দেখিয় জৈসে ॥
" ৪ নবধা ভক্তি কহোঁ তোহি পাহী, সাবধান সুনু ধরু মনমাহী।
প্রথম ভক্তি সন্তনকর সঙ্গা, দূসরি রতি মম কথা প্রসঙ্গা ॥
দো ৫৯ গুরুপদ পঙ্কজ সেবা, তীসরি ভক্তি অমান।
চৌথি ভক্তি মম গুনগান, করৌ কপট তজি মান ॥
চৌ ১ মন্ত্রজাপ মম দৃঢ় বিস্বাসা, পঞ্চম ভজন সো বেদ প্রকাসা।
ছট দম সীল বিরতি বহু কর্মা, নিরতি নিরন্তর সজ্জন ধর্মা ॥
" ২ সপ্তম সব মোহিময় জগ দেখৈ, মোতে সন্ত অধিক করি লেখৈ।
অষ্টম জথালাভ সন্তোষা, সপনেহু নহিঁ দেখৈ পরদোষা ॥
" ৩ নবম সরল সবসোঁ ছলহীনা, মম ভরোস জিয় হরষ ন দীনা।
নবমহঁ জিন্হকে একৌ হোঈ, নারি পুরুষ সচরাচর কোঈ ॥
" ৪ সো অতিসয় প্রিয় ভামিনি মোরে, সকল প্রকার ভক্তি দৃঢ় তোরে।
যোগিবৃন্দ দুর্লভ গতি জোঈ, তোকহঁ আজু সুলভ ভই সোঈ ॥
" ৫ মম দরসন ফল পরম অনূপা, জীব পাব নিজ সহজ স্বরূপা।
দো ৬০ সবপ্রকার তব ভাগ বড়, মম চরনন অনুরাগ।
তব মহিমা জেহি উর বসহি, তাসু পরম বড় ভাগ ॥
চৌ ১ সুনি সুভ বচন হরষ কহঁ পাঈ, পুনি বোলে প্রভু গিরা সুহাঈ।
জনক সুতাকৈ সুধি কছু ভামিনি, জানহি কছু জো করিবর গামিনি ॥
" ২ পম্পা সরহিঁ জাহু রঘুরাঈ, মুনিবর বিপুল রহে জহঁ ছাঈ।
ঋষি মতঙ্গমহিমা গুন ভারী, জীব চরাচর রহত সুখারী ॥
" ৩ বৈর ন কর কাহূসন কোঈ, জাসন বৈর প্রীতি করু সোঈ।
সিখর সুহাবন কানন ফূলে, খগ মৃগ জীব জন্তু অনুকূলে ॥
" ৪ করহু সফল স্রম সবকর জাঈ, তহঁ হোইহি সুগ্রীব মিতাঈ।
সো সব কহহি দেব রঘুবীরা, জানতহূ পূঁছত মতিধীরা ॥
" ৫ বার বার প্রভুপদ সির নাঈ, প্রেম সহিত সব কথা সুনাঈ।
ছ ৩০ কহি কথা সকল বিলোকি, হরিমুখ হৃদয় পদপঙ্কজ ধরে।
তজি যোগ পাবক দেহ ধরি পদ লীন ভই জহঁ নহিঁ ফিরে ॥
নর বিবিধ কর্ম অধর্ম বহু মত শোকপ্রদ সব ত্যাগহূ।
বিস্বাস করি কহ দাসতুলসী রামপদ অনুরাগহূ ॥

দো ৬১ জাতিহীন অঘজন্ম মহি, মুক্ত কীন্হ অস নারি।
মহামন্দ মন সুখ চহসি, ঐ সে প্রভুহিঁ বিসারি ॥

চৌ ৩ কুলমান উচ্চ জাতি ধার্মিক যে জন, ধনবল পরিজন গুণী বিচক্ষণ।
হইলেও যেই নর হয় ভক্তিহীন, যেন তাহা ঘনঘটা বর্ষণ বিহীন॥
„ ৪ নবধা ভক্তির রীতি কহিব তোমারে, সাবধানে শুনি রেখো মনের মাঝারে।
প্রথম উন্মেষ ভক্তি সাধু সঙ্গ হ'তে, দ্বিতীয় আসক্তি মোর কথা প্রসঙ্গেতে॥
দো ৫৯ গুরুপদ-পঙ্কজেতে সদা সেবা যার, তৃতীয় ভক্তির হয় উন্মেষ তাহার।
চতুর্থ ভক্তির রূপ মম গুণ গান, অকপটে করে যেই ত্যজি' অভিমান॥
চৌ ১ মম নাথ মন্ত্র জপ সুদৃঢ় বিশ্বাসে, পঞ্চম ভজনে তার বেদেতে প্রকাশে।
ষষ্ঠ শীল বৈরাগ্যেতে ইন্দ্রিয় দমনে, নিযুক্ত সদাই রহে ধর্ম যা সজ্জনে॥
„ ২ সপ্তমে সর্বত্র বিশ্বে দেখে রামময়, সাধু দেখে মোর চেয়ে অধিক শ্রদ্ধায়।
যথালাভে চিত্ত তুষ্টি হয় অষ্টমেতে, স্বপনেও নাহি মানে পরদোষ চিতে॥
„ ৩ নবমে সরল মনে নাহিক ছলনা, আমারে নির্ভর মতি সুখ দুঃখ বিনা।
নয়টি ভক্তির একও যদি কেহ পায়, স্ত্রী পুরুষ চরাচরে যে একই হয়॥
„ ৪ সে মোর অতীব প্রিয় জানিও ভামিনি, সর্ব ভক্তি দৃঢ় তার দিবস যামিনী।
যোগিবৃন্দ সুদুর্লভ গতি যাহা হয়, সুলভ তোমার কাছে আজ অতিশয়॥
আমার দর্শন রূপ অনুপম ফল, পায় জীব সহজেই স্বরূপ নির্মল॥
দো ৬০ ভাগ্য তব সুপ্রসন্ন সর্ব প্রকারেতে, অতি দৃঢ় অনুরাগ মোর চরণেতে।
তোমার মহিমা যার হৃদয়েতে রয়, তাহারো সৌভাগ্য অতি জানিবে নিশ্চয়॥
চৌ ১ সুন্দর সে বাণী শুনি শবরী হর্ষিত, পুনঃ প্রভু কহিলেন বাণী অনিন্দিত।
গজেন্দ্রগামিনী সেই জনক সুতার, কহ মোরে যদি জান সংবাদ তাহার॥
„ ২ যাও রঘুবর তুমি পম্পা সরোবরে, বহু মুনি বাস করে তারি রম্য তীরে।
মাতঙ্গ ঋষির সেথা মহিমা অশেষ, জলে স্থলে সুখী সেথা জীব নির্বিশেষ॥
„ ৩ কেহ সেথা নাহি করে কাহারো শত্রুতা, শত্রু সনে করে সেথা সবাই মিত্রতা।
শৃষ্যমুখ শৃঙ্গ বন ফলে ফুলে ভরা, খগ মৃগ জীব জন্তু নির্ভীক তাহারা॥
„ ৪ সার্থক সকল শ্রম হইবে সেথায়, সুগ্রীব হইবে সখা তোমার তথায়।
সে কহিবে প্রভু তোমা সব সমাচার, ধীর মতি প্রশ্ন কোরো তারে বারবার॥
„ ৫ শবরী গভীর প্রেমে কহি তার কথা, বার বার প্রভু পদে নত করে মাথা॥
ছ ৩০ সাঙ্গ করি সব কথা দেখিতে দেখিতে, রাম মুখ পাদ পদ্ম ধরি হৃদয়েতে।
পদে লীন হল ত্যজি যোগাগ্নিতে দেহ, যে স্থান হইতে ফিরে কখন না কেহ॥
ভনয়ে তুলসী দাস বিশ্বাসি অন্তরে, অধর্ম বিবিধ কর্ম করে যত নরে।
শোক প্রদ মতামত ত্যজিয়া সকল, অনুরক্ত হও রাম চরণে কেবল॥

দো ৬১ হীন জাতি পাপজন্মা এই পৃথিবীতে, মুক্তি পায় সেই নারী তাঁর করুণাতে।
মহামূর্খ চায় সুখ মন মাঝে তার, ভুলিয়া এমন প্রভু আনন্দ আধার॥

চৌ ১ চলেউ রাম ত্যাগা বন সোউ, অতুলিত বল নর কেহরি দোউ।
বিরহী ইব প্রভু করত বিষাদা, কহত কথা অনেক সংবাদা ॥
" ২ লছমন দেখহু কানন ছোভা, দেখত কেহি কর মন নহিঁ সোভা।
নারি সহিত সব খগমৃগ বৃন্দা, মানহু মোরি করতহিঁ নিন্দা ॥
" ৩ হমহিঁ দেখি মৃগনিকর পরাহীঁ, মৃগী কহহিঁ তুমকহঁ ভয় নাহীঁ।
তুম আনন্দ করহু মৃগ জাএ, কঞ্চন মৃগ খোজত এ আএ ॥
" ৪ সঙ্গ লাই করিনী করি লেহীঁ মানহু মোহিঁ সিখাবন দেহীঁ।
সাস্ত্র সুচিন্তিত পুনি পুনি দেখিয়, ভূপ সুসেবিত বস নহিঁ লেখিয় ॥
" ৫ রাখিয় নারি জদপি উরমাহী, জুবতী সাস্ত্র নৃপতি বস নাহী।
দেখিয় তাত বসন্ত সুহাবা, প্রিয়াহীন মোহিঁ ভয় উপজাবা ॥

দো ৬২ বিরহবিকল বলহীন মোহিঁ, জানেসি নিপট অকেল।
সহিত বিপিন মধুকর খগন্‌হ, মদন কীন্‌হ বগমেল ॥
দো ৬৩ দেখি গয়উ ভ্রাতা সহিত, তাসু দূত সুনি বাত।
ডেরা দীন্‌হেউ মনহু তিন্‌হ, কটক হটকি মনজাত ॥

চৌ ১ বিটপ বিসাল লতা অরুঝানী, বিবিধ বিতান দিএ জনু তানী।
কদলী তালবর ধ্বজা পতাকা, দেখি ন মোহ ধীর মন জাকা ॥
" ২ বিবিধ ভাঁতি ফূলে তরু নানা, জনু বানৈত বনে বহু বানা।
কহুঁ কহুঁ সুন্দর বিটপ সুহাএ, জনু ভট বিলগ বিলগ হোই ছাএ ॥
" ৩ কূজত পিক মানহুঁ গজ মাতে, ঢেক মহোষ উঁট বিসরাতে।
মোর চকোর করিবর বাজী, পারাবত মরাল সব তাজী ॥
" ৪ তীতর লাবা পদচর জূথা, বরনি ন জাই মনোজ বরুথা।
রথ গিরি সিলা দুন্দুভী ঝরনা, চাতক বন্দীগুনগন বরনা ॥
" ৫ মধুকর মুখর ভেরি সহনাঈ, ত্রিবিধ বয়ারি বসীঠী আঈ।
চতুরঙ্গিনী সেন সঁগ লীন্‌হে, বিচরত সবহিঁ চুনৌতী দীনহে ॥
" ৬ লছমন দেখত কাম অনীকা, রহহিঁ ধীর তিন্‌হকৈ জগ লীকা।
য়হিকে এক পরম বল নারী, তেহিঁতে উবর সুভট সো ভারী ॥

দো ৬৪ তাত তীনি অতি প্রবল খল, কাম ক্রোধ অরু লোভ।
মুনি বিজ্ঞাননিধান মন, করহি নিমিষ মহঁ ছোভ ॥

চৌ ১ চলিলেন রামচন্দ্র ত্যজিয়া সে বন, নরসিংহ দুই ভ্রাতা বলে অতুলন।
সীতার বিরহ দুঃখে রামের বিষাদ, পূর্বকথা স্মরি কন অনেক সংবাদ ॥

,, ২ লক্ষ্মণ দেখিছ এবে কানন শোভিত, কার না হইবে বল মন বিচলিত।
সাথী সাথে পশু পক্ষী করে বিচরণ, মনে হয় মোরে করে নিন্দা আরোপণ ॥

,, ৩ আমারে দেখিয়া মৃগ করে পলায়ন, মৃগিনী কহিছে বৃথা ভয়ের কারণ।
মৃগজাত তুমি থাক আনন্দে নির্ভয়, স্বর্ণ মৃগ খুঁজি ফেরে এই মহাশয় ॥

,, ৪ করী সাথে করিনী সে গজেন্দ্র গমনে, বুঝি মোরে শিক্ষা দেয় তারা মনে মনে *
শাস্ত্র দেখো বার বার রহিলেও জানা, সেবাতে রাজারে বশ কভু পারিবেনা ॥

,, ৫ রাখিলেও বক্ষমাঝে নারী সযতনে, যুবতী নৃপতি শাস্ত্র বশ নাহি মানে **
দেখ বৎস বসন্তের কত শোভা জাগে, প্রিয়াহীন মোর কাছে ভয়ঙ্কর লাগে ॥

দো ৬২ বিরহ ব্যাকুল আর বলহীন মোরে, নিতান্ত নিঃসঙ্গ পাই' অতি আড়ম্বরে।
কাননে বসন্ত পক্ষী মধুকর শ্রেণী, লইয়া ধাবিত আজি মদন আপনি ॥

,, ৬৩ ভ্রাতার সহিত দেখি ভ্রমিতে আমারে, মলয় বাতাস দূত গিয়া কহে তারে।
শুনি তার কথা বুঝি কামদেব তবে, রুখিল তাহার সেনা পথ মাঝে সবে ॥

চৌ ১ বিশাল বিটপী পরে লতার ছাউনী, বিবিধ বিতান যেন হেরি শ্রেণী শ্রেণী।
কদলী পতাকা তাল ধ্বজা বুঝি তার, মোহিত না হয় দেখি ধীর মতি যার ॥

,, ২ বিবিধ তরুতে ফুল আছে শোভা করি, মনে হয় পদাতিরা ধনুর্বাণ ধরি।
স্থানে স্থানে রম্য বৃক্ষ যাহা শোভা পায়, মনে হয় সেনাদল পৃথক প্রথায় ॥

,, ৩ কোকিল কূজন যেন মত্ত করিবর, বক ও সারস যেন উষ্ট্র অশ্বতর।
ময়ূর চকোর চলে যুদ্ধ অশ্ব তালে, পারাবত হংস যেন দ্রুত অশ্ব চলে ॥

,, ৪ তিতির বটের যেন সৈন্যদের দল, বর্ণনা অতীত সেই মন্মথের বল।
ঝরণা দুন্দুভি রথ গিরিশিলা যার, চাতক গাহিছে ভাট গুণ গান তার ॥

,, ৫ ভেরী ও সানাই বাজে মধুপ গুঞ্জনে, শীতল সুবাস মন্দ বায়ু দূত সনে।
চতুরঙ্গ সেনাগণে করি আবাহন, সাথে ল'য়ে কামদেব করে বিচরণ ॥

,, ৬ হে লক্ষ্মণ দেখি যেই কামদেব সেনা, রহে ধীর স্থির তার তুলনা মেলেনা।
ইহার পরম বল এক হল নারী, তাহা হতে রক্ষা পেলে যোদ্ধা নাম তারি ॥

দো ৬৪ হে বৎস প্রবল অতি তিন রিপু যাহা, কাম ক্রোধ লোভ নামে ভয়ঙ্কর তাহা।
অতি জ্ঞানী মুনিমন নিমেষের মাঝে, বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে তার সর্ব কাজে ॥

---

* শিক্ষা যথা—স্ত্রীকে একেলা রাখিতে নাই। ** বিরহ-বিধুর রাম একটি পুরাতন শ্লোকের পুনরাবৃত্তি করিতেছেন :

'শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়থ। স্বারাধিতোঽপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ম্ ॥
অঙ্কে স্থিতোঽপি যুবতীঃ পরিরক্ষণীয়া। শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতৌ বশিতৃম্ ॥

দো ৬৫ লোভকে ইচ্ছা দম্ভ বল, কামকে কেবল নারি।
ক্রোধকে পরুষ বচন বল, মুনিবর কহহিঁ বিচারি ॥

চৌ ১ গুনাতীত সচরাচর স্বামী, রাম উমা সব অন্তরজামী।
কামিন্হকী দীনতা দিখাঈ, ধীরন্হকে মন বিরতি দৃঢ়াঈ ॥
„ ২ ক্রোধ মনোজ লোভ মদ মায়া, ছূটহিঁ সকল রামকী দায়া।
সো নর ইন্দ্রজাল নহিঁ ভূলা, জাপর হোই সো নট অনুকূলা ॥
„ ৩ উমা কহৌঁ মৈ অনুভব অপনা, সত হরিভজন জগত সব সপনা।
পুনি প্রভু গএ সরোবর তীরা, পম্পা নাম সুভগ গম্ভীরা ॥
„ ৪ সন্ত হৃদয় জস নির্মল বারী, বাঁধে ঘাট মনোহর চারী।
জহঁ তহঁ পিয়হি বিবিধ মৃগ নীরা, জনু উদার গৃহ জাচকভীরা ॥

দো ৬৬ পুরইনি সঘনি ওট জল, বেগি ন পাইয় মর্ম।
মায়াছন্ন ন দেখিয়ে, জৈসে নির্গুন ব্রহ্ম ॥
„ ৬৭ সুখী মীন সব একরস, অতি অগাধ জলমাহিঁ।
জথা ধর্মসীলান্হিকে, দিন সুখ সংজুত জাহিঁ ॥

চৌ ১ বিকসে সরসিজ নানারঙ্গা, মধুর মুখর গুঞ্জত বহু ভৃঙ্গা।
বোলত জলকুক্কুট কলহংসা, প্রভু বিলোক জনু করত প্রসংসা ॥
„ ২ চক্রবাক বক খগ সমুদাঈ, দেখত বনৈ বরনি নহিঁ জাঈ।
সুন্দর খগগনগিরা সুহাঈ, জাত পথিক জনু লেত বুলাঈ ॥
„ ৩ তাল সমীপ মুনিন্হ গৃহ ছাএ, চহুঁ দিসি কানন বিটপ সুহাএ।
চম্পক বকুল কদম্ব তমালা, পাটল পনস পলাস রসালা ॥
„ ৪ নব পল্লব কুসুমিত তরু নানা, চঞ্চরীক পটলী কর গানা।
সীতল মন্দ সুগন্ধ সুভাউ, সন্তত বহৈ মনোহর বাউ ॥
„ ৫ কুহু কহু কোকিল ধ্বনি করহী, সুনি রব সরস ধ্যান মুনি টরহী।

দো ৬৮ ফলভর নম্র বিটপ সব, রহে ভূমি নিয়রাই।
পর উপকারী পুরুষ জিমি, নমহিঁ সুসম্পতি পাই ॥

চৌ ১ দেখি রাম অতি রুচির তলাবা, মজ্জন কীন্হ পরম সুখ পাবা।
দেখেউ সুন্দর তরুবর ছায়া, বৈঠে অনুজ সহিত রঘুরায়া ॥
„ ২ তহঁ পুনি সকল দেব মুনি আএ, অস্তুতি করি নিজধাম সিধাএ।
বৈঠে পরম প্রসন্ন কৃপালা, কহত অনুজসন কথা রসালা ॥
„ ৩ বিরহবন্ত ভগবন্তহিঁ দেখী, নারদ মুনি ভা সোচ বিসেষী।
মোর সাপ করি অঙ্গীকারা, সহত রাম নানা দুখভারা ॥

দো ৬৫ লোভ হতে দম্ভ আর ইচ্ছা জাগে মনে, কাম হতে স্ত্রীজাতির প্রতি আকর্ষণে।
ক্রোধের প্রধান বল পরুষ বচন, বিচার করিয়া কহে মুনি বিজ্ঞজন॥

চৌ ১ হে পার্বতি রঘুবীর চরাচর স্বামী, ত্রিগুণ অতীত তিনি সর্ব অন্তর্যামী।
কামীর দীনতা প্রভু দেখাইলা যবে, ধীর মন বৈরাগ্যেতে দৃঢ় করে সবে॥
" ২ কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য ও মায়া, দূরীভূত হয় যবে লভে রাম দয়া।
যার প্রতি অনুকূল নট চূড়ামণি, সে নর মায়াতে কভু ভোলেনা আপনি॥
" ৩ হে উমা কহিছি তোমা প্রতীতি আমার, হরির ভজন সত্য অলীক সংসার।
অতঃপর সরোবর তীরে যান রাম, গভীর সুন্দর হ্রদ পম্পা যার নাম॥
" ৪ সাধু জন চিত্ত সম নির্মল সে বারি, চারি দিকে ঘাট শোভে অতি মনোহারী।
যত্র তত্র বহু মৃগ পান করে নীর, যেন সাধু গৃহে বহু যাচকের ভীড়॥

দো ৬৬ কমল পত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত জল, সহজে না বোঝা যায় কত সুনির্মল।
মায়াতে আচ্ছন্ন নর দেখিতে না পায়, নির্গুণ ব্রহ্মের রূপ একই উপায়॥
" ৬৭ অগাধ সে জল মাঝে এক সাথে মিলি, অতি সুখী মৎস্যগণ বিহরে সকলি।
যেমন যাপন করে ধর্মশীলগণ, প্রতিটি দিবস হয় সুখের কারণ॥

চৌ ১ বিকশিত সরসিজ বহু বরণের, মুখরিত সুমধুর গুঞ্জন ভৃঙ্গের।
জলের কুক্কুট আর হংসের কাকলি, প্রভুরে দেখিয়া যেন উচ্ছ্বাসে সকলি॥
" ২ বক চক্রবাক আর পক্ষী সমুদয়, দেখা যায় অগণিত বর্ণন না যায়।
পক্ষীর কাকলি স্বর এত মধুময়, পথচারী পথিকেরে যেন ডাকি' লয়॥
" ৩ হ্রদ পাশে বহু মুনি আশ্রম স্থাপিত, চতুর্দিকে কাননের বিটপী শোভিত।
বকুল চম্পক আর কদম্ব তমাল, পাটল পলাশ আর পনস রসাল॥
" ৪ নূতন পল্লবে নানা তরু কুসুমিত, ভ্রমর ভ্রমরী সেথা সদাই গুঞ্জিত।
শীতল সুগন্ধী মন্দ প্রকৃতির বশে, বায়ু বহে মনোহর সদাই সে দেশে॥
" ৫ কোকিল কূজন করে কুহু কুহু স্বরে, সরস পঞ্চম স্বর মুনিধ্যান হরে।

দো ৬৮ বিনয়ী বিটপী যত নত ফল ভারে, সব যেন শাখা দিয়া ভূমিস্পর্শ করে।
পর উপকারী যত মনুষ্য সজ্জন, সম্পত্তি পাইলে নত রহেন যেমন॥

চৌ ১ শ্রীরাম দেখিয়া সেই রম্য সরোবর, অবগাহি তারি মাঝে হর্ষিত অন্তর।
তরুর সুন্দর ছায়া দেখি সেই খানে, বসিলেন রঘুরাজ প্রিয় ভ্রাতা সনে॥
" ২ সেথা পুনঃ আসে মুনি আসে দেবগণ, স্তুতি করি যায় ফিরে আপন ভবন।
কৃপালু বসিয়া সেথা প্রসন্ন মনে, মনোরম বাক্যালাপে ব্যস্ত ভ্রাতা সনে॥
" ৩ বিরহ বিধুর আঁখি দেখি ভগবানে, নারদ দুঃখিত হন অতিশয় মনে।
মোর শাপে করি প্রভু নিজ অঙ্গীকার, সহেন আজিকে তাই এত দুঃখ ভার॥

চৌ ৪ ঐ সে প্রভুহিঁ ৰিলোকৌ জাঈ, পুনি ন ৰনিহি অস অবসর পাঈ।
য়হ ৰিচারি নারদ কর ৰীনা, গএ জহাঁ প্রভু সুখ আসীনা ॥

„ ৫ গাবত রামচরিত মৃদু ৰানী, প্রেম সহিত বহু ভাঁতি ৰখানী।
করত দণ্ডবত লিএ উঠাঈ, রাখে ৰড়ী ৰার উর লাঈ ॥

„ ৬ স্বাগত পূছি নিকট বৈঠারে, লছমন সাদর চরন পখারে।

দো ৬৯ নানাৰিধি বিনতী করি, প্রভু প্রসন্ন জিয় জানি।
নারদ ৰোলে ৰচন তব, জোরি সরোরুহ পানি ॥

চৌ ১ সুনহু উদার পরম রঘুনায়ক, সুন্দর অগম সুগম বরদায়ক।
দেহু এক বর মাঁগৌ স্বামী, জদ্যপি জানত অন্তরজামী ॥

„ ২ জানহু মুনি তুম মোর সুভাউ, জনসন কবহুঁ কি করৌঁ দুরউ।
কৌন বস্তু অস প্রিয় মোহি লাগী, জো মুনিবর ন সকহু তুম মাঁগী ॥

„ ৩ জন কহুঁ কছু অদেয় নহি মোরে, অস বিস্বাস ওজহু জনি ভোরে।
তৰ নারদ ৰোলে হর্ষাঈ, অবসর মাঁগৌ করৌ ঢিঠাঈ ॥

„ ৪ জদ্যপি প্রভুকে নাম অনেকা, স্রুতি কহ অধিক একতে একা।
রাম সকল নামন্হতে অধিকা, হোউ নাথ অঘখগগন বধিকা ॥

দো ৭০ রাকা রজনি ভক্তি তব, রাম নাম সোই সোম।
অপর নাম উড়ুগন বিমল, বসহু ভক্তউর ব্যোম ॥

„ ৭১ এবমস্তু মুনিসন কহেউ, কৃপাসিন্ধু রঘুনাথ।
তৰ নারদ মন হর্ষ অতি, প্রভুপদ নায়উ সাথ ॥

চৌ ১ অতি প্রসন্ন রঘুনাথহিঁ জানী, পুনি নারদ ৰোলে মৃদুৰানী।
রাম জবহিঁ প্রেরহু নিজ মায়া, মোহেহু মোহিঁ সুনহু রঘুরায়া ॥

„ ২ তৰ ৰিবাহ চাহৌঁ মৈঁ কীন্হা, প্রভু কেহি কারন করৈ ন দীন্হা।
সুন মুনি তোহিঁ কহৌঁ সহরোষা, ভজহিঁ মোহিঁ তজি সকল ভরোষা ॥

„ ৩ করৌ সদা তিন্হকী রখবারী, জিমি ৰালকহিঁ রাখু মহতারী।
গহি সিসু বচ্ছ অনল অহি ধাঈ, তহঁ রাখৈ জননী অরগাঈ ॥

„ ৪ প্রৌঢ় ভএ তেহিঁ সুতপর মাতা, প্রীতি করৈ নহিঁ পাছিল ৰাতা।
মোরে প্রৌঢ় তনয় সম জ্ঞানী, বালক সুতসম দাস অমানী ॥

„ ৫ জিনহিঁ মোর বল নিজ বল তাহী, দুহুঁ কহঁ কাম ক্রোধ রিপু আহী।
অস ৰিচারি পণ্ডিত মোহি ভজহী, পায়হু জ্ঞান ভক্তি নহি তজহী ॥

দো ৭২ কাম ক্রোধ লোভাদিমদ, প্রবল মোহকৈ ধারি।
তিন্হমহঁ অতি দারুন দুখদ, মায়ারূপী নারি ॥

চৌ ৪ যাইয়া করিব এবে প্রভুর দর্শন, এমন সুযোগ আর পাব না কখন।
ইহাই বিচারি ঋষি করে ল'য়ে বীণ, গেলেন যেথায় প্রভু রন সুখাসীন ॥
„ ৫ শ্রীরাম চরিত গায় অতি মধুস্বরে, প্রেমে গদ গদ হ'য়ে বাখানি বিস্তারে।
দণ্ডবৎ করে যবে ধরি বাহু তাঁর, নিজ বক্ষে লন রাম তারে বার বার ॥
„ ৬ স্বাগত করিয়া কাছে বসালেন তারে, চরণ বন্দনা করে লক্ষ্মণ সাদরে।

দো ৬৯ বহুবিধ স্তুতি করি জানিল যখন, প্রভুরে প্রসন্ন চিত্ত নারদ তখন।
মধুর বচনে তার কহিল প্রভুরে, কমল সমান দুটি কর জোড় করে ॥

চৌ ১ পরম উদার তুমি হে মোর বিধাতা, অগম সুগম তুমি শ্রেষ্ঠ বরদাতা।
হে রঘুনায়ক মাগি এক বর আমি, জান ত সকলি প্রভু তুমি অন্তর্যামী ॥
„ ২ হে মুনি জান ত তুমি স্বভাবে আমারে, গোপন কিছুই নাই ভক্ত জন তরে।
কি আছে আমার হেন প্রিয় বস্তু যাহা, মাগিতে পার না তুমি মোর কাছে তাহা ॥
„ ৩ অদেয় কিছুই নাই ভক্তেরে দিবার, ছাড়িও না এ বিশ্বাস ভুলেও তোমার।
তখন নারদ কহে হর্ষিত অন্তর, ধৃষ্টতা ক্ষমিও প্রভু মাগি এই বর ॥
„ ৪ যদ্যপি প্রভুর নাম অনেক বিদিত, শ্রুতি কহে প্রতি নাম বিশেষ বিখ্যাত।
রাম নাম হোক প্রভু সর্ব শ্রেষ্ঠ তার, পাপরূপী পক্ষীগণে করুক সংহার ॥

দো ৭০ ভক্তির পূর্ণিমা রাতে আকাশের মাঝ, চন্দ্র রূপী রাম নাম করুক বিরাজ।
অপর সকল নাম নক্ষত্র রূপেতে, করুক বিরাজ ভক্ত হৃদি আকাশেতে ॥

„ ৭১ তথাস্তু কহেন তবে মুনি প্রার্থনাতে, কৃপাসিন্ধু রঘুনাথ প্রসন্ন মনেতে।
নারদের মন হল হর্ষান্বিত অতি, প্রভু পদে শির রাখি করিল প্রণতি ॥

চৌ ১ অতীব প্রসন্ন চিত্ত রঘুনাথে জানি, কহিল নারদ পুনঃ অতি মৃদুবাণী।
প্রেরিয়া আপন মায়া যবে রঘুরায়, মোহিত করিয়াছিলে প্রচণ্ড আমায় ॥
„ ২ বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয়েছিল যবে, কি কারণে বাধা প্রভু দিয়েছিলে তবে।
সহর্ষে কহিব তোমা শুন তুমি তায়, যে করে নির্ভর মুনি কেবল আমায় ॥
„ ৩ রক্ষণাবেক্ষণ করি সদাই তাহারে, যেমন মাতার দৃষ্টি সদা শিশু পরে।
শিশু যবে অগ্নি সর্প পানে হর্ষে ধায়, তফাতে করিয়া মাতা রক্ষা করে তায় ॥
„ ৪ শিশু যবে প্রৌঢ় হয় তখন মাতার, পুত্র পরে পূর্ব স্নেহ নাহি রহে আর।
জ্ঞানিগণ হয় মোর প্রৌঢ় পুত্র সম, অহঙ্কার হীন ভক্ত শিশু পুত্র মম ॥
„ ৫ যার বল মোর বল নিজ বল যার, কাম ক্রোধ উভয়ের শত্রুর প্রকার।
ইহাই বিচারি জ্ঞানী সদা মোরে পূজে, জ্ঞান বৃদ্ধি হইলেও ভক্ত নাহি তাজে ॥

দো ৭২ কাম ক্রোধ লোভ আদি মত্ততা সকল, মোহের প্রবল সেনা যারে অতি বল।
তারি মাঝে জেন তুমি অতি ভয়ানক, মায়ারূপা নারী হয় দুঃখের প্রেরক ॥

চৌ ১ সুনি মুনি কহ পুরান শ্রুতি সন্তা, মোহ বিপিনকহুঁ নারি বসন্তা।
জপ তপ নেম জলাসয়ঝারী, হোই গ্রীষ্ম সোষৈ সব বারী ॥
„ ২ কাম ক্রোধ মদ মৎসর ভেকা, ইন্হহিঁ হর্ষপ্রদ বর্ষা একা।
দুর্বাসনা কুমুদ সমুদাঈ, তিন্হকহুঁ সরদ সদা সুখদাঈ ॥
„ ৩ ধর্ম সকল সরসীরুহ বৃন্দা, হোই হিম তিনহিঁ দেতি দুখমন্দা।
পুনি মমতা জবাস বহুতাঈ, ফলুহে নারি সিসির ঋতু পাঈ ॥
„ ৪ পাপ উলূক নিকর সুখকারী, নারি নিবিড় রজনী অঁধিয়ারী।
বুদ্ধিবল সীল সত্য সব মীনা, বংসী সম ত্রিয় কহহিঁ প্রবীনা ॥

দো ৭৩ অবগুনমূল সূলপ্রদ, প্রমদা সব দুখখানি।
তাতে কীন্হ নিবারন, মুনি মৈঁ য়হ জিয় জানি ॥

চৌ ১ সুনি রঘুপতিকে বচন সুহাএ, মুনি তনু পুলকে নয়ন ভরি আএ।
কহহু কবন কভুকী অসরীতী, সেবক পর মমতা অতি প্রীতী ॥
„ ২ জো ন ভজহিঁ অস প্রভু ভ্রমত্যাগী, জ্ঞানরঙ্ক নর মন্দ অভাগী।
পুনি সাদর বোলে মুনি নারদ, সুনহু রাম বিজ্ঞান বিসারদ ॥
„ ৩ সন্তন্হকে লক্ষন রঘুবীরা, কহহু রাম ভঞ্জন ভবভীরা।
সুনু মুনি সন্তনকে গুন কহউঁ, জেহি তে মৈঁ উন্হকে বস রহউঁ ॥
„ ৪ ষট্ বিকার জিত অনঘ অকামা, অচল অকিঞ্চন সুচি সুখ ধামা।
অমিত বোধ পরমারথ ভোগী, সত্যসার কবি কোবিদ জোগী ॥
„ ৫ সাবধান মানদ মদহীনা, ধীর ধর্মগতি পরম প্রবীনা।

দো ৭৪ গুনাগার সংসার দুখ, রহিত বিগত সন্দেহ।
তজি মম চরন সরোজ প্রিয়, তিন্হকহুঁ দেহ ন গেহ ॥

চৌ ১ নিজগুন সুনত শ্রবন সকুচাহীঁ, পরগুন সুনত অধিক হর্ষাহীঁ।
সম সীতল নহিঁ ত্যাগহিঁ নীতী, সরল সুভাব সবহিঁ সন প্রীতী ॥
„ ২ জপ তপ ব্রত দম সংযম নেমা, গুরু গোবিন্দ বিপ্রপদ প্রেমা।
শ্রদ্ধা ক্ষমা মইত্রী দায়া, মুদিতা মম পদপ্রীতি অমায়া ॥
„ ৩ বিরতি বিবেক বিনয় বিজ্ঞানা, বোধ জথারথ বেদ পুরানা।
দম্ভ মান মদ করহিঁ ন কাউ, ভূলি ন দেহিঁ কুমারগ পাউ ॥
„ ৪ গাবহি সুনহিঁ সদা মম লীলা, হেতু রহিত পরহিতরত সীলা।
সুনু মুনি সাধুন্হকে গুন জেতে, কহি ন সকহিঁ সারদ শ্রুতি তেতে ॥

চৌ ১ শুন মুনি কহে শ্রুতি পুরাণ ও সন্ত, মোহের কানন নাশে কামিনী বসন্ত।
জপ তপ নিয়মাদি জলাশয় বারি, শুকায় প্রখর তেজে গ্রীষ্মরূপা নারী॥
„ ২ কাম ক্রোধ ঈর্ষা দম্ভ মণ্ডুক সমান, কামিনী রূপিনী বর্ষা সুখ করে দান।
দুরাকাঙ্খা হয় যেন কুমুদের প্রায়, শরৎ রূপিনী নারী সদা সুখ দেয়॥
„ ৩ সর্ব ধর্ম সরসিজ বিবিধ প্রকার, হিমঋতু রূপী নারী দুঃখদাতা তার।
মমতা কণ্ঠক গুল্মে করে যে পালন, হেমন্ত ঋতুর রূপে কামিনীর মন॥
„ ৪ নিবিড় আঁধার রাত রমনীর প্রায়, পাপ রূপী পেচকেরা সদা সুখ পায়।
বুদ্ধি বল সত্য শীল মৎস্য সমুদয়, কামিনী বড়শী রূপী প্রবীনেরা কয়॥

দো ৭৩ সকল দোষের মূল সর্ব দুঃখ প্রদা, দুঃখের আকর রূপা হয় যে প্রমদা।
ইহাই জানিয়া মুনি করেছি বারণ, বিবাহ সুখের তব হবে না কারণ॥

চৌ ১ শুনিয়া রামের এই সুন্দর বচন, মুনি তনু পুলকিত সজল নয়ন।
কোন সে প্রভুর হয় এইরূপ রীতি, সেবকে মমতা আর এত স্নেহ প্রীতি॥
„ ২ ত্যজি ভ্রম এইরূপ প্রভু যে ভজেনা, সে অভাগা মূর্খ অতি তাহা সে জানেনা।
পুনঃ সমাদরে কহে দেবর্ষি নারদ, শুন মোর প্রভু রাম জ্ঞান বিশারদ॥
„ ৩ সাধুর লক্ষণ কিবা কহ রঘুনাথ, ভব ভয় বিনাশক হে মোর শ্রীনাথ।
শুন মুনি কহি আমি সাধুগুণ যত, যে গুণেতে আমি তার বশে অবিরত॥
„ ৪ কাম ক্রোধ লোভ মোহ ঈর্ষা অহঙ্কার, যে করেছে হয় জয় তারে নমস্কার।
নিষ্পাপ কামনা তৃষা কিছু নাই যার, স্থির চিত্ত শুদ্ধ মন সুখের আধার॥
„ ৫ অমিত জ্ঞানের খনি পরমার্থ ভোগী, সত্যসিন্ধু সুপণ্ডিত বেদজ্ঞ ও যোগী।
সাবধানী ধীরস্থির সবারে সম্মান, ভক্তি পথে সুকৌশলী অতি বুদ্ধিমান॥

দো ৭৪ গুণের আগার আর সংশয় বিহীন, সংসারের দুঃখ ত্যজি' চির সুখাসীন।
আমার চরণ পদ্ম ছাড়া কিছু আর, নহে প্রিয় তার কাছে শরীর সংসার॥

চৌ ১ নিজের প্রশংসা শুনি হয় সঙ্কুচিত, পরগুণ গান শুনি অতি আনন্দিত।
সমদৃষ্টি শান্ত মন নাহি ত্যজে নীতি, সরল স্বভাব যার সর্ব জীবে প্রীতি॥
„ ২ জপ তপ শম দম বিনয়েতে ব্রতী, গোবিন্দ ব্রাহ্মণ গুরু পদে সদা প্রীতি।
ক্ষমা শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া এ সব লক্ষণ, অকপটে মোর পদে প্রীতি অনুক্ষণ॥
„ ৩ বৈরাগ্য কর্তব্য জ্ঞান বিবেক বিজ্ঞান, যথার্থ বুঝেছে যেই বেদ ও পুরাণ।
দম্ভ দর্প অভিমান নাহি কারো প্রতি, ভুলেও কুপথে যার নাহি হয় গতি॥
„ ৪ মোর লীলা সদা করে শ্রবণ বর্ণন, পরহিতে ব্রতী সদা যিনি অকারণ।
শুন মুনি সাধুগণ গুণরাশি যাহা, অক্ষম শ্রুতি ও বাণী বর্ণিতে তাহা॥

ছ ৩১ কহি সক ন সারদ সেস নারদ সুনত পদ পঙ্কজ গহে।
অস দীনবন্ধু কৃপালু অপনে ভক্তগুন নিজ মুখ কহে ॥
সির নাই ৰারহিঁ ৰার চরনন্হ ব্রহ্মপুর নারদ গয়ে।
তে ধন্য তুলসীদাস আস ৰিহাই জে হরিরঁগ রয়ে ॥

দো ৭৫ রাবনারি জস পাবন, গাবহিঁ সুনহিঁ জে লোগ।
রামভক্তি দৃঢ় পাবহীঁ, বিনু ৰিরাগ জপ জোগ ॥
" ৭৬ দীপসিখা সম জুবতিজন, মন জনি হোসি পতঙ্গ।
ভজহিঁ রাম তজি কাম মদ, করহি সদা সতসঙ্গ ॥

ইতি শ্রীরামচরিত মানসে সকল কলি কলুষ বিধ্বংসনে বিমল
বৈরাগ্য সম্পাদনো নাম তৃতীয়ঃ সোপানঃ
অরণ্যকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ

ছ ৩১ শেষ নাগ বীণাপানি বর্ণিতে অক্ষম শুনি
প্রভু পাদ পদ্ম স্পর্শ করিল নারদ।
দয়াল দীনের বন্ধু প্রভু তার কৃপা সিন্ধু
নিজ মুখে ভক্তগুণ কহে বিশারদ॥
চরণ কমলে তাঁর শির রাখি বারবার
নারদ প্রস্থান করি ব্রহ্মালোকে যায়।
ভণয়ে তুলসী দাস ধন্য ধন্য সেই দাস
রঞ্জিত হরির রংএ যে ত্যজে আশায়॥

দো ৭৫ রাবণারি যশগান পরম পাবন, বর্ণন শ্রবণ করে যে অনুধাবন।
জপ যজ্ঞ ছাড়া আর বিনা বৈরাগেতে, রাম ভক্তি দৃঢ় হয় তাহার চিত্তেতে॥
" ৭৬ দীপশিখা সম জেন যুবতীর রূপ, মন সেথা ঘুরে ফিরে পতঙ্গ স্বরূপ।
কাম ক্রোধ ত্যজি কর শ্রীরামে ভজন, সর্বদা সাধুর সাথে কর বিচরণ॥

কলিযুগে পরিপূর্ণ পাপ ধ্বংসকারী, শ্রীরাম চরিত কথা মনের বিহারী।
তুলসী মানস কথা সনৎ কুমারে, অরণ্য কাণ্ডেরে লেখে যত্ন সহকারে॥

তুলসী কৃত শ্রীরামচরিত মানসের অরণ্য কাণ্ডের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড

মঙ্গলাচরণ

শ্লো ১ কুন্দেন্দীবরসুন্দরাবতিবলৌ বিজ্ঞান ধামাৰ্ ভৌ।
শোভাঢ্যৌ ৱরধন্বিনৌ শ্রুতিনুতৌ গোবিপ্রবৃন্দপ্রিয়ৌ॥
মায়ামানুষরূপিণৌ রঘুৱরৌ সদ্ধর্ম্মবর্ম্মৌ হিতৌ।
সীতান্বেষণতৎপরৌ পথি গতৌ ভক্তিপ্রদৌ তৌ হি নঃ॥

„ ২ ব্রহ্মাম্ভোধিসমুদ্ভবং কলিমলপ্রধ্বংসনং চ্যব্যয়ং
শ্রীমচ্ছম্ভুমুখেন্দুসুন্দরবরং সংশোভিতং সর্বদা।
সংসারাময়ভেষজং সুখকরং শ্রীজানকীজীৱনং
ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পিবন্তি সততং শ্রীরামনামামৃতম্॥

সো ১ মুক্তিজনম মহি জানি জ্ঞানখানি অঘহানিকর।
জহঁ বস সম্ভুভৱানি সো কাসী সেঁইয় কস ন॥

„ ২ জরত সকল সুরবৃন্দ বিষমগরল জেহি পান কিয়।
তেহি ন ভজসি মন মন্দ কো কৃপাল শঙ্করসরিস॥

চৌ ১ আগে চলে বহুরি রঘুরায়া, রিষ্যমূক পর্বত নিয়রায়া।
তহঁ রহ সচিব সহিত সুগ্রীবাঁ, আবত দেখি অতুল বল সীবাঁ॥

„ ২ অতি সভীত কহ সুনু হনুমানা, পুরুষ জুগল বল রূপ নিধানা।
ধরি বটুরূপ দেখু তৈঁ জাঈ, কহেসু জানি জিয় সৈন বুঝাঈ॥

„ ৩ পঠয়ে বালি হোহি মন মৈলা, ভাগউঁ তুরত তজউ যহ সৈলা।
বিপ্ররূপ ধরি কপি তহঁ গয়উ, মাথ নাই পূছত অস ভয়উ॥

„ ৪ কো তুম্হ স্যামল গৌর সরীরা, ছত্রীরূপ ফিরহু বন বীরা।
কঠিনভূমি কোমল পদ গামী, কবন হেতু বিচরহু বন স্বামী॥

„ ৫ মৃদুল মনোহর সুন্দর গাতা, সহত দুসহ বন আতপবাতা।
কী তুম্হ তীনি দেব মহঁ কোউ, নরনারায়ন কী তুম্হ দোউ॥

দো ১ জগকারন তারন ভব ভঞ্জন ধরনীভার।
কী তুম্হ অখিল ভুবন পতি লীন্হ মনুজঅবতার॥

চৌ ১ সুনি বোলে রঘুবংশকুমারা, বিধিকর লিখা কো ভেটনহারা।
কোসলেসদসরথ কে জায়ে, হম পিতুবচন মানি বন আয়ে॥

„ ২ নাম রাম লছিমন দোউ ভাঈ, সঙ্গ নারি সুকুমারি সুহাঈ।
ইহাঁ হরী নিসিচর বৈদেহী, বিপ্র ফিরহিঁ হম খোজত তেহী॥

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড

মঙ্গলাচরণ

শ্লোক ১ কুন্দশুভ্র নীলোৎপল বর্ণ শোভাধারী, শক্তিমান পরিপূর্ণ জ্ঞান উভয়েরি।
অপরূপ রূপবান বেদ বন্দনীয়, মহা ধনুর্ধর উভে গো ব্রাহ্মণ প্রিয়॥
মায়ায় মনুষ্য রূপে দুই রঘুবর, ধর্মের রক্ষণে সদা হিতার্থে তৎপর।
সীতা অন্বেষণে ব্যস্ত ভ্রমে পথে পথে, ভক্তির উচ্ছ্বাস তুলি মোদের সবাতে॥
" ২ ব্রহ্মার্ণব সমুদ্ভব অজাত অব্যয়, শম্ভু মুখ পদ্মে সদা নাম শোভা পায়।
কাল পাপ ধ্বংস করে যার পুণ্য নাম, তুলসী পরম প্রিয় দাশরথি রাম॥
ভব রোগে সুমধুর ঔষধ নিধান, জানকী জীবন প্রিয় জানকীর প্রাণ।
সেই ধন্য কৃতকৃত্য যে নর সতত, পান করে রাম নাম রূপী যে অমৃত॥
সো ১ জন্ম যেথা মুক্তি হয় এই পৃথিবীতে, জ্ঞানের আকর নাশে পাপ সর্বভূতে।
মহেশ্বর ভবানীর যেথা অবস্থিতি, কার না বাসনা হয় কাশীতে বসতি॥
" ২ দেববৃন্দ জ্বলে যেই বিষের কারণ, কণ্ঠে যিনি সে গরল করেন ধারণ।
কেমনে রহিবে মূর্খ না ভজিয়া তাঁরে, শিব চেয়ে কৃপাবান কে বিশ্ব সংসারে॥
চৌ ১ অতঃপর অগ্রসরি রঘুনাথ যান, ঋষ্যমুখ পর্বতের পাদ সন্নিধান।
সমন্ত্রী সুগ্রীব রহে পর্বত উপরে, আসিতে দেখিল দুই মহাবীরবরে॥
" ২ অতি ভীত ভাবে কহে শুন হনুমান, যুগল পুরুষ আসে বলের নিধান।
ব্রাহ্মণের বেশে তুমি গিয়া দেখ সেথা, ইঙ্গিতে জানাবে মোরে বুঝিবে যাহা তা॥
" ৩ মনে হয় পাঠায়েছে বালী ছল করি, পালাব তা'হলে আমি এ পর্বত ছাড়ি।
ব্রাহ্মণের বেশে কপি যাইয়া সেথায়, নমস্কার করি প্রশ্ন করে এ প্রথায়॥
" ৪ কে তোমরা শ্যাম গৌর বরণ শরীর, ক্ষত্রিয়ের বেশে ভ্রম বন মাঝে বীর।
কঠিন ভূমির পরে কোমল চরণে, বনমাঝে মহাশয় ভ্রম কি কারণে॥
" ৫ মৃদু মনোহর এই অপূর্ব শরীরে, কি হেতু সহিছ বনে দুঃসহ তাপেরে।
তিন দেবতার মাঝে হও কোন জন, অথবা তোমরা কি গো নর নারায়ণ॥
দো ১ তুমি কি এসেছো মহা দুঃখ হরিবারে, জগৎ কারণ রূপে ত্রাণ করিবারে।
এসেছো হরিতে কি গো ধরণীর ভার, অখিল বিশ্বের স্বামী নর অবতার॥
চৌ ১ শুনিয়া কহেন রঘুকুলের কুমার, খণ্ডিতে বিধির লিপি সাধ্য আছে কার।
দশরথ সুত আমি কোশল রাজন, পিতৃসত্য রক্ষা কল্পে বনে আগমন॥
" ২ রাম ও লক্ষ্মণ নামে মোরা দুই ভ্রাতা, সঙ্গে জায়া সুকুমারী পরম সুশোভা।
রাক্ষস হরণ করে বৈদেহীরে বনে, হে ব্রাহ্মণ সে কারণ ফিরি অন্বেষণে॥

চৌ ৩ আপন চরিত কহা হম গাঈ, কহহু বিপ্র নিজ কথা বুঝাঈ।
প্রভু পহিচানি পরেউ গহি চরনা, সো সুখ উমা জাই নহিঁ বরনা॥
„ ৪ পুলকিত তন মুখ আব ন বচনা, দেখত রুচিরবেষ কৈ রচনা।
পুনি ধীরজু ধরি অস্তুতি কীন্হী, হরষ হৃদয় নিজ নাথহিঁ চীন্হী॥
„ ৫ মোর ন্যাউ মৈঁ পূছা সাঈঁ, তুম্হ পূছহু কস নর কী নাঈঁ।
তব মায়াবস ফিরউঁ ভুলানা, তা তেঁ মৈঁ নহিঁ প্রভু পহিচানা॥
দো ২ এক মন্দ মৈঁ মোহবস কুটিলহৃদয় অজ্ঞান।
পুনি প্রভু মোহি বিসারেউ দীনবন্ধু ভগবান॥
চৌ ১ জদপি নাথ বহু অবগুন মোরে, সেবক প্রভুহিঁ পরই জনি ভোরে।
নাথ জীবতৱ মায়া মোহা, সো নিস্তরই তুম্হারেহি ছোহা॥
„ ২ তা পর মৈঁ রঘুবীর দোহাঈ, জানউঁ নহিঁ কছু ভজন উপাঈ।
সেৱক সুত পতি মাতু ভরোসে, রহই অসোচ বনই প্রভু পোসে॥

„ ৩ অস কহি পরেউ চরন অকুলাঈ, নিজ তনু প্রগটি প্রীতি উর ছাঈ।
তব রঘুপতি উঠাই উর লাৱা, নিজ লোচন জল সাঁচি জুড়াৱা॥
„ ৪ সুনু কপি জিয় মানসি জনি উনা, তৈঁ মম প্রিয় লছিমন তেঁ দূনা।
সমদরসী মোহি কহ সব কোউ, সেবকপ্রিয় অনন্যগতি সোউ॥
দো ৩ সো অনন্য জাকে অসি মতি না টরৈ হনুমন্ত।
মৈঁ সেৱক সচরাচর রূপরাসি ভগবন্ত॥
চৌ ১ দেখি পবনসুত পতি অনুকূলা, হৃদয় হরষ বীতী সব সূলা।
নাথ সৈল পর কপিপতি রহঈ, সো সুগ্রীব দাস তব অহঈ॥
„ ২ তেহি সন নাথ মইত্রী কীজৈ, দীন জানি তেহি অভয় করীজৈ।
সো সীতা কর খোজ করাইহি, জহঁ তহঁ মরকট কোটি পঠাইহি॥
„ ৩ এহি বিধি সকল কথা সমুঝাঈ, লিয়ে দুঅউ জন পীঠি চড়াঈ।
জব সুগ্রীৱ রাম কহুঁ দেখা, অতিসয় জনম ধন্য করি লেখা॥
„ ৪ সাদর মিলেউ নাই পদমাথা, ভেঁটেউ অনুজসহিত রঘুনাথা।
কপি কর মন বিচারি এহি রীতী, করিহহিঁ বিধি মো সন যে প্রীতী॥
দো ৪ তব হনুমন্ত উভয় দিসি কহি সব কথা সুনাই।
পাবক সাখী দেই করি জোরী প্রীতি দৃঢ়াই॥
চৌ ১ কীন্হি প্রীতি কছু বীচ ন রাখা, লছিমন রামচরিত সৱ ভাখা।
কহ সুগ্রীব নয়ন ভরি বারী, মিলিহি নাথ মিথিলেসকুমারী॥
চৌ ২ মন্ত্রিন্হ সহিত ইহাঁ এক বারা, বৈঠ রহেউঁ মৈঁ করত বিচারা।
গগনপন্থ দেবী মৈঁ জাতা, পরবস পরী বহুত বিলবাতা॥

চৌ ৩ মোর পরিচয় দিনু করিয়া বিস্তার, হে ব্রাহ্মণ পরিচয় কহ আপনার।
প্রভুরে চিনিয়া পড়ে পদপ্রান্তে তাঁর, হে উমা সে সুখ কহা অসাধ্য আমার॥

„ ৪ দেখিয়া প্রভুর সেই অপরূপ বেশ, বাক্যস্ফূর্তি নাহি তার পুলকে আবেশ।
সম্বিৎ পাইয়া তবে স্তব স্তুতি করে, চিনিয়া আপন নাথ হর্ষিত অন্তরে॥

„ ৫ মোর প্রশ্ন ন্যায্য প্রভু আমি অভাজন, নরের মতন তুমি পুছ কি কারণ।
তোমারি মায়াতে আমি ভ্রমি অজ্ঞানেতে, চিনিতে পারিনি তাই প্রভুরে সে মতে॥

দো ২ একে মূর্খ আমি তায় অবশ মোহেতে, কুটিল হৃদয় মোর জ্ঞান নাই চিতে।
তুমি ত দয়াল প্রভু দীনবন্ধু নাম, কেমনে ভুলিলে মোরে মোর ভগবান॥

চৌ ১ শতেক অগুণ মোর জানি তাহা আমি, ভোলে না সেবকে প্রভু তার প্রিয় স্বামী।
হে নাথ সকল জীব তব মায়া মোহে, নিস্তার পাইবে সেই শুধু তব স্নেহে॥

„ ২ তব দিব্য রঘুনাথ তারোপরে কহি, সাধন ভজন মোর কিছুই ত' নাহি।
পরম নিশ্চিন্ত রহি করিয়া নির্ভর, একমাত্র ভক্তি অর্পি মোর প্রভু পর॥
নিশ্চিন্তে নির্ভর করি পিতা ও মাতারে, তনয় যেমতি রহে, প্রভু পাল মোরে॥

„ ৩ ইহা কহি চরণেতে পড়ে আকুলিয়া, হর্ষিত অন্তরে নিজ মূর্তি প্রকটিয়া।
তখন রাঘব তারে নিজ বক্ষে লন, জুড়ালেন তারে অশ্রু করিয়া সিঞ্চন॥

„ ৪ করিও না খেদ তুমি শুন হনুমান, তুমি প্রিয় লক্ষ্মণের দ্বিগুণ প্রমাণ।
সমদর্শী কহে মোরে সকলে জানিও, অনন্য গতির ভক্ত সে মোর আত্মীয়॥

দো ৩ অনন্য ভক্তির গতি তারি হনুমান, নাহি টলে মতি যার সদাই সমান।
নিজেরে সেবক ভাবে, তার ভগবান, চরাচর স্বামী যিনি অতি রূপবান॥

চৌ ১ পবন নন্দন দেখি প্রভুরে সদয়, সব চিন্তা ভোলে তার হর্ষিত হৃদয়।
হে নাথ পর্বত পরে রহেন সুগ্রীব, কপিপতি তব দাস আছেন উদগ্রীব॥

„ ২ সখ্যতা করুন প্রভু সুগ্রীবের সনে, অভয় করুন দান দীন জানি মনে।
সীতা অন্বেষণে তিনি হবেন তৎপর, যত্র তত্র কোটি কপি পাঠাবেন চর॥

„ ৩ এরূপে সকল কথা বুঝাইয়া তাঁরে, উঠাইল দুই ভায়ে নিজ স্কন্ধ পরে।
সুগ্রীব দেখিল রামে নিকটে যখন, অতিশয় ধন্য মানে নিজের জীবন॥

„ ৪ সাদরে স্বাগত করি প্রণমি চরণে, মিলাল রামের সনে অনুচরগণে।
কপি সে আপন মনে ভাবে এই মতে, হে বিধাতা করিবে কি প্রীতি মোর সাথে॥

দো ৪ হনুমন্ত অতঃপর কহিল তথায়, উভয় পক্ষের কথা উভয়ে বুঝায়।
অগ্নি প্রজ্বলিত করি রাখি সাক্ষী তারে, রাম ও সুগ্রীব প্রীতি দৃঢ়তর করে॥

চৌ ১ ব্যবধান ঘুচে গেল হল প্রীতি দোঁহে, লক্ষ্মণ রামের কথা বাখানিয়া কহে।
তখন সুগ্রীব কহে তার নেত্রে বারি, অবশ্য মিলিবে খুঁজি মিথিলা কুমারী॥

„ ২ সচিব সহিত আমি হেথা একদিন, বসিয়া করিতেছিনু বিচার কঠিন।
দেখিনু আকাশ পথে পরবৃত নারী, চলেছে বিলাপে তাঁর আকাশ বিদারি॥

চৌ ৩ রাম রাম হা রাম পুকারী, হমহিঁ দেখি দীন্হেউ পট ভারী ।
মাগা রামতুরত তেহি দীন্হা, পট উর লাই সোচ অতি কীন্হা ॥
" ৪ কহ সুগ্রীব সুনহু রঘুবীরা, তজহু সোচ মন আনহু ধীরা ।
সব প্রকার করিহউঁ সেৱকাঈ, জেহি বিধি মিলিহি জানকী আঈ ॥
দো ৫ সখাবচন সুনি হরষে কৃপাসিন্ধু বলসীবঁ ।
কারন কৱন বসহু বন মোহি কহহু সুগ্রীবঁ ॥
চৌ ১ নাথ বালি অরু মৈঁ দোউ ভাঈ, প্রীতি রহী কছু বরনি ন জাঈ ।
ময়সুত মায়াবী তেহি নাউঁ, আবা সো প্রভু হমরে গাউঁ ॥
" ২ অর্ধরাতি পুরদ্বার পুকারা, বালী রিপুবল সহই ন পায়া ।
ধাবা বালি দেখি সো ভাগা, মৈঁ পুনি গয়উঁ বন্ধু সঁগ লাগা ॥
" ৩ গিরি বর গুহা পৈঠ সো জাঈ, তব বালী মোহিঁ কহা বুঝাঈ ।
পরিবেসু মোহিঁ এক পখবারা, নহিঁ আবউঁ তব জানেসু মারা ।
" ৪ মাস দিবস তহঁ রহেউঁ খরারী, নিসরী রুধিরধার তহঁ ভারী ॥
তব মৈঁ নিজমন কীন্হ বিচারা, জানা অসুর বন্ধুকহঁ মারা ॥
" ৫ বালি হতেসি মোহি মারিহি আঈ, সিলা দেই তহঁ চলেউঁ পরাঈ ।
মন্ত্রিন্হ পুর দেখা বিনু সাঈঁ, দীন্হেউঁ মোহি রাজ বরিআঈঁ ॥
" ৬ বালী তাহি মারি গৃহ আৱা, দেখি মোহি জিয় ভেদ বঢ়াৱা ।
রিপুসম মোহি মারেসি অতি ভারী, হরি লীন্হেসি সর্বসু অরু নারী ॥
" ৭ তা কে ভয় রঘুবীর কৃপালা, সকল ভুবন মৈঁ ফিরেউঁ বিহালা ।
ইহাঁ সাপবস আবত নাহীঁ, তদপি সভীত রহউঁ মম মাহীঁ ॥
চৌ ৮ সুনি সেৱকদুখ দীনদয়ালা, ফরকি উঠীঁ দোউ ভুজা বিসালা ।
দো রামচন্দ্র বোলে, সুনহু তাত সুগ্রীব্ ।
দুন্দুভিকো কৈসে হন্যো, বালি মহাবল্সীর ॥
" ঋষি মুনি সমদরসী সদা, সবকর চহ কল্যান ।
চূক পরী কহ বালি সোঁ, সাপ দিয়ো সুজ্ঞান ॥
চৌ ময়দানব তে দো সুত ভয়উ, মায়াবী দুন্দুভি অস কহেউ ।
তিনমহঁ দুন্দুভি অতি বলধারী, ভয়মানে অসোঁ বলকারী ॥
" একবার সাগরপহঁ আয়ো, কটি সমান সব সিন্ধু মঝায়ো ।
তাহি মথন ব্যাকুল বারীষা, হাথ জোড় নায়উ তেহি সীসা ॥
" তুম সমান নহি মৈঁ সুনুভাঈ, হিমগিরি পহঁ জারহু হরসাঈ ।
তব দুন্দুভি হিমিগিরি পহঁ আয়উ, তাল ঠোঁকি হিমবান উঠাউ ॥
" তব হিমবন্ত কহৈ কর জোরে, হম তুমসম বলমে অতি থোরে ।
পম্পাপুর জাৱহু বলবীরা, বালি মহাবল তহঁ রনধীরা ॥

চৌ ৩ হা রাম কোথায় রাম মুখেতে কেবলি, আমারে দেখিয়া দেন উত্তরীয় ফেলি।
মাগিলেন তাহা রাম আনে শীঘ্রগতি, উত্তরীয় বক্ষে চাপি শোকমগ্ন অতি॥

„ ৪ কহিল সুগ্রীব তাঁরে শুন রঘুবীর, ত্যজ শোক মন তব কর ধীর স্থির।
মিলিবে জানকী তব যেই প্রকারেতে, করিব সকল চেষ্টা তোমার সেবাতে॥

দো ৫ অমিত সামর্থ্য-শালী কৃপার নিধান, সখার বচন শুনি সুপ্রসন্ন হন।
কি কারণে হে সুগ্রীব কর বনে বাস, আমাকে কহিতে পার করিয়া বিশ্বাস॥

চৌ ১ বালী ও সুগ্রীব নামে দুই ভ্রাতা মোরা, যে প্রীতি মোদের ছিল নাহি তার জোড়া॥
ময়দানবের পুত্র মায়াবী নামেতে, এসেছিল একবার মোদের গ্রামেতে॥

„ ২ অর্ধ রাত্র পুরদ্বারে করিল চিৎকার, বালী কাছে শত্রুবল অসহ্য ব্যাপার।
ধায় বালী দেখি দৈত্য করে পলায়ন, আমিও ভ্রাতার সঙ্গ ধরিনু তখন॥

„ ৩ বিশাল পর্বত গুহা মাঝে সে লুকায়, কহিল তখন বালী আমারে বুঝায়।
এক পক্ষকাল তুমি রহ গুহা দ্বারে, না ফিরিলে মৃত বলি মানিবে আমারে॥

„ ৪ একমাস ছিনু সেথা আমি ধৈর্য ধরি, দেখিয়া রুধির ধারা নিসৃত খরারি।
আপনার মনে শঙ্কা হল অতিশয়, দানব বালীরে হত্যা করেছে নিশ্চয়॥

„ ৫ এরপরে মোরে হত্যা করিবে আসিয়া, পালানু গুহার দ্বারে শিলা ঢাকা দিয়া।
মন্ত্রীরা দেখিল দেশ রাজাহীন বরে, আমারে করিল রাজা জোর করি তবে॥

„ ৬ দানবে হনন করি বালী ফিরি গৃহে, আমারে দেখিয়া ক্রোধে মন তার দহে।
শত্রু সম দিল মোরে প্রচণ্ড প্রহার, কাড়ি নিল সব মোর ধন রাজ্য দার॥

„ ৭ তারি ভয়ে রঘুবীর আমি তারপর, সমগ্র ভুবন ঘুরি দয়ার সাগর।
শাপ ভয়ে বালী হেথা আসিতে না পারে, সেই হতে রহি আমি পর্বত উপরে॥

„ ৮ সেবকের দুঃখ শুনি দীনের দয়াল, উৎকণ্ঠিত তুলি উর্ধ্বে সে বাহু বিশাল।

দো কহেন শ্রীরাম সখা বল ত আমারে, দানব দুন্দুভি হত হ'ল কি প্রকারে।
তব সহোদর বালী কত বল ধরে, ইচ্ছা হয় মোর এবে তাহা শুনিবারে॥

„ ঋষি মুনি সমদর্শী সর্বজীব প্রতি, চাহেন কল্যাণ তারা সবাকার প্রতি।
কি হেতু হলেন ক্রুদ্ধ বালীর উপরে, শাপ দেন যার ফলে আসিতে না পারে॥

চৌ দুইটি তনয় ছিল ময় দানবের, মায়াবী দুন্দুভি নাম ছিল তাহাদের।
দুন্দুভি এ দুই মাঝে অতি বলধারী, সব বীর ছিল ভীত বলেতে তাহারি॥

„ একবার সিন্ধুতল মাপিবারে চায়, কটির উপরে বারি না আসিতে পায়।
সমুদ্র মন্থন ভয়ে দুই হস্ত জুড়ি, মস্তক আনত করি কহিল শিহরি॥

„ আমি নহি কখনই তব সমতুল, হিমালয়ে গেলে পাবে আনন্দ অতুল।
শুনিয়া দুন্দুভি যায় হিমালয় পাশে, তাল ঠুকি হিমালয়ে তুলিল আকাশে॥

„ যুক্ত করে কহে তবে তারে হিমালয়, তব বল কাছে আমি ক্ষুদ্র অতিশয়।
পম্পাপুরে যাও তুমি ওহে মহাবীর, সেথা রহে মহাবল বালী রণধীর।

দো সুনিকৈ গিরিকে বচন তব, আয়উ তহঁা তুরন্ত।
বালি বালি কহতো ভয়ো, সুন দৌজ্যো বলবন্ত॥

চৌ দুন্দুভি বালী দোনো যোধা, মল্লযুদ্ধ করতে কর ক্রোধা।
চার প্রহর দোন বল কীন্‌হা, বালীনে পুন মুষ্টিক দীন্‌হা॥

„ গিরা মহীপর গিরিকী নাঈ, পশু পক্ষী তরু দবে গুসাঁঈ।
পুন বালী দুই ফাঁক উতারী, এক দক্ষিণ এক উত্তর ভারী॥

„ ঋষি মতঙ্গকর তহঁ অস্থানা, রুধির বহ্যো তহঁ নদীসমানা।
কর অস্নান ঋষি জব আয়ে, এক জক্ষ বৃত্তান্ত সুনায়ে॥

„ মুনি মতঙ্গ কীন্‌হা অতি ক্রোধা, দিয়ো সাপ য়হ কীন্‌হ ন সোধা।
ইহি গিরি দেখত বালী নাসা, তাহীতে ভই মন কছু ত্রাসা॥

দো বালি য়হাঁ আরত নহীঁ, সুনিয়ে শ্রীরঘুবীর।
করহু নিডর মোকহুঁ প্রভু, দূর হোহিঁ সব পীর॥

দো ৬ সুনু সুগ্রীবঁ মারিহউঁ বালিহি একহি বান।
ব্রহ্ম রুদ্র সরনাগত গয়ে ন উবরিহি প্রান॥

চৌ ১ জে ন মিত্র দুখ হোহিঁ দুখারী, তিন্‌হহিঁ বিলোকত পাতক ভারী।
নিজ দুখ গিরি সম রজ করি জানা, মিত্র ক দুখরজ মেরুসমানা॥

„ ২ জিন্‌হ কে অসি মতি সহজ ন আঈ, তে সঠ হঠি কত কনত মিতাঈ।
কুপথ নিবারি সুপন্থ চলাবা, গুন প্রগটই অবগুনন্‌হি দুরাবা॥

„ ৩ দেত লেত মন সঙ্ক ন ধরঈ, বল অনুমান সদা হিত করঈ।
বিপতিকাল কর সতগুন নেহা, শ্রুতি কহ সন্ত মিত্র গুন এহা॥

„ ৪ আগে কহ মৃদুবচন বনাঈ, পাছে অনহিত মন কুটিলাঈ।
জা কর চিত অহি গতি সম ভাঈ, অস কুমিত্র পরিহরেহি ভলাঈ॥

৫ সেবক সঠ নৃপ কৃপিন কুমারী, কপটী মিত্র সূলসম চারী।
সখা সোচ ত্যাগহু বল মোরে, সব বিধি পটব কাজ মৈঁ তোরে॥

„ ৬ কহ সুগ্রীবঁ সুনহু রঘুবীরা, বালি মহাবল অতি রনধীরা।

দো ১ চন্দ্রমণ্ডলাকার জো, নাথ সাত য়ে তাল।
বেধৈ জো ইক বানতে, সো বালীকর কাল॥

„ ১ সুনি বোলে রঘুবংশমনি, কহহু তালকর গাথ।
কহন ল্‌গ্যো জিয় হর্ষ পুনি, হাথ জোড় হরিনাথ॥

চৌ এক দিবস বালী বন আয়ো, সকল বৃক্ষ দেখত হুলসায়ো।
সাত ফলন লায়ো ইক বারী, তিন্‌হে রাখি নহায়ো বলধারী॥

„ তাপর সর্প বৈঠগো আঈ, বালি দেখ বোলো জুঁঝলাঈ।
কিয়ে নাস তৈঁ মোর অহারা, তাসোঁ সাপ দেহুঁ অতি ভারা॥

দো শুনিয়া গিরির বাক্য আসে শীঘ্রগতি, বালি বালি বলি ডাকে বালী ক্রুদ্ধ অতি ॥

চৌ বালী ও দুন্দুভি উভে যোদ্ধা মহাবীর, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করে দোঁহে ক্রোধেতে অস্থির।
চারিটি প্রহর ধরি উভে যুদ্ধ করে, অবশেষে মুষ্ট্যাঘাতে বালী তারে মারে ॥
„ পর্বত সমান পড়ে দুন্দুভি ভূতলে, পশুপক্ষী বৃক্ষলতা পেষে তার তলে।
বালী তবে তার দেহ চিরিয়া দুভাগে, ফেলিল দক্ষিণ আর উত্তর ভূভাগে ॥
„ মাতঙ্গ মুনির ছিল আশ্রম সেখানে, রুধির বহিয়া চলে তারি সন্নিধানে।
স্নান সমাপন করি মুনি যবে আসে, যক্ষ এক কহে তারে বার্তা সবিশেষে ॥
„ শুনিয়া মাতঙ্গ মুনি হ'ন ক্রুদ্ধ অতি, শাপ দেন নাহি করি বিচার পদ্ধতি।
এ গিরি দর্শন মাত্র বালী হবে নাশ, সে হতে বালীর মনে জাগিয়াছে ত্রাস ॥
দো বালী হেথা নাহি আসে জ্ঞাতার্থে প্রভুর, করুন নিশ্চিন্ত মোরে করি দুঃখ দূর ॥

দো ৬ কহিলেন হে সুগ্রীব বধিব বালীরে, এক শরে প্রাণ তার যাবে পরপারে।
ব্রহ্মা রুদ্র উভয়ের নিলেও শরণ, কিছুতে না এড়াবে সে আপন মরণ ॥
চৌ ১ মিত্রের দুঃখেতে দুঃখ নাহি হয় যার, দেখিলেও সে পাষণ্ডে হয় পাপাচার।
গিরিসম নিজ দুঃখ ধূলি সম জানি, ধূলিসম সখা দুঃখ গিরিসম মানি ॥
„ ২ যার মনে স্বভাবত নাহি এ ধারণা, সে শঠ মিত্রতা করি করে যে বঞ্চনা।
কুপথে নিবারি মিত্রে সুপথে চালাবে, দোষ না দেখিয়া তার গুণ প্রকাশিবে ॥
„ ৩ প্রীতি দিতে প্রীতি নিতে ক'রোনা সংশয়, সদাই করি হিত যাহা সাধ্য হয়।
বিপৎকালেতে ক'রো স্নেহ শতগুণ, শ্রুতিতে ইহাই কহে সুহৃৎ সদ্গুণ ॥
„ ৪ মধুর বচনে কহে সমুখে রচিয়া, পরোক্ষে অনিষ্ট চাহে কুটিল সে হিয়া।
এ ভাবে সর্পিল গতি মন যার হয়, সে মিত্র শত্রুই সখা জানিবে নিশ্চয় ॥
„ ৫ ধূর্ত ভৃত্য লোভী নৃপ দুশ্চরিত্রা নারী, কুটিল বান্ধব এরা শূল সম চারি।
হে সখা বিক্রমে মোর ক'রোনা সংশয়, তোমার সকল কার্য করিব নিশ্চয় ॥
„ ৬ কহিল সুগ্রীব তবে শুন রঘুবীর, বালী অতি বলশালী রণে অতি ধীর ॥
দো চন্দ্রের মণ্ডল রূপ অবস্থান যার, সপ্ত তাল বৃক্ষ ওই বিরাট আকার।
এক শরে যেই পারে বিধঁবারে এরে, সেইজন শক্তি রাখে বালী মারিবারে ॥
„ শুনি রঘুবংশমণি কহেন সখারে, তালবৃক্ষ ইতিহাস কহ সবিস্তারে।
কহিতে লাগিল তবে হর্ষিত অন্তরে, কপিবর সুগ্রীব সে হাত জোর করে ॥
চৌ একদিন বালী যবে বনমাঝে যায়, ফলবন্ত বৃক্ষ দেখি উল্লাসিত হয়।
একবারে সপ্ত ফল নামাইয়া আনে, রাখি সপ্তফল বীর চলিলেন স্নানে ॥
„ সপ্ত সর্প ফলোপরি বসিল আসিয়া, বালী আসি দেখি তাহা উঠিল কাঁপিয়া।
সর্বনাশ করেছিস আমার আহারে, সে হেতু প্রচণ্ড শাপ দিব এইবারে ॥

চৌ সাত তাল উপজৈ তব দেহা, জনি কর যাগৈঁ তূ সন্দেহা।
তাল বৃক্ষ নিকসে তনুমাহীঁ. সর্পপিতা লখি সাপ্যো তাহীঁ ॥
” জো ইক সরতেঁ তাল গিরাবৈ, বালী তেহিকর মৃত্যু পাবৈ।
সমাচার যহ তুমহিঁ সুনায়উঁ, বালি বধনকী রীতি জতায়উঁ ॥
” ৭ দুন্দুভিঅস্থি তাল দেখরায়ে, ৱিনু প্রয়াস রঘুনাথ ঢহায়ে।
দেখি অমিতবল ৱাঢ়ী প্রীতী, বালি বধব ইন্হ ভই পরতীতী ॥
” ৮ বার বার নাৱই পদসীসা, প্রভুহি জানি মন হরষ কপীসা।
উপজা জ্ঞান বচন তব বোলা, নাথ কৃপা মন ভয়উ অলোলা ॥
” ৯ সুখ সম্পতি পরিৱার বড়াঈ, সব পরিহরি করিহউঁ সেৱকাঈ।
এ সব রামভগতি কে ৱাধক, কহহিঁ সন্ত তব পদ অৱরাধক ॥
” ১০ সত্রু মিত্র সুখ দুখ জগ মাহীঁ, মায়াকৃত পরমারথ নাহীঁ।
বালি পরমহিত জাসু প্রসাদা, মিলেছ রাম তুম্হ সমন বিৱাদা ॥
” ১১ সপনে জেহি সন হোই লরাঈ, জাগে সমুঝত মন সকুচাঈ।
অব প্রভু কৃপা করহুঁ যেহি ভাঁতী, সব তজি ভজন করউঁ দিনুরাতী ॥
” ১২ সুনি ৱিরাগসঞ্জুত কপিবানী, ৱোলে বিহঁসি রামু ধনুপানী।
জো কছু কহেহু সত্য সব সোঈ, সখা বচন মম মষা ন হোঈ ॥
” ১৩ নট মরকট ইৱ সৱহিঁ নচাৱত, রাম খগেস বেদ অস গাৱত।
লেই সুগ্রীবঁ সঙ্গ রঘুনাথা, চলে চাপসায়ক গহি হাথা ॥
” ১৪ তব রঘুপতি সুগ্রীবঁ পঠাবা, গর্জেসি জাই নিকট বল পাৱা।
সুনত বালি ক্রোধাতুর ধাৱা, গহি কর চরন নারি সমুঝাবা ॥
” ১৫ সুনু পতি জিন্হহিঁ শিলেউ সুগ্রীবাঁ, তে দোউ বন্ধু তেজবলসীবাঁ।
কোসলেসসুত লছিমন রামা, কালহু জীতি সকহিঁ সংগ্রামা ॥

দো ৭ কহা বালি সুনু ভীরুপ্রিয় সমদরসী রঘুনাথ।
জৌঁ কদাচি মোহি মারহিঁ তৌ পুনি হোউঁ সনাথ ॥
চৌ ১ অস কহি চলা মহা অভিমানী, তৃনসমান সুগ্রীব হি জানী।
বালি দেখি সুগ্রীবহিঁ ঠাঢ়া, হৃদয় ক্রোধ পুনি বহুবিধ বাঢ়া ॥
” ২ ভিরে উভৌ বালী অতি তরজা, মুঠিকা মারি মহাধুনি গরজা।
তব সুগ্রীবঁ বিকল হোই ভাগা, মুষ্টিপ্রহার বজ্রসম লাগা ॥
” ৩ মৈঁ জো কহা রঘুবীর কৃপালা, বন্ধু ন হোই মোর যহ কালা।
একরূপ তুম্হ ভ্রাতা দোউ, তেহি ভ্রম তেঁ নহিঁ মারেউঁ সোউ ॥
” ৪ কর পরসা সুগ্রীবঁ সরীরা, তনু ভা কুলিস গঈ সব পীরা।
মেলী কণ্ঠ সুমন কৈ মালা, পঠবা পুনি ৱল দেই বিসালা ॥

চৌ সপ্ত তাল বৃক্ষ হবে শরীর তোদের, অবকাশ নাহি কিছু ইথে সন্দেহের।
দেহ হতে তাল বৃক্ষ উপজিল যবে, বালীরে দিলেন শাপ সর্পপিতা তবে॥
„ এক শরে সপ্ত তাল ফেলিবে যে জন, ধ্রুব সত্য সেই হবে বালীর শমন।
তোমারে কহিনু প্রভু সব সমাচার, বালী মৃত্যু রহস্যের করিও বিচার॥
„ ৭ দেখাল দুন্দুভি অস্থি তাল বৃক্ষ তাঁরে, এক শরে রঘুনাথ কাটেন সবারে।
দেখিয়া অমিত বল বাড়ে আরো প্রীতি, বালীর বধের লাগি হইল প্রতীতি॥
„ ৮ বারে বারে চরণেতে করিল প্রণতি, প্রভুরে চিনিয়া কপি হর্ষান্বিত অতি।
জ্ঞানের উন্মেষ হ'লে প্রভুরে কহিল, তোমার কৃপায় নাথ শঙ্কা দূর হ'ল॥
„ ৯ স্বজন সম্পত্তি সুখ আর অহঙ্কার, সকলি ত্যজিয়া সেবা করিব তোমার।
রামভক্তি বিঘ্নকর ইহারা সতত, চরণ সেবক সাধু কহে এই মত॥
„ ১০ শত্রু মিত্র সুখদুঃখ এ জগত মাঝে, পরমার্থ নহে ইহা মায়াতে বিরাজে।
সবশ্রেষ্ঠ হিতকারী বালী ত আমার, তাই রাম দেখা পেনু দুঃখ নাহি আর॥
„ ১১ স্বপনে যেমন হলে প্রচণ্ড সমর, জাগিয়া উঠিলে হয় লজ্জিত অন্তর।
হে প্রভু করুন কৃপা এখন এমতে, সব ত্যজি যেন সেবা করি দিনে রাতে॥
„ ১২ বৈরাগ্য সংযুক্ত এই শুনি কপিবাণী, স্মিত হাস্যে ক'ন তারে রাম ধনুষ্পাণী।
যা' কিছু কহিলে সখা সত্য সবই হয়, তথাপি বচন মোর কভু মিথ্যা নয়॥
„ ১৩ যে প্রকারে নটরাজ নাচায় সবারে, বেদ কহে হে গরুড় রাম তাই করে।
সুগ্রীবেরে সাথে ল'য়ে রাম রঘুনাথ, চলেন ধনুক বাণে শোভে দুই হাত॥
„ ১৪ রঘুপতি সুগ্রীবেরে পাঠালেন দ্বারে, গর্জিল সুগ্রীব বল পাইয়া অন্তরে।
শুনিয়া ক্রোধান্ধ বালী ছুটে যায় দ্বারে, চরণে পড়িয়া 'তারা' বুঝাল তাহারে॥
„ ১৫ হে স্বামি সুগ্রীব আজি সখা যাহাদের, দু ভাই বলেতে তুল্য নাহি তাহাদের।
কোশল রাজার পুত্র লক্ষ্মণ ও রাম, 'কাল'ও জিনিতে নারে করিলে সংগ্রাম॥
হৃদয়ে বরণ কর সেই রঘুবীরে, কথা মম রাখ স্বামি মোহ ত্যাগ করে॥
দো ৭ বালী কহে শুন প্রিয়া কম্পিত হৃদয়া, রঘুনাথ সমদর্শী জান না কি তাহা।
তথাপি মারেন যদি মোরে রঘুনাথ, বহুভাগ্য মোর তবে হইব সনাথ॥
চৌ ১ ইহা কহি চলে বীর মহা অভিমানী, সুগ্রীবে সমর ক্ষেত্রে তৃণ সম মানি।
সম্মুখে দণ্ডায়মান সুগ্রীবে দেখিয়া, জ্বলিতে লাগিল বালী ক্রোধান্বিত হিয়া॥
„ ২ উভয়ে সমর বাধে বালী রুষ্ট অতি, মুষ্ট্যাঘাত করে গর্জি সুগ্রীবের প্রতি।
সুগ্রীব বিকল হ'য়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়, মুষ্টির প্রহার লাগে বজ্রসম প্রায়॥
„ ৩ আমি ত বলেছি তোমা কৃপার নিধান, বালী নহে ভ্রাতা মোর শমন সমান।
এক রূপ দুই ভ্রাতা তোমরা দুজন, বালীরে বধিনি তাই ভ্রমের কারণ॥
„ ৪ কর স্পর্শ করিতেই সুগ্রীব শরীরে, বজ্র সম দৃঢ় হ'ল পীড়া গেল দূরে।
কণ্ঠে তার পুষ্পমাল্য দিলেন নিজে, পাঠালেন রণে পুনঃ উৎসাহিয়া তেজে॥

চৌ ৫ পুনি নানা ৰিধি ভঈ লড়াঈ, বিটপওট দেখহিঁ রঘুরাঈ।

দো ৮ বহু ছল বল সুগ্ৰীবঁ করি হিয় হারা ভয় মানি।
মারা বালী রাম তৰ হৃদয় মাঝ সয় তানি॥

চৌ ১ পরা বিকল মহি সর কে লাগে, পুনি উঠি বৈঠ দেখি প্ৰভু আগে।
স্যামগাত সির জটা ৰনায়ে, অরুননয়ন সর চাপ চঢ়ায়ে॥

„ ২ পুনি পুনি চিতই চরন চিত দীন্হা, সুফল জনন মানা প্ৰভু চীন্হা।
হৃদয় প্ৰীতি মুখ বচন কঠোরা, বোলা চিতই রাম কী ওরা॥

„ ৩ ধর্মহেতু অবতরেহু গোসাঈঁ, মারেহু মোহি ব্যাধা কী নাঈঁ।
মৈ বৈরী সুগ্ৰীবঁ পিয়ারা, অবগুন কবন নাথ মোহি মারা॥

„ বালি সুনহু তুম করতুতি হমারী, পুছউ তুম্হ হমে কহব বিচারী।
ভরত রাজা অব হম জেঠ ভাঈ, দণ্ড পাপীন্হ নৃপতি দেঈ॥

„ অনাচার তব ভরত ন জানহী, জানহি হম কছু কিয়ে বিচারহী।
ধরম রখন লিয়ে হম বন আয়ে, করউঁ তেহি প্ৰন বরু প্ৰান জায়ে॥

„ ছত্ৰি জাতি হম ধরম সিকারা, সাখামৃগ বধে ন কছু অবিচারা।
সুকণ্ঠ সাথ হম করৌ মিতাঈ, তাসু বৈরি মম বৈরি কহাঈ॥

„ পাপকরম তব মনহি বিচারী, বধেউ ন পাপ হোহি হমারী।
জনম এহি তে হম দণ্ড দিয়ো, কৃতকর্ম তবহু অব মুক্তি ভয়ো॥

„ ৪ অনুজবধূ ভগিনী সুতনারী, সুন সঠ কন্যা সম এ চারী।
ইন্হহিঁ কুদৃষ্টি বিলোকই জোঈ, তাহি বধে কছু পাপ ন হোঈ॥

„ ৫ মুঢ় তোহি অতিসয় অভিমানা, নারিসিখাবন করেসি ন কানা।
মম ভুজ ৰল আস্ৰিত তেহি জানী, মারা চকসি অধম অভিমানী॥

দো ৯ সুনহু রাম স্বামী সকল চল ন চাতুরী মোরি।
প্ৰভু অজহু মৈঁ পাতকী অন্তকাল গতি তোরি॥

চৌ ১ সুনত রাম অতি কোমল বানী, বালিসীস পরসেউ নিজ পানী।
অচল করউঁ তনু রাখহু প্ৰানা, বালি কহা সুনু কৃপানিধানা॥

„ ২ জনম জনম মুনি জতন করাহীঁ, অন্ত রাম কহি আৰত নাহীঁ।
জাসু নামবল শঙ্কর কাসী, দেত সবহিঁ সমগতি অবিনাসী॥

„ ৩ মম লোচনগোচর সোই আৰা, বহুরি কি প্ৰভু অস বনিহি বনাৰা॥

ছ ১ সো নয়নগোচর জাসু গুন নিত নেতি কহি শ্ৰুতি গাৰহীঁ।
জিতি পৰন মন গো নিরস করি মুনি ধ্যান কৰহুঁক পাৰহীঁ॥
মোহি জানি অতি অভিমান বস প্ৰভু কহেহু রাখু সরীরহী।
অস কৰন সঠ হঠি কাটি সুরতরু বারি করিহি ববুরহী॥

চৌ ৫ পুনরায় বহুবিধ হল মহারণ, বৃক্ষচ্ছায়ে রহি রাম করেন দর্শন ॥

দো ৮ বহু ছল বল করে সুগ্রীব সভয়ে, পরাজয় শঙ্কা জাগে তাহার হৃদয়ে।
তখন আকর্ণ গুণ টানিয়া শ্রীরাম, বালীর হৃদয় মাঝে মারিলেন বাণ ॥

চৌ ১ শরাঘাতে মূর্চ্ছা যাই' পড়িল ভূতলে, দেখিল প্রভুরে আগে উঠিয়া বসিলে।
শ্যাম তনু শিরোপরি জটার বাঁধন, হস্তে শোভে ধনুর্বাণ অরুণ নয়ন ॥

„ ২ চরণে সঁপিয়া চিত্ত দেখে বারবার, মানিল সফল জন্ম আজিকে তাহার।
হৃদয়ে অশেষ প্রীতি বচনে কঠোর, কহিল রামের প্রতি তুমি রঘুবর ॥

„ ৩ ধর্মরক্ষা হেতু শুনি তুমি অবতার, মৃগ প্রতি ব্যাধ যথা করিলে প্রহার।
কি কারণে আমি বৈরী সুগ্রীব সে প্রিয়, কি কারণে হত্যা কর আমারে কহিও ॥

„ কহিলেন রামচন্দ্র বালীর উত্তরে, করিয়াছ প্রশ্ন মোরে কহি সবিস্তারে।
ভরত সম্রাট এবে আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, রাজ্যে অনাচার হলে রাজা শাস্তিদাতা ॥

„ ভরত জানেনা তব যত দুরাচার, আমি জানি কিছু তার করেছি বিচার।
ধর্মরক্ষা তরে মোর বনে আগমন, সেই ধর্ম রক্ষা করি করি প্রাণপণ ॥

„ জাতিতে ক্ষত্রিয় আমি স্বধর্ম মৃগয়া, শাখামৃগ বধি' নাহি স্পর্শে পাপ ছায়া।
সুগ্রীবের সাথে আমি অগ্নিসাক্ষী করি, করেছি সখ্যতা তাই তার বৈরী অরি ॥

„ তব দুরাচার যত তারি প্রতিকারে, করিয়াছি বধ তোমা ধর্মের বিচারে।
ইহজন্মে কৃত পাপ শাস্তি লভি' তার, প্রারব্ধ কর্মের তব না হবে বিচার ॥

„ ৪ কনিষ্ঠ ভ্রাতার বধূ, ভগ্নী পুত্রবধূ, দুহিতা সমান এরা তাই জানি শুধু।
কুদৃষ্টি অর্পণকারী ইহাদের প্রতি, বধে পাপ নাহি হয় এই জানি রীতি ॥

„ ৫ তুমি মূঢ় অতিশয় আত্ম অভিমান, তারা দেবী উপদেশে নাহি দাও কান।
আমার আশ্রিত জানি তথাপি তাহারে, অহঙ্কারে মত্ত হই' চাহ মারিবারে ॥

দো ৯ হে রাম সর্বজ্ঞ স্বামি তব সাথে আমি, বৃথাই চাতুরী ছল করিতেছি স্বামি।
আজও কি আমার পাপ হয়নি স্খলন, পাইয়া অন্তিম কালে তোমার চরণ ॥

চৌ ১ শুনিয়া বালীর এই সুকোমল বাণী, রাখেন মস্তকে তার পদ্মহস্ত খানি ॥
করিব অমর তোমা রাখ তব প্রাণ, কহে বালী শুন ওগো কৃপার নিধান ॥

„ ২ জন্ম জন্ম ধরি মুনি করে প্রাণপণ, অন্তকালে তবু রাম নাম বিস্মরণ।
যে নাম প্রভাবে শিব বারাণসী ধামে, সবারে সমান গতি দেন পরিণামে ॥

„ ৩ লোচন গোচর মম সেই রমাপতি, ইহারও পরে কি মোর হবেনা সে গতি ॥

ছ ১ সেই আজি হল মোর নয়ন সমুখে, নেতি নেতি কহি যাঁর গুণ বেদমুখে।
পঞ্চপ্রাণ প্রাণায়ামে রুদ্ধ করি মন, মুনি যাঁরে পায় স্মরি ক্বচিৎ কখন ॥
জানি মোর অভিমান বশবর্তী মন, সেই প্রভু কহে মোরে রাখিতে জীবন।
কে আছে এমন মূর্খ কাটি কল্পতরু, বাবুল চারাতে করে জলসেচ সুরু ॥

ছ ২ অব নাথ করি করুনা বিলোকহু দেহু জো বর মাঁগউঁ ।
জেহি জোনি জনমউঁ কর্মবস তহঁ রামপদ অনুরাগউঁ ॥
যহ তনয় মম সম বিনয়বল কল্যানপদ প্রভু লীজিয়ে ।
গহি বাহঁ সুর নর নাহ আপন দাস অঙ্গদ কীজিয়ে ॥

দো ১০ রামচরন দৃঢ় প্রীতি করি বালি কীন্হ তনুত্যাগ ।
সুমনমাল জিমি কণ্ঠ তেঁ গিরত ন জানই নাগ ॥

চৌ ১ রাম বালি নিজ ধাম পঠাৱা, নগরলোগ সব ব্যাকুল ধাৱা ।
নানা বিধি বিলাপ কর তারা, ছূটে কেস ন দেহ সঁভারা ॥

„ ২ পুনি পুনি তাসু সীস উর ধরঈ, বদন বিলোকি হৃদয় মহঁ হতঈ ।
মৈ পতি তুমহিঁ বহুত সমঝারা, কালবিবস কছু মনহি ন আৱা ॥

„ ৩ অঙ্গদকহঁ কছু কহন ন পায়হু, বীচহি সুরপুর প্রান পঠায়হু ।
তারা বিকল দেখি রঘুরায়া, দীন্হ জ্ঞান হরি লীন্হী মায়া ॥

„ ৪ ছিতি জল পাৱক গগন সমীরা, পঞ্চ রচিত অতি অধম সরীরা ।
প্রগট সো তনু তব আগে সোৱা, জীৱ নিত্য কেহি লগি তুম্হ রোৱা ॥

„ ৫ উপজা জ্ঞান চরন তব লাগী, লীন্হেসি পরম ভগতি বর মাগী ॥
উমা দারু জোষিত কী নাঈঁ, সবহিঁ নচাৱত রামু গোসাঈঁ ॥

„ ৬ তব সুগ্রীবঁহি আয়সু দীন্হা, মৃতককর্ম বিধিবত সব কীন্হা ।
রাম কহা অনুজহি সমুঝাঈ, রাজু দেহ সুগ্রীৱঁহি জাঈ ॥

„ ৭ রঘুপতি চরন নাই করি মাথা, চলে সকল প্রেরিত রঘুনাথা ।

দো ১১ লছিমন তুরত বোলায়ে পুরজন বিপ্রসমাজ ।
রাজ দীন্হ সুগ্রীবঁ কহঁ অঙ্গদ কহঁ জুবরাজ ॥

চৌ ১ উমা রামসম হিত জগ মাহীঁ, গুরু পিতু মাতু বন্ধু প্রভু নাহীঁ ।
সুর নর মুনি সব কৈ যহ রীতী, স্বারথ লাগি করহিঁ সব প্রীতী ॥

„ ২ বালি ত্রাস ব্যাকুল দিন রাতী, তনু বহু ব্রন চিন্তা জর ছাতী ।
সোই সুগ্রীবঁ কীন্হ কপিরাউ, অতি কৃপাল রঘুবীর সুভাউ ॥

„ ৩ জানতহুঁ অস প্রভু পরিহরহীঁ, কাহে ন বিপতিজাল নর পরহীঁ ।
পুনি সুগ্রীবঁহি লীন্হ বোলাঈ, বহু প্রকার নৃপনীতি সিখাঈ ॥

„ ৪ কহ প্রভু সুনু সুগ্রীবঁ হরীসা, পুর ন জাউঁ দস চারি বরীসা ।
গত গ্রীষম বরষারিতু আঈ, রহিহউ নিকট সৈল পর ছাঈ ॥

„ ৫ অঙ্গদসহিত করহু তুম্হ রাজু, সন্তত হৃদয় ধরেহু মম কাজূ ।
জব সুগ্রীবঁ ভবন ফিরি আয়ে, রামু প্রবরষন গিরি পর ছায়ে ॥

দো ১২ প্রথমহিঁ দেবন্হ গিরি গুহা রাখী রুচির বনাই ।
রামু কৃপানিধি কছুক দিন বাস করহিঁগে আই ॥

ছ ২ এবে নাথ কর কৃপা দেখ চাহি মোরে, দেহ মোরে এই বর মাগি করজোড়ে।
যে যোনিতে জন্ম হোক যথা কর্মফল, রাম পদে ভক্তি যেন থাকে অবিচল॥
মম পুত্র মোর সম বলে ও বিনয়ে, করিও কল্যাণ তার কহি অনুনয়ে।
সুর নর নাথ তুমি বাহু ধরি তার, করিও সেবক তব অঙ্গদে আমার॥

দো ১০ রাম পদে দৃঢ় ভক্তি রাখিয়া অচল, করিল সে তনু ত্যাগ বালী মহাবল।
পুষ্পমাল্য করীকণ্ঠ চ্যুত যবে হয়, জানিতে পারেনা যথা ক্ষুদ্রতা বিধায়॥

চৌ ১ রাম তাঁর নিজ ধামে বালীরে পাঠান, নগরবাসীরা ছোটে শোকে মোহমান।
বিবিধ বিলাপে তারা গগন বিদারে, অবিন্যস্ত কেশ বেশ দেহ ভাঙ্গি পড়ে॥

,, ২ বারবার বালী শির বক্ষে চাপি রাখি, বালী মুখচন্দ্র সতী নিরখি নিরখি।
নিজ বক্ষে হানি কর কহে সে ললনা, মানা করেছিনু স্বামি কাল মানিল না॥

,, ৩ না কহিয়া অঙ্গদেরে কিছু তব বাণী, সুরপুরে গেলা চলি তব দেহ প্রাণী।
তারারে বিকল দেখি রাম বিচক্ষণ, জ্ঞান দিয়া মায়া তার করেন হরণ॥

,, ৪ ক্ষিতি অপ্‌ তেজ আর মরুৎ ও ব্যোম, পঞ্চ ভূতে সৃষ্ট এই নশ্বর জীবন।
প্রত্যক্ষ শরীর শুধু আত্মা অনশ্বর, তবে কেন কাঁদিতেছ হতেছ কাতর॥

,, ৫ জ্ঞান উপজিলে তারা ধরিল চরণ, পরম ভক্তির বর করিল বরণ।
হে উমা জানিও দারু পুত্তলিকা প্রায়, সবারে জগত মাঝে শ্রীরাম নাচায়॥

,, ৬ সুগ্রীবে দিলেন রাম সুঅনুশাসন, বালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হল সমাপন।
অনুজে ডাকিয়া রাম কহেন বুঝায়, সুগ্রীবেরে রাজ্যদান হ'বে কি বিধায়॥

,, ৭ রঘুপতি চরণেতে বিশ্বাস অপার, ব্যবস্থা করিল সবে যথা আজ্ঞা তার॥

দো ১১ ত্বরিত আহ্বান করে সবারে লক্ষ্মণ, পুরবাসী ছিল যত আর বিপ্রগণ।
রাজ্যাভিষেক হল রাজা সুগ্রীবের, যৌবরাজ্যে অভিষেক হল অঙ্গদের॥

চৌ ১ হে উমা রাম সম হিতকারী এ জগত মাঝে, গুরু পিতা মাতা ভ্রাতা কেহ না বিরাজে।
সুর নর সাধু মুনি সবারি এ রীতি, নিজ স্বার্থ লাগি এরা করে শুধু প্রীতি॥

,, ২ বালী ভয়ে দিবারাতি যেবা ব্যাকুলিত, চিন্তা জ্বলে বক্ষ মাঝে সারা দেহে ক্ষত।
করিলেন সে সুগ্রীবেরে সর্ব কপিরাজ, কোমল স্বভাব অতি রামচন্দ্র আজ॥

,, ৩ এ প্রভুরে ক'রে ত্যাগ যেবা জ্ঞাতসারে, কেননা পড়িবে সেই বিপদ সাগরে।
সুগ্রীবে ডাকিয়া দেন বহু উপদেশ, বহুবিধ রাজনীতি কহেন বিশেষ॥

,, ৪ কপীশ্বর সুগ্রীবেরে কহিলেন প্রভু, চতুর্দশ বর্ষ দেশে না ফিরিব কভু।
গ্রীষ্মকাল গত এবে বরষা ঋতুতে, কুটির ছাইয়া র'ব নিকটে পর্বতে॥

,, ৫ রাজ্য তব পাল সুখে অঙ্গদের সনে, আমার কর্মেরে সদা রাখিও স্মরণে।
সুগ্রীব বিদায় নিয়া নিজ গৃহে যায়, 'প্রবর্ষণ' শৈলে রাম কুটির বানায়॥

দো ১২ দেবতারা প্রথমেই পর্বতের পরে, রেখেছিল রম্য গুহা সুনির্মাণ করে।
কৃপানিধি রাম সেই সুরম্য গুহায়, আসি কিছুদিন বাস করেন তথায়॥

চৌ ১ সুন্দর বন কুসুমিত অতি সোভা, গুঞ্জত মধুপনিকর মধুলোভা।
কন্দ মুল ফল পত্র সুহায়ে, ভয়ে বহুত জব তেঁ প্রভু আয়ে ॥

" ২ দেখি মনোহর সৈল অনূপা, রহে তহঁ অনুজসহিত সুরভূপা।
মধুকর খগ মৃগ তনু ধরি দেবা, করহিঁ সিদ্ধ মুনি প্রভু কৈ সেবা ॥

" ৩ মঙ্গলরূপ ভয়উ বন তব তেঁ, কীন্হ নিবাস রমাপতি জব তেঁ।
ফটিকসিলা অতিসুভ্র সুহাঈ, সুখ আসীন তহাঁ দোউ ভাঈ ॥

" ৪ কহত অনুজ মন কথা অনেকা, ভগতি বিরতি নৃপনীতি বিবেকা।
বরষাকাল মেঘ নত ছায়ে, গর্জত লাগত পরম সুহায়ে ॥

দো ১৩ লছিমন দেখহু মোরগন নাচত বারিদ পেখি।
গৃহী বিরতিরত হরষ জস বিষ্ণুভগত কহঁ দেখি ॥

চৌ ১ ঘন ঘমণ্ড নত গরজত ঘোরা, প্রিয়াহীন ডরপত মন মোরা।
দামিনি দমকি রহ ন ঘন মাহীঁ, খল কৈ প্রীতি যথা থিরু নাহীঁ ॥

" ২ বরষহিঁ জলদ ভূমি নিয়রায়ে, জথা নবহিঁ বুধ বিদ্যা পায়ে।
বুন্দ অঘাত সহহিঁ গিরি কৈসে, খল কে বচন সন্ত সহ জৈসে ॥

" ৩ ছুদ্র নদী ভরি চলী তোরাঈ, জস থোরেহু ঘন ইতরাঈ।
ভূমি পরত ভা ঢাবর পানী, জনু জীবহি মায়া লপটানী ॥

" ৪ সিমিটি সিমিটি জল ভরহি তলাবা, জিমি সদগুন সজ্জন পহিঁ আবা।
সরিতাজল জলনিধি মহুঁ জাঈ, হোই অচল জিমি জিউ হরি পাঈ ॥

দো ১৪ হরিত ভুমি তৃনসঙ্কুল সমঝি পরহিঁ নহিঁ পন্থ।
জিমি পাখণ্ড বিবাদ তেঁ গুপ্ত হোহিঁ সদগ্রন্থ ॥

চৌ ১ দাদুরধুনি চহুঁ দিসা সুহাঈ, বেদ পঢ়হিঁ জনু বটুসমুদাঈ।
নবপল্লব ভয়ে বিটপ অনেকা, সাধকগন জস মিলে বিবেকা ॥

" ২ অর্ক জবাস পাত বিনু ভয়উ, জস সুরাজ খল উদ্যম গয়উ।
খোজত কতহুঁ মিলই নহিঁ ধুরী, করই ক্রোধ জিমি ধর্মহিঁ দূরী ॥

" ৩ সসিসম্পন্ন সোহ মহি কৈসী, উপকারী কৈ সম্পতি জৈসী।
নিসি তম ঘন খদ্যোত বিরাজা, জনু দম্ভিন কর মিলা সমাজা ॥

" ৪ মহাবৃষ্টি চলি ফুটি কিয়ারী, জিমি সুতন্ত্র ভয়ে বিগরহিঁ নারী।
কৃষী নিরাবহিঁ চতুর কিসানা, জিমি বুধ তজহিঁ মোহ মদ মানা ॥

" ৫ দেখিরত চক্রবাক খগ নাহীঁ, কলিহি পাই জিমি ধর্ম পরাহীঁ।
উষর বরষই অন্ন ন জামা, জিমি হরিজন হিয় উপজ ন কামা ॥

" ৬ বিবিধ জন্তুসঙ্কুল যহি ভ্রাজা, প্রজা বাঢ় জিমি পাই সুরাজা।
জহঁ তহঁ রহে পথিক থকি নানা, জিমি ইন্দ্রিয়গন উপজে জ্ঞানা ॥

চৌ ১ কুসুমিত তরুরাজি বন অতি শোভে, অলিকুল গুঞ্জরিত ফুলমধু লোভে।
ফল মূল কন্দ পত্র বিকশিত হয়, যবে থেকে প্রভু আসে প্রাচুর্যতা পায়॥

,, ২ অপরূপ শৈল শোভা করি নিরীক্ষণ, করেন সেথায় বাস শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
পরম শ্রীমন্ত হয় কানন সেথায়, যবে থেকে রমাপতি আসেন তথায়॥

,, ৩ খগ মৃগ অলি তনু ধরি দেবগণে, সেবা করে সবে রামে সিদ্ধ মুনি সনে।
শ্বেত শুভ্র স্ফটিকের সুন্দর পাষাণে, দুই ভ্রাতা রহে সেথা বসি সুখাসনে॥

,, ৪ কহেন অনুজ সনে বিবিধ বারতা, ভক্তি রাজনীতি আর বৈরাগ্যের কথা।
আকাশ আচ্ছন্ন মেঘে যবে বর্ষাকালে, মেঘের গর্জন হয় কত ছন্দে তালে॥

দো ১৩ দেখ হে লক্ষ্মণ ওই ময়ূর নাচন, মেঘের দর্শন লভি আনন্দে মগন।
গৃহীরা দেখিয়া সুখী যেমন অন্তরে, বৈরাগী সর্বস্ব ত্যাগী বৈষ্ণব সাধুরে॥

চৌ ১ মেঘের গর্জন শুন হয় গুরু গুরু, প্রিয়া বিনা হৃদি মোর কাঁপে দুরু দুরু।
দামিনী চমকে ক্ষণ মেঘের মাঝারে, খল প্রীতি মনে হয় এই ব্যবহারে॥

,, ২ জলধারা নতি সহ পৃথিবীতে পড়ে, জ্ঞানী যেন নত হয় বহু বিদ্যা ভারে।
সহস্র বারির বিন্দু শৈল ধীরে বহে, খলের বাক্যের স্রোত সাধু যথা সহে॥

,, ৩ ক্ষুদ্র নদী জলে ভরি চলে দম্ভ ভরে, ক্ষুদ্র ধন গর্বে যথা উন্মত্ত সে নরে।
ভূমির সংস্পর্শে আসি বারি আবিলতা, মায়াতে জড়িত হ'য়ে যেমন জীবাত্মা॥

,, ৪ একত্র হইয়া বারি পূর্ণ সরোবর, যে ভাবে সজ্জন হয় গুণের আকর।
স্রোতস্বিনী সিন্ধুমাঝে পশিয়া বিলীন, হরিপদ প্রাপ্ত জীব যথা ব্রহ্মে লীন॥

দো ১৪ সবুজ বরণ ভূমি তৃণ আচ্ছাদিত, পদচিহ্ন যাহা ছিল সকলি বিগত।
নাস্তিক প্রকোপে যথা কুতর্কের মাঝে, সদগ্রন্থ লুকায় সব বিভ্রান্ত সমাজে॥

চৌ ১ ডাকিছে দাদুর শুন চতুর্দিকে কত, ব্রাহ্মণ বালকে যেন বেদ পাঠে রত।
নূতন পল্লব হের অনেক তরুতে, উৎপন্ন বিবেক যেন সাধক চিত্ততে॥

,, ২ আকন্দ জরাস তৃণ* পত্রহীন সবে, খলের উদ্যম নষ্ট সুরাজ্যে যে ভাবে।
না পাবে ধূলির চিহ্ন শতেক খুঁজিলে, ক্রোধ যথা ধর্মনাশ করে অবহেলে॥

,, ৩ শস্যক্ষেত্রে পূর্ণ শোভা ধরণী যেমতি, প্রত্যুপকারীর ধন সম্পত্তি তেমতি।
নিশার আঁধারে শত জোনাকি বিরাজে, দাম্ভিক দুর্জন যথা বিরাজে সমাজে॥

,, ৪ সুবর্ষণে অবিন্যস্ত ফুলের কেয়ারি, বিপথে সতন্ত্র হ'য়ে যথা চলে নারী।
আগাছা নিড়ায় যথা কৃষাণ চতুর, বিজ্ঞ জনে মদ মোহ যথা করে দূর॥

,, ৫ চক্রবাক পক্ষী আজি দেখা নাহি যায়, কলিযুগে ধর্মকর্ম যেমন না রয়।
ঊষর ভূমিতে তৃণ কভু না জন্মায়, সাধু হৃদে কামনার উদ্ভেদ না হয়॥

,, ৬ বিবিধ পতঙ্গ কীট বিরাজে মহীতে, সুরাজ্যে প্রজার বৃদ্ধি হয় যেই মতে।
যেথা সেথা পথিকেরা থমকি দাঁড়ায়, ইন্দ্রিয় জ্ঞানোন্মেষে যেই মত রয়॥

---

* এক প্রকার তৃণ যাহা বর্ষাকালে পত্রহীন হয়।

দো ১৫ কবহুঁ প্রবল চল মারুত জহঁ তহঁ মেঘ বিলাহিঁ।
জিমি কপূত কে উপজে কুল সদ্ধর্ম নসাহিঁ॥

" ১৬ করহঁ দিবস মহুঁ নিবিড়তম কবহুঁক প্রগট পতঙ্গ।
বিনসই উপজই জ্ঞান জিমি পাই কুসঙ্গ সুসঙ্গ॥

চৌ ১ বরষা বিগত সরদরিতু আঈ, লছিমন দেখহু পরম সুহাঈ॥
ফুলে কাস সকল মহি ছাঈ, জনু বরষারিতু প্রগট বুঢ়াঈ॥

" ২ উদিত অগস্ত পন্থজল সোথা, জিমি লোভহি সোখই সন্তোষা।
সরিতাসর নির্মলজল সোহা, সন্তহৃদয় জস গত মদ মোহা॥

" ৩ রস রস সুখ সরিত সর পানী,মমতাত্যাগ করহিঁ জিমি জ্ঞানী।
জানি সরদরিতু খঞ্জন আয়ে, পাই সময় জিমি সুকৃত সুহায়ে॥

" ৪ পঙ্ক ন রেনু সোহ অসি ধরনী, নীতি নিপুন নৃপ কৈ জসি করনী।
জলসঙ্কোচ বিকল ভই মীনা, অবুধ কুটুম্বী জিমি ধনহীনা॥

" ৫ বিনু ঘন নির্মল সোহ অকাসা, হরিজন ইব পরিহরি সব আসা।
কহুঁ কহুঁ বৃষ্টি সারদী থোরী, কোউ এক পাব ভগতি জসি সোরী॥

দো ১৭ চলে হরষি তজি নগর নৃপ তাপস বনিক ভিখারি,
জিমি হরিভগতি পাই শ্রম তজহিঁ আশ্রমী চারি।

চৌ ১ সুখী মীন যে নীর অগাধা, জিমি হরিসরন ন একউ বাধা।
ফুলে কমল সোহপর কৈসা, নির্গুন ব্রহ্ম সগুন ভয়ে জৈসা॥

" ২ গুঞ্জত মধুকর মুখর অনূপা, সুন্দর খগরব নানারূপা।
চক্রবাকমন দুখ নিসি পেখী, জিমি দুরজন পরসম্পতি দেখী॥

" ৩ চাতক রটত তৃষা অতি ওহী, জিমি সুখ লহই ন শঙ্করদ্রোহী।
সরদাতপ নিসি সসি অপহরঈ, সন্তদরস জিমি পাতক টরঈ॥
দেখি ঈন্দু চকোরসমুদাঈ, চিতবহিঁ জিমি হরিজন হরি পাঈ।
মসকদংস বীতে হিমত্রাসা, জিমি দ্বিজদ্রোহ কিয়ে কুলনাসা॥

দো ১৮ ভূমি জীব সঙ্কুল রহে গয়ে সরদরিতু পাই।
সদগুরু মিলে জাহিঁ জিমি সংসয় ভ্রম সমুদাই॥

চৌ ১ বরষা গত নির্মল রিতু আঈ, সুধি ন তাত সীতা কৈ পাঈ।
এক বার কৈসেহুঁ সুধি জানউঁ, কালহু জীতি নিমিষ মহুঁ আনউঁ॥

" ২ কতহুঁ রহউ জোঁ জীবত হোঈ, তাত জতনু করি আনউঁ সোঈ॥
সুগ্রীবহুঁ সুধি মোরি বিসারী, পাবা রাজ কোস পুর নারী॥

দো ১৫ কখনো প্রবল বেগে বায়ু বহি যায়, যত্র যত্র ঘন মেঘ আকাশে ছড়ায়।
কুপুত্র কুলেতে যবে জন্ম লাভ করে, স্বধর্ম সম্পত্তি নাশে যথা হেলা ভরে ॥

„ ১৬ কখন দিবস মাঝে ঘন অন্ধকার, কখনো বা প্রকাশিছে দেব দিবাকর।
কুসঙ্গে যেমন নাশে জ্ঞান ধর্ম সব, সুসঙ্গেতে হয় যথা জ্ঞানের উদ্ভব ॥

চৌ ১ বর্ষা গত শরতের প্রকাশ সুন্দর, হের হে লক্ষ্মণ এই ঋতু মনোহর।
কাশ পুষ্পে আচ্ছাদিত সর্ব মহীতল, ঘোষিছে বর্ষার যেন বার্দ্ধক্য প্রবল ॥

„ ২ অগস্ত্য নক্ষত্র নভে শুষে মহীজল, লোভেরে যেমন নাশে সাধুরা সকল।
নদী ও সরসী জল নির্মল কেমন, মদ মোহ গত হৃদে সাধুর যেমন ॥

„ ৩ তটিনী সরসী জল উবে ধীরে ধীরে, মমতা জ্ঞানীর মন ত্যজে যে প্রকারে।
এসেছে খঞ্জন জানি শরত প্রকাশ, সুসময়ে কীর্তি যথা স্বতঃই বিকাশ ॥

„ ৪ না ধূলি না পঙ্কে আজি ধরণী শোভিত, নীতিবান নৃপ যেন কর্তব্যে নিরত।
সঙ্কীর্ণ বারির মাঝে মীন অস্থিরতা, ধনী জ্ঞাতি মাঝে মূঢ় ধনহীন যথা ॥

„ ৫ মেঘ বিনা সুনির্মল আকাশ সুন্দর, সকল কামনা ত্যজে যথা ভক্ত নর।
শরৎ ঋতুতে কভু মৃদু বর্ষা হয়, যেমন ক্বচিৎ কেহ মোর ভক্তি পায় ॥

দো ১৭ প্রসন্ন নৃপতি চলে রাজধানী ত্যজি, বণিক ভিখারী সাধু দেখ পথে আজি।
হরিভক্তি লভি ধন্য হ'য়ে ভক্তজন, চারিটি *আশ্রম ত্যাগ করেন যেমন ॥

চৌ ১ অগাধ সলিলে মৎস্য হ'ল সুখী যদা, অগাধ জ্ঞানেতে হরি প্রাপ্তি নাহি বাধা।
কমল যেমন শোভে পূর্ণ সরসীতে, তেমনি নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ প্রেমেতে ॥

„ ২ অপূর্ব গুঞ্জন করে যত মধুকরে, বিহঙ্গ কাকলি কত নানাবিধ স্বরে।
চখা সে নিশারে দেখি অতি দুখী মনে, দুর্জ্জন যেমন দুখী দেখি পরধনে ॥

„ ৩ চাতক ক্রন্দন করে অতি তৃষ্ণা তার, শঙ্কর দ্রোহীর যথা সুখ নাহি আর।
শরত নিশিতে শশী দিবা তাপ হরে, সাধুর দর্শনে পাপ যথা যায় দূরে ॥
চকোর সমাজ দেখে শশী নির্নিমেষে, হরির দর্শন পায় হরিভক্ত শেষে।
মশক দংশক ধ্বংস হয় হিম ত্রাসে, দ্বিজদ্রোহী যেইরূপ নিজ বংশ নাশে ॥

দো ১৮ শরতে পতঙ্গ কীট সবি চলি যায়, মিটায় সদ্‌গুরু যথা সকল সংশয় ॥

চৌ ১ সুনির্মল ঋতু এলে অন্তেতে বর্ষার, এখনো মিলিল না ত সংবাদ সীতার।
একবার কোন মতে পেলে বার্তা কোন, নিমেষে আনিব জিনি কালেরেও জেন ॥

„ ২ যেখানে রহুক সীতা রহিলে জীবিত, আনিবই কোনমতে তারে আমি তাত।
সুগ্রীবত পাইয়া এবে ধন রাজ্য নারী, ভুলিয়াছে মোর কথা প্রতিজ্ঞা পাসরি ॥

* ১। ব্রহ্মচর্য, ২। গৃহস্থাশ্রম, ৩। বানপ্রস্থ, ৪। সন্ন্যাস।

চৌ ৩ জেহি সায়ক মারা মৈঁ বালী, তেহি সর হতউঁ মূঢ় কহঁ কালী।
জাসু কৃপা ছুটহিঁ মদ মোহা, তা কহুঁ উমা কি সপনেহুঁ কোহা॥

„ ৪ জানহিঁ যহ চরিত্র মুনি জ্ঞানী, জিন্হ রঘুবীর চরন রতি মানী।
লছিমন ক্রোধবন্ত প্রভু জানা, ধনুষ চড়াই গহে কর বানা॥

দো ১৯ তব অনুজহিঁ সমুঝাবা রঘুপতি করুনাসীব,
ভয় দেখাই লেই আৱহু তাত সখাসুগ্রীব॥

চৌ ১ ইহাঁ পবনসুত হৃদয় বিচারা, রামকাজু সুগ্রীৱঁ বিসারা॥
নিকট জাই চরনন্হি সিরু নাবা, চারিহু বিধি তেহি কহি সমুঝাবা॥

„ ২ সুনি সুগ্রীব পরমভয় মানা, বিষয় মোর হরি লীন্হেউ জ্ঞানা।
অব মারুতসুত দূতসমূহা, পঠবহু জহঁ তহঁ বানরজূহা॥

„ ৩ কহেহু পাখ মহুঁ আব ন জোঈ, মোরে কর তা কর বধ হোঈ।
তব হনুমন্ত বোলায়ে দূতা, সব কর করি সনমান বহূতা॥

„ ৪ ভয় অরু প্রীতি নীতি দেখরাঈ, চলে সকল চরনন্হি সিরু নাঈ।
এহি অবসর লছিমন পুর আয়ে, ক্রোধ দেখি জহঁ তহঁ কপি ধায়ে॥

দো ২০ ধনুষ চঢ়াই কহা তব জারি করউঁ পুর ছার।
ব্যাকুল নগর দেখি তব আয়উ বালিকুমার॥

চৌ ১ চরন নাই সিরু বিনতী কীন্হী, লছিমনু অভয়বাঁহ তেহি দীন্হী।
ক্রোধবন্ত লছিমন সুনি কানা, কহ কপীস অতিভয় অকুলানা॥

„ ২ সুনু হনুমন্ত সঙ্গ লেই তারা, করি বিনতী সমুঝাউ কুমারা।
তারা সহিত জাই হনুমানা, চরন বন্দি প্রভু সুজস্ বখানা॥

„ ৩ করি বিনতী মন্দির লেই আয়ে, চরন পখারি পলঙ্গ বৈঠায়ে।
তব কপীস চরনন্হি সিরু নাৱা, গহি ভুজ লছিমন কণ্ঠ লগাবা॥

„ ৪ নাথ বিষয়সম মদ কছু নাহীঁ, মুনিনন মোহ করই ছন মাহীঁ।
সুনত বিনীতবচন সুখ পাবা, লছিমন তেহি বহুবিধি সমুঝাবা॥

„ ৫ পবন তনয় সব কথা সুনাঈ, জেহি বিধি গয়ে দূতসমুদাঈ॥

দো ২১ হরষি চলে সুগ্রীৱঁ তব অঙ্গদাদি কপি সাথ।
রামানুজ আগে করি আয়ে জহঁ রঘুনাথ॥

চৌ ১ নাই চরন সিরু কহ কর জোরী, নাথ মোহি কছু নাহিঁন থোরী।
অতিসয় প্রবল দেব তব মায়া, ছুটই রাম করহু জৌঁ দায়া॥

„ ২ বিষয়বস্য সুর নর মুনি স্বামী, মৈঁ পামর পসু কপি অতি কামী।
নারিনয়ন সর জাহি ন লাগা, ঘোর ক্রোধ তম নিসি জো জাগা॥

চৌ ৩ যে প্রচণ্ড শরে বধ করিয়াছি বালী, সেই শরে মূঢ়ে হত্যা করিবই কালি।
"মদ মোহ ক্রোধ যায় যাহার কৃপাতে, সে কি জ্বলে ক্রোধে তার কভু স্বপনেতে ॥"
এ কেবল নরলীলা দেখাবার তরে, স্নেহ প্রীতি ঘৃণা ক্রোধ যথা হয় নরে ॥

,, ৪ এ চরিত্র বোঝে শুধু মুনি জ্ঞানবান, রাম চরণেতে মতি যে করেছে দান।
প্রভুরে ক্রোধের বশ দেখিয়া লক্ষ্মণ, চলিল হস্তেতে ল'য়ে বাণ শরাসন ॥

দো ১৯ রঘুপতি রাম যিনি করুণা নিধান, তখন অনুজে তাঁর যতনে বোঝান।
দেখাইয়া ভয় শুধু আনিবে তাহারে, প্রাণে না মারিবে মোর সুগ্রীব সখারে ॥

চৌ ১ এদিকে পবন সুত দেখিল বিচারি, রাম কার্য কপীশ্বর গিয়াছে বিসরি।
প্রণমি চরণে তবে বুঝাল সুগ্রীবে, শম দম দণ্ড ভেদ নীতি চারি ভাবে ॥

,, ২ শুনিয়া সুগ্রীব মনে অতিশয় ভীতি, বিষয় মোহেতে মোর বুদ্ধি অবনতি।
এখনি পাঠাও দূত তুমি হনুমান, যেথা যেথা কপিগণ করে অবস্থান ॥

,, ৩ কহিও পক্ষের মাঝে না আসিলে ফিরে, নিজ হস্তে পাঠাইব তারে যমপুরে।
তখন পবন সুত ডাকে দূতগণে, স্বাগত করিল সবে অনেক সম্মানে ॥

,, ৪ ভয় আর প্রীতি নীতি তাদের দেখালে, চরণ বন্দনা করি দূতগণ চলে।
ইতিমধ্যে পুর মাঝে আসেন লক্ষ্মণ, ক্রোধ দেখি যত্র তত্র ধায় কপিগণ ॥

দো ২০ ধনুকে সন্ধানি শর কহেন লক্ষ্মণ, শরাগ্নিতে পুর ধ্বংস করিব এখন।
পুরবাসী কাঁপে সবে মনে অতি ভয়, তখন অঙ্গদ আসে বালীর তনয় ॥

চৌ ১ চরণে প্রণত শির বিনীত বচন, অভয় দিলেন তারে তখন লক্ষ্মণ।
শুনিতে পাইয়া আজি লক্ষ্মণ ক্রোধিত, সুগ্রীব সম্রাট কপি হন অতি ভীত ॥

,, ২ হনুমন্ত যাও শীঘ্র তারা দেবী সাথে, কুমারে মিনতি করি বুঝাও সাক্ষাতে।
তারা সাথে হনুমান বন্দিল চরণ, প্রভুর সুযশ গাহি লইল শরণ ॥

,, ৩ বিনতি করিয়া আনে রাজার ভবন, পদ প্রক্ষালন করি দেয় শ্রেষ্ঠাসন।
কপীশ রাখিল শির চরণের পরে, বাহু ধরি লক্ষ্মণেরে কণ্ঠলগ্ন করে ॥

,, ৪ হে নাথ বিষয় সম পাপ নাহি হয়, ক্ষণেকে মোহিত করে মুনিরও হৃদয়।
বিনীত বচন শুনি সন্তোষ লক্ষ্মণে, উপদেশ দেন নানা যথা প্রয়োজনে ॥

,, ৫ পবন নন্দন করে ব্যক্ত সমুদয়, যে ভাবে সে দূতগণে সর্বত্র পাঠায়।

দো ২১ সুগ্রীব চলিল তবে অতি হর্ষ ভরে, সাথে ল'য়ে কপিযূথ আর অঙ্গদেরে।
রামানুজ অগ্রে যান পিছে কপিগণ, আসিল সকলে যেথা রঘুপতি র'ন ॥

চৌ ১ চরণে প্রণত শির করি করজোড়, কহিল সুগ্রীব প্রভু দোষ নাই মোর।
অতীব প্রবল দেব তোমার সে মায়া, যায় তারি যার প্রতি কর তুমি দয়া ॥

,, ২ বিষয়ে বিবশ সুর নর মুনি স্বামি, আমি ত বনের পশু অতিশয় কামী।
নারীর নয়ন বাণ নাহি বিঁধে যারে, প্রবল ক্রোধের নিশি যে জাগিতে পারে ॥

চৌ ৩ লোভপাস জেহি গরন বঁধায়া, সো নর তুম্হ সমান রঘুরায়া।
যহ গুন সাধন তেঁ নহি হোঈ, তুম্হরী কৃপা পাব কোই কোঈ ॥
,, ৪ তব রঘুপতি বোলে মুস্কাঈ, তুম্হ প্রিয় সোহি ভরত জিমি ভাঈ।
অব সোই জতন করহু মন লাঈ, জেহি বিধি সীতা কৈ সুধি পাঈ ॥
দো ২২ এহি বিধি হোত বতকহী আয়ে বানরজুথ।
নানাবরন সকল দিসি দেখিয় কীসবরূথ ॥
চৌ ১ বানরকটক উমা মৈঁ দেখা, সো মুরখ জো করন চহ লেখা।
আই রামপদ নাবহিঁ মাথা, নিরখি বদনু পব হোহিঁ সনাথা ॥
,, ২ অস কপি এক ন সেনা মাহীঁ, রাম কুসল জেহি পূছী নাহীঁ।
যহ কছু নহিঁ প্রভু কৈ অধিকাঈ, বিশ্বরূপ ব্যাপক রঘুরাঈ ॥
,, ৩ ঠাঢ়ে জহঁ তহঁ আয়সু পাঈ, কহ সুগ্রীবঁ সবহিঁ সমুঝাঈ।
রামকাজু অরু মোর নিহোরা, বানর জুথ জাহু চহুঁ ওরা ॥
চৌ ৪ জনকসুতা কহুঁ খোজহু জাঈ, মাসদিবস মহুঁ আয়হু ভাঈ।
অবধি মেটি জো বিনু সুধি পায়ে, আবই বনিহি সো মহি মরায়ে॥
দো ২৩ বচন সুনত সব বানর জহঁ তহঁ চলে তুরন্ত।
তব সুগ্রীবঁ বোলায়ে অঙ্গদ নল হনুমন্ত ॥
চৌ ১ সুনহু নীল অঙ্গদ হনুমানা, জামবন্ত মতিধীর সুজানা।
সকল সুভট মিলি দচ্ছিন জাহু, সীতাসুধি পুছেহু সব কাহু ॥
,, ২ মন ক্রম বচন সো জতনু বিচারেহু, রামচন্দ্র কর কাজু সঁবারেহু ॥
ভানুপীঠি সেইয় উর আগী, স্বামিহি সব ভাব ছল ত্যাগী ॥
,, ৩ তজি মায়া সেইয় পরলোকা, মিটহি সকল ভবসম্ভব সোকা।
দেহ ধরে কর যহ ফলু ভাঈ, ভজিয় রাম সব কাম বিহাঈ ॥
,, ৪ সোই গুনজ্ঞ সোঈ বড়ভাগী, জো রঘুবীর চরন অনুরাগী।
আয়সু মাঁগি চরন সিরু নাঈ, চলে হরষি সুমিরত রঘুরাঈ ॥
,, ৫ পাছে পবনতনয় সিরু নাবা, জানি কাজু প্রভু নিকট বোলাবা।
পরসা সীস সরোরুহপানী, করমুদ্রিকা দীন্হি জন জানী ॥
,, ৬ বহু প্রকার সীতহিঁ সমুঝায়েহু, কহি বল বিরহ বেগি তুম্হ আয়েহু।
হনুমত জনম সুফল করি মানা, চলেউ হৃদয় ধরি কৃপানিধানা ॥
,, ৭ জদ্যপি প্রভু জানত সব বাতা, রাজনীতি রাখত সুরত্রাতা ॥
দো ২৪ চলে সকল বন খোজত সরিতা সর গিরি খোহ।
রাম কাজ লয় লীন মন বিসরা তন কর ছোহ ॥
চৌ ১ কতহুঁ হোই নিসিচর সো ভেঁটা, প্রান লেহিঁ এক এক চপেটা।
বহু প্রকার গিরি কানন হেরহিঁ, কোউ মুনি মিলই তাহি সব ঘেরহিঁ ॥

চৌ ৩ লোভের বন্ধন হতে মুক্ত যেই নর, সেই ত তোমার সম জানি রঘুবর।
সাধনাতে এই সব গুণ নাহি হয়, তোমারি কৃপায় প্রভু কেহ কভু পায়॥
" ৪ মৃদু হাসি কহিলেন তবে রঘুপতি, তুমি মোর প্রিয় সখা ভরত যেমতি।
এখন যতন কর মন দিয়া সখা, যেভাবে পাইতে পারি জানকীর দেখা॥
দো ২২ এ ভাবেতে আলোচনা হতেছে যখন, অসংখ্য বানর যূথ আসিল তখন।
নানা বর্ণ অতি বল মর্কটের সেনা, চতুর্দিকে ছেয়ে যায় না যায় বর্ণনা॥
চৌ ১ হে পার্বতি দেখিয়াছি আমি সেই সেনা, মূর্খ যেই সেই চাহে করিতে গণনা।
আসিয়া রামের পদে মাথা করে নত, দেখিয়া শ্রীমুখ তাঁর রইল কৃতার্থ॥
" ২ এ বিপুল সেনা মাঝে কেহ নাহি ছিল, কুশল প্রশ্ন রাম যারে না পুছিল।
প্রভু কাছে নাহি কিছু অসম্ভব পর, বিশ্বরূপে ব্যাপ্ত যিনি রাম রঘুবর॥
" ৩ সকলে দাঁড়ায় স্থির পাইয়া আদেশ, কহিল সুগ্রীব সবে বুঝায়ে বিশেষ।
রামকার্য তরে মোরে করিয়া বাধিত, চতুর্দিকে যাও সবে হে বানর যূথ॥
" ৪ জনক নন্দিনী খোঁজ সকলে করিবে, একমাস মধ্যে ভাই ফিরিয়া আসিবে।
মাস গতে না ফিরিলে বার্ত্তা সহ কেহ, স্বহস্তে মারিব তারে নাহিক সন্দেহ॥
দো ২৩ লভিয়া আদেশ তবে বানরের দল, চলিল যে যার পথে অতীব চঞ্চল।
সুগ্রীব তখন করে আদরে আহ্বান, অঙ্গদাদি বীরগণে আর হনুমান॥
চৌ ১ শুন নীল হে অঙ্গদ বীর হনুমান, ধীর স্থির মতি মন্ত্রী শুন জাম্বুবান।
সকল সুসৈন্য ল'য়ে দক্ষিণে যাইও, সীতার সংবাদ লাগি সবারে পুছিও॥
" ২ কায়-মনো-বাক্যে সবে করিও যতন, রামচন্দ্র কার্য যাতে শুভ সম্পাদন।
পৃষ্ঠে সূর্য জঠরেতে সেবি' হুতাশন, স্বামী কার্য অকপটে করিবে পালন॥
" ৩ মায়া ত্যজি যে মুমুক্ষু পরলোক ভজে, সর্ব দুঃখ যায় মিটে এ সংসার মাঝে।
বেদের পরম ধর্ম জেনো ভাই সব, সব ত্যজি রাম কার্য করিবে সম্ভব॥
" ৪ সেই ত পরম জ্ঞানী অতি ভাগ্যবান, রঘুবীর চরণেতে যেবা মতিমান।
আদেশ লভিয়া করি চরণে প্রণাম, চলিল হরষে সবে স্মরি রঘুরাম॥
" ৫ পবন তনয় ফিরি শির করে নত, নিকটে ডাকেন প্রভু হইয়া আশ্বস্ত।
শ্রীকর কমল রাখি তার শিরোপরে, অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দিলেন তাহারে॥
" ৬ সীতারে আশ্বস্ত কোরো বিবিধ প্রকারে, কহি মোর বলবীর্য শীঘ্র এসো ফিরে।
হনুমান ভাবে তার সফল জীবন, চলে কৃপাসিন্ধু স্মরি' হৃদে অনুক্ষণ॥
" ৭ হে পার্বতি যদ্যপি প্রভুর কাছে সকল প্রতীতি, সুরত্রাতা মানিলেন এই রাজনীতি।
দো ২৪ চলিয়া সকলে খোঁজে বনের মাঝারে, সরোবরে নদীনীরে পর্বতে কান্তারে।
রামকার্যে তন্মন সবাই অর্পিল, শারীরিক ক্লেশ তুচ্ছ সকলে ভুলিল॥
চৌ ১ কোথাও মিলিল যবে রাক্ষসের সাথে, হরণ করিল প্রাণ এক মুষ্ট্যাঘাতে॥
বিবিধ প্রকার গিরি কান্তার হেরিল, কোথাও মিলিলে মুনি তাহারে ঘেরিল॥

চৌ ২ লাগি তৃষা অতিসয় অকুলানে, মিলই ন জল ঘন গহন ভুলানে।
মন হনুমান কীন্হ অনুমানা, মরন চহত সব বিনু জলপানা॥
,, ৩ চঢ়ি গিরিসিখর চহূঁ দিসি দেখা, ভূমি বিবর এক কৌতুক পেখা।
চক্রবাক বক হংস উড়াহীঁ, বহুতক খগ প্রবিসহিঁ তেহি মাহীঁ॥
,, ৪ গিরি তেঁ উতরি পবনসুত আৰা, সব কহুঁ লেই সোই বিবর দেখাবা।
আগে করি হনুমন্তহিঁ লীন্হা, পৈঠে বিবর বিলম্বু ন কীন্হা॥
দো ২৫ দীখ জাই উপবন বর সব বিকসিত বহু কঞ্জ।
মন্দির এক রুচির তহঁ বৈঠি নারি তপপুঞ্জ॥
চৌ ১ দূরি তেঁ তাহি সবন্হি সিরু নাৰা, পূছে নিজ বৃত্তান্ত সুনাৰা।
তেহি তব কহা করহু জলপানা, খাহু সুরস সুন্দর ফল নানা॥
,, ২ মজ্জনু কীন্হ মধুর ফল খায়ে, তাসু নিকট পুনি সব চলি আয়ে।
তেহি সব আপনি কথা সুনাঈ, মৈঁ অব জাব জহাঁ রঘুরাঈ॥
,, ৩ মুঁদহু নয়ন বিবর তজি জাহূ, পৈহহু সীতহিঁ জনি পছিতাহূ।
নয়ন মুদি পুনি দেখহিঁ বীরা, ঠাঢ়ে সকল সিন্ধু কে তীরা॥
,, ৪ সো পুনি গঈ জহঁা রঘুনাথা, জাই কমলপদ নায়েসি মাথা।
নানা ভাঁতি বিনয় তেহি কীন্হী, অনপায়নী ভগতি প্রভু দীন্হী॥
দো ২৬ বদরীবন কহুঁ সো গঈ প্রভুঅজ্ঞা ধরি সীস।
উর ধরি রাম চরন জুগ জে বন্দত অজ ঈস॥
চৌ ১ ইহাঁ বিচারহিঁ কপি মন মাহীঁ, বীতী অবধি কাজু কছু নাহীঁ।
সব মিলি কহহিঁ পরসপর বাতা, বিনু সুধি লয়ে করব কা ভ্রাতা॥
,, ২ কহ অঙ্গদ লোচন ভরি বারী, দুহুঁ প্রকার ভই মৃত্যু হমারী।
ইহাঁ ন সুধি সীতা কৈ পাঈ, উহাঁ গয়ে মারিহি কপিরাঈ॥
,, ৩ পিতা বধে পর মারত মোহা, রাখা রাম নিহোর ন ওহা।
পুনি পুনি অঙ্গদ কহ সব পাহীঁ, মরন ভয়েউ কছু সংসয় নাহীঁ॥
,, ৪ অঙ্গদবচন সুনত কপিবীরা, বোলি ন সকহিঁ নয়ন বহ নীরা।
ছন এক সোচমগন হোই গয়উ, পুনি অস বচন কহত সব ভয়উ॥
,, ৫ হম সীতা কৈ সোধ বিহীনা, নহিঁ জৈহহিঁ জুবরাজ প্রবীনা॥
অস কহি লবন সিন্ধু তট জাঈ, বৈঠে কপি সব দর্ভ ভসাঈ॥
,, ৬ জামবন্ত অঙ্গদদুখ দেখী, কহী কথা উপদেসবিসেসী।
তাত রাম কহুঁ নর জনি মানহু, নির্গুনব্রহ্ম অজিত অজ জানহু॥
,, ৭ হম সব সেবক অতি বড় ভাগী, সন্তত সগুন ব্রহ্ম অনুরাগী॥
দো ২৭ নিজইচ্ছা অবতরই প্রভু সুর মহি গো দ্বিজলাগি।
সগুনউপাসক সঙ্গ তহঁ রহহিঁ মোচ্ছসুখ ত্যাগি॥

চৌ ২ গহন বনের মাঝে পথ ভ্রান্ত হই', তৃষ্ণায় ফাটিল ছাতি কোথা জল নাহি।
হনুমান ভাবে মনে বুঝি ভগবান, বারি বিনা ল'বে আজি সবাকার প্রাণ॥
„ ৩ পর্বত শিখরে উঠি চতুর্দিকে হেরে, অতীব আশ্চর্য এক বিল দেখে দূরে।
রাজহংস চক্রবাক সারস কাতারে, উড়ে চলে জল তরে সেই বিল ধারে॥
„ ৪ গিরি হতে উত্তরিয়া পবন নন্দন, সকলেরে করাইল সে বিল দর্শন।
হনুমানে অগ্রে ল'য়ে চলিল সকলে, বিলম্ব না করি আসে জলাশয় স্থলে॥
দো ২৫ অপূর্ব কানন দেখে সেই স্থানে আসি, বিকশিত জলাশয়ে কুমুদের রাশি।
সুন্দর মন্দির এক উদ্যানের শোভা, রমণী বসিয়া সেথা তপঃপুঞ্জ প্রভা॥
চৌ ১ দূর হতে সবে তারে শির নত করে, পুছিলে বৃত্তান্ত নিজ কহিল তাহারে।
অনুমতি দিল সবে পান কর জল, সরস সুন্দর স্বাদু খাও নানা ফল॥
„ ২ স্নান করি জলাশয়ে মিষ্ট ফল খাই', তপস্বিনী কাছে ফিরে আসিল সবাই।
তপস্বিনী নিজ কথা সবারে শুনান, এখন যাইব আমি যেথা রঘুরাম॥
„ ৩ মুদিয়া নয়ন সবে যাও বিল হতে, কোরোনা ভাবনা পাবে দেখা সীতা সাথে।
নয়ন মুদিয়া ক্ষণ দেখে সব বীর, দাঁড়ায়ে সকলে আছে মহোদধি তীর॥
„ ৪ তিনি চলিলেন তবে র'ন যথা রাম, চরণ কমলে তাঁর করিল প্রণাম।
বিবিধ বিনতি তাঁরে তপস্বিনী করে, অনন্য ভক্তির পন্থা প্রভু দেন তারে॥
দো ২৬ বিরিঞ্চি শঙ্কর ভজে চরণ যাঁহার, সেই রাম পদযুগ ধরি হৃদে তার॥
প্রভু আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তখনি, বদরিকা আশ্রমেতে চলিল রমণী॥
চৌ ১ এ দিকে কপিরা ভাবে মনে মহা ভয়, কিছুই হল না কাজ মাস গত হয়।
সকলে বিমর্ষ হ'য়ে কহে পরস্পরে, মিলে না সংবাদ কিছু কি করিব পরে॥
„ ২ কহিল অঙ্গদ তবে নয়নেতে বারি, উভয় প্রকারে হবে মরণ আমারি।
না পেনু সংবাদ কিছু সীতার এধারে, ফিরে গেলে কপীশ্বর মারিবে আমারে॥
„ ৩ পিতার মৃত্যুর পর মারিতই মোরে, রামের সম্মানে শুধু প্রাণ রক্ষা করে।
পুনঃ পুনঃ কহে সবে অঙ্গদ তথায়, মরণ নিশ্চিত হবে নাহিক সংশয়॥
„ ৪ অঙ্গদ বচন শুনি সব কপি বীর, কহিতে না পারে কিছু নয়নেতে নীর।
একই মুহূর্তে সব শোকমগ্ন হয়, ক্ষণপরে এইরূপ কথা সবে কয়॥
„ ৫ হে অঙ্গদ শুন তুমি জ্ঞানী যুবরাজ, সীতার সংবাদ বিনা ফিরিব না আজ।
লবন সাগর তটে বীর কপিগণ, বসিল বিছায়ে সবে কুশের আসন॥
„ ৬ জাম্বুবান তবে দুঃখী অঙ্গদে হেরিয়া, উপদেশ দিল তারে বিশেষ করিয়া।
হে তাত রামেরে তুমি ভাবিও না নর, নির্গুণ ব্রহ্মই তিনি অজেয় অমর॥
„ ৭ আমরা সেবক তাঁর ভাগ্যবান অতি, সদাই সগুণ ব্রহ্মে প্রেমময় মতি।
দো ২৭ স্ব ইচ্ছায় অবতীর্ণ প্রভু মহীতলে, গো ব্রাহ্মণ সুর পৃথ্বী বাধিত সকলে।
মোক্ষ লাভ সর্ব সুখ না করি ভাবনা, সগুণ ব্রহ্মেরে সবে কর উপাসনা॥

চৌ ১ এহি বিধি কথা কহহিঁ বহু ভাঁতী, গিরিকন্দরা সুনী সম্পাতী।
বাহের হোই দেখে বহু কীসা, মোহি অহারু দীন্হ জগদীসা ॥
„ ২ আজু সবহি কহঁ ভচ্ছন করউ, দিন বহু চল অহার বিনু মরউঁ।
কবহুঁ ন মিল ভরি উদর অহারা, আজু দীন্হ বিধি একহি বারা ॥
„ ৩ ডরপে গীধবচন শুনি কানা, অব ভা মরন সত্য হম জানা ॥
কপি সব উঠে গীধ কহঁ দেখী, জামবন্ত মন সোচ বিসেখী ॥
„ ৪ কহ অঙ্গদ বিচারি মন মাহীঁ, ধন্য জটায়ু সম কোউ নাহীঁ।
রাম কাজ কারন তনু ত্যাগী, হরিপুর গয়উ পরম বড় ভাগী ॥
„ ৫ জো রঘুবীর চরন চিত লাবৈ, তেহি সম ধন্য ন আন কহাবৈ।
সুনি খগ হরষ সোক জুত বানী, আৱা নিকট কপিন্হ ভয় মানী ॥
„ ৬ তেহি দেখি সব চলৈ পরাঈ, ঠাঢ় কীন্হ তেহি সপথ দেৱাঈ।
তিন্হহিঁ অভয় করি পূছেসি জাঈ, কথা সকল তিন্হ তাহি সুনাঈ ॥
„ ৭ সুনি সম্পাতি বন্ধু কৈ করনী। রঘুপতি মহিমা বহুবিধি বরনী ॥
দো ২৮ মোহি লেই জাহু সিন্ধুতট দেউঁ তিলাঞ্জলি তাহি।
বচনসহায় করবি মৈ পৈহহু খোজহু জাহি ॥
চৌ ১ অনুজক্রিয়া করি সাগরতীরা, কহ নিজ কথা সুনহু কপিবীরা।
হম দোউ বন্ধু প্রথম তরুনাঈ, গগন গয়ে রবিনিকট উড়াঈ ॥
„ ২ তেজ ন সহি সক সো ফিরি আৱা, মৈঁ অভিমানী রবি নিয়রাৱা।
জরে পঙ্খ অতি তেজ অপারা, পরেউঁ ভূমি করি ঘোরচিকারা ॥
„ ৩ মুনি এক নাম চন্দ্রমা ওহী, লাগী দয়া দেখি করি মোহী।
বহুপ্রকার তেহি জ্ঞান সুনাৱা, দেহ জনিত অভিমান ছুড়াৱা ॥
„ ৪ ত্রেতা ব্রহ্ম মনুজতনু ধরহীঁ, তাসু নারি নিসিচরপতি হরহী।
তাসু খোজ পঠইহি প্রভু দূতা, তিন্হহিঁ মিলে তৈঁ হোব পুনীতা ॥
„ ৫ জমিহহিঁ পঙ্খ করসি জনি চিন্তা, তিন হহিঁ দেখাই দিহেসু তৈঁ সীতা ॥
যহ কহি মুনি নিজ আস্রম গয়উ, তিহি ছিন হৃদয় জ্ঞান কছু ভয়উ ॥
„ ৬ নিসি দিন মগ জোবত দিন ভরউ, সদা রামকো সুমিরন করউ।
মুনিকৈ গিরা সত্য ভই আজূ, সুনি মম বচন করহু প্রভু কীজূ ॥
„ ৭ গিরি ত্রিকুট উপর বস লঙ্কা, তহঁ রহ রাবন সহজ অসঙ্কা.
তহঁ অসোকউপবন জহঁ রহঈ, সীতা বৈঠি সোচরত অহঈ ॥
দো ২৯ মৈঁ দেখউঁ তুম্হ নাহীঁ গীধহি দৃষ্টি অপার।
বুঢ় ভয়উ ন ত করতেউ কছুক সহায় তুম্হার ॥

চৌ ১ এ ভাবে অনেক যবে উপদেশ দিল, গিরি গুহা মাঝে বসি সম্পাতি শুনিল।
বাহির হইয়া দেখে বানরের দল, মিলাল বিধি কি মোরে আহার সকল ॥
„ ২ করিয়া ভক্ষণ সবে মিটাইব ক্ষুধা, বহুদিন মিলে নাই এমন সুবিধা।
কখনো উদর ভরি মেলেনি আহার, আজ বিধি দিল বুঝি সবি একবার ॥
„ ৩ গৃধ্রের বচন শুনি কপিগণ ভীত, কপালে মরণ লেখা হয় অনুমিত।
দেখিয়া গৃধ্রেরে উঠে ভীত কপিগণ, জাম্বুবান মনে দুঃখ বিশেষ কারণ[১] ॥
„ ৪ কহিল অঙ্গদ তবে বিচারি মনেতে, জটায়ুর মত ধন্য নাহি পৃথিবীতে।
রাম কার্যে তনু ত্যজি সেই ভাগ্যবান, রাম কৃপা লভি করে বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ ॥
„ ৫ রঘুবীর চরণেতে সদা চিত্ত যার, তার সম ধন্য কেহ না হইবে আর ॥
শুনি খগ শোকহর্ষ সমাকুল বাণী, কপির নিকটে আসে কপি কম্প্রপ্রাণী ॥
„ ৬ দেখি তারে কপিগণ পলাইতে চায়, দিব্য দিয়া কপিগণে রাখিল তথায়।
অভয় প্রদান করি শুনিবারে চায়, সকল বৃত্তান্ত কহে কপিগণ তায় ॥
„ ৭ ভ্রাতার কীর্তির কথা শুনিয়া সম্পাতি, রামের মহিমা গায় নমি রঘুপতি ॥
দো ২৮ আমারে লইয়া চল সাগরের তীরে, ভ্রাতার তর্পণ করি শ্রদ্ধা তিল নীরে।
পরামর্শ দিব সবে জরাগ্রস্ত দেহ, খুঁজিয়া সংবাদ পাবে কোরোনা সন্দেহ ॥
চৌ ১ অনুজ অন্তেষ্টি ক্রিয়া করি সিন্ধু তীরে, কহিল নিজের কথা, শুনে কপি বীরে।
আমরা দুইটি ভ্রাতা তরুণ বয়সে, আকাশে উড়িয়াছিনু দিবাকর পাশে ॥
„ ২ জটায়ু ফিরিল তেজ সহিতে না পারি, রবির নিকটে চলি আমি অহঙ্কারী।
জ্বলিল আমার পক্ষ দারুণ কিরণে, চিৎকারি পড়িনু ভূমে বিদারি গগনে ॥
„ ৩ চন্দ্রমা নামেতে মুনি দেখিয়া আমারে, দুঃখিত অন্তরে দয়া মোর প্রতি করে।
অনেক প্রকার জ্ঞান শিক্ষা দেন মোরে, দেহ অভিমান মোর যায় চিরতরে ॥
„ ৪ "ত্রেতা যুগে ভগবান হবে অবতার, হরিবে রাক্ষস রাজা নারীরে তাঁহার।
তাঁরি খোঁজে পাঠাবেন প্রভু দূত তাঁর, তাদের মিলিলে হবে পবিত্র আবার ॥
„ ৫ আবার জন্মিবে পক্ষ চিন্তা করিও না, তাদের দেখায় দিবে সীতার ঠিকানা।
ইহা কহি মুনি নিজ আশ্রমেতে যায়, সেইক্ষণে ভবিষ্যত জ্ঞান কিছু হয় ॥
„ ৬ দিন রাত পথ চেয়ে গেছে দিন মোর, রামের স্মরণে সদা জাগি নিশি ভোর।
মুনির বচন সত্য হইয়াছে আজ, আমার বচন মানি কর প্রভু কাজ ॥
„ ৭ ত্রিকুট পর্বত পরে লঙ্কা শোভা পায়, নির্ভয়ে বসতি করে রাবণ সেথায়।
সেথায় অশোক নামে আছে উপবন, সীতা সেথা বসি রহে শোকাকুল মন ॥
দো ২৯ তোমরা পাবে না দেখা আমি যাহা পারি, গৃধ্রের চোখের দৃষ্টি সুদূর প্রসারি।
বার্ধক্যে বিকল দেহে নহিলে ত এবে, সহায়তা করিতাম আরো কিছু সবে ॥

(১) জাম্বুবানের দুঃখিত হইবার কারণ রামকার্য অসমাপ্ত রহিবে।

চৌ ১ জো নাঘই সতজোজন সাগর, করই সো রামকাজ মতিআগর।
জো কোই করৈ রামকর কাজূ, তেহি সম ধন্য আন নহি আজূ॥

" ২ মোহি বিলোকি ধরহু মন ধীরা, রামকৃপা কস ভয়উ সরীরা।
পাপিউ জা কর নাম সুমিরহীঁ, অতি অপার ভবসাগর তরহীঁ॥

" ৩ তাসু দুত তুম্হ তজি কদরাঈ, রাম হৃদয় ধরি করহু উপাঈ।
অস কহি উমা গীধ জব গয়উ, তিন্হ কে মন অতি বিসময় ভয়উ॥

" ৪ নিজ নিজ বল সব কাহু তাখা, পার জাই কর সংসয় রাখা॥
জবঠ ভয়উঁ অব কহই রিছেসা, নহিঁ তনু রহা প্রথম বল লেসা॥

" ৫ জবহিঁ ত্রিবিক্রম ভয়উ খরারী, তব মৈঁ তরুন রহেউঁ বলভারী॥

দো ৩০ বলি বাঁধত প্রভু বাঢ়েউ সো তনু বরনি ন জাই।
উভয় ঘরী মহঁ দীন্হী সাত প্রদচ্ছিন ধাই॥

চৌ ১ অঙ্গদ কহই জাউঁ মৈঁ পারা, জিয় সংসয় কছু ফিরতী বারা।
জামবন্ত কহ তুম্হ সব লায়ক, পঠইয় কিমি সবহী কর নায়ক॥

" ২ কহই রিছেস সুনহু হনুমানা, কা চুপ সাধি রহেউ বলবানা।
পবনতনয় বল পবনসমানা বুধি বিবেক বিজ্ঞান বিধানা॥

" ৩ কবন সো কাজু কঠিন জগ মাহীঁ, জো নাহিঁ তাত হোই তুম্হ পাহীঁ।
রামকাজ লগি তব অবতারা, সুনতহিঁ ভয়উ পর্বতাকারা॥

" ৪ কনক বরন তন তেজ বিরাজা, মানহুঁ অপর গিরিন্হ কর রাজা।
সিংহনাদ করি বারহিঁ বারা, লীলহী নাঘউঁ জলধি অপারা॥

" ৫ সহিত সহায় রাবনহিঁ মারী, আনউঁ ইহাঁ ত্রিকূট উপারী।
জামবন্ত মৈঁ পুছউঁ তোহী, উচিত সিখাবন দীজেহু মোহী॥

" ৬ এতনা করহু তাত তুম্হ জাঈ, সীতহি দেখি কহহু সুধি আঈ।
তব নিজ ভুজ রাজিবনৈনা, কৌতুক লাগি সঙ্গ কপিসেনা॥

চৌ ১ শতেক যোজন যেবা লঙ্ঘাইতে পারে, সেই যোগ্য রাম কার্য সিদ্ধ করিবারে।
রাম কার্য করে যেই শ্রদ্ধা সহ তার, তার চেয়ে ধন্য আজ কেহ নাহি আর॥

" ২ মোর প্রতি দৃষ্টি দিয়া সবে ধৈর্য ধর, রামের কৃপাতে দেখ নব কলেবর।
পাপীও স্মরণ যদি করে রাম নাম, উত্তীর্ণ হইবে ভব সাগর মহান॥

" ৩ তোমরা তাঁহারি দূত ত্যজ ক্লৈব্য সবে, রাম নাম হৃদে রাখ উপায় উদ্ভাবে।
ইহা কহি গৃধ্র যবে করিল প্রস্থান, সবারি মনেতে উমা বিস্ময় মহান॥

" ৪ আপন সামর্থ্য সবে করে আলোচনা, সমুদ্র হইতে পার হইল ভাবনা।
ঋক্ষপতি [১] কহিলেন এ প্রৌঢ় বয়সে, যৌবনের তেজ বল কিছু নাহি আসে॥

" ৫ ত্রিবিক্রম রূপ যবে লন নারায়ণ, তরুণ বয়স মোর অতি পরাক্রম।

দো ৩০ বলিরে ছলনা করি বামনবতার*, যে বিরাট দেহ নাহি বর্ণনা তাহার।
সে বিরাট দেহ আমি দুই দণ্ড ধরি', অনায়াসে সাতবার প্রদক্ষিণ করি॥

চৌ ১ অঙ্গদ কহিল পারি যেতে ওই পারে, সংশয় মনেতে কিছু ফিরে আসিবারে।
জাম্বুবান কহে তারে যোগ্য তুমি অতি, কি করে পাঠাই তোমা তুমি সেনাপতি॥

" ২ ঋক্ষপতি কহে তবে শুন হনুমান, কি হেতু কথা না কহ হ'য়ে বলবান।
পবন তনয় তুমি ঝঞ্ঝা সম বল, বুদ্ধি ও বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ বিবেকে প্রবল॥

" ৩ কি আছে কঠিন কাজ এই মহীতলে, করিতে পারনা যাহা তুমি অবহেলে।
রাম কার্য লাগি' তব জনম ধরায়, শুনিয়া হইল হনু পর্বতের প্রায়॥

" ৪ সোনার বরণ তনু তেজপুঞ্জ প্রভা, মনে হয় দেহ যেন শৈলরাজ শোভা।
সিংহনাদ করি বহু কহিল তৎপর, লীলাস্থলে উল্লম্ফন করিব সাগর॥

" ৫ সকল সহায় সহ নাশিব রাবণে, ত্রিকুট পর্বত হেথা আনি উৎপাটনে।
কহ মোরে জাম্বুবান কি করিব সেথা, উপদেশ দাও মোরে সমুচিত যথা॥

" ৬ হে তাত করিবে তুমি শুধুই এবার, সীতারে দেখিয়া এনো সংবাদ তাঁহার।
নিজ ভুজবলে তবে রাজীব নয়ন, কপি সাথে হইবেন লীলাতে মগন॥

---

(১) ঋক্ষপতি=ভল্লুকের পতি জাম্বুবান

* বামন+অবতার=বামনবতার
নিপাতনে সিদ্ধ (যল্লক্ষণেনানুপপন্নং তৎ সর্বং নিপাতনম্)

ছ ৩ কপি সেন সঙ্গ সঁঘারি নিসিচর রামু সীতহিঁ আনিহৈঁ ।
ত্রৈলোক পাৱন সুজস সুর মুনি নারদাদি বখানিহৈঁ ॥
জো সুনত গাৱত কহত সমুঝত পরমপদ নর পাৱঈ ।
রঘুবীর পদ পাথোজ মধুকর দাস তুলসী গারঈ ॥

দো ৩১ ভব ভেষজ রঘুনাথজসু সুনহিঁ জে নর অরু নারি ।
তিন্হ কর সকলমনোরথ সিদ্ধ করহিঁ ত্রিসিরারি ॥
সো ৩ নীলোৎপল তন স্যাম কামকোটি সোভা অধিক ।
সুনিয় তাসু গুনগ্রাম জাসু নাম অঘ খগ বধিক ॥

ইতি শ্রীরামচরিত মানসে সকলকলিকলুষ বিধ্বংসনে বিমল-
বৈরাগ্য সম্পাদনো নাম চতুর্থঃ সোপানঃ
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ ।

ছ ৩ কপিসেনা সাথে করে নাশিবেন নিশাচরে
জানকীরে আনিবেন রাম।
ত্রিলোক পবিত্র-কারী সুযশ বর্ণনা করি
নারদাদি সুর গাহে গান ॥
যে নর শুনিবে এই বুঝিবে গাহিবে যেই
পাইবে পরম পদ সে ত।
রঘুবীর পদ কঞ্জে তুলসী ভ্রমর গুঞ্জে
ভনয়ে সে দাস অবিরত ॥

দো ৩১ ভবরোগ মহৌষধ রাম গুণ গান, নরনারী যেবা করে ভক্তি সাথে পান।
তাহাদের মনোরথ যা কিছু সর্পারি, অবশ্য করিবে সিদ্ধ দেব ত্রিপুরারি ॥

সো ৩ নীলোৎপল বর্ণ শ্যাম তনু মনোলোভা, কোটি মদনের চেয়ে অধিক সে শোভা।
করহ শ্রবণ তাঁর যশরাশি গান, পাপরূপী পক্ষী ধ্বংস করে যার নাম ॥

কলিযুগে পরিপূর্ণ পাপ ধ্বংসকারী, শ্রীরাম চরিত কথা মনের বিহারী।
তুলসী মানস কথা সনৎ কুমারে, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডেরে লেখে যত্ন সহকারে ॥
তুলসীকৃত শ্রীরাম চরিত মানসের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

সুন্দর কাণ্ড

সুন্দর কাণ্ড

মঙ্গলাচরণ

শ্লো ১ শান্তং শাশ্বতমপ্রমেয়মনঘং নির্বাণশান্তিপ্রদং
ব্রহ্মাশম্ভুফণীন্দ্রসেব্যমনিশং বেদান্তবেদ্যং বিভুম্ ।
রামাখ্যং জগদীশ্বরং সুরগুরুং মায়ামনুষ্যং হরিং ।
বন্দেঽহং করুণাকরং রঘূবরং ভূপালচূড়ামনিম্ ॥

„ ২ নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে, সত্যং বদামি চ ভৱানখিলান্তরাত্মা ।
ভক্তিং প্রয়চ্ছ রঘুপুঙ্গৱ নির্ভরাং মে, কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসং চ ॥

„ ৩ অতুলিতবলধামং স্বর্ণ শৈলাভদেহং, দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্ ॥
সকলগুণনিধানং ৱানরাণামধীশং, রঘুপতিৱরদূতং ৱাতজাতং নমামি ॥

চৌ ১ জামবন্ত কে বচন সুহায়ে, সুনি হনুমন্ত হৃদয় অতি ভায়ে ।
তব লগি মোহি পরিষেহু তুম্হ ভাঈ, সহি দুখ কন্দ মুল ফল খাঁঈ ॥

„ ২ জব লগি আৱউঁ সীতহি দেখী, হোই কাজ মোঁহি হরষ বিসেখী ।
অস কহি নাই সবন্হি কহুঁ মাথা, চলেউ হরষি হিয় ধরি রঘুনাথা ॥

„ ৩ সিন্ধুতীর এক ভুধর সুন্দর, কৌতুক কুদি চঢ়েউ তা উপর ।
বার বার রঘুবীর সঁভারী, তরকেউ পৱনতনয় বলভারী ॥

„ ৪ জেহি গিরি চরন দেই হনুমন্তা, চলেউ সো গা পাতাল তুরন্তা ॥
জিমি অমোঘ রঘুপতি কর বানা, তেহী ভাঁতি চলা হনুমানা ॥

„ ৫ জলনিধি রঘুপতি দূত বিচারী, তৈঁ মৈনাক হোহি শ্রমহারী ॥

সো ১ সিন্ধু বচন সুনি কান, তুরত উঠেউ মৈনাক তব ।
কপিকহঁ কীন্হ প্রণাম, মোহি কহাঁ বিশ্রাম ॥

দো ১ হনুমান তেহি পরসা কর পুনি কীন্হ প্রনাম ।
রামকাজু কীন্হে বিনু মোহি কহাঁ বিশ্রাম ॥

চৌ ১ জাত পবন সুত দেবন্হ দেখা, জানই কহু বল বুদ্ধি বিসেখা ।
সুরসা নাম অহিন্হ কৈ মাতা, পঠইন্হি আই কহী তেহি বাতা ॥

„ ২ আজু সুরন্হ মোহি দীন্হ অহারা, সুনত বচন কহ পৱনকুমারা ।
রামকাজু করি ফিরি মৈঁ আৱউঁ, সীতা কৈ সুধি প্রভুহি সুনাবউঁ ॥

„ ৩ তব তব বদন পৈঠিহউ আঈ, সত্য কহউঁ মোহি জান দে মাঈ ।
কৱনেহু জতন দেই নহিঁ জানা, গ্রসসি ন মোহি কহেউ হনুমানা ॥

সুন্দর কাণ্ড

মঙ্গলাচরণ

শ্লো ১ শাশ্বত অনঘ শান্ত দেব শান্তিদায়ী অপ্রমেয়।
বিরিঞ্চি শঙ্কর শেষ বন্দে বিভু বেদান্তের প্রিয়॥
সুরগুরু জগদীশ রাম নামে খ্যাত নর রূপে।
প্রণমি রাঘব পদে কৃপাসিন্ধু সর্বশ্রেষ্ঠ ভূপে॥

„ ২ সত্য কহি রঘুপতি তুমি অন্তর্যামী, অন্য কোন স্পৃহা নাই হৃদয়েতে স্বামি।
হে শ্রেষ্ঠ রাঘব দেহ শুধু ভক্তি মোরে, কাম ক্রোধ দোষ শূন্য করি হৃদয়েরে॥

„ ৩ সুমেরু সমান দেহ বলে অনুপম, দাবাগ্নি দৈত্যের বনে জ্ঞানেতে প্রথম।
সর্বশ্রেষ্ঠ কপি সেই সর্ব গুণাধার, রামদূত বায়ুসুত প্রণাম আমার॥

চৌ ১ জাম্বুবানের বাক্য অতীব সুন্দর, শুনিয়া পবন সুত হর্ষিত অন্তর।
মোর পথ চেয়ে সব ভায়েরা আমার, সহে দুঃখ ফল মূল করিয়া আহার॥

„ ২ ফিরিব লইয়া আমি সীতার সন্দেশ, কার্য সিদ্ধ হবে মন কহিছে বিশেষ।
ইহা কহি সকলেরে করি প্রণিপাত, পবন নন্দন চলে স্মরি' রঘুনাথ॥

„ ৩ সিন্ধুতীরে ছিল এক পর্বত সুন্দর, খেলাচ্ছলে হনুমান ওঠে তার পর।
বার বার শ্রীরামেরে করিয়া স্মরণ, মহাবল হনুমান করে উল্লম্ফন॥

„ ৪ যে গিরিতে রাখি পদ লম্ফে হনুমান, তখনি সে গিরি করে পাতালে প্রস্থান।
রঘুপতি বাণ যথা অব্যর্থ সন্ধানি, মহাবীর হনুমান চলিল তেমনি॥

„ ৫ জলনিধি রঘুপতি দূতেরে বিচারি, মৈনাক পর্বতে কহে হও শ্রমহারী।

সো ১ মৈনাক শুনিয়া কর্ণে সিন্ধুর বচন, ত্বরিত জাগিয়া উঠে সমুদ্রে তখন।
পুলকিত তনু তার হেরি হনুমানে, জোড় হস্ত করি তবে তাহারে প্রণামে॥

দো ১ হনুমান হস্ত দ্বারা তারে স্পর্শ করি, করিয়া প্রণাম পুনঃ কহে কর জুড়ি।
চলেছি দূতের কার্যে নাহিক বিরাম, রাম কার্য না করিয়া কোথায় বিশ্রাম॥

চৌ ১ পবন কুমারে দেখে দেবতারা যেতে, বল বুদ্ধি কত তার চাহিল জানিতে।
সুরসা নামেতে ছিল সর্পদের মাতা, দেবেরা পাঠায় তারে লইতে বারতা॥

„ ২ 'আজিকে বিধাতা মোরে দিলেন আহার,' শুনি কহিলেন হাসি পবন কুমার।
রাম কার্য করি যবে ফিরিয়া আসিব, সীতার সংবাদ নিয়া প্রভুরে শোনাব॥

„ ৩ করিব প্রবেশ তব বদনেতে তবে, সত্য কহি মাতা তোমা যেতে দাও এবে।
কখনো যাইতে তোমা নাহি দিব আমি, হনুমান কহে গ্রাস কর না এখনি॥

চৌ ৪ জোজন ভরি তেহি বদনু পসারা, কপি তনু কীন্‌হ দুগুন বিস্তারা।
সোরহ জোজন মুখ তেহি ঠয়েউ, তুরত পবনসুত বত্তিস ভয়েউ ॥
„ ৫ জস জস সুরসা বদনু বঢ়াৰা, তাসু দুন কপি রূপ দেখাৰা।
সত জোজন তেহি আনন কীন্‌হা, অতি লঘুরূপ পবনসুত লীন্‌হা ॥
„ ৬ বদন পইঠি পুনি বাহের আৰা, মাঁগা বিদা তাহি সিরু নাৰা।
মোহি সুরন্‌হ জেহি লাগি পঠাৰা, বুধি বল মরমু তোর মৈঁ পাবা ॥
দো ২ রামকাজু সব করিহহু তুম্‌হ বল বুদ্ধি নিধান।
আসিষ দেই গঈ সো হরষি চলেউ হনুমান ॥
চৌ ১ নিসিচরি এক সিন্ধু মহঁ রহঈ, করি মায়া নত কে খগ গহঈ।
জীব জন্তু জে গগন উড়াহীঁ, জল বিলোকি তিন্‌হ কৈ পরিছাহীঁ ॥
„ ২ গহই ছাঁহ সক সো ন উড়াঈ, এহি বিধি সদা গগনচর খাঈ।
সোই ছল হনুমান কহঁ কীন্‌হা, তাসু কপট কপি তুরতঁহিঁ চীন্‌হা ॥
„ ৩ তাহি মারি মারুত সুত বীরা, বারিধপার গয়উ মতিধীরা।
তহাঁ জাই দেখী বন সোভা, গুঞ্জত চঞ্চরীক মধুলোভা ॥
„ ৪ নানা তরু ফল ফুল সুহায়ে, খগ মৃগ বৃন্দ দেখি মন ভায়ে।
সৈল বিসাল দেখি এক আগে, তা পর ধাই চঢ়েউ ভয় ত্যাগে ॥
„ ৫ উমা ন কছু কপি কৈ অধিকাঈ, প্রভুপ্রতাপ জো কালহি খাঈ।
গিরি পর চঢ়ি লঙ্কা তেহি দেখী, কহি ন জাই অতি দুর্গ বিসেখী।
„ ৬ অতিউতঙ্গ জলনিধি চহুঁ পাসা, কনককোট কর পরমপ্রকাসা।
ছ ১ কনককোট বিচিত্র মনি কৃত সুন্দরায়তনা ঘনা।
চউহট্ট হট্ট সুবট্ট বীথী চারু পুর বহু বিধি বনা ॥
গজ বাজি খচ্চর নিকর পদচর রথ বরূথন্‌হি কো গনই।
বহুরূপ নিসিচর জুথ অতিবল সেন বরনত নহিঁ ৰনই ॥
„ ২ ৰন ৰাগ উপৰন ৰাটিকা সর কূপ ৰাপী সোহহীঁ।
নর নাগ সুর গন্ধর্ব কন্যা রূপ মুনিমন মোহহীঁ ॥
কহুঁ মাল দেহবিসাল সৈল সমান অতি বল গর্জহীঁ।
নানা অখারেন্‌হ ভিরহিঁ বহুবিধি এক একন্‌হ তর্জহীঁ ॥
„ ৩ করি জতন তট কোটিন্‌হ বিকটতন নগর চহু দিসি রচ্ছহীঁ।
কহুঁ মহিষ মানুষ ধেনু খর অজ খল নিসাচর ভচ্ছহীঁ ॥
এহি লাগি তুলসীদাস ইন্‌হ কী কথা কছুয়ক হৈ কহী।
রঘুবীর সর তীরথ সরীরন্‌হি ত্যাগি গতি পইহহিঁ সহী ॥
দো ৩ পুররখৰারে দেখি বহু কপি মন কীন্‌হ বিচার।
অতি লঘু রূপ ধরউঁ নিসি নগর করউঁ পইসার ॥

চৌ ৪ যোজন ভরিয়া মুখ করিল ব্যাদান, দ্বিগুণ করিল দেহ তবে হনুমান।
যোড়শ যোজন মুখ করিল বিস্তার, বত্রিশ যোজন করে কপি দেহ তার॥
„ ৫ যে ভাবে সুরসা করে বদন বিস্তার, দ্বিগুণ হইতে থাকে কপির আকার।
শতেক যোজন করে বদন যখন, হনুমান করে ক্ষুদ্র দেহটি তখন॥
„ ৬ বদনে ঢুকিয়া পুনঃ আসিল বাহিরে, বিদায় লইল তার নমস্কার করে।
যে হেতু দেবতা মোরে পাঠাল যুঝিতে, বল বীর্য বুদ্ধি তব পারিনু বুঝিতে॥
দো ২ রাম কার্য করিবেই তুমি হনুমান, তুমি জ্ঞান বুদ্ধি আর বলের নিধান।
সুরসা আশিস্ দিয়া হয় অন্তর্ধান, অতি হর্ষান্বিত মনে চলে হনুমান॥
চৌ ১ সিন্ধু মাঝে ছিল এক রাক্ষস দুর্মতি, মায়া বলে ধরিত সে নভে যার গতি।
জীব জন্তু যাহা চলে গগনে উড়িয়া, জল মাঝে প্রতিবিম্ব রাখিত ধরিয়া॥
„ ২ ছায়া ধরা পড়িলে সে না পারে উড়িতে, এই ভাবে নভ চরে ধরিত খাইতে।
সে দুরাত্মা হনুমানে করে কপটতা, ক্ষণ মধ্যে হনুমান বুঝিতে পারে তা॥
„ ৩ তাহারে নাশিয়া বীর পবন কুমার, ধীর মতি উত্তরিল সমুদ্রের পার।
সেথায় পঁহুছি দেখে বনরাজি শোভে, শত মধুকর গুঞ্জে সেথা মধুলোভে॥
„ ৪ নানা তরু ফল ফুল কিবা শোভা পায়, খগ মৃগ যূথ দেখি নয়ন জুড়ায়।
বিশাল পর্বত দেখে তার সমুখেতে, ধাইয়া উঠিল শীর্ষে নির্ভীক মনেতে॥
„ ৫ হে উমা কপির তেজ গর্ব করিব না, প্রভুর প্রতাপে যেই যমেরে মানে না।
গিরি পরে উঠি লঙ্কা দেখে হনুমান, বর্ণন অতীত দেশ দুর্গের সমান॥
„ ৬ উত্তাল সমুদ্র ঘিরে তার চতুর্দিকে, সুবর্ণ প্রাসাদ উচ্চ আলোকে চমকে।
ছ ১ কনক প্রাসাদ বহু খচিত মণিতে, দৈর্ঘে প্রস্থে সুবিশাল অপূর্ব দেখিতে।
চতুর্মার্গ রম্য বীথি হট্ট সুমহান, বিবিধ প্রকারে রম্য নগরী নির্মাণ॥
গজ বাজী অশ্বতর বহুবিধ প্রাণী, পদাতি অসংখ্য রথ নাহি শেষ গণি।
অতিবলী নানারূপ নিশাচর সেনা, সৈন্য বল অগণিত না যায় বর্ণনা॥
„ ২ বনানী বাগিচা কত রম্য উপবন, বাটিকা সরসী কূপ দীঘি সুশোভন।
নর নাগ দেবগণ করে বিচরণ, গন্ধর্ব রূপসী সবে হরে মুনি মন॥
কোথাও বিশাল মল্ল করিছে আহ্বান, মদ গর্বে গর্জে দেহ পর্বত সমান।
নানা মল্লভূমে যোঝে মল্লবীর কত, এক সে অপরে ধরি করে ভূপতিত॥
„ ৩ বিকট দেহের কত সৈন্য শত শত, যত্নে রক্ষে পুরদ্বার চতুর্দিকে যত।
কোথাও ভক্ষণ করে নিশাচর সেনা, নর ধেনু ছাগ পক্ষী মহিষ কত না॥
ভণয়ে তুলসীদাস এ সব কারণ, সংক্ষেপে বিবৃত করে এই বিবরণ।
রাম বাণ নদী তীর্থে ত্যজিয়া জীবন, পাবে গতি অবশ্যই এ রাক্ষসগণ॥
দো ৩ অনেক রক্ষীর দল দেখি হনুমান, মনেতে বিচার করি লভে এই জ্ঞান।
নিশাযোগে অতি ক্ষুদ্র করিয়া এ দেহ, পুরী প্রবেশিব কারো হবে না সন্দেহ॥

চৌ ১ মসকসমান রূপ কপি ধরী, লঙ্কহি চলেউ সুমিরি নরহরী।
নাম লঙ্কিনী এক নিসিচরী, সো কহ চলেসি মোহি নিন্দরী॥
„ ২ জানেহি নহীঁ মরম সঠ মোরা, মোর অহার জহাঁ লগি চোরা।
মুঠিকা এক মহা কপি হনী, রুধির বমত ধরনী ঢনমনী॥
„ ৩ পুনি সম্ভার উঠী সো লঙ্কা, জোরি পানি কর বিনয় সসঙ্কা।
জব রাবনহি ব্রহ্ম বর দীন্হা, চলত বিরঞ্চি কহা মোহি চীন্হা॥
„ ৪ বিকল হোসি তৈঁ কপি কে মারে, তব জানেসু নিসিচর সংঘারে।
তাত মোর অতি পুন্য বহূতা, দেখেউঁ নয়ন রাম কর দূতা॥

দো ৪ তাত স্বর্গ অপবর্গ সুখ ধরিয় তুলা এক অঙ্গ।
তুল ন তাহি সকল মিলি জো সুখ লব সতসঙ্গ॥

চৌ ১ প্রবিসি নগর কীজৈ সব কাজা, হৃদয় রাখি কোসল পুর রাজা।
গরল সুধা রিপু করই মিতাঈ, গোপদ সিন্ধু অনল সিতনাঈ॥
„ ২ গরুঅ সুমেরু রেনুসম তাহী, রাম কৃপা করি চিতবা জাহী।
অতি লঘুরূপ ধরেউ হনুমানা, পৈঠা নগর সুমিরি ভগবানা॥
„ ৩ মন্দির মন্দির প্রতি করি সোধা, দেখে জহঁ তহঁ অগনিত জোধা।
গয়উ দসাননমন্দির মাহীঁ, অতি বিচিত্র কহি জাত সো নাহীঁ॥
„ ৪ সয়ন কিয়ে দেখা কপি তেহী, মন্দির মহুঁ ন দীখি বৈদেহী।
ভবন এক পুনি দীখ সুহাবা, হরিমন্দির তহঁ ভিন্ন বনাবা॥
„ ৫ রামনাম অঙ্কিত গৃহ সোহা, বরনি ন জাই দেখি মন মোহা॥

দো ৫ রামানামঅঙ্কিত গৃহ সোভা বরনি ন জাই।
নব তুলসিকা বৃন্দ তহঁ দেখি হরষ কপিরাই॥

চৌ ১ লঙ্কা নিসিচর নিকর নিবাসা, ইহাঁ কহাঁ সজ্জন কর বাসা।
মন মহুঁ তরক করই কপি লাগা, তেহী সময় বিভীষনু জাগা॥
„ ২ রাম রাম তেহি সুমিরন কীন্হা, হৃদয় হরষ কপি সজ্জন চীন্হা।
এহি সন হঠি করিহউঁ পহিচানী, সাধু তেঁ হোই ন কারজহানী॥
„ ৩ বিপ্ররূপ ধরি বচন সুনায়ে, সুনত বিভীষন উঠি তহঁ আয়ে।
করি প্রনামু পূছী কুসলাঈ, বিপ্র কহহু নিজকথা বুঝাঈ॥
„ ৪ কী তুম্হ হরিদাসন্হ মহঁ কোঈ, মোরে হৃদয় প্রীতি অতি হোঈ।
কী তুম্হ রাম দীন অনুরাগী, আয়হু মোহি করন বড়ভাগী॥

দো ৬ তব হনুমন্ত কহী সব রামকথা নিজ নাম।
সুনত জুগলতন পুলক মন মগন সুমিরি গুনগ্রাম॥

চৌ ১ মশক সমান কপি ক্ষুদ্র রূপ ধরি, লঙ্কাতে প্রবেশ করে স্মরি' নর-হরি।
লঙ্কিনী নামেতে এক নিশাচরী দ্বারে, কহে গ্রাহ্য না করিয়া কোথা যাস ওরে॥
,, ২ ওরে মূর্খ জানিস না এত স্পর্ধা তোর, লঙ্কাতে চোরের দল সদা খাদ্য মোর।
এক মুষ্ট্যাঘাত কপি করে রাক্ষসীরে, রক্ত বমি করি পড়ে ধরণী উপরে॥
,, ৩ কিছুটা সামালি উঠে লঙ্কিনী তৎপরে, সশঙ্কে বিনয়ে কহে দুই হাত জুড়ে।
ব্রহ্মা যবে রাবণেরে বর দেন হেথা, ফিরে যেতে মোরে তিনি কহেন এ কথা॥
,, ৪ যখন বিকল হবে কপির প্রহারে, নিশাচর হবে নাশ জানিবে সে-বারে।
হে তাত অনেক পুণ্য ছিল মোর লেখা, সেই হেতু রাম দূত পেনু আজি দেখা॥

দো ৪ স্বর্গ সুখ মোক্ষ সুখ দুই এক সাথে, তুলাদণ্ডে রাখিলেও না পারে টলাতে।
সৎসঙ্গ অপূর্ব সুখ রাখি অন্য থালে, হে তাত জানিও তুমি মন মোর বলে॥

চৌ ১ প্রবেশি নগর মাঝে কর সব কাজ, রাখিলে স্মরণে সদা কোশলের রাজ।
শত্রুও বান্ধব হয়, সুধা হলাহল, সমুদ্রে গোষ্পদ হয়, অগ্নি সুশীতল॥
,, ২ সুউচ্চ পর্বত হয় ধূলি তার কাছে, যার প্রতি রামচন্দ্র কৃপা বর্তিয়াছে।
অতি ক্ষুদ্র রূপ ধরি তবে হনুমান, প্রবেশ করিল পুরে স্মরি' ভগবান॥
,, ৩ গৃহে গৃহে হনুমান দেখিল খুঁজিয়া, অগণিত সেনাদল সর্বত্র ব্যাপিয়া।
দশানন হর্ম্য মাঝে হ'ল উপস্থিত, অতীব বিচিত্র তাহা বর্ণনা অতীত॥
,, ৪ দেখে কপি শয্যা পরে দশানন শায়ী, দেখিতে পেলনা কপি সে গৃহে বৈদেহী।
দেখিল ভবন এক অতি মনোহর, পৃথক প্রস্তুত এই হরি পূজা ঘর॥
,, ৫ অপূর্ব মন্দির তাহা রাম নামাঙ্কিত, বর্ণনা অতীত মন করিল মোহিত॥

দো ৫ রাম নামাঙ্কিত গৃহ অতি সুশোভন, সে শোভা অসাধ্য মোর করিতে বর্ণন।
বহু নব তুলসীর চারা পর পর, দেখিয়া হর্ষিত অতি হল কপীশ্বর॥

চৌ ১ লঙ্কাতে বসতি করে নিশাচরগণ, এখানে আছেন কোন এমন সজ্জন।
মনেতে ভাবিছে কপি কি হেতু মন্দির, এমন সময়ে চলে বিভীষণ ধীর॥
,, ২ রাম নাম স্মরি চলে প্রসন্ন বদন, আনন্দে চিনিল কপি এই ত সজ্জন।
পরিচয় করিবই আমি এর সাথে, কার্য হানি ঘটিবে না সাধু ব্যক্তি হতে॥
,, ৩ বিপ্ররূপ ধরি যবে করে সম্ভাষণ, শুনিয়া নিকটে আসে উঠি বিভীষণ।
প্রণাম করিয়া তারে পুছিল কুশল, বিপ্র তব বার্তা মোরে বুঝাও সকল॥
,, ৪ হরিভক্তদের মাঝে তুমি বুঝি কেহ, হৃদয়ে হতেছে প্রেম নাহিক সন্দেহ।
তুমি কি রামের ভক্ত দীনে কৃপা করি, এসেছো করিতে মোরে অতি ভাগ্যধারী॥

দো ৬ বিভীষণে হনুমান কহে নিজ নাম, রামের বৃত্তান্ত আর তাঁর গুণগ্রাম।
শুনিয়া উভয় তনু পুলকিত হয়, গুণগ্রাম স্মরি' উভে ভাব মগ্ন প্রায়॥

চৌ ১ সুনহু পবনসুত রহনি হমারী, জিমি দসনন্হি মহু জীত বিচারী।
তাত কবহুঁ মোকি জানি অনাথা, করিহহিঁ কৃপা ভানু কুল নাথা॥
„ ২ তামসতনু কছু সাধন নাহীঁ, প্রীতি ন পদসরোজ মন মাহীঁ।
অব মোহি ভা ভরোস হনুমন্তা, বিনু হরিকৃপা মিলহিঁ নহিঁ সন্তা॥
„ ৩ জৌঁ রঘুবীর অনুগ্রহ কীন্হা, তৌ তুম্হ মোহি দরসু হঠি দান্হা।
সুনহ বিভীষন প্রভু কই রীতী, করহিঁ সদা সেবক পর প্রীতি॥
„ ৪ কহহু কবন মৈঁ পরম কুলীনা, কপি চঞ্চল সবহী বিধিহীনা।
প্রাত নেই জো নাম হমারা, তেহি দিন তাহি ন মিলই অহারা॥

দো ৭ অস মৈঁ অধম সখা সুনু মহূঁ পর রঘুবীর।
কীন্হী কৃপা সুমিরি গুন ভরে বিলোচন নীর॥

চৌ ১ জানতহুঁ অস স্বামি বিসারী, ফিরহিঁ তে কাহে ন হোহিঁ দুখারী।
এহি বিধি কহত রাম গুন গ্রামা, পাবা অনিবার্য বিস্রামা॥
„ ২ পুনি সব কথা বিভীষন কহী, জেহি বিধি জনকসুতা তহঁ রহী।
তব হনুমন্ত কহা সুনু ভ্রাতা, দেখা চহউঁ জানকীমাতা॥
„ ৩ জুগুতি বিভীষনু সকল সুনাঈ, চলেউ পবনসুত বিদা করাঈ।
করি সোই রূপ গয়উ পুনি তহবাঁ, বন অসোক সীতা রহ জহবাঁ॥
„ ৪ দেখি মনহিঁ মহুঁ কীন্হ প্রনামা, বৈঠেহি বীতি জাত নিসি জামা।
কৃসতন সীস জটা এক বেনী, জপতি হৃদয় রঘুপতি গুন শ্রেনী॥

দো ৮ নিজ পদ নয়ন দিয়ে মন রামচরন মহঁ লীন।
পরম দুখী তা পবনসুত দেখি জানকী দীন॥

চৌ ১ তরু পল্লব মহঁ রহা লুকাঈ, করই বিচার করউঁ কা ভাঈ।
তেহি অবসর রাবনু তহঁ আবা, সঙ্গ নারি বহু কিয়ে বনাবা॥
„ ২ বহু বিধি খল সীতহিঁ সমুঝাবা, সাম দাম ভয় ভেদ দেখাবা।
কহ রাবনু সুনু সুমুখি সয়ানী, মন্দোদরী আদি সব রানী॥
„ ৩ তব অনুচরী করউঁ পন মোরা, একবার বিলোকু মম ওরা।
তৃন ধরি ওট কহতি বৈদেহী, সুমিরি অবধপতি পরমসনেহী॥
„ ৪ সুনু দসমুখ খদ্যোত প্রকাসা, কবহুঁ কি নলিনী করই বিকাসা।
অস মন সমুঝু কহতী জানকী, খল সুধী মহিঁ রঘুবীর বানকী॥
„ ৫ সঠ সুনে হরি আনেহি মোহী, অধম নিলজ্জ লাজ নহিঁ তোহী।

দো ৯ আপুহি সুনি খদ্যোত সম রামহিঁ ভানুসমান।
পরুষবচন সুনি কাঢ়ি অসি বোলা অতি খিসিয়ান॥

চৌ ১ শুন হে পবন সুত মোর দশা হেথা, দশন পঙ্‌ক্তির মাঝে জিহ্বা রহে যথা।
জানিয়া অনাথ মোরে হে তাত এমনি, কভু কি করিবে কৃপা সূর্যকুলমনি ॥
„ ২ তমোগুণে পরিপূর্ণ নাহিক সাধনা, পাদপদ্মে প্রীতি মোর কিছুই হল না।
এখন ভরষা মোর পবন নন্দন, হরি কৃপা বিনা নাহি সজ্জন দর্শন ॥
„ ৩ রঘুবীর করেছেন অনুগ্রহ মোরে, তাই ত পেলাম কাছে হঠাৎ তোমারে।
শুন বিভীষণ মোর প্রভুর যা রীতি, সেবকের প্রতি তাঁর সদা বহে প্রীতি ॥
„ ৪ বল না মর্যাদা মোর কি আছে এমন, চঞ্চল মতির কপি অতি দীনজন।
প্রাতে মোর নাম কেহ করিলে স্মরণ, অনাহারে দিন কাটে সে অভাগা জন ॥

দো ৭ এমনি অধম আমি হে সখা তথাপি, রঘুবীর কৃপাবান হন মোর প্রতি।
অশেষ গুণের কথা করিয়া স্মরণ, আনন্দে বিভোর হয় সজল নয়ন ॥

চৌ ১ জ্ঞাতসারে এইরূপ স্বামীরে ত্যজিলে, না হইবে কেন দুঃখ এই মহীতলে।
এইরূপে কহে কত রাম গুণগ্রাম, সুখশ্রাব্য সুপবিত্র আনন্দের ধাম ॥
„ ২ অতঃপর বিভীষণ কহে সব কথা, যে প্রকারে আছে সেথা জনক দুহিতা।
হনুমন্ত কহে তবে শুন বন্ধুবর, দেখিতে চাহি যে মাতা জানকীরে মোর ॥
„ ৩ সুযুক্তি সকল দান করে বিভীষণ, হনুমান করে তবে বিদায় গ্রহণ।
ধরি ক্ষুদ্র দেহ তার যায় সেই স্থানে, আছেন জানকী যেথা অশোক কাননে ॥
„ ৪ দেখি তাঁরে মনে মনে করিল প্রণাম, বসিয়া শাখার মাঝে কাটে নিশি যাম।
কৃশ তনু রুক্ষ কেশ অবিন্যস্ত বেণী, হৃদয়ে জপিছে সদা রামগুণ শ্রেণী ॥

দো ৮ নতমুখী দৃষ্টি তাঁর নিজ চরণেতে, রাম চরণেতে লীন আপন সত্তাতে।
পরম দুঃখিত হল পবন নন্দন, দীন বেশে জানকীরে দেখিয়া এমন ॥

চৌ ১ তরুর পল্লব মাঝে রহি লুকায়িত, কি করিবে ভাবে হনু পরম চিন্তিত।
এই অবসরে আসে রাবণ তথায়, সাথে ল'য়ে বহু নারী বিবিধ সজ্জায় ॥
„ ২ বহু ভাবে খল তবে সীতারে বোঝায়, প্রীতি দণ্ড ভয় ভেদ বিবিধ প্রথায়।
শুন ধনি সুবদনী কহিলা রাবণ, মন্দোদরী মহিষীরা আছে যত জন ॥
„ ৩ তব অনুচরী হবে এই মোর পণ, একবার মোর প্রতি ফিরাও নয়ন।
পরম প্রেমিক সেই অযোধ্যাপতিরে, স্মরিয়া কহেন সীতা অতি দৃঢ় স্বরে ॥
„ ৪ শোন দশানন মূঢ় খদ্যোত আলোতে, কভু কি বিকশি ওঠে কমলিনী রাতে।
কহেন জানকী পুনঃ বিচারি মনেতে, মূর্খ নাহি পরিচয় রাম বাণ সাথে ॥
„ ৫ অধম নিকৃষ্ট শঠ লজ্জা বিসর্জিয়া, একেলা পাইয়া মোরে আনিস হরিয়া ॥

দো ৯ নিজেরে খদ্যোত আর ভানু রঘুমণি, পরুষ বচন এই দশানন শুনি।
নিষ্কাসিত করে অসি অতি ক্রোধ ভরে, আত্ম অভিমানে কহে অতি দৃপ্ত স্বরে ॥

চৌ ১ সীতা তৈঁ মম কৃত অপমানা, কটিহউঁ তব সির কঠিনকৃপানা।
নাহিঁ ত সপদি মানু মম বানী, সুমুখি হোত ন ত জীবনহানী॥
" ২ স্যাম সরোজ দাম সম সুন্দর, প্রভুভুজ করি কর সম দসকন্ধর।
সো ভুজ কণ্ঠ কি তব অসি ঘোরা, সুনু সঠ অস প্রমান পন মোরা॥
" ৩ চন্দ্রহাস হর মম পরিতাপং, রঘুপতি বিরহ অনল সঞ্জাতং।
সীতল নিসি তব অসি বর ধারা, কহ সীতা হরু মন দুখভারা॥
" ৪ সুনত বচন পুনি মারন ধাবা, ময়তনয়া কহি নীতি বুঝাবা।
কহেসি সকল নিসিচরিন্হ বোলাঈ, সীতহি বহু বিধি ত্রাসহু জাঈ॥
" ৫ মাস দিবস মহুঁ কহা ন মানা, তৌ মৈঁ মারব কাঢ়ি কৃপানা॥
দো ১০ ভবন গয়উ দসকন্ধর ইহাঁ পিসাচিনিবৃন্দ।
সীতহিঁ ত্রাস দেখাবহিঁ ধরহিঁ রূপ বহুমন্দ॥
চৌ ১ ত্রিজটা নাম রাচ্ছসী একা, রাম চরন রতি নিপুন বিবেকা।
সবন্হৌঁ বোলি সুনায়েসি সপনা, সীতহিঁ সেই করহু হিত অপনা॥
" ২ সপনে বানর লঙ্কা জারী, জাতুদানসেনা সব মারী।
খরআরূঢ় নগন দসসীসা, মুণ্ডিতসির খণ্ডিত ভুজ বীসা॥
" ৩ এহি বিধি সো দচ্ছিনদিসি জাঈ, লঙ্কা মনহুঁ বিভীষন পাঈ।
নগর ফিরী রঘুবীর দোহাঈ, তব প্রভু সীতা বোলি পঠাঈ॥
" ৪ যহ সপনা মৈঁ কহউঁ পুকারী, হোইহি সত্য গয়ে দিনচারী।
তাসু বচন সুন তে সবডরীঁ, জনকসুতাকে চরনন্হিঁ পরীঁ॥
দো ১১ জহঁ তহঁ গঈঁ সকল তব সীতা কর সন সোচ।
মাস দিবস বীতে মোহি মারিহি নিসিচর পোচ॥
চৌ ১ ত্রিজটা সন বোলী কর জোরী, মাতু বিপতিসঙ্গিনি তৈঁ মোরী।
তজউঁ দেহ করু বেগি উপাঈ, দুসহ বিরহ অব নহিঁ সহি জাঈ॥
" ২ আনি কাঠ রচু চিতা বনাঈ, মাতু অনল পুনি দেহি লগাঈ।
সত্য করহি মম প্রীতি সয়ানী, সুনই কো স্রবন সূলসম বানী॥
" ৩ সুনত বচন পদ গহি সমুঝায়েসি, প্রভু প্রতাপ বল সুজসু সুনায়েসি।
নিসি ন অনল মিল সুনু সুকুমারী, অস কহি সো নিজ ভবন সিধারী॥
" ৪ কহ সীতা বিধি ভা প্রতিকুলা, মিলিহি ন পাবক মিটিহি ন সূলা।
দেখিয়ত প্রগট গগন অঙ্গারা, অবনি ন আবত একউ তারা॥
" ৫ পাবকময় সসি স্রবত ন আগী, মানহুঁ মোহি জানি হতভাগী।
সুনহি বিনয় মম বিটপ অসোকা, সত্য নাম করু হরু মম সোকা॥
" ৬ নূতন কিসলয় অনল সমানা, দেহি অগিনি জনি করহি নিদানা।
দেখি পরমবিরহাকুল সীতা, সো ছন কপিহি কলপসম বীতা॥

চৌ ১ মোরে অপমান কর সীতা স্পর্দ্ধা তব, সুতীক্ষ্ণ অসিতে কাটি তব শির লব।
শীঘ্র যদি নাহি মান আমার আদেশ, সুবদনি হবে তব জীবনের শেষ ॥
„ ২ শ্যামল কমল মালা কোমল যা হয়, করি কর সম দৃঢ় রাম ভুজদ্বয়।
সেই ভুজ কিংবা তোর সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ, রে শঠ বরিবে কণ্ঠ স্থির কহিলাম ॥
„ ৩ হে কৃপাণ চন্দ্রহাস হর তাপ মম, রামের বিরহ জ্বালা অগ্নি তাপ সম।
শীতল সুতীক্ষ্ণ তোর দীপ্ত তরবারি, কহে সীতা দুঃখরাশি লউক না হরি ॥
„ ৪ সীতার বচন শুনি কাটিবারে ধায়, মন্দোদরী বুঝাইয়া ক্ষান্ত করে তায়।
রাক্ষসীগণেরে ডাকি কহিল রাবণ, সীতারে করিবে সবে ভীতি প্রদর্শন ॥
„ ৫ একমাস মধ্যে যদি আদেশ না মানে, কাটিব তাহারে আমি সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে।
দো ১০ ভবনে প্রস্থান করে তবে দশানন, এদিকে রহিল শুধু নিশাচরীগণ।
সীতারে দেখায় তারা বহুভাবে ভীতি, ভয়ঙ্কর রূপ ধরি যাহার যেমতি ॥
চৌ ১ ত্রিজটা নামেতে এক রাক্ষসী সেথায়, রামের চরণে মতি বুদ্ধিমতী তায়।
সবারে ডাকিয়া তার শোনায় স্বপন, সীতারে সেবিয়া কর কল্যাণ আপন ॥
„ ২ স্বপনে বাঁদর এক লঙ্কারে জ্বালায়, মারিয়া নিঃশেষ করে রাক্ষস সেনায়।
গর্দভ আরূঢ় হ'য়ে নগ্ন দশানন, খণ্ডিত বিংশতি বাহু মস্তক মুণ্ডন ॥
„ ৩ দক্ষিণ দিকেতে চলি' এই ভাবে যায়, মনে হয় বিভীষণ লঙ্কা রাজ্য পায়।
নগরেতে রোল ওঠে জয় রাম নাম, তখন সীতারে প্রভু ডাকিয়া পাঠান ॥
„ ৪ সত্য কহি এই স্বপ্ন চারদিন আগে, দেখেছিনু আজো মোর মনে ভয় জাগে।
তাহার বচন শুনি সবে ভীত হল, জনক তনয়া পদে প্রণাম করিল ॥
দো ১১ যত্র তত্র চলি যায় সকলে মিলিয়া, সীতা মনে চিন্তা অতি বিচলিত হিয়া।
মাস গতে নিশাচর মারিবে নিশ্চয়, নীচ হস্তে মৃত্যু হবে কি করি উপায় ॥
চৌ ১ ত্রিজটারে কহিলেন দুই হস্ত জুড়ি, বিপত্তি সঙ্গিনী মাতা তুমিই আমারি।
ত্যজিব এ দেহ মোর করহ উপায়, দুঃসহ বিরহ জ্বালা সহা নাহি যায় ॥
„ ২ কৃপা করি আনি কাষ্ঠ রচ তুমি চিতা, অগ্নি দান কর তাহে হে আমার মাতা।
সার্থক করহ তব প্রীতি মোর পরে, শূল সম বাক্য কর্ণে কে শুনিতে পারে ॥
„ ৩ ত্রিজটা বোঝায় তাঁরে ধরিয়া চরণ, প্রভুর প্রতাপ বল হলে বিস্মরণ।
কোথা পাব অগ্নি রাতে হে রাজকুমারি, ইহা কহি নিজ গৃহে গেল নিশাচরী ॥
„ ৪ জানকী কহেন বিধি হল প্রতিকূল, না মিলে অনল নাহি মিটে বাক্যশূল।
লেগেছে আগুন দেখি ভাগ্যাকাশে মোর, নাহি কেন উল্কাপাত ধরণী উপর ॥
„ ৫ অগ্নিময় চন্দ্র আজি অগ্নি নাহি ঢালে, জেনেছে আমারে বুঝি হতভাগী বলে।
শুনহ বিনতি মোর বিটপী অশোক, সার্থক করহ নাম দূর কর শোক ॥
„ ৬ নব কিশলয় তব অনল সমান, করহ অনল বৃষ্টি লহ মোর প্রাণ।
দেখিয়া বিরহাকুল সীতারে এমনি, কপি কাছে কাটে কাল কল্পসম মানি ॥

সো ২ কপি করি হৃদয় বিচার দীন্হি মুদ্রিকা ডারি তব।
জনু অসোক অঙ্গার দীন্হ হরষি উঠি কর গহেউ॥

চৌ ১ তব দেখী মুদ্রিকা মনোহর, রাম নাম অঙ্কিত অতি সুন্দর।
চকিত চিতব মুঁদরী পহিচানী, হরষ বিষাদ হৃদয় অকুলানী॥

,, ২ জীতি কো সকই অজয় রঘুরাঈ, মায়া তেঁ অসি রচি নহিঁ জাঈ।
সীতা মন বিচার কর নানা, মধুর বচন বোলেউ হনুমানা॥

,, ৩ রামচন্দ্র গুন বরনই লাগা, সুনতহি সীতা কর দুখ ভাগা।
লাগী সুনই শ্রবন মন লাঈ, আদিহুঁ তেঁ সব কথা সুনাঈ॥

,, ৪ শ্রবনামৃত জেহি কথা সুহাঈ, কহি সো প্রগট হোত কিন ভাঈ।
তব হনুমন্ত নিকট চলি গয়উ, ফির বৈঠী মন বিসময় ভয়উ॥

,, ৫ রামদূত মৈঁ মাতু জানকী, সত্য সপথ করুনানিধান কী।
যহ মুদ্রিকা মাতু মৈঁ আনী, দীন্হি রাম তুম্হ কহঁ সহিদানী॥

,, ৬ নর বানরহি সঙ্গ কহু কৈসে, কহী কথা ভই সঙ্গতি জৈসে॥

দো ১২ কপি কে বচন সপ্রেম সুনি উপজা মন বিশ্বাস।
জানা মন ক্রম বচন যহ কৃপাসিন্ধু কর দাস॥

চৌ ১ হরিজন জানি প্রীতি অতি বাঢ়ী, সজল নয়ন পুলকাবলি ঠাঢ়ী।
বুড়ত বিরহজলধি হনুমানা, ভয়উ তাত মো কহুঁ জলজানা॥

,, ২ অব কহু কুসল জাউ বলিহারী, অনুজ সহিত সুখ ভবন খরারী।
কোমলচিত কৃপালু রঘুরাঈ, কপি কেহি হেতু ধরী নিঠুরাঈ॥

,, ৩ সহজবানি সেবক সুখদায়ক, কবহুঁ ক সুরতি করত রঘুনায়ক।
কবহুঁ নয়ন মন সীতল তাতা, হোইহহিঁ নিরখি স্যাম মৃদু গাতা॥

,, ৪ বচন ন আব নয়ন ভরি বারী, অহহ নাথ হৌঁ নিপট বিসারী।
দেখি পরম বিরহাকুল সীতা, বোলা কপি মৃদু বচন বিনীতা॥

,, ৫ মাতু কুসল প্রভু অনুজ সমেতা, তব দুখ দুখী সুকৃপা নিকেতা।
জনি জননী মানহু জিয় ঊনা, তুমহ তেঁ প্রেম রাম কে দূনা॥

দো ১৩ রঘুপতি কর সন্দেস অব সুনু জননী ধরি ধীর।
অস কহি কপি গদগদ ভয়উ ভরে বিলোচন নীর॥

চৌ ১ কহেউ রাম বিয়োগ তব সীতা, মো কহঁ সকল ভয়ে বিপরীতা।
নব তরু কিসলয় মনহুঁ কৃসানু, কাল নিসা সম নিসি সসি ভানু॥

,, ২ কুবলয় বিপিন কুন্ত বন সরিসা, বারিদ তপতভেল জনু বরিসা।
জে হিতু রহে করত তেই পীরা, উরগ স্বাস সম ত্রিবিধ সমীরা॥

,, ৩ কহেহূ তে কছু দুখ ঘটি হোঈ, কাহি কহউঁ যহ জান ন কোঈ।
তত্ত্ব প্রেম কর মম অরু তোরা, জানত প্রিয়া এক মন মোরা॥

সো ২ কপি তবে মনে মনে করিয়া বিচার, রামের অঙ্গুরী ফেলে নিকটে সীতার।
অঙ্গুরী ঠিকরে আলো অশোক অঙ্গার, ভাবি মনে উঠি সীতা লন হস্তে তাঁর ॥

চৌ ১ দেখিলেন সে অঙ্গুরী অতি মনোহর, রাম নামাঙ্কিত মুদ্রা অতীব সুন্দর।
চকিতে চিনিতে পারে এ অঙ্গুরী কা'র, হরষ বিষাদ মনে হইল সীতার ॥

„ ২ দুর্জয় রামেরে কেবা পারে জিনিবারে, ইন্দ্রজাল এ অঙ্গুরী করিতে কি পারে।
সীতা ভাবে নানা রূপ প্রশ্ন তাঁর মনে, হনুমান কহে তবে মধুর বচনে ॥

„ ৩ রামগুণ বাখানিয়া কহিতে লাগিল, শুনিয়া সীতার দুঃখ সব শান্ত হল।
একাগ্র মনেতে সীতা লাগিল শুনিতে, কহে হনু সব কথা আরম্ভ হইতে ॥

„ ৪ শ্রবণ অমৃত সম যে কথা শোনালে, সে কেন প্রকট বৎস সমুখে না হলে।
তখন পবন সুত নিকটে আসিল, সন্দেহ সীতার মনে ফিরিয়া বসিল ॥

„ ৫ রামদূত আমি মাতঃ ভয় নাই আর, করুণা নিধান রাম শপথ তাঁহার।
এ অঙ্গুরী আমি মাতঃ আনিয়াছি সাথে, সঙ্কেত লাগিয়া তব দিয়াছেন হাতে ॥

„ ৬ মিত্রতা বানরে নরে হল কোন মতে, হনুমান কহে সব কথা আদি হতে ॥

দো ১২ প্রীতি পূর্ণ কপি বাক্য শোনেন যখন, সীতার বিশ্বাস হল কপিরে তখন।
কায়-মনো-বাক্যে কপি কৃপাসিন্ধু দাস, জানিতে পারেন সীতা করিয়া বিশ্বাস ॥

চৌ ১ হরির আপন জন জানি বাড়ে স্নেহ, নয়ন সজল হয় পুলকিত দেহ।
বিরহ সাগর মাঝে আমি নিমজ্জিত, মোর কাছে তুমি হলে জলযান মত ॥

„ ২ বলিহারি তোমা এবে কহ কুশলতা, খরারি সে, সুখধাম লক্ষ্মণ বারতা।
দয়ালু কোমল প্রাণ মোর রঘুরাজ, কহ কপি কেন তাঁর নিষ্ঠুরতা আজ ॥

„ ৩ স্বভাবত সেবকেরে সুখ দেন যিনি, আমাকে স্মরণ কভু করেন কি তিনি।
কখন নয়ন মোর হইবে শীতল, দেখিয়া মূরতি তাঁর শ্যাম দুর্বাদল ॥

„ ৪ নয়নেতে বারি মুখে বচন না সরে, হে নাথ করেছো ত্যাগ তুমি কি আমারে।
বিরহ ব্যাকুল সীতা দেখি হনুমান, কহে অতি মৃদু ভাষে তনয় সমান ॥

„ ৫ হে মাত কুশলে প্রভু অনুজের সাথে, কৃপাধাম দুঃখী আজ তোমারি সন্তাপে।
জননী ক'রো না খেদ তুমি মনে মনে, দ্বিগুণ রামের প্রেম আজ তোমা পানে ॥

দো ১৩ কৃপা করি শুন মাতা এবে ধৈর্য ধরি, রঘুপতি বার্তা যাহা আমি ব্যক্ত করি।
কহিতে কহিতে কপি গদ গদ হয়, নয়ন প্লাবিত করি প্রেম অশ্রু বয় ॥

চৌ ১ শুন সীতা বিরহেতে রাম কহে তার, বিপরীত সবই বুঝি আজিকে আমার।
নব কিশলয় অগ্নি মনে হয় মম, কালনিশা সম রাত্রি শশী সূর্য সম ॥

„ ২ পদ্মবন মোর কাছে আজি শরবন, তপ্ত তৈল মনে হয় মেঘের বর্ষণ।
বৃক্ষতলে একা যবে পীড়িত শরীর, সর্পের নিশ্বাস সম মলয় সমীর ॥

„ ৩ কহিলে কিঞ্চিৎ দুঃখ হ্রাস হয় মনে, কে বুঝিবে কথা কহি আজি কার সনে।
আমার সীতার প্রেম কত যে গহন, এক জানে প্রিয়া মোর আর মোর মন ॥

চৌ ৪ সো মন সদা রহত তোহি পাহীঁ, জানু প্রীতিরসু এতনহি মাহীঁ।
প্রভুসন্দেসু সুনত বৈদেহী, মগন প্রেম তন সুধি নহিঁ তেহী॥
„ ৫ কহ কপি হৃদয় ধীর ধরু মাতা, সুমিরু রাম সেবক সুখ দাতা।
উর আনহু রঘুপতি প্রভু তাঈ, সুনি মম বচন তজহু কদরাঈ॥

দো ১৪ নিসিচর নিকর পতঙ্গসম রঘুপতি বান কৃসানু।
জননী হৃদয় ধীর ধরু জরে নিসাচর জানু॥

চৌ ১ জো রঘুবীর হোতি সুধি পাঈ, করতে নহিঁ বিলম্বু রঘুরাঈ।
রামবান রবি উয়ে জানকী, তমবরূথ কহঁ জাতুধান কী॥
„ ২ অবহি মাতু মৈঁ জাউঁ লেবাঈ, প্রভু আয়সু নহিঁ রামদোহাঈ।
কছুক দিবস জননী ধরু ধীরা, কপিন সহিত অইহহিঁ রঘুবীরা॥
„ ৩ নিসিচর মারি তোহি লেই জৈহহিঁ, তিহুঁ পুর নারদাদি জসু গৈহহিঁ।
হৈঁ সুত কপি সব তুম্হহিঁ সমানা, জাতুধানভট অতি বলবানা॥
„ ৪ মোরে হৃদয় পরম সন্দেহা, সুনি কপি প্রগট কীন্হ নিজ দেহা।
কনক ভূধরাকার সরীরা, সমর ভয়ঙ্কর অতি বল বীরা॥
„ ৫ সীতা মনভরোস তব ভয়উ, পুনি লঘুরূপ পবনসুত লয়উ॥

দো ১৫ সুনু মাতা সাখামৃগ নহিঁ বল বুদ্ধি বিসাল।
প্রভু প্রতাপ তেঁ গরুড়হিঁ খাই পরমলঘু ব্যাল॥

চৌ ১ মন সন্তোষ সুনত কপি বানী, ভগতি প্রতাপ তেজ বল সানী।
আসিষ দীন্হি রামপ্রিয় জানা, হোহু তাত বল সীল নিধানা॥
„ ২ অজর অমর গুননিধি সুত হোহূ, করহিঁ বহুত রঘুনায়ক ছোহূ।
করহিঁ কৃপা প্রভু অস সুনি কানা, নির্ভর প্রেমমগন হনুমানা॥
„ ৩ বার বার নায়েসি পদ সীসা, বোলা বচন জোরি কর কীসা।
অব কৃতকৃত্য ভয়উঁ মৈঁ মাতা, আসিষ তব অমোঘ বিখ্যাতা॥
„ ৪ সুনহু মাতু মোহি অতিসয় ভুখা, লাগি দেখি সুন্দর ফল রূখা।
সুনু সুত করহিঁ বিপিনরখবারী, পরম সুভট রজনীচর ভারী॥
„ ৫ তিন্হ কর ভয় মাতা মোহি নাহীঁ, জৌঁ তুম্হ সুখ মানহু মন মাহীঁ॥

দো ১৬ দেখি বুদ্ধি বল নিপুন কপি কহেউ জানকী জাহু।
রঘুপতি চরন হৃদয় ধরি তাত মধুর ফল খাহু॥

চৌ ১ চলেউ নাই সিরু পৈঠেউ বাগা, ফল খায়েসি তরু তোরই লাগা।
রহে তহাঁ বহু ভট রখবারে, কছু মারেসি কছু জাই পুকারে॥
„ ২ নাথ এক আবা কপিভারী, তেহি অসোকবাটিকা উজারী।
খায়েসি ফল অরু বিটপ উপারে, রচ্ছক মর্দি মর্দি মহি ডারে॥

চৌ ৪ সেই মন সদা রহে চাহি তোমা পানে, এইটুকু প্রেম বারি যেন সুনয়নে।
শুনি প্রভু বার্তা এই বৈদেহী তখন, প্রেম মগ্ন হই' তাঁর হারায় চেতন ॥
„ ৫ কহে কপি ধৈর্য ধর হৃদয়ে জননি, সেবকের সুখদাতা রামচন্দ্রে জানি।
হৃদয়ে নিশ্চিত কর রামের প্রতাপ, মোর কথা রাখ মাত ত্যজহ সন্তাপ ॥

দো ১৪ নিশাচরগণ মাতঃ পতঙ্গ সমান, অগ্নি সম হয় জেনো রামচন্দ্র বাণ।
হে জননি ধৈর্য ধর মন মাঝে এবে, ভস্মীভূত হবে জেনো রাক্ষসেরা সবে ॥

চৌ ১ রঘুবীর পাবে যবে সংবাদ তোমার, ক্ষণেক বিলম্ব নাহি হইবে তাঁহার।
রাম বাণ সূর্যোদয়ে হে মাতঃ জানকী, অন্ধকার নিশাচর কখনো রহে কি ॥
„ ২ হে মাতঃ এখনি পারি তোমারে লইতে, রামের শপথ নাহি আদেশ ইহাতে।
কিছুদিন হে জননি তুমি ধৈর্য ধর, কপি সাথে আসিবেন হেথা রঘুবর ॥
„ ৩ তোমারে যাবেন ল'য়ে নাশিয়া রাক্ষসে, ত্রিলোকেতে নারদাদি গান গাবে যশে।
সকল কপি কি পুত্র তোমার সমান, রাক্ষস সৈন্যেরা জেনো অতি বলবান ॥
„ ৪ আমার মনেতে হয় পরম সন্দেহ, শুনিয়া প্রকট করে কপি নিজ দেহ।
কনক ভূধর সম বিরাট আকার, সমরে প্রচণ্ড বীর দেহের বিস্তার ॥
„ ৫ সীতার মনেতে আশা হইল সঞ্চার, পুনঃ বায়ুসুত করে দেহ ক্ষুদ্র তার।

দো ১৫ শুন মাতা শাখামৃগ আমি তুচ্ছ অতি, নাহি বল বুদ্ধি মোর কিছুই মহতি।
প্রভুর প্রতাপে জেনো ক্ষুদ্র সর্প সেও, খেতে পারে সহজেই মহা গরুড়েও ॥

চৌ ১ ভক্তি তেজ বল বীর্য উদ্ভুত এ বাণী, শুনিয়া সীতার মনে সন্তোষ তেমনি।
করেন আশিস্ তারে জানি রাম প্রিয়, বল বুদ্ধি নিধি হবে হে বৎস জানিও ॥
„ ২ অজর অমর গুণী হবে পুত্র মোর, রাম প্রেম সদা রবে তোমার উপর।
প্রভু কৃপা তার 'পরে কর্ণে পশে যবে, প্রেমে মগ্ন হনুমান হল অনুভবে ॥
" ৩ বার বার নতি করি সীতার চরণে, যুক্ত করে কহে কপি বিনয় বচনে।
আজিকে কৃতার্থ আমি শোন মোর মাতা, তব আশীর্বাদ কভু হবে না অন্যথা ॥
„ ৪ শুন মাতা অতিশয় ক্ষুধা পাইয়াছে, দেখিতেছি পক্ক ফল কাননেতে আছে।
জেনো বৎস এ কাননে রক্ষক বিরাজে, ভীষণ রাক্ষস যত সবে যোদ্ধা সাজে ॥
„ ৫ তুমি যদি হৃষ্ট মনে দাও অনুমতি, করি না ওদের ভয় ওরা তুচ্ছ অতি ॥

দো ১৬ দেখি তার বুদ্ধি বল আর চতুরতা, কহেন জানকী তবে কপিরে এ কথা।
রঘুপতি শ্রীচরণ স্মরি হৃদয়েতে, হে বৎস মধুর ফল যাও তুমি খেতে ॥

চৌ ১ প্রণমি সীতারে চলে কানন মাঝারে, খায় ফল ভাঙ্গে তরু কাতারে কাতারে।
ছিল সেথা বহু যোদ্ধা পাহারায় রত, কিছু মরে কিছু ছোটে আর্তনাদে কত ॥
„ ২ হে রাজন আসি এক প্রচণ্ড বানরে, অশোক কানন ভাঙ্গি তচ্নচ্ করে।
ফল খাই' তরুরাজি করে উৎপাটন, যত্র তত্র আছাড়িয়া মারে যোদ্ধাগণ ॥

চৌ ৩ সুনি রাবন পঠয়ে ভট নানা, তিন্হহিঁ দেখি গর্জেউ হনুমানা।
সব রজনীচর কপি সংহারে, গয়ে পুকারত কছু অধমারে॥
" ৪ পুনি পঠয়েউ তেহি অছয় কুমারা, চলা সঙ্গ লেই সুভট অপারা।
আবত দেখি বিটপ গহি তর্জা, তাহি নিপাতি মহাধুনি গর্জা॥

দো ১৭ কছু মারেসি কছু মর্দেসি কছু মিলয়েসি ধরি ধুরি।
কছু পুনি জাই পুকারে প্রভু মর্কট বলভুরি॥

চৌ ১ সুনি সুতবধ লঙ্কেসরিসানা, পঠয়েসি মেঘনাদ বলবানা।
মারেসি জনি সুত বাঁধেসু তাহী, দেখিয় কপিহি কহাঁ কর আহী॥
" ২ চলা ইন্দ্রজিত অতুলিত জোধা, বন্ধু নিধন সুনি উপজা ক্রোধা।
কপি দেখা দারুন ভট আবা, কটকটাই গর্জা অরু ধাবা॥
" ৩ অতি বিসাল তরু এক উপারা, বিরথ কীন্হ লঙ্কেস কুমারা।
রহে মহাভঠ তা কে সঙ্গা, গহি গহি কপি মর্দই নিজ অঙ্গা॥
" ৪ জিন্হহিঁ নিপাতি তাহি সন বাজা, ভিরে জুগল মানহুঁ গজরাজা।
মুঠিকা মারি চঢ়া তরু জাঈ, তাহি এক ছন মুরুছা আঈ॥
" ৫ উঠি বহোরি কীন্হিসি বহু মায়া, জীতি ন জায় প্রভঞ্জন জায়া॥

দো ১৮ ব্রহ্ম অস্ত্র তেহি সাধা কপি মন কীন্হ বিচার।
জৌঁ ন ব্রহ্মসর মানউঁ মহিমা মিটই অপার॥

চৌ ১ ব্রহ্মবান কপি কহুঁ তেহি মারা, পরতিহুঁ বার কটকু সংঘারা।
তেহি দেখা কপি মুরছিত ভয়উ, নাগপাস বাঁধেসি লেই গয়উ॥
" ২ জাসু নাম জপি সুনহুঁ ভবানী, ভববন্ধন কাটহিঁ নর জ্ঞানী।
তাসু দূত কি বন্ধ তর আবা, প্রভুকারজ লগি কপিহি বঁধাবা॥
" ৩ কপি বন্ধন সুনি নিসিচর ধায়ে, কৌতুক লাগি সভা সব আয়ে।
দস মুখ সভা দীখি কপি জাঈ, কহি ন জাই কছু অতি প্রভুতাঈ॥
" ৪ কর জোরে সুর দিসিপ বিনীতা, ভৃকুটি বিলোকত সকল সভীতা।
দেখি প্রতাপ ন কপিমন সঙ্কা, জিমি অহিগন মহুঁ গরুড় অসঙ্কা॥

দো ১৯ কপিহি বিলোকি দসানন বিহঁসা কহি দুর্বাদ।
সুত বধ সুরতি কীন্হ পুনি উপজা হৃদয় বিষাদ॥

চৌ ১ কহ লঙ্কেস কবন তৈঁ কীসা, কেহি কে বল ঘালেসি বন খীসা।
কী ধৌঁ স্রবন সুনে নহিঁ মোহী, দেখউঁ অতি অসঙ্ক সঠ তোহী॥

চৌ ৩ শুনিয়া পাঠাল সেনা তখনি রাবণ, তাহা দেখি হনুমান করিল গর্জন।
সর্ব নিশাচরে কপি করিল সংহার, অর্দ্ধমৃত কিছু ছোটে করিয়া চিৎকার ॥
„ ৪ দশানন সুত অক্ষে পাঠাইল পুনঃ, পাঠাল তাহার সাথে যোদ্ধৃ অগণন।
দেখি তারে হাতে বৃক্ষ কপি ধেয়ে যায়, মারি তারে কপি পুন প্রচণ্ড গর্জায় ॥

দো ১৭ মারিল কিছুকে আর কিছুরে পিষিল, কিছু নিশাচর সেনা ধূলাতে মিশিল।
কিছু গিয়া আর্তনাদে কহে রক্ষপতি, মর্কট এসেছে এক বলবান অতি ॥

চৌ ১ হত পুত্র শুনি হয় ক্রোধান্ধ লঙ্কেশ, মেঘনাদে পাঠাইল রণে অবশেষ।
বাঁধিবে তাহারে পুত্র মেরোনা প্রাণেতে,দেখিব কোন সে কপি আসে কোথা হ'তে ॥
„ ২ ইন্দ্রজিৎ চলে রণে যোদ্ধা অতুলিত, ভ্রাতা মৃত্যু বার্তা শুনি অতীব ক্রোধিত।
হনুমান দেখে যোদ্ধা নিদারুণ অতি, দন্তে দন্ত ঘষি গর্জি ধায় তার প্রতি ॥
„ ৩ অতীব বিশাল তরু করি উৎপাটন, মেঘনাদ রথ চূর্ণ করে সমাপণ।
সাথে ছিল যত যোদ্ধা ধরি তা সবারে, আপন অঙ্গেতে চাপি নিষ্পেশিত করে ॥
„ ৪ নিপাতিত করি সবে মেঘনাদ সনে, ব্যাপৃত হইল কপি ভয়ঙ্কর রণে।
মদমত্ত করি দুই যেন মনে হয়, মিলিত তুমুল রণে কে কারে হটায় ॥
„ ৫ প্রচণ্ড সে মুষ্ট্যাঘাত করি মেঘনাদে, তরুশাখে চড়ে হনু পরম আহ্লাদে।
ক্ষণকাল মূর্চ্ছা যাই' মেঘনাদ পরে, মায়ার বিস্তার করে কতই প্রকারে ॥
তথাপি সমর্থ নাহি হয় কোন মতে, জিনিতে পবন সুতে আজি এ রণেতে ॥

দো ১৮ ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িল তবে মেঘনাদ তার, কপি ভাবে মনে তার করিয়া বিচার।
ব্রহ্মশর না মানিলে হয়ত তাহার, মিটিবে গৌরব যত মহিমা অপার ॥

চৌ ১ ব্রহ্ম বাণ আসি যবে কপিরে হানিল, পড়িতে পড়িতে কত সেনা সংহারিল।
কপিরে মূর্চ্ছিত মনে করি অবশেষে, লইয়া চলিল তারে বাঁধি নাগপাশে ॥
„ ২ যার নাম জপ মাত্রে শুন হে ভবানি, এ ভব বন্ধন মুক্ত হয় জীব জ্ঞানী।
তাঁরি দূত আজি কিনা পড়িল বাঁধনে, আপনি বাঁধেন প্রভু বিশেষ কারণে ॥
„ ৩ কপির বন্ধন শুনি ধায় নিশাচর, কৌতুক লাগিয়া আনে সভার ভিতর।
দশানন সভা গিয়া দেখে হনুমান, বিরাট ঐশ্বর্য তার না যায় কথন ॥
„ ৪ দিক্‌পাল দেব সবে করজোড়ে নত, ভ্রূকুটি দেখিয়া সবে অতিশয় ভীত।
দেখিয়াও এ প্রতাপ কপি নাহি ডরে, দেখিয়া সর্পেরে যথা নিঃশঙ্কা গরুড়ে ॥

দো ১৯ কপির বন্ধন দশা দেখি দশানন, হাসিয়া কহিল তারে পরুষ বচন।
পুত্রবধ স্মরণেতে আসিলে তাহার, বিষাদে হৃদয় পূর্ণ হইল অপার ॥

চৌ ১ কে তুই, কপিরে প্রশ্ন করে দশানন, কার বলে ধ্বংস তুই করিস কানন।
শুনিসনি কর্ণে তুই কভু মোর কথা, দেখি শঙ্কাহীন তোরে করিস শঠতা ॥

চৌ ২ মারে নিসিচর কেহি অপরাধা, কহু সঠ তোহি ন প্রান কৈ বাধা।
সুনু রাবন ব্রহ্মাণ্ড নিকায়া, পাই জাসু বল বিরচতি মায়া॥
" ৩ জা কে বল বিরঞ্চি হরি ঈসা, পালত সৃজত হরত দসসীসা।
জা বল সীস ধরত সহসানন, অণ্ডকোস সমেত গিরি কানন॥
" ৪ ধরে জো বিবিধ দেহ সুরত্রাতা, তুম্হ সে সঠন্হ সিখাৱনদাতা।
হরকোদণ্ড কঠিন জেহি ভঞ্জা, তোহি সমেত নৃপ দল মদ গঞ্জা॥
" ৫ খর দূষন ত্রিসিরা অরু বালী, বধে সকল অতুলিত বলসালী॥

দো ২০ জা কে বল লবলেস তেঁ জিতেহু চরাচর ঝারি।
তাসু দূত মৈঁ জা করি হরি আনেহু প্রিয় নারি॥

চৌ ১ জানউঁ মৈঁ তুম্হারি প্রভুতাঈ, সহস বাহু সন পরী লরাঈ।
সমর বালি সন করি জস পাবা, সুনি কপি বচন বিহঁসি বহরাবা॥
" ২ খায়েউঁ ফল প্রভু লাগী ভুখা, কপি সুভাৱ তেঁ তোরেউঁ রূখা।
সব কে দেহ পরমপ্রিয় স্বামী, মারহিঁ মোহি কুমারগ গামী॥
" ৩ জিন্হ মোহি মারা তে মৈঁ মারে, তেহি পর বাঁধেউ তনয় তুম্হারে।
মোহি ন কছু বাঁধে কই লাজা, কীন্হ চহউ নিজ প্রভু কর কাজা॥
" ৪ বিনতী করউঁ জোরি কর রাবন, সুনহু মান তজি মোর সিখাবন।
দেখহু তুম্হ নিজ কুলহিঁ বিচারী, ভ্রম তজি ভজহু ভগত ভয় হারী॥
" ৫ জা কে ডর অতি কাল ডেরাঈ, জো সুর অসুর চরাচর খাঈ।
তা সোঁ বৈরু কবহুঁ নহিঁ কীজৈ, মোরে কহে জানকী দীজৈ॥

দো ২১ প্রনতপাল রঘুনায়ক করুনাসিন্ধু খরারি।
গয়ে সরন প্রভু রাখিহহিঁ তব অপরাধ বিসারি॥

চৌ ১ রামচরন পঙ্কজ উর ধরহূ, লঙ্কা অচল রাজু তুম্হ করহূ।
রিষি পুলস্তি জসু বিমল ময়ঙ্কা, তেহি সসি মহুঁ জনি হোহু কলঙ্কা॥
" ২ রাম নাম বিনু গিরা ন সোহা, দেখু বিচারি ত্যাগি মদ মোহা।
বসনহীন নহি সোহ সুরারী, সব ভুষন ভূষিত বরনারী॥
" ৩ রাম বিমুখ সম্পতি প্রভুতাঈ, জাই রহী পাঈ বিনু পাঈ।
সজল মুল জিন্হ সরিতন্হ নাহীঁ, বরষি গয়ে পুনি তবহিঁ সুখাহীঁ॥
" ৪ সুনু দসকণ্ঠ কহউঁ পন রোপী, বিমুখরাম ত্রাতা নহিঁ কোপী।
শঙ্কর সহস বিষ্ণু অজ তোহী, সকহিঁ ন রাখি রাম কর দ্রোহী॥

দো ২২ মোহমূল বহু সূলপ্রদ ত্যাগহু তম অভিমান।
ভজহু রাম রঘুনায়ক কৃপাসিন্ধু ভগবান॥

চৌ ২ কোন অপরাধে তুই মারিলি রাক্ষসে, নাহি মূর্খ প্রাণভয় তোর অবশেষে।
পবন নন্দন কহে শোন হে রাবণ, ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার মায়া করে বিরচন ॥

„ ৩ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বলেতে যাঁহার, সৃজন পালন করে ধ্বংস করে আর।
যার বলে শিরে ধরে সহস্র আনন, ব্রহ্মাণ্ড সমেত এই পর্বত কানন ॥

„ ৪. সুরের রক্ষার্থে বহু দেহের ধারণ, তব সম পাপিষ্ঠের শিক্ষার কারণ।
তব সাথে বহু নৃপ চূর্ণি অহঙ্কার, অক্লেশেতে হরধনু চূর্ণ হস্তে যাঁর॥

„ ৫ ত্রিশিরা দূষণ খর আর মহাবালী, সংহার করেন যিনি অতিবলশালী।

দো ২০ লেশমাত্র তাঁরি বল করিয়া ধারণ, জিনিয়াছ দশানন তুমি ত্রিভুবন।
যাঁর প্রিয় বনিতারে আনিয়াছ হরি', দূত হ'য়ে আসিয়াছি আমি যে তাঁহারি ॥

চৌ ১ তোমার বীরত্ব সব মোর জানা আছে, কার্ত্যবীর্য অর্জুনের যুদ্ধে কি হইয়াছে।
বালী সনে রণে যশ যা সকলে কয়, কপি বাক্য অট্টহাস্যে ঢাকিবারে চায় ॥

„ ২ ক্ষুধার্ত্তে খেয়েছি ফল জেনো হে গোঁসাই, কপির স্বভাবে ভাঙ্গি ফলবৃক্ষ তাই।
সকলেরি দেহ হয় অতি প্রিয় স্বামি, আমারে মারিতে আসে পাপ পথগামী ॥

„ ৩ সে হেতু মেরেছি আমি যে মেরেছে মোরে, তোমার তনয় বাঁধে আমারে তৎপরে।
বন্ধন দশায় মোর কিছু নাই লাজ, করিবারে চাহি আমি সদা প্রভু কাজ ॥

„ ৪ করজোড়ে কহি শুন বিনতি রাবণ, ত্যজি' অহঙ্কার শুন আমার বচন।
আপন বংশের কথা বিশেষ বিচারি, ভ্রম ত্যজি' ভজ তুমি ভক্ত ভয় হারী ॥

„ ৫ সুরাসুর আর সেই সর্ব ধ্বংসকারী, মহাকাল যাঁর ভয়ে কাঁপে থরথরি।
তাঁহারি শত্রুতা কভু না করিও তুমি, সীতারে ফিরায়ে দাও করিতেছি আমি ॥

দো ২১ ভক্তের পালন কর্তা রঘুবংশ-মণি, খরারি হইয়া তবু করুণার খনি।
লইলে শরণ তাঁর অপরাধ তব, ক্ষমিবেন প্রভু মোর রাখিবেন সব ॥

চৌ ১ রামপদপদ্ম ধর হৃদয়ে তোমার, অটল রহিবে তুমি রাজেন্দ্র লঙ্কার।
ঋষি পুলস্ত্যের যশ পূর্ণ-শশী জানি, কলঙ্ক হয়োনা তুমি সে কুলে জনমি ॥

„ ২ রাম নাম বিনা নাহি শোভে কোন বাণী, ঐশ্বর্য বিরাট তব আমি তাহা জানি।
মান মোহ মদ ত্যজি দেখহ বিচারি', সুন্দর কি অলঙ্কারে বস্ত্রহীনা নারী ॥

„ ৩ যে কেহ করিয়া থাকে রাম বিমুখতা, প্রভুত্ব সম্পত্তি সবই হয় তার বৃথা।
যে তটিনী উৎসহীন জানিও একথা, বর্ষ মধ্যে শুষ্ক হয় নাহিক অন্যথা ॥

„ ৪ মোর দিব্য কহি আমি শুন দশানন, রাম বিদ্রোহীর ত্রাতা নাহি কোন জন।
সহস্র বিরিঞ্চি বিষ্ণু মহেশ্বর আর, রক্ষণে সমর্থ নাহি হইবে তোমার ॥

দো ২২ অজ্ঞানের মূল আর দুঃখপ্রদ যাহা, সেই অহঙ্কার তব, ত্যজ তুমি তাহা।
করহ ভজন তুমি রঘু-নায়কেরে, কৃপাসিন্ধু ভগবান যিনি এ সংসারে ॥

চৌ ১ জদপি কহা কপি অতিহিত বানা, ভগতি বিবেক বিরতি নয় সানা।
বোলা বিহঁসি মহাঅভিমানী, মিলা হমহিঁ কপি গুরু বড় জ্ঞানী ॥
" ২ মৃত্যু নিকট আঈ খল তোহী, লাগেসি অধম সিখাবন মোহী।
উলটা হোইহি কহ হনুমানা, মতিভ্রম তোহি প্রগট মৈঁ জানা ॥
" ৩ সুনি কপি বচন বহুত খিসিয়ানা, বেগি ন হরহু মূঢ় কর প্রানা।
সুনত নিসাচর মারন ধায়ে, সচিবন্হ সহিত বিভীষনু আয়ে ॥
" ৪ নাই সীস করি বিনয় বহূতা, নীতি বিরোধ ন মারিয় দূতা।
আন দণ্ড কছু করিয় গোসাঈঁ, সবহী কহা মন্ত্র ভল ভাঈ ॥
" ৫ সুনত বিহঁসি বোলা দসকন্ধর, অঙ্গভঙ্গ করি পঠইয় বন্দর ॥
দো ২৩ কপি কৈ মমতা পুঁছি পর সবহিঁ কহঁউ সমুঝায়।
তেল বোরি পট বাঁধি পুনি পাবক দেহু লগাই ॥
চৌ ১ পূছিহীন বানর তহঁ জাইহি, তব সঠ নিজ নাথহিঁ লেই আইহি।
জিন্হ কৈ কীন্হেসি বহুত বড়াঈ, দেখউঁ মৈঁ তিন্হ কৈ প্রভুতাঈ ॥
" ২ বচন সুনত কপি মন মুসুকানা, ভই সহায় সারদ মৈঁ জানা।
জাতুধান সুনি রাবন বচনা, লাগে রচই মূঢ় মোই রচনা ॥
" ৩ রহা ন নগর বসন ঘৃত তেলা, বাঢ়ী পূঁছি কীন্হ কপি খেলা।
কৌতুক কহঁ আয়ে পুরবাসী, মারহিঁ চরন করহিঁ বহু হাঁসী ॥
" ৪ বাজহিঁ ঢোল দেহিঁ সব তারী, নগর ফেরি পুনি পূঁছি প্রজারী।
পাবক জরত দেখি হনুমন্তা, ভয়উ পরম লঘুরূপ তুরন্তা ॥
" ৫ নিবুকি চড়েউ কপি কনক অটারী, ভঈ সভীত নিসাচর নারী ॥
দো ২৪ হরি প্রেরিত তেহি অবসর চলে মরুত উনচাস।
অট্টহাস করি গর্জা কপি বঢ়ি লাগ অকাস ॥
চৌ ১ দেহ বিসাল পরম হরুআঈ, মন্দির তেঁ মন্দির চড় ধাঈ।
জরই নগর ভা লোগ বিহালা, ঝপট লপট বহু কোটি করালা ॥
" ২ তাত মাতু হা সুনিয় পুকারা, এহি অবসর কো হমহিঁ উবারা।
হম জো কহা যহ কপি নহিঁ হোঈ, বানর রূপ ধরে সুর কোঈ ॥
" ৩ সাধু অবজ্ঞা কর ফল ঐসা, জরই নগর অনাথ কর জৈসা।
জারা নগরু নিমিষ এক মাহীঁ, এক বিভীষণ কর গৃহ নাহীঁ ॥
" ৪ তা কর দূত অনল জেহি সিরিজা, জরা ন সো তেহি কারন গিরিজা।
উলটি পলটি লঙ্কা সব জারী, কুদি পরা পুনি সিন্ধু মঁঝারী ॥
দো ২৫ পূছি বুঝাই খোই শ্রম ধরি লঘু রূপ বহোরি।
জনক সুতা কে আগে ঠাঢ় ভয়উ কর জোরি ॥

চৌ ১ যদ্যপি কহিল কপি অতি হিতবাণী, বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি ছানিয়া বাখানি।
সহাস্যে রাবণ মূঢ় অতি অভিমানী, কহিল মিলেছে গুরু কপি অতিজ্ঞানী ॥
„ ২ এসেছে নিকটে মৃত্যু তোর আজি খল, শেখাতে আসিস মূর্খ আমারে সকল।
কহে হনুমান হ'ল সবই বিপরীত, মতিভ্রম আজি তব হয়েছে নিশ্চিত ॥
„ ৩ কপির বচন শুনি ক্রোধিত রাবণ, কেন এরে এ মুহূর্তে করনা হনন।
শুনিয়া রাক্ষস সবে মারিবারে ধায়, মন্ত্রীসহ বিভীষণ আসিল সভায় ॥
„ ৪ শির নত করি কহে প্রভুত বিনয়ে, বধযোগ্য নহে দূত নীতি এই কহে।
অন্য কোন দণ্ড দাও করি এ প্রার্থনা, কহিল সকলে ইহা অতি সুমন্ত্রণা ॥
„ ৫ শুনিয়া কহিল হাসি তবে দশানন, অঙ্গচ্ছেদ করি এরে কর প্রত্যার্পণ।
দো ২৩ সভাসদ্ যারা সেথা কহে বিচারিয়া, কপির প্রচুর হয় লাঙুলের মায়া।
তৈলাক্ত করিয়া বস্ত্র জড়ায়ে লাঙুলে, অগ্নিযোগ কর তাহা বুঝিবে তাহলে ॥
চৌ ১ পুচ্ছহীন হ'য়ে কপি যবে যাবে ফিরে, আনিবে করিয়া সাথে তার প্রভুটিরে।
যাহার প্রশংসা কপি উচ্চকণ্ঠে কয়, দেখিব প্রভুত্ব তার কতটুকু রয় ॥
„ ২ হনুমান শুনি বাক্য মনে হাস্য করে, সারদা সদয় জানি আজি মোর পরে।
বারণের সম্মতিতে যত নিশাচর, করিতে রচনা তাহা হইল তৎপর ॥
„ ৩ পুচ্ছ দীর্ঘ করি হনু করে খেলা তার, নগরে বসন ঘৃত তৈল মেলা ভার।
কৌতুক দেখিতে আসে যত পুরবাসী, পদাঘাত করি পুচ্ছে কতই না হাসি ॥
„ ৪ বাজিল ঢোলক আর সবে দেয় তালি, ঘুরায়ে নগরে পুচ্ছে অগ্নি দিল ডালি।
দেখিয়া বহ্নির শিখা পবন কুমার, করিল পরম লঘু দেহের আকার ॥
„ ৫ লম্ফ দিয়া চড়ে কপি স্বর্ণ গৃহ পরে, দেখিয়া কম্পিত হল রাক্ষসীরা ডরে।
দো ২৪ হরির প্রেরিত হল সেই অবসরে, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু বহে বেগ ভরে।
অট্টহাস্য করি কপি করিল গর্জন, বিরাট করিল তার দেহ আয়তন ॥
চৌ ১ বিশাল সে দেহ হল অতি ক্ষুদ্র ভার, মহল প্রাসাদ চূড়া লম্ফ দিয়া পার।
জ্বলিল নগর সবে হইল বিহ্বল, লক্ষ কোটি অগ্নি শিখা জ্বলে অবিরল ॥
„ ২ সর্ব পিতা মাতা করে চিৎকারি ক্রন্দন, কে করিবে রক্ষা এবে মোদের নন্দন।
আমরা ত বলেছিনু এতো কপি নয়, কপি রূপে ছদ্মবেশে দেবতা নিশ্চয় ॥
„ ৩ সাধুরে অবজ্ঞা করি এই ফল হয়, জ্বলিছে নগর এবে অনাথের প্রায়।
নিমেষের মধ্যে জ্বলে সমগ্র নগর, নাহি জ্বলে এক মাত্র বিভীষণ ঘর ॥
„ ৪ যাঁহার সে ভক্ত উমা অগ্নি তাঁরি দান, নাহি জ্বলে ভক্ত দেহ ইহাই প্রমাণ।
জ্বালায়ে সমগ্র লঙ্কা একধার হতে, লাফ দিয়া পড়ে কপি সাগর বক্ষেতে ॥
দো ২৫ নিভাইয়া লাঙ্গুলাগ্নি করিয়া বিশ্রাম, লঘুরূপ লয়ে কপি অতঃপর যান।
জনক সুতার অগ্রে দাঁড়াইল গিয়া, দুই হস্ত জোড় করি প্রণাম করিয়া ॥

চৌ ১ মাতু মোহি দীজৈ কছু চীন্‌হা, জৈসে রঘুনায়ক মোহি দীন্‌হা।
চূড়ামনি উতারি তব দয়উ, হরষ সমেত পবনসুত লয়উ ॥
" ২ কহেউ তাত অস মোর প্রনামা, সব প্রকার প্রভু পূরনকামা।
দীন দয়ালু বিরুদ সম্ভারী, হরহু নাথ মম সঙ্কট ভারী ॥
" ৩ তাত সক্র সুত কথা সুনায়হু, বান প্রতাপ প্রভুহিঁ সমুঝায়হু।
মাস দিবস মহুঁ নাথ ন আবা, তৌ পুনি মোহি জিয়ত নহিঁ পাবা ॥
" ৪ কহু কপি কেহি বিধি রাখউঁ প্রানা, তুম্‌হহূঁ তাত কহত অব জানা।
তোহি দেখি সীতল তই ছাতী, পুনি মো কহুঁ সোই দিনু সোই রাতী ॥
দো ২৬ জনক সুতহিঁ সমুঝাই করি বহুবিধি ধীরজু দীন্‌হ।
চরন কমল সিরু নাই কপি গবনু রাম পহিঁ কীন্‌হ ॥
চৌ ১ চলত মহাধুনি গর্জেসি ভারী, গর্ভ স্রবহিঁ সুনি নিসিচর নারী।
নাঁঘি সিন্ধু এহি পারহিঁ আবা, সবদ কিলকিলা কপিন্‌হ সুনাবা ॥
" ২ হরষে সব বিলোকি হনুমানা, নূতন জনম কপিন্‌হ তব জানা।
মুখ প্রসন্ন তন তেজ বিরাজা, কীন্‌হেসি রামচন্দ্র কর কাজা ॥
" ৩ মিলে সকল অতি ভয়ে সুখারী, তলফত মীন পাব জনু বারী।
চলে হরষি রঘুনায়ক পাসা, পূছত কহত নবল ইতিহাসা ॥
" ৪ তব মধুবন ভীতর সব আয়ে, অঙ্গদ সম্মত মধুফল খায়ে।
রখবারে জব বরজন লাগে, মুষ্টিপ্রহার হনত সব ভাগে ॥
দো ২৭ জাই পুকারে তে সব বন উজার জুবরাজ।
সুনি সুগ্রীবঁ হরষ কপি করি আয়ে প্রভু কাজ ॥
চৌ ১ জৌঁ ন হোতি সীতাসুধি পাঈ, মধুবন কে ফল সকহিঁ কি খাঈ।
এহি বিধি মন বিচার কর রাজা, আই গয়ে কপি সহিত সমাজা ॥
" ২ আই সবন্‌হি নাৰা পদ সীসা, মিলে সবন্‌হি অতি প্রেম কপীসা।
পুছী কুসল কুসলপদ দেখী, রাম কৃপা তা কাজু বিসেখী ॥
" ৩ নাথ কাজু কীন্‌হেউ হনুমানা, রাখে সকল কপিন্‌হ কে প্রানা।
সুনি সুগ্রীবঁ বহুরি তেহি মিলেউ, কপিন্‌হ সহিত রঘুপতি পহঁ চলেউ ॥
" ৪ রাম কপিন্‌হ জব আৰত দেখা, কিয়ে কাজ মন হরষ বিসেখা।
ফটিকসিলা বৈঠে দোউ ভাঈ, পরে সকল কপি চরনন্‌হি জাঈ ॥
দো ২৮ প্রীতি সহিত সব ভেঁটে রঘুপতি করুনাপুঞ্জ।
পুছী কুসল নাথ অব কুসল দেখি পদকঞ্জ ॥
চৌ ১ জামবন্ত কহ সুনু রঘুরায়া, জাপর নাথ করহু তুম দায়া।
তাহি সদা সুত কুসল নিরন্তর, সুর নর মুনি প্রসন্ন তা উপর ॥

চৌ ১ কহে মাত দাও মোরে কিছু অভিজ্ঞান, যে রূপ অঙ্গুরী রাম করেন প্রদান।
উত্তরিয়া চূড়ামণি দেন সীতা তারে, পবন নন্দন লয় হর্ষিত অন্তরে ॥
„ ২ হে বৎস জানায়ো রামে আমার প্রণাম, জানি প্রভু সর্বরূপে হন পূর্ণকাম।
দীনের দয়াল প্রভু ধর্ম রক্ষা কর, এ তীব্র সঙ্কট মোর অতি শীঘ্র হর ॥
„ ৩ ইন্দ্রের তনয় কথা করায়ো স্মরণ, বাণের প্রতাপ তাঁর যাতে নির্ধারণ।
মাস মধ্যে নাহি এলে মোর নাথ হেথা, পাবেন না নাথ মোর আমারে জীবিতা ॥
„ ৪ কহ কপি কি করিয়া রাখি প্রাণ মোর, তুমিও চলিলে বৎস এতই সত্বর।
দেখিয়া তোমারে মোর শীতল পরাণ, আজি হতে দিবা রাত্র হইবে সমান ॥
দো ২৬ প্রবোধিলা বৈদেহীরে রহ ধৈর্য ধরি, চরণ কমলে তাঁর প্রণিপাত করি।
পবন নন্দন তবে করি গাত্রোত্থান, রামচন্দ্র উদ্দেশেতে করিল প্রস্থান ॥
চৌ ১ চলিতে প্রচণ্ড ধ্বনি গর্জনেতে তার, গর্ভপাত হয় শুনি রক্ষবণিতার।
লঙ্ঘিয়া সাগর কপি এ পারে পৌঁছায়, কিচিমিচি শব্দ করি বানরে শোনায় ॥
„ ২ সকল বানর সুখী দেখি হনুমানে, নূতন জনম যেন বানরেরা মানে।
মুখ মাঝে প্রসন্নতা তেজ দৃপ্ত তনু, রামকার্য সম্পাদনে কৃতকৃত্য হনু ॥
„ ৩ সকলে মিলিত যবে অতি আনন্দিত, বারি লভি মীন যথা হয় উচ্ছ্বসিত।
আনন্দিত চলে সবে রঘুনাথ পাশে, করিতে করিতে প্রশ্ন নব ইতিহাসে ॥
„ ৪ মধুবন অভ্যন্তরে আসিল সকল, অঙ্গদের সাথে যায় সুমধুর ফল।
রক্ষক আসিয়া যবে বাধা সৃষ্টি করে, মারিয়া হাটায় তারে মুষ্টির প্রহারে ॥
দো ২৭ রক্ষকেরা গিয়া করে প্রচণ্ড চিৎকার, যুবরাজ বন ভাঙ্গি করে ছারখার।
শুনিয়া সুগ্রীব অতি আনন্দিত মন, রামকার্য তাহা হলে করেছে পালন ॥
চৌ ১ সীতার সংবাদ যদি না লইয়া আসে, মধুবনে ফল খেতে কার সাধ্য পশে।
এইরূপ মন মাঝে বিচারের পর, কপিগণ মাঝে আসে কপি রাজেশ্বর ॥
„ ২ সকলে বন্দনা করে সুগ্রীব চরণ, স্নেহেতে সবার সাথে মিলেন রাজন।
চরণ প্রসাদে তব কুশল সবার, রামকৃপা বশে সিদ্ধ রামকার্য আর ॥
„ ৩ হে নাথ সকল কার্য করে হনুমান, রাখিয়াছে কপিদের সবাকার প্রাণ।
শুনিয়া সুগ্রীব সুখী উঠি অতঃপর, কপিগণে ল'য়ে চলে যেথা রঘুবর ॥
„ ৪ স্ফটিক শিলার পর দুই ভাই বসি, সকলে চরণ বন্দে নিকটেতে আসি।
দেখিলেন রাম যবে কপিগণ আসে, বুঝিলেন কার্য সিদ্ধি হর্ষে মন ভাসে ॥
দো ২৮ করুণা নিধান সেই রাম রঘুপতি, মিলিলেন সবা সাথে সস্নেহে সপ্রীতি।
কুশল বার্তার প্রশ্নে কহে কপিগণে, সবারি কুশল নাথ চরণ দর্শনে ॥
চৌ ১ জাম্বুবান কহিলেন শুন রঘুরাজ, যার পরে দয়া তব তাহারি ত আজ।
সবই শুভ কুশলেতে রহে নিরন্তর, প্রসন্ন দেবতা মুনি তাহারি উপর ॥

চৌ ২ সোই বিজঈ বিনঈ গুনসাগর, তাসু সুজসু ত্রয়লোক উজাগর।
প্রভু কী কৃপা ভয়েউ সবু কাজু, জনম হমার সুফল ভা আজু॥
„ ৩ নাথ পবনসুত কীন্হি জো করনী, সহসহুঁ মুখ ন জাই সো বরনী।
পবনতনয় কে রচিত সুহায়ে, জামবন্ত রঘুপতিহি সুনায়ে॥
„ ৪ সুনত কৃপানিধি মন অতি ভায়ে, পুনি হনুমান হরষি হিয় লায়ে।
কহহু তাত কেহি ভাঁতি জানকী, রহতি করতি রচ্ছা স্বপ্রান কী॥
দো ২৯ নাম পাহরূ নিবস নিসি ধ্যান তুম্হার কপাট।
লোচন নিজ পদ জন্ত্রিত জাহিঁ প্রান কেহি বাট॥
চৌ ১ চলতি বার কহই মোহিঁ টেরী, সুরতি করায় সক্র সুত বেরী।
চলত মোহি চূড়ামনি দীন্হী, রঘুপতি হৃদয় লাই সোই লীন্হী॥
„ ২ নাথ জুগললোচন ভরি বারী, বচন কহে কছু জনক কুমারী।
অনুজসমেত গহেহু প্রভু চরনা, দীনবন্ধু প্রনতারতিহরনা॥
„ ৩ মন ক্রম বচন চরন অনুরাগী, কেহি অপরাধ নাথ হৌঁ ত্যাগী।
অবগুন এক মোর মৈঁ মানা, বিছুরত প্রান ন কীন্হ পয়ানা॥
„ ৪ নাথ সো নয়নন্হি কর অপরাধা, নিসরত প্রান করহিঁ হঠি বাধা।
বিরহ অগিনি তনু তুল সমীরা, স্বাস জরই জন মাহঁ সরীরা॥
„ ৫ নয়ন স্রবহিঁ জল নিজহিত লাগী, জরই ন পাব দেহ বিরহাগী।
সীতা কৈ অতি বিপতি বিসালা, বিনহিঁ কহে ভলি দীনদয়ালা॥
দো ৩০ নিমিষ নিমিষ করুনানিধি জাহিঁ কলপসম বীতি।
বেগি চলিয় প্রভু আনিয় ভুজবল খলদল জীতি॥
চৌ ১ সুনি সীতাদুখ প্রভু সুখ অয়না, ভরি আয়ে জল রাজিবনয়না।
বচন কায় মন মম গতি জাহী, সপনেহুঁ বুঝিয় বিপতি তাহী॥
„ ২ কহ হনুমন্ত বিপতি প্রভু সোঈ, জব তব সুমিরন ভজনু ন হোঈ।
কেতিক বাত প্রভু জাতুধান কী, রিপুহি জীতি আনিবী জানকী॥
„ ৩ সুনু কপি তোহি সমান উপকারী, নহিঁ কোউ সুর নর মুনি তনুধারী।
প্রতি উপকার করউঁ কা তোরা, সনমুখ হোই ন সকত মন মোরা॥
„ ৪ সুনু সুত তোহি উরিন মৈঁ নাহীঁ, দেখেউঁ করি বিচার মন মাহীঁ।
পুনি পুনি কপিহি চিতব সুরত্রাতা, লোচন নীর পুলক অতি গাতা॥
দো ৩১ সুনি প্রভুবচন বিলোকি মুখ গাত হরষি হনুমন্ত।
চরন পরেউ প্রেমাকুল ত্রাহি ত্রাহি ভগবন্ত॥
চৌ ১ বার বার প্রভু চহহিঁ উঠাবা, প্রেম মগন তেহি উঠব ন ভাবা॥
প্রভু কর পঙ্কজ কপি কৈ সীসা, সুমিরি সো দসা মগন গৌরীসা॥

চৌ ২ বিনয়ী বিজয়ী সে তো গুণের সাগর, ত্রিলোকেতে ব্যাপ্ত যশ তারি নিরন্তর।
প্রভুর কৃপায় সে তো সিদ্ধ সর্ব কাজ, সফল মোদের জন্ম হইয়াছে আজ॥
„ ৩ হে নাথ পবন সুত সাধিয়াছে যাহা, লক্ষ মুখে নাহি যায় ব্যক্ত করা তাহা।
পাবন চরিত যাহা পবন সুতের, ব্যক্ত করে জাম্বুবান নিকটে রামের॥
„ ৪ শুনিয়া পবন সুতে রাম বক্ষে লন, জানিয়া বীরত্ব তার হর্ষান্বিত মন।
কহ বৎস কুশলে ত জানকী আমার, আছেন কিরূপে প্রাণ রক্ষা করি তাঁর॥
দো ২৯ তব নাম দিবারাত্র জপেন অন্তরে, তব ধ্যান রুদ্ধ রাখে সর্ব জ্ঞান দ্বারে।
চরণে নিবদ্ধ দৃষ্টি নাহি কোন জ্ঞান, কোন পথে বাহিরিবে তাঁহার পরাণ॥
চৌ ১ চলিবার কালে মোরে কহেন ডাকিয়া, স্মরণ করাতে তোমা ইন্দ্রসুত ক্রিয়া।
দেন মোরে অভিজ্ঞান নিজ চূড়ামণি, রাম তাহা ল'য়ে বক্ষে ধরেন তখনি॥
„ ২ কহেন জানকী দুই নেত্রে অশ্রু তাঁর, ক্ষমা মাগি লক্ষণের প্রভুরে আমার।
প্রণতি জানায়ো মোর দীনবন্ধু যিনি, ভক্তের বৎসল আর রক্ষা কর্তা তিনি॥
„ ৩ কায় মনোবাক্যে তাঁর পদে অনুগামী, কোন অপরাধে মোরে ত্যজিলেন স্বামী।
এক অপরাধ মোর জেনেছি এখন, প্রভুর বিরহে রাখি এখনো জীবন॥
„ ৪ দেখিবারে আশা নাথে সেই অপরাধে, ত্যজিতে জীবন মোর চক্ষু বাদ সাধে।
তা না হ'লে ক্ষণ মাত্রে জ্বলিত শরীর, বিরহ অনলে শ্বাস-পবনে এ চীর॥
„ ৫ নয়নেতে ঝরে অশ্রু আপনার হিতে, শরীর না জ্বলে দেখে তব বিরহেতে।
সীতার বিপত্তি আজি অতীব বিশাল, না কহিলে হয় ভাল হে দীন দয়াল॥
দো ৩০ প্রতিটি নিমেষ আজ করুণায়তন, শত কল্প সম মানে জানকীর মন।
যত শীঘ্র হয় প্রভু উদ্ধারেন তাঁরে, নিজ ভুজবলে জিনি খল নিশাচরে॥
চৌ ১ শুনিয়া সীতার দুঃখ সুখের নিধান, কাঁদিয়া ভাসান তাঁর রাজীব নয়ান।
কায়মনোবাক্যে মোর ভেবেছি কখন, স্বপনেও চেয়েছি কি সীতা দুঃখ হেন॥
„ ২ হনুমান কহে প্রভু বিপত্তি এই ত, স্মরণ ভজন তব না করি সতত।
রাক্ষস দুষ্কর্ম করে কহিব তা কত, জানকী উদ্ধার কর করি শত্রু হত॥
„ ৩ শুন কপি তব সম মোর উপকারী, নাহি কেহ সুর মুনি নর তনুধারী।
প্রতি উপকার তব করিব কি করি, তোমার সমুখে আমি দাঁড়াইতে নারি॥
„ ৪ অঋণী তোমার কাছে হতে নাহি পারি, দেখেছি বিচার করি মনেতে আমারি।
বারবার সুরত্রাতা দেখেন কপিরে, পুলক শরীরে তাঁর নেত্রে অশ্রু ঝরে॥
দো ৩১ প্রভুর বচন শুনি দেখি তাঁর মুখ, হনুমন্ত হৃদি মাঝে উপজয় সুখ।
প্রেমাকুল হয়ে পড়ে চরণে তাঁহার, রক্ষা কর ভগবান কহে বারবার॥
চৌ ১ বারবার প্রভু তারে উঠাইতে চান, প্রেমেতে মগন হনু উঠাতে না পান।
কপি শির যুক্ত রাখে রাজীব চরণে, মগন প্রেমেতে শিব সে দশা স্মরণে॥

চৌ ২ সাবধান মন করি পুনি শঙ্কর, লাগে কহন কথা অতি সুন্দর।
কপি উঠাই প্রভু হৃদয় লগাবা, কর গহি পরমনিকট বৈঠাবা ॥
„ ৩ কহু কপি রাবনপালিত লঙ্কা, কেহি বিধি দহেউ দুর্গ অতি বঙ্কা।
প্রভু প্রসন্ন জানা হনুমানা, বোলা বচন বিগত অভিমানা ॥
„ ৪ সাখামৃগ কৈ বড়ি মনুসাঈ, সাখা তেঁ সাখা পর জাঈ।
ন্যাঁঘি সিন্ধু হাটকপুর জারা, নিসিচরগন বধি বিপিন উজারা ॥
„ ৫ সো সব তব প্রতাপ রঘুরাঈ, নাথ ন কছু মোরি প্রভুতাঈ ॥

দো ৩২ তা কহু প্রভু কছু অগম নহিঁ জা পর তুম্হ অনুকূল।
তব প্রভাব বড়বানলহি জারি সকই খল তূল ॥

চৌ ১ সুনত বচন প্রভু বহু সুখ মানা, মনক্রম বচন দাস নিজ জানা।
মাগু পবনসুত বর অনুকূলা, দেউঁ আজ তুমকহঁ সুখমূলা ॥
„ ২ নাথ ভগতি অতি সুখ দায়নী, দেহু কৃপা করি অনপায়নী।
সুনি প্রভু পরম সরল কপিবানী, এবমস্তু তব কহেউ ভবানী ॥
„ ৩ উমা রামসুভাব জেহি জানা, তাহি ভজনু তজি ভাব ন আনা।
যহ সম্বাদ জাসু উর আবা, রঘুপতি চরন ভগতি সোই পাবা ॥
„ ৪ সুনি প্রভুবচন কহহিঁ কপিবৃন্দা, জয় জয় জয় কৃপাল সুখকন্দা।
তব রঘুপতি কপিপতিহিঁ বোলাবা, কহা চলই কর করহু বনাবা ॥
„ ৫ অব বিলম্ব কেহি কারন কীজৈ, তুরত কপিন্হ কহুঁ আয়সু দীজৈ।
কৌতুক দেখি সুমন বহু বরষী, নত তেঁ ভবন চলে সুর হরষী ॥

দো ৩৩ কপিপতি বেগি বোলায়ে আয়ে জুথপ জুথ।
নানাবরন অতুল বল বানর ভালু বরূথ ॥

চৌ ১ প্রভুপদ পঙ্কজ নাবহিঁ সীসা, গর্জহিঁ ভালু মহাবল কীসা।
দেখী রাম সকল কপিসৈনা, চিতই কৃপা করি রাজিবনৈনা ॥
„ ২ রামকৃপা বল পাই কপিন্দা, ভয়ে পচ্ছজুত মনহুঁ গিরিন্দা।
হরষি রাম তব কীন্হ পয়ানা, সগুন ভয়ে সুন্দর সুত নানা ॥
„ ৩ জাসু সকল মঙ্গলময় কীতী, তাসু পয়ান সগুন যহ নীতী।
প্রভুপয়ান জানা বৈদেহী, ফরকি বামঅঁগ জনু কহি দেহী ॥
„ ৪ জোই জোই সগুন জানকিহি হোঈ, অসগুন ভয়উ রাবনহি সোঈ।
চলা কটকু কো বরনই পারা, গর্জহিঁ বানর ভালু অপারা ॥
„ ৫ নখ আয়ুধ গিরি পাদপ ধারী, চলে গগন মহি ইচ্ছাচারী।
কেহরিনাদ ভালু কপি করহীঁ, ডগমগাহিঁ দিগ্‌গজ চিক্করহীঁ ॥

চৌ ২ ধ্যান ভাঙ্গি সাবধানে স্থির করি মন, শঙ্কর কহেন তবে অপূর্ব কথন।
কপিরে উঠায়ে প্রভু নিজ বক্ষে লন, কর ধরি বসালেন নিকটে আপন॥
„ ৩ রাবণ পালিত লঙ্কা কহ বিবরণ, কি ভাবে করিলে লঙ্কা দুর্গের দহন।
প্রভুরে প্রসন্ন জানি কহে হনুমান, সকল বৃত্তান্ত ত্যজি আত্ম অভিমান॥
„ ৪ শাখা-মৃগ স্বভাবেতে করি উল্লম্ফন, শাখা হ'তে শাখান্তরে না করি যতন।
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া বধি নিশাচর-গণ, জ্বালাইয়া স্বর্ণ লঙ্কা উৎপাটি কানন॥
„ ৫ তোমারি প্রভাবে প্রভু করি সমুদয়, কৃতিত্ব আমার কিছু এতে নাহি রয়॥

দো ৩২ তব কৃপা যার পরে হে প্রভু তাহার, অসাধ্য কিছুই নাহি যতই অপার।
তোমার প্রতাপ প্রভু দাবাগ্নি প্রমান, ভস্মীভূত করে খলে কার্পাস সমান॥

চৌ ১ শুনি এ বচন প্রভু অতি সুখী হন, কায় মনোবাক্যে হনু ভক্ত টের পান।
অনুকুল বর মাগ' পবন নন্দন, সুখপ্রদ বর আজি করিব অর্পণ॥
„ ২ হে নাথ অচল ভক্তি পরম পাবন, দিও মোরে শিব যাহা ভাবে অনুক্ষণ।
শুনিয়া সরল মৃদু সেই কপিবাণী, তথাস্তু কহেন রাম তখনি ভবানি॥
„ ৩ রামের স্বভাব উমা জানে যেই জন, কিছু নাহি চাহে সেই ত্যজিয়া ভজন।
এ গুঢ় তত্ত্বের কথা যেই জন মানে, রঘুপতি পদে ভক্তি সেই শুধু জানে॥
„ ৪ কপিগণ কহে শুনি প্রভুর সে বাণী, জয় জয় কৃপাসিন্ধু সুখের সন্ধানী।
কপির পতিরে ডাকি' ক'ন রঘুরাম, ব্যবস্থা করহ রাজা এবে অভিযান॥
„ ৫ বিলম্ব করার আর কিবা প্রয়োজন, কপিগণে দাও শীঘ্র আদেশ এখন।
দেখি এ ব্যবস্থা নভে যত দেবগণ, স্বস্থানে চলেন করি পুষ্প বরিষণ॥

দো ৩৩ সুগ্রীব আদেশে ত্বরা হল একত্রিত, দলে দলে সেনাপতি সৈন্য শত শত।
বিচিত্র বরণ আর অপরূপ বল, ঋক্ষ কপি সৈন্য কত এলে দলে দল॥

চৌ ১ প্রভুর চরণ পদ্মে নত করি শির, ভীষণ গর্জন করে ঋক্ষ কপি বীর।
কৃপা দৃষ্টিপাত করি রাজীব নয়নে, মিলিলেন রঘুরাজ কপি সেনা সনে॥
„ ২ রাম কৃপা প্রভাবেতে লভি' মনে বল, পক্ষযুক্ত গিরি যেন হল কপি দল।
প্রসন্ন চিত্তেতে রাম অগ্রসর হন, সুমঙ্গল চিহ্ন কত হইল দর্শন॥
„ ৩ সকল মঙ্গলময় সুকীর্তি যাঁহার, তাঁহারি পথেতে নিত্য মঙ্গল প্রচার।
যাত্রা সুরু করেছেন জানি প্রভু তাঁর, বামাঙ্গে স্পন্দন হল তখন সীতার॥
„ ৪ সুমঙ্গল চিহ্ন যাহা সীতা কাছে হয়, রাবণের কাছে তাহা অমঙ্গলময়।
চলিল বিপুল সেনা অসাধ্য বর্ণন, ঋক্ষ কপি গরজায় তুমুল গর্জন॥
„ ৫ তীক্ষ্ণ নখায়ুধ আর শিলা বৃক্ষ ধারী, নভেতে ভূমিতে চলে যথা ইচ্ছাচারী।
সিংহনাদ করে যত ঋক্ষ কপিগণ, দিগন্ত ব্যাপিয়া তাহা করে আলোড়ন॥

ছ ৪ চিক্করহিঁ দিগ্‌গজ ডোল মহি গিরি, লোল সাগর খরভরে।
মন হরষ দিনকর সোম সুর মুনি নাগ, কিন্নর দুখ টরে॥
কটকটহিঁ মর্কট বিকট ভট বহু কোটি, কোটিন্‌হ ধাৱহীঁ।
জয় রাম প্রবল প্রতাপ কোসলনাথ গুনগন গাৱহীঁ॥

„ ৫ সহি সক ন ভার উদার অহিপতি বার বারহিঁ মোহঈ।
গহি দসন পুনি পুনি কমঠপৃষ্ঠ কঠোর সো কিমি মোহঈ॥
রঘুবীর রুচির প্রয়ান প্রস্থিতি জানি পরম সুহাবনী।
জনু কমঠখর্পর সর্পরাজ সো লিখত অবিচল পাবনী॥

দো ৩৪ এহি বিধি জাই কৃপানিধি উতরে সাগর তীর।
জহঁ তহঁ লাগে খান ফল ভালু বিপুল কপিবীর॥
চৌ ১ উহাঁ নিসাচর রহহিঁ সংসঙ্কা, জব তেঁ জারি গয়উ কপিলঙ্কা।
নিজ নিজ গৃহ সব করহিঁ বিচারা, নহিঁ নিসিচর কুল কের উবারা॥
„ ২ জাসু দূতবল বরনি ন জাঈ, তেহি আয়ে পুর কবন ভলাঈ।
দূতিন্‌হ সন সুনি পুরজন বানী, মন্দোদরী অধিক অকুলানী॥
„ ৩ রহসি জোরি কর পতিপদ লাগী, বোলী বচন নীতি রস পাগী।
কন্ত করষ হরি সন পরিহরহূ, মোর কহা অতি হিত হিয় ধরহূ॥
„ ৪ সমুঝত জাসু দূত কই করনী, স্রবহিঁ গর্ভ রজনীচর ঘরনী।
তাসু ন্‌ারি নিজ সচিব বোলাঈ, পঠবহু কন্ত জোঁ চহহু ভলাঈ॥
„ ৫ তব কুল কমল বিপিন দুখ দাঈ, সীতা সীত নিসাসম আঈ।
সুনহু নাথ সীতা বিনু দীন্‌হে, হিত ন তুম্‌হার সম্ভু অজ কীন্‌হে॥
দো ৩৫ রামবান অহিগনসরিস নিকর নিসাচর ভেক।
জব লগি গেসত ন তব লগি জতনু করহু তজি টেক॥
চৌ ১ স্রবন সুনী সঠ তা করি বানী, বিহঁসা জগতবিদিত অভিমানী।
সভয় সুভাব নারি কর সাঁচা, মঙ্গল মহুঁ ভয় মন অতি কাঁচা॥

ছ ৪ দিগন্ত ফাটিয়া পড়ে গিরি পৃথ্বী থরে থরে
সাগরেতে ঢেউ সুমহান।
রবি শশী সুখী তারা সুর মুনি কিন্নরেরা
নাগ যক্ষ দুঃখ অবসান॥
কটকটি মর্কটেরা কাঁপাইয়া পদে ধরা
কোটি সেনা ধায় অবিরত।
প্রবল প্রতাপ রাম গায় জয় অবিরাম
কোশলের ভূপ গুণ যত॥
„ ৫ সহিতে না পারি ভার অহিপতি বার বার
অবশ হইল দেহে তার।
কঠোর কূর্মের পৃষ্ঠে দন্ত চাপি এক দৃষ্টে
রহে চাহি কি শোভা অপার॥
রঘুবীর যাত্রা সুরু জানি বক্ষ দুরু দুরু
কমঠের পৃষ্ঠে অহিরাজ।
অবিচল পুণ্য বাণী লিখিতেছে সাবধানী
অতীব ব্যাপৃত তাই আজ॥

দো ৩৪ অগ্রসরি' এই ভাবে কৃপানিধি তবে, উতরিলা সিন্ধু তীরে সাথে লয়ে সবে।
ঋক্ষ কপি বীরগণ পথে যেতে যেতে, যাহা পায় ফল মূল তাই খেতে খেতে॥

চৌ ১ এদিকে লঙ্কাতে সব নিশাচরগণ, ত্রস্ত থাকে যবে হতে লঙ্কার দহন।
গোপনে করিল সবে এরূপ বিচার, রাক্ষস-কুলের এবে নাহিক নিস্তার॥

„ ২ যাঁহার দূতের বল বর্ণন না যায়, তিনি এলে নাহি জানি কি হয় লঙ্কায়।
পুরবাসী শঙ্কা জানি ভীত মন্দোদরী, হৃদয় ব্যাকুল তার দুর্ভাগা সে নারী॥

„ ৩ আকুলিয়া পতি পদে পড়িয়া রমণী, কহে শ্রেষ্ঠ নীতি কথা জুড়ি তার পাণি।
হরি সনে বৈরী ভাব ত্যাগ কর স্বামী, রাখ মোর কথা আমি তব হিতকামী॥

„ ৪ দূতের বিক্রমে যাঁর দেখহ বিচারি, গর্ভচ্যুত হয় যত রক্ষকুল নারী।
প্রধান সচিবে ডাকি তাঁর মহিষীরে, হিত হবে প্রত্যার্পন কর নতশিরে॥

„ ৫ তব কুল পদ্ম বনে আনে দুঃখ রাশি, শারদ নিশার সম সীতা হেথা আসি।
সীতারে ফিরায়ে নাহি দিলে নাথ মোর, তব হিতে অপারাগ ব্রহ্মা মহেশ্বর॥

দো ৩৫ রাম বাণ সর্পসম অতি ভয়ঙ্কর, ভেক সম হয় জেনো যত নিশাচর।
যতক্ষণ নাহি করে গ্রাস রক্ষগণে, যতনে উপায় ভাব দর্প ত্যজি' মনে॥

চৌ ১ শঠ দশানন শুনি সে বিনতি বাণী, হাস্য করে অশ্রদ্ধায় অতি অভিমানী।
সত্য সত্য স্বভাবেতে অতি ভীরু নারী, মঙ্গলের মাঝে ভয়ে কাঁপে হিয়া তারি॥

চৌ ২ জৌঁ আবই কর্কট কটকাঈ, জিয়হিঁ বিচারে নিসিচর খাঈ।
কম্পহিঁ লোকপ জা কী ত্রাসা, তাসু নারি সভীত বড়ি হাঁসা॥
„ ৩ অস কহি বিহঁসি তাহি উর লাঈ, চলেউ সভা মমতা অধিকাঈ।
মন্দোদরী হৃদয় কর চিন্তা, ভয়উ কন্ত পর বিধি বিপরীতা॥
„ ৪ বৈঠেউ সভা খবরি অসি পাঈ, সিন্ধুপার সেনা সব আঈ।
বুঝেসি সচিব উচিতমত কহহূ, তে সব হঁসে মষ্ট করি রহহূ॥
„ ৫ জিতেহু সুরাসুর তব শ্রম নাহীঁ, নর বানর কেহি লেখে মাহীঁ॥

দো ৩৬ সচিব বৈদ গুরু তীনি জৌঁ প্রিয় বোলহিঁ ভয় আস।
রাজ ধর্ম তন তীনি কর হোই বেগিহী নাস॥

চৌ ১ সোই রাবন কহুঁ বনী সহাঈ, অস্তুতি করহিঁ সুনাই সুনাঈ।
অবসর জানি বিভীষনু আবা, ভ্রাতাচরন সীসু তেহি নাবা॥
„ ২ পুনি সিরু নাই বৈঠ নিজ আসন, বোলা বচন পাই অনুসাসন।
জৌঁ কৃপাল পূছেহু মোহি বাতা, মতি অনুরূপ কহউঁ হিত তাতা॥
„ ৩ জো আপন চাহই কল্যানা, সুজসু সুমতি সুভগতি সুখ নানা।
সো পরনারি লিলারু গোসাঈঁ, তজই চৌথি কে চন্দ কি নাঈঁ॥
„ ৪ চৌদহভুবন এক পতি হোঈ, ভুতদ্রোহ তিষ্ঠই নহিঁ সোঈ।
গুনসাগর নাগর নর জোউ, অলপলোভ ভল কহই ন কোউ॥

দো ৩৭ কাম ক্রোধ মদ লোভ সব নাথ নরক কে পন্থ।
সব পরিহরি রঘুবীরহী ভজহু ভজহিঁ জেহি সন্ত॥

চৌ ১ তাত রামু নহিঁ নর ভুপালা, ভুবনেশ্বর কালহুঁ কর কালা।
ব্রহ্ম অনাময় অজ ভগবন্তা, ব্যাপক অজিত অনাদি অনন্তা॥
„ ২ গো দ্বিজ ধেনু দেব হিতকারী, কৃপাসিন্ধু মানুষ তনু ধারী।
জনরঞ্জন ভঞ্জন খলব্রাতা, বেদ ধর্ম রচ্ছক সুনু ভ্রাতা॥
„ ৩ তাহি বয়রু তজি নাইয় মাথা, প্রনতারতি ভঞ্জন রঘুনাথা।
দেহু নাথ প্রভু কহুঁ বৈদেহী, ভজহু রাম বিনু হেতু সনেহী॥
„ ৪ সরন গয়ে প্রভু তাহু ন ত্যাগা, বিস্ব দ্রোহ কৃত অঘ জেহি লাগা।
জাসু নাম ত্রয় তাপ নসাবন, সোই প্রভু প্রগট সমঝুজিয় রাবন॥

দো ৩৮ বার বার পদ লাগউঁ বিনয় করউ দসসীস।
পরিহরি মান মোহ মদ ভজহু কোসলাধীস॥
„ ৩৯ মুনি পুলস্তি নিজ সিষ্য সন কহি পঠঈ যহ বাত।
তুরত সো মৈঁ প্রভু সন কহা পাই সুঅবসরু তাত॥

চৌ ২ কপি সেনা সাথে ল'য়ে আসিছে যে জন, তাদের রাক্ষসে খাই বাঁচিবে তখন।
যার ভয়ে কম্পমান দিগ্‌দেব পতি, তারি পত্নী ভীত আজি হাস্যকর অতি ॥
„ ৩ ইহা করি হাসিমুখে বক্ষে তারে টানে, মমত্ব দেখায়ে তারে চলে সভা পানে।
মন্দোদরী হৃদয়েতে অতি চিন্তা ভার, বিধাতা বিমুখ আজি পতি পরে তার ॥
„ ৪ বসিয়া সভার মাঝে পাইল সংবাদ, সিন্ধু পারে সেনা ইথে নাহি বিসংবাদ।
মন্ত্রিগণে কহে কহ কি মন্ত্রণা এবে, হাস্য সহ কহে মন্ত্রী উদ্বেগ কি তবে ॥
„ ৫ জিনিতে অসুর সুর নাহি যার বেগ, নর ও বানর লাগে কি হেতু উদ্বেগ।

দো ৩৬ গুরু বৈদ্য আর মন্ত্রী এ তিন যাহার, চাটুতা করেন ভয়ে তখন তাহার।
ধর্ম দেহ রাজ্যপাট এ তিন সম্পদ, বিনাশিত হয় বেগে তারি যুগপৎ ॥

চৌ ১ তাই বুঝি রাবণের হইল সহায়, মন্ত্রী সভাসদ সবে স্তব গান গায়।
এই অবসরে সেথা আসে বিভীষণ, বন্দনা করেন ছুঁয়ে ভ্রাতার চরণ ॥
„ ২ নতশিরে বসে গিয়া আপন আসনে, আদেশ পাইয়া কহে বিনয় বচনে।
হে কৃপানিধান যদি মোর মত চাহ, বুদ্ধি অনুসারে কহি ভ্রাতা মোর প্রিয় ॥
„ ৩ সুযশ সৌভাগ্য সুখ আর শুভগতি, চাহ যদি আপনার কল্যাণ সুমতি।
পরনারী লালসাকে ত্যাগ কর প্রিয়, নষ্ট চন্দ্র রূপে তাহা সদাই জানিয়ো ॥
„ ৪ চতুর্দশ ভুবনের এক মাত্র স্বামী, প্রাণী মাত্রে হিংসা তারও নহে স্থিতিকামী।
গুণের সাগর নর চতুর যে আর, কেহ নাহি কহে ভাল তুচ্ছ লোভ তার ॥

দো ৩৭ কাম ক্রোধ মদ নাথ লোভ আদি সব, নরকের দ্বার রূপে কর অনুভব।
রামপদ ভজ ত্যজি' সব নির্বিশেষ, সদ্‌গ্রন্থ সকল দিবে এই উপদেশ ॥

চৌ ১ হে তাত রাম ত নহে মনুষ্য নৃপতি, ভুবন ঈশ্বর তিনি মহাকাল পতি।
পূর্ণ ভগবান তিনি সর্ব স্থানে স্থিত, নির্দোষ ব্রহ্মই অজ অনাদি অজিত ॥
„ ২ পৃথিবী ব্রাহ্মণ ধেনু দেব হিতকারী, কৃপাসিন্ধু আজি তিনি নরদেহধারী।
খলগণে নাশকারী ভক্তানন্দ যিনি, বেদ ধর্ম রক্ষাকারী সুরত্রাতা তিনি ॥
„ ৩ তাঁহার শত্রুতা ত্যজি' নত কর শির, শরণার্থী দুঃখহারী রাম রঘুবীর।
জানকী ফিরায়ে দিয়া ভজহ প্রভুরে, অকারণে স্নেহদাতা সে রঘুবীরেরে ॥
„ ৪ বিশ্বদ্রোহ-কারী পাপী লইলে শরণ, প্রভু না ত্যজেন তারে করেন ভরণ।
ত্রিতাপ হরণ করে নাম নিলে মুখে, সেই ভগবান আজি প্রকট সমুখে ॥

দো ৩৮ বারবার কহি আমি ওগো দশানন, মোর এ মিনতি করি ধরিয়া চরণ।
ত্যজি' মান মদ মোহ আর অহঙ্কার, কোশল নৃপতি তুমি ভজ এইবার ॥
„ ৩৯ মহর্ষি পুলস্ত্য ডাকি শিষ্যেরে তাঁহার, প্রেরণ করেন তাঁর এই সমাচার।
যথা শীঘ্র কহিতেছে এ কথা তোমারে, সময় পেয়েছি যবে সেই অবসরে ॥

চৌ ১ মাল্যবন্ত অতি সচিব সয়ানা, তাসু বচন সুনি অতি সুখ মানা।
তাত অনুজ তব নীতিবিভুষন, সো উর ধরহু জো কহত বিভীষন॥
„ ২ রিপু উত করষ কহত সঠ দোউ, দূরি ন করহু ইহাঁ হই কোউ।
মাল্যবন্ত গৃহ গয়েউ বহোরী, কহই বিভাষনু পুনি কর জোরী॥
„ ৩ সুমতি কুমতি সব কে উর রহহীঁ, নাথ পুরান নিগম অস কহহীঁ।
জহাঁ সুমতি তহঁ সম্পতি নানা, জহাঁ কুমতি তহঁ বিপতি নিদানা॥
„ ৪ তব উর কুমতি বসী বিপরীতা, হিত অনহিত মানহু রিপু প্রীতা।
কালরাতি নিসিচর কুল কেরী, তেহি সীতা পর প্রীতি ঘনেরী॥
দো ৪০ তাত চরন গহি মাগউঁ রাখহু মোর দুলার।
সীতা দেহু রাম কহুঁ অহিত ন হোই তুম্হার॥
চৌ ১ বুধ পুরান শ্রুতি সম্মত বানী, কহী বিভীষন নীতি বখানী।
সুনত দসানন উঠা রিসাঈ, খল তোহি নিকট মৃত্যু অব আঈ॥
„ ২ জিয়সি সদা সঠ মোর জিয়াবা, রিপু কর পচ্ছ মূঢ় তোহি ভাবা।
কহসি ন খল অস কো জগ মাহীঁ, ভুজবল জেহি জীতা মৈঁ নাহীঁ॥
„ ৩ মম পুর বসি তপসিন্হ পর প্রীতী, সঠ মিলু জাই তিন্হহিঁ কহু নীতী।
অস কহি কীন্হেসি চরনপ্রহারা, অনুজ গহে পদ বারহিঁ বারা॥
„ ৪ উমা সন্ত কই ইহই বড়াঈ, মন্দ করত জো করই ভলাঈ।
তুম্হ পিতুসরিস ভলেহি মোহি মারা, রামু ভজে হিত নাথ তুম্হারা॥
„ ৫ সচিব সঙ্গ লেই নভপথ গয়উ, সবহিঁ সুনাই কহত অস ভয়উ।

দো ৪১ রামু সত্যসঙ্কল্প প্রভু সভা কালবস তোরি।
মৈঁ রঘুবীর সরন অব জাউঁ দেহু জনি খোরি॥
চৌ ১ অস কহি চলা বিভীষনু জবহীঁ, আয়ুহীন ভয়ে সব তবহীঁ।
সাধুঅবজ্ঞা তুরত ভবানী, কর কল্যান অখিল কৈ হানী।
„ ২ রাবন জবহিঁ বিভীষনু ত্যাগা, ভয়উ বিভব বিনু তবহিঁ অভাগা।
চলেউ হরষি রঘুনায়ক পাহীঁ, করত মনোরথ বহু মন মাহীঁ॥
„ ৩ দেখিহউঁ জাই চরন জল জাতা, অরুন মৃদুল সেবক সুখ দাতা।
জে পদ পরসি তরি রষিনারী, দণ্ডক কানন পাবন কারী॥
„ ৪ জে পদ জনকসুতা উর লায়ে, কপট কুরঙ্গ সঙ্গ ধর ধায়ে।
হর উর সর সরোজ পদ জেঈ, অহো ভাগ্য মৈঁ দেখিহউঁ তেঈ॥
দো ৪২ জিন্হ পয়ন্হ কে পাদুকন্হি ভরত রহে মন লাই।
তে পদ আজু বিলোকিহউঁ ইন্হ নয়নন্হি অব জাই॥

চৌ ১ মাল্যবন্ত নামে এক মন্ত্রী বিচক্ষণ, শুনি বিভীষণ বাক্য হৃষ্টচিত্ত হন।
রাজন অনুজ তব নীতি বিভূষণ, বিবেচনা কর যাহা কহে বিভীষণ ॥
„ ২ বৈরীর শ্রেষ্ঠত্ব তোরা কহিস্ দুজনা, কেন দুজনারে কেহ বাহির করেনা।
মাল্যবন্ত চলে তবে আপনার ঘরে, বিভীষণ কহে পুনঃ কর জোড় করে ॥
„ ৩ সুমতি কুমতি রহে সবাকার চিতে, হে নাথ পুরাণ শাস্ত্র কহে এই মতে।
সুমতি যেথায় সেথা সম্পদ প্রচুর, কুমতি আনিবে শেষে বিপত্তি প্রভুর ॥
„ ৪ হৃদি তব ভর করি আছে কুমতিতে, হিতে বিপরীত দেখ অহিত প্রীতিতে।
নিশাচর কুলে হন কালরাত্রি যিনি, সে সীতার প্রতি তব লালসা মেটেনি ॥
দো ৪০ হে তাত চরণে পড়ি মাগিতেছি আমি, রাখহ মিনতি মম রক্ষকুল স্বামী।
সীতারে অর্পন কর শ্রীরামের হাতে, হইবে পরম হিত তোমার ইহাতে ॥
চৌ ১ শ্রুতি ও পুরাণ মতে যাহা কহে জ্ঞানী, বিভীষণ কহিল তা বিশদ বাখানি।
শুনিয়া রাবণ ক্রোধে উঠিল জ্বলিয়া, সময় নিকটে তোর মরণ লাগিয়া ॥
„ ২ আমি রক্ষা করি মূর্খ বেঁচে আছ তাই, শত্রুপক্ষ সমর্থন করিস সদাই।
বল্ মূর্খ ত্রিভুবনে কে আছে এমন, মোর ভুজবলে নাহি করে পলায়ন ॥
„ ৩ মোর পুরে বাস করি মুনি ঋষি প্রীতি, দূর হ তাদের কাছে বাখানিস্ নীতি।
ইহা করি পদাঘাত করে বিভীষণে, বার বার তথাপি সে পড়িল চরণে ॥
„ ৪ হে উমা ইহাই হয় সাধুর প্রকৃতি, মন্দ করিলেও ভাল করিবার নীতি।
বিভীষণ কহে তবু হ'য়ে পদাহত, যুক্ত করে মৃদু স্বরে পরম বিনীত ॥
„ ৫ পিতা সম পার তুমি পদাঘাত দিতে, রাম পদ ভজ তুমি হিত হবে তা'তে।
মন্ত্রীসনে নভ পথে লইল বিদায়, সবারে শুনায়ে তবে বিভীষণ কয় ॥
দো ৪১ রামের সংকল্প জেনো সদা সত্য হয়, কালবশে ধ্বংস হবে সকলে নিশ্চয়।
রঘুনায়কের আমি লইনু শরণ, আমারে দিওনা দোষ দর্পী দশানন ॥
চৌ ১ ইহা কহি বিভীষণ চলিল যখনি, স্বল্পায়ু হইল যত রাক্ষস তখনি।
সাধুরে অবজ্ঞা করা হইলে ভবানি, হইবে সম্পূর্ণ ভাবে কল্যাণের হানি ॥
„ ২ যবে হ'তে বিভীষণে ত্যজিল রাবণ, বান্ধব বৈভব শূন্য হল অভাজন।
বিভীষণ হৃষ্টচিতে চলে রাম পাশ, মনেতে ঘুরিয়া ফিরে কতই না আশ ॥
„ ৩ অরুণ বরণ সেই চরণ কমল, দেখিব নয়ন ভরি ভক্তের বৎসল।
যে পদ পরশি মুক্তি পায় ঋষি নারী, দণ্ডক কানন পূত যে চরণ ধরি ॥
„ ৪ যে পদ জনক সুতা সদা করে ধ্যান, যে পদে কনক মৃগ পিছনেতে যা'ন।
যে পদ শিবের হৃদি সরসী কমল, কি ভাগ্য দেখিয়া হবে নয়ন সফল ॥
দো ৪২ যে পদ পাদুকা সদা ভরতের মনে, সে পরম পদ আজি হেরিব নয়নে।

চৌ ১ এহি বিধি করত সপ্রেম বিচারা, আয়উ সপদি সিন্ধু এহি পারা।
কপিন্হ বিভীষনু আৱত দেখা, জানা কোউ রিপুদূত বিসেখা ॥
" ২ তাহি রাখি কপীস পহিঁ আয়ে, সমাচার সব তাহি সুনায়ে।
কহ সুগ্ৰীব সুনহু রঘুরাঈ, আৱা মিলন দসাননভাঈ ॥
" ৩ কহ প্রভু সখা বুঝিয়ে কাহা, কহই কপীস সুনহু নরনাহা।
জানি ন জাই নিসাচর মায়া, কামরূপ কেহি কারন আয়া ॥
" ৪ ভেদ হমার লেন সঠ আৱা, রাখিয় বাঁধি মোহি অস ভাৱা।
সখা নীতি তুম্হ নীকি বিচারী, মম পন সরনাগত ভয় হারী ॥
" ৫ সুনি প্রভুবচন হরষ হনুমানা, সরনাগতবচ্ছল ভগবানা ॥

দো ৪৩ সরনাগত কহঁ জে তজহিঁ নিজ অনহিত অনুমানি।
তে নর পাৱঁর পাপময় তিন্হহিঁ বিলোকত হানি ॥
চৌ ১ কোটি বিপ্রবধ লাগহি জাহূ, আয়ে সরন তজউঁ নহিঁ তাহূ।
সনমুখ হোই জীৱ মোহি জৱহীঁ, জনম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ ॥
" ২ পাপবন্ত কর সহজ সুভাউ, ভজনু মোর তেহি ভাব ন কাউ।
জৌঁ পৈ দুষ্ট হৃদয় সোই হোঈ, মোরে সনমুখ আৱ কি সোঈ ॥
" ৩ নির্মল মনজন সো মোহি পাৱা, মোহি কপট ছল ছিদ্র ন ভাবা।
ভেদ লেন পঠবা দসসীসা, তবহুঁ ন কছু ভয় হানি কপীসা ॥
" ৪ জগ মহুঁ সখা নিসাচর জেতে, লছিমনু হনই নিমিষ মহুঁ তেতে।
জৌঁ সভীত আৱা সরনাঈ, রখিহউঁ তাহি প্রান কী নাঈঁ ॥
দো ৪৪ উভয় ভাঁতি তেহি আনহু হঁসি কহ কৃপানিকেত।
জয় কৃপালু কহি কপি চলে অঙ্গদ হনু সমেত ॥
চৌ ১ সাদর তেহি আগে করি বানর, চলে জহাঁ রঘুপতি করুনাকর।
দুরিহিঁ তেঁ দেখে দোউ ভ্রাতা, নয়নানন্দদান কে দাতা ॥
" ২ বহুরি রাম ছবিধাম বিলোকী, রহেউ ঠিঠুকি একটক পল রোকী।
ভুজ প্রলম্ব কঞ্জারুনলোচন, স্যামল গাত প্রনত ভয় মোচন ॥
" ৩ সিংহকন্দ আয়তউর সোহা, আনন অমিত মদন মন মোহা।
নয়ন নীর পুলকিত অতি গাতা, মন ধরি ধীর কহী মৃদু বাতা ॥
" ৪ নাথ দসানন কর মৈঁ ভ্রাতা, নিসিচর বংস জনম সুরত্রাতা।
সহজ পাপপ্রিয় তামসদেহা, জথা উলুকহিঁ তম পর নেহা ॥
দো ৪৫ স্রবন সুজসু সুনি আয়উঁ প্রভু ভঞ্জন ভবভীর।
ত্রাহি ত্রাহি আরতিহরন সরন সুখদ রঘুবীর ॥

চৌ ১ এরূপ বিচার করি প্রেমময় মনে, আসিল সিন্ধুর তটে ত্বরিত গমনে।
কপিগণ বিভীষণে দেখি আসে সেথা, ভাবিল শত্রুর চর আসে বুঝি হেথা ॥
„ ২ রাখি দ্বারে আসে সবে কপি পতি পাশে, কহিল সকল বর্তা তাহার সকাশে।
সুগ্রীব কহিল গিয়া শুন রঘুরাজ, দশানন ভ্রাতা আসে মিলিবারে আজ ॥
" ৩ প্রভু কহিলেন সখা কি মন্ত্রণা তব, কহিল সুগ্রীব প্রভু আমি এই ক'ব।
নাহি বুঝি আমি কিছু নিশাচর মায়া, কি কারণে আসিয়াছে ধরি কোন কায়া ॥
„ ৪ মনে হয় আসিয়াছে শঠ নিশাচর, বিভেদ ঘটাতে হেথা হয়ে গুপ্তচর।
আমার মন্ত্রণা এই বাঁধি নিশাচরে, সখা তব নীতি মোর মনে নাহি ধরে ॥
„ ৫ শরণ লইতে যদি চায় বিভীষণ, শরণাগতের ত্রাণ এই মোর পণ।
প্রভুর বচনে হৃষ্ট হয় হনুমান, শরণার্থী রক্ষা কর্তা পূর্ণ ভগবান ॥
দো ৪৩ আপনার হানি হবে এরূপ বিচারি, শরণাগতেরে ত্যজে যে জন তাহারি।
দর্শনে অহিত হয় সে ত নরাধম, পাপাত্মা নিকৃষ্ট অতি হবেই সে জন ॥
চৌ ১ কোটি বিপ্রবধ পাপ হয়েছে যাহার, শরণ লইলে তারে নাহি ত্যজি আর।
মোর সম্মুখীন হ'লে সকল জীবের, কোটি জন্ম পাপ নাশ হয় তাহাদের ॥
„ ২ পাপাত্মা স্বভাব জেনো হয় এইরূপ, আমার ভজনে তারা সদাই বিমুখ।
খলচিত্ত হয় যদি কেন আসিবে সে, আমার সমুখে আজি এই অবকাশে ॥
„ ৩ নির্মল স্বভাব যার সেই পাবে মোরে, কপটতা ছল মোর মনে নাহি ধরে।
খোঁজ নিতে দশানন যদি বা পাঠায়, হে সুগ্রীব নাহি তাতে হানি কিংবা ভয় ॥
„ ৪ নিশাচর আছে যত হে সখা এ ভবে, একাকী লক্ষণ পারে জিনিবারে সবে।
ভীত হ'য়ে আসে যেবা শরণ লাগিয়া, প্রাণের সমান তারে রাখে মোর হিয়া ॥
দো ৪৪ যে ভাবেই এসে থাকে কর আনয়ন, কহিলেন কৃপাসিন্ধু সস্মিত আনন।
জয় কৃপাসিন্ধু কহে কপিরা উল্লাসে, হনুমান অঙ্গদাদি চলে তার পাশে ॥
চৌ ১ সাদরে অগ্রেতে করি আনে বিভীষণে, করুণা সাগর রাম র'ন যেই স্থানে।
দূর হতে দেখিল সে বসি বসি দুই ভ্রাতা, নয়ন-আনন্দ মূর্ত্তি সর্বস্ব যে দাতা ॥
„ ২ রামের অপূর্ব মূর্ত্তি করি বিলোকন, নয়নে পলক নাহি, নাহি সঞ্চলন।
অরুণ কমল নেত্র দীর্ঘ বাহুদ্বয়, শ্যামল বরণ গাত্র নাশে ভব ভয় ॥
„ ৩ বক্ষ সুবিশাল শোভে বৃষস্কন্ধ তাঁর, অযুত মদন মুগ্ধ মুখপদ্ম যাঁর।
নয়ন প্লাবিত হল নয়নাশ্রু নীরে, পুলকিত গাত্রে কহে অতি ধীরে ধীরে ॥
„ ৪ রাক্ষস কুলেতে জন্ম মোর সুরত্রাতা, দশানন হয় নাথ মোর জেষ্ঠ্য ভ্রাতা।
পাপই স্বভাব প্রিয় তামস শরীরে, পেচক যেমন মুগ্ধ তম নিশা তরে ॥
দো ৪৫ শুনিয়া কর্ণেতে মোর সুযশ তোমারি, এসেছি হেথায় প্রভু ভয়-দুঃখ-হারী।
শরণাগতের ত্রাতা রঘুবীর তুমি, ত্রাণ কর মোরে প্রভু শরণার্থী আমি ॥

চৌ ১ অস কহি করত দণ্ডবত দেখা, তুরত উঠে প্রভু হরষ বিসেখা।
দীন বচন সুনি প্রভু মন ভাবা, ভুজ বিসাল গহি হৃদয় লগাবা॥
" ২ অনুজসহিত মিলি ঢিগ বৈঠারী, বোলে বচন ভগত ভয় হারী।
কহু লঙ্কেস সহিত পরিবারা, কুশল কুঠাহর বাস তুম্হারা॥
" ৩ খলমণ্ডলী বসহু দিনু রাতী, সখা ধর্ম নিবহই কেহি ভাতী।
মৈ জানউঁ তুম্হারি সব রীতী, অতি নয়নিপুন ন ভাব অনীতী॥
" ৪ বরু ভল বাস নরক কর তাতা, দুষ্ট সঙ্গ জনি দেই বিধাতা।
অব পদ দেখি কুসল রঘুরায়া, জোঁ তুম্হ কীন্হি জানি জন দায়া॥
দো ৪৬ তব লগি কুসল ন জীব কহঁ সপনেহু মন বিস্রাম।
জব লগি ভজত ন রাম কহুঁ সোকধাম তজি কাম॥
চৌ ১ তব লগি হৃদয় বসত খল নানা, লোভ মোহ মৎসর মদ মানা।
জব লগি উর ন বসত রঘুনাথা, ধরে চাপসায়ক কটি ভাথা॥
" ২ মমতা তরুনতমী অঁধিয়ারী, রাগ দ্বেষ উলুক সুখকারী।
তব লগি বসত জীব মন মাহীঁ, জব লগি প্রভু প্রতাপ রবি নাহীঁ॥
" ৩ অব মৈ কুসল মিটে ভয় ভারে, দেখি রাম পদকমল তুম্হারে।
তুম্হ কৃপাল জা পর অনুকুলা, তাহি ন ব্যাপ ত্রিবিধ ভবসূলা॥
" ৪ মৈঁ নিসিচর অতি অধম সুভাউ, সুভ আচরনু কীন্হ নহিঁ কাউ।
জাসু রূপ মুনিধ্যান ন আবা, তেহি প্রভু হরষি হৃদয় মোহি লাবা॥
দো ৪৭ অহোভাগ্য মম অমিত অতি রাম কৃপা সুখ পুঞ্জ।
দেখেউ নয়ন বিরঞ্চি সিব সেব্য জুগল পদ কঞ্জ॥
চৌ ১ সুনহু সখা নিজ কহউঁ সুভাউ, জান ভুসুণ্ডি সম্ভু গিরিজাউ।
জোঁ নর হোই চরাচরদ্রোহী, আবই সভয় সরন তকি মোহী॥
" ২ তজি মদ মোহ কপট ছল নানা, করউ সদ্য তেহি সাধুসমানা।
জননী জনক বন্ধু সুত দারা, তনু ধন ভবন সুহৃদ পরিবারা॥
" ৩ সব কৈ মমতাতাগ বটোরী, মম পদ মনহিঁ বাঁধ বরি ডোরী।
সমদরসী ইচ্ছা কছু নাহীঁ হরষ সোক ভয় নহিঁ মন মাহীঁ॥
" ৪ অস সজ্জন মম উর বস কৈসে, লোভীহৃদয় বসই ধন জৈসে।
তুম্হ সারিখে সন্ত প্রিয় মোরে, ধরউঁ দেহ নহিঁ আন নিহোরে॥
দো ৪৮ সগুনউপাসক পরহিত নিরত নীতি দৃঢ় নেম।
তে নর প্রানসমান মম জিন্হ কে দ্বিজ পদ প্রেম॥
চৌ ১ সুনু লঙ্কেস সকল গুন তোরে, তা তে তুম্হ অতিসয় প্রিয় মোরে।
রাম বচন সুনি বানরজুথা, সকল কহহিঁ জয় কৃপাবরূথা॥

চৌ ১ দণ্ডবৎ চরণেতে পড়ে দেখি তারে, ত্বরিৎ উঠেন প্রভু ভাবাবেগ ভরে।
করুন মিনতি শুনি প্রভু ভাবময়ে, বিশাল ভুজেতে তারে ধরেন হৃদয়ে ॥
,, ২ অনুজের সাথে মিলি বসালেন পাশে, ভক্ত ভয়হারী তারে কহেন সহাসে।
কহ হে লঙ্কেশ* তব কুশল ত এতে, কুস্থানেতে বাস কর সপরিবারেতে ॥
,, ৩ দুর্জন সংসর্গে বাস কর দিবা রাতি, কি করিয়া রাখ সখা ধর্মে তব মতি।
আমি জানি সব তব ধর্ম কর্ম রীতি, নীতিতে নিপুন তুমি ত্যজিয়া দুর্নীতি ॥
,, ৪ নরক যন্ত্রণা ভাল দুষ্ট সঙ্গ হতে, বিধাতা না যেন রাখে দুষ্ট সংসর্গেতে।
কুশল দর্শনে তব পদ রঘুরাজ, ভক্ত জানি করিয়াছ মোরে কৃপা আজ ॥
দো ৪৬ না ত্যজিয়া কামনাদি এ দুঃখ সংসারে, রামের ভজনা যদি জীব নাহি করে।
কখনই নাহি হবে কল্যাণ জীবের, স্বপনেও নাহি পাবে শান্তি সে মনের ॥
চৌ ১ মদ ও মাৎসর্য লোভ খলের মনেতে, রহিবে যতেক ক্ষণ তার অন্তরেতে।
প্রতিভাত নাহি হবে রাম রঘুবীর, দুর্বা শ্যাম ধনুষ্পাণি কটিতে তূণীর ॥
,, ২ মমতা তিমির তম রূপে আবির্ভাব, রাগ দ্বেষ রূপী সেই পেচক সদ্ভাব।
মনেতে বসতি করে ততকাল ধরে, দিবাকর সম রামে না রাখে অন্তরে ॥
৩ কৃতার্থ আজিকে আমি নাহি আর ভয়, হেরিয়া কমল সম তব পদদ্বয়।
হে কৃপাল যার পরে তুমি অনুকূল, মিটেছে তাহার প্রভু সর্ব ভবশূল ॥
,, ৪ অধম স্বভাব মোর নিশাচর আমি, শুভ আচরণ কিছু নাহি জানি স্বামি।
মুনিগণ ধ্যানে দেখা নাহি পায় যাঁর, সেই প্রভু হর্ষে লন মোরে বক্ষে তাঁর ॥
দো ৪৭ অহো কত ভাগ্য মম অগণিত অতি, সুখ কৃপা পুঞ্জ রাম সর্বলোক পতি।
নয়ন সমুখে মোর বিরিঞ্চি শঙ্কর, যাঁর পাদ পদ্মদ্বয়ে সেবে নিরন্তর।
চৌ ১ শুন সখা কহি তোমা স্বভাব আমার, জানেন ভুশুণ্ডী উমা মহেশ্বর আর।
চরাচর বিরূপতা করিলেও নর, সভয়ে শরণ যদি লয় অতঃপর ॥
,, ২ ত্যজি মদ-মোহ আর কপটতা ছল, করি তারে সাধু সম কভুনা বিফল।
জনক জননী ভ্রাতা আর সুত দার, তনু ধন গৃহ আর মিত্র পরিবার ॥
,, ৩ সবার মমতা ছিন্ন করিয়া আমার, চরণে বিলাতে পারে হৃদয় তাহার।
সমদর্শী হয় যবে কামনার ক্ষয়, হর্ষ শোক ভয় তার অবলুপ্ত হয় ॥
,, ৪ এরূপ সজ্জন মোর হৃদে বাস করে, লোভীর হৃদয়ে ধন যথা রাখে ধরে।
সজ্জন তোমার সম প্রিয় মোর চিতে, তারি লাগি দেহ ধরি, নহে প্রার্থনাতে ॥
দো ৪৮ সগুণ ব্রহ্মের সেবা পর উপকারী, নীতি ও নিয়মে সদা দৃঢ় চিত্ত যারি।
দ্বিজ পদে প্রেম যার অকুণ্ঠিত রয়, প্রাণ সম প্রিয় মোর সেই নর হয় ॥
চৌ ১ শুনহ লঙ্কেশ তুমি সর্ব গুণ-ময়, সে কারণে তুমি মোর প্রিয় অতিশয়।
সর্ব কপি এক সাথে রাম বাক্য শুনি, কৃপানিধানের জয় করে জয়ধ্বনি ॥

* রামের ভবিষ্যত বাণী

চৌ ২ সুনত বিভীষনু প্রভু কৈ বানী, নহিঁ অঘাত শ্রবনামৃত জানী।
পদঅম্বুজ গহি বারহিঁ বারা, হৃদয় সমাত ন প্রেমু অপারা॥
" ৩ সুনহু দেব সচরাচর স্বামী, প্রনতপাল উর অন্তরজামী।
উর কছু প্রথম বাসনা রহী, প্রভু পদ প্রীতি সরিত সো বহী॥
" ৪ অব কৃপাল নিজ ভগতি পাবনী, দেহু সদা সিব মন ভাবনী।
এবমস্তু কহি প্রভু রনধীরা, মাগা তুরত সিন্ধু কপনীরা॥
" ৫ জদপি সখা তব ইচ্ছা নাহীঁ, মোর দরসু অমোঘ জগ মাহীঁ।
অস কহি রাম তিলক তেহি সারা, সুমনবৃষ্টি নভ ভঈ অপারা॥
দো ৪৯ রাবনক্রোধ অনল নিজ স্বাস সমীর প্রচণ্ড।
জরত বিভীষনু রাখেউ দীন্হেউ রাজু অখণ্ড॥
" ৫০ জো সম্পতি সিব রাৰনহিঁ দীন্হি দিয়ে দস মাথ।
সোই সম্পদা বিভীষনহিঁ সকুচি দীন্হি রঘুনাথ॥
চৌ ১ অস প্রভু ছাড়ি ভজহিঁ জে আনা, তে নর পসু বিনু পূছ বিসানা।
নিজ জন জানি তাহি অপনাৰা, প্রভুসুভাব কপি কুল মন ভাৰা॥
" ২ সুনি সর্বজ্ঞ সর্বউর বাসী, সর্বরূপ যবরহিত উদাসী।
বোলে বচন নীতি প্রতি পালক, কারনমনুজ দনুজ কুল ঘালক॥
" ৩ সুনু কপীস লঙ্কাপতি বীরা, কেহি বিধি তরিয় জলধি গম্ভীরা।
সঙ্কুল মকর উরগ ঝষ জাতী, অতি অগাধ দুস্তর সব ভাঁতী॥
" ৪ কহ লঙ্কেস সুনহু রঘুনায়ক, কোটি সিন্ধু সোষক তব সায়ক।
জদ্যপি তদপি নীতি অস গাঈ, বিনয় করিয় সাগর সন জাঈ॥
দো ৫১ প্রভু তুম্হার কুলগুরু জলধি কহহি উপায় বিচারি।
বিনু প্রয়াস সাগর তরিহি সকল ভালু কপি ধারি॥
চৌ ১ সখা কহী তুম্হ নীকি উপাঈ, করিয় দৈব জোঁ হোই সহাঈ।
মন্ত্র ন যহ লছিমন মন ভাবা, রামবচন সুনি অতি সুখ পাবা॥
" ২ নাথ দৈব কর কবন ভরোসা, সোখিয় সিন্ধু করিয় মন রোসা।
কাদরমন কহুঁ এক অধারা, দৈব দৈব আলসী পুকারা॥
" ৩ সুনত বিহঁসি বোলে রঘুবীরা, ঐসই করব ধরহু মন ধীরা।
অস কহি প্রভু অনুজহি সমুঝাঈ, সিন্ধুসমীপ গয়ে রঘুরাঈ॥
" ৪ প্রথম প্রনাম কীন্হ সিরু নাঈ, বৈঠে পুনি তট দর্ভ ডসাঈ।
জবহিঁ বিভীষনু প্রভু পহিঁ আয়ে, পাছে রাবন দূত পঠায়ে॥
দো ৫২ সকল চরিত তিন্হ দেখে ধরে কপট কপিদেহ।
প্রভুগুন হৃদয় সরাহহিঁ সরনাগত পর নেহ॥

চৌ ২ প্রভুর বচন কর্ণে অমৃতের প্রায়, জানিয়াও বিভীষণ তৃপ্ত নাহি পায়।
চরণ কমলে তাঁর পড়ে বারবার, হৃদয়েতে নাহি ধরে প্রেম সে অপার ॥

„ ৩ শুন দেব তুমিই ত চরাচর স্বামী, ভক্তের বৎসল তুমি হৃদি অন্তর্যামী।
প্রথমে বাসনা মোর যাহা ছিল চিতে, গেছে ভেসে প্রভুপদ প্রীতি তটিনীতে ॥

„ ৪ হে কৃপাল দেহ এবে ভকতি পরম, যে ভকতি শম্ভু মনে স্থিতি সর্বক্ষণ।
তথাস্তু কহিয়া তবে রাম মহাবীর, আনিতে কহেন ত্বরা তথা সিন্ধুনীর ॥

„ ৫ যদিও বাসনা সখা করেছো বর্জন, নিষ্ফল হবেনা কভু আমার দর্শন।
ইহা কহি রাম দেন রাজটীকা তারে, পুষ্প বৃষ্টি আকাশেতে হল বারেবারে ॥

দো ৪৯ বহ্নি সম রাবণের তীব্র ক্রোধোচ্ছ্বাস, প্রচণ্ড সমীর সম দশানন শ্বাস।
বিভীষণ জ্বালা যত লঙ্কার ভিতরে, খণ্ডিয়া অখণ্ড রাজ্য দিলেন তাহারে ॥

„ ৫০ দশশির বলিদানে শম্ভুপদ পরে, পেয়েছিল যে সম্পদ রাবণ তৎপরে।
রঘুনাথ নিঃশেষেতে দেন বিভীষণে, শিবদান সে সম্পদে বাধ্য মানি মনে ॥

চৌ ১ এই প্রভু ত্যজি' যেবা ভজে অন্য প্রভু, শৃঙ্গ পুচ্ছ বিনা পশু, নর নহে কভু।
নিজ ভক্ত জানি প্রভু করেন আপন, তাইতো প্রভুরে ভাল বাসে কপিগণ ॥

„ ২ সর্বজ্ঞ সকল রূপ সর্ব বিরহিত, সকল অন্তর-যামী উদাসীন চিত।
নীতির পালক যিনি বিশেষ কারণে, নর দেহ ধারী কন মধুর বচনে ॥

„ ৩ শুনহে সুগ্রীব সখা বিভীষণ বীর, কি ভাবে হইব পার সাগর গভীর।
দুস্তীর্ণ মকর মীন সর্পে সমাকুল, সকল প্রকারে দেখি ইহা প্রতিকূল ॥

„ ৪ কহিল লঙ্কেশ শুন রঘুকুল বীর, কোটি সিন্ধু শুষিবারে পারে তব তীর।
তথাপি ইহাই হবে সমুচিত নীতি, সমুদ্র নিকটে করা প্রার্থনা সম্প্রতি ॥

দো ৫১ হে প্রভু জলধি তব কুলগুরু জানি, কহিবে উপায় সেই এই কথা মানি।
অনায়াসে পার হবে জলনিধি এই, যতেক ভালুক কপি সৈনা সকলেই।

চৌ ১ সে সখা বলেছ তুমি উৎকৃষ্ট উপায়, করিব তাহাই দৈব হইলে সহায়।
লক্ষণের এ মন্ত্রণা নহে মনঃপূত, রামের বচনে মন দুখেতে আপ্লুত ॥

,,২ হে নাথ দৈবের আছে কিই বা ভরসা, ক্রোধে সিন্ধু শুষি লও একমাত্র আশা।
ভীরু মনে দৈব শুধু হইবে আধার, দৈবের দোহাই দিয়া অলস চিৎকার ॥

„ ৩ স্মিত হাস্যে তবে রাম কহেন লক্ষণে, করিব ইহাই তুমি ধৈর্য ধর মনে।
ইহা কহি অনুজেরে দিলেন সান্ত্বনা, সিন্ধুতীরে চলিলেন যথা বিবেচনা ॥

„ ৪ প্রথমে প্রণাম প্রভু করিলেন নীরে, বিছাইয়া কুশাসন বসিলেন তীরে।
রঘুবীর পাশে যবে আসে বিভীষণ, পাঠাইল গুপ্তচর তখন রাবণ ॥

দো ৫২ মায়াতে কপির দেহ করিয়া ধারণ, সকল চরিত্র চর করে নিরীক্ষণ।
মনেতে প্রশংসা করে প্রভুগুণ যত, শরণ প্রার্থীর প্রতি তাঁর স্নেহ কত ॥

চৌ ১ প্রগট বখানহিঁ রামসুভাউ, অতি সপ্রেম গা বিসরি দুরাউ।
রিপু কে দূত কপিন্হ তব জানে, সকল বাঁধি কপীস পহিঁ আনে ॥
,, ২ কহ সুগ্রীবঁ সুনহু সব বানর, অঙ্গভঙ্গ করি পঠবহু নিসিচর।
সুনি সুগ্রীবঁ বচন কপি ধায়ে, বাঁধি কটক চহুঁ পাস ফিরায়ে ॥
,, ৩ বহু প্রকার মারন কপি লাগে, দীন পুকারত তদপি ন ত্যাগে।
জো হমার হর নাসা কানা, তেহি কোসলাধীস কৈ আনা ॥
,, ৪ সুনি লছিমন সব নিকট বোলায়ে, দয়া লাগি হঁসি তুরত ছোড়ায়ে।
রাবন কর দীজেহু যহ পাতী, লছিমন বচন বাঁচু কুলঘাতী ॥
দো ৫৩ কহেউ মুখাগর মূঢ় সন মম সন্দেস উদার।
সীতা দেই মিলহু ন ত আবা কাল তুম্হার ॥
চৌ ১ তুরত নাই লছিমন পদ মাথা, চলে দূত বরনত গুনগাথা।
কহত রামজসু লঙ্কা আয়ে, রাবন চরন সীস তিন্হ নায়ে ॥
,, ২ বিহঁসি দসানন পুছী বাতা, কহসি ন সুক আপনি কুসলাতা।
পুনি কহু খবরি বিভীষন কেরী, জাহি মৃত্যু আঈ অতি নেরী ॥
,, ৩ করত রাজু লঙ্কা সঠ ত্যাগী, হোইহি জব কর কীট অভাগী।
পুনি কহু ভালু কীস কটকাঈ, কঠিন কালপ্রেরিত চলি আঈ ॥
,, ৪ কিজহ কৈ জীবন্হ কর রখবারা, ভয়উ মৃদুলচিত সিন্ধু বেচারা।
কহু তথসিন্হ কৈ বাত বহোরী, জিন্হ কে হৃদয় ত্রাস অতি মোরী ॥
দো ৫৪ কী ভই ভেঁট কি ফিরি গয়ে স্রবন সুজসু সুনি মোর।
কহসি ন রিপুদলতেজবল বহুত চকিত চিত তোর ॥
চৌ ১ নাথ কৃপা করি পূছেউ জৈসে, মানহু কহা ক্রোধ তজি তৈসে।
মিলা জাই জব অনুজ তুম্হারা, জাতহিঁ রাম তিলক তেহি সারা ॥
,, ২ রাবনদূত হমহিঁ সুনি কানা, কপিন্হ বাঁধি দীন্হে দুখ নানা।
স্রবন নাসিকা কাটন লাগে, রামসপথ দীন্হে হম ত্যাগে ॥
,, ৩ পুছেহু নাথ রামকটকাঈ, বদন কোটিসত বরনি ন জাঈ।
নানাবরন ভালু কপি ধারী, বিকটানল বিসাল ভয়কারী ॥
,, ৪ জেহি পুর দহেউ হতেউ সুত তোরা, সকল কপিন্হ মহঁ তেহি বলু থোরা।
অমিত নাম ভট কঠিন কয়ালা, অমিত নাগ বল বিপুল বিসালা ॥
দো ৫৫ দ্বিবিদ ময়ন্দ নীল নল অঙ্গদাদি বিকটাসি।
দধিমুখ কেহরি কুমুদ গব জামবন্ত বলরাসি ॥

চৌ ১ রামের স্বভাব ব্যক্ত করে প্রকাশ্যেতে, প্রেমাবেগে ছদ্মরূপ মিটিল দেহেতে।
শক্রচর জানি তারে তবে কপিগণ, সুগ্রীব সমুখে বাঁধি করে আনয়ন ॥
„ ২ কহিল সুগ্রীব শুন সব বনচর, অঙ্গচ্ছেদ করি এরে ফিরাও সত্তর।
সুগ্রীব বচন শুনি সব কপি ধায়, বাঁধি চরে চতুর্দিকে তাহারে ঘুরায় ॥
„ ৩ করিল জর্জর তারে কপিরা প্রহারে, চিৎকারে বেচারা তবু না ছাড়িল তারে।
শ্রীরামচন্দ্রের দিব্য চিৎকারি সে বলে, নাসা কর্ণ ছেদ মোর তোমরা করিলে ॥
„ ৪ শুনিয়া আনান তারে নিকটে লক্ষ্মণ, দয়া করি হাস্য মুখে ঘোচান বন্ধন।
রাবণের করে দিও এই লিপিখানি, কহিও পড়িতে তারে লক্ষ্মণের বাণী ॥
দো ৫৩ মূর্খেরে কহিও তুমি তব নিজ ভাষে, উদার প্রস্তাব মম এই সর্বশেষে।
সীতারে ফিরায়ে দিয়া লউক শরণ, কাল তার সন্নিকটে নতুবা মরণ ॥
চৌ ১ তখনি লক্ষ্মণ পদে মাথা করি নত, চলিল সে দূত মুখে গুণগান কত।
রাম যশ মুখে তার ফিরিল লঙ্কায়, মাথা নত করে আসি রাবণের পায় ॥
„ ২ হাসিয়া রাবণ কহে হে শুক তোমার, কুশল কেন না কহ কিবা সমাচার।
বিভীষণ আছেন ত এখন কুশলে, মৃত্যু অতি সন্নিকট তাহার কপালে ॥
„ ৩ রাজার হালেতে ছিল দুরাত্মা লঙ্কায়, ত্যজি' লঙ্কা হবে শঠ অন্নকীট প্রায়।
কহ মোরে ঋক্ষ কপি সেনা সমাচার, কঠিন কালের টানে এসেছে এবার ॥
„ ৪ কহ তপস্বীর বার্তা মোরে তার পরে, হৃদয়েতে মোর ত্রাসে সদা যেবা ডরে।
যার প্রাণ রক্ষাকর্তা সিন্ধু টলমল, মৃদু চিত্তে সে বেচারা হয়েছে কোমল ॥
দো ৫৪ হয়েছে সাক্ষাৎ কিবা ফিরে গেছে অরি, আমার বিক্রম যশ শুনি কর্ণ ভরি।
রিপুদল তেজ বল কহিছ না কেন, বিভ্রান্ত হয়েছে চিত্ত কেন তব হেন ॥
চৌ ১ কৃপা করি প্রশ্ন কর হে নাথ যেমনি, ত্যজি' ক্রোধ শুন মোর বচন তেমনি।
তোমার অনুজ গিয়া যেমনি মিলেন, রাজটীকা রামচন্দ্র তাহারে দিলেন ॥
„ ২ রাবণের গুপ্তচর জানিয়া আমারে, নানা দুঃখ দিল কপি জর্জরি প্রহারে।
নাসা কর্ণ ছেদ যবে করিবারে যায়, রামের শপথ দিয়া ঠেকানু তাহায় ॥
„ ৩ হে নাথ করেছ প্রশ্ন কপি সেনা কত, বর্ণনা করিতে নারি কোটি বদনে ত।
ঋক্ষ কপি সেনা সেথা নানা বর্ণ ধর, বিকট আনন আর অতি ভয়ঙ্কর ॥
„ ৪ লঙ্কা দহি' যেবা তব পুত্রে বধ করে, কপি মাঝে সর্ব নিম্ন সেই বল ধরে।*
অনেক নামের যোদ্ধা কঠিন করাল, মদ মত্ত হস্তী বল তেজও বিশাল ॥
দো ৫৫ দ্বিবিদ ময়ন্দ নীল অঙ্গদাদি আর, দধিমুখ জাম্বুবান বিরাট আকার।
গয় ও গবাক্ষ নল কুমুদ কেশরী, দুর্দান্ত প্রতাপশালী মহাবলধারী ॥

---

* হনুমানকে সর্বনিম্ন বলধারী বলিবার কারণ যে গুপ্তচরের নির্যাতনকারীদের মধ্যে হনুমান উপস্থিত ছিলেন না। যাহারা নির্যাতন করিয়াছে তাহাদের বলবীর্য সর্বোত্তম প্রতীত হইয়াছে।

চৌ ১ এ কপি সব সুগ্রীব সমানা, ইন্হ সম কোটিন্হ গনই কো নানা।
রামকৃপা অতুলিত বল তিন্হহীঁ, তৃনসমান ত্রৈলোকহিঁ গনহীঁ॥
" ২ অস মৈঁ শ্রবন সুনা দসকন্ধর, পদুম অঠারহ জুথপ বন্দর।
নাথ কটক মহঁ সো কপি নাহীঁ, জো ন তুম্হহিঁ জীতই রন মাহীঁ॥
" ৩ পরমক্রোধ মীজহিঁ সব হাথা, আয়সু পৈ ন দেহিঁ রঘুনাথা।
সোষহিঁ সিন্ধু সহিত ঝষব্যালা, পূরহিঁ ন ত ভরি কুধর বিসালা॥
" ৪ মর্দি গর্দ মিলবহিঁ দসসীসা, ঐসেই বচন কহহিঁ সব কীসা।
গর্জহিঁ তর্জহিঁ সহজ অসঙ্কা, মানহুঁ গ্রসন চহত হহিঁ লঙ্কা॥
দো ৫৬ সহজ সুর কপি ভালু সব পুনি সিরপর প্রভু রাম।
রাবন কাল কোটি কহুঁ জীতি সকহিঁ সংগ্রাম॥
চৌ ১ রাম তেজ বল বুধি বিপুলাঈ, সেষ সহসসত সকহিঁ ন গাঈ।
সক সর এক সোখিঁ সত সাগর, তব ভ্রাতহিঁ পুছেউ নয় নাগর॥
" ২ তাসু বচন সুনি সাগর পাহীঁ, মাঁগত পন্থ কৃপা মন মাহীঁ।
সুনত বচন বিহঁসা দসসীসা, জৌঁ অসি মতি সহায়কৃত কীসা॥
" ৩ সহজ ভীরু কর বচনদৃঢ়াঈ, সাগর সন ঠানী মচলাঈ।
মূঢ় মৃষা কা করসি বড়াঈ, রিপুবল বুদ্ধি থাহ মৈ পাঈ॥
" ৪ সচিব সভীত বিভীষনু জা কে, বিজয় বিভূতি কহাঁ লগি তা কে।
সুনি খল বচন দূতরিস বাঢ়ী, সময় বিচারি পত্রিকা কাঢ়ী॥
" ৫ রামানুজ দীন্হী যহ পাতী, নাথ বঁচাই জুড়াবহু ছাতী।
বিহঁসি বামকর লীন্হী রাবন, সচিব বোলি সঠ লাগ বচাবন॥
দো ৫৭ বাতন্হ মনহিঁ রিঝাই সঠ জনি ঘালসি কুল খীস।
রাম বিরোধ ন উবরসি সরন বিষ্ণু অজ ঈস॥
" ৫৮ কী তজি মান অনুজ ইব প্রভু পদ পঙ্কজ ভৃঙ্গ।
হোহি কি রামসরানল খল কুলসহিত পতঙ্গ॥
চৌ ১ সুনত সভয় মন মুখ মুসুকাঈ, কহত দসানন সবহিঁ সুনাঈ।
ভূমি পরা কর গহত অকাসা, লঘু তাপস কর বাগবিলাসা॥
" ২ কহ সুক নাথ সত্য সব বানী, সমুঝহু ছাড়ি প্রকৃতি অভিমানী।
সুনহু বচন মম পরিহরি ক্রোধা, নাথ রাম সন তজহু বিরোধা॥
" ৩ অতি কোমল রঘুবীর সুভাউ, জদ্যপি অখিললোক কর রাউ।
মিলত কৃপা তুম্হ পর প্রভু করিহী, উর অপরাধ ন একউ ধরিহী॥
" ৪ জনকসুতা রঘুনাথহি দীজৈ, এতনা কহা মোর প্রভু কীজৈ।
জব তেহি কহা দেন বৈদেহী, চরনপ্রহার কীন্হ সঠ তেহী॥

চৌ ১ সুগ্রীব সমান এই সব যোদ্ধাগণ, কোটি যোদ্ধা সমতুল্য কে করে গণন।
তুলনা রহিত বলী রামকৃপা বরে, ত্রিলোকেরে তৃণ সম এরা জ্ঞান করে॥
„ ২ এরূপ পশেছে কর্ণে রাজা দশানন, অষ্টাদশ পদ্ম সংখ্যা কপি সেনাগণ।
হে নাথ কপির মাঝে নাহি একজন, যে নাহি জিনিতে পারে তোমারে রাবণ॥
„ ৩ পরম ক্রোধেতে করে হস্ত নিপীড়ন, রামচন্দ্র আদেশের অপেক্ষা এখন।
শোষণ করিবে সিন্ধু সর্প মৎস্য সাথে, অথবা ভরাট করে সমুদ্র পর্বতে॥
„ ৪ রাবণের দশ মুণ্ড পিষিব ধুলায়, দম্ভভরে সব কপি এই রূপ কয়।
গর্জন তর্জন করে নিঃশঙ্ক স্বভাবে, গ্রাসিবে লঙ্কারে যেন তাহারা এভাবে॥
দো ৫৬ স্বভাবত বীর সব ঋক্ষ কপিগণ, পুনঃ শির পরে প্রভু রামচন্দ্র র'ন।
কোটি কাল সনে এরা করিলে সংগ্রাম, জিনিবেই হে রাবণ স্থির কহিলাম॥
চৌ ১ রাম তেজ বল বুদ্ধি আর বিপুলতা, লক্ষ শেষ নাগ নাহি পারে কহিতে তা'।
এক শরে শত সিন্ধু পারে শুষিবারে, পুছেন নীতিজ্ঞ তবু তোমার ভ্রাতারে॥
„ ২ বিভীষণ বাক্য শুনি মনে দয়া তাঁর, সমুদ্রে মাগেন পথ পার করিবার।
শুনি বাক্য দশানন হাস্য মুখে কয়, এত বুদ্ধি না হলে কি বানর সহায়॥
„ ৩ ভীরু স্বভাবের তাই বিশ্বাসি বচন, সিন্ধু কাছে করিতেছে আব্দার এখন।
অরে মূর্খ বৃথা তুই করিস বড়াই, রিপু বল বুদ্ধি আমি সব টের পাই॥
„ ৪ ভীরু বিভীষণ মন্ত্রী হয়েছে যাহার, বিজয় গৌরব কভু সম্ভব কি তার।
খল বাক্যে দূত রোষ বর্দ্ধিত যখনি, হয়েছে সময় জানি দেয় পত্র খানি॥
„ ৫ রামানুজ দিয়াছেন এই লিপিখানি, পড়িয়া শীতল বক্ষ করুন এখনি।
বাম হস্তে লয় পত্র হাসিয়া রাবণ, মন্ত্রীরে বলেন লিপি পড়িতে তখন॥
দো ৫৭ বাক্য মদে মত্ত হ'য়ে অহঙ্কারে খল, কুলনাশ করিও না কহিব কেবল।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে নিলেও শরণ, রামদ্রোহী নাহি পারে এড়াতে মরণ॥
„ ৫৮ তব অনুজের সম ত্যজি' অভিমান, হও রাম পাদপদ্মে ভৃঙ্গের সমান।
নতুবা রামের শরে দাবাগ্নি সতত, সবংশে পুড়িয়া মর পতঙ্গের মত॥
চৌ ১ শুনিয়া হৃদয়ে শঙ্কা মুখে টানি হাসি, কহে দশানন যাতে শুনে পুরবাসী।
পৃথিবীর নর হয়ে লোভ সে আকাশ, তুচ্ছ তাপসের এই বচন বিলাস॥
„ ২ কহে শুক লঙ্কেশ্বর সত্য সব বাণী, প্রকৃতি ত্যজিয়া তব বুঝ অভিমানী।
শুনহ বচন মম ত্যজ তব ক্রোধ, হে নাথ রামের সনে কোরোনা বিরোধ॥
„ ৩ কোমল স্বভাব অতি শ্রীরঘুরামের, যদিও সবার পতি অখিল ধামের।
মিলিলেই প্রভু কৃপা করিবেন তোমা, শত অপরাধ তব করিবেন ক্ষমা॥
„ ৪ ফিরাইয়া দাও নাথ সীতা রঘুনাথে, এইটুকু রাখ কথা মোর মিনতিতে।
সীতারে ফিরায়ে দিতে কহিল যখন, পদাঘাত করে শঠ দূতেরে তখন॥

চৌ ৫ নাই চরন সিরু চলা সো তুহঁা, কৃপাসিন্ধু রঘুনায়ক জহাঁ।
করি প্রনামু নিজ কথা সুনাঈ, রামকৃপা আপনি গতি পাঈ ॥
" ৬ রিষি অগস্তি কে সাপ ভবানী, রাচ্ছস ভয়েউ রহা মুনি জ্ঞানী।
বন্দি রামপদ বারহিঁ বারা মুনি নিজ আস্রম কহুঁ পগু ধারা ॥
দো ৫৯ বিনয় ন মানত জলধি জড় গয়ে তীনি দিন বীতি।
বোলে রাম সকোপ তব ভয় বিনু হোই ন প্রীতি ॥
চৌ ১ লছিমন বানসরাসন আনূ, সোখউঁ বারিধি বিসিখকৃসানূ।
সঠ সন বিনয় কুটিল সন প্রীতী, সহজ কৃপিন সন সুন্দর নীতী ॥
" ২ মমতারত সন জ্ঞান কহানী, অতি লোভী সন বিরতি বখানী।
ক্রোধিহিঁ সম কামিহিঁ হরিকথা, উসর বীজ বয়ে ফল জথা ॥
" ৩ অস কহি রঘুপতি চাপ চঢ়াবা, যহ মত লছিমন কে মন ভাবা।
সন্ধানেউ প্রভু বিসিখ করালা, উঠী উদধি উর অন্তর জ্বালা ॥
" ৪ মকর উরগ ঝষ গন অকুলানে, জরত জন্তু জলনিধি জব জানে।
কনকথার ভরি মনিগন নানা, বিপ্ররূপ আয়উ তজি নানা ॥
দো ৬০ কাটেহি পই কদলী ফরই কোটি জতন কোউ সীঁচ।
বিনয় ন মান খগেস সুনু ডাঁটেহি পৈ নব নীচ ॥
চৌ ১ সভয় সিন্ধু গহি পদ প্রভু কেরে, ছমহু নাথ সব অবগুন মেরে।
গগন সমীর অনল জল ধরনী, ইন্হ কই নাথ সহজ জড় করনী ॥
" ২ তব প্রেরিত মায়া উপজায়ে, সৃষ্টি হেতু সব গ্রন্থন্হি গায়ে।
প্রভু আয়সু জেহি কহঁ জস অহঈ, সো তেহি ভাঁতি রহে সুখ লহঈ ॥
" ৩ প্রভু ভল কীন্হ মোহি সিখ দীন্হী, মরজাদা পুনি তুম্হরিয় কীন্হী।
ঢোল গবাঁর সূদ্র পসু নারী, সকল তাড়না কে অধিকারী ॥
" ৪ প্রভুপ্রতাপ মৈঁ জাব সুখাঈ, উতরিহি কটকু ন মোরি বরাঈ।
প্রভু আজ্ঞা অপেল শ্রুতি গাঈ, করই সো বেগি জো তুম্হহিঁ সুহাঈ ॥
দো ৬১ সুনত বিনীত বচন অতি কহ কৃপাল মুসুকাই।
জেহি বিধি উতরই কপিকটকু তাত সো কহহু উপাই ॥
চৌ ১ নাথ নীল নল কপি দোউ ভাঈ, লরিকাঈ রিষিআসিষ পাঈ।
তিন্হ কে পরস কিয়ে গিরি ভারে, তরিহহিঁ জলধি প্রতাপ তুম্হারে ॥
" ২ মৈঁ পুনি উর ধরি প্রভুপ্রভুতাঈ, করিহউঁ বলঅনুমান সহাঈ।
এহি বিধি নাথ পয়োধি বঁধাইয়, জেহি যহ সুজসু লোক তিহুঁ গাইয় ॥
" ৩ এহিঁ সর মম উত্তর তট বাসী, হতহু নাথ খল নর অঘরাসী।
সুনি কৃপাল সাগর মন পীরা, তুরতহি হরী রাম রনধীরা ॥

চৌ ৫ চরণে প্রণাম করি চলে সেথা হতে, কৃপাসিন্ধু রঘুনাথ রন যেখানেতে।
প্রণাম করিয়া কহে নিজ সমাচার, রামকৃপা লভি পায় গতি আপনার॥

„ ৬ রাক্ষস প্রথমে ছিল মুনি মহাজ্ঞানী, অগস্ত্য ঋষির শাপে এ দশা ভবানি।
রামের চরণ পদ্মে নমি বার বার, শাপমুক্ত চলে মুনি আশ্রমে তাহার॥

দো ৫৯ তিন দিন তিন রাত কাটিল যদ্যপি, বিনয় না মানে জড় জলধি তথাপি।
সক্রোধে কহেন রাম লক্ষ্মণের প্রতি, ভয় বিনা জলধির না হইবে প্রীতি॥

চৌ ১ লক্ষ্মণ আনহ মম ধনুর্বাণ তুমি, অগ্নিবাণে শুষি লব জলধি এখনি।
বিনয় বঞ্চক কাছে কুটিলেরে প্রীতি, স্বভাব কৃপণ কাছে মনোহর নীতি॥

„ ২ মমতা বিক্ষুব্ধ চিত্তে জ্ঞান উপদেশ, অতি লোভী জনে যথা বৈরাগ্য আদেশ।
ক্রোধী আর কামী কাছে কহা হরি কথা, উষর ক্ষেত্রেতে বীজ বপন অযথা॥

„ ৩ ইহা কহি রাম ল'ন ধনুর্বাণ হাতে, লক্ষ্মণ পরম সুখী হইল ইহাতে।
সন্ধান করেন বাণ প্রচণ্ড করাল, সমুদ্র হৃদয়ে জ্বালা হইল বিশাল॥

„ ৪ সর্প মৎস্য মকরাদি আকুলিত হল, জল জন্তু জ্বলে সিন্ধু জানিতে পারিল।
মণি মুক্তা ল'য়ে নানা কনক থালেতে, ত্যজি'মান আসে সিন্ধু দ্বিজের রূপেতে॥

দো ৬০ কোটি যত্নে নাহি ফলে করিলে সিঞ্চন, যে কদলী সেই ফলে করিলে কর্তন।
বিনয় না মানে জেনো খলের প্রকৃতি, হে খগেশ, হয় তার শুভ মতি॥

চৌ ১ ভীত সিন্ধু করজোড়ে প্রভু পদে নত, ক্ষমা কর নাথ মোর অপরাধ যত।
গগন পবন বারি অনল ধরণী, স্বভাবত জড় এরা এই প্রভু জানি॥

„ ২ তোমার প্রেরিত মায়া উপজিত ইহা, এই ত সৃষ্টির তত্ত্ব সব গ্রন্থে কহা।
তব আজ্ঞা যার পরে যেই মত হয়, সেই ভাবে রহি সেই মনে সুখ পায়॥

„ ৩ ভালই দিয়েছো মোরে শিক্ষা সমুচিত, সকল মর্যাদা প্রভু তোমারি রচিত।
গোঁয়ার দাম্ভিক শূদ্র পশু আর নারী, তাড়না পাবার এরা হয় অধিকারী॥

„ ৪ প্রভুর প্রতাপে যদি শুষ্ক হ'য়ে যাই, সসৈন্যে হইবে পার কৃতিত্ব ত নাই।
অটল তোমার আজ্ঞা শ্রুতিতে বর্ণিত, যাহা তব ভাল লাগে কর সেই মত॥

দো ৬১ অতীব বিনীত তার শুনিয়া বচন, কৃপাসিন্ধু হৃষ্টমনে স্মিতহাস্যে কন।
যে উপায়ে পার হবে কপি সৈন্যগণ, সিদ্ধ কর তুমি তাত সেই প্রয়োজন॥

চৌ ১ নল নীল দুই ভাই কপি মাঝে রয়, ঋষি আশীর্বাদ তারা বাল্যকালে পায়।
তাদের পরশে গুরু পর্বতের দ্বারা, তোমার প্রতাপে নাথ পার হবে এরা॥

„ ২ হৃদয়ে ধারণ করি প্রভুর মহিমা, সহায়তা করিবই যথা সাধ্য সীমা।
এ ভাবে জলধি নাথ করহ বন্ধন, ত্রিলোকে সুযশ তব হইবে কীর্তন॥

„ ৩ পাপাত্মা উত্তর বাসী তাহাদের হত, করুক তোমার বাণ অমোঘ সতত।
সিন্ধু মনোকষ্ট বুঝি' কৃপার নিধান, রণধীর করিলেন তাহার বিধান॥

চৌ ৪ দেখি রাম বল পৌরুষ ভারী, হরষি পয়োনিধি ভয়উ সুখারী।
সকল চরিত কহি প্রভুহিঁ সুনাবা, চরন বন্দি পাপোধি সিধাবা॥

ছ ৬ নিজ ভবন গবঁনেউ সিন্ধু শ্রীরঘুপতিহি যহ মত ভায়উ।
যহ চরিত কলিমল হর জথামতি দাস তুলসী গায়উ॥
সুখভবন সংসয়সমন দমনবিষাদ রঘুপতি গুন গনা।
তজি সকল আসভরোস গাবহি সুনহি সন্তত সুচি মনা॥

দো ৬২ সকল সুমঙ্গল দায়ক রঘুনায়ক গুন গান।
সাদর সুনহিঁ তে তরহিঁ ভবসিন্ধু বিনা জলজান॥

ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকল কলি কলুষ বিধ্বংসনে বিমল
বৈরাগ্য সম্পাদনো নাম পঞ্চমঃ সোপানঃ
ইতি সুন্দরকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ

চৌ ৪ দেখিয়া রামের বল অমোঘ অতুল, সমুদ্র হইল মনে অতি হর্ষাকুল।
সকল চরিত কহি রামেরে শোনাল, চরণ বন্দনা করি অন্তর্হিত হল ॥

ছ ৬ আপন ভবনে সিন্ধু যবে গেলা চলি, রামচন্দ্র মনে লাগে উপদেশাবলী।
কলির কলুষহারী এ চরিত্র সার, তুলসী কীর্তন করে যথাসাধ্য তার ॥
সুখের আগর আর সংশয় বিনাশী, বিষাদ হরণ-কারী রাম গুণ রাশি।
বিশুদ্ধ সজ্জন শোনে হ'য়ে এক মন, সকল কামনা আশা দিয়া বিসর্জন ॥

দো ৬২ সর্ব শুভদায়ী সেই রঘুনায়কের, গুণ গান শোনে যেবা এই ভূলোকের।
পরম আদরে সেই এ ভব সাগর, পার হয় জলযান বিনাই তৎপর ॥

কলিযুগে পরিপূর্ণ পাপ ধ্বংসকারী, শ্রীরাম চরিত কথা মনের বিহারী।
তুলসী মানস কথা সনৎকুমারে, সুন্দর কাণ্ডেরে লেখে যত্ন সহকারে ॥
তুলসীদাস কৃত শ্রীরামচরিত মানসের সুন্দর কাণ্ডের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

লঙ্কা কাণ্ড

লঙ্কা কাণ্ড

মঙ্গলাচরণ

শ্লো ১ রামং কামারিসেব্যং ভবভয়হরণং কালমত্তেভসিংহং
যোগীন্দ্রজ্ঞানগম্যং গুণনিধিমজিতং নির্গুণং নির্বিকারম্।
মায়াতীতং সুরেশং খলবধনিরতং ব্রহ্মবৃন্দৈকদেবং
বন্দে কন্দাবদাতং সরসিজনয়নং দেবমুর্বীশরূপম্॥

„ ২ শঙ্খেন্দ্বাভমতীবসুন্দরতনুং শার্দূলচর্ম্মাম্বরং
কালব্যালকরালভূষণধরং গঙ্গাশশাঙ্কপ্রিয়ম্।
কাশীশং কলিকল্মষৌঘশমনং কল্যাণকল্পদ্রুমং
নৌমীড্যং গিরিজাপতিং গুণনিধিং কন্দর্পহং শঙ্করম্॥

„ ৩ যো দদাতি সতাং শম্ভুঃ কৈবল্যমপি দুর্লভম্।
খলানাং দণ্ডকৃদ্‌যোঽসৌ শঙ্করঃ শং তনোতু মাম্॥

দো ১ লব নিমেষ পরমান জুগ বরষ কল্প সর চণ্ড।
ভজসি ন মন তেহি রাম কহঁ কাল জাসু কোদণ্ড॥

সো ১ সিন্ধুবচন সুনি রাম সচিব বোলি প্রভু অস কহেউ।
অব বিলম্বু কেহি কাম করহু সেতু উতরই কটকু॥

„ ২ সুনহু ভানুকুলকেতু জামবন্ত কর জোরি কহ।
নাথ নাম তব সেতু নর চঢ়ি ভবসাগর তরহিঁ॥

চৌ ১ যহ লঘু জলধি তরত কতি বারা, অস সুনি পুনি কহ পবনকুমারা।
প্রভুপ্রতাপ বড়বানল ভারী, সোখেউ প্রথম পয়োনিধি বারী॥

„ ২ তব রিপু নারি রুদন জল ধারা, ভরেউ বহোরি ভয়উ তেহি খারা।
সুনি অতিউক্তি পবনসুত কেরী, হরষে কপি রঘুপতি তন হেরী॥

„ ৩ জামবন্ত বোলে দোউ ভাঈ, নল নীলহিঁ সব কথা সুনাঈ।
রামপ্রতাপ সুমিরি মন মাহীঁ, করহু সেতু প্রয়াস কছু নাহীঁ॥

„ ৪ বোলি লিয়ে কপিনিকর বহোরী, সকল সুনহু বিনতী কছু মোরী।
রাম চরন পঙ্কজ উর ধরহূ, কৌতুক এক ভালু কপি করহূ॥

„ ৫ ধাবহু মরকট বিকটবরূথা, আনহু বিটপ গিরিন্হ কে জূথা।
সুনি কপি ভালু চলে করি হূ হা, জয় রঘুবীর প্রতাপসমূহা॥

লঙ্কা কাণ্ড

মঙ্গলাচরণ

শ্লোক ১ কামের অরাতি সেব্য সেই রঘুরামে, ভবভয় নাশকারী এই মর্ত্যধামে।
কাল কাছে মত্ত হস্তী কাছে সিংহসম, যোগীন্দ্র জ্ঞানেতে পায় যেই নিরূপম॥
গুণের ভাণ্ডার যিনি অব্যয় অমিত, নির্গুণ ও নির্বিকার মায়ার অতীত।
সুরেশ, খলের হন্তা, সর্ব ব্রাহ্মণের, একমাত্র দেব যিনি মেঘ বরণের॥
শ্যামল কোমল কান্তি, পদ্ম নেত্র যাঁর, নমি তাঁরে ভক্তি ভরে আমি বারবার।

,, ২ শঙ্খ ইন্দু উভয়ের অতীত সুন্দর, শার্দুল চর্মের বাস যাঁর আবরণ।
করাল সর্পের আর মুণ্ডমালা যাঁর, গঙ্গা ও চন্দ্রের প্রতি প্রীতি ব্যবহার॥
কলি পাপ ধ্বংস কর্তা কাশী মহেশ্বর, কল্যাণের কল্পবৃক্ষ গিরিজা ঈশ্বর।
কন্দর্পের নাশকর্তা, সর্ব গুণনিধি, প্রণাম জানাই তাঁরে আমি নিরবধি॥

,, ৩ যে শম্ভু দুর্লভ মোক্ষ সজ্জনেরে দেন, দণ্ডের বিধান খলে যিনিই করেন।
সে শঙ্কর পদে নিত্য প্রণাম আমার, কল্যাণ করুন তিনি আমার আত্মার॥

দো ১ মহাকাল যাঁর হাতে শোভে শরাসন, বর্ষ কল্প হয় যাঁর শায়ক ভীষণ।
নিমেষ যাঁহার করে যুগ আবর্তন, সেই রামচন্দ্রে কেন ভজিস না মন॥

সো ১ সিন্ধুর বচন শুনি ডাকিয়া সচিবে, কহিলেন রামচন্দ্র বিলম্বে কি হবে।
সেতুর লাগিয়া কর ব্যবস্থা তাহার, সসৈন্যে যাহাতে মোরা হতে পারি পার॥

,, ২ শুন সূর্যকুল পতি কহে জাম্বুবান, জোড় করে প্রভু তব করি নাম গান।
নাম সেতু দিয়া পার হয় নরগণ, এ ভব সাগর তার কাছে সিন্ধু কোন॥

চৌ ১ এ ক্ষুদ্র জলধি পার হইতে কি আর, শুনিয়া এ কথা কহে পবন কুমার।
তোমার প্রতাপ প্রভু বড়বাগ্নি শিখা, শুষিয়া লইয়াছিল জলধির রেখা॥

,, ২ তব শত্রু নারীদের অশ্রুধারা পাতে, পুন পূর্ণ লবনাক্ত হয়েছে তাহাতে।
পবন সুতের এই যুক্তি রঘুপতি, শুনিয়া হাসেন চাহি কপিদেহ প্রতি॥

,, ৩ জাম্বুবান ডাকিলেন তখন দুভ্রাতা, নল নীলে কহিলেন সকল বারতা।
রামের প্রতাপ স্মরি' মনেতে সদাই, অনায়াসে কর সেতু তোমরা দুভাই॥

,, ৪ সকল বানর যূথে ডাকিল আবার, কহিল মিনতি মোর শুন একবার।
রাম পাদ পদ্ম রাখ হৃদয়ে সকলে, দেখাব জগতে লীলা ঋক্ষ কপি মিলে॥

,, ৫ ধাও মর্কটের সেনা যাও দলে দলে, আনো বৃক্ষ আনো গিরি তোমরা সকলে।
বিদারি আকাশ শব্দে চলে ঋক্ষ কপি, জয় রঘুপতি জয় সর্বক্ষণ জপি॥

দো ২ অতিউতঙ্গ তরুসৈলগন লীলহিঁ লেহিঁ উঠাই।
আনি দেহিঁ নল নীলহিঁ রচহিঁ তে সেতু বনাই ॥
চৌ ১ সৈল বিসাল আনি কপি দেহীঁ, কন্দুক ইব নল নীল তে লেহীঁ।
দেখি সেতু অতি সুন্দর রচনা, বিহঁসি কৃপানিধি বোলে বচনা ॥
„ ২ পরম রম্য উত্তম যহ ধরনী, মহিমা অমিত জাই নহিঁ বরনী।
করিহউঁ ইহাঁ সম্ভুথাপনা, মোরে হৃদয় পরম কলপনা ॥
„ ৩ সুনি কপীস বহু দূত পঠায়ে, মুনিবর সকল বোলি লেই আয়ে।
লিঙ্গ থাপি বিধিবত করি পূজা, সিবসমান প্রিয় মোহি ন দূজা ॥
„ ৪ সিবদ্রোহী মম ভগত কহাবা, সো নর সপনেহু মোহি ন পাবা।
শঙ্করবিমুখ ভগতি চহ মোরী, সো নর মূঢ় মন্দ মতি থোরী ॥
দো ৩ শঙ্করপ্রিয় মম দ্রোহী সিবদ্রোহী মম দাস।
তে নর করহিঁ কলপ ভরি ঘোর নরক মহঁ বাস ॥
চৌ ১ জে রামেস্বর দরসন করিহহিঁ, তে তনু তজি হরিলোক সিধরিহহিঁ।
জো গঙ্গাজল আনি চঢ়াইহি, সো সাজুজ্য মুক্তি নর পাইহি ॥
„ ২ হোই অকাম জো ছলু তজি সেইহি, ভগতি মোরি তেহি শঙ্কর দেইহি।
মম কৃত সেতু জো দরসন করিহী, সো বিনু স্রম ভবসাগর তরিহী ॥
„ ৩ রাম বচন সব কে জিয় ভায়ে, মুনিবর নিজ নিজ আশ্রম আয়ে।
গিরিজা রঘুপতি কৈ যহ রীতী, সন্তত করহিঁ প্রনত পর প্রীতী ॥
„ ৪ বাঁধেউ সেতু নীল নল নাগর, রামকৃপা জস ভয়উ উজাগর।
বুড়হিঁ আনহিঁ বোরহিঁ জেঈ, ভয়ে উপল বোহিত সম তেঈ ॥
„ ৫ মহিমা যহ ন জলধি কৈ বরনী, পাহন গুন ন কপিন্হ কৈ করনী ॥
দো ৪ শ্রীরঘুবীর প্রতাপ তেঁ সিন্ধু তরে পাষান।
তে মতিমন্দ জে রামু তজি ভজহিঁ জাই প্রভু আন ॥
চৌ ১ বাঁধি সেতু অতি সুদৃঢ় বনাবা, দেখি কৃপানিধি কে মন ভাবা।
চলী সেন কছু বরনি ন জাঈ, গরজহিঁ মরকট ভট সমুদাঈ ॥
„ ২ সেতুবন্ধ ঢিগ চঢ়ি রঘুরাঈ, চিতব কৃপাল সিন্ধুবহুতাঈ।
দেখন কহঁ প্রভু করুনাকন্দা, প্রগট ভয়ে সব জলচর বৃন্দা ॥
„ ৩ নানা মকর নক্র ঝখ ব্যালা, সত জোজন তন পরমবিসালা।
ঐসেউ এক তিন্হহিঁ জে খাহীঁ, একন্হ কে ডর তেপি ডেরাহীঁ ॥
„ ৪ প্রভুহিঁ বিলোকহিঁ টরহিঁ ন টারে, মন হরষিত সব ভয়ে সুখারে।
তিন্হ কী ওট ন দেখিয় বারী, মগন ভয়ে হরিরূপ নিহারী ॥
„ ৫ চলা কটকু কছু বরনি ন জাঈ, কো কহি সক কপিদল বিপুলাঈ ॥

দো ২ বিশাল পাদপ আর সুবিশাল গিরি, লীলাচ্ছলে আন সবে উৎপাটন করি।
নল নীল কাছে আনি কর সম্প্রদান, রচনা করিবে তারা সেতু সুমহান॥

চৌ ১ বিশাল পর্বত আনি কপি যবে দেয়, নল নীল লুফি লয় গোলকের প্রায়।
দেখিয়া সুন্দর সেতু এরূপে রচিত, স্মিত হাসে কৃপানিধি কহেন এমত॥

„ ২ পরম সুন্দর এই সিন্ধু তট ভূমি, সৌন্দর্য বর্ণিতে এর অপারগ আমি।
শিব লিঙ্গ এই স্থানে করিতে স্থাপনা, আমার হৃদয় মাঝে একান্ত বাসনা॥

„ ৩ শুনিয়া সুগ্রীব দূত পাঠাইল ত্বরা, ডাকিয়া আনিল শ্রেষ্ঠ মুনিগণে তারা।
শাস্ত্রমতে লিঙ্গ পূজা করি সমাপন, শিব সম প্রিয় মোর নাহিক দুজন॥

„ ৪ শিবদ্রোহী হ'য়ে যেবা কহে ভক্ত মোর, স্বপনেও নাহি পাবে আমারে সে নর।
শঙ্কর বিমুখ হ'য়ে ভক্তি চাহে মোর, সে ত মূর্খ বুদ্ধিহীন নীচ মতি ঘোর॥

দো ৩ শঙ্করের প্রিয় আর মম দ্রোহী যেবা, অথবা শঙ্কর দ্রোহী মোরে করে সেবা।
সে নর করিবে জেনো নরকেতে বাস, কল্পকাল ধরি' এই আমার বিশ্বাস॥

চৌ ১ রামেশ্বর আসি যেবা করিবে দর্শন, তনু ত্যাগে মোর ধামে করিবে গমন।
গঙ্গাজল দিয়া পূজা করিবে যাহারা, সাযুজ্য মোক্ষের গতি পাইবে তাহারা॥

„ ২ নিষ্কামী নির্মোহ মনে সেবা করে যারা, শিব দানে মোর প্রতি ভক্তিমান তারা।
মোর কৃত এই সেতু করিলে দর্শন, বিনা শ্রমে মুক্তি লভে এ ভব বন্ধন॥

„ ৩ রামের বচন শুনি সবে হৃষ্ট চিতে, মুনিগণ ফিরিলেন নিজ আশ্রমেতে।
হে গিরিজা মনে রেখো এই রামরীতি, সজ্জনের পরে তাঁর সদা স্নেহ প্রীতি॥

„ ৪ নল নীল বাঁধে সেতু স্থপতি দুজনে, রাম কৃপা বশে যশ ছায় ত্রিভুবনে।
যে শিলা জলেতে ডোবে ডোবায় অপরে, সে শিলা নৌকার সম ভাসে জল পরে॥

„ ৫ জলধির মহিমা এ বলা নাহি যায়, শিলা বা কপির কর্ম কভু নয় নয়।

দো ৪ শ্রীরঘুবীরের ইহা প্রতাপ মহান, শিলা ভাসে জল পরে যথা জল যান।
সেই অতি মন্দমতি দুর্ভাগা অপার, রামে ত্যজি' ভজে যেই অন্য প্রভু তার॥

চৌ ১ সুদৃঢ় বন্ধন দ্বারা দৃঢ় সেতু দেখি, কৃপানিধি মন মাঝে হন অতি সুখী।
চলিল সৈন্যেরা সব বর্ণন না হয়, প্রবল গর্জন করে সেনা সমুদয়॥

„ ২ রঘুরায় সেতু পরে উঠি ক্ষণকাল, দেখেন সমুদ্র ব্যাপ্তি বিরাট বিশাল।
দয়াময় সে প্রভুরে দেখিবার তরে, জলের সকল জীব উঠে জল পরে॥

„ ৩ মকর কুম্ভীর মৎস্য সর্প নানা জাতি, শতেক যোজন দেহ বিরাট আকৃতি।
এক সে অপরে যেন খাইবারে চায়, এক সে অপরে যেন অতীব ডরায়॥

„ ৪ প্রভুরে দেখিয়া স্থির টলালে না টলে, অতি হরষিত মন তাহারা সকলে।
তাদের আড়ালে বারি দেখা নাহি যায়, হরির সে রূপ দেখি মগ্ন মন কায়॥

„ ৫ বিপুল কটক চলে বর্ণনা অতীত, কে কহিবে কপিদলে সেনা ছিল কত।

দো ৫ সেতুবন্ধ ভই ভীর অতি কপি নভ পন্থ উড়াহিঁ।
অপর জলচরন্হি উপর চঢ়ি চঢ়ি পারহিঁ জাহিঁ॥

চৌ ১ অস কৌতুক বিলোকি দোউ ভাঈ, বিহঁসি চলে কৃপাল রঘুরাঈ।
সেন সহিত উতরে রঘুবীরা, কহি ন জাই কপি জুথপ ভীরা॥

„ ২ সিন্ধুপার প্রভু ডেরা কীন্হা, সকল কপিন্হ কহুঁ আয়সু দীন্হা।
খাহু জাই ফল মূল সুহায়ে, সুনত ভালু কপি জহঁ তহঁ ধায়ে॥

„ ৩ সব তরু ফরে রামহিত লাগী, রিতু অনরিতু অকাল গতি ত্যাগী।
খাহিঁ মধুরফল বিটপ হলাবহিঁ, লঙ্কা সনমুখ সিখর চলাবহিঁ॥

„ ৪ জহঁ কহুঁ ফিরত নিসাচর পাৱহিঁ, ঘেরি সকল বহু নাচ নচাৱহিঁ।
দসনন্হিঁ কাটি নাসিকা কানা, কহি প্রভুসুজস দেহিঁ তব জানা॥

„ ৫ জিন্হ কর নাসা কান নিপাতা, তিন্হ রাবন্হিঁ কহী সব বাতা।
সুনত স্রবন বারিধি বন্ধানা, দসমুখ বোলি উঠা অকুলানা॥

দো ৬ বাঁধেউ বননিধি নীরনিধি জলধি সিন্ধু বারীস।
সত্য তোয়নিধি পঙ্কনিধি উদধি পয়োধি নদীস॥

চৌ ১ ব্যাকুলতা নিজ সমুঝি বহোরী, বিহঁসি চলা গৃহ করি ভয় ভোরী।
মন্দোদরী সুনেউ প্রভু আয়ো, কৌতুকহী পাথোধি বঁধায়ো॥

„ ২ কর গহি পতিহি ভবন নিজ আনী, বোলা পরমমনোহর বানী।
চরন নাই সিরু অঞ্চল রোপা, সুনহু বচন পিয় পরিহরি কোপা॥

„ ৩ নাথ বৈরু কীজৈ তাহী সোঁ, বুধি বল সকিয় জীতি জাহী সোঁ।
তুম্হহিঁ রঘুপতিহিঁ অন্তর কৈসা, খল খদ্যোত দিনকরহিঁ জৈসা॥

„ ৪ অতি বল মধু কৈটভ জেহি মারে, মহাবীর দিতিসুত সংহারে।
জেই বলি বাঁধি সহসভুজ মারা, সোই অবতরেউ হরন মহিভারা॥

„ ৫ তাসু বিরোধ ন কীজিয় নাথা, কাল করম জিব জা কে হাথা॥

দো ৭ রামহিঁ সৌঁপিয় জানকী নাই কমলপদ মাথ।
সুত কহঁ রাজু সমর্পি বন জাই ভজিয় রঘুনাথ॥

চৌ ১ নাথ দীনদয়াল রঘুরাঈ, বাঘউ সনমুখ গয়ে ন খাঈ।
চাহিয় করব সো সব করি বীতে, তুম্হ সুর অসুর চরাচর জীতে॥

„ ২ সন্ত কহহিঁ অসি নীতি দসানন, চৌথে পন জাইহি নৃপ কানন।
তাসু ভজন কীজিয় তহঁ ভরতা, জো করতা পালক সংহরতা॥

দো ৫ সেতুর ওপরে হল প্রবল জনতা, বহু কপি লম্ফ দিয়া শূন্য মার্গে যায়।
জল জন্তু পৃষ্ঠে চড়ি অপর কপিরা, বিনা শ্রমে বিনা ক্লেশে সিন্ধু পার হয়॥

চৌ ১ আনন্দ উচ্ছ্বাস দেখি হাসেন দুভ্রাতা, কৃপাসিন্ধু চলিলেন সেতুবন্ধ যেথা।
উত্তরিলা রঘুনাথ সসৈন্যে ওপারে, কত যে সেনানী ছিল কে গণনা করে॥

„ ২ স্থাপেন শিবির প্রভু সেথা সিন্ধুপারে, আদেশ দিলেন প্রভু সকল কপিরে।
যাও সবে খাও গিয়া স্বাদু ফল মূল, শুনিয়া ধাইল সব ঋক্ষ কপিকুল॥

„ ৩ ঋতু অঋতুর যত কালগতি ত্যজি', রাম হিতে ফলে ফুলে তরু উঠে সাজি।
খাইল মধুর ফল হেলায়ে তরুরে, ছুঁড়িতে লাগিল বীজ লঙ্কা দুর্গদ্বারে॥

„ ৪ যেখানে রাক্ষস পায় তারে ঘিরে ধরে, সকলে মিলিয়া তারে নাচাইয়া ছাড়ে।
দশনে কাটিল কারো নাসিকা ও কান, ছাড়ে তারে গায় যেবা প্রভু গুণগান॥

„ ৫ নাসা কর্ণ ছিন্ন যার সে গিয়া ভিতরে, রাবণেরে কহে সব বার্তা করজোড়ে।
কর্ণে শুনি হইয়াছে সমুদ্র বন্ধন, দশানন কহে তার চিন্তান্বিত মন॥

দো ৬ জলনিধি তোয়নিধি সমুদ্র জলধি, নীরনিধি পঙ্কনিধি উদধি পয়োধি।
বারীশ সাগর সেকি করেছে বন্ধন, দশমুখে উৎকণ্ঠিত কহে দশানন॥

চৌ ১ নিজ ব্যাকুলিতা মনে বুঝি তারপরে, হাস্য দ্বারা ঢাকি তাহা চলে অন্তঃপুরে।
মন্দোদরী কর্ণে শোনে প্রভু আগমন, খেলাচ্ছলে করেছেন সমুদ্র বন্ধন॥

„ ২ পতি হস্ত ধরি আনে নিজ মহলেতে, পতি সনে কহে বাণী পরম প্রেমেতে।
চরণে মস্তক রাখি বিছায়ে অঞ্চল, কহে শুন প্রিয়তম ত্যজ ক্রোধানল॥

„ ৩ হে নাথ শত্রুতা কোরো তুমি তারি সাথে, জিনিতে পারিবে যারে বলে ও বুদ্ধিতে!
তোমা সনে রঘুপতি প্রভেদ সেরূপ, খদ্যোত ও দিবাকরে প্রভেদ যেরূপ॥

„ ৪ মধু ও কৈটভে নাশ করেন যে জন, দুর্বার সে দিতি[১] সুতে করেন হনন।
বলির বন্ধন আর সহস্র বাহুরে[২], অতীব বিক্রমে বধ যে করিতে পারে।
সেই আজি আসিয়াছে নব অবতারে, মহীর যতেক ভার লঘু করিবারে॥

„ ৫ বিরোধিতা করিও না হে নাথ তাহার, মহাকাল গুণ কর্ম ন্যস্ত হস্তে যার॥

দো ৭ রামেরে সঁপিয়া সীতা পাদপদ্মে তাঁর, মাথা তব নত কর মিনতি আমার।
সুতেরে সমর্পি রাজ্য বাস করি বনে, ভজন করহ নিত্য তাঁরে মনে মনে॥

চৌ ১ দীনের দয়াল নাথ রাম রঘুরায়, হিংসা ত্যজি কাছে গেলে ব্যাঘ্র নাহি খায়।
করিতে যা চাহিয়াছ করেছো তা সব, জিনিয়াছ চরাচরে দেবতা দানব॥

„ ২ শুনিয়াছি দশানন শ্রুতির বচন, চতুর্থ দশায় নৃপ বানপ্রস্থ লন।
সেথায় ভজনে করে দিন উদ্‌যাপন, সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্তা তাঁর সর্বক্ষণ॥

১। নৃসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপুকে।
২। পরশুরাম অবতারে কার্তবীর্যার্জুনকে।

চৌ ৩ সোই রঘুবীর প্রনত অনুরাগী, ভজহু নাথ মমতা সব ত্যাগী।
মুনিবর জতনু করহিঁ জেহি লাগী, ভূপ রাজু তজি হোহিঁ বিরাগী ॥
" ৪ সোই কোসলাধীস রঘুরায়া, আয়উ করন তোহি পর দায়া।
জো পিয় মানহু মোর সিখাবন, হোই সুজসু তিহুঁপুর অতি পাবন ॥
দো ৮ অস কহি লোচন বারি ভরি গহি পদ কম্পিতগাত।
নাথ ভজহু রঘুবীর পদ অচল হোই অহিবাত ॥
চৌ ১ তব রাবণময়সুতা উঁঠাঈ, কহই লাগ খল নিজ প্রভুতাঈ।
সুনু তৈঁ প্রিয়া বৃথা ভয় মানা, জগ জোধা কো মোহি সমানা ॥
" ২ বরুন কুবের পবন জম কালা, ভুজবল জিতেউঁ সকল দিগপালা।
দেব দনুজ নর সব বস মোরে, কবন হেতু উপজা ভয় তোরে ॥
" ৩ নানা বিধি তেহি কহেসি বুঝাঈ, সভা বহোরি বৈঠ সো জাঈ।
মন্দোদরী হৃদয় অস জানা, কাল বিবস উপজা অভিমানা ॥
" ৪ সভা আই মন্ত্রিন্হ তেহি বুঝা, করব কবনি বিধি রিপু সৈঁ জূঝা।
কহহিঁ সচিব সুনু নিসিচর নাহা, বার বার প্রভু পূছহু কাহা ॥
" ৫ কহহু কবন ভয় করিয় বিচারা, নর কপি ভালু অহার হমারা।
দো ৯ বচন সবহিঁ কে স্রবন সুনি কহ প্রহস্ত কর জোরি।
নীতি বিরোধ ন করিয় প্রভু মন্ত্রিন্হ মতি অতি থোরি ॥
চৌ ১ কহহিঁ সচিব সব ঠকুরসোহাতী, নাথ ন পূর আব এহি ভাঁতী।
বারিধি নাঘি একু কপি আবা, তাসু চরিত মন মহঁ সব গাবা ॥
" ২ ছুধা ন রহী তুম্হহিঁ তব কাহূ, জারত নগর কস ন ধরি খাহূ।
সুনত নীক আগে দুখ পাবা, সচিবন্হ অস মত প্রভুহিঁ সুনাবা ॥
" ৩ জেহি বারীস বঁধায়উ হেলা, উতরেউ সেন সমেত সুবেলা।
সো জনু মনুজ খাব হম ভাঈ, বচন কহহিঁ সব গাল ফুলাঈ ॥
" ৪ সুনু মম বচন তাত অতি আদর, জনি মন গুনহু মোহি করি কাদর।
প্রিয়বানী জে সুনহিঁ জে কহহীঁ, ঐসে নর নিকায় জগ অহহীঁ ॥
" ৫ বচন পরমহিত সুনত কঠোরে, সুনহিঁ জে কহহিঁ তে নর প্রভু থোরে।
প্রথম বসীঠ পঠব সুনু নীতী, সীতা দেই করহু পুনি প্রীতী ॥
দো ১০ নারি পাই ফিরি জাহিঁ জৌঁ তৌ ন বঢ়াইয় রারি।
নাহিঁ ত সনমুখ সমর মহি তাত করিয় হঠি মারি ॥
চৌ ১ যহ মত জৌঁ মানহু প্রভু মোরা, উভয় প্রকার সুজসু জগ তোরা।
সুত সন কহ দসকণ্ঠ রিসাঈ, অসি মতি সঠ কেহি তোহি সিখাঈ ॥

চৌ ৩ সেই রঘুবীর যিনি ভক্ত অনুরাগী, ভজ নাথ অহংকার মমত্ব তেয়াগি।
যাঁর ভজনাতে রত সদা মুনিগণ, রাজ্য ত্যজি নৃপ করে বৈরাগ্য গ্রহণ॥

" ৪ কোশলাধিপতি সেই রাম রঘুরাজ, তোমা পরে দয়া হেতু আসিয়াছে আজ।
শুনহ বিনতি মোর হে প্রিয় আমার, ত্রিলোকেতে হবে যশ ঘোষিত তোমার॥

দো ৮ ইহা কহি মন্দোদরী নেত্রে অশ্রুধার, চরণে লুটায়ে পড়ে কম্র বক্ষে তার।
ভজ নাথ রঘুনাথে তুমি একবার, করিও না সর্বনাশ সৌভাগ্যে আমার॥

চৌ ১ বাহু ধরি উঠাইল রাণীরে রাবণ, কহিতে লাগিল খল নিজ পরাক্রম।
বৃথা ভয় করিও না প্রিয়তমা শোন, এ জগতে মোর সম যোদ্ধা নাহি কোন॥

" ২ বরুণ কুবের বায়ু কৃতান্ত ও কাল, ভুজ বলে জিনিয়াছি সব দিক্‌পাল॥
দেবতা দনুজ নর সবে মোর বশ, কি কারণে হলে প্রিয়া ভয়েতে অবশ॥

" ৩ নানাভাবে দর্প করি বুঝায়ে তাহারে, সভা মাঝে বসে গিয়া দর্পী তারপরে।
মন্দোদরী হৃদি মাঝে পারিল জানিতে, কাল বশে দশানন অহঙ্কারে মাতে॥

" ৪ সভামাঝে মন্ত্রিগণে পুছিল রাবণ, কি প্রকারে বৈরী সনে করিবে সে রণ।
শুন নিশাচর পতি কহে মন্ত্রিগণ, বার বার একই প্রশ্ন কর কি কারণ॥

" ৫ কি ভয় কহত প্রভু করিয়া বিচার, নর কপি ঋক্ষ যবে মোদের আহার॥

দো ৯ সবার বচন কর্ণে শুনিয়া তখনি, কহিল প্রহস্ত[১] তার জুড়ি দুই পাণি।
নীতি বিগর্হিত কর্ম করিও না স্বামি, এ সব মন্ত্রীর বুদ্ধি তুচ্ছ বলি আমি॥

চৌ ১ সকল মন্ত্রীরা কহে তব তুষ্টি বাণী, এ ভাবেতে কর্ম সিদ্ধি হইবেনা জানি।
বারিধি লঙ্ঘন করি এক কপি আসে, তাহার চরিত্র আজও সর্ব মনে ভাসে॥

" ২ সে সময়ে ইহাদের কোথা ছিল ক্ষুধা, নগর জ্বালাল যবে ছিল খেতে বাধা।
মন্ত্রীরা মন্ত্রণা দেয় নিকটে প্রভুর, ভবিষ্যতে দুঃখদায়ী শুনিতে মধুর॥

" ৩ ক্রীড়া ভরে করে যেবা সমুদ্র বন্ধন, সসৈন্যে সুবেলা শিরে করে পদার্পণ।
তাহারে মনুষ্য কহে মোদের আহার, বহ্বাস্ফোটে বাক্য কহে কি তার বাহার॥

" ৪ হে প্রভু বচন মোর কর অবধান, মোরে ভাবিওনা মনে ভীরুর সমান।
প্রিয় বাণী কহা আর শোনা যায় ঢের, জগতে প্রচুর পাবে সম ইহাদের॥

" ৫ যে বাণী পরম হিত শুনিতে কঠোর, কহিতে শুনিতে ইহা পাবে না বিস্তর।
প্রথমে পাঠাও দূত যথা রীতি নীতি, সীতারে ফিরায়ে দিয়া কর পুন প্রীতি॥

দো ১০ নারী ফিরি পাই যদি ফিরে যায় চলে, ঘোরতর রণ প্রভু হবে না তাহলে।
অন্যথা সম্মুখ রণে হয়ে অগ্রসর, প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিও তৎপর॥

চৌ ১ যদি মোর অভিপ্রায় মান প্রভু তবে, উভয় দিকেতে তব যশোগান হবে।
ক্রুদ্ধ হয়ে দশানন কহে পুত্র সনে, এই বুদ্ধি শিখিছিস মূর্খ কোনখানে॥

১। প্রহস্ত = রাবণপুত্র।

চৌ ২ অবহীঁ তেঁ উর সংসয় হোঈ, বেনুমূল স্নুত ভয়উ ঘমোঈ।
সুনু পিতুগিরা পরুষ অতি ঘোরা, চলা ভবন কহি বচন কঠোরা ॥
" ৩ হিতমত তোহি ন লাগত কৈসে, কালবিবস কহুঁ ভেষজ জৈসে।
সন্ধ্যাসময় জানি দসসীসা, ভবন চলেউ নিরখত ভুজবীসা ॥
" ৪ লঙ্কা সিখর উপর আগারা, অতি বিচিত্র তহঁ হোই অখারা।
বৈঠ জাই তেহি মন্দির রাবন, লাগে কিন্নর গঁধরব গাবন ॥
" ৫ বাজহিঁ তাল পখাউজ বীনা, নৃত্য করহিঁ অপছরা প্রবীনা।

দো ১১ সুনাসীর সত সরিস সোই সন্তত করই বিলাস।
পরম প্রবল রিপু সীস পর তদপি ন কছু মন ত্রাস ॥

চৌ ১ ইহাঁ সুবেল সৈল রঘুবীরা, উতরে সেনসহিত অতি ভীরা।
সৈলসৃঙ্গ এক সুন্দর দেখী, অতি উতঙ্গ সম সুভ্র বিসেখী ॥
" ২ তহঁ তরু কিসলয় সুমন সুহায়ে, লছিমন রচি নিজ হাথ ডসায়ে।
তা পর রুচির মৃদুল মৃগছালা, তেহি আসন আসীন কৃপালা ॥
" ৩ প্রভু কৃতসীস কপীসউছঙ্গা, বাম দহিন দিসি চাপ নিষঙ্গা।
দুহুঁ করকমল সুধারত বানা, কহ লঙ্কেস মন্ত্র লগি কানা ॥
" ৪ বড়ভাগী অঙ্গদ হনুমানা, চরনকমল চাঁপত বিধি নানা।
প্রভুপাছে লছিমন বীরাসন, কটি নিষঙ্গ কর বান সরাসন ॥

দো ১২ এহি বিধি করুনাসীল গুন ধাম রাম আসীন।
তে নর ধন্য জে ধ্যান এহি রহত সদা লয়লীন ॥
" ১৩ পূরব দিসা বিলোকি প্রভু দেখা উঁদিত ময়ঙ্ক।
কহত সবহিঁ দেখহু সসিহি মৃগ পতি সরিস অসঙ্ক ॥

চৌ ১ পুরবদিসি গিরি গুহা নিবাসী, পরমপ্রতাপ তেজ বলরাসী।
মত্ত নাগ তম কুম্ভ বিদারী, সসি কেসরী গগন বন চারী ॥
" ২ বিথুরে নভ মুকুতাহল তারা, নিসি সুন্দরী কের সিঙ্গারা।
কহ প্রভু সসি মহঁ সেচকতাঈ, কহহু কাহ নিজ নিজ মতি ভাঈ ॥
" ৩ কহ সুগ্রীবঁ সুনহু রঘুরাঈ, সসি মহঁ প্রগট ভুমি কৈ ঝাঁঈ।
মারেউ রাহু সসিহি কহ কোঈ, উর গহঁ পরী স্যামতা সোঈ ॥
" ৪ কোউ কহ জব বিধি রতিমুখ কীন্হা, সারভাগ সসি কর হরি লীন্হা।
ছিদ্র সো প্রগট ইন্দুউর মাহীঁ, তেহি মগ দেখিয় নভ পরিছাহীঁ ॥
" ৫ প্রভু কহ গরলবন্ধু সসি কেরা, অতি প্রিয় নিজ উর দীন্হ বসেরা।
বিষসংযুত কর নিকর পসারী, জারত বিরহবন্ত নরনারী ॥

চৌ ২ এখনি হইতে তোর হৃদয়ে সংশয়, বংশে কুলাঙ্গার তুই বুঝেছি নিশ্চয়।
পিতৃবাক্যে শুনি এই পরুষ বচন, চলিল ভবনে করি তীব্র নিবেদন ॥
„ ৩ হিত কথা ভাল নাহি লাগে তব মনে, কালের কবলে যবে ঔষধ সেবনে।
সন্ধ্যা সমাগত জানি নিশাচর পতি, গৃহে চলে চাহি চাহি বিশ ভুজ প্রতি ॥
„ ৪ লঙ্কার শিখর দেশে সুরম্য আগার, সমারোহ হয় যেথা বিচিত্র প্রকার।
রাবণ বসিল গিয়া সেই আগারেতে, কিন্নর গন্ধর্ব সবে লাগিল গাহিতে ॥
„ ৫ পাখোয়াজ তালে তালে বাজে বীণা বাঁশী, নৃত্য করে অপ্সরীরা নৃত্য পটীয়সী ॥

দো ১১ শত ইন্দ্র ভোগ্য বস্তু বিলাসের যত, দশানন করে ভোগ আপনি সতত।
পরম প্রবল রিপু শিরোপরি তার, বিন্দুমাত্র ত্রাস তাহে না হয় সঞ্চার ॥

চৌ ১ এদিকেতে রঘুবীর সুবেলা শিখরে, উত্তরিলা সৈন্য সহ অতি আড়ম্বরে।
শৈলশৃঙ্গে এক স্থান অতি মনোহর, অতি উচ্চ শুভ্রবর্ণ প্রশস্ত বিস্তর ॥
„ ২ পুষ্পপত্র নিজহস্তে করিয়া চয়ন, বিছাইল সেই স্থানে অনুজ লক্ষণ।
তাহার উপরে রাখে মৃদু মৃগছাল, সে আসনে সুখাসীন রাঘব কৃপাল ॥
„ ৩ সুগ্রীব অঙ্কেতে প্রভু রাখিলেন শির, বামে ও দক্ষিনে শোভে ধনুক তুণীর।
দুই পদ্ম হস্তে বাণ করেন রচনা, সঙ্গোপনে বিভীষণ করেন মন্ত্রণা ॥
„ ৪ ভাগ্যবান হনুমান কুমার অঙ্গদ, বহুভাবে সেবা করে প্রভু কঞ্জপদ।
লক্ষণ প্রভুর পার্শ্বে বসে বীরাসনে, কটিতে তূণীর তার হস্ত শরাসনে ॥

দো ১২ এ ভাবেতে সুখাসীন রন রঘুরাম, করুণাসাগর আর সর্ব গুণ ধাম।
সেই ধন্য ধ্যানমগ্ন ইহাতে যে নর, সতত তন্ময় রহে যাহার অন্তর ॥
„ ১৩ পূর্বদিকে চাহি প্রভু দেখিলেন তবে, আকাশেতে ওঠে শশী পরম গরবে।
কহেন সবারে ডাকি দেখহ মৃগাঙ্ক, পশুপতি সম যেন পরম অশঙ্ক ॥

চৌ ১ পূর্বদিকে গিরিগুহা তাহাতে নিবাসী, পরম প্রতাপ তেজ আর বলরাশি।
মদমত্ত হস্তীশির তমেরে বিদারি, শশীসিংহ পূর্ণতেজে গগণ বিহারী ॥
„ ২ আকাশে তারকারাজি বিছাল মুকুতা, যামিনী কামিনী যেন বেশ উজ্জ্বলতা।
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেন শশী শ্যামলতা, নিজ নিজ বুদ্ধি মতে কহ সে বারতা ॥
„ ৩ কহিল সুগ্রীব তবে শুন রঘুরায়, প্রতিবিম্ব ধরে শশী মহীর ছায়ায়।
রাহুগ্রস্ত যবে শশী কহে কেহ কেহ, তারি ক্ষত বক্ষমাঝে শ্যামলতা দেহ ॥
„ ৪ কেহ কহে ব্রহ্মা যবে রতি মুখ গড়ে, সার ভাগ শশী হ'তে তার তরে হরে।
সেই ছিদ্র শশী বক্ষে এবে বিরাজিত, নীলাকাশ প্রতিচ্ছায়া তাহাতে মুদ্রিত ॥
„ ৫ গরল শশীর ভ্রাতা সেই কারণেতে, কহে, প্রভু, প্রিয় ভ্রাতা রাখে হৃদয়েতে।
বিষের সংযুক্ত হ'য়ে শশী কিরণেতে, জ্বলে যত নরনারী বিরহ জ্বরেতে ॥

দো ১৪ কহ মারুতসুত সুনহু প্রভু সসি তুম্হার নিজ দাস।
তব মুরতি বিধুউর বসতি সোই স্যামতা অভাস ॥

" ১৫ পবনতনয় কে বচন সুনি বিহঁসে রামু সুজান।
দচ্ছিন দিসি অবলোকি প্রভু বোলে কৃপানিধান ॥

চৌ ১ দেখু বিভীষন দচ্ছিন আসা, ঘন ঘমণ্ড দামিনী বিলাসা।
মধুর মধুর গরজই ঘন ঘোরা, হোই বৃষ্টি জনু উপল কঠোরা ॥

" ২ কহই বিভীষনু সুনহু কৃপালা, হোই ন তড়িত ন বারিদমালা।
লঙ্কাসিখর রুচির আগারা, তহঁ দসকন্ধর দেখ অখারা ॥

" ৩ ছত্র মেঘডম্বর সিব ধারী, সোই জনু জলদঘটা অতি কারী।
মন্দোদরী স্রবন তাটঙ্কা, সোই প্রভু জনু দামিনী দমঙ্কা ॥

" ৪ বাজহিঁ তাল মৃদঙ্গ অনুপা, সোই রব মধুর সুনহু সুরভূপা।
প্রভু মুসুকান সমুঝি অভিমানা, চাপ চঢ়াই বান সন্ধানা ॥

দো ১৬ ছত্র মুকুট তাটঙ্ক তব হতে একহী বান।
দেখত সব কে মহি পরে মরমু ন কোউ জান ॥

" ১৭ অস কৌতুক করি রামসর প্রবিসেউ আই নিষঙ্গ।
রাবনসভা সসঙ্ক সব দেখি মহা রস ভঙ্গ ॥

চৌ ১ কম্প ন ভূমি ন মরুত বিসেখা, অস্ত্র সস্ত্র কছু নয়ন ন দেখা।
সোচহিঁ সব নিজ হৃদয় মঝারী, অসগুন ভয়উ ভয়ঙ্কর ভারী ॥

" ২ দসমুখ দেখি সভা ভয় পাঈ, বিহঁসি বচন কহ জুগুতি বনাঈ।
সিরউ গিরে সন্তত সুভ জাহী, মুকুট খসে কস অসগুন তাহী ॥

" ৩ সয়ন করহু নিজ নিজ গৃহ জাঈ, গবনে ভবন সকল সির নাঈ।
মন্দোদরী সোচ উর বসেউ, জব তেঁ স্রবনপুর মহি খসেউ ॥

" ৪ সজল নয়ন কহ জুগ কর জোরী, সুনহু প্রানপতি বিনতী মোরী।
কন্ত রামবিরোধ পরিহরহূ, জানি মনুজ জনি মন হঠ ধরহূ ॥

দো ১৮ বিস্বরূপ রঘুবংস মনি করহু বচনবিস্বাসু।
লোককল্পনা বেদ কর অঙ্গ প্রতি জাসু ॥

চৌ ১ পদ পাতাল সীস অজধামা, অপর লোক অঙ্গ অঙ্গ বিস্রামা।
ভৃকুটি বিলাস ভয়ঙ্কর কালা, নয়ন দিবাকর কচ ঘনমালা ॥

" ২ জাসু ঘ্রান অস্বিনীকুমারা, নিসি অরু দিবস নিমেষ অপারা।
স্রবন দিসা দস বেদ বখানী, মারুত স্বাস নিগম নিজ বানী ॥

" ৩ অধর লোভ জম দসন করালা, মায়া হাস বাহু দিগপালা।
আনন অনল অম্বুপতি জীহা, উতপতি পালন প্রলয় সমীহা ॥

দো ১৪ হনুমান কহে প্রভু করহ শ্রবণ, শশী তব প্রিয় দাস শুনেছি এমন।
তোমারি মূরতি শ্যাম রাখে হৃদয়েতে, তাই হেরি শ্যামলতা তাহার বক্ষেতে ॥
" ১৫ পবন সুতের বাক্য শুনি রঘুরায়, স্মিত হাস্য করিলেন মহৎ হৃদয়।
দক্ষিণ দিকেতে তবে দেখেন শ্রীরাম, কহিলেন বিভীষনে কৃপার নিধান ॥
চৌ ১ দেখ বিভীষণ ওই দক্ষিণের দিকে, ঘন ঘোর মেঘ ঘটা দামিনী চমকে।
মৃদু ও মধুর ভাবে গর্জে মেঘদল, মনে হয় শিলাবৃষ্টি হইবে প্রবল ॥
" ২ বিভীষণ কহিলেন শুন কৃপানয়, তড়িৎ এ নয় সখা ঘনঘটা নয়।
লঙ্কার শিখর দেশে রুচির আগার, রাবণের প্রেক্ষাগৃহ সেথা চমৎকার ॥
" ৩ শিরোপরি ছত্র যাহা মেঘবর্ণ তার, তাই প্রভু মনে হয় ঘন মেঘ ভার।
মন্দোদরী কর্ণমূলে কুণ্ডল প্রভায়, দামিনী চমক ছটা তাই মনে হয় ॥
" ৪ বাজিছে মৃদঙ্গ তালে অপরূপ ধ্বনি, তাই প্রভু মনে হয় মেঘ গরজনি।
স্মিত হাসে বুঝি' প্রভু এই অভিমান, ধনুক লইয়া শর করেন সন্ধান ॥
দো ১৬ রাবণ মুকুট ছত্র রানীর কুণ্ডল, এক শরে কাটি পড়ে সবই ভূমিতল।
সকলে দেখিল তাহা ভূমিতে লুটায়, কারণ তাহার কেহ বুঝিতে না পায় ॥
" ১৭ এ লীলা করিয়া শর তড়িৎ গতিতে, ফিরে আসি পশে গিয়া তূণীর মাঝেতে।
রাবণ সভাতে হ'ল সশঙ্ক সকলে, দেখিয়া এ রসভঙ্গ এহেন অকালে ॥
চৌ ১ নাহি ভূমিকম্প কিছু বিশেষ পবনে, অস্ত্র শস্ত্র কেহ কিছু দেখেনি নয়নে।
সকলে বিচারি মনে লাগিল ভাবিতে, নিদারুণ কুলক্ষণ নিশ্চয় ইহাতে ॥
" ২ রাবণ দেখিল সভা পাইয়াছে ভয়, হাসিয়া কহিল যুক্তি এরূপ কথায়।
শির কাটি পড়িলেও সদা শুভ যার, মুকুট পড়িলে ভূমে অমঙ্গল কার ॥
" ৩ শয়ন করহ গিয়া নিজ নিজ ঘরে, শুনিয়া চলিল সবে শির নত করে।
মন্দোদরী ভোগে শুধু চিন্তা হৃদয়েতে, যবে তার কর্ণমূল পড়িল ভূমিতে ॥
" ৪ সজল নয়নে কহে জুড়ি কর তার, শুন প্রাণাধিক এবে বিনতি আমার।
রাম বিরোধিতা প্রভু ত্যজহ মনেতে, হঠকারী হইও না মানুষ জ্ঞানেতে ॥
দো ১৮ করহ বিশ্বাস প্রভু বেদ যাহা কহে, রঘুবংশমনি মাঝে বিশ্বরূপ রহে।
প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গেতে বিকশিত যাঁর, স্থাবর জঙ্গম যাহা সৃষ্ট বিধাতার ॥
চৌ ১ ব্রহ্মলোকে শির যাঁর পাতালে চরণ, অন্য লোক অন্য অঙ্গে করে বিচরণ।
ভ্রূকুটি বিলাশ যাঁর কাল ভয়ঙ্কর, কেশ ঘনশ্যাম মেঘ চক্ষু দিবাকর ॥
" ২ অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঘ্রাণেন্দ্রিয় যাঁর, দিবা নিশি যাঁর কাছে নিমেষ প্রকার।
শ্রবণেন্দ্রিয় যাঁর দশ দিকে রয়, মরুত নিশ্বাস যাঁর বাক্য বেদময় ॥
" ৩ মায়া হাস্যরূপ যাঁর আকাঙ্ক্ষা অধরে, দশন কৃতান্ত যাঁর দিকপাল করে।
আনন অনল যাঁর বরুণ রসনা, উৎপত্তি পালন লয় যাঁর ইচ্ছাধীনা ॥

চৌ ৪ রোমরাজি অষ্টাদস ভারা, অস্থি সৈল সরিতা নস জারা।
উদর উদধি অধগো জাতনা, জগময় প্রভু কী বহু কলপনা॥

দো ১৯ অহঙ্কার সিব বুদ্ধি অজ মন সসি চিত্ত মহান।
মনুজ বাস চরঅচর ময় রূপ রাম ভগবান॥

” ২০ অস বিচারি সুনু প্রান পতি প্রভু সন বৈর বিহাই।
প্রীতি করহু রঘুবীর পদ মম অহিবাত ন জাই॥

চৌ ১ বিহঁসা নারিবচন সুনি কানা, অহো মোহমহিমা বলবানা।
নারিসুভাউ সত্য কবি কহহীঁ, অবগুন আঠ সদা উর রহহীঁ॥

” ২ সাহস অনৃত চপলতা মায়া, ভয় অবিবেক অসৌচ অদায়া।
রিপু কর রূপ সকল তৈঁ গাবা, অতি বিসাল ভয় মোহি সুনাবা॥

” ৩ সো সবু প্রিয়া সহজ বস মোরে, সমুঝি পরা প্রসাদ অব তোরে।
জানেউঁ প্রিয়া তোরি চতুরাঈ, এহি মিস কহিহি মোরি প্রভুতাঈ॥

” ৪ তব বতকহী গূঢ় মৃগলোচনি, সমুঝত সুখদ সুনত ভয়মোচনি।
মন্দোদরি মন মহঁ অস ঠয়উ, প্রিয়হি কালবস মতিভ্রম ভয়উ॥

দো ২১ বহু বিধি জল্পেসি সকল নিসি প্রাত ভয়ে দসকন্ধ।
সহজ অসঙ্ক সো লঙ্কপতি সভা গযউ মদঅন্ধ॥

সো ৩ ফূলই ফরই ন বেত জদপি সুধা বরষহিঁ জলদ।
মুরখহৃদয় ন চেত জোঁ গুরু মিলহিঁ বিরঞ্চি সত॥

চৌ ১ ইহাঁ প্রাত জাগে রঘুরাঈ, পুছা মত সব সচিব বোলাঈ।
কহহু বেগি কা করিয় উপাঈ, জামবন্ত কহ পদ সিরু নাঈ॥

” ২ সুনু সর্বজ্ঞ সকল উর বাসী, বুধি বল তেজ ধর্ম গুনরাসী।
মন্ত্র কহউঁ নিজ মতি অনুসারা, দূত পঠাইয় বালিকুমারা॥

” ৩ নীক মন্ত্র সব কে মন মানা, অঙ্গদ সম কহ কৃপানিধানা।
বালিতনয় বুধি বল গুন ধামা, লঙ্কা জাহু তাত মম কামা॥

” ৪ বহুত বুঝাই তুম্হহিঁ কা কহউঁ, পরম চতুর মৈঁ জানত অহউঁ।
কাজু হমার তাসু হিত হোঈ, রিপু সন করেহু বতকহী সোঈ॥

সো ৪ প্রভুঅজ্ঞা ধরি সীস চরন বন্দি অঙ্গদ উঠেউ।
সোই গুনসাগর ঈস রাম কৃপা জা পর করহু॥

” ৫ স্বয়ংসিদ্ধ সব কাজ নাথ মোহি আদরু দিয়েউ।
অস বিচারি জুবরাজ তনু পুলকিত হরষিত হিয়ে॥

চৌ ১ বন্দি চরন উর ধরি প্রভুতাঈ, অঙ্গদ চলেউ সবহিঁ সিরু নাঈ।
প্রভুপ্রতাপ উর সহজ অসঙ্কা, রনবাঁকুরা বালিসুত বঙ্কা॥

চৌ ৪ অষ্টাদশ বনস্পতি রোমাবলি যাঁর, অস্থি শৈল নদ নদী শিবার বিস্তার।
উদর সমুদ্র অধ নরক যাতনা, জগতে প্রভুর রূপ ব্যাপক কল্পনা॥

দো ১৯ অহঙ্কার মহাদেব বুদ্ধি ব্রহ্মা যাঁর, মন পূর্ণ শশী চিত্ত মহা তত্ত্বাধার।
চরাচর সর্বদেহে মনুষ্যের মাঝে, রূপরাশি ভগবান সর্বত্র বিরাজে॥

„ ২০ এরূপ বিচারি মনে শুন প্রাণেশ্বর, ত্যজিয়া বিরোধ মিল রঘুবীর বর।
চরণ কমল তাঁর ধর প্রীতি ভরে, ডেকোনা দুর্ভাগ্য মোর প্রভু দয়া করে॥

চৌ ১ শুনি কর্ণে স্ত্রীর বাক্য হাসে লঙ্কেশ্বর, আহা কি প্রচণ্ড মোহ প্রবল প্রখর।
কহেছে সত্যই কবি নারীর স্বভাব, অষ্ট অবগুণ সদা চিত্তের প্রভাব॥

„ ২ দুঃসাহস অসত্যতা মায়া চঞ্চলতা, অবিবেক, অশুচিতা, ভয়, নির্দয়তা।
এ কারণে গাহ তুমি রিপু গুণ গান, দেখাও প্রচণ্ড ভয় যাতে কাঁপে প্রাণ॥

„ ৩ বুঝিলাম সবই প্রিয়া কৃপায় তোমার, এ সকলি বশ প্রিয়ে স্বভাবে আমার।
বুঝিতে পেরেছি প্রিয়া তব চতুরতা, এই ছলে কহ তুমি মোর প্রধানতা॥

„ ৪ হে মৃগনয়না তব বার্তা গূঢ় অতি, বুঝিলে সুখদ হয় শ্রবণেতে ভীতি।
মন্দোদরী হৃদি মাঝে হইল প্রত্যয়, কালবশে মতিভ্রংশ বল্লভ নিশ্চয়॥

দো ২১ সারারাত্র বাক্যব্যয়ে ব্যস্ত দশানন, প্রাতঃকালে নিজ মূর্তি করিল ধারণ।
স্বভাবত শঙ্কাহীন তিনি লঙ্কেশ্বর, অন্ধ মদগর্বে চলে সভার ভিতর॥

সো ৩ অমৃত বর্ষণ মেঘ করিলে ভূতলে, বেতস বৃক্ষেতে নাহি ফল ফুল ফলে।
ব্রহ্মার সমান গুরু পাইলে কি হয়, মূর্খের হৃদয়ে নাহি চৈতন্য উদয়॥

চৌ ১ এদিকে প্রত্যূষে জাগি রাম রঘুরায়, মন্ত্রিগণে জিজ্ঞাসেন মন্ত্রণা কি হয়।
শীঘ্র কহ কি কর্তব্য কি উপায় স্থির, জাম্বুবান কহে রাখি রাম পদে শির॥

„ ২ শুনহ সর্বজ্ঞ স্বামী হে অন্তরবাসী, বুদ্ধি বল তেজ ধর্ম সর্ব গুণরাশি।
নিজ বুদ্ধি মতে কহি ভাল মনে হয়, অঙ্গদেরে দূত করি পাঠাও লঙ্কায়॥

„ ৩ উত্তম মন্ত্রণা ইহা মনঃপুত সবে, কৃপানিধি অঙ্গদেরে ডাকি কন তবে।
বালীপুত্র বুদ্ধিবল সর্ব গুণধর, যাও লঙ্কা মাঝে বৎস মোর কর্ম কর॥

„ ৪ তোমারে বিশেষ কিছু বলিবার নাই, তুমি অতি বুদ্ধিমান জানি ত তাহাই।
শত্রুসনে এই ভাবে কথাবার্তা ক'বে, যা'তে কর্মসিদ্ধি মোর তারো হিত হবে॥

সো ৪ প্রভু আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া অঙ্গদ, বন্দনা করিয়া কহে ধরি প্রভু পদ।
ভগবান রামচন্দ্র কৃপা যার পরে, গুণের সাগর সে ত হইতেই পারে॥

„ ৫ সর্ব কর্ম সিদ্ধ হয় যাঁহার প্রভাবে, তথাপি আমারে স্নেহ করেন স্বভাবে।
এরূপ বিচার করে যুবরাজ মনে, শরীরে রোমাঞ্চ তার হর্ষ মনে প্রাণে॥

চৌ ১ প্রভুর চরণ বন্দি' বিশ্বাস হৃদয়ে, চলিল অঙ্গদ শির সবারে নোয়ায়ে।
প্রভুর প্রতাপে তার চিত্ত শঙ্কাহীন, বালীর তনয় রণে দুর্ধর্ষ প্রবীন॥

চৌ ২ পুর পৈঠত রাবন কর বেটা, খেলত রহা সো হোই গই ভেঁটা।
বাতহিঁ বাত করষ বঢ়ি আঈ, জুগল অতুল বল পুনি তরুনাঈ ॥
„ ৩ তেহি অঙ্গদ কহঁ লাত উঠাঈ, গহি পদ পটকেউ ভুমি ভবাঁঈ।
নিসিচর নিকর দেখি ভট ভারী, জহঁ তহঁ চলে ন সকহিঁ পুকারী ॥
„ ৪ এক এক সন মরম ন কহহীঁ, সমুঝি তাসু বধ চুপ করি রহহীঁ।
ভয়উ কোলাহলু নগর মঁঝারী, আবা কপি লঙ্কা জেহি জারী ॥
„ ৫ অব ধোঁ কাহ করিহি করতারা, অতি সভীত সব করহিঁ বিচারা।
বিনু পুছে মগ দেহি দেখাঈ, জেহি বিলোক সোই জাই সুখাঁঈ ॥
দো ২২ গয়উ সভাদরবার তব সুমিরি রাম পদ কঞ্জ।
সিংহঠবনি ইত উত চিতব ধীর বীর বল পুঞ্জ।
চৌ ১ তুরিত নিসাচর এক পঠাবা, সমাচার রাবনহিঁ জনাবা।
সুনত বিহঁসি বোলা দসসীসা, আনহু বোলি কহাঁ কর কীসা ॥
„ ২ আয়সু পাই দূত বহু ধায়ে, কপিকুঞ্জরহিঁ বোলি লেই আয়ে।
অঙ্গদ দীখ দসানন বৈসা, সহিত প্রান কজ্জলগিরি জৈসা ॥
„ ৩ ভুজা বিটপ সির স্নঙ্গ সমানা, রোমাবলী লতা জনু নানা।
মুখ নাসিকা নয়ন অরু কানা, গিরি কন্দরা খোহ অনুমানা ॥
„ ৪ গয়উ সভা মন নেকু ন মুরা, বালিতনয় অতি বল বাঁকুরা।
উঠে সভাসদ কপি কহুঁ দেখী, রাবনউর ভা ক্রোধ বিসেখী ॥
দো ২৩ জথা মত্তগজ জুথ মহঁ পঞ্চানন চলি জাই।
রামপ্রতাপ সঁভারি উর বৈঠ সভা সিরু নাই ॥
চৌ ১ কহ দসকণ্ঠ কবন তেঁ বন্দর, মৈঁ রঘুবীর দূত দসকন্ধর।
মম জনকহি তোহি রহী মিতাঈ, তব হিতকারন আয়উ ভাঈ ॥
চৌ ২ উত্তম কুল পুলস্তি কর নাতী, সিব বিরঞ্চি পূজেহু বহু ভাঁতী।
বর পায়হু কীন্হেহু সব কাজা, জীতেহু লোকপাল সুর রাজা ॥
„ ৩ নৃপঅভিমান মোহবস কিম্বা, হরি আনেহু সীতা জগদম্বা।
অব সুভ কহা সুনহু তুম্হ মোরা, সব অপরাধ ছমিহি প্রভু তোরা ॥
„ ৪ দসন গহহু তৃন কণ্ঠ কুঠারী, পরিজনসহিত সঙ্গ নিজনারী।
সাদর জনকসুতা করি আগে, এহি বিধি চলহু সকল ভয় ত্যাগে ॥
দো ২৪ প্রনতপাল রঘুবংসমনি ত্রাহি ত্রাহি অব মোহি।
সুনতহি আরত বচন প্রভু অভয় করহিঁগে তোহি ॥
চৌ ১ রে কপিপোত ন বোল সঁভারী, মূঢ় ন জানেহি মোহি সুরারী।
কহু নিজ নামু জনক কর ভাঈ, কেহি নাতে মানিয়ে মিতাঈ ॥

চৌ ২ পুরেতে প্রবেশে যবে রাবণ সুতেরে, প্রথমে দেখিল ব্যস্ত খেলার ভিতরে।
কথাবার্তা ক্রমে ক্রোধ উপজিল তারি, তরুণ বয়স উভে অতিবলধারী ॥
„ ৩ অঙ্গদেরে সে তরুণ পদাঘাত করে, অঙ্গদ ধরিয়া পদ আছড়িয়া মারে।
নিশাচরগণ দেখি প্রবল সে অরি, যত্রতত্র পলায়ন শব্দটি না করি ॥
„ ৪ মনের কথাটি কেহ না পারে কহিতে, রাবণ তনয় বধ পারিয়া জানিতে।
সমগ্র নগর মাঝে হল প্রচারিত, লঙ্কার দহনকারী এসেছে নিশ্চিত ॥
„ ৫ না জানি বিধাতা এবে করিবেন কি যে, সকলে সভীত মনে ভাবে নিজে নিজে।
না পুছিতে সবে করে পথের নির্দেশ, যার প্রতি দৃষ্টি পড়ে শুখায় বিশেষ ॥
দো ২২ রাম পদ পঙ্কজেরে রাখি চিত্তে তার, পঁহুছিল সভাকক্ষ সমুখ দুয়ার।
ধীর স্থির মহাবীর বলের আধার, সিংহ ঠামে চলি দেখে চতুর্দিকে তার ॥
চৌ ১ ত্বরিত রাক্ষস এক পাঠায় ভিতরে, রাবণেরে সমাচার পাঠাবার তরে।
শুনি দশানন কহে আনহ তাহারে, জানিবে সে কোন কপি তারে প্রশ্ন করে ॥
„ ২ আজ্ঞা পাই ছোটে দূত ব্যস্ততার সাথে, কপি শ্রেষ্ঠ অঙ্গদেরে আনিল সভাতে।
অঙ্গদ দেখিল বসি রাবণ সেথায়, যেন সে জীবন্ত কৃষ্ণ পর্বতের প্রায় ॥
„ ৩ বাহু বৃক্ষ সম, শির শৃঙ্গের প্রমাণ, রোমাবলী যেন তরুলতার সমান।
বদন নাসিকা কর্ণ এবং নয়ান, পর্বত কন্দর গুহা হয় অনুমান ॥
„ ৪ রণেতে দুর্ধর্ষ বীর বালীর তনয়, সভা মাঝে পশে যবে ভীত নাহি হয়।
উঠিয়া দাঁড়ায় যত সভাসদ ছিল, রাবণ হৃদয়ে অতি ক্রোধ উপজিল ॥
দো ২৩ মত্ত গজবৃন্দ মাঝে সিংহ যথা যায়, সেরূপ নির্ভয়ে বীর পশিল সভায়।
রামের প্রতাপ স্মরি' হৃদয়ে তাহার, বসিল সভার মাঝে করি নমস্কার ॥
চৌ ১ দশানন কহে তারে রে কপি কে তুই, শুনহ বাবণ আমি রামদূত হই।
আমার জনক ছিল সুহৃদ্ তোমার, তব হিত কামনায় এসেছি এবার ॥
„ ২ উত্তম কুলেতে জন্ম পৌত্র পুলস্ত্যের, শিব ব্রহ্মা পূজা কর বহু প্রকারের।
বর লভি সর্ব সিদ্ধি কর্ম সম্পাদনে, লোকপাল দেবরাজ জিনিয়াছ রণে ॥
„ ৩ ধনগর্বে কিংবা তব মোহের কারণ, করিয়াছ জগদম্বা সীতারে হরণ।
মোর বাক্য শুন এবে হিত লাগি তব, ক্ষমা করিবেন প্রভু অপরাধ সব ॥
„ ৪ দন্তে তৃণ কাটি দিয়া কুঠার কণ্ঠেতে, পুরজন সাথে তব গৃহিনী সঙ্গেতে।
সাদরে জনক সুতা করি পুরোভাগে, চলহ ত্যজিয়া ভয় রঘুবর আগে ॥
দো ২৪ ভক্তের রক্ষক প্রভু রঘুবংশ মণি, বাঁচাও বাঁচাও মোরে এই আর্তবাণী।
শুনিয়া আনার প্রভু পরম দয়াল, অভয় দিবেন তোমা স্থির কহিলাম ॥
চৌ ১ নীচ কপি কো'স বাক্য চিন্তা নাহি করি, জানিস না মূর্খ মোরে আমি সে মুরারি।
বল নিজ নাম তোর জনকের আর, কি প্রকারে মোর সাথে সখ্যতা তাহার ॥

চৌ ২ অঙ্গদ নাম বালি কর বেটা, তা সোঁ কবহুঁ ভঈ হোই ভেঁটা।
অঙ্গদবচন সুনত সকুচানা, রহা বালি বানর মৈঁ জানা।

" ৩ অঙ্গদ তহীঁ বালি কর বালক, উপজেহু বংস অনল কুলঘালক।
গর্ভ ন গয়উ ব্যর্থ তুম্হ জায়েহু, নিজ মুখ তাপসদূত কহায়েহু ॥

" ৪ অব কহু কুসল বালি কহঁ অহঈ, বিহঁসি বচন তব অঙ্গদ কহঈ।
দিন দস গয়ে বালি পহঁ জাঈ, বুঝেহু কুসল সখা উর লাঈ ॥

" ৫ রামবিরোধ কুসল জসি হোঈ, সো সব তোহি সুনাইহি সোঈ।
সুনু সঠ ভেদ হোই মন তা কে, শ্রীরঘুবীর হৃদয় নহিঁ জা কে ॥

দো ২৫ হম কুলঘাতক সত্য তুম্হ কুলপালক দসসীস।
অন্ধউ বহির ন অস কহহিঁ নয়ন কান তব বীস ॥

চৌ ১ সিব বিরঞ্চি সুর মুনি সমুদাঈ, চাহত জাসু চরন সেবকাঈ।
তাসু দূত হোই হম কুল বোরা, ঐসিহু মতি উর বিহর ন তোরা ॥

" ২ সুনি কঠোর বানী কপি কেরী, কহত দসানন নয়ন তরেরী।
খল তব কঠিন বচন সব সহউঁ, নীতি ধর্ম মৈঁ জানত অহউঁ ॥

" ৩ কহ কপি ধর্মসীলতা তোরী, হমহু সুনী কৃত পর ত্রিয় চোরী।
দেখী নয়ন দূত রখবারী, বুড়ি ন মরহু ধর্ম ব্রত ধারী ॥

" ৪ কান নাক বিনু ভগিনি নিহারী, ছমা কীন্হ তুম্হ ধর্ম বিচারী।
ধর্মসীলতা তব জগ জাগী, পাবা দরস হুমহুঁ বড়ভাগী ॥

দো ২৬ জনি জল্পসি জড় জন্তু কপি সঠ বিলোকু মম বাহু।
লোকপাল বল বিপুল সসি প্রসন হেতু সব রাহু ॥

" ২৭ পুনি নভসর মম করনিকর কমলন্হি পর করি বাস।
সোভত ভয়উ মরাল ইব সম্ভুসহিত কৈলাস ॥

চৌ ১ তুম্হরে কটক মাঁঝ সুনু অঙ্গদ, মো সন ভিরিহি কবন জোধা বদ।
তব প্রভু নারিবিরহ বলহীনা অনুজ তাসু দুখ দুখী মলীনা ॥

" ২ তুম্হ সুগ্রীবঁ কূলদ্রুম দোউ, অনুজ হমার ভীরু অতি সোউ।
জামবন্ত মন্ত্রী অতি বূঢ়া, সো কি হোই অব সমর অরূঢ়া ॥

" ৩ সিল্পকর্ম জানহিঁ নল নীলা, হৈ কপি এক মহাবল সীলা।
আবা প্রথম নগর জেহি জারা, সুনি হঁসি বোলেউ বালিকুমারা ॥

" ৪ সত্য বচন কহু নিসিচর নাহা, সাঁচেহু কীস কীন্হ পুরদাহা।
রাবননগর অলপকপি দহঈ, সুনি অস বচন সত্য কো কহঈ ॥

চৌ ২ অঙ্গদ আমার নাম বালীর তনয়, তাঁর সাথে কখনো কি দেখা তব হয়।
অঙ্গদ বচন শুনি রাবণ লজ্জিত, বালী নামে এক কপি ছিল পরিচিত ॥
„ ৩ হে অঙ্গদ তুমি বালী পুত্র বুঝিলাম, কুলনাশী তুমি বংশে অনল সমান।
গর্ভপাত না হইয়া বৃথা তুমি সুত, নিজ মুখে কহ তুমি ভিখারীর দূত ॥
„ ৪ কহ এবে বালীর তো শুভ সমাচার, হাসিয়া অঙ্গদ কহে রাবণে এবার।
দশদিন বাদে তুমি বালী পাশে গিয়া, সখার কুশল পুছো তারে বক্ষে নিয়া ॥
„ ৫ রাম বিরোধিতা হ'লে কি কুশল হয়, তোমারে বোঝাবে সেই বার্তা সমুদয়।
রে মূর্খ সতন্ত্র-বুদ্ধি যাহার অন্তরে, রঘুবীর কৃপা নাহি বর্ষে তার পরে ॥
দো ২৫ আমি কুলনাশী তুমি সত্য দশানন, কুলের পালক, নাহি সন্দেহ কারণ।
অন্ধ বধির যারা তারাও না কবে, তোমার ত বিশ নেত্র বিশ কর্ণ সবে ॥
চৌ ১ শিব ব্রহ্মা সুর মুনি এঁরা সমুদয়, যাঁর পদ সেবা লাগি' সদা চিন্তময়।
তাঁরি দূত হ'য়ে আমি করি কুল ক্ষয়, এত বুদ্ধি দীর্ণ না তব হৃদয় ॥
„ ২ অঙ্গদের তীব্র বাণী শুনিয়া রাবণ, কহিল কুঞ্চিত করি তাহার নয়ন।
খল তোর তীব্র বাণী সহ্য করি আমি, নীতি ধর্ম জানি তাই এখনো ত ক্ষমি ॥
„ ৩ কহিল অঙ্গদ তব ধরম শীলতা, পর স্ত্রীরে কর চুরি শুনেছি একথা।
দেখেছি নয়নে দূতে কত রক্ষাকারী, ডুবিয়া না মর কেন ধর্ম ব্রত ধারী ॥
„ ৪ নাসা-কর্ণ-হীন ভগ্নী দেখিয়া তথাপি, করিয়াছ ক্ষমা তুমি ধর্মে মতি সঁপি।
তব ধর্মধ্বজা আজ জগ বিমোহন, অতিভাগ্য মোর আজি পেয়েছি দর্শন ॥
দো ২৬ জড় জন্তু শঠ কপি বৃথা বাক্যব্যয়, না করিয়া দেখ মোর দশভুজদ্বয়।
লোকপালগণে মোর এ বিংশতিবাহু, প্রচণ্ড আঘাত হানে চন্দ্রে যথা রাহু ॥
„ ২৭ কৈলাস শিখর পরে বিরাজে শঙ্কর, যেন রাজহংস শোভে কমলের পর।
নভ সরোবরে পুনঃ কমলের প্রায়, মোর হস্তেস্থিত হ'য়ে অতি শোভা পায় ॥
চৌ ১ তোমাদের সৈন্য মাঝে শুনহ অঙ্গদ, কেবা আছে মোর সম যুদ্ধ-বিশারদ।
তব প্রভু প্রিয়া বিনা আজি বলহীন, অনুজ তাহার দুঃখে অতীব মলিন ॥
„ ২ তুমিও সুগ্রীব দুই তটবৃক্ষ সম*, আমার অনুজ সে ত মুর্খ ভীরুতম।
মন্ত্রী জাম্বুবান সে ত বার্দ্ধক্যে স্থবির, তার পক্ষে অসম্ভব যুদ্ধে রহা স্থির ॥
„ ৩ নল নীল শিল্পকর্মে দক্ষতা অর্জন, এক কপি আছে বটে বলে অতুলন।
জ্বালাল প্রথমে আসি পুর গৃহদ্বার, শুনিয়া হাসিয়া কহে বালির কুমার ॥
„ ৪ কহিছ কি সত্য কথা নিশাচরপতি, সত্য কি জ্বালায় কপি নগর সম্পত্তি ।
পোড়াল রাবণ-পুরী এক কপি ছার, কে বলিবে সত্য ইহা করিয়া বিচার ॥

---

* নদীতে বন্যা আসিবার পূর্বে তটবৃক্ষ দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে ও প্রবল বন্যা (রাবণের আক্রমন) আসিলে সমূলে উৎপাটিত হয়। সে হেতু এই উপমা

চৌ ৫ জো অতি সুভট সরাহেহু রাবন, সো সুগ্রীবঁ কের লঘু ধাবন।
চলঈ বহুত সো বীর ন হোঈ, পঠবা খবরি লেন হম সোঈ॥

দো ২৮ অব জানা পুর দহেউ কপি বিনু প্রভুআয়সু পাই।
গয়উ ন ফিরি নিজ নাথ পহিঁ তেহি ভয় রহা লুকাই॥

„ ২৯ সত্য কহেহু দসকণ্ঠ সব মোহি ন সুনি কছু কোহ।
কোউ ন হমারে কটক অস তো সন লরত জো সোহ॥

„ ৩০ প্রীতি বিরোধ সমান সন করিয় নীতি অসি আহি।
জৌঁ মৃগপতি বধ মেডুকন্হি ভল কি কহই কোউ তাহি॥

„ ৩১ জদ্যপি লঘুতা রাম কহুঁ তোহি বধে বড় দোষ।
তদপি কঠিন দসকণ্ঠ সুনু ছত্রিজাতি কর রোষ॥

„ ৩২ বক্রউক্তি ধনু বচন সর হৃদয় দহেউ রিপু কীস।
প্রতিউত্তর সড়সিন্হ মনহুঁ কাঢ়ত ভট দসসীস॥

„ ৩৩ হঁসি বোলেউ দসমৌলি তব কপি কর বড় গুন এক
জো প্রতিপালই তাসু হিত করই উপাই অনেক॥

চৌ ১ ধন্য কীস জো নিজ প্রভু কাজা, জহঁ তহঁ নাচই পরিহরি লাজা।
নাচি কুদি করি লোগ রিঝাঈ, পতিহিত করই ধর্ম নিপুনাঈ॥

„ ২ অঙ্গদ স্বামিভক্ত তব জাতী, প্রভুগুন কস ন কহসি এহি ভাঁতী।
মৈঁ গুনগাহক পরম সুজানা, তব কটু রটনি করউঁ নহি কানা॥

„ ৩ কহ কপি তব গুনগাহকতাঈ, সত্য পবনসুত মোহি সুনাঈ।
বন বিধংসি সুত বধি পুর জারা, তদপি ন তেহি কছু কৃত অপকারা॥

„ ৪ সোই বিচারি তব প্রকৃতি সুহাঈ, দসকন্ধর মৈঁ কীন্হি ঢিঠাঈ।
দেখেউঁ আই জো কছু কপি ভাষা, তুম্হরে লাজ ন রোষ ন মাষা॥

„ ৫ জৌঁ অসি মতি পিতু খায়হু কীসা, কহি অস বচন হঁসা দসসীসা।
পিতহি খাই খাতেউঁ পুনি তোহী, অবহীঁ সমুঝি পরা কছু মোহীঁ॥

„ ৬ বালি বিমল জস ভাজনু জানী, হতউ ন তোহি অধম অভিমানী।
কহু রাবন রাবন জগ কেতে, মৈঁ নিজ শ্রবন সুনে সুনু জেতে॥

„ ৭ বলিহি জিতন একু গয়উ পতালা, রাখা বাঁধি সিসুন্হ হয়সালা।
খেলহিঁ বালক মারহিঁ জাঈ, দয়া লাগি বলি দীন্হ ছোড়াঈ॥

„ ৮ এক বহোরি সহসভুজ দেখা, ধাই ধরা জিমি জন্তুবিসেখা।
কৌতুক লাগি ভবন লেই আবা, সো পুলস্তি মুনি জাই ছোড়াবা॥

দো ৩৪ এক কহত মোহি সকুচ অতি রহা বালি কী কাঁখ।
তিন্হ মহু রাবন তৈঁ কবন সত্য বদহি তজি মাখ॥

চৌ ৫ মহাবীর বলি' যারে কহিছ রাবণ, সুগ্রীবের ক্ষুদ্র চর যার বিবরণ ॥
নহে বীর চলে শুধু প্রচণ্ড গতিতে, পাঠায়েছে মোরে তারি সব বার্তা নিতে ॥
দো ২৮ সত্যই কি জ্বালায়েছে কপি এ নগর, না লইয়া প্রভু আজ্ঞা এতই তৎপর।
তাই ফিরি নাহি যায় সুগ্রীবের কাছে, ভয়েতে বেচারা এবে লুকাইয়া আছে ॥
„ ২৯ সত্যই বলেছো তুমি ওহে দশানন, শুনি ক্রোধ নাহি হয় কিছুমাত্র মন।
আমাদের সৈন্য মাঝে নাহি কোন জন, তোমা সনে সমুচিত করিবারে রণ ॥
„ ৩০ প্রীতি ও বিরোধ হয় সমান সমান, ইহাই নীতির কথা বোঝে বুদ্ধিমান।
মৃগপতি বধে যবে মেষ অসহায়, কেহ কি প্রশংসা করে তাহাকে ইহায় ॥
„ ৩১ যদিও লঘুতা হবে রামের এ কাজে, তোমারে বধিলে দোষ হইবে সমাজে।
তথাপি শুনিয়া রাখ ওহে দশানন, ক্ষত্রিয়ের ক্রোধ হয় দারুণ ভীষণ ॥
„ ৩২ কপি উক্তি বক্র ধনু বাক্য তীক্ষ্ণ শর, দহিয়া রাবণ হৃদি করিল জর্জর।
সাঁড়াশী সমান বাক্যে তার প্রত্যুত্তরে, সুরথী রাবণ চায় উঠাইতে শরে ॥
„ ৩৩ হাসিয়া কহিল তারে দশমৌলি তবে, কপিদের একগুণ কহিতেই হবে।
যে করে পালন তারে হিত লাগি তার, উপায় বাহির করে অতি চমৎকার ॥
চৌ ১ ধন্য কপি যেবা তার নিজ প্রভু কাজে, যত্র তত্র নাচিতেছে ছাড়ি লজ্জা লাজে।
নাচিয়া কুঁদিয়া লোক হাসায়ে তাহাতে, প্রভু হিত করি ফেরে ধর্ম নিষ্ঠা সাথে ॥
„ ২ অঙ্গদ তোমার জাতি প্রভু ভক্ত অতি, প্রভু গুণ গানে আর কারো না শকতি।
গুণের গাহক আমি সুবিজ্ঞ প্রধান, তবু কটু বাক্যে কর্ণ না করি প্রদান ॥
„ ৩ অঙ্গদ কহিল তব গুণ গ্রাহকতা, শুনায়েছে হনুমান মোরে সে বারতা।
বন ভাঙ্গি সুত বধি জ্বালাইয়া পুরী, তথাপি হয়নি তার কোন অপকারই ॥
„ ৪ তোমার প্রকৃতি জানি পরম সুন্দর, করেছি ধৃষ্টতা কিছু হে দশস্কন্ধর।
যা কহেছে হনুমান আমি দেখিনু তা', নাহি তব লজ্জা ক্রোধ সদা প্রসন্নতা ॥
„ ৫ এত বুদ্ধি ধর তবু খেয়েছো পিতারে, ইহা কহি দশানন উত্ত হাস্য করে।
পিতারে খেয়েছি এবে তোমারেও খাব, এসেছে মনেতে এক চিন্তা অভিনব ॥
„ ৬ বালীর বিমল যশ তোমাতে প্রচার, তাই অহঙ্কারী তোমা না বধি এবার।
কহ ত রাবণ কত রাবণ সংসারে, শুনেছি যা কর্ণে মোর কহিব বিস্তারে ॥
„ ৭ বলিরে জিনিতে এক গেছিল পাতালে, রেখেছিল বাঁধি তারে শিশু অশ্বশালে।
বালকেরা খেলা ছলে মারে তারে লাথি, দয়া করি বলি তারে দিল অব্যাহতি ॥
„ ৮ সহস্র বাহুর দৃষ্টি পড়ে এক পরে, ধাইয়া তাহার প্রতি জন্তু সম ধরে।
কৌতুকে তাহারে আনি গৃহ মাঝে রাখে, আসিয়া পুলস্ত্যঋষি ছাড়ালেন তাকে ॥
দো ৩৪ একের কহিতে কথা শরম যদ্যপি, বালী যারে বাহুমূলে রেখেছিল চাপি।
এর মাঝে কোন জন তুমি সে রাবণ, সত্য কহ করি তব ক্রোধ নিবারণ ॥

চৌ ১ সুনু সঠ সোই রাবন বলসীলা, হরগিরি জান জাসু ভুজলীলা।
জান উমাপতি জাসু সুরাঈ, পুজেউঁ জেহি সির সুমন চঢ়াঈ॥
" ২ সিরসরোজ নিজ করন্হি উতারী, অমিতবার পূজেউঁ ত্রিপুরারী।
ভুজবিক্রম জানহিঁ দিগপালা, সঠ অজহুঁ জিন্হ কে উর সালা॥
" ৩ জানহিঁ দিগ্‌গজ উর কঠিনাঈ, জব জব ভিরেউঁ জাই বরিআঈ।
জিন্হ কে দসন করালন ফুটে, উর লাগত মুলক ইব টূটে॥
" ৪ জাসু চলত ডোলত ইমি ধরনী, চঢ়ত মত্তগজ জিমি লঘুতরনী।
সোই রাবন জগবিদিত প্রতাপী, সুনোহ ন শ্রবন অলীক প্রলাপী॥
দো ৩৫ তেহি রাবন কহুঁ লঘু কহসি নর কর করসি বখান।
রে কপি বর্বর খর্ব খল অব জানা তব জ্ঞান॥
চৌ ১ সুনি অঙ্গদ সকোপ কহ বানী, বোলু সঁভারি অধম অভিমানী।
সহস বাহু ভুঞ্জ গহন অপারা, দহন অনলসম আসু কুঠারা॥
" ২ জাসু পরসু সাগর খর ধারা, বুড়ে নৃপ অগনিত বহু বারা।
তাসু গর্ব জেহি দেখত ভাগা, সো নর কোঁ্যা দসসীস অভাগা॥
" ৩ রামু মনুজ কস রে সঠ বঙ্গা, ধন্বী কামু নদী পুনি গঙ্গা।
পসু সুরধেনু কলপতরু রূখা, অন্ন দান অরু রস পীযূখা॥
" ৪ বৈনতেয় খগ অহি সহসানন, চিন্তামনি পুনি উপল দসানন।
সুনু মতিমন্দ লোক বৈকুণ্ঠা, লাভু কি রঘুপতি ভগতি অকুণ্ঠা॥
দো ৩৬ সেনসহিত তব মান মথি বন উজারি পুর জারি।
কস রে সঠ হনুমান কপি গয়উ জো তব সুত মারি॥
চৌ ১ সুনু রাবন পরিহরি চতুরাঈ, ভজসি ন কৃপাসিন্ধু রঘুরাঈ।
জৌ খল ভয়েসি রাম কর দ্রোহী, ব্রহ্ম রুদ্র সক রাখি ন তোহী॥
" ২ মূঢ় মৃষা জনি মারসি গালা, রামবৈর কোইহি অস হালা।
তব সিরনিকর কপিন্হ কে আগে, পরিহহিঁ ধরনি রামসর লাগে॥
" ৩ তে তব সির কন্দুক ইব নানা, খেলিহহিঁ ভালু কীস চৌগানা।
জবহিঁ সমর কোপিহিঁ রঘুনায়ক, ছুটিহহিঁ অতি করাল বহু সায়ক॥
" ৪ তব কি চলিহি অস গালি তুম্হারা, অস বিচারি ভজ রাম উদারা।
সুনত বচন রাবনু পরজরা, জরত মহানল জনু ঘৃত পরা॥
দো ৩৭ কুম্ভকরন অস বন্ধু মম সুত প্রসিদ্ধ সক্রারি।
মোর পরাক্রম নহিঁ সুনেহি জিতেউঁ চরাচর ঝারি॥
চৌ ১ সঠ সাখামৃগ জোরি সবাঈ, বাঁধা সিন্ধু ইহই প্রভুতাঈ।
নাঘহিঁ খগ অনেক বারীসা, সুর ন হোহিঁ কে সুনু জড় কীসা॥

চৌ ১ শোন শঠ সেই আমি রাবণ দুর্বার, কৈলাশ পর্বত হয় হস্ত লীলা যার।
উমাপতি জানে যার বীরত্ব অপার, পূজেছিনু শির অর্ঘে পাদ পদ্ম যাঁর॥
„ ২ শির পদ্ম নিজ হস্তে করি উৎপাটন, পূজা করি বারবার বৃষভ বাহন।
বাহুর বিক্রম সব দিক্‌পাল জানে, রে শঠ আজিও তার হৃদে বাজ হানে॥
„ ৩ মোর বক্ষ কঠিন তা দিগ্‌গজ জানে, যবে গেছি যুঝিবারে তাহাদের সনে।
করাল দশন মোর বক্ষে নাহি ফোটে, বক্ষে লাগামাত্র তাহা মূলা সম টুটে॥
„ ৪ যাহার চরণ ভারে কম্পিত মেদিনী, মত্তগজ পদ ভারে যেন সে তরণী।
দুর্ধর্ষ রাবণ আমি জগতে বিদিত, অলীক প্রলাপী তোর নহে অবহিত॥
দো ৩৫ সেই দশাননে তুই করিস্ অসার, মনুষ্য চরিত্র যত বাখানি বিস্তার।
রে কপি বর্বর মূর্খ খর্ব দেহ অতি, না জানিলে জেনে রাখ কে সে' লঙ্কাপতি॥
চৌ ১ শুনিয়া অঙ্গদ ক্রোধে কহে এই বাণী, সাবধানে কহ কথা নীচ অভিমানী।
সহস্র বাহুর সেই অভেদ্য ভূজেরে, দগ্ধ করে অগ্নি সম যাহার কুঠারে॥
„ ২ সাগরের ধারা যাঁর কুঠারের ধার, বহু নৃপ নিমজ্জিত তাতে বহুবার।
তাঁহার সকল গর্ব চূর্ণ করে যেই, হতভাগ্য দশানন মনুষ্য কি সেই॥
„ ৩ শ্রীরাম মনুষ্য কি সে কি পূর্ণ অজ্ঞতা, মনসিজ ধনুধারী, গঙ্গা নদী যথা।
সুর ধেনু পশু যথা, অন্ন দান সে ও, কল্পবৃক্ষ তরু যথা অমৃত পানীয়॥
„ ৪ বৈনতেয় পক্ষী, সর্প সহস্র আনন, স্পর্শ-মণি শৈলখণ্ড হয় কি রাবণ।
বৈকুণ্ঠ কি মূঢ় শুধু লোক উক্ত হয়, রাম ভক্তি সাধারণ ভক্তি কভু নয়॥
দো ৩৬ সসৈন্যে তোমার দর্প চূর্ণি দশানন, জ্বালাইয়া পুরী আর উজারি' কানন।
তব সুতে বধ করে মূঢ় ভাব মনে, সামান্য মর্কট বলি সেই হনুমানে॥
চৌ ১ শুনহ রাবণ এবে পরিহরি' ছল, ভজ কৃপাসিন্ধু রাম চরণ কমল।
রামদ্রোহী হলে পরে ওরে খল ওরে, ব্রহ্মা রুদ্র পারিবেনা বাঁচাতে তোমারে॥
„ ২ ওরে মূর্খ বৃথা দর্প করিও না আর, রাম বৈরী হলে পরে নিশ্চিত তোমার।
দশ মুণ্ড কাটা যাবে তীক্ষ্ণ রাম শরে, গড়াইবে কপি মাঝে ভূমির উপরে॥
„ ৩ সেই শিরগুলি ল'য়ে ঋক্ষ কপিগণ, খেলিবে কন্দুক সম আহ্লাদিত মন।
যখন সমরে ক্রুদ্ধ হন রঘুনাথ, ছুটিবে করাল বহু বাণ সাথে সাথ॥
„ ৪ তখনো কি দম্ভ ভরা বাক্য তব রবে, ইহাই বিচারি' ভজ দয়াল রাঘবে।
অঙ্গদের বাক্যে জ্বলি' উঠিল রাবণ, হুতাশনে ঘৃত যেন হইল অর্পন॥
দো ৩৭ কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা মোর দুর্ধর্ষ সমরে, পুত্র মোর ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রে জয় করে।
মোর পরাক্রম তুই শুনিস নি কানে, জিনিয়াছি চরাচর এ তিন ভুবনে॥
চৌ ১ জড় করি শাখা মৃগ তাহাদেরি দিয়া, সমুদ্র বন্ধন করে মহত্ব কি ইহ।
সমুদ্র লঙ্ঘন মূর্খ বহু পক্ষী করে, তাহাকে বীরত্ব কিছু নাহিক প্রচারে॥

চৌ ২ মম ভুজ সাগর বল জল পুরা, জহঁ বুড়ে বহু সুর নর সূরা।
বীস পয়োধি অগাধ অপারা, কো অস বীর জো পাইহি পারা ॥
,, ৩ দিগপালন্‌হ মৈঁ নীর ভরাৰা, ভূপ সুজসু খল মোহি সুনাৰা।
জৌঁ পৈ সমরসুভট তব নাথা, পুনি পুনি কহসি জাসু গুনগাথা ॥
,, ৪ তৌ বসীঠ পঠৱত কেহি কাজা, রিপু সন প্রীতি করত নহিঁ লাজা।
হরগিরি মথন নিরখু মম বাহু, পুনি সঠ কপি নিজ প্রভুহি সরাহূ ॥
দো ৩৮ সূর কবন রাবন সরিস স্বকর কাটি জেহি সীস।
হুনে অনল মহঁ বার বহু হরষি সাখি গৌরীস ॥
চৌ ১ জরত বিলোকেউঁ জবহিঁ কপালা, বিধি কে লিখে অঙ্ক নিজ ভালা।
নর কে কর আপন বধ বাঁচী, হঁসেউঁ জানি বিধিগিরা অসাঁচী ॥
,, ২ সোউ মন সমঝি ত্রাস নহিঁ মোরে, লিখা বিরঞ্চি জরঠমতি ভোরে।
আন বীরবল সঠ মম আগে, পুনি পুনি কহসি লাজ পরিত্যাগে ॥
,, ৩ কহ অঙ্গদ সলজ্জ জগ মাহীঁ, রাবন তোহি সমান কোউ নাহীঁ।
লাজবন্ত তব সহজ সুভাউ, নিজ মুখ নিজ গুন কহসি ন কাউ ॥
,, ৪ সির অরু সৈল কথা চিত রহী, তা তেঁ বার বীস তৈঁ কহী।
সো ভুজবল রাখেহু উর ঘালী, জীতেহু সহসবাহু বলি বালী ॥
,, ৫ সুনু মতিমন্দ দেহি অব পূরা, কাটে সীস কি হোইয় সূরা।
বাজীগর কহঁ কহিয় ন বীরা, কাটই নিজ কর সকল সরীরা ॥
দো ৩৯ জরহিঁ পতঙ্গ বিমোহবস ভার বহহিঁ খরবৃন্দ।
তে নহিঁ সূর কহাবহিঁ সমুঝি দেখু মতিমন্দ ॥
চৌ ১ অব জনি বত বঢ়াব খল করহী, সুনু মম বচন মান পরিহরহী।
দসমুখ মৈঁ ন বসীঠী আয়উঁ, অস বিচারি রঘুবীর পঠায়েউ ॥
,, ২ বার বার অসি কহই কৃপালা, নহিঁ গজারি জস বধে সৃগালা।
মন মহঁ সমুঝি বচন প্রভু কেরে, সহেউঁ কঠোরবচন সঠ তেরে ॥
,, ৩ নাহিঁ ত করি মুখভঞ্জন তোরা, লেই জাতেউঁ সীতহিঁ বর জোরা।
জানেউঁ তব বলু অধম সুরারী, সূনে হরি আনেসি পরনারী ॥
,, ৪ তৈঁ নিসিচর পতি গর্ববহূতা, মৈঁ রঘুপতি সেৰক কর দূতা।
জোঁ ন রাম অপমানহিঁ ডরউঁ, তোহি দেখত অস কৌতুক করউঁ ॥
দো ৪০ তোহি পটকি মহি সেন হতি চৌপট করি তব গাউঁ।
মন্দোদরী সমেত সঠ জনকসুতহি লেই জাউঁ ॥
চৌ ১ জৌ অস করউ তদপি ন বড়াঈ, মুয়েহি বধে কছু নহিঁ মনুসাঈ।
কৌল কামবস কৃপিন বিমূঢ়া, অতি দরিদ্র অজসী অতি বূঢ়া ॥

চৌ ২ মম ভুজ-বল-সিন্ধু পরিপূর্ণ জলে, বহু সুর বীর নর ডুবেছে সকলে।
বিংশ মহাসিন্ধু এই অগাধ অপার, কোন মহাযোদ্ধা আছে যে হইবে পার ॥

„ ৩ দিকপাল গণ এতে নিত্য নীর ভরে, কোন ভূপ যশ খল চাস শোনাবারে।
পুনঃ পুনঃ গুণ গান করিস যাহার, তোর সেই প্রভু যদি সমরে দুর্বার ॥

„ ৪ কি হেতু পাঠায় দূত তার কোন কাজে, রিপু সনে প্রীতি হেতু নাহি মরে লাজে।
কৈলাস শিখর ধারী দেখি বাহু মোর, শঠ কপি এখনো কি প্রভু স্তুতি তোর ॥

দো ৩৮ রাবণের সম বীর আছে কোন আর, নিজ হস্তে মুণ্ডচ্ছেদ করি বারবার।
প্রসন্ন চিত্তেতে দিই আহুতি অগ্নিরে, সাক্ষী তার মহাদেব রাখেন নিজেরে ॥

চৌ ১ জ্বলিতে দেখিয়া শির দেখিনু ললাটে, বিধি লিপি লেখা যাহা বুঝেছিনু পাঠে।
নর হস্তে মৃত্যু মোর হেসেছিনু জানি, পরম অসত্য এই বিধাতার বাণী ॥

„ ২ বিচারি মনেতে ইহা ত্রাস কিছু নাই, বার্দ্ধক্যে বিধাতা লেখে বুদ্ধি লোপ তাই।
ধন্য কোন বীর আছে শঠ মোর চেয়ে আজ, কহিস্ যে বারেবারে ছাড়ি ভয় লাজ ॥

„ ৩ কহিল অঙ্গদ এই জগতের মাঝে, তব সম লজ্জাশীল কেহ না বিরাজে।
স্বভাব লজ্জায় শির নীচু করি চল, নিজ মুখে নিজ গুণ কভু নাহি বল ॥

„ ৪ কৈলাস শিখর কথা শির যজ্ঞ আর, গর্ব করি কহিয়াছ মোরে বহুবার।
আছে মনে বাহু বলে জিতেছিলে যাতে, সহস্র বাহুর আর বলি বালী সাথে ॥

„ ৫ শোন মতিচ্ছন্ন এবে পূর্ণচ্ছেদ কর, কাটিলে মস্তক কেহ নহে বীর বর।
বীর নাহি কহে কেহ ঐন্দ্রজালিকেরে, সমস্ত শরীর সে ত পারে কাটিবারে ॥

দো ৩৯ পতঙ্গ অগ্নির মাঝে পড়ে মোহবশে, গর্দভ বহে ত ভার অতি অনায়াসে।
মহাবীর কেহ নাহি কহে এ দুজনে, ভেবে দেখো মন্দ মতি আপনার মনে ॥

চৌ ১ রে খল এখন তব বাক্য বন্ধ কর, আমার বচন শুনি মান পরিহর।
দৌত্য কর্ম্মে দশানন আসিনি এবার, শ্রীরাম পাঠান মোরে এ তাঁর বিচার ॥

„ ২ বারবার বলেছেন আমারে কৃপাল, সিংহের হয় না যশ বধিলে শৃগাল।
মনে রাখি প্রভু বাক্য রে শঠ তোমার, সহেছি কঠোর যত বাক্য বারংবার ॥

„ ৩ নহে ত করিয়া চূর্ণ আনন তোমার, যেতাম সীতারে ল'য়ে বিক্রমে আমার।
সুরারি শঠের তেজ জানা আছে মোর, একেলা পাইয়া হরে পরনারী চোর ॥

„ ৪ হে রাক্ষসরাজ তব অতি অহঙ্কার, আমি দূত রামদাস সুগ্রীব রাজার।
রাম অপমানে ভীতি না রহিলে মোর, তোমারে কৌতুক কিছু দেখাতাম ঘোর ॥

দো ৪০ তোমারে আছাড়ি ভূমে সব সৈন্য হানি, সমতল করি দিয়া তব রাজ্য খানি।
মন্দোদরী দেবী সাথে জনক সুতারে, লইয়া যেতাম খল রামের দুয়ারে।

চৌ ১ ইহাও করিলে পরে প্রশংসা না চাই, মৃতের বধিলে কিছু বাহাদুরী নাই।
মদোন্মত্ত মূর্খ আর কামুক কৃপণ, অতীব দরিদ্র বৃদ্ধ কলঙ্কী যে জন ॥

চৌ ২ সদা রোগবস সন্ততক্রোধী, বিষ্ণুবিমুখ শ্রুতি সন্ত বিরোধী।
তনুপোষক নিন্দক অঘধানী, জীবত সবসম চৌদহ প্রানী॥
" ৩ অস বিচারি খল বধউ ন তোহী, অব জনি রিস উপজাবসি মোহী।
সুনি সকোপ কহ নিসিচর নাথা, অধর দসন দস মীঁজত হাথা॥
" ৪ রে কপি অধম মরন অব চহসী, ছোটে বদন বাত বড়ি কহসী।
কটু জল্পসি জড় কপি বল জা কে, বল প্রতাপ বুদ্ধি তেজ ন তা কে॥
দো ৪১ অগুন অমান বিচারি তেহি দীন্হ সিতা বনবাস।
সো দুখ অরু জুবতীবিরহ পুনি অনুদিন মম ত্রাস॥
" ৪২ জিন্হ কে বল কর গর্ব তোহি ঐসে মনুজ অনেক।
খাহিঁ নিসাচর দিবসনিসি মূঢ় সমুঝু তজি টেক॥
চৌ ১ জব তেহি কীন্হ রাম কই নিন্দা, ক্রোধবন্ত অতি ভয়উ কপিন্দা।
হরি হর নিন্দা সুনই জো কানা, হোই পাপ গোঘাত সমানা॥
" ২ কটকটান কপিকুঞ্জর ভারী, দুহুঁ ভুজদণ্ড তমকি যহি মারী।
ডোলত ধরনি সভাসদ খসে, চলে ভাগি ভয় মারুত গ্রসে॥
" ৩ গিরত সংভারি উঠা জসকন্ধর, ভুতল পরে মুকুট অতি সুন্দর।
কছু তেহি সেই নিজ সিরন্হি বঁবারে, কছু অঙ্গদ প্রভুপাস পবারে॥
" ৪ আবত মুকুট দেখি কপি ভাগে, দিনহীঁ লুক পরম বিধি লাগে।
কী রাবন করি কোপু চলায়ে, কুলিস চারি আবত অতিধারে॥
" ৫ প্রভু কহ হঁসি জনি হৃদয় তেরাহূ, লুক ন অসনি কেতু নহিঁ রাহূ।
এ কিরীট দসকন্ধর কেরে, আবত বালিতনয় কে প্রেরে॥
দো ৪৩ কুদি গহে কর পবনসুত আনি ধরে প্রভু পাস।
কৌতুক দেখহিঁ ভালু কপি দিনকর সরিস প্রকাস॥
চৌ ১ উহাঁ কহত দশকন্ধ রিসাঈ, ধরি মারহু কপি ভাগ ন জাঈ।
এহি বিধি বেগি সুভট সব ধাবহু, খাহু ভালু কপি জহঁ তহঁ পাবহু॥
" ২ মরকটহীন করহু মহি জাঈ, জিঅত ধরহু তাপস দো ভাঈ।
পুনি সকোপ বোলেউ জুবরাজা, গাল বজাবত তোহি ন লাজা॥
" ৩ মরু পর কাটি নিলজ কুলঘাতী, বল বিলোকি বিহরতি নহিঁ ছাতী।
রে ত্রিয়চোর কুমারগ গামী, খল মলরাসি মন্দমতি কামী॥
" ৪ সন্নিপাতি জল্পসি দুর্বাদা, ভয়েসি কালবস খল মনুজাদা।
যা কো ফলু পাবহুগে আঁগে, বানর ভালু চপেটন্হি লাগে॥
" ৫ রামু মনুজ বোলত অসি বানী, গিরহিঁ ন তব রসনা অভিমানী।
গিরিহহিঁ রসনা সংশয় নাহীঁ, সিরন্হি সমেত সমরমহি মাহীঁ॥

চৌ ২ সদা রুগ্ন সদা ক্রুদ্ধ রাম বিমুখতা, শ্রুতি ও সাধুর যেবা করে বিরোধিতা।
নিন্দুক শরীর তুষ্টি পাপময় খনি, জীবিতাবস্থায় মৃত এই চৌদ্দ প্রাণী ॥
„ ৩ ইহাই বিচারি মনে না বধি তোমারে, করিওনা উত্তেজিত ক্রোধেতে আমারে।
শুনি হস্তে হস্ত ঘষি নিশাচর পতি, অধর দংশন করি কহে ক্রোধে অতি ॥
„ ৪ ওরে নীচ কপি তুই চাহিস মরণ, ছোট মুখে বড় বড় এত আস্ফালন।
কটুবাক্য কোস্ তুই বলেতে যাহার, নাহি তেজ বল বুদ্ধি প্রতাপ তাহার ॥
দো ৪১ গুণহীন মানহীন জানি পিতা তার, বনবাসে পাঠায়েছে করি সুবিচার।
সেই দুঃখে সাথে স্ত্রীর বিরহ সন্তাপে, জর্জরিত নিশিদিন মোর ভয়ে কাঁপে।
„ ৪২ যার প্রতাপেতে মূঢ় এত গর্ব মনে, সেরূপ অজস্র নরে নিশাচরগণে।
উদর পূরণ করে নিত্য দিবানিশি, বিবেচনা নাহি ত্যজি' ভাব বসি বসি ॥
চৌ ১ যখন রাবণ করে নিন্দা শ্রীরামের, অতি ক্রোধান্বিত হল চিত্ত অঙ্গদের।
হরিহর নিন্দা যেবা শ্রবণেতে শোনে, গো হত্যা সমান পাপ হয় তার মনে ॥
„ ২ ভীষণ চিৎকার করি কপীন্দ্র তখনি, দুই ভুজ দণ্ড দ্বারা আঘাতে মেদিনী।
টলিল ধরণী পড়ে সভাসদ গণ, ভয়রূপ বায়ুগ্রস্ত করে পলায়ন ॥
„ ৩ রাবণ সামালি ওঠে পড়িতে পড়িতে, দশটি মুকুট তার পড়িল ভূমিতে।
কিছু তুলি নিজ শিরে রাখে সাবধানে, কতেক অঙ্গদ ল'য়ে ফেলে প্রভুপানে ॥
„ ৪ দেখি সে মুকুট গতি কপিগণ ডরে, দিনেতে উল্কার বৃষ্টি বুঝি বিধি করে।
অথবা রাবণ ক্রোধে চালায়েছে তার, কঠোর কুলিশ বেগে আসে এইধার ॥
„ ৫ হাসিয়া কহেন প্রভু নাহি ভয় হেতু, বজ্র উল্কা নহে ইহা নহে রাহু কেতু।
এ রাজ কিরীট ছিল দশানন শিরে, বালীর তনয় ইহা অর্পিয়াছে মোরে ॥
দো ৪৩ লম্ফ দিয়া হনুমান ধরিল আকাশে, মুকুট আনিয়া রাখে শ্রীরামের পাশে।
কৌতুক দেখিতে যত ঋক্ষ কপি আসে, দিবাকর সম দ্যুতি মুকুটে প্রকাশে ॥
চৌ ১ ওদিকেতে দশানন ক্রোধে অন্ধপ্রায়, কহে মারো এ কপিরে যেন না পালায়।
এ প্রকারে যাও দ্রুত যোদ্ধা চারিদিকে, যেথা পাবে কপি ভালু খাইবে তাহাকে ॥
„ ২ পৃথিবী মর্কটহীন করিবে ত্বরায়, জীবিত আনিবে ধরি তপস্বী দুভায়।
কহিল সক্রোধে তবে কপি যুবরাজ, গালবাদ্য করি তোর নাহি হয় লাজ ॥
„ ৩ লজ্জাহীন কুলাঙ্গার মর গলা ফেটে, মোর বীর্য দেখি তোর হৃদি নাহি টুটে।
পরস্ত্রী তস্কর তুই রে কুমার্গ-গামী, মলিন চিত্তের খল হীনমতি কামী ॥
„ ৪ হয়েছে কি সান্নিপাত বকিস প্রলাপ, নরখাদী কালবশে নাহি অপলাপ।
পাবে ফল ঋক্ষ কপি যবে ভবিষ্যতে, করিবে চপেটাঘাত তোর এ গণ্ডেতে ॥
„ ৫ শ্রীরাম মনুষ্য যবে কহিস এ বাণী, খসিয়া পড়েনা জিহ্বা তোর অভিমানী।
খসিবে অবশ্য জিহ্বা নাহিক সংশয়, মস্তক সমেত রণে ভূমির শয্যায় ॥

সো ৬ সো নর ক্যোঁ দসকন্ধ বালি বধেউ জেহি এক সর।
বীসহু লোচন অন্ধ ধিগ তব জনম কুজাতি জড় ॥
" ৭ তব সোনিত কী প্যাস তৃষিত রাম সায়ক নিকর।
ভজউঁ তোহি তেহি ত্রাস কটুজল্পক নিসিচর অধম ॥
চৌ ১ মৈঁ তব দসন তোরিবে লায়ক, আয়সু মোহি ন দীন্হ রঘুনায়ক।
অস রিসি হোতি দসউ মুখ তোরউঁ, লঙ্কা গহি সমুদ্র মহঁ বোরউঁ ॥
" ২ গূলর ফল সমান ভব লঙ্কা, বসহু মধ্য তুম্হ জন্তু অসঙ্কা।
মৈঁ বানর ফল খাত ন বারা, আয়সু দীন্হ ন রাম উদারা ॥
" ৩ জুগুতি সুনত রাবন মুসুকাঈ, মূঢ় সীখি কহঁ বহুত ঝুঁঠাঈ।
বালি ন কবহু গাল অস মারা, মিলি তপসিন্হ তৈঁ ভয়সি সবারা ॥
" ৪ সাঁচেহু মৈঁ লবার ভুজবীহা, জৌঁ ন উপারউঁ তব দস জীহা।
রামপ্রতাপ সমুঝি কপি কোপা, সভা মাঁঝ পন করি পদ রোপা ॥
" ৫ জৌঁ মম চরন সকসি সঠ টারী, ফিরহিঁ রাম সীতা মৈঁ হারী।
সুনহু সুভট সব কহ দসসীসা, গদ গহি ধরনি পছারহু কীসা ॥
" ৬ ইন্দ্রজীত আদিক বলবানা, হরষি উঠে জহঁ তহঁ ভট নানা।
ঝপটহিঁ করি বল বিপুল উপাঈ, পদ ন টরই বৈঠহিঁ সিরু নাঈ ॥
" ৭ পুনি উঠি ঝপটহিঁ সুরআরাতী, টরই ন কীসচরন এহি ভাঁতী।
পুরুষ কুজোগী জিমি উরগারী, মোহবিটপ নহিঁ সবহিঁ উপারী ॥
দো ৪৪ ভূমি ন ছাড়ত কপিচরন দেখত রিপুমদ ভাগ।
কোটিবিঘ্ন তেঁ সন্ত কর মন জিমি নীতি ন ত্যাগ ॥
চৌ ১ কপিবলু দেখি সকল হিয় হারে, উঠা আপু কপিকে পরচারে।
গহত চরন কহ বালিকুমারা, মম পদ গহে ন তোর উবারা ॥
" ২ গহসি ন রামচরন সঠ জাঈ, সুনত ফিরা মন অতি সকুচাঈ।
ভয়উ তেজহত শ্রী সব গঈ, মধ্যদিবস জিমি সসি সোহঈ ॥
" ৩ সিংহাসন বৈঠেউ সির নাঈ, মানহুঁ সম্পতি সকল গবাঁঈ।
জগদাতমা প্রানপতি রামা, তাসু বিমুখ কিমি লহ বিস্রামা ॥
" ৪ উমা রাম কী ভৃকুটি বিলাসা, হোই বিস্ব পুনি পাবই নাসা।
তৃন তেঁ কুলিস কুলিস তৃন করঈ, তাসু দূতপন কহু কিমি টরঈ ॥
" ৫ পুনি কপি কহী নীতি বিধি নানা, মান ন তাসু কাল নিয়রানা।
রিপুমদ মথি প্রভু সুজস সুনায়ো, যহ কহি চলেউ বালি নৃপ জায়ো ॥
" ৬ হতউঁ ন খেত খেলাই খেলাঈ, তোহি অবহিঁ কা করউঁ বড়াঈ।
প্রথমহিঁ তাসু তনয় কপি মারা, সো সুনি রাবন ভয়উ দুখারা ॥

সো ৬ কহিস মনুষ্য যাঁরে ওরে দশানন, বালীর পরাণ তিনি এক শরে লন।
বিংশতি লোচন ল'য়ে অন্ধ চক্ষু তোর, হীন জন্মা ধিক্ জন্মে ওরে মূর্খ ঘোর ॥
" ৭ রে নীচ রাক্ষস তোর রক্ত পিপাসায়, তৃষিত রামের শর সমুদ্যত রয়।
সে আশাতে আমি তোরে নাহি বধি এবে, তবু কটু বাক্য তুই কহিস গরবে ॥
চৌ ১ তোর দন্ত চূর্ণ করা শক্তি রাখি আমি, কিন্তু আজ্ঞা নাহি দেন রঘুনাথ স্বামী।
হতেছে এমন ক্রোধ দশমুণ্ড তোর, চূর্ণ করি ফেলি লঙ্কা সমুদ্র ভিতর ॥
" ২ ডুমুর সমান লঙ্কা আছিস মধ্যেতে, ডুমুরের কীটসম নিশঙ্ক চিত্তেতে।
ফলেতে অরুচি নাহি জাতিতে বাঁদর, উদার রামের আজ্ঞা নাহি ভাগ্যে মোর ॥
" ৩ যুক্তি শুনি হাস্য করি কহে দশানন, কোথা শিখেছিস মূর্খ এ মিথ্যা ভাষণ।
বালী ত করেনি কভু আস্ফালন এত, তপস্বীর কাছে শেখা কপটতা যত ॥
" ৪ বিংশ-হস্তী সত্য মোরে অপদার্থ মানি, তোর দশ জিহ্বা আমি এখনো ছিঁড়িনি।
রামের প্রতাপ স্মরি' অতি ক্রোধে কপি, ভূমি পরে পদ রাখে দৃঢ়ভাবে চাপি' ॥
" ৫ মোর পদ কেহ যদি নড়াইতে পারে, যাবেন শ্রীরাম ফিরে হারিব সীতারে।
শুনহ সুযোদ্ধা কহে রাবণ ক্রোধেতে, পা ধরি আছাড় দাও কপিরে ভূমিতে ॥
" ৬ ইন্দ্রজিৎ আদি যত ছিল বীরবর, হেথা সেথা ওঠে যোদ্ধা হর্ষিত অন্তর।
বিপুল বিক্রমে পদ টানাটানি করে, না পারে টলাতে বসে লজ্জিত অন্তরে ॥
" ৭ দেবারি উঠিয়া সবে টানে পদ ধরি, কপির চরণ রহে ভূমিতে না নড়ি'।
গরুড়, কুযোগী কভু না পারে টলাতে, অজ্ঞান বিটপী যথা তার মন হতে ॥
দো ৪৪ হলেও সহস্র বাধা বিঘ্ন অগণন, নীতি ত্যাগ না করেন সাধুরা যেমন।
অঙ্গদ চরণ দৃঢ় ভূমিতে অটল, দেখি চূর্ণ অহঙ্কার রাক্ষসের দল ॥
চৌ ১ কপি বল দেখি সবে মরমে মরিল, কপিরে পরীক্ষা লাগি রাবণ উঠিল।
চরণ ধরিলে কহে বালির কুমার, আমার চরণ ধরে পাবেনা উদ্ধার ॥
" ২ ধরিস না কেন মূঢ় রামের চরণে, শুনিয়া রাবণ ফেরে সঙ্কুচিত মনে।
দ্বিপ্রহরে শশধর হতশ্রী যেমনি, হতশ্রী নিস্তেজ হ'ল রাবণ তেমনি ॥
" ৩ সিংহাসনে বসে গিয়া মাথা নীচু করি, সর্বস্বান্ত হ'য়ে যেন পথের ভিখারী।
ভক্তের বৎসল রাম জগত আধার, তাঁহারি শত্রুতা করি সুখ হয় কার ॥
চৌ ৪ হে উমা রামের এক ভ্রূকুটি বিলাসে, বিশ্ব সৃষ্টি হ'য়ে পুনঃ প্রলয়ে বিনাশে।
তৃণ বজ্র হ'য়ে ওঠে বজ্র তৃণ হয়, তাঁহারি দূতের পণ মিথ্যা কভু নয় ॥
" ৫ পুনঃ কপি কহে তারে নীতি কথা কত, না শোনে রাবণ কিছু কাল সমাগত।
শুনায়ে প্রভুর যশ চূর্ণি অহঙ্কার, ফিরি চলে হৃষ্ট মনে বালীর কুমার ॥
" ৬ মুখেতে বড়াই আর কি করিবে এবে, রণক্ষেত্রে খেলাচ্ছলে মারিবেই সবে।
প্রথমেই মারে কপি রাবণ তনয়, শুনিয়া রাবণ চিত্তে অতি দুঃখ হয় ॥

চৌ ৭ জাতুধান অঙ্গদপন দেখী, ভয় ব্যাকুল সব ভয়ে বিসেখী ॥

দো ৪৫ রিপুবল ধরষি হরষি কপি বালিতনয় বলপুঞ্জ।
পুলক সরীর নয়নজল গহে রাম পদ কঞ্জ ॥

„ ৪৬ সাঝ জানি দসমৌলি তব ভবন গয়উ বিলখাই।
মন্দোদরী নিসাচরহি বহুরি কহা সমুঝাই ॥

চৌ ১ কন্ত সমুঝি মন তজহু কুমতিহী, সোহ ন সমর তুম্হহিঁ রঘুপতিহী।
রামানুজ লঘুরেখ খ চাঈ, সোউ নহিঁ নাঁঘেহু অসি মনুসাঈ ॥

„ ২ পিয় তুম্হ তাহি জিতব সংগ্রামা, জা কে দূত কের অস কামা।
কৌতুক সিন্ধু নাঁঘি তব লঙ্কা, আয়উ কপিকেহরী অসঙ্কা ॥

„ ৩ রখবারে হতি বিপিন উজারা, দেখত তোহি অচ্ছ তেহি মারা।
জারি নগর সবু কীন্হেসি ছারা, কহাঁ রহা বল গর্ব তুম্হারা ॥

„ ৪ অব পতি মৃষা গাল জনি মারহু, মোর কহা কছু হৃদয় বিচারহু।
পতি রঘুপতিহি নৃপতি জনি মানহু, অগ জগনাথ অতুল বল জানহু ॥

„ ৫ বানপ্রতাপ জান মারীচা, তাসু কহা নহিঁ মানেহু নীচা।
জনকসভা অগণিত মহিপালা, রহে তুম্হহুঁ বল রিপুল বিসালা ॥

„ ৬ ভঞ্জি ধনুষ জানকী বিআহী, তব সংগ্রাম জিতেহু কিন তাহী।
সুরপতি সুত জানই বল থোরা, রাখা জিয়ত আঁখি গহি ফোরা ॥

„ ৭ সূপনখা কৈ গতি তুম্হ দেখী, তদপি হৃদয় নহিঁ লাজ বিসেখী ॥

দো ৪৭ বধি বিরাধ খরদূখনহিঁ লীলা হতেউ কবন্ধ।
বালি এক সর মারেউ তেহি নর কহ দস কন্ধ ॥

চৌ ১ জেহি জল নাথ বঁধায়েউ হেলা, উতরে সেন সমেত সুবেলা।
কারুনীক দিনকর কুল কেতু, দূত পঠায়উ তব হিত হেতু ॥

„ ২ সভা মাঁঝ জেহি তব বল মথা, করিবরূথ মহঁ মৃগপতি জথা।
অঙ্গদ হনুমত অনুচর জা কে, রনবাঁকুরে বীর অতি বাঁকে ॥

„ ৩ তেহি কহুঁ পিয় পুনি পুনি নর কহহূ, সুধা মান মমতা মদ বহহূ।
অহহ কন্ত কৃত রাম বিরোধা, কালবিবস মন উপজ ন বোধা ॥

„ ৪ কালু দণ্ড গহি কাহু ন মারা, হরই ধর্ম বল বুদ্ধি বিচারা।
নিকট কাল জেহি আবই সাঈঁ, তেহি ভ্রম হোই তুম্হারিহি নাঈঁ ॥

দো ৪৮ দুই সুত মারেউ দহেহু পুর অজহুঁ পরতিয় দেহু।
কৃপাসিন্ধু রঘুবীর ভজি, নাথ বিমল জস লেহু ॥

চৌ ১ নারিবচন সুনি বিসিখসমানা, সভা গয়উ উঠি হোত বিহানা।
বৈঠ জাই সিংহাসন ফুলী, অতি অভিমান ত্রাস সব ভূলি ॥

" ৭ সকল রাক্ষস দেখি অঙ্গদের বল, ভীত ও দুঃখিত হয় হৃদয় বিকল।

দো ৪৫ বালীর তনয় সেই মহাবলধারী, ধষিয়া রিপুর বল আনন্দে শিহরি।
নেত্রে আনন্দাশ্রু তার পুলকিত মন, আসিয়া বন্দিল রাম কমল চরণ॥

দো ৪৬ সন্ধ্যা সমাগত জানি বিমর্ষ অন্তরে, অন্তঃপুরে প্রবেশিল রাবণ তৎপরে।
মন্দোদরী বহুভাবে বুঝায় তাহারে, এখন কর্তব্য কিবা কহে বারেবারে॥

চৌ ১ ত্যজহ কুবুদ্ধি প্রিয় করিয়া বিচার, রাম সনে যুদ্ধে তব নাহি অধিকার।
রামানুজ ধনু দিয়া দিয়েছিল দাগ, পারনি লঙ্ঘিতে তাহা কোথায় প্রতাপ॥

" ২ কি করি জিনিবে প্রিয় তাঁরে যাঁর দূত, করিল যে সব কর্ম শুনিতে অদ্ভুত।
খেলাচ্ছলে মহাসিন্ধু করিয়া লঙ্ঘন, কপিশ্রেষ্ঠ পশে লঙ্কা অশঙ্কিত মন॥

" ৩ ধ্বংসিল কানন সেই বধি রক্ষকেরে, চোখের সমুখে তব অক্ষসুতে মারে।
জ্বালায়ে সমগ্র লঙ্কা করে ছারখার, বলগর্ব ছিল কোথা তখন তোমার॥

" ৪ বৃথা গর্ব করিও না এখন হে স্বামি, বিবেচনা কর মনে যা কহিনু আমি।
হে পতি নৃপতি শুধু ভেবোনা শ্রীরাম, চরাচর পতি তিনি সর্বশক্তিমান॥

" ৫ বাণের প্রতাপ কত জানিত মারীচ, সে'ত কহেছিল তোমা হয়োনাক নীচ।
অগণিত নৃপ ছিল জনক সভায়, তুমিও ত ছিলে সেথা সদর্পে আশায়॥

" ৬ সীতারে বিবাহ করে ধনু চূর্ণ করি, জিতেছিলে যুদ্ধে তুমি সাথে কি তাহারি।
ইন্দ্রপুত্র রামবল কিছু জেনেছিল, এক চক্ষু করি তারে জীবন রাখিল॥

" ৭ দেখেছো ত গতি তুমি শূর্পনখার, তাতেও কি পূর্ণ লজ্জা হয়নি তোমার।

দো ৪৭ বিরাধ দুষণ খর যে করে নিহত, লীলাচ্ছলে করে যেই কবন্ধেরে হত।
এক শরে বালী প্রাণ যে করে হরণ, সামান্য মনুষ্য তাঁরে কহ দশানন॥

চৌ ১ সমুদ্র বন্ধন করে যে অতি হেলাতে, কপিদল সাথে আসে সুবেলা পর্বতে।
পরম কৃপালু সেই সূর্যবংশ কেতু, পাঠায়েছিল সে দূত তব হিত হেতু॥

" ২ সভামাঝে তব দর্প ক'রে খান খান, হস্তীদল মাঝে সিংহ যেন মূর্তমান।
রণক্ষেত্রে মহাবীর অতি বলধারী, বালীপুত্র, হনুমান সেবক যাহারি॥

" ৩ তাঁহারে সামান্য নর কহ বারেবারে, অমৃত মেনেছো প্রিয় স্বার্থে অহঙ্কারে।
রাম বিরোধিতা স্বামি করিতেছ হায়, কালবশে বুদ্ধি এবে ছেড়েছে তোমায়॥

" ৪ কাল কভু দণ্ডাঘাতে নাহি মারে কারে, বিচার বিবেক ধর্ম বুদ্ধি যত হরে।
কাল সন্নিকট হয় যবে কাছে কারো, বুদ্ধিভ্রষ্ট তব সম হইবে তাহারো॥

দো ৪৮ মরিয়াছে দুই পুত্র জ্বলেছে নগরী, এখনো ফিরায়ে দাও হৃত পরনারী।
কৃপাসিন্ধু রঘুনাথে করহ ভজন, তোমার বিমল যশ হইবে স্থাপন॥

চৌ ১ তীক্ষ্ণবাণ স্ত্রীর বাক্য শুনিয়া রাবণ, প্রভাতে উঠিয়া করে সভাতে গমন।
বলদর্পে স্ফীত হই সিংহাসনে বসে, অতি অহঙ্কার তার সর্ব ত্রাস নাশে॥

চৌ ২ ইহাঁ রাম অঙ্গদহি বোলাবা, আই চরন পঙ্কজ সির নাবা।
অতি আদর সমীপ বৈঠারী, বোলে বিহঁসি কৃপাল খরারী॥
„ ৩ বালিতনয় অতিকৌতুক মোহী, তাত সত্য কহু পুছউ তোহী।
রাবনু জাতুধান কুল টীকা, ভুজবল অতুল জাসু জগ লীকা॥
„ ৪ তাসু মুকুট তুম্হ চারি চলায়ে, কহহু তাত কবনী বিধি পায়ে।
সুনু সর্বজ্ঞ প্রনত সুখকারী, মুকুট ন হোহিঁ ভূপগুন চারী॥
„ ৫ সাম দান অরু দণ্ড বিভেদা, নৃপউর বসহিঁ নাথ কহ বেদা।
নীতিধর্ম কে চরন সুহায়ে অস জিয় জানি সাথ পহিঁ আয়ে॥
দো ৪৯ ধর্মহীন প্রভুপদ বিমুখ কালবিবস দসসীস।
তেহি পরিহরি গুন আএ সুনহু কোসলাধীস॥
„ ৫০ পরম চতুরতা শ্রবন সুনি বিহঁসে রামু উদার।
সমাচার পুনি সব কহে গঢ় কে বালিকুমার॥
চৌ ১ রিপু কে সমাচার জব পায়ে, রাম সচিব সব নিকট বোলায়ে।
লঙ্কা বাঁকে চারি দুআরা, কেহি বিধি লাগিয় করহু বিচারা॥
„ ২ তব কপীস রিচ্ছেস বিভীষন, সুমিরি হৃদয় দিন কর কুল ভূষন।
করি বিচার তিন্হ মন্ত্র দৃঢ়াবা, চারি অনী কপিকটকু বনাবা॥
„ ৩ জথাজোগ সেনাপতি কীন্হে, জুথপ সকল বোলি তব লীন্হে।
প্রভুপ্রতাপ কহি সব সমুঝায়ে, সুনি কপি সিংহনাদ করি ধায়ে॥
„ ৪ হরষিত রামচরন সির নাবহিঁ, গহি গিরিসিখর বীর সব ধাবহিঁ।
গর্জহিঁ তর্জহিঁ ভালু কপীসা, জয় রঘুবীর কোসলাধীসা॥
„ ৫ জানত পরমদুর্গ অতি লঙ্কা, প্রভুপ্রতাপ কপি চলে অসঙ্কা।
ঘটাটোপ করি চহুঁদিসি ঘেরী, মুখহিঁ নিসান বজাবহিঁ ভেরী॥
দো ৫১ জয়তি রাম জয় লছিমন জয় কপীস সুগ্রীবঁ।
গর্জহিঁ কে হরিনাদ কপি ভালু মহাবল সীবঁ॥
চৌ ১ লঙ্কা ভয়উ কোলাহল ভারী, সুনা দসানন অতি অহঙ্কারী।
দেখহু বনরন্হ কেরি ঢিঠাঈ, বিহঁসি নিসাচর সেন বোলাঈ॥
„ ২ আয়ে কীস কাল কে প্রেরে, ছুধাবন্ত সব নিসিচর মেরে।
অস কহি অট্টহাস সঠ কীন্হা, গৃহ বৈঠে অহার বিধি দীন্হা॥
„ ৩ সুভট সকল চারিহু দিসি, জাহূ, ধরি ধরি ভালু কীস সব খাহূ।
উমা রাবনহিঁ অস অভিমানা, জিমি টিট্টিভ খগ সূত উতানা॥

চৌ ২ এদিকে শ্রীরাম যবে ডাকেন অঙ্গদে, আসিয়া অঙ্গদ নমে শতদল পদে।
নিকটে বসান প্রভু অতি সমাদরে, পুছেন খরারি তারে স্মিত হাস্য করে ॥
„ ৩ হে বালী-কুমার মোর অতীব বিস্ময়, কহ বৎস সত্য করি এখন আমায়।
রাবণ রাক্ষসদের কুলের তিলক, অতুলন ভুজ বল জানে সর্বলোক ॥
„ ৪ চারিটি মুকুট তারি ছুঁড়িয়া ফেলিলে, কহ বৎস কি করিয়া তুমি তাহা পেলে।
ভক্ত সুখকারী প্রভু সর্বজ্ঞ শুনুন, চারিটি মুকুট নহে উহা নৃপগুণ॥
„ ৫ শম দম দণ্ড ভেদ এ চারি ভূষণ, বেদ কহে নৃপ হৃদে রহে অনুক্ষণ।
নীতি ও ধর্মের এই চারিটি চরণ, নিজে নিজে জানি লয় প্রভুর শরণ ॥
দো ৪৯ ধর্মহীন প্রভুপদ বিমুখতা পণ, কালবশ হল আজি তাই দশানন।
তাই ত তাহারে ত্যজি তার যত গুণ, কোশল অধীপ কাছে এসেছে শুনুন ॥
„ ৫০ পরম চতুর এই অঙ্গদ বচন, শুনিয়া হাসেন রাম হর্ষান্বিত মন।
অতঃপর লঙ্কা দুর্গে যা কিছু ঘটনা, ঘটেছিল কহে কপি করিয়া বর্ণনা ॥
চৌ ১ শত্রুর সংবাদ সব পাইলেন যবে, ডাকেন নিকটে রাম মন্ত্রিগণে সবে।
অতি সুরক্ষিত চারি লঙ্কার দুয়ার, কি প্রকারে অবরোধ করহ বিচার ॥
„ ২ সূর্যবংশ কুলমণি স্মরিয়া অন্তরে, বিভীষণ জাম্বুবান সুগ্রীব তৎপরে ।
মন্ত্রণা করিয়া দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, কপি সেনা চারি দলে বিভক্ত করায় ॥
„ ৩ যথাযোগ্য সেনাপতি করি নির্বাচন, উপদেশ দেয় সবে করিয়া বর্ণন।
রামের প্রতাপ কত বোঝায় সবারে, শুনি ধায় কপিগণ সিংহনাদ করে ॥
„ ৪ হর্ষিত অন্তরে রাম চরণে নমিয়া, বীর সবে ধায় হস্তে শিলাখণ্ড নিয়া।
তর্জন গর্জন করে ঋক্ষ কপিদল, জয় রঘুপতি জয় নৃপতি কোশল ॥
„ ৫ জানিয়াও লঙ্কা দুর্গ অতীব দুর্গম, প্রভুর প্রতাপে চলে নিঃশঙ্ক নির্মম।
চক্রব্যূহ করি ঘেরে চতুর্দিকে তার , সুখেতে নিনাদ করে ভেরী ও ডঙ্কার ॥
দো ৫১ জয় জয় রঘুপতি জয়তু লক্ষ্মণ, সুগ্রীব রাজার জয় কহে সর্বক্ষণ।
সিংহনাদ করি সবে করিল গর্জ্জন, রণেতে প্রচণ্ড বীর ঋক্ষ কপিগণ ॥
চৌ ১ লঙ্কায় উঠিল তবে ঘোর কোলাহল, অহঙ্কারী দশানন শুনিল সকল।
হাসিয়া রাক্ষস সেনা ডাকি সবে কয়, দেখহ মর্কট সেনা দুঃসাহসময় ॥
„ ২ এসেছে মর্কটগণ কাল প্রেরণায়, ক্ষুধার্ত রাক্ষস মোর আছে অপেক্ষায়।
কহি অট্টহাস্য শঠ করে বারবার, গৃহে বসি বিধি আজ জোগাবে আহার ॥
„ ৩ বীরগণ চারি দিকে যাও সবে ত্বরা, ধরি ধরি কপি ভালু খাইবে তোমরা।
হে উমা রাবণ দেখ কত অহঙ্কারী, তিতির শুয়েছে যেন পদ উঁচা করি।*

* (যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িলে পদ দ্বারা তাহা রক্ষা করিবে!)

চৌ ৪ চলে নিসাচর আয়সু মাঁগী, গহি কর ভিণ্ডিপাল বর সাঁগী।
তোমার মুদ্‌গর পরিঘ প্রচণ্ডা, সূল কৃপান পরসু গিরিখণ্ডা ॥

„ ৫ জিমি অরুনোপলনিকর নিহারী, ধাৰহিঁ সঠ খগ মাংসঅহারী।
চোঁচ ভঙ্গ দুখ তিন্‌হহিঁ ন সূঝা, তিমি ধায়ে মনুজাদ অবুঝা ॥

দো ৫২ নানাযুধ সরচাপ ধর জাতুধান বলবীর।
কোটকঁগূরনি চঢ়ি গয়ে কোটি কোটি রণধীর ॥

চৌ ১ কোটকঁগূরন্‌হি সোহহিঁ কৈসে, মেরু কে স্বঙ্গনি জনু ঘন বৈসে।
বাজহিঁ ঢোল নিসান জুঝাউ, সুনিধুনি হোই ভটন্‌হ মন চাউ ॥

„ ২ বাজহিঁ ভেরি নফীরি অপারা, সুনি কাদরউর জাহিঁ দরারা।
দেখিন্‌হ জাই কপিন্‌হ কে ঠট্টা, অতি বিসাল তনু ভালু সুভট্টা ॥

„ ৩ ধাৰহিঁ গনহিঁ ন অবঘট ঘাটা, পর্বত ফোরি করহিঁ গহি বাটা।
কটকটাহিঁ কোটিন্‌হ ভট তর্জহিঁ, দসন ওঠ কাটহিঁ অতি গর্জহি ॥

„ ৪ উত রাবন ইত রাম দোহাঈ, জয়তি জয়তি জয় পরী নরাঈ।
নিসিচর সিখরসমূহ চহাৰহিঁ, কুদি ধরহিঁ কপি ফেরি চলাৰহিঁ ॥

ছ ১ ধরি কুধব খণ্ড প্রচণ্ড মর্কট ভালু গঢ় পর ডারহীঁ।
ঝপটহিঁ চরন গহি পটকি মতি ভজি চলত বহরি প্রচারহীঁ ॥
অতি তরল তরুনপ্রতাপ তর্জহিঁ তমকি গঢ় চঢ়ি চঢ়ি গয়ে।
কপি তালু চঢ়ি মন্দিরন্‌হি জহঁ তহঁ রামজসু গানত ভয়ে ॥

দো ৫৩ এক এক গহি নিসিচর পুনি কপি চলে পরাই।
উপর আপুনু হেট ভট গিরহিঁ ধরনি পর আই ॥

চৌ ১ রাম প্রতাপ প্রবল কপিজূথা, মর্দহিঁ নিসিচর নিকর বরূথা।
চঢ়ে দুর্গ পুনি জহঁ তহঁ বানর, জয় রঘুবীর প্রতাপ দিবাকর ॥

„ ২ চলে তমীচর নিকর পরাঈ, প্রবল পবন জিমি বনসমুদাঈ।
হাহাকার ভয়উ পুর ভারী, রোবহিঁ আরত বালক নারী ॥

„ ৩ সব মিলি দেহিঁ রাবনহিঁ গারী, রাজু করত এহি মৃত্যু হঁকারী।
নিজদল বিচল সুনা তেহি কানা, ফেরি সুভট লঙ্কেস রিসানা ॥

„ ৪ জো রনবিমুখ ফিরা মৈঁ জানা, তেহিঁ মারিহউঁ করাল কৃপানা।
সরবসু খাই ভোগ করি নানা, সমরভূমি ভয় দুর্লভ প্রানা ॥

„ ৫ উগ্র বচন সুনি সকল সকানে, ফিরে ক্রোধ করি বীর সজানে।
সনমুখ মরন বীর কৈ সোভা, তহ তিন্‌হ তঞা প্রান কর লোভা ॥

দো ৫৪ বহু আয়ুধ ধর সুভট সব ভিরহিঁ প্রচারি প্রচারি।
কীন্‌হে ব্যাকুল ভালু কপি পরিঘ ত্রিসূলন্‌হ মারি ॥

চৌ ৪ রাবণ আদেশ লভি চলে নিশাচর, হস্তে ল'য়ে ভিন্দিপাল মুষল মুদ্গর।
তোমর পরিঘ বর্শা পরশু ত্রিশূল, শিলাখণ্ড অগণিত আকারে বিপুল ॥

„ ৫ লোহিত বর্ণের শিলা দেখিয়া যেমন, মাংসাশী লোলুপ পক্ষী করে আক্রমন।
চক্ষুভঙ্গ দুঃখ তার না পারে বুঝিতে, নরভোজী মূর্খ যায় সে ভাবে যুঝিতে ॥

দো ৫২ ধনুর্বান হস্তে নানা অস্ত্রে সুসজ্জিত, রাক্ষসগণের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণ যত।
দুর্গের প্রাচীর পরে উঠিল সকলে, রণেতে নিপুন সবে কোটি কোটি দলে ॥

চৌ ১ দুর্গের প্রাচীর পরে কিবা শোভা তার, সুমেরু পর্বতে যেন মেঘের সম্ভার।
বাজিল ঢোলক ডঙ্কা যুদ্ধের বাজনা, শুনিয়া উৎফুল্ল হয় রাক্ষসের সেনা ॥

„ ২ বাজিছে শানাই ভেরী অতি উচ্চৈঃস্বরে, শুনিয়া ভীরুর হৃদি যেন চূর্ণ করে।
চাহিবারে শক্তি তার নাহি রহে প্রাণে, বিশাল বপুর ঋক্ষ কপিযূথ পানে ॥

„ ৩ পথে ও বিপথে ধায় লম্ফ ঝম্ফ করে, পর্বত ভাঙ্গিয়া করে পথ কুপথেরে।
কটকটি কোটি কোটি কপিরা গর্জায়, অধর দন্তেতে চাপি প্রচণ্ড তর্জায়।

„ ৪ ওদিকে রাবণ আর এদিকে শ্রীরাম, জয় জয়াকার দিয়া বাধিল সংগ্রাম।
রাক্ষস প্রবল বেগে শিলাখণ্ড ফেলে, লুফি ল'য়ে কপি মারে রাক্ষসের দলে ॥

ছ ১ প্রচণ্ড মর্কট ঋক্ষ উপাড়িয়া শৈল বৃক্ষ দুর্গ পানে হানে।
পদ ধরি অকস্মাৎ নিশাচরে ভূমিসাৎ করি আবাহনে ॥
তরুণ ভালুক কপি গর্জিয়া প্রতাপে দাপি দুর্গ পরে আসে।
যত্র তত্র গৃহ 'পরে রাম যশ গান করে মনের উল্লাসে ॥

দো ৫৩ একে একে রাক্ষসেরে ধরি নীচে ফেলে, উল্লম্ফনে কপি তারে পদ দিয়া দলে।

চৌ ১ রামের প্রতাপে বলী বানরের দল, মর্দিত করিল সব রক্ষ সেনা বল।
যত্র তত্র পুনঃ কপি চড়ে দুর্গ পরে, রাঘব প্রতাপ সূর্য জয় জয় করে ॥

„ ২ ভাগিল রাক্ষস সেনা অতীব বেগেতে, প্রভঞ্জনে মেঘ যথা ওড়ে আকাশেতে।
হাহাকারে পূর্ণ হল সারা লঙ্কা পুরী, রুগী ও বালক কাঁদে, কাঁদে যত নারী॥

„ ৩ রাবণেরে গালি দেয় শিরে কর হানি, রাজ্য করে লঙ্কেশ্বর মৃত্যু ডাকি' আনি।
শোনে যবে লঙ্কেশ্বর ছত্রভঙ্গ দল, যোদ্ধারা ফিরেছে শুনি ক্রোধেতে বিকল ॥

„ ৪ যে কেহ ফিরেছে হই' বিমুখ সমরে, করাল কৃপাণে কাটি ফেলিবই তারে।
সর্বস্ব খেয়েছে মোর ভোগে সুমহান, সমর প্রাঙ্গনে আজ অতি প্রিয় প্রাণ ॥

„ ৫ তীব্র বাণী শুনি ভীত সবার পরাণ, লজ্জা ক্রোধে ফিরে যোদ্ধা হয়ে মোহমান।
সম্মুখ সমরে মৃত্যু বীরের সদগতি, ত্যাজিল প্রাণের মায়া ভাবিয়া সেমতি ॥

দো ৫৪ বহু অস্ত্রে সুসজ্জিত রাক্ষস সৈন্যেরা, ফিরে আসি আহ্বানিয়া যুদ্ধ করে তারা।
প্রচণ্ড পরিখ অস্ত্রে ঋক্ষ কপিগণ, আঘাতে জর্জর হয় ব্যাকুল পরাণ ॥

চৌ ১ ভয়আতুর কপি ভাগন লাগে, জদ্যপি উমা জীতিহহিঁ আগে।
কোউ কহ কহঁ অঙ্গজ হনুমন্তা, কহঁ নল নীল দ্বিবিদ বলবন্তা ॥
" ২ নিজ দল বিচল সুনা হনুমানা, পচ্ছিমদ্বার রহা বলবানা।
মেঘনাদ তহঁ করই লরাঈ, টূট ন দ্বার পরম কঠিনাঈ ॥
" ৩ পবন তনয় মন ভা অতিক্রোধা, গর্জেউ প্রবল কাল সম জোধা।
কুদি লঙ্কগঢ়উপর আবা, গহি গিরি মেঘনাদ কহঁ ধাবা ॥
" ৪ ভঞ্জউ রথ সারথী নিপাতা, তাহি হৃদয় মহঁ মারেসি লাতা।
দুসরে সূত বিকল তেহি জানা, স্যন্দন ঘালি তুরত গৃহ আনা ॥
দো ৫৫ অঙ্গদ সুনেউ কি পবনসুত গঢ় পর গয়উ অকেল।
সমরবাঁকুরা বালিসুত তরকি চঢ়েউ করি খেল ॥
চৌ ১ জুদ্ধবিরুদ্ধ ক্রুদ্ধ দোউ বানর, রামপ্রতাপ সুমিরি উর অন্তর।
রাবনভবন চঢ়ে দোউ ধাঈ, করহিঁ কোসলাধীস দোহাঈ ॥
" ২ কলসসহিত গহি ভবনু ঢহাবা, দেখি নিসাচর অতি ভয় পাবা।
নারিবৃন্দ কর পীটহিঁ ছাতী, অব দুই কপি আয়ে উতপাতী ॥
" ৩ কপিলীলা করি তিন্হহিঁ ডেরাবহিঁ, রামচন্দ্র কর সুজস সুনাবহিঁ।
পুনি কর গহি কঞ্চন কে খম্ভা, কহেন্হি করিয় উতপাত অরম্ভা ॥
" ৪ কূদি পরে রিপুকটক মঁঝারী, লাগে মর্দই ভুজবল ভারী।
কাহুহি লাভ চপেটন্হি কেহু, ভজহু ন রামহিঁ সে ফল লেহূ ॥
দো ৫৬ এক এক সোঁ মর্দি করি তোরি চলাবহিঁ মুণ্ড।
রাবন-আগে পরহিঁ তে জনু ফূটহিঁ দধিকুণ্ড ॥
চৌ ১ মহা মহা মুখিয়া জে পাবহিঁ, তে পদ গহি প্রভুপাস চলাবহিঁ।
কহহিঁ বিভীষন তিন্হ কে নামা, দেহিঁ রামু তিন্হহূঁ নিজধামা ॥
" ২ খল মনুজাদ দ্বিজামিষভোগী, পাবহিঁ গতি জো জাঁচত জোগী।
উমা রামু মৃদুচিত করুনাকর, বৈর ভাব সুমিরত মোহি নিসিচর ॥
" ৩ দেহিঁ পরম গতি সো জিয় জানী, অস কৃপালু কো কহহু ভবানী।
সুনি অস প্রভু ন ভজহিঁ ভ্রমত্যাগী, নর মতিমন্দ তে পরম অভাগী ॥
" ৪ অঙ্গদ অরু হনুমন্ত প্রবেসা, কীন্হ দুর্গ অস কহ অবধেসা।
লঙ্কা দোউ কপি সোহহিঁ কৈসে, মথহিঁ সিন্ধু দুই মন্দর জৈসে ॥
দো ৫৭ ভুজবল রিপুদল দলমলেউ দেখি দিবস কর অন্ত।
কুদে জুগল প্রয়াস বিনু আয়ে জহঁ ভগবন্ত ॥
চৌ ১ প্রভু পদ কমল সীস তিন্হ নায়ে, দেখি সুভট রঘুপতি মন ভায়ে।
রাম কৃপা করি জুগল নিহারে, ভয়ে বিগতস্রম পরম সুখারে ॥

চৌ ১ ভীত হ'য়ে পিছু হটে বানর সৈন্যেরা, যদিও পরেতে উমা জিতেছিল এরা।
কেহ কহে হনুমান অঙ্গদ কোথায়, বলিষ্ঠ দ্বিবিদ নল নীল কোথা হায় ॥
„ ২ নিজ দল বিচলিত শোনে হনুমান, পশ্চিম দ্বারেতে ছিল মহা বলবান।
মেঘনাদ ছিল সেথা ঘোর যুদ্ধ হয়, নাহি টুটে দুর্গদ্বার দৃঢ় অতিশয় ॥
„ ৩ পবন নন্দন মনে অতি ক্রোধ হয়, প্রলয় কালের সম প্রচণ্ড গর্জায়।
লম্ফ দিয়া দুর্গ পরে ওঠে রুষ্ট মনে, হস্তে গিরি ল'য়ে ধায় মেঘনাদ পানে ॥
„ ৪ চূর্ণ করি রথ মারে সারথিরে প্রাণে, মেঘনাদ বক্ষে তীব্র পদাঘাত হানে।
দ্বিতীয় সারথি জানি বিকল তাহারে, ফিরায়ে ত্বরিত রথ আনে তারে ঘরে ॥
দো ৫৫ অঙ্গদ শুনিল যবে পবন নন্দন, একাকী দুর্গের মাঝে করেছে গমন।
সমরে নিপুণ সেই বালীর কুমার, খেলাচ্ছলে উল্লম্ফনে দুর্গ হয় পার ॥
চৌ ১ সর্বনাশী যুদ্ধ দুই ক্রুদ্ধ কপি করে, রামের প্রতাপ স্মরি' উভয়ে অন্তরে।
রাবণ ভবন পরে উভে গিয়া চড়ে, কোশল নৃপতি জয় কহে উচ্চৈস্বরে ॥
„ ২ কলস সমেত গৃহ করে ভূপাতিত, সকল রাক্ষস হল অতিশয় ভীত।
নারীবৃন্দ কাঁদে সবে বক্ষে কর হানি, এসেছে রে দুটো কপি কি হয় না জানি ॥
„ ৩ কপি লীলা দ্বারা সবে দেখাইয়া ভয়, রামচন্দ্র যশগান সবারে শোনায়।
স্বর্ণ স্তম্ভ হস্তে ধরি সুরু করে তবে, প্রচণ্ড তাণ্ডব লীলা হুহুঙ্কার রবে ॥
„ ৪ লাফাইয়া পড়ে উড়ে রিপু সৈন্য মাঝে, মর্দন করিল সবে ভয়ঙ্কর তেজে।
চড়াইয়া মারে কারে পদাঘাতে কারে, লভ এই ফল রামে না ভজিলে পরে ॥
দো ৫৬ একক একটি ধরি মারে নিষ্পেষণে, ছিঁড়িয়া তাহার মুণ্ড ফেলে লঙ্কা পানে।
রাবণের সমুখেতে পড়ে মুণ্ড কত, পড়িয়া ফাটিছে যেন দধি ভাণ্ড শত ॥
চৌ ১ বড় বড় মুখ্য যোদ্ধা যারা কাছে আসে, পদে ধরি ছুঁড়ি ফেলে রামচন্দ্র পাশে।
বিভীষণ ক'ন রামে তাহাদের নাম, কৃপাসিন্ধু তাহাদের দেন নিজ ধাম ॥
„ ২ যে গতি পাইতে যোগী সদা ভিক্ষা চায়, নর-মুনি-ভোজী খল সেই গতি পায়।
হে উমা কোমল রাম করুণা আকর, বৈরীভাবে স্মরণ ত করে নিশাচর ॥
„ ৩ 'দিলেন পরম গতি ইহা মনে জানি, কে আছে কৃপালু হেন কহ ত ভবানি।
যে এই প্রভুরে নাহি ভজে ভ্রম ত্যজি', মন্দ মতি সেইজন অভাগা সে আজি।
„ ৪ অঙ্গদ ও হনুমান প্রবেশে সম্প্রতি, লঙ্কা দুর্গে কহিলেন কোশলের পতি।
লঙ্কা মাঝে কপিদ্বয় শোভে কোন মতে, সাগর মন্থনে দুই মন্দর পর্বতে ॥
দো ৫৭ বাহু বলে রিপুদলে দলিয়া মদিয়া, সন্ধ্যা সমাগত প্রায় তখন দেখিয়া।
লম্ফ দিয়া উভয়েই অতি অনায়াসে, আসিল দুজনে তারা ভগবান পাশে ॥
চৌ ১ প্রভুপদ কমলেতে মাথা করে নত, দেখিয়া সে দুই বীরে প্রভু সুখী কত।
কৃপাচক্ষে দেখিলেন রাম তাহাদেরি, ক্লান্তি দূর হ'ল সব সুখেতে শিহরি ॥

চৌ ২ গয়ে জানি অঙ্গদ হনুমানা, ফিরে ভালু মর্কট ভট নানা।
জাতুধান প্রদোষবল পাঈ, ধায়ে করি দস সীস দুহাঈ ॥
" ৩ নিসিচর অনী দেখি কপি ফিরে, জহঁ তহঁ কটকটাই ভট ভিরে।
দোউ দল প্রবল প্রচারি প্রচারী, লরহিঁ সুভট নহিঁ মানত হারী ॥
" ৪ মহাবীর নিসিচর সব কারে, নানা বরন বলীমুখ ভারে।
সবল জুগলদল সমবল জোধা, কৌতুক করত লরত করি ক্রোধা ॥
চৌ ৫ প্রাবিট সরদ পয়োদ ঘনেরে, লরত মনহুঁ মারুত কে প্রেরে।
অনিপ অকম্পন অরু অতিকায়া, বিচলত সেন কীন্হি ইন্হ মায়া ॥
" ৬ ভয়উ নিমিষ মহঁ অতি অঁধিয়ারা, বৃষ্টি হোই রুধিরোপলছারা।
কাহু ন সুঝে অপন পরারা, মারি খাউ সব করহি পুকারা, ॥
দো ৫৮ দেখি নিবিড় তম দসহুঁ দিসি কপিদল ভয়উ খভার।
একহিঁ এক ন দেখহিঁ জহঁ তহঁ করহিঁ পুকার ॥
চৌ ১ সকল মরম বিভীষণ জানা, লিয়ে বোলি অঙ্গদ হনুমানা।
সমাচারে সব কহি সমুঝায়ে, সুনত কোপি করিকুঞ্জর ধায়ে ॥
" ২ পুনিকৃপাল হঁসি চাপ চঢ়াবা, পাবকসায়ক সপদি চলাবা।
ভয়উ প্রকাস কতহুঁ তম নাহীঁ, জ্ঞানউদয় জিমি সংসয় জাহীঁ ॥
" ৩ ভালু বলীমুখ পাই প্রকাসা, ধায়ে হরসি বিগত শ্রম ত্রাসা।
হনুমান অঙ্গদু রন গাজে, হাঁক সুনত রজনীচর ভাজে ॥
" ৪ ভাগত ভট পটকহিঁ ধরি ধরনী, করহিঁ ভালু কপি অদভুত করনী।
গহি পদ ডারহিঁ সাগর মাঁহী, মকর উরগ ঝষ ধরি ধরি বাহীঁ ॥
দো ৫৯ কছু ঘায়ল কছু রন পরে কছু গঢ় চলে পরাই।
গর্জহিঁ মর্কট ভালু ভট রিপুদল বল বিচলাই ॥
চৌ ১ নিসা জানি কপি চারিউ অনী, আয়ে জহাঁ কোসলাধনী।
রাম কৃপা করি চিতবা জবহীঁ, ভয়ে বিগতশ্রম বানর তবহীঁ ॥
" ২ উহাঁ দসানন সচিব হঁকারে, সব সন কহেসি সুভট জে মারে।
আধা কটকু কপিন্হ সংহারা, কহহু বেগি কা করিয় বিচারা ॥
" ৩ মাল্যবন্ত অতি জরঠ নিসা, রাবন মাতু পিতা মন্ত্রীবর।
বোলা বচন নীতি অতি পাবন, সুনহ তাত কছু মোর সিখাবন ॥
" ৪ জব তেঁ তুম্হ সীতা হরি আনী, অসগুন হোহিঁ ন জাহিঁ বখানী।
বেদ পুরান জাসু জাসু গাবা, রামবিমুখ সুখ কাহু ন পাবা ॥
দো ৬০ হিরণ্যাক্ষ ভ্রাতাসহিত মধুকৈটব বলবান।
জেহি মারে সোই অবতরেউ কৃপাসিন্ধু ভগবান ॥

চৌ ২ অঙ্গদ ও হনুমান ফিরি গেছে জানি, ফিরিল ভল্লুক আর মর্কট বাহিনী।
নিশাচর নিশাকালে হইয়া প্রবল, ধাইল রাবণ জয় মুখে তুলি রোল ॥
„ ৩ নিশাচর সেনা দেখি কপি সেনা ফেরে, কটকটি যত্র তত্র মিলে নিশাচরে।
দুই দল অগ্রসরে ডাকে এ উহারে, দুই পক্ষে সম যোদ্ধা কেহ নাহি হারে ॥
„ ৪ বীর নিশাচরগণ অতি কৃষ্ণকায়, নানা বর্ণ কপিগণ বপু অতিকায়।
সবল উভয় দল দক্ষ যোদ্ধা সবে, ক্রোধে মত্ত নানাভাবে মিলিল আহবে ॥
„ ৫ শরৎ ও বর্ষার মেঘ যেন দুই দল, বায়ুর প্রেরিত হ'য়ে যুঝিছে প্রবল।
"অতিকায়" "অকম্পন" রাক্ষস সেনানী, নিজ সৈন্য বিচলিত হইয়াছে জানি ॥
„ ৬ মায়া সৃষ্টি করে তবে এ দুই মায়াবী, মুহূর্তেক মধ্যে হল অন্ধকার সবই।
কেহ কারে দেখিবারে না পায় যখন, ধূলি-শিলা-রক্ত বৃষ্টি হইল তখন ॥
দো ৫৮ দেখিয়া নিবিড়তম দশদিকে ছায়, মর্কট সৈনিক যত হতভম্ব হয়।
দেখিতে না পায় যবে এক সে অপরে, যত্র তত্র সবে মিলি উচ্চরব করে ॥
চৌ ১ বিভীষণ এর মর্ম জানে ভাল মতে, অঙ্গদ ও হনুমানে ডাকিল বলিতে।
সকল বৃত্তান্ত যবে তাদের বোঝায়, শুনি ক্রুদ্ধ কপি শ্রেষ্ঠ অতি দ্রুতধায় ॥
„ ২ শুনিয়া কৃপালু হাসি ধনুঃশর ল'ন, অগ্নিবাণ অতি দ্রুত করেন চালন।
ঘুচিল নিবিড় তম প্রকাশিত সব, সংশয় নিবৃত্ত হয় যবে জ্ঞানোদ্ভব ॥
„ ৩ কপি ও ভল্লুক সেনা আলোর প্রকাশে, শ্রম ত্রাস ভুলি ক্রোধে ধায় নির্বিশেষে।
অঙ্গদ ও হনুমান রণেতে গর্জায়, শুনিয়া গর্জন সেই রাক্ষস পালায় ॥
„ ৪ ধাবিত রাক্ষস ধরি আছাড়িয়া মারে, অতীব অদ্ভুত কর্ম ঋক্ষ কপি করে।
পদে ধরি নিশাচরে ছোঁড়ে সিন্ধু মাঝে, সর্প মৎস্য মকরেরা গ্রাসে মহাভোজে ॥
দো ৫৯ কতেক রাক্ষস ধায় কিছু রণে মরে, কিছু গিয়া অতি দ্রুত চড়ে দুর্গ-পরে।
উল্লাসে গর্জন করে ঋক্ষ কপিদল, বিচলিত শত্রুপক্ষ রণেতে বিহ্বল ॥
চৌ ১ নিশা সমাগত জানি চারি সেনা দল, আসিল রহেন যেথা নৃপতি কোশল।
কৃপা চক্ষে রামচন্দ্র চাহেন যেমনি, বিগত হইল শ্রম সবার তখনি ॥
„ ২ এদিকে রাবণ ডাকে সচিব সবারে, যে যে মহাযোদ্ধা মৃত কহে বারে বারে।
অর্দ্ধেক সৈনিক কপি করেছে সংহার, দ্রুত কহ কি কর্তব্য করিয়া বিচার ॥
„ ৩ রাবণের মাতামহ শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিবর, মাল্যবন্ত নামে এক বৃদ্ধ নিশাচর।
কহে নীতি বাক্য যাহা পবিত্র বচন, শুন বৎস কহি তব শিক্ষার কারণ ॥
„ ৪ যবে হ'তে আনিয়াছ হরিয়া সীতারে, কত অমঙ্গল কেহ কহিতে না পারে।
বেদ ও পুরাণে যত আছে এই কথা, রামদ্রোহী হলে পরে সুখ তার কোথা ॥
দো ৬০ হিরণ্যাক্ষ ভ্রাতা সহ দুই রাক্ষসেরে, মধু ও কৈটভ দুই প্রচণ্ড অসুরে।
সংহার করেন যিনি অবতীর্ণ আজ, কৃপাসিন্ধু ভগবান কোশলের রাজ ॥

দো ৬১ কালরূপ খলবন দহন গুনাগার ঘনবোধ।
সিব বিরঞ্চি জেহি সেবহিঁ তাসোঁ কবন বিরধ ॥

চৌ ১ পরিহরি বৈরু দেহু বৈদেহী, ভজহু কৃপানিধি পরম সনেহী।
তা কে বচন বানসম লাগে, করিয়ামুখ করি জাহি অভাগে ॥

" ২ বুঢ় ভয়সি ন ত মরতেউঁ তোহী, অব জনি নয়ন দেখাবসি মোহী।
তেহি অপনে মন অস অনুমানা, বধ্যো চহত যহি কৃপানিধানা ॥

" ৩ সো উঠি গয়েউ কহত দুর্বাদা, তব সকোপ বোলেউ ঘননাদা।
কৌতুক প্রাত দেখয়হু মোরা, করিহউঁ বহুত কহউঁ কা থোরা ॥

" ৪ সুনি সুতবচন ভরোসা আৱা, প্রীতি সমেত অঙ্ক বৈঠাৱা।
করত বিচার ভয়উ ভিনুসারা, লাগে কপি পুনি চহূঁ দুআরা ॥

" ৫ কোপি কপিন্হ দুরঘট, গঢ় ঘেরা, নগর কোলাহল ভয়উ ঘনেরা।
বিবিধায়ুধধর নিসিচর ধায়ে, গঢ় তেঁ পর্বতসিখর চহায়ে ॥

ছ ২ চাহে মহীধর সিখর কোটিন্হ বিবিধ বিধি গোলা চলে।
অহরাত জিমি পরিপাত গর্জত জনু প্রলয় কে বাদলে ॥
মর্কট বিকট ভট জুটত কটত ন লটত তন জর্জর ভয়ে।
গহি সৈল তেই গঢ় পয় চলাসহিঁ জহঁ সো তহঁ নিশিচর হয়ে ॥

দো ৬২ মেঘনাদ সুনি স্রবন অস গঢ় পুনি ছেঁকা আই।
উত্তরি দুর্গ তেঁ বীরসব সনমুখ চলেউ বজাই ॥

চৌ ১ কহঁ কোসলাধীস দোউ ভ্রাতা, ধন্বী সকল লোক বিখ্যাতা।
কহঁ নল নীল দ্বিবিদ সুগ্রীবাঁ, অঙ্গদ হনুমন্ত বলসীবাঁ ॥

" ২ কহঁ বিভীষনু ভ্রাতাদ্রোহী, আজু সঠহি হঠি মারউঁ ওহী।
অস কহি কঠিন বান সন্ধানে, অতিসয় কোপি স্রবন লগি তানে ॥

" ৩ সরসমুহ সো ছাড়ই লাগা, জনু সপচ্ছ ধাবহিঁ বহু নাগা।
জহঁ তহঁ পরত দেখিয়হি বানর, সনমুখ হোই ন সকে তেহি অবসর ॥

" ৪ ভাগে ভয় ব্যাকুল কপি রীছা, বিসরী সবহিঁ যুদ্ধ কৈ ঈছা।
সো কপি ভালু ন রন মহঁ দেখা, কীন্হেসি জেহি ন প্রান অবসেখা ॥

দো ৬৩ দস দস সর সব মারেসি পরে ভূমি কপি বীর।
সিংনাদ করি গর্জা মেঘনাদ বলবীর ॥

চৌ ১ দেখি পবনসুত কটকু বিহাসা, ক্রোধবন্ত ধায়উ জনু কালা।
মহাসৈল এক তুরত উপারা, অতি রিসি মেঘনাদ পর ডারা ॥

" ২ আবত দেখি গয়উ নভ সোঈ, রথ সারথী তুরগ সব খোঈ।
বার বার প্রচার হনুমানা, নিকট ন আব মরমু সো জানা ॥

দো ৬১ কালরূপে খলবল দহেন যেমনি, গুণের আগার আর পরিপূর্ণ জ্ঞানী।
শিব ব্রহ্মা নিত্য যার করেন পূজন, তাঁহারি বিরুদ্ধে যেতে চাও দশানন ॥
চৌ ১ শত্রুতা করহ ত্যাগ ফিরাও সীতারে, কৃপাসিন্ধু ভজ তুমি অতি প্রেমভরে।
বাণ সম বাক্যে তার কহে দশানন, কালামুখে হতভাগা বেরোও এখন ॥
„ ২ বৃদ্ধ বলি' প্রাণে নাহি মারি আমি তোরে, দাঁড়ায়ে চোখের আগে শেখাস আমারে।
মাল্যবন্ত নিজ মনে করিল বিচার, কৃপাসিন্ধু চা'ন এরে করিতে সংহার ॥
„ ৩ দুর্বার বচন কহি উঠি গেল চলি, ক্রুদ্ধ হ'য়ে কহে তবে মেঘনাদ বলী।
দেখাব আমার খেলা কল্য প্রাতঃকালে, করিব অনেক কিছু মুখেতে না বলে ॥
„ ৪ রাবণ আশ্বস্ত হল সুতের বচনে, স্নেহেতে বসাল তারে নিকট আসনে।
মন্ত্রণাতে কেটে গেল রাত্রি হল গত, চারি দ্বারে কপি সেনা হল সমাগত ॥
„ ৫ ক্রুদ্ধ কপি ঘিরে রাখে দুর্গম সে গড়, কোলাহল নগরেতে হ'ল ভয়ঙ্কর।
বিবিধ অস্ত্রেতে সাজি ধায় নিশাচর, ফেলে গিরিশৃঙ্গ তারা উঠি দুর্গ পর ॥
ছ ২ কোটি কোটি গিরিশৃঙ্গ ছোটে অবিরত, লৌহের গোলক বহু আরো কত শত।
বজ্রপাত সম তাহা করে গরজন, প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জন ভীষণ ॥
বিকট যোদ্ধার সাথে কপি যুদ্ধ করে, শরীর জর্জর তবু তারা নাহি নড়ে।
পর্বত লইয়া ফেলে দুর্গের উপর, রাক্ষস সেনারা মরে পড়ে যার পর ॥
দো ৬২ মেঘনাদ শোনে যবে নিজ কর্ণে তার, ঘিরেছে মর্কট সেনা দুর্গের প্রাকার।
ডঙ্কার নিনাদ করি তবে বীর বর, আসিল দুর্গের পরে অতীব সত্বর ॥
চৌ ১ কোথা দুই ভ্রাতা সেই কোশল নৃপতি, সর্বলোকে ধনুর্দ্ধর বলিয়া সুখ্যাতি।
দ্বিবিদ সুগ্রীব কোথা নল নীল আজ, কোথা বীর হনুমান কোথা যুবরাজ ॥
„ ২ ভ্রাতৃদ্রোহী বিভীষণ কোথা মূর্খ সেই, মারিব নির্দয় ভাবে তারে আজিকেই।
ইহা কহি তীক্ষ্ণবাণ করিল সন্ধান, আকর্ণ টনিয়া গুণ ক্রোধে কম্পমান ॥
„ ৩ শত শত বাণ সেই করে নিক্ষেপন, পক্ষধারী সর্প যেন ধায় অগনন।
যত্র তত্র কপিগণ পড়িল ভূমিতে, কেহ নাহি শক্তি রাখে সমুখে যাইতে ॥
„ ৪ কপি ও ভল্লুক সবে পলায় ব্যাকুল, যুদ্ধ স্পৃহা তাহাদের হইল নির্ম্মূল।
রণক্ষেত্রে ঋক্ষ কপি দেখা নাহি যায়, প্রাণান্ত না হইয়াছে যাহার সেথায় ॥
দো ৬৩ দশ দশ বাণ হানে প্রতি বক্ষে হায়, বীর কপি প্রাণ ত্যজি ভূমিশয্যা লয়।
সমরে দুর্বার সেই মেঘনাদ বীর, সিংহনাদ করি গর্জে উল্লাসে অধীর ॥
চৌ ১ বিশৃঙ্খল দেখি' সৈন্য পবন নন্দন, অতি ক্রোধে ধায় যেন কৃতান্ত ভীষণ।
বিরাট পর্বত এক উপাড়ি' সত্বর, ফেলিল অতীব ক্রোধে মেঘনাদ পর ॥
„ ২ মেঘনাদ দেখি তাহা আকাশে উড়িল, রথাশ্ব সারথি তার বিচূর্ণিত হ'ল।
তাহারে আহ্বান করে হনু বার বার, নিকটে না আসে সে ত জানে মর্ম তার ॥

চৌ ৩ রঘুপতি নিকট গয়উ ঘননাদা, নানা ভাঁতি কহেসি দুর্বাদা।
অস্ত্র সস্ত্র আয়ুধ সব ডারে, কৌতুকহীঁ প্রভু কাটি নিবারে॥

„ ৪ দেখি প্রতাপ মূঢ় খিসিয়ানা, করৈ লাগ মায়া বিধি নানা।
জিমি কোউ করৈ গরুড় সে খেলা, ডরপাবই গহি স্বল্প সপেলা॥

দো ৬৪ জাসু প্রবল মায়া বিবস সিব বিরঞ্চি বড ছোট।
তাহি দেখাবই নিসিচর নিজ মায়া মতিখোট॥

চৌ ১ নভ চড়ি বরষই বিপুল অঁগারা, মহি তেঁ প্রকট হোহিঁ জলধারা।
নানা ভাঁতি পিসাচ পিসাচী, মারু কাটু ধুনি বোলহিঁ নাঁচী॥

„ ২ কীন্হেসি বৃষ্টি রুধির কচ হাড়া, বরষই কবহুঁ উপল বহু ছাড়া।
বরষ ধূরি কীন্হেসি অধিয়ারা, সূঝ ন আপন হাথু পসারা॥

„ ৩ অকুলানে কপি মায়া দেখে, সব কর মরনু বনা এহি লেখে।
কৌতুক দেখি রাম মুসুকানে, ভয়ে সভীত সকল কপি জানে॥

„ ৪ এক বান কাটী সব মায়া, জিমি দিনকর হর তিমির নিকায়া।
কৃপাদৃষ্টি কপি ভালু বিলোকে, ভয়ে কেবল রন রহহিঁ ন রোকে॥

দো ৬৫ আয়সু মাঁগেউ রাম পহিঁ অঙ্গদাদি কপি সাথ।
লছিমন চলে সকোপ অতি বান সরাসন হাথ॥

চৌ ১ জলজ নয়ন উর বাহুবিসালা, হিমি গিরি নিভতনু কছুএক লালা।
ইহাঁ দসানন সুভট পঠায়ে, নানা সস্ত্র অস্ত্র গহি ধায়ে॥

„ ২ ভূধর নখ বিটপায়ুধ ধারী, ধায়ে কপি জয় রাম পুকারী।
ভিরে সকল জোরিহি সন জোরী, ইত উত জয় ইচ্ছা নহিঁ থোরী॥

„ ৩ মুঠিকন্হ লাতন্হ দাঁতন্হ কাঠহিঁ, কপি গিরি সিলা মারি পুনি ডাটহিঁ।
মারু মারু ধরু ধরু ধরু মারু, সীস তোরি গহি ভুজা উপারু॥

„ ৪ অসি রব পুরি রহী নত খণ্ডা, ধাবহিঁ জহঁ তহঁ রুণ্ড প্রচণ্ডা।
দেখহিঁ কৌতুক নত সুরবৃন্দা, কবহুঁক বিসময় কবহুঁ অনন্দা॥

দো ৬৬ রুধির গাড় ভরি ভরি জমেউ উপর ধুরি উড়াই।
জিমি অঁগাররাসীন্হ পর মৃতকধুম রহ ছাই॥

চৌ ১ ঘায়ল বীর বিরাজহিঁ কৈসে, কুসুমিত কিংসুক কে তরু জৈসে।
লছিমন মেঘনাদ দোউ জোধা, ভিরহিঁ পরসপর করি অতি ক্রোধা॥

„ ২ একহিঁ এক সকহিঁ নহিঁ জীতী, নিসিচর ছল বল করই অনীতী।
ক্রোধবন্ত তব ভয়উ অনন্তা, ভঞ্জেউ রথ সারথী তুরন্তা॥

„ ৩ নানা বিধ প্রহার কর সেষা, রাক্ষস ভয়উ প্রানঅবসেষা।
রাবনসুত নিজ মন অনুমানা, সঙ্কট ভয়উ হরিহি মম প্রানা॥

চৌ ৩ রামের সমীপে তবে মেঘনাদ যায়, কহিল কুবাক্য কত কুকথ্য ভাষায়।
বিবিধ প্রকার অস্ত্র হানে রাম পরে, খেলাচ্ছলে নিবারেণ প্রভু সে সবারে ॥
„ ৪ প্রভুর প্রতাপে মূর্খ না জানে কি করে, করিল মায়ার সৃষ্টি বিবিধ প্রকারে।
যেন সর্পশিশু ল'য়ে খেলাইতে চায়, গরুড় পক্ষীর ভয় দেখাইতে হায় ॥
দো ৬৪ যাঁহার প্রবল মায়া বিবশ সকলে, বিরিঞ্চি শঙ্কর সনে উচ্চ নীচ দলে।
তাঁহারে দেখাতে চায় এই নিশাচর, নিজ মায়া বুদ্ধিভ্রষ্ট এমনি তৎপর ॥
চৌ ১ আকাশে চড়িয়া করে অগ্নির বর্ষণ, মহীতে প্রকট হ'ল জলের প্লাবন।
নানাভাবে ধ্বনি তোলে পিশাচ পিশাচী, মার মার কাট কাট উতরোল নাচি' ॥
„ ২ করিল বর্ষণ রক্ত কেশ অস্থি কত, কখন করিল বৃষ্টি শিলা শত শত।
ধূলি বর্ষি চারিধার করে অন্ধকার, প্রসারিত হস্ততল দেখা হল ভার ॥
„ ৩ মায়া দেখি কপিকুল হল বিচলিত, বিচার করিল মনে মরণ নিশ্চিত।
দেখি এ মায়ার খেলা রাম মৃদু হাসে, বুঝিলেন, সব সৈন্য ভীত অতি ত্রাসে ॥
„ ৪ এক বাণে কাটিলেন কুহক মায়ার, যথা সূর্য নাশ করে সর্ব অন্ধকার।
কৃপা দৃষ্টি করিলেন ঋক্ষ কপি পানে, প্রবল হইল রণে থামালে না থামে ॥
দো ৬৫ রাম কাছে আজ্ঞা লয়ে অঙ্গদাদি সাথে, চলেন লক্ষ্মণ ক্রোধে ধনুর্বাণ হাতে।
চৌ ১ কঞ্জাক্ষ* প্রশস্থ বক্ষ বাহু স্পর্শে জানু, কিছুটা গোলাপী আভা হিমশুভ্র তনু।
ওদিকে সুদক্ষ যোদ্ধা রাবণ পাঠায়, অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হ'য়ে তারা ধায় ॥
„ ২ নখ দন্ত বৃক্ষ গিরি এই অস্ত্রধারী, ধায় কপি জয় রাম মুখেতে উচ্চারি।
নিশাচর দল সাথে কপি দল যোঝে, জয় ইচ্ছা উভয়েরি হৃদয়ে বিরাজে ॥
„ ৩ পদাঘাত মুষ্টিযুদ্ধ দন্তের দংশন, হুংকারিয়া করে কপি শিলা বরিষণ।
মার মার ধর মার রাক্ষস সেনারে, চূর্ণি শির বাহু ধরি ফেল ভূমি পরে ॥
„ ৪ আকাশ ছাইয়া শুধু এই ধ্বনি ওঠে, যত্র তত্র কবন্ধেরা অতি দ্রুত ছোটে।
পরম কৌতুকে দেখে নভে দেবতারা, কখন বিস্মিত কভু সুখে আত্মহারা ॥
দো ৬৬ জমিল রুধির ধারা ধরণী উপরে, উড়িল ধূলির রাশি উপরের স্তরে।
বিস্তীর্ণ অঙ্গার রাশি যেন মনে হয়, ভস্ম চাপা পড়ে আছে সেই সমুদয় ॥
চৌ ১ আহত যোদ্ধারা সবে রহে হেথা সেথা, কিংশুক বিটপী সব কুসুমিত যথা।
লক্ষ্মণ ও মেঘনাদ দুই মহাবীর, পরস্পর রণে লিপ্ত ক্রোধেতে অস্থির ॥
„ ২ এক সে অপরে নাহি পারে জিনিবারে, অন্যায় প্রকারে ছল নিশাচর করে।
তখন অনন্ত দেব** অতি ক্রোধে তাঁর, চূর্ণ করি রথ করে সারথি সংহার ॥
„ ৩ প্রহারিয়া নানা অস্ত্রে দেখে নিশাচরে, প্রাণ শুধু আছে তার এখনো না মরে।
নিজ মনে অনুমানে রাবণ তনয়, সংকট ঘনায় আসে প্রাণ বুঝি যায় ॥

*কঞ্জাক্ষ—কঞ্জরূপ অক্ষ যাহার—কমললোচন **অনন্তদেব—লক্ষ্মণ

চৌ ৪ বীরঘাতিনী ছাড়েসি সাঁগী, তেজপুঞ্জ লছিমনউর লাগী।
মুরুছা ভঈ সক্তি কে লাগে, তব চলি গয়উ নিকট ভয় ত্যাগে ॥

দো ৬৭ মেঘনাদ সম কোটিসত জোধা রহে উঠাই।
জগদাধার অনন্ত কিমি উঠই চলে খিসিআই ॥

চৌ ১ সুনু গিরিজা ক্রোধানল জাসু, জারই ভুবন চারি দস আসু।
সক সংগ্রাম জীতি কো তাহী, সেবহিঁ সুর নর অগ জগ জাহী ॥

„ ২ যহ কৌতুহল জানই সোঈ, জা পর কৃপা রাম কৈ হোঈ।
সন্ধ্যা ভঈ ফিরী দোউ বাহিনী, লগে স ভারন নিজ নিজ অনী ॥

„ ৩ ব্যাপক ব্রহ্ম অজিত ভুবনেশ্বর, লছিমনু কহঁা বুঝ করুনাকর।
তব লগি লেই আয়উ হনুমানা, অনুজ দেখি প্রভু অতি দুখ মানা ॥

„ ৪ জামবন্ত কহ বৈদ সুষেনা, লঙ্কা রহ কোউ পঠইয় লেনা।
ধরি লঘুরূপ গয়উ হনুমন্তা, আনেউ ভবনসমেত তুরন্তা ॥

দো ৬৮ রঘুপতি চরন সরোজ সিরু নায়উ আই সুষেন।
কহা নাম গিরি ঔষধী জাহু পবনসুত লেন ॥

চৌ ১ রাম চরন সরসিজ উর রাখী, চলেউ প্রভঞ্জনসুত বল ভাখী।
উহঁা দূত এক মরমু জনাৰা, রাবনু কালনেমি গৃহ আৰা ॥

„ ২ দসমুখ কহা মরমু তেহি সুনা, পুনি পুনি কালনেমি সিরু ধুনা।
দেখত তুম্হহিঁ নগরু জেহি জারা, তাসু পন্থ কো রোকনিহারা ॥

„ ৩ ভজি রঘুপতি করু হিত আপনা, ছাড়হু নাথ বৃথা জলপনা।
নীলকঞ্জ তনু সুন্দর স্যামা, হৃদয় রাখু লোচন অভিরামা ॥

„ ৪ অহঙ্কার মমতা মদ ত্যাগূ, মহা মোহনিসি সোবত জাগূ।
কালব্যাল কর ভচ্ছক জোঈ, সপনেহু সমর কি জীতির সোঈ ॥

দো ৬৯ সুনি দসকন্ধ রিসান অতি তেহি মন কীনহ বিচার।
রামদূত কর মরউ বরু যহ খল রত মনভার ॥

চৌ ১ অস কহি চলা রচেসি মগ মায়া, সর মন্দির বর বাগ বনায়া।
মারুতসুত দেখা সুভ আস্রম, মুনিহি বুঝি জলু পিয়উঁ জাই স্রম ॥

„ ২ রাচ্ছস কপট বেষ তহঁ সোহা, মায়াপতি দূতহি চহ মোহা।
জাই পবনসুত নায়েউ মাথা, লাগ সো কহই রামু গুন গাথা ॥

„ ৩ হোত মহারন রাবনরামহিঁ, জিতিহহিঁ রাম ন সংসয় যা নহিঁ।
ইহঁা ভয়ে মৈঁ দেখউঁ ভাঈ, জ্ঞান দৃষ্টি বলু মোহি অধিকাঈ ॥

চৌ ৪ বীরঘাতী শক্তিশেল ছাড়ে নিশাচর, তেজ পুঞ্জ লক্ষ্মণের লাগে বক্ষপর।
লক্ষ্মণ মূর্ছিত হয় শক্তির কারণে, ভয় ত্যজি মেঘনাদ যায় সন্নিধানে॥
দো ৬৭ শত কোটি মেঘনাদ যদি শক্তি ধরে, উঠাইতে চায় তাঁরে ওঠাতে না পারে।
জগত ধারণ-কারী অনন্ত যে তাঁরে, কি করে ওঠাবে ফেরে লজ্জিত অন্তরে॥
চৌ ১ শুনহ গিরিজা তুমি যাঁর ক্রোধানলে, এ ভুবন চতুর্দশ ক্ষণ মাত্রে জ্বলে॥
সংগ্রামে জিনিতে পারে তাঁরে কোন জনে, সুর নর সেবা করে যাঁরে ত্রিভুবনে॥
" ২ এ গূঢ় তত্ত্বের কথা জানে সেই জন, রাম কৃপা যার পরে বর্ষে অণুক্ষণ।
সন্ধ্যা সমাগত দেখি উভয় সেনানী, ফিরিল সন্ধানি তার নিজ সৈন্য শ্রেণী॥
" ৩ অজিত ব্যাপক ব্রহ্ম ভুবন ঈশ্বর, পুছেন লক্ষ্মণ কোথা করুণা সাগর।
ইহা শুনি হনুমান আনিল লক্ষ্মণে, দেখিয়া অনুজে প্রভু দুখী হন প্রাণে॥
" ৪ জাম্বুবান কহিলেন সুষেণ বৈদ্যেরে, লঙ্কা হতে আনিবারে পাঠাও কাহারে।
অতি লঘু রূপ ধরি হনুমান যায়, ত্বরিত ভবন সহ আনিল সেথায়॥
দো ৬৮ আসিয়া সুষেণ তার শির করে নত, রঘুপতি পাদ পদ্মে ভক্তি বিগলিত।
কহিল গিরির নাম ঔষধি যেথায়, পবন সুতেরে কহে আনিবে হেথায়॥
চৌ ১ রাম পাদপদ্ম স্মরি' হৃদয়ে তাহার, প্রভঞ্জন সুত চলে গরজি অপার।
ওদিকে দূতের মুখে শুনি বিবরণ, কালনেমি গৃহে যায় তখন রাবণ॥
" ২ রাবণের কাছে শুনি বৃত্তান্ত সকল, পুনঃ পুনঃ শির নাড়ে মাতুল কেবল।
চোখে'র সমুখে তব জ্বালায় নগর, তারে বাধা দেবে কেবা কহ লঙ্কেশ্বর॥
" ৩ তব হিত কল্পে কর রামেরে ভজনা, করিওনা বৃথা তব অলীক কল্পনা।
নীলোৎপল তনুধারী অপরূপ শ্যাম, রাখহ হৃদয়ে তব নয়নাভিরাম॥
" ৪ মমত্ব করহ ত্যাগ ত্যজ অহঙ্কার, মহামোহ নিশা হতে জাগ এইবার।
কালরূপী ভুজঙ্গেরে যে করে ভক্ষণ, স্বপনেও তারে জিনে বলে কোনজন॥
দো ৬৯ ইহা শুনি দশানন ক্রোধে কম্পবান, ভাবে মনে কালনেমি নাহি পরিত্রাণ।
রামদূত হস্তে মৃত্যু সেই মোর শ্রেয়, নতুবা মারিবে মোরে মোর ভাগিনেয়॥
চৌ ১ ইহা কহি মনে মনে সৃজিল মায়াতে, সরসী মন্দির আর উদ্যান পথেতে।
পবন নন্দন দেখে সুচারু আশ্রম, মুনির অজ্ঞায় পানে ঘুচাইব শ্রম॥
" ২ কপট মুনির বেশে রাক্ষস সেথায়, মায়াপতি দূতে মায়া করিবারে চায়।
পবন নন্দন দ্রুত নত করি মাথা, কহিতে লাগিল তারে রামগুণ গাথা॥
" ৩ রাম ও রাবণে আজি হয় মহারণ, জিনিবেন রামচন্দ্র নিঃসন্দেহ মন।
দেখিতেছি মনশ্চক্ষে ঘোর যুদ্ধ ফল, কেননা লড়েছি আমি জ্ঞান দৃষ্টি বল॥

চৌ ৪ মাঁগা জল তেহি দীন্হ কমণ্ডল, কহ কপি নহিঁ অঘাউঁ থোরে জলঁ।
সর মজ্জনু করি আতুর আবহু, দীছা দেউঁ জ্ঞান জেহি পাবহু॥

দো ৭০ সর পৈঠত কপি পদ গহেউ মকরী তব অকুলান।
মারী সো ধরি দিব্যতনু চলী গগন চঢ়ি জান॥

চৌ ১ কপি তব দরস ভইউঁ নিঃপাপা, মিটা তাত মুনিবর কর সাপা।
মুনি ন হোই যহ নিসিচর ঘোরা, মানহুঁ সত্য বচন প্রভু মোরা॥

„ ২ অস কহি গঈ অপছরা জবহীঁ, নিসিচর নিকট গয়উ সো তবহীঁ।
কহ কপি মুনি গুরুদছিনা লেহূ, পাছে হমহিঁ মন্ত্র তুম্হ দেহূ॥

„ ৩ সির লংগূর লপেটি পছারা, নিজ তনু প্রগটেসি মরতী বারা।
রাম রাম কহি ছাড়েসি প্রানা, সুনি মন হরষি চলেউ হনুমানা॥

„ ৪ দেখা সৈল ন ঔষধ চীন্হা, সহসা কপি উপারি গিরি লীন্হা।
গহি গিরি নিসি নভ ধাবত ভয়উ, অবধপুরী উপর কপি গয়উ॥

দো ৭১ দেখা ভরত বিসাল অতি নিসিচর মন অনুমানি।
বিনু ফর সর তকি মারেউ চাপ স্রবন লগি তানি॥

চৌ ১ পরেউ মুরছি মহি লাগত সায়ক, সুমিরত রাম রাম রঘুনায়ক।
সুনি প্রিয়বচন ভরত উঠি ধায়ে, কপি সমীপ অতি আতুর আয়ে॥

„ ২ বিকল বিলোকি কীস উর লাবা, জাগত নহিঁ বহু ভাঁতি জগাবা।
দুখ মলীন মন ভয়ে দুখারী, কহত বচন লোচন ভরি বারী॥

„ ৩ জেহি বিধি রামবিমুখ মোহি কীন্হা, তেহি পুনি যহ দারুন দুখ দীন্হা।
জোঁ মোরে মন বচ অরু কায়া, প্রীতি রাম পদ কমল অমায়া॥

„ ৪ তৌ কপি হোউ বিগত শ্রম সূলা, জোঁ মো পর রঘুপতি অনুকূলা।
সুনত বচন উঠি বৈঠ কপীসা, কহি জয় জয়তি কোসলাধীসা ;

সো ৮ লীন্হ কপিহি উর লাই পুলকিত তন লোচন সজল।
প্রীতি ন হৃদয় সমাই সুমিরি রাম রঘুকুল তিলক॥

চৌ ১ তাত কুসল কহু সুখনিধান কী, সহিত অনুজ অরু মাতুজানকী।
কপি সব চরিত সঁছেপ বখানে, ভয়ে দুখী মন মহঁ পছিতানে॥

„ ২ অহহ দৈব মৈঁ কত জগ জায়উঁ, প্রভু কে একহু কাজ ন আয়উ।
জানি কুঅবসরু মন ধরি ধীরা, পুনি কপি সন বোলে বলবীরা॥

„ ৩ তাত গহরু হোইহি তোহি জাতা, কাজ নসাইহি হোত প্রভাতা।
চঢ়ু মম সায়ক সৈলসমেতা, পঠবউঁ তোহি জহঁ কৃপানিকেতা॥

„ ৪ সুনি কপিমন উপজা অভিমানা, মোরে ভার চলিহি কিমি বানা।
রামপ্রভাব বিচারি বহোরী, বন্দি চরন কপি কহ কর জোরী॥

চৌ ৪ মাগিলে তৃষ্ণার জল কমণ্ডলু দেয়, কহে কপি জল এতে অর্দ্ধেকেও ত নয়।
সরোবরে স্নান করি এসে ত্বরান্বিত, দীক্ষা দেবো জ্ঞান যাতে হইবে বর্দ্ধিত॥
দো ৭০ সরোবরে নামিতেই মকরী বিপুল, ধরিয়া হনুর পদ হইল আকুল।
প্রাণান্ত হইলে পরে দিব্য তনু ধরি', দিব্য যানে শূন্য মার্গে চলিল অপ্সরী॥
চৌ ১ হে কপি দর্শনে তব হইনু নিষ্পাপ, মিটিল আজিকে মোর দুর্বাষার শাপ।
মুনি নহে সমুখেতে নিশাচর ঘোর, সত্য কহি হনুমান মান বাক্য মোর॥
„ ২ ইহা কহি অদর্শন হইলে অপ্সরী, হনু চলে নিশাচর কাছে ত্বরা করি।
কহে তারে দক্ষিণা ত লহ অগ্রে মুনি, দীক্ষা দিও পরে তুমি দিনক্ষণ গুণি॥
„ ৩ জড়ায়ে লাঙ্গুল শিরে আছাড়িয়া মারে, মৃত্যুকালে নিশাচর নিজ তনু ধরে।
রাম নাম উচ্চারিয়া ত্যজিল পরাণ, প্রস্থান করিল হর্ষে তবে হনুমান॥
„ ৪ গিরি দেখি ঔষধিরে চিনিতে না পারি, বিলম্ব না করি গিরি লইল উপাড়ি'।
নিশা নভে গিরি ল'য়ে অতি দ্রুত ধায়, নভ মার্গে উপস্থিত হ'লে অযোধ্যায়॥
দো ৭১ ভরত দেখিল অতি বিশাল আকার, নিশাচর যায় নভে মনে ভাবি তার।
আকর্ণ টানিয়া গুণ ছাড়ে লক্ষ্যপর, সন্ধান করিয়া এক ফলাহীন শর॥
চৌ ১ মহীতে মূর্ছিত পড়ে লাগিলে শায়ক, স্মরি রামে কহে শুধু হে রঘুনায়ক।
শুনি প্রিয় নাম দ্রুত ভরত ছুটিয়া, কপি কাছে আসে অতি আতুর হইয়া॥
„ ২ দেখিয়া বিকল কপি ব্যথিত হৃদয়, জাগাতে চাহিলে কপি তবু নাহি চায়।
মলিন বদনে আর সন্তপ্ত হৃদয়, কহিল ভরত তার নেত্রে অশ্রু ছায়॥
„ ৩ রামের বিমুখ মোরে যে বিধাতা করে, সেই পুনঃ দেয় ব্যথা আমার অন্তরে।
কায়-মনো-বাক্যে রামে যদি মোর মতি, রামের চরণ পদ্মে থাকে যদি প্রীতি॥
„ ৪ তবে কপি ওঠো তুমি ভুলি শ্রম শূল, রঘুপতি মোর প্রতি যাতে অনুকূল।
শুনি বাক্য উঠি বসি কহে কপি তবে, কোশল অধীশ জয় জয়তি রাঘবে॥
সো ৮ কপিরে বক্ষেতে ধরে ভরত তখন, পুলকেতে গাত্র ভরে অশ্রুতে লোচন।
হৃদয় না ধরে প্রীতি উপচিয়া পড়ে, স্মরিয়া শ্রীরামচন্দ্র রঘু তিলকেরে॥
চৌ ১ হে বৎস কুশল কহ সুখ নিধানের, অনুজ লক্ষ্মণ আর জানকী মায়ের।
সংক্ষেপে কহিল কপি বার্তা যাহা ছিল, শুনি অনুশোচনাতে দুখ উপজিল॥
„ ২ এ জগতে কেন মোর জন্ম হল হায়, প্রভুর কোনই কাজে আমারে না পায়।
ধৈর্য ধরি মনে তার জানি অসময়, কিছু না কহিয়া আর হনুমানে কয়॥
„ ৩ যাও বৎস দ্রুতগতি তবে অচিরাৎ, কর্ম পস্ত হবে জানি হইলে প্রভাত।
গিরি সাথে উঠ তুমি শায়কেতে মোর, কৃপানিধি কাছে তোমা পাঠাব সত্বর॥
„ ৪ শুনিয়া কপির মনে জাগে অভিমান, মোর ভার কি প্রকারে লইবে সে বাণ।
রামের প্রতাপ স্মরি করিয়া বিচার, প্রণমি চরণে কহে জুড়ি কর তার॥

চৌ ৫ তব প্রতাপ উর রাখি গুসাঈ, জৈহৌঁ নাথ বানকী নাঈ।
হর্ষি ভরত তব আয়সু দীন্হা, পদসির নাই গবন কপিকীন্হা॥

দো ৭২ ভরত বাহু বল সীল গুন প্রভু পদ প্রীতি অপার।
জাত সরাহত মনহি মন পুনি পুনি পবনকুমার॥

চৌ ১ উহাঁ রাম লছিমনহিঁ নিহারী, বোলে বচন মনুজ অনুসারী।
অর্ধরাতি গই কপি নহিঁ আয়উ, রাম উঠাই অনুজ উর লায়উ॥

" ২ সকহু ন দুখিত দেখি মোহি কাউ, বন্ধু সদা তব মৃদুল সুভাউঁ।
মম হিত লাগি তজেহু পিতু মাতা, সহেউ বিপিন হিম আতপ বাতা॥

" ৩ সো অনুরাগু কহাঁ অব ভাঈ, উঠহু ন সুনি মম বচবিকলাঈ।
জো জনতেউঁ বন বন্ধুবিছোহূ, পিতাবচন মনতেউ নহিঁ ওহূ॥

" ৪ সুত বিত নারি ভবন পরিবারা, হোহিঁ জাহিঁ জগ বারহিঁ বারা।
অস বিচারি জিয় জাগহু তাতা, মিলই ন জগত সহোদর ভ্রাতা॥

" ৫ জথা পঙ্খ বিনু খগ অতি দীনা, মনি বিনু ফনি করিবর করহীনা।
অস মম জিবন বন্ধু বিনু তোহী, জৌ জড় দৈব জিয়াবই মোহী॥

" ৬ জৈহউ অবধ কবন মুঁহ লাঈ, নারিহেতু প্রিয় ভাই গঁবাঈ।
বরু অপজসু সহতেউ জগ মাহীঁ, নারি হানি বিসেষ ছতি নাহীঁ॥

" ৭ অব অপলোকু সোকু সুত তোরা, সহিহি নিঠুর কঠোর উর মোরা।
নিজ জননী কে এক কুমারা, তাত তাসু তুম্হ প্রানঅধারা॥

" ৮ সৌ পেসি মোহি তুম্হহিঁ গহি পানী, সব বিধি সুখদ পরম হিত জানী।
উতরু কাহ দৈহউ তেহি জাঈ, উঠি কিন মোহি সিখাবহু ভাঈ॥

" ৯ বহু বিধি সোচবিমোচন, স্রবত সলিল রাজিব দল লোচন।
উমা এক অখণ্ড রঘুবাঈ, নরগতি ভগতকৃপালু দেখাঈ॥

সো ৯ প্রভু বিলাপ সুনি কান বিকল ভয়ে বানরনিকর।
আই গয়উ হনুমান জিমি করুনা মহঁ বীর রস॥

চৌ ১ হরষি রাম ভেঁটেউ হনুমানা, অতি কৃতজ্ঞ প্রভু পরম সুজানা।
তুরত বৈদ তব কীন্হি উপাঈ, উঠি বৈঠে লছিমন হরষাঈ॥

" ২ হৃদয় লাই ভেঁটেউ প্রভু ভ্রাতা, হরষে সকল তালু কপি ব্রাতা।
পুনি কপি বৈদ তহাঁ পহুঁচাবা, জেহি বিধি তবহিঁ তাহি লেই আবা॥

" ৩ যহ বৃত্তান্ত দসানন সুনেউ, অতি বিষাদ পুনি পুনি সির ধুনেউ।
ব্যাকুল কুম্ভকরন পাহঁ আবা, বিবিধ জতন করি তাহি জগাবা॥

" ৪ জাগা নিসিচর দেখিয় কৈসা, মানহুঁ কাল দেহ ধরি বৈসা।
কুম্ভকরন বুঝা সুন্থ ভাঈ, কাহে তব মুখ রহে সুখাঈ॥

চৌ ৫ তোমার প্রতাপ মনে রাখিব গোঁসাই, দেখ আমি বায়ু বেগে বাণ সম যাই।
হরষি আদেশ দেয় ভরত তখন, প্রণমি চরণে চলে পবন নন্দন ॥
দো ৭২ গুণশীল ভরতের বাহুবল আর, প্রভু পদে প্রীতি তাঁর দেখিয়া অপার।
পথে যেতে মনে মনে পবন কুমার, করিল প্রশংসা বহু তাঁরে বারবার ॥
চৌ ১ এদিকে লক্ষ্মণে হেরি রাম অবিরত, করেন বিলাপ কত মানুষের মত।
অৰ্দ্ধ রাত্র গত হল নাহি আসে কপি, উঠায়ে অনুজে লন বক্ষ মাঝে চাপি ॥
„ ২ সহিতে পারোনি কভু মোর দুঃখ হেরি, মৃদুল স্বভাব তব হে ভ্রাতা তোমারি।
ত্যজিয়াছ পিতা মাতা তুমি মোর হিতে, সহেছো কাননে কষ্ট গ্রীষ্মে ঝড়ে শীতে ॥
„ ৩ কোথা গেল সেই প্রেম হে ভ্রাতা এখন, এখনো ওঠোনা শুনি করুণ ক্রন্দন।
হারাব ভ্রাতারে মোর যদি জানিতাম, পিতার বচন তবে নাহি মানিতাম ॥
„ ৪ ধন পুত্র গৃহ দার আর পরিবার, আসে যায় এ জগত মাঝে বারবার।
মেলেনা এমন ভ্রাতা সহোদর সম, এ কথা বিচারি মনে উঠ ভ্রাতা মম ॥
„ ৫ পক্ষ বিনা যেই দীন দশা বিহঙ্গের, করী কর বিনা আর মণি ভুজঙ্গের।
তোমা বিনা রহিয়াছে জানিও তেমন, বিরূপ দৈবের বশে আমার জীবন ॥
„ ৬ কোন মুখে যাব ফিরি আমি অযোধ্যায়ে, স্ত্রীর লাগি হারাইয়া প্রিয়তম ভায়ে।
স্ত্রী হরণ নহে কিছু গুরুতর ক্ষতি, নিতাম সে অপযশ বিশ্বে মাথা পাতি ॥
„ ৭ এখন সে অপযশ সাথে শোক তব, কঠিন হৃদয়ে মোর সকলি সহিব।
নিজ জননীর তুমি একই কুমার, হে বৎস তুমিই তাঁর প্রাণের আধার ॥
„ ৮ পরম হিতের লাগি সর্ব সুখ জানি, সঁপেছেন মোরে তিনি ধরি তা পাণি।
কি দিব উত্তর তাঁরে অযোধ্যায় যাই', কেন না বোঝাও মোরে এবে উঠি ভাই ॥
„ ৯ শোকহারী প্রভু নিজে শোকে আত্মহারা, কমললোচনে তাঁর বহে অশ্রুধারা।
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ উমা রঘুরায়, দেখান মনুষ্য লীলা ভক্তেরে দয়ায় ॥
সো ৯ প্রভুর প্রলাপ কর্ণে শুনি কপিদল, হতভম্ব হ'য়ে সবে হইল বিকল।
এমত সময়ে নভে আসে হনুমান, করুণা রসেতে যেন বীররস পান ॥
চৌ ১ স্বাগত করেন হর্ষে রাম বায়ু-সুতে, অতীব কৃতজ্ঞ প্রভু সৎস্বভাবেতে।
ভিষক করিল ত্বরা ঔষধ প্রদান, উঠিয়া লক্ষ্মণ বসে প্রফুল্ল বয়ান ॥
„ ২ হৃদয়ে ধরেন প্রভু আপন অনুজে, ঋক্ষ কপিদল মাঝে উল্লাস উপজে।
পুনঃ কপি ভিষকেরে ল'য়ে পহুঁচায়, আনিয়াছে যেথা হতে যাইল সেথায় ॥
„ ৩ শুনিল যখন এই বার্তা দশানন, অতীব বিষাদে শির নাড়ে ক্ষণে ক্ষণ।
ব্যাকুল হইয়া চলে কুম্ভকর্ণ পাশে, অনেক যতন করি জাগাইল শেষে ॥
„ ৪ জাগিয়া কিমত হল দেখিতে তাহারে, আবির্ভূত হল যেন কাল দেহ ধরে।
কুম্ভকর্ণ প্রশ্ন করে কহ মোরে ভাই, শুষ্ক কেন তব মুখ দেখিবারে পাই ॥

চৌ ৫ কথা কহী সব তেহি অভিমানী, জেহি প্রকার সীতা হরি আনী।
তাত কপিন্‌হ সব নিসিচর মারে, মহা মহা জোধা সংহারে॥

„ ৬ দুর্মুখ সুররিপু মনুজঅহারী, ভট অতিকায় অকম্পন ভারী।
অপর মহোদরআদিক বীরা, পরে সমরমহি সব রনধীরা॥

দো ৭৩ সুনি দসকন্ধর বচন তব কুম্ভকরন বিলখান।
জগদম্বা হরি আনি অব সঠ চাহত কল্যান॥

চৌ ১ ভল ন কীন্‌হ তৈঁ নিসিচর নাহা, অব মোহি আই জগায়েহি কাহা।
অজহূঁ তাত ত্যাগি অভিমানা, ভজহু রাম হোইহি কল্যানা॥

„ ২ হৈঁ দসসীস মনুজ রঘুনায়ক, জা কে হনূমান সে পায়ক।
অহহ বন্ধু তৈঁ কীন্‌হি খোটাঈ, প্রথমহিঁ মোহি ন সুনায়েহি আঈ॥

„ ৩ কীন্‌হেহু প্রভুবিরোধ তেহি দেবক, সিব বিরঞ্চি সুর জা কে সেবক।
নারদ মুনি মোহি জ্ঞান জো কহা, কহতেউঁ তোহি সময় নিরবহা॥

„ ৪ অব ভরি অঙ্ক ভেঁটু মোহি ভাঈ, লোচন সুফল করউ মৈঁ জাঈ।
স্যামগাত সরসী রুহ লোচন, দেখউঁ জাই তাপ ত্রয় মোচন॥

দো ৭৪ রামরূপ গুন সুমির মন মগন ভয়উ ছন এক।
রাবন মাঁগেউ কোটি ঘট মদ অরু মহিষ অনেক॥

চৌ ১ মহিষ খাই করি মদিরাপানা, গর্জা বজ্রাঘাতসমানা॥
কুম্ভকরন দুর্মদ রনরঙ্গা, চলা দুর্গ তজি সেন ন সঙ্গা॥

„ ২ দেখি বিভীষনু আগে গয়উ, পরেউ চরন নিজ নাম সুনায়উ।
অনুজ উঠাই হৃদয় তেহি লাবা, রঘুপতি ভগত জানি মনভাবা॥

„ ৩ তাত লাত রাবন মোহি মারা, কহত পরমহিত মন্ত্রবিচারা।
তেহি গলানি রঘুপতি পহিঁ আয়উঁ, দেখি দীন প্রভু কে মন ভায়উঁ॥

„ ৪ সুনু সুত ভয়উ কালবস রাবনু, সো কি মান অব পরমসিখাবনু।
ধন্য ধন্য তৈঁ ধন্য বিভীষন, ভয়উ তাত নিসিচর কুল ভূষন॥

„ ৫ বন্ধু বংস তৈঁ কীন্‌হ উজাগর, ভজেহু রাম সোভা সুখসাগর।

দো ৭৫ বচন কর্ম মন কপটু তজি ভজহু রাম রনবীর।
জাহু ন নিজ পর সুঝ মোহি ভয়উ কালবস বীর॥

চৌ ১ বন্ধুবচন সুনি ফিরা বিভীষন, আয়উ জহঁ ত্রৈলোক বিভূষন।
নাথ ভূধরা কার সরীরা, কুম্ভকরন আবত রনধীরা॥

„ ২ এতনা কপিন্‌হ সুনা জব কানা, কিলিকিলাই ধায়ে বলবানা।
লিয়ে উপারি বিটপ অরু ভূধর, কটকটাই ডারহিঁ তা উপর॥

চৌ ৫ সব কথা শুনাইল তারে অহঙ্কারী, কি কারণে কি প্রকারে আনে সীতা হরি'।
হে বৎস মর্কটগণে সংহারে রাক্ষসে, মহাবীর যোদ্ধাগণে ধরি ধরি নাশে ॥

„ ৬ সুর বৈরী নরাহারী সুযোদ্ধা দুর্মুখ, অতিকায় অকম্পন সমরে উন্মুখ।
মহোদর আদি অন্য মহা মহা বীর, সমরে পতিত আজি সর্ব রণ ধীর ॥

দো ৭৩ শুনিয়া বৃত্তান্ত সব রাবণ বচনে, কুম্ভকর্ণ হ'ল অতি দুখী নিজ মনে।
জগদম্বা জানকীরে করিয়া হরণ, সুখী হতে চাও মূর্খ এবে কি কারণ ॥

চৌ ১ ভাল কর নাই তুমি নিশাচর পতি, আমারে জাগালে কেন এখন দুর্মতি।
কহিতেছি প্রিয় ভ্রাতা ত্যজ অহঙ্কার, ভজ রঘুবীরে হবে কল্যাণ তোমার ॥

„ ২ দশানন ভাব বুঝি নর রঘুবীরে, পবন কুমার যাঁর ভৃত্য চিরতরে।
করেছো অকাজ হায় তুমি গোড়াতেই, কেন জাগালে না মোরে তুমি প্রথমেই ॥

„ ৩ করেছো বিরোধ প্রভু পূর্ণব্রহ্ম সাথে, সুর ব্রহ্মা শিব সেবে যাঁরে দিবা রাতে।
নারদ মুনিই দেন এ জ্ঞান আমায়, কহিতাম সময়েতে দিলে কোথা হায় ॥

„ ৪ আলিঙ্গন কর মোরে ভ্রাতা একবার, নয়ন সফল এবে কবির আমার।
শ্যাম দুর্বাদল দেহ রাজীব লোচন, দেখিব যাইয়া আমি ত্রিতাপ মোচন ॥

দো ৭৪ রাম রূপ গুণ স্মরি ক্ষণিকের তরে, কুম্ভকর্ণ মন মাঝে মগ্ন হ'য়ে পড়ে।
রাবণ ভাবিল মনে নিদ্রা বুঝি যায়, মদিরা কলশ বহু মহিষ আনায় ॥

চৌ ১ খাইয়া মহিষ মাংস মদ্য করি পান, ভীষণ গর্জন করে বজ্রের সমান।
রণেতে দুর্মদ চলে কুম্ভকর্ণ বীর, না লয়ে একটি সেনা দুর্গের বাহির ॥

„ ২ বিভীষণে দেখে আসে সমুখে তাহার, পাদস্পর্শ করি করে স্বনাম প্রচার।
অনুজে উঠায়ে নিজ বক্ষ মাঝে ধরে, রঘুপতি ভক্ত সে যে তাই মন ভরে ॥

„ ৩ হে তাত রাবণ মোরে পদাঘাত করে, শ্রেষ্ঠ হিত বাক্য যবে কহিলাম তারে।
সে গ্লানিতে আসিলাম রঘুপতি পাশে, জানি মোরে দীন অতি প্রভু ভালবাসে ॥

„ ৪ শুন বৎস দশানন কালবশ এবে, হিতবাক্য পরামর্শ কি করিয়া লবে।
ধন্য তোমা ধন্য মোর ভ্রাতা বিভীষণ, হইয়াছ নিশাচর কুলের ভূষণ ॥

„ ৫ বংশ মুখোজ্জ্বল তুমি করিয়াছ ভ্রাতা, ভজনা করিয়া রামে সর্ব দুঃখ ত্রাতা।

দো ৭৫ কায়মনো বাক্যে ত্যজি' তব কপটতা, ভজনা করহ তাত শ্রীরামে সর্বথা।
যাও বৎস মৃত্যু মোর অতি সন্নিকটে, নাহি ভাবি কেবা দূরে কেই বা নিকটে ॥

চৌ ১ ভ্রাতার বচন শুনি ফিরে বিভীষণ, আসিল যেথায় র'ন ত্রিলোক ভূষণ।
হে নাথ পর্বত-কায় শরীর যাহার, আসিতেছে কুম্ভকর্ণ রণেতে অপার ॥

„ ২ কপির কর্ণেতে যবে এ খবর যায়, কিচিমিচি শব্দ করি হনুমান ধায়।
উপাড়ি পাদপ আর বিশাল ভূধর, কড়মড়ি ফেলে তেজে তাহার উপর ॥

চৌ ৩ কোটি কোটি গিরি সিখর প্রহারা, করহিঁ ভালু কপি একহিঁ বারা।
মূরৈ ন মন তন টরৈ ন টারা, জিমি গজ অর্কফলন্হি কর মারা॥
" ৪ তব মারুতসুত মুঠিকা হনেউ, পরেউ ধরনি ব্যাকুল সির ধুনেউ।
পুনি উঠি তেহি মারেউ হনুমন্তা, ঘুর্নিত ভূতল পরেউ-তুরন্তা॥
" ৫ পুনি নল নীলহি অবনি পছারেসি, জহঁ তহঁ পটকি ভটকি ভট ডারেসি।
চলী বলী মুখ সেন পরাঈ, অতিভয় ত্রসিত ন কোউ সমুহাঈ॥
দো ৭৬ অঙ্গদাদি কপি ধায় বস করি সমেত সুগ্রীবঁ।
কাঁখ দাবি কপি রাজ কহঁ চলা অমিত বল সীবঁ॥
চৌ ১ উমা করত রঘুপতি নরলীলা, খেল গরুড় জিমি অহিগন মীলা।
ভৃকুটি ভঙ্গ জো কালহি খাঈ, তাহি কি সোহই ঐসি লরাঈ॥
" ২ জগপাবনি কীরতি বিস্তরিহহিঁ, গাই গাই ভবনিধি নর তরিহহিঁ।
মুরছা গই মারুতসুত জাগা, সুগ্রীবহি তব খোজন লাগা॥
" ৩ সুগ্রীব হুকৈ মুরুছা বীতী, নিবুকি গয়উ তেহি মৃতকপ্রতীতী।
কাটেসি দসন নাসিকা কানা, গরজি অকাস চলেউ তেহি জানা॥
" ৪ গয়েউ চরন ধচি ধরনি পছারা, অতি লাঘব উঠি পুনি তেহি মারা।
পুনি আয়উ প্রভু পহিঁ বলবানা, জয়তি জয়তি জয় কৃপানিধানা॥
" ৫ নাক কান কাটে সোই জানী, ফিরা ক্রোধ করি ভই মন গ্লানী।
সহজ ভীম পুনি বিনু শ্রুতি নাসা, দেখত কপিদল উপজী ত্রাসা॥
দো ৭৭ জয় জয় জয় রঘুবংস মনি ধায়ে কপি দেই হূহ।
একহি বার তাসু পর ছাঁড়েন্হি গিরি তরু জুহ॥
চৌ ১ কুম্ভকরন রনরঙ্গা বিরুদ্ধা, সনমুখ চলা কালু জনু ক্রুদ্ধা।
কোটি কোটি কপি ধরি ধরি খাঈ, জনু টীডী গিরিগুহা সমাঈ॥
" ২ কোটিন্হ গহি সরীর সন মর্দা, কোটিন্হ মীঁজি মিলব মহি গর্দা।
মুখ নাসা শ্রবনন্হি কী বাটা, নিসরি পরাহিঁ ভালু কপি ঠাটা॥
" ৩ রন মদ মত্ত নিসাচর দর্পা, বিস্ব গ্রসিহি জনু এবি বিধি অর্পা।
মুরে সুভট সব ফিরহিঁ ন ফেরে, সূঝ ন নয়ন সুনহিঁ নাহিঁ টেরে॥
" ৪ কুম্ভকরন কপিফৌজ বিডারী, সুনি ধাঈ রজনীচর ধারী।
দেখী রাম বিকল কটকাঈ, রিপুঅনীক নানা বিধি আঈ॥
দো ৭৮ সুনু সুগ্রীবঁ বিভীষন অনুজ সঁভারেহু সৈন।
মৈ দেখউঁ খল বল দলহি বোলে রাজিবনৈন॥
চৌ ১ কর সারঙ্গ সাজি কটি ভাথা, মৃগপতি ঠবন চলে রঘুনাথা।
প্রথম কীন্হি প্রভু ধনুষটকোরা, রিপুদল বধির ভয়উ সুনি সোরা॥

চৌ ৩ কোটি কোটি পর্বতের করিল প্রহার, ঋক্ষ কপি এক সাথে তারে বারবার।
গ্রাহ্য নাহি করে তাহা শরীর ন টলে, যেন হস্তী প্রহারিত আকন্দের ফলে॥
,, ৪ মারুত সুতের এক তীব্র মুষ্টাঘাতে, ঘূর্ণিত মস্তকে পড়ে বিকলি ভূমিতে।
উঠি পুনঃ কুম্ভকর্ণ মারে হনুমানে, ঘূর্ণিত মস্তকে হনু পড়ে পৃথ্বী পানে॥
,, ৫ পুনঃ নল নীলে ধরি ফেলে আছাড়িয়া, যত্র তত্র মারে কপি ধরিয়া ধরিয়া।
কপি সেনা ছত্র ভঙ্গ করে পলায়ন, ত্রাসে নাহি করে কেহ কাছে আগমন॥
দো ৭৬ অঙ্গদাদি সাথে যত মহাবীর ছিল, সুগ্রীব সমেত সবে সঙ্গাহীন হল।
কপিরাজে কক্ষপুটে চাপি ল'য়ে বলে, অমিত বলের সীমা কুম্ভকর্ণ চলে॥
চৌ ১ হে উমা খেলেন রাম নরলীলা ইথে, গরুড় যেমন খেলে সর্পকুল সাথে।
ভ্রূভঙ্গ হইলে যাঁর কাল ত্রাসে মরে, 'এ' সংগ্রাম শোভনীয় হতে পারে তাঁরে॥
,, ২ জগত পাবনকারী কীর্তি যাঁর কত, ভবনিধি হয় পার গাহি নর শত।
মূর্চ্ছিত পবন সুত সঙ্গালাভ করে, খুঁজিতে হইল ব্যস্ত সুগ্রীব রাজারে॥
,, ৩ কপিরাজ ক্রমে তার জ্ঞান ফিরে পায়, মৃত মনে করি ত্যজে ভূমিতে তাহায়।
কাটে নাসা কর্ণ তার সুগ্রীব দশনে, বুঝিবার আগে ওঠে গর্জি শূন্য পানে॥
,, ৪ সুগ্রীবের পদ ধরি ভূমিতে আছাড়ে, ত্বরিত গতিতে উঠি কুম্ভকর্ণে মারে।
প্রভুর নিকটে পৌঁছি কপি বলবান, কহিল জয়তি জয় করুণানিধান॥
,, ৫ নাসা কর্ণ কাটা গেছে জানিল যখন, গ্লানিতে ভীষণ ক্রোধে ফিরিল তখন।
এমনি ভীষণ তাহে নাসা কর্ণ হীন, দেখিয়া কপির দল ভয়েতে মলিন॥
দো ৭৭ জয় জয় জয় জয় রঘুবংশ মণি, হুহু করি ধায় কপি মুখে এই ধ্বনি।
এক সাথে লয়ে হাতে বহু তরু গিরি, অতিবেগে ছাড়ে সেই নিশাচর পরি॥
চৌ ১ কুম্ভকর্ণ রণরঙ্গে অতি অনায়াসে, চলিল সমুখে যেন কাল ক্রোধ বশে।
অসংখ্য মর্কট সেনা ধরি' ধরি' খায়, টিট্টিভ যেমন ঢোকে পর্বত গুহায়॥
,, ২ কত কপি শরীরেতে ডলিয়া পিষিল, কত কপি চূর্ণ হয়ে ধূলায় মিশিল।
নাসা কর্ণ মুখ হতে ঋক্ষ কপি কত, বাহির হইয়া হয় পলায়নে রত॥
,, ৩ রণ মদে মত্ত সেই দর্পী নিশাচরে, বিশ্বগ্রাস করে যেন বিধাতার বরে।
ডাকিলে না ফেরে যোদ্ধা পলায়ন রত, নয়নে না দেখে কিছু শ্রবণে বিগত॥
,, ৪ কুম্ভকর্ণ কপি সেনা করিল বিধ্বস্ত, শুনিয়া রাক্ষস সেনা ফিরিল আশ্বস্ত।
শ্রীরাম দেখেন নিজ সৈন্যেরা বিকল, রাক্ষস সৈন্যেরা সেথা আসে অবিরল॥
দো ৭৮ সুগ্রীব লক্ষ্মণ শুন আর বিভীষণ, ছত্রভঙ্গ সেনাগণে কর সংগঠন।
আমি দেখি কত বলে খল সৈন্যে ধরে, রাজীব নয়ন রাম কহিলেন ধীরে॥
চৌ ১ হস্তে ল'য়ে ধনুঃশর কটিতে কৃপান, চলেন শ্রীরাম যেন মৃগপতি ঠাম।
প্রথমে দিলেন প্রভু ধনুকে টংকার, ত্রাসে কাঁপে রিপুদল সে শব্দে সঙ্কার॥

চৌ ২ ধনু সন্ধানি ছাড় সর লচ্ছা, কালসর্প জনু চলে সপচ্ছা।
জহঁ তহঁ চলে বিপুল নারাচা, লগে কটন ভট বিকট পিসাচা॥
„ ৩ কটহিঁ চরন উর সির ভুজদণ্ডা, বহুতক বীর হোহিঁ সত খণ্ডা।
ঘুর্মি ঘুর্মি ঘায়ল মহি পবহাঁ, উঠি সম্ভারি সুভট পুনি লরহীঁ॥
„ ৪ লাগত বান জলদ জিমি গাজহিঁ, বহুতক দেখি কঠিন সর ভাজহিঁ।
রুণ্ড প্রচণ্ড মুণ্ড বিনু ধারহিঁ, ধরু ধরু মারু মারু ধুনি গাবহিঁ॥
দো ৭৯ ছন মহঁ প্রভু কে সায়কন্‌হি কাটে বিকট পিসাচ।
পুনি রঘুবীর নিষঙ্গ মহঁ প্রবিসে সব নারাচ॥
চৌ ১ কুম্ভকরন মন দীখ বিচারী, হতি ছন মাঁঝ নিসাচর ধারী।
ভয়উ ক্রুদ্ধ দারুন বল বীরা, করি মৃগ নায়ক নাদ গঁভীরা॥
„ ২ কোপি মহীধর লেই উপারী, ডারই জহঁ মর্কটভট ভারী।
আবত দেখি সৈল প্রভু ভারে, সরন্‌হি কাটি রজসম করি ডারে॥
„ ৩ পুনি ধনু তানি কোপি রঘুনায়ক, ছাড়ে অতি করাল বহু সায়ক।
তন মহুঁ প্রবিসি নিসরি সর জাহীঁ, জনু দামিনি ঘন মাঁঝ সমাহীঁ॥
„ ৪ সোনিত স্রবত সোহ তন কারে, জনু কজ্জলগিরি গেরুপনারে।
বিকল বিঁলোকি ভালু কপি ধারে, বিহঁসা জবহিঁ নিকট কপি আয়ে॥
দো ৮০ মহানাদ করি গর্জা কোটি কোটি গহি কীস।
মহি পটকই গজরাজ ইব সপথ করই দসসীস॥
চৌ ১ ভাগে ভালু বলীমুখ জুথা, বৃক বিলোকি জিমি মেষবরূথা।
চলে ভাগি কপি ভালু ভবানী, বিকল পুকারত আরতবানী॥
„ ২ যহ নিসিচর দুকাল সম অহঈ, কপিকুল দেন পরন অব চহঈ।
কৃপা বারি ধর রাম খরারী, পাহি পাহি প্রনতারতিহারী॥
„ ৩ সকরুন বচন সুনত ভগবানা, চলে সুধারি সরাসনবানা।
রাম সেন নিজ পাছে ঘালী, চলে সকোপ মহাবল সালী॥
„ ৪ খৈঁচি ধনুষ সত সর সন্ধানে, ছুটে তীর সরীর সমানে।
লাগত সর ধাবা রিসভরা, কুধর ডগমগত ডোলতি ধরা॥
„ ৫ লীন্‌হ এক তেহি সৈল উপাটী, রঘুকুল তিলক ভুজা সোই কাটী।
ধাবা বামবাহু গিরিধারী, প্রভু সোউ ভুজা কাটি মহি পারী॥
„ ৬ কাটে ভুজা সোহ খল কৈসা, পচ্ছহীন মন্দরগিরি জৈসা।
উগ্র বিলোকনি প্রভুহি বিলোকা, গ্রসন চহত মানহুঁ ত্রয়লোকা॥
দো ৮১ করি চিকার অতি ঘোরতর ধাবা বদন পসারি।
গগন সিদ্ধ সুর ত্রসিত সব হা হা হোতি পুকারি॥

চৌ ২ ধনুকে সন্ধানি লক্ষ্য ছাড়িলেন শর, কাল সর্প পক্ষে যেন চলে ভয়ঙ্কর।
বাণের সমূহ চলে অতি তেজোময়, কাটিল পিশাচ রুপী যোদ্ধা সমুদয়॥
„ ৩ কাটেন চরণদ্বয় বাহু বক্ষ আর, শত খণ্ড হয় দেহ যতেক যোদ্ধার।
ঘূর্ণিত আহত যোদ্ধা পড়ে ভূমি পরে, সামালি' উঠিয়া সেই পুনঃ যুদ্ধ করে॥
„ ৪ ঝাঁকে ঝাঁকে চলে বাণ বর্ষার গর্জন, দেখি সে কঠিন বাণ বহু ত্যজে রণ।
কবন্ধ প্রচণ্ড দেহ ল'য়ে ইতস্তত, ধর ধর মার মার চিৎকারে সতত॥
দো ৭৯ মুহূর্তে কাটিয়া যত বিকট পিশাচ, ফিরিয়া আসিল তূণে প্রভুর নারাচ।

চৌ ১ কুম্ভকর্ণ নিজ মনে করিল বিচার, ক্ষণ মাঝে নিশাচর হইবে সংহার।
দারুণ ক্রোধেতে তবে সেই মহাবীর, সিংহনাদ মুহুর্মুহু করিল গম্ভীর॥
„ ২ প্রকাণ্ড পর্বত এক লইয়া উপারি', ছাড়ে যেথা কপিবীর আছে সারি সারি।
আসিতে দেখিয়া সেই বিরাট পর্বত, বাণেতে কাটেন তাহা প্রভু ধুলিবৎ॥
„ ৩ আকর্ণ টানিয়া গুণ ক্রোধে রঘুনাথ, ছাড়েন করাল বাণ বহু স:থে সাথ।
শরীরে প্রবেশি দ্রুত বাহিরায় পুনঃ, দারুণ দামিনী মেঘে চমকিছে যেন॥
„ ৪ শোণিতের ধারা বহে সকল শরীরে, গৈরিক প্রণালী যেন কজ্জল পাহাড়ে।
বিকল দেখিয়া তারে ঋক্ষ কপি ধায়, হাসে কুম্ভকর্ণ যবে নিকটেতে যায়॥
দো ৮০ অতি বেগে ধায় করি প্রচণ্ড গর্জন, কোটি কোটি কপি ধরি করিয়া তর্জন।
মহীতে আছাড়ি ফেলে সিংহের বিক্রমে, জয় দশানন কহে অতি পরাক্রমে॥
চৌ ১ পালাতে লাগিল যত ঋক্ষ কপি দল, মেঘের যে দশা হয় বায়ুতে প্রবল।
ঋক্ষ কপি ছত্র ভঙ্গ হইল ভবানি, বিকল হইয়া করে এই আর্তবাণী॥
„ ২ অকাল স্বরূপে দেখি এই নিশাচরে, কপিকুল ধ্বংস এতো চাহে করিবারে।
কৃপার সিঞ্চন কারী হে রাম খরারি, বাঁচাও বাঁচাও এবে ভক্তে ত্রাণকারী॥
„ ৩ করুণ বচন এই শুনি ভগবান, চলেন লইয়া হস্তে শরাসন বাণ।
সকল সেনারে তাঁর রাখিয়া পিছনে, চলিলেন রঘুবীর অতি ক্রুদ্ধ মনে॥
„ ৪ ধনুতে সন্ধানি তবে শত শত শর, ছাড়েন অব্যর্থভাবে শরীরের পর।
লাগিলে সে বাণ ক্রোধে কুম্ভকর্ণ ধায়, কাঁপায় পর্বত আর টলায়ে ধরায়॥
„ ৫ লইল পর্বত এক উপারি তখনি, কাটিলেন ডান বাহু রঘুকুল মণি।
বাম হস্তে ধরি গিরি ধাইল যখন, কাটেন সে বামহস্ত শ্রীরাম তখন॥
„ ৬ ভুজহীন সে খলেরে দেখে মন হয়, অপক্ষ মন্দর গিরি শোভিত সেথায়।
উগ্র দৃষ্টি পাতে সেই চাহে প্রভু পানে, গ্রাস করিবারে যেন চায় ত্রিভুবনে॥
দো ৮১ ব্যাদিত করিয়া মুখ তবে নিশাচর, ধাইল চিৎকার করি অতি ভয়ঙ্কর।
গগন ছাইয়া ওঠে হাহাকার ধ্বনি, ব্যথিত সকল সুর ত্রাস মনে গণি॥

চৌ ১ সভয় দেব করুনা নিধি জানেউ, শ্রবন প্রজন্ত সরাসন তানেউ।
বিসিখনিকর নিসিচর মুখ ভরেউ, তদাপি মহাবল ভূমি ন পরেউ ॥
" ২ সরন্হি ভরা সো সনমুখ ধাবা, কালত্রোন সজীব জনু আবা।
তব প্রভু কোপি তীব্র সর লীন্হা, ধর তেঁ ভিন্ন তাসু সির কীন্হা ॥
" ৩ সো সিরু পরেউ দসানন আগে, বিকল ভয়েউ জিমি ফনি মনি ত্যাগে।
ধরনি ধসই ধর ধাব প্রচণ্ডা, তব প্রভু কাটি কীন্হ দুই খণ্ডা ॥
" ৪ পরে ভূমি জিমি নভ তেঁ ভূধর, হেঠ দাবি কপি ভালু নিসাচর।
তাসু তেজ প্রভুবদন সমানা, সুর মুনি সবহিঁ অচম্ভৌ মানা ॥
" ৫ সুর দুন্দুভী বজাবহিঁ হরষহিঁ, অস্তুতি করহিঁ সুমন বহু বরষহিঁ।
করি বিনতী সুর সকল সিধায়ে, তেহী সময় দেবরিষি আয়ে ॥
" ৬ গগনোপরি হরি গুন গন গায়ে, রুচির বীররস প্রভুমন ভায়ে।
বেগি হতহু খল কহি মুনি গয়ে, রামু সমর মহি সোহত ভয়ে ॥
ছ ৩ সংগ্রামভূমি বিরাজ রঘুপতি অতুলবল কোসলধনী।
শ্রমবিন্দু মুখ রাজীবলোচন অরুন তন সোনিতকনী ॥
ভুজজুগল ফেরত সরসরাসন ভালু কপি চহুঁ দিসি বনে।
কহ দাস তুলসী কহি ন সক ছবি সেষ জেহি আনন ঘনে ॥

দো ৮২ নিসিচর অধম মলাকর তাহি দীন্হ নিজ ধাম।
গিরিজা তে নর মন্দমতি জে ন ভজহিঁ শ্রীরাম ॥
চৌ ১ দিন কে অন্ত ফিরি দোউ অনী, সমর ভঈ সুভটন্হ শ্রম ঘনী।
রামকৃপা কপিদল বলু বাঢ়া, জিমি তৃন পাই আগ অতি ডাঢ়া ॥
" ২ ছীজহিঁ নিসিচর দিন অরু রাতী, নিজ মুখ কহে প্রকৃত জেহি ভাতী।
বহু বিলাপ দসকন্ধর করঈ, বন্ধুসীস পুনি পুনি উর ধরঈ ॥
" ৩ রোবহিঁ নারি হৃদয় হতি পানী, তাসু তেজ বল বিপুল বখানী।
মেঘনাদ তেহি অবসর আবা, কহি বহু কথা পিতা সমুঝাবা ॥
" ৪ দেখেহু কালি মোরি মনুসাঈ, অবহিঁ বহুত কা করউঁ বড়াঈ।
ইষ্টদেব সোঁ বল রথ পায়উ, সো বল তাত ন তোহি দেখায়উঁ ॥
" ৫ এহি বিধি জলপত ভয়উ বিহানা, চহুঁ দুআর লাগে কপি মানা।
ইত কপি ভালু কালসম ধীরা, উত রজনীচর অতি রন ধীরা ॥

চৌ ১ দেবগণে ভীত জানি করুণা-সাগর, আকর্ণ টানিয়া গুণ ছাড়িলেন শর।
সমগ্র বদন হল আচ্ছন্ন শরেতে, তথাপি সে মহাবল না পড়ে ভূমিতে॥
„ ২ খচিত বাণেতে মুখ সমুখেতে ধায়, সজীব তূণীর যেন আসে কাল প্রায়।
ক্রোধান্বিত প্রভু লন অতি তীক্ষ্ণ শর, দেহ হতে শিরশ্ছেদ করেন তৎপর॥
„ ৩ রাবণ সমুখে গিয়া সেই শির পড়ে, মণি হীন ফণী যথা ব্যথিত অন্তরে।
কবন্ধ প্রবল বেগে ধর্ষে ধরণীরে, দ্বিখণ্ড করেন প্রভু তাহা তীক্ষ্ণ শরে॥
„ ৪ আকাশ হইতে যেন পড়িল ভূধর, তলে চাপা পড়ে ভালু কপি নিশাচর।
তার তেজ প্রভু মুখে হল উদ্ভাসিত, সুর মুনি দেখি ইহা হইল বিস্মিত॥
„ ৫ বাজায় দুন্দুভি হর্ষে নভে দেবগণ, জয় জয় কহি' করে পুষ্প বরিষণ।
করিয়া বন্দনা তাঁরে গেলে সুরগণ, দেবর্ষি নারদ সেথা আসেন তখন॥
„ ৬ আকাশে গাহেন তিনি হরিগুণ গান, বীর রসে পূর্ণ তাহা প্রভু সুখ পান।
রক্ষ কুল ধ্বংশ কর কহি ঋষি যান, রাম শোভে রণস্থলে বীরের সমান॥

ছ ৩ বিরাজেন রঘুপতি সমরে নিপুন অতি
রণস্থলে কোশল রাজন,
শ্রম বিন্দু ললাটেতে রক্ত বিন্দু শরীরেতে
শ্যাম তনু রাজীব লোচন।
উভয় হস্তেতে শোভে ধনুঃশর রিপু লোভে
ঋক্ষ কপি ঘিরি চারিধার,
শেষ বহু আননেতে নাহি পারে বাখানিতে
তুলসী কহিবে কিবা আর॥

দো ৮২ অশুদ্ধ দেহের সেই অধম রাক্ষসে, দিলেন আপন ধাম রাম অবশেষে।
হে গিরিজা সেই নর অতি মন্দ মতি, শ্রীরামের পাদ পদ্মে নাহি যার রতি॥

চৌ ১ দিনান্তে উভয় সৈন্য ফেরে শিবিরেতে, ব্যথিত সকল বীর সমর শ্রমেতে।
কপি সৈন্য বল দৃপ্ত শ্রীরাম কৃপাতে, তৃণাহুতি পড়ে যেন সুপ্ত অনলেতে॥
„ ২ দিবানিশি নিশাচর হয় হীন বল, কহিলে সুকৃতি গর্বে নাহি হয় ফল।
অনুজ মস্তক বক্ষে পুনঃপুনঃ ধরি', বিলাপ করিল বহু আর্তনাদ করি॥
„ ৩ নারীরা ক্রন্দন করে বক্ষে করাঘাতে, বাখানি বিক্রম তেজ তার বহুমতে।
সেই অবসরে আসে মেঘনাদ তথা, বোঝাল পিতারে তার কহি বহু কথা॥
„ ৪ এখনি সদম্ভ গর্ব করিতে না চাই, মোর পুরুষার্থ কল্য দেখিবে সবাই।
ইষ্টদেব হতে আমি পেয়েছি যে বল, তোমারে কহিনি পিতঃ আমি সে সকল॥
„ ৫ এ প্রকার জল্পনাতে হইল প্রভাত, চতুর্দিকে ঋক্ষ কপি যেথা দৃকপাত।
এ দিকেতে কপি ভালু কাল সম বীর, ও দিকে রাক্ষস সেনা অতি রণধীর॥

চৌ ৬ লরহিঁ সুভট নিজ নিজ জয় হেতু, বরনি ন জাই সমর খগকেতু ॥

দো ৮৩ মেঘনাদ মায়াময় রথচঢ়ি গয়উ অকাস।
গর্জেউ অট্টহাস করি ভই কপিকটকহি ত্রাস ॥

চৌ ১ সক্তি সূল তরবারি কৃপানা, অস্ত্র সস্ত্র কুলিসায়ুধ নানা।
ডারই পরসু পরিঘ পাষানা, লাগেউ বৃষ্টি করই বহু বানা ॥

„ ২ দস দিসি রহে বান নভ ছাঈ, মানহুঁ মঘা মেঘ ঝরি লাঈ।
ধরু ধরু মারু সুনিঅ ধুনি কানা, জো মারই তেহি কোউ ন জানা ॥

„ ৩ গহি গিরি তরু অকাস কপি ধাবহিঁ, দেখহিঁ তেহি ন দুখিত ফিরি আবহিঁ।
অবঘট ঘাট বাট গিরি কন্দর, মায়াবল কীন্হেসি সরপঞ্জর ॥

„ ৪ জাহিঁ কহাঁ ভয়ে ব্যাকুল বন্দর, সুরপতি বন্দি পরে জনু মন্দর।
মারুতসুত অঙ্গদ নল নীলা, কীন্হেসি বিকল সকল বল সীলা ॥

„ ৫ পুনি লছিমন সুগ্রীবঁ বিভীষন, সরন্হি মারি কীন্হেঁসি জর্জরতন।
পুনি রঘুপতি সন জুঝই লাগা, সর ছাড়ই হোই লাগহিঁ নাগা ॥

„ ৬ ব্যাল পাস বস ভয়উ খরারী, স্ববস অনন্ত এক অবিকারী।
নট ইব কপটচরিত কর নানা, সদা স্বতন্ত্র এক ভগবানা ॥
রনসোভা লগি প্রভুহিঁ বঁধাবা, দেখি দসা দেবন্হ ভয় পাবা ॥

দো ৮৪ গিরিজা জাকর নামু জপি নর কাটহিঁ ভবপাস।
সো প্রভু আব কি বন্ধ তর ব্যাপক বিস্বনিবাস ॥

চৌ ১ চরিত রাম কে সগুন ভবানী, তরকি ন জাহিঁ বুদ্ধি বল বানী।
অস বিচারি জে তজ্ঞ বিরাগী, রামহিঁ ভজহিঁ তর্ক সব ত্যাগী ॥

„ ২ ব্যাকুল কটক কীন্হ ঘননাদা, পুনি ভা প্রগট কহই দুর্বাদা।
জামবন্ত কহ খল রহু ঠাঢ়া, সুনি করি তাহি ক্রোধ অতি বাঢ়া ॥

„ ৩ বুঢ় জানি সঠ ছাড়েউঁ তোহী, লাগেসি অধম প্রচারই মোহী।
অস কহি তীব্র ত্রিসূল চলাবা, জামবন্ত কর গহি সোই ধাবা ॥

„ ৪ মারেসি মেঘনাদ কৈ ছাতী, পরা ধরনি ঘুর্মিত সুরঘাতী।
পুনি রিসান গহি চরন ফিরাবা, মহি পছারি নিজ বল দেখরাবা ॥

„ ৫ বরপ্রসাদ সো মরই ন মারা, তব গহি পদ লঙ্কা পর ডারা।
ইহাঁ দেবরিষি গরুড় পঠাবা, রামসমীপ সপদি সো আবা ॥

দো ৮৫ খগপতি সব ধরি খায়ে মায়া নাগ বরূথ।
মায়া বিগত ভয়ে সব হরষে বানরজূথ ॥

দো ৮৬ গহি গিরি পাদপ উপল নখ ধায়ে কীস রিসাই।
চলে তমীচর বিকলতর গঢ় পর চঢ়ে পরাই ॥

চৌ ৬ যুঝিছে যোদ্ধারা সবে নিজ জয় হেতু, বর্ণনা অতীত তাহা জেনো খগকেতু।
দো ৮৩ মেঘনাদ করি তবে মায়ার বিকাশ, ঊর্দ্ধগামী রথে চড়ি' উঠিল আকাশ।
গর্জিল মেঘের সম প্রলয়ের কালে, অতি ত্রাসে ভীত হল ঋক্ষ কপি দলে॥
চৌ ১ পরিঘ কৃপাণ আর শক্তি শূল শর, বজ্র সম অস্ত্র শস্ত্র অতীব প্রখর।
নিক্ষেপে কুঠার আর প্রচণ্ড পর্বত, বাণেতে আছন্ন করে ঘোর বৃষ্টিবৎ॥
„ ২ দশ দিক সমাচ্ছন্ন অগণিত বাণে, বৃষ্টি ঝরে যেন মঘা নক্ষত্র প্লাবনে।
ধর ধর মার মার শোনে কপি কানে, যে হানিছে তাহারে ত কেহ নাহি জানে॥
„ ৩ ল'য়ে গিরি বৃক্ষ কপি আকাশেতে ধায়, ফিরে অতি দুঃখে তারে দেখিতে না পায়।
উচ্চ নীচ সর্ব স্থানে পর্বত গুহায়, বাণেতে আচ্ছন্ন করি পিঞ্জর বানায়॥
„ ৪ কোথা যাবে অতিশয় ব্যাকুল বানরে, মন্দর পর্বতে যেন ইন্দ্র বন্দী করে।
বায়ু সুতে নল-নীলে অঙ্গদের সাথে, বলশালী ব্যাকুলিত করিল মায়াতে॥
„ ৫ অতঃপর বিভীষণে সুগ্রীবে লক্ষণে, জর্জরিত করে সবে তীক্ষ্ণ বাণে বাণে।
পুনঃ রঘুপতি সাথে যুদ্ধ আরম্ভিল, নাগ পাশ অস্ত্র ত্যজি বন্ধন করিল॥
„ ৬ সর্বদা স্বতন্ত্র রাম পূর্ণ ভগবান, নট সম নানা লীলা শ্রীরাম দেখান।
রণ শোভা লাগি' নিজে সহেন বন্ধন, দশা দেখি দেবতার ভয়েতে কম্পন॥

দো ৮৪ হে গিরিজা যাঁর নাম জপি নরগণ, মুক্ত হয় মহাপাশ জনিত বন্ধন।
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে যিনি ব্যাপক নিবাসে, সেই প্রভু বদ্ধ এবে তুচ্ছ নাগপাশে॥
চৌ ১ রামের চরিত্র হেথা সগুণ ভবানি, তর্ক মন বুদ্ধি দ্বারা না যায় বাখানি।
ইহাই বিচার করি পরম বৈরাগী, রামেরে ভজনা করে কুতর্ক তেয়াগি॥
„ ২ ব্যাকুল মর্কট সৈন্যে করি মেঘনাদ, প্রকট হইয়া কহে দুর্বাক্য অবাধ।
জাম্বুবান কহে তারে দাঁড়া খল ওরে, শুনিয়া তাহার মনে ক্রোধ অতি বাড়ে॥
„ ৩ বৃদ্ধ বলি ওরে মূর্খ ছাড়িয়াছি তোরে, স্পর্ধা তোর কোস্ এবে দুর্বাক্য আমারে।
এত কহি ছাড়ে এক সুতীক্ষ্ণ ত্রিশূল, লুফি' তাহা জাম্বুবান ধায় প্রতিকূল॥
„ ৪ মেঘনাদ বক্ষে মারে প্রচণ্ড বলেতে, ঘূর্ণিত মস্তকে পড়ে সুরারি ভূমিতে।
পুনঃ ক্রোধে জাম্বুবান ধরি পদ তার, মহীতে আছাড়ি করে বলের প্রচার॥
„ ৫ মরিয়াও নাহি মরে দেবতার বরে, লঙ্কার মাঝারে ফেলে তারে পদে ধরে।
এদিকে নারদ ঋষি গরুড়ে পাঠান, অতি শীঘ্র রাম পাশে গরুড় পৌঁছান॥
দো ৮৫ ক্ষণেকে সর্পারি করে ভক্ষণ সর্পেরে, ত্বরা মায়া মুক্ত কপি সবে হর্ষ করে।

„ ৮৬ গিরি বৃক্ষ শিলা নখ লইয়া কপিরা, ধাইল রাক্ষস প্রতি ক্রোধে আত্মহারা।
পলায় রাক্ষসগণ হ'য়ে বিচলিত, আশ্রয় দুর্গের মাঝে লয় ত্বরান্বিত॥

চৌ ১ মেঘনাদ কৈ মুরছা জাগী, পিতহি বিলোকি লাজ অতি লাগী।
তুরত গয়েউ গিরিবর কন্দরা, করউঁ অজয় মখ অস মন ধরা ॥
„ ২ সো সুধি পাই বিভীষন কহই, সুনু প্রভু সমাচার অস অহই।
মেঘনাদ মখ করই অপাবন, খল মায়াবী দেবসতাবন ॥
„ ৩ জৌঁ প্রভু সিদ্ধ হোই সো পাইহি, নাথ বেগি রিপু জীতি ন জাইহি।
সুনি রঘুপতি অতিসয় সুখ মানা, বোলে অঙ্গদাদি কপি নানা ॥
„ ৪ লছিমন সঙ্গ জাহু সব ভাঈ, করহু বিধংস জজ্ঞ কর জাঈ।
তুম্হ লছিমন মারেহু রন ওহী, দেখি সভয় সুর দুখ অতি মোহী ॥
„ ৫ মারেহু তেহিঁ বল বুদ্ধি উপাঈ, জেহি ছীজই নিসিচর সুনু ভাঈ।
জামবন্ত সুগ্রীব বিভীষন, সেন সমেত রহেহু তীনিউঁ জন ॥
„ ৬ জব রঘুবীর দীন্হি অনুসাসন, কটি নিষঙ্গ কসি সাজি সরাসন।
প্রভু প্রতাপ উর ধরি রনধীরা, বোলে ঘন ইব গিরা গভীরা ॥
„ ৭ জৌঁ তেহি আজু বধে বিনু আবউঁ, তৌ রঘুপতি সেবক ন কহাবউ।
জৌঁ সত শঙ্ক করহিঁ সহাঈ, তদপি হতউঁ রঘুবীর দোহাঈ ॥
দো ৮৭ বন্দি রামপদ কমল জুগ চলেউ তুরন্ত অনন্ত।
অঙ্গদ নীল ময়ন্দ নল সঙ্গ ঋষভ হনুমন্ত ॥
চৌ ১ জাই কপিন্হ সো দেখা বৈসা, আহুতি দেত রুধির অরু ভৈঁসা।
কীন্হ কপিন্হ সব জজ্ঞ বিধংসা, জব ন উঠই তব করহিঁ প্রসংসা ॥
„ ২ তদপি ন উঠই ধরেন্হি কচ জাঈ, লাতন্হি হতি হতি চলে পরাঈ।
লেই ত্রিসূল ধাবা কপি ভাগে, আয়ে জহঁ রামানুজ আগে ॥
„ ৩ আবা পরমক্রোধ কর মারা, গর্জ ঘোররব বারহিঁ বারা।
কোপি মরুতসুত অঙ্গদ ধায়ে, হতি ত্রিসূল উর ধরনি গিরায়ে ॥
„ ৪ প্রভু কহঁ ছাড়েসি সূল প্রচণ্ডা, সর হতি কৃত অনন্ত জুগ খণ্ডা।
উঠি বহোরি মারুতি জুবরাজা, হতহিঁ কোপি তেহি ঘাউ ন বাজা ॥
„ ৫ ফিরে বীর রিপু মরই ন মারা, তব ধাবা করি ঘোর চিকারা।
আবত দেখি ক্রুদ্ধ জনু কালা, লছিমন ছাড়ে বিসিখ করালা ॥
„ ৬ দেখেসি আবত পবিসম বানা, তুরত ভয়উ খল অন্তরধানা।
বিবিধ বেষ ধরি করই লরাঈ, কবহুঁক প্রগট কবহুঁ দুরি জাঈ ॥
„ ৭ দেখি অজয় রিপু ডরপে কীসা, পরম ক্রুদ্ধ তব ভয়উ অহীসা।
এহি পাপিহিঁ মৈঁ বহুত খেলাবা, লছিমন মন অস মন্ত্র দৃঢ়াবা ॥

চৌ ১ মূর্চ্ছা ভঙ্গে মেঘনাদ দেখিয়া পিতারে, অতীব লজ্জিত হল অন্তরে অন্তরে।
ত্বরিত চলিল উঠি গুহা সুকন্দরে, ভাবিল অজিত হবে সেথা যজ্ঞ করে॥

„ ২ বিভীষণ সমাচার পাইয়া তখনি, কহে প্রভু শুন এবে ওগো গুণমনি।
দেবতা দুঃখদ সেই মায়াবী এখন, অপবিত্র যজ্ঞ লাগি করে আয়োজন॥

„ ৩ যজ্ঞান্তে পাইলে সিদ্ধি প্রভু তার পরে, সহসা জিনিতে কেহ পারিবেনা তারে।
রঘুপতি শুনি সুখী আপনার মনে, ডাকেন অঙ্গদে আর বীর হনুমানে॥

„ ৪ যাও ভ্রাত সঙ্গে করি অনুজ লক্ষ্মণে, যজ্ঞ পণ্ড কর গিয়া তোমরা এক্ষণে।
হে লক্ষ্মণ রণে তারে করিও হনন, দেবগণে ভীত দেখি দুখী মোর মন॥

„ ৫ কপিরাজ জাম্বুবান আর বিভীষণ, সেনা সাথে রহ সেথা এই তিনজন।
রঘুবীর দেন যবে এই নির্দেশন, কটিতে তূণীর আর হস্তে শরাসন॥

„ ৬ প্রভুর প্রতাপ স্মরি' তবে রণধীর, গর্জিল বজ্রের সম পরম গম্ভীর।
তাহারে না বধি যদি ফিরি অকারণ, শ্রীরাম সেবক মোরে যেন নাহি কন॥

„ ৭ সহস্র শঙ্কর* তার হলেও সহায়, রামের শপথ আমি বধিব তাহায়।

দো ৮৭ বন্দি রঘুবীর পদ কমল যুগলে, ত্বরিত চলেন তবে অনন্ত সদলে।
অঙ্গদ ময়ন্দ নীল নল রণধীর, চলিল সঙ্গেতে তার হনু মহাবীর॥

চৌ ১ কপিগণ গিয়া দেখে যজ্ঞাসীন তারে, যজ্ঞেতে আহুতি দেয় মহিষ-রুধিরে।
লণ্ড ভণ্ড করে যজ্ঞ কপিগণ মিলি, তথাপি উঠিল না ত বলিহারি বলি॥

„ ২ উঠিল না দেখি তারে টানে কেশ ধরি, পলায় তাহার দেহে পদাঘাত করি।
ত্রিশূল লইয়া তবে ধায় কপি পর, ধায় কপি রামানুজ হন অগ্রসর॥

„ ৩ মেঘনাদ আসে ধেয়ে ক্রোধে মৃত প্রায়, বার বার মহা ক্ষোভে কেবল গর্জায়।
অঙ্গদ ও হনুমান ক্রোধে আসে চলে, বক্ষে শূল হানি দোঁহে ফেলে ভূমি তলে॥

„ ৪ প্রভু উপরেও হানে প্রচণ্ড ত্রিশূল, বাণে বাণে কাটিলেন 'অনন্ত' নির্মূল।
মারুতি অঙ্গদ তবে উঠি ক্রোধ সনে, প্রচণ্ড প্রহার করে ব্যথা নাহি মানে॥

„ ৫ ফিরে বীর রিপু তার মারিলে না মরে, ধায় মেঘনাদ গর্জি অতি তীব্র স্বরে।
আসিতে দেখিয়া ক্রোধে যেন ঘোর কাল, লক্ষ্মণ সন্ধানে শর প্রচণ্ড করাল॥

„ ৬ আসিতে দেখিয়া সেই বজ্র সম বাণ, ত্বরিত গতিতে খল হল অন্তর্ধান।
বিবিধ প্রকার রূপে যুদ্ধ করে খল, কখন প্রকট কভু লুকায় কেবল॥

„ ৭ দেখিয়া অজয় রিপু কপিগণ ভীত, লক্ষ্মণ হইল তবে পরম ক্রোধিত।
পাপীরে অনেক খেলা খেলায়েছি এবে, উচিত সংহার করা কপি ভীত যবে॥

* এ স্থলে শঙ্কর অর্থে, মনে হয়, মঙ্গলদায়ক কর্ম (যজ্ঞ)

চৌ ৮ সুমিরি কোসলাধীস প্রতাপা, সরসন্ধান কীন্হি করি দাপা।
ছাঁড়েউ বান মাঁঝ উর লাগা, মরতী বার কপট সব ত্যাগা ॥

দো ৮৮ রামানুজ কহঁ রাম কহঁ অস কহি ছাড়েসি প্রান।
ধন্য সক্রজিত মাতু তব কহ অঙ্গদ হনুমান ॥

চৌ ১ বিনু প্রয়াস হনুমন্ত উঠাবা, লঙ্কাদ্বার রাখি তেহি আবা।
তাসু মরন সুনি সুর গন্ধর্বা, চড়ি বিমান আয়ে নভ সর্বা ॥

„ ২ বরষি সুমন দুন্দুভী বজাবহিঁ, শ্রীরঘুবীর বিমল জস গাবহিঁ।
জয় অনন্ত জয় জগদাধারা, তুম্হ প্রভু সব দেবন্হ নিস্তারা ॥

„ ৩ অস্তুতি করি সুর সিদ্ধ সিধায়ে, লছিমন কৃপাসিন্ধু পাহি আয়ে।
প্রভুহি বিলোকি সীস পদ নায়ে, উঠ প্রভু অনুজ হর্ষ উর লায়ে ॥
মুখ প্রসন্নতা দেখি পূছ জব, রিপুবধ কহা বিভীষন হু তব ॥

„ ৪ সুত বধ সুনা দসানন জবহীঁ, মুর্ছিত ভয়উ পরেউ মহী তবহীঁ।
দুঃখিত হৃদয় নয়ন ভরি আবা, জনু সিরমনি অহিরাজ গঁবাবা ॥

„ ৫ হা সুত সন্তত আজ্ঞাকারী, করি বিলাপ দসকন্ধর পুকারী।
সক্রআদি জীতেহু সব দেবা, সুর মুনি নাগ করায়হু সেবা ॥

„ ৬ দুসর রহা ন ভুজবল দাপা, স্বর্গ ভূমিতল তাপউ প্রতাপা।
ইহি বিধি করি বিলাপ লঙ্কেসা, ভয়উ তেজহত সুনু উরু গেসা ॥

„ ৭ মন্দোদরী রুদন করি ভারী, উর তাড়ত বহু ভাঁতি পুকারী।
নগর লোগ সব ব্যাকুল সোচা, সকল কহহিঁ দসকন্ধর পোচা ॥

দো ৮৯ তব লঙ্কেস অনেক বিধি সমুঝাঈ সব নারি।
নস্বররূপ জগত সব দেখহু হৃদয় বিচারি ॥

চৌ ১ তিন্হহিঁ জ্ঞানু উপদেশা রাবন, আপুনু মন্দ কথা সুভ ভাবন।
পরউপদেস কুসল বহুতেরে, জে আচরহিঁ তে নর ন ঘনেরে ॥

„ ২ তাসু ক্রিয়া করি নিসিচর নাহা, ভয়উ সোচবস অতি উরদাহা।
সচিব আই সব লগে বুঝাবন, বাদি বিষাদ করিয় জনি রাবন ॥

„ ৩ সুতবিত নারি বিবিধ সুখ কৈসে, উপজহিঁ ঘটা জাহিঁ উড়ি জৈসে।
তড়িত দমক দেখিয় ঘনমাহীঁ, রহইহি ন থির সো বহুরি ছিপাহীঁ ॥

„ ৪ অসজিয় জানি সুনিয় দসভালা, বচহি ন কোউ জগ আএ কালা।
অব প্রভু জতন বিচারহু সোঈ, রিপুকর নাস কবন বিধ হোঈ ॥

„ ৫ বচন সুনত তেহিঁ কছু সুখ মানা, কাল বিবস জিমি তীরথ জ্ঞানা।
নিসা সিরানি ভয়উ তিনুসারা, লগে ভালু কপি চারিহুঁ দ্বারা ॥

চৌ ৮ কোশল অধীশ স্মরি প্রতাপ মহান, সদর্পে করেন তিনি শরের সন্ধান।
সেই বাণ মেঘনাদ বক্ষে মাঝে যায়, মৃত্যুতে সকল মায়া লইল বিদায়॥

দো ৮৮ রামের অনুজ কোথা, কোথা রঘুরাম, কহি মেঘনাদ লয় চরম বিশ্রাম।
ধন্য তব মাতা ধন্য ইন্দ্রজিত বীর, হনুমান ও অঙ্গদ কহে সুগম্ভীর॥

চৌ ১ অনায়াসে হনুমান তুলি দেহ তার, রাখি এলো দেহ যেথা লঙ্কার দুয়ার।
তাহার মরণ শুনি গন্ধর্ব দেবতা, বিমানেতে শূন্য মার্গে এলো সবে সেথা॥

" ২ বাজায় দুন্দুভি বর্ষে পুষ্প ধরণীতে, শ্রীরাম বিমল যশ লাগিল গাহিতে।
জগত আধার জয় 'অনন্ত' তোমার, হে প্রভু করেছো তুমি দেবেরে নিস্তার॥

" ৩ স্তুতি করি সুর সিদ্ধ করিল প্রস্থান, লক্ষ্মণ চলেন যেথা কৃপার নিধান।
প্রভুরে হেরিয়া শির পদে নত করে, অনুজে ধরেন রাম উঠি বক্ষোপরে।
মুখ প্রসন্নতা দেখি পুছিলেন যথা, বিভীষণ কহিলেন রিপুবধ কথা॥

" ৪ পুত্রের নিধন বার্তা দশানন শুনি, মূর্ছিত হইল দুঃখে লইল ধরণী।
হৃদয় শোকেতে ভরা নয়নেতে ধারা, অহিরাজ যেন শোকে শিরোমণি হারা॥

" ৫ হা পুত্র সতত তুমি ছিলে আজ্ঞাধারী, রাবণ ক্রন্দন করে হৃদয় বিদারি।
জিনিয়াছ যুদ্ধে তুমি ইন্দ্র আদি দেবে, সুর সিদ্ধ মুনি নাগ সদা তোমা সেবে॥

" ৬ দ্বিতীয় না ছিল কেহ দর্পী ভুজবলে, স্বর্গ-মর্ত্য একাধারে প্রতাপে জ্বালালে।
এরূপ বিলাপ করে কত না লঙ্কেশ, তেজ বল ক্ষীণ হল শুন উরগেশ॥

" ৭ মন্দোদরী ক্রন্দনেতে ওঠে হাহাকার, বক্ষে কর হানি মাতা কাঁদিছে অপার।
কাঁদিছে নগরবাসী সর্বজনে শোকে, দুষিতেছে দশাননে আজি সর্বলোকে॥

দো ৮৯ তখন লঙ্কেশ করি অনেক প্রয়াস, বোঝাল অবলা কুলে ফেলি দীর্ঘশ্বাস।
দেখহ বিচার করি আপনার মনে, নশ্বর জীবন এই মায়ার বন্ধনে॥

চৌ ১ রাবণ তাদের দেয় উপদেশ জ্ঞান, নিজ বেলা মন্দ যুক্তি অমৃত সমান।
উপদেশ দিতে চায় চতুর অনেক, উপদেশ নিজে মানে লাখেতে না এক॥

" ২ পুত্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করি নিশাচর, হৃদয় জ্বলন শোকে হইল কাতর।
মন্ত্রীরা নিকটে আসি বোঝায় তখন, বৃথা শোক ত্যজ এবে লঙ্কেশ রাবণ॥

" ৩ সুত বিত্ত পরিবার সুখের কেমন, ঘনঘটা মেঘচ্ছটা উপজে যেমন।
বিজলী চমক যেন মেঘের মাঝারে, না রহে সুস্থির কভু মিলায় তৎপরে॥

" ৪ ইহাই মানিয়া মনে শুন দশানন, বাঁচেনা কেহই যবে কাল আগমন।
হে প্রভু যতনে কর এখন বিচার, কি করে করিবে নাশ রিপুরে তোমার॥

" ৫ বচনে সান্ত্বনা পেল মনে অভিমান, কাল বশে মনে করে পেল শাস্ত্র জ্ঞান।
এইরূপ জল্পনাতে রাত্রি গত হল, চতুর্দ্বারে ঋক্ষ কপি আসিয়া দাঁড়াল॥

চৌ ৬ সুভট বোলাই দসানন বোলা, রনসনমুখ জা কর মন ভোলা।
সো অবহীঁ বরু জাউ পরাঈ, সঞ্জুগবিমুখ ভয়ে ন ভলাঈ ॥

” ৭ নিজ ভুজ বল মৈঁ বৈর বঢ়াবা, দেইহউঁ উতরু জো রিপু চঢ়ি আবা।
অস কহি মরুতবেগ রথু সাজা, বাজে সকল জুঝাউ বাজা ॥

” ৮ চলে বীর সব অতুলিত বলী, জনু কজ্জল কৈ আঁধী চলী।
অসগুন অমিত হোহিঁ তেহি কালা, গনই ন ভুজবল গর্ব বিসালা ॥

ছ ৪ অতি গর্ব গনই ন সগুন অসগুন স্রবহিঁ আয়ুধ হাথ তেঁ।
ভট গিরত রথ তেঁ বাজি গজ চিক্করত ভাগহিঁ সাথ তেঁ ॥
গোমায়ু গীধ করাল খররব স্বান রোবহিঁ অতি ঘনে।
জনু কালদূত উলুক বোলহিঁ বচন পরম ভয়াবনে ॥

দো ৯০ তাহি কি সম্পতি সগুন সুত সপনেহুঁ মন বিস্রাম।
ভুত দ্রোহ রত মোহবস রামবিমুখ রতকাম ॥

চৌ ১ চলেউ নিসাচর কটকু অপারা, চতুরঙ্গিনী অনী বহু ধারা।
বিবিধ ভাঁতি বাহন রথ জানা, বিপুল বরন পতাক ধ্বজ নানা ॥

” ২ চলে মত্ত গজজুথ ঘনেরে, প্রাবিট জলদ মরুত জনু প্রেরে।
বরন বরন বিরদৈত্য নিকায়া, সমরসূর জানহিঁ বহু মায়া ॥

” ৩ অতি বিচিত্র বাহনী বিরাজী, বীর বসন্ত সেন জনু সাজী।
চলত কটকু দিগসিন্ধুর ডগহীঁ, ছুভিত পয়োধি কুধর ডগমগহীঁ ॥

” ৪ উঠী রেনু রবি গয়উ ছপাঈ, পবন থকিত বসুধা অকুলাঈ।
পনব নিসান ঘোররব বাজহিঁ, প্রলয়সময় কে ঘন জনু গাজহিঁ ॥

” ৫ ভেরি নফীর বাজ সহনাঈ, মারু রাগ সুভট সুখদাঈ।
কেহরিনাদ বীর সব করহীঁ, নিজ নিজ বল পৌরুষ উচ্চরহীঁ ॥

” ৬ কহই দসানন সুনহু সুভট্টা, মর্দহু ভালু কপিন্হ কে ঠট্টা।
হোঁ মারিহউ ভূপ দোউ ভাঈ, অস কহি সনমুখ ফৌজ রেঁগাঈ ॥

” ৭ যহ সুধি সকল কপিন্হ জব পাঈ, ধায়ে করি রঘুবীর দোহাঈ ॥

চৌ ৬ সেনাপতি সবে ডাকি কহিল রাবণ, যুদ্ধক্ষেত্রে যার নাহি যেতে চায় মন।
এখনি পৃথক হও সেই কাপুরুষ, যুদ্ধে গিয়ে পৃষ্ঠভঙ্গে নাহিক পৌরুষ ॥

„ ৭ ভুজবলে শত্রু বৃদ্ধি করিয়াছি আমি, তাড়াবো এসেছে যারা যুদ্ধে আজি নামি।
ইহা কহি বায়ু বেগে সাজাইল রথ, যুদ্ধের বাজনা যত বাজে যুগপৎ ॥

„ ৮ চলিল যতেক বীর অতুলন বলী, যেন সে কজ্জল গিরি আসিতেছে চলি।
অমঙ্গল চিহ্ন যত দেখা দিল তবে, ভুজ বলে গর্বে গর্বী মানিল না সবে ॥

ছ ৪ অতি গর্বে নাহি মানে কল্যাণ ও অকল্যাণে
হস্ত হ'তে অস্ত্র পড়ে যায়।
রথ হতে রথী পড়ে গজ অশ্ব ডাক ছাড়ে
চালকেরে মানিতে না চায় ॥
শৃগাল শকুন যত ডাকিতেছে অবিরত
সারমেয় কাঁদিছে অদ্ভুত।
পেচক ইহার পরে ভীষণ চিৎকার করে
ঠিক যেন অকালের দূত ॥

দো ৯০ সর্বজীবে দ্রোহ রত মোহেতে আবৃত, রামদ্রোহী কামাগ্নিতে সদা জর্জরিত।
তার কি হইবে শুভ সম্পত্তি সম্মান, স্বপনেও পাইবে কি সে মূঢ় বিশ্রাম ॥

চৌ ১ নিশাচর সেনা চলে অসংখ্য অপার, চতুরঙ্গ বাহিনীতে বিবিধ প্রকার।
বিবিধ বাহন রথ যান বহুবিধ, বিচিত্র বর্ণের ধ্বজা পতাকা বিবিধ ॥

„ ২ মত্ত গজ যূথ চলে কত দলে দলে, বর্ষার সজল মেঘ যেন বায়ুবলে।
নানা বর্ণে চলে বীর দৈত্যের প্রকার, সমরে প্রচণ্ড যোদ্ধা মায়া জানে আর ॥

„ ৩ অতীব বিচিত্র সেই বাহিনী বিরাজে, বসন্ত বায়ব সেনা যেন বীর সাজে।
অতীব চঞ্চল সেনা দিক্‌গজ মত, বিক্ষুব্ধ সমুদ্র যেন পর্বত কম্পিত ॥

„ ৪ ধূলিতে আঁধার হল রবি লুকায়িত, পবন স্তম্ভিত হল বসুধা কম্পিত।
আকাশে বিষাণ বাজে অতি দ্রুত তালে, মেঘের গর্জন যেন প্রলয়ের কালে ॥

„ ৫ বাজিছে বাঁশরী ভেরী বাজিছে সানাই, মারু রাগিনীতে বাজে যোদ্ধা সুখী তাই।
সিংহনাদ করি যত বীরেরা হুঙ্কারে, নিজ নিজ বলবীর্য কহে গর্ব ভরে ॥

„ ৬ দশানন কহে শুন সবে বীরবর, তোমরা মর্দন কর ভল্লুক বাঁদর।
মারিব একাই আমি রাজ ভ্রাতা দ্বয়, ইহা কহি অগ্রসরি রণক্ষেত্রে যায় ॥

„ ৭ এ বারতা কপিগণ পাইল যখন, ধায় রঘুবীর জয় করি উচ্চারণ।

ছ ৫ ধায়ে বিসাল করাল মরকট ভালু কাল সমান তে।
মানহুঁ সপচ্ছ উড়াহিঁ ভুধরবৃন্দ নানা বান তে॥
নখ দসন সৈল মহাদ্রুমায়ুধ সবল সঙ্ক ন মানহীঁ।
জয় রাম রাবন মত্ত গজ মৃগ রাজ সুজস বখানহীঁ॥

দো ৯১ দুহুঁ দিসি জয় জয়কার করি নিজ নিজ জোরী জানি।
ভিরে বীর ইত রঘুপতিহিঁ উত রাবনহিঁ বখানি॥
চৌ ১ রাবন রথী বিরথ রঘুবীরা, দেখি বিভীষন ভয়উ অধীরা।
অধিক প্রীতি মন ভা সন্দেহা, বন্দি চরন কহ সহিত সনেহা॥
" ২ নাথ ন রথু নহিঁ তনু পদত্রানা, কেহি বিধি জিতব বীর বলবানা।
সুনহু সখা কহ কৃপানিধানা, জেহি জয় হোই সো স্যন্দন আনা॥
" ৩ সৌরজ ধীরজ তেহি রথ চাকা, সত্য সীল দৃঢ় ধ্বজা পতাকা।
বল বিবেক দম পরিহিত ঘোরে, ছমা কৃপা সমতা রজু জোরে॥
" ৪ ঈসভজন সারথী সুজানা, বিরতি চর্ম সন্তোষ কৃপানা।
দান পরসু বুধি সক্তি প্রচণ্ডা, বর বিজ্ঞান কঠিন কোদণ্ডা॥
" ৫ অমল অচল মন ত্রোনসমানা, সম জম নিয়স সিলীমুখ নানা।
কবচ অভেদ বিপ্র গুরু পূজা, এহি সম বিজয়উপায় ন দূজা॥
" ৬ সখা ধর্মময় অস রথ জা কে, জীতন কহঁ ন কতহুঁ রিপু তা কে॥
দো ৯২ মহা অজয় সংসাররিপু জীতি সকই সো বীর।
জা কে অস রথ হোই দৃঢ় সুনহু সখা মতিধীর॥
" ৯৩ সুনত বিভীষন প্রভুবচন হরষি গহে পদকঞ্জ।
এহি মিস মোহি উপদেস দিয় রামকৃপা সুখ পুঞ্জ॥
" ৯৪ উত প্রচার দসকন্ধর ইত অঙ্গদ হনুমান।
লরত নিসাচর ভালু কপি করি নিজ নিজ প্রভু আন॥
চৌ ১ সুর ব্রহ্মাদি সিদ্ধ মুনি নানা, দেখত রন নভ চড়ে বিমানা।
হমহূঁ উমা রহে তেহি সঙ্গা, দেখত রাম চরিত রন রঙ্গা॥
" ২ সুভট সমর রস দুহুঁ দিসি মাঁতে, কপি জয়সীল রামবল তাতে।
এক এক সন ভিরহিঁ প্রচারহিঁ, একন্হ এক মর্দি মহি পারহিঁ॥

ছ ৫ বিশাল করাল কায় মর্কট ভল্লুক ধায়
মহাকাল সম বুঝি তারা।
সপক্ষ ভূধর যেন উড়ি আসে ঘন ঘন
বাণে বাণে উৎপাটিত ধারা॥
তীক্ষ্ণ নখ দন্ত সাথে শৈল বৃক্ষ ল'য়ে হাতে
ধায় ক্রোধে শঙ্কা নাহি মানে।
মত্ত হস্তী দশাননে জয় রাম সদা মনে
সিংহ রূপী রাম যশ গানে॥

দো ৯১ জয় জয়াকার ধ্বনি ওঠে দুই দিকে, নিজ নিজ দল সাথে পশ্চাতে সমুখে।
জড় হল কপি সেনা এদিকে রামের, ওদিকে রাক্ষস গায় যশ রাবণের॥

চৌ ১ রাবণ সে রথোপরে রাম ভূমিতলে, বিভীষণ অস্থিরতা অতি স্পষ্ট হলে।
পরম প্রীতির লাগি হইল সন্দেহ, চরণ বন্দিয়া কহে মনে তীব্র স্নেহ॥
,, ২ হে নাথ নাহিক রথ তব পদত্রাণ, কিরূপে জিনিবে তুমি বৈরী বলবান।
শুন সখা কহিলেন কৃপার নিধান, যে জিনিবে তার রথ ভিন্ন অভিধান॥
,, ৩ শৌর্য বীর্য হয় তার রথচক্র দুই, সত্যশীল দৃঢ় ধ্বজা পতাকা নিত্যই।
পরহিত বল জ্ঞান দম অশ্ব তার, ক্ষমা দয়া সাম্য রজ্জু অশ্বের বল্গার॥
,, ৪ ঈশ্বর অর্চনা তার সারথি মহান, বৈরাগ্যই বর্ম তার সন্তোষ কৃপাণ।
দানই কুঠার বুদ্ধি শক্তিশেল তার, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হয় দৃঢ় কার্মুক তাহার॥
,, ৫ সংযম নিয়ম তার শিলিমুখ বাণ, নির্মল সুস্থির মন তূণের সমান।
অভেদ্য কবচ তার বিপ্রপদে নতি, ইহা ছাড়া বিজয়ের নাহি অন্য গতি॥
,, ৬ হে সখা ধর্মের এই রথ যার হয়, তাহারে জিনিতে রিপু এ জগতে নয়।

দো ৯২ এ সংসার রিপু হয় অতীব অজয়, এ যুদ্ধে প্রবৃত্ত বীর তারি হবে জয়।
যার আছে এই রূপ অতি দৃঢ় রথ, শুন সখা বিভীষণ নাহিক দ্বিমত॥

,, ৯৩ প্রভুর বচন শুনি হর্ষে বিভিষণ, করিল বন্দনা পুনঃ প্রভুর চরণ।
এ ভাবেতে দিলে মোরে আজি উপদেশ, রাম রঘুবীর তুমি সুখের নির্দেশ॥

,, ৯৪ ওদিকে রাবণ দেয় প্রচণ্ড হুঙ্কার, এদিকে অঙ্গদ বীর হনুমান আর।
নিশাচর ঋক্ষ কপি ব্যস্ত হল রণে, নিজ নিজ প্রভু গর্ব রাখিয়া স্মরণে॥

চৌ ১ ব্রহ্মা আদি দেবগণে সিদ্ধ মুনিগণে, আসিল দেখিতে রণ আকাশে বিমানে।
আমিও ছিলাম উমা তাহাদের সনে, দেখিবারে রামবীর্য এ তুমুল রণে॥
,, ২ দুই পক্ষে বীর যত রণ রঙ্গে মাতে, জয়শীল কপিগণ রাম প্রভাবেতে।
হাতাহাতি যুদ্ধ হয় হুহুঙ্কার সনে, এক সে অপরে হানি' ফেলে পৃথ্বীপানে॥

চৌ ৩ মারহিঁ কাটহিঁ ধরহিঁ পছারহিঁ, সীস তোরি সীসন্হ মন মারহিঁ।
উদর বিদারহিঁ ভুজা উপারহিঁ, গহি পদ অবনি পটকি ভট ডারহিঁ॥
„ ৪ নিসিচর ভট মহি গাড়হিঁ ভালূ, উপর ডারি দেহিঁ বহু বালূ।
বীর বলীমুখ জুদ্ধ বিরুদ্ধে, দেখিঅত বিপুল কাল জনু ক্রুদ্ধে॥
ছ ৬ ক্রুদ্ধে কৃতান্ত সমান কপিতনু স্রবত সোনিত রাজহীঁ।
মর্দহিঁ নিসাচর কটক ভট বলবন্ত ঘন জিমি গাজহীঁ॥
মারহিঁ চঁপেটন্হি ডাঁটি দাতন্হ কাটি লাতনহ মীঁজহীঁ।
চিক্করহিঁ মরকট ভালু ছল বল করহিঁ জেহি খলছীজহীঁ॥
„ ৭ ধরি গাল কারহিঁ উর বিদারহিঁ গল অঁতাবরি মেলহীঁ।
প্রহলাদপতি জনু বিবিধ তনু ধরি সমরঅঙ্গন খেলহীঁ॥
ধরু মারু কাটু পছারু ঘোর গিরা গগন মহি ভরি রহী।
জয় রাম জো তৃন তেঁ কুলিস কর কুলিস তেঁ তৃন কর সহী॥
দো ৯৫ নিজ দল বিচলত দেখেসি বীস ভুজা দস চাপ।
রথ চঢ়ি চলেউ দসানন ফিরহু ফিরহু করি দাপ॥
চৌ ১ ধায়েউ পরম ক্রুদ্ধ দসকন্ধর, সনমুখ চলে হূহ দেই বন্দর।
গহি কর পাদপ উপল পছারা, ডারেন্হি তাপর একহিঁ বারা॥
„ ২ লাগহিঁ সৈল বজ্রতনু তাসূ, খণ্ড খণ্ড হোই ফুটহিঁ আসূ।
চলা ন অচল রহা রথ রোপী, রনদুর্মদ রাবন অতি কোপী॥
„ ৩ ইত উত ঝপটি দপটি কপিযোধা, মর্দই লাগ ভয়েউ অতি ক্রোধা।
চলে পরাই ভালু কপি নানা, ত্রাহি ত্রাহি অঙ্গদ হনুমানা॥
„ ৪ পাহি পাহি রঘুবীর গোসাঈঁ, যহ খল খাই কী নাঈঁ।
তেহি দেখে কপি সকল পরানে, দসহুঁ চাপ সায়ক সন্ধানে॥
ছ ৮ সন্ধানি ধনু সরনিকর ছাড়েসি উরগ জিমি উড়ি লাগহীঁ।
রহে পুরি সর ধরনী গগন দিসি বিদিসি কহঁ কপি ভাগহীঁ।
ভয়ো অতি কোলাহলু বিকল কপি দল ভালু বোলহিঁ আতুরে॥

দো ৯৬ নিজ দল বিকল দেখি কটি কসি নিষজ ধনু হাথ।
লছিমনু চলে সক্রুদ্ধ হোই নাই রামপদ মাথ॥

চৌ ৩ কাটিছে মারিছে কত ধরণী আছাড়ে, মুণ্ড দেহ শূন্য করি মুণ্ড দিয়া মারে।
উদর বিদীর্ণ করে বাহু ছিন্ন করে, পদ ধরি আছাড়িল ধরণী উপরে॥
„ ৪ নিশাচরে ধরি ঋক্ষ ভূগর্ভে প্রোথিল, ওপরে বালুর স্তর রচনা করিল।
যুদ্ধরত বীর কপি দেখি মনে হয়, কালান্তক যম যেন আসিল সেথায়॥
ছ ৬ কৃতান্ত সমান কপি দুর্দান্ত প্রতাপ, সর্ব গাত্রে রক্ত ঝরে ভ্রূক্ষেপ না পাত।
নিশাচর যোদ্ধা ধরি করিছে মর্দন, করিছে মেঘের ন্যায় প্রবল গর্জন॥
দন্তে কাটি করাঘাতে কত রিপু মারে, পদাঘাতে ভূমে ফেলি ডলে বারে বারে।
ঋক্ষ কপি চিৎকারেতে ফাটায় আকাশ, ছলে বলে দুষ্ট অরি যবে হয় নাশ॥
ছ ৭ ছিঁড়ি গাল চিরি'বক্ষ অন্ত্র করে বার, ঝুলায় গলায় তাহা মালার প্রকার।
নৃসিংহ প্রহ্লাদ পতি যেন ভিন্ন দেহে, সমর অঙ্গনে খেলে প্রচণ্ড প্রবাহে॥
ধর মার কাট ধরি আছাড় ভূমিতে, প্রচণ্ড শব্দের রোল ওঠে আকাশেতে।
জয় রাম তৃণ হয় কুলিশ যাঁহার, কুলিশ তৃণের সম যার কাছে আর॥
দো ৯৫ নিজ দল বিচলিত দেখিয়া তখন, বিংশ হস্তে দশ ধনু করিয়া ধারণ।
দশানন চলে ক্রোধে দর্প করি তবে, ফিরহ ফিরহ এবে ডাকি কহে সবে॥
চৌ ১ ধাইল পরম ক্রোধে দশ স্কন্ধ যবে, হু হু করি কপি সেনা আসিল আহবে।
পাদপ উপল গিরি ল'য়ে সবে হাতে, ছোঁড়ে ক্রোধে তার পরে সবে এক সাথে॥
„ ২ বজ্র সম দেহে তার লাগিলে পাহাড়, খণ্ডে খণ্ডে চূর্ণ হল অতি চমৎকার।
রণেতে দুর্মদ সেই কুপিত রাবণ, রহিল অটল রথে দাপিয়া চরণ॥
„ ৩ এ ধারে ওধারে যত কপি যোদ্ধা ছিল, অতি ক্রোধে দশানন সবারে মথিল।
পালায় ভালুক কপি ত্রাহি ত্রাহি রবে, হনুমান যুবরাজ রক্ষা কর সবে॥
„ ৪ শ্রীরাম গোঁসাই এবে রক্ষা কর সবে, এ খল কালের সম সকলেরে খাবে।
দেখিয়া মর্কট সেনা করে পলায়ন, দশটি ধনুকে যোজে বাণ দশানন॥
ছ ৮ সন্ধানি ধনুকে শর ছাড়িতেছে নিশাচর
সর্প যেন উড়িয়া বেড়ায়।
বাণে বাণে বাণময় ধরণী আকাশ ছায়
দিগ্বিদিকে কপি-গণ ধায়॥
ওঠে অতি কোলাহল বিকল হইল দল
আর্তভাবে সবে ডাকে তারা।
শ্রীরাম করুণা সিন্ধু আর্তের তুমিই বন্ধু
রক্ষা কর যাই সবে মারা॥
দো ৯৬ বিচলিত দেখি তবে কটক সমূহ, কটিতে তূণীর বাণ হস্তে ধনু সহ।
অতীব ক্রোধের সাথে চলেন তখন, রাম পদে প্রণমিয়া ত্বরিত লক্ষ্মণ॥

চৌ ১ রে খল কা মারসি কপি ভালু, মোহি বিলোকু তোর মৈ কালু।
খোজত রহেউঁ তোহি সুতঘাতী, আজু নিপাতি জুড়াবউঁ ছাতী ॥
„ ২ অস কহি ছাড়েসি বান প্রচণ্ডা, লছিমন কিয়ে সকল সতখণ্ডা।
কোটিন্হ আয়ুধ রাবন ডারে, তিল প্রমান করি কাটি নিবারে ॥
„ ৩ পুনি নিজ বানন্হ কীন্হ প্রহারা, স্যন্দন ভঞ্জি সারথি মারা।
সত সত সর মারে দসভালা, গিরি স্রিঙ্গন্হ জনু প্রবিসহিঁ ব্যালা ॥
„ ৪ সত সর পুনি মারা উর মাহীঁ, পরেউঁ ধরনিতল সুধি কছু নাহীঁ।
উঠা প্রবল পুনি মুরছা জাগী, ছাড়েসি ব্রহ্মা দীন্হি জো সাঁগী ॥
ছ ৯ সো ব্রহ্মদত্ত প্রচণ্ডশক্তি অনন্তউর লাগী সহী।
পর্‍যো বীর বিকল উঠাব দসমুখ অতুল-বল মহিমা রহী ॥
ব্রহ্মাণ্ড ভুবন বিরাজ জা কে এক সির জিমি রজকনী।
তেহি চহ উঠাবন মূঢ় রাবন জান নহিঁ ত্রিভুবন ধনী ॥
দো ৯৭ দেখধাতয়উ পবনসুত বোলত বচন কঠোর।
আবত তেহি উর মহঁ হনেউ মুষ্টিপ্রহার প্রঘোর ॥
চৌ ১ জানু টেকি কপি ভূমি ন গিরা, উঠা সভঁারি বলত রিসভরা।
মুঠিকা এক তাহি কপি মারা, পরেউ সৈল জনু বজ্রপ্রহারা ॥
„ ২ গই মুরছা বহোরি সো জাগা, কপিবল বিপুল সরাহন লাগা।
ধিগ ধিগ মম পৌরুষ ধিগ মোহী, জৌ তৈঁ জিয়ত উঠেসি সুরদ্রোহী ॥
„ ৩ অস কহি কপি লছিমন কহুঁ ল্যায়ো, দেখি দসানন বিসময় পায়ো।
কহঁ রঘুবীর সমুঝু জিয় ভ্রাতা, তুম্হ কৃতান্তভচ্ছক সুরত্রাতা ॥
„ ৪ সুনত বচন উঠি বৈঠ কৃপালা, গগন গঈ সো সক্তি করালা।
ধরি সর চাপ চলত পুনি ভয়ে, রিপু সমীপ অতি আতুর গয়ে ॥
ছ ১০ আতুর বহোরি বিভঞ্জি স্যন্দন সূত হতি ব্যাকুল কিয়ো।
গির্‍যো ধরনি দসকন্ধর বিকলতর বান সত বেধ্যো হিয়ো ॥
সারথী দূসর ঘালি রথ তেহি তুরত লঙ্কা নেই গয়ো।
রঘুবীর বন্ধু প্রতাপপুঞ্জ বহোরি প্রভু চবনন্হি নয়ো ॥

দো ৯৮ উহাঁ দসানন জাগি করি করই লাগ কছু জগ্য।
রাম বিরোধ বিজয় চহত সঠ হঠবস অতি অগ্য ॥

চৌ ১ অযথা মারিস কেন ঋক্ষ কপি দল, চেয়ে দেখ মোর প্রতি কাল তোর খল।
খুঁজিতে ছিলাম তোরে রে পুত্রঘ্ন ওরে, জুড়াইব বক্ষ আজি তোরে হত্যা করে॥
„ ২ ইহা কহি ছাড়ে বাণ প্রচণ্ড রাবণ, কাটিল শতেক খণ্ডে সকলি লক্ষ্মণ।
পুনঃ কোটি শক্তি আর ত্রিশূল চালায়, তৃণ সম কাটি প্রভু নিবারিল তায়॥
„ ৩ নিজ বাণ প্রহারিয়া তখন লক্ষ্মণ, সারথির সাথে করে রথেরে খণ্ডন।
শত শত বাণ হানে রাবণের শিরে, শত সর্প পশে যেন পর্বত শিখরে॥
„ ৪ পুনঃ শত শর হানে বক্ষ মাঝে তার, পড়ে দেহ ভূমি পরে সংজ্ঞা নাহি আর।
মূর্চ্ছা ভঙ্গে জাগি উঠি বলী নিশাচর, ব্রহ্মদত্ত শক্তি হানে লক্ষ্মণের পর॥
ছ ৯ সেই শক্তি ব্রহ্মা দত্ত সদাই দুর্জয়, 'অনন্তের' বক্ষে লাগে বিফল না হয়।
বিকল পড়িলে ভূমে দশানন চায়, উঠাতে তাঁহারে রথে পারিলনা তায়॥
'অনন্ত' বলের ধাম এক শিরে তাঁর, ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে ধূলির প্রকার।
তাঁহারে ওঠাতে চায় মূর্খ দশানন, জানেনা ইনিই স্বামী বিশ্ব ত্রিভুবন॥
দো ৯৭ দেখিয়া পবন সুত অতি দ্রুত আসে, তিরস্কারে রাবণেরে অতি ক্রুদ্ধ ভাষে।
আসিলে তাহার বক্ষে বিপুল বিক্রমে, রাবণ আঘাত করে কর প্রহারণে॥
চৌ ১ জানু ঠেকা দিয়া কপি ভূমিতে না পড়ে, সামালি উঠিয়া তবে অতি ক্রোধ ভরে।
মুষ্টাঘাত করে কপি রাবণেরে হেন, শৈল শৃঙ্গ ভাঙ্গি পড়ে বজ্রাঘাতে যেন॥
„ ২ মূর্চ্ছা ভাঙ্গি জাগে যবে দশানন খল, সাধুবাদ করে সেই হনুমান বল।
ধিক্ মোর পৌরুষেতে শত ধিক্ মোরে, এখনো জীবিত রোস সুরদ্রোহী ওরে॥
„ ৩ ইহা কহি লক্ষ্মণেরে কপি সন্তর্পণে, উঠায় লইল দেখি বিস্ময় রাবণে।
জীবিত জানিয়া ভ্রাতা কহে রঘুরায়, কৃতান্তের যম তুমি সুরের আশ্রয়॥
„ ৪ শুনি সে বচন উঠি বসিল কৃপাল, গগন মার্গেতে যায় শক্তি সে করাল।
কোদণ্ড সুতীক্ষ্ণ বাণ লয়ে পুনঃ করে, ফিরিল রিপুর কাছে ব্যগ্রতার ভরে॥
ছ ১০ রথ চূর্ণি অতঃপরে সারথিরে হত্যা করে
দশাননে করে বিচলিত।
ভূমিতে দাঁড়ালে পরে শত বাণে বিদ্ধ করে
দশ স্কন্ধ ভূমিতে পতিত॥
দ্বিতীয় স্যন্দন আনে, উঠাইয়া দশাননে
লঙ্কা দুর্গে নিয়ে যায় তারে।
রামের অনুজ বীর পরাক্রমে সুগম্ভীর
রাম পদে আসি নতি করে॥
দো ৯৮ ওদিকেতে দশানন পাইয়া চেতন, যজ্ঞ করিবার লাগি করে আয়োজন।
রামের বিরোধী হ'য়ে চাহিছে বিজয়, হঠবশে অতিশয় শঠ অজ্ঞ হয়॥

চৌ ১ ইহাঁ বিভীষন সব সুধি পাঈ, সপদি জাই রঘুপতিহি সুনাঈ।
নাথ করই রাবনু এক জাগা, সিদ্ধ ভয়ে নহিঁ মরিহি অভাখা॥
„ ২ পঠবহু দেব বেগি ভট বন্দর, করহিঁ বিধংস আব দসকন্ধর।
প্রাত হোত প্রভু সুভট পঠায়ে, হনুমদাদি অঙ্গদ সব ধায়ে॥
„ ৩ কৌতুক কুদি চড়ে কপি লঙ্কা, পৈঠে রাবনভবন অসঙ্কা।
জবহীঁ জগ্য করত সো দেখা, সকল কপিন্হ ভা ক্রোধ বিসেখা॥
„ ৪ রন তেঁ নিলজ ভাজি গৃহ আবা, ইহাঁ আই বকধ্যানু লগাবা।
অস কহি অঙ্গদ মারেউ লাতা, চিতব ন সঠ স্বারথ মনু রাতা॥
ছ ১১ নহিঁ চিতব জব কপি কোপি তব গহি দসন লাতন্হ মারহীঁ।
ধরি কেস নারি নিকারি বাহের তেহঁতি দীন পুকারহীঁ॥
তব উঠেউ কোপি কৃতান্তসম গহি চরন বানর ডারঈ।
এহি বীচ কপিন্হ বিধংসকৃত মথ দেখি মন মহুঁ হারঈ॥
দো ৯৯ মথ বিধংসি কপি কুসল সব আয়ে রঘুপতি পাস।
চলেউ লঙ্কপতি ক্রুদ্ধ হোই ত্যাগি জিবন কৈ আস॥
চৌ ১ চলত হোহিঁ অতি অসুভ ভয়ঙ্কর, বৈঠহিঁ গীধ উড়াহিঁ সিরন্হ পর।
ভয়উ কালবস কাহু ন মানা, কহেসি বজাবহু জুদ্ধনিসানা॥
„ ২ চলী তমীচর অনী অপারা, বহু গজ রথ পদাতি অসবারা।
প্রভু সনমুখ ধায়ে খল কৈসে, সলভসমূহ অনল বহুঁ জৈসে॥
„ ৩ ইহাঁ দেবতন্হ অস্তুতি কীন্হী, দারুনবিপতি হমহিঁ এহি দীন্হী।
অব জনি রাম খেলাবহু এহী, অতিসয় দুখিত হোতি বৈদেহী॥
„ ৪ দেববচন সুনি প্রভু মুসুকানা, উঠি রঘুবীর সুধারে বানা।
জটাজুট দৃঢ় বাঁধে মাথে, সোহহিঁ সুমন বীচ বিচ গাঁথে॥
„ ৫ অরুননয়ন বারিদ তনু স্যামা, অখিল লোক লোচন অভিরামা।
কটিতট পরিকর কসেউ নিষঙ্গা, কর কোদণ্ড কঠিন সারঙ্গা॥
ছ ১২ সারঙ্গ কর সুন্দর নিষঙ্গ সিলীমুখাকর কটি কস্যৌ।
ভুজদণ্ড পীন মনোহরায়ত উর ধরা সুর পদ লস্যৌ॥
কহ দাস তুলসী জবহিঁ প্রভু সরচাপ কর ফেরন লগে।
ব্রহ্মাণ্ড দিগ্‌গজ কমঠ অহি মহি সিন্ধু ভূধর ডগমগে॥

চৌ ১ এদিকেতে বিভীষণ সব বার্তা পায়, শীঘ্র যাই রঘুবরে সংবাদ শুনায়।
হে নাথ রাবণ করে ব্যবস্থা যজ্ঞের, সিদ্ধি পেলে মৃত্যু নাহি সে হতভাগ্যের ॥

„ ২ ধ্বংস করিবারে যজ্ঞ হে নাথ এখন, পাঠাও সুযোদ্ধা তব ঋক্ষ কপিগণ।
প্রাতঃকালে পাঠালেন রাম যোদ্ধাগণে, অঙ্গদাদি বীরগণে আর হনুমানে ॥

„ ৩ উল্লাসেতে উল্লম্ফনে কপি লঙ্কা যায়, রাবণের অন্তঃপুরে পশিল নির্ভয়।
যজ্ঞেতে ব্যপৃত যবে দেখিল তাহায়, সকল কপির হল ক্রোধ অতিশয় ॥

„ ৪ রণে ভঙ্গ দিয়া এসে নির্লজ্জ গৃহেতে, বক তপস্বীর ধ্যান চাহিস করিতে।
কহিয়া অঙ্গদ মারে তারে পদাঘাতে, ভ্রূক্ষেপ না করে শঠ স্বার্থের চিন্তাতে ॥

ছ ১১ না করে ভ্রূক্ষেপ যবে, কপি অতি ক্রোধে, তবে দন্ত কাটে পদাঘাত করে।
কেশে ধরি নারীগণে, যজ্ঞ ভূমি হতে আনে, ভীত ভাবে ডাকে আর্তস্বরে ॥
শুনি কোপে দশানন, উঠে ত্যজি যজ্ঞাসন, যম সম আছাড়ে কপিরে।
অন্যে এই অবসরে, যজ্ঞ তার ধ্বংস করে, মন মাঝে কপি নাহি হারে ॥

দো ৯৯ করিয়া বিধ্বংস যজ্ঞ কপি সেনা-গণ, রঘুপতি সন্নিকটে আসিল তখন।
যজ্ঞ স্থান করে ত্যাগ ক্রোধে দশানন, বিজয়ের সর্ব আশা হল নিরসন ॥

চৌ ১ চলে যবে অমঙ্গল চিহ্ন ভয়ঙ্কর, গৃধ্র উড়ি আসে বসে মস্তক উপর।[1]
কাল বশে দশানন মানেনা কাহারে, সবে আজ্ঞা দেয় যুদ্ধ ভেরী বাজাবারে ॥

„ ২ নিশাচর সেনা চলে গণনা অপার, বহু গজ রথ অশ্বে পদাতিক আর।
প্রভুর সমুখে খল ধায় অভিমানে, পতঙ্গ যেমন ধায় অগ্নি সন্নিধানে ॥

„ ৩ এদিকে দেবতা স্তুতি করেন রামেরে, মোদের বিপত্তি খল করে বারে বারে।
সুযোগ দিওনা এরে হে নাথ এবার, বৈদেহী দারুণ দুখী হর দুঃখ তার ॥

„ ৪ স্মিতহাসে শুনি প্রভু দেবতা বচন, উঠি হস্তে লন তাঁর বাণ শরাসন।
জটা জুটা লন বাঁধি দৃঢ় শিরোপরে, তারি মাঝে মাঝে পুষ্প কত শোভা ধরে ॥

„ ৫ অরুণ নয়ন বর্ণ মেঘ সমুহের, নয়নাভিরাম তনু অখিল লোকের।
কটিতে তূণীর বদ্ধ দৃঢ় মেখলায়, হস্তে শার্ঙ্গ ধনু আর বাণ শোভা পায় ॥

ছ ১২ সারঙ্গ সুন্দর করে তূণীর বাণেতে ভরে
কটি বন্ধে দৃঢ় ভাবে রাখা।
ভুজের বলিষ্ঠ সাক্ষ্য মনোজ্ঞ আয়ত বক্ষ
ভৃগুপদ চিহ্ন তাতে আঁকা ॥
তুলসী ভণয়ে ইথে ধনুর্বাণ ল'য়ে হাতে
প্রভু যবে করেন ভ্রমণ।
ব্রহ্মাণ্ড কমঠ শেষ মহী সিন্ধু দিগ্‌দেশ
করে সবে ভয়েতে কম্পন ॥

দো ১০০ হরষে দেব বিলোকি ছবি বরষহিঁ সুমন অপার।
জয় জয় প্রভু গুন জ্ঞান বল ধাম হরন মহিভার॥
চৌ ১ এহী বীচ নিসাচর অনী, কসমসাতি আঈ অতি ঘনী।
দেখি চলে সনমুখ কপি ভট্টা, প্রলয় কাল কে জনু ঘনঘট্টা॥
" ২ বহু কৃপান তরবারি চমঙ্কহিঁ, জনু দসদিসি দামিনী দমঙ্কহিঁ।
গজ রথ তুরগ চিকার কঠোরা, গর্জত মনহুঁ বলাহক ঘোরা॥
" ৩ কপি লঙ্গুর বিপূর্ল নভ ছায়ে, মনহুঁ ইন্দ্র ধনু উয়ে সুহায়ে।
উঠই ধুরি মানহুঁ জলধারা, বান বুন্দ ভই বৃষ্টি অপারা॥
" ৪ দুহুঁ দিসি পর্বত করহিঁ প্রহারা, বজ্রপাত জনু বারহিঁ বারা।
রঘুপতি কোপি বানঝরি লাঈ, ঘায়ল ভে নিসিচর সমুদাঈ॥
" ৫ লাগত বান বীর চিক্করহীঁ, ঘুর্মি ঘুর্মি জহঁ তহঁ মহি পরহীঁ।
স্রবহিঁ সৈল জনু নির্ঝরবারী, সোনিত সরি কাদর ভয়কারী॥
ছ ১৩ কাদর ভয়ঙ্কর রুধিরসরিতা চলী পরম অপাবনী।
দোউ কুল দল রথ রেত চক্র অবর্ত্ত বহতি ভয়াবনী॥
জলজন্তু গজ পদচর তুরগ খর বিবিধ ৰাহন কো গনৈ।
সর সক্তি তোমর সর্প চাপ তরঙ্গ চর্ম কমঠ ঘনৈ॥
দো ১০১ বীর পরহিঁ জনু তীরতরু মজ্জা বহু বহু ফেন।
কাদর দেখত ডরহিঁ তেহি সুভটন কে মন চেন॥
চৌ ১ মজ্জহিঁ ভুত পিসাচ বেতালা, প্রমথ মহা ঝোটিঙ্গ করালা।
কাক কঙ্ক লেই ভুজা উড়াহীঁ, এক তেঁ ছীনি এক লেই খাহীঁ॥
" ২ এক কহহিঁ ঐসিউ সৌ ঘাঈ, সঠহু তুম্হার দরিদ্র ন জাঈ।
কহঁরত ভট ঘায়ল তট গিরে, জহঁ তহঁ মনহুঁ অর্ধ জল পরে॥
" ৩ খৈঁচহিঁ আঁত গীধ তট ভয়ে, জনু বনসী খেলহিঁ চিত দয়ে।
বহু ভট বহহিঁ চড়ে খগ জাহীঁ, জনু নাবরি খেলহিঁ সরি মাহীঁ॥
" ৪ জোগিনি ভরি ভরি খপ্পর সঞ্চহিঁ, ভুত পিসাচ বধু নভ নঞ্চহিঁ।
ভট কপাল করতাল বজাবহিঁ, চামুণ্ডা নানা বিধি গাবহিঁ॥
" ৫ জম্বুকনিকর কটক্কট কট্টহিঁ, খাহিঁ হুআহিঁ অঘাহিঁ দপট্টহিঁ।
কোটিন্হ রুণ্ড মুণ্ড বিনু ডোল্লহিঁ, সীস পরে মহি জয় জয় বোল্লহিঁ॥
ছ ১৪ বোল্লহিঁ জো জয় জয় মুণ্ড রুণ্ড প্রচণ্ড সির বিনু ধাবহীঁ।
পরিনাম যুদ্ধ অগুহ্য বোলহিঁ স্বষ্টি সুরপুর পাবহিঁ॥
নিসিচর বরূথ বিমর্দি গরজহিঁ ভালু কপি দর্পিত ভয়ে।
সংগ্রাম অঙ্গন সুভট সোবহিঁ রাম সর নিকরন্হি হয়ে॥

দো ১০০ দেবগণ হর্ষ মগ্ন এ ছবি দেখিয়া, পুষ্প বৃষ্টি আকাশেতে আনন্দে ছাইয়া।
কহে প্রভু জয় তব গুণের অপার, একমাত্র জ্ঞান তুমি হর মহীভার ॥

চৌ ১ ইতিমধ্যে সে বিরাট রাক্ষস বাহিনী, আসিল চিৎকার করি শপথের বাণী।
দেখিয়া সমুখে চলে কপি যোদ্ধা সবে, প্রবল বর্ষণ যেন অতি ঘোর রবে॥

„ ২ তরবারি শক্তি শূল দারুণ চমকে, চমকে বিজলী দীপ্তি যেন দশদিকে।
গজ অশ্বরথী করে তীব্র কোলাহল, যেন সে গর্জন ঘোর বর্ষার প্রবল ॥

„ ৩ কপি পুচ্ছ আকাশেতে সর্বত্র ছাইল, রম্য ইন্দ্রধনু যেন উদিত হইল।
ধূলিতে আকাশ ছায় যেন জলধর, তীক্ষ্ণ বাণ বারি বিন্দু প্রবল প্রখর ॥

„ ৪ উভয় পক্ষেতে করে পর্বত প্রহার, মনে হয় বজ্রপাত হয় বার বার।
ক্রোধি' রঘুপতি বাণ করেন বর্ষণ, নিশাচর সেনাদল হইল ধর্ষণ ॥

„ ৫ লাগিলে সে বাণ যোদ্ধা প্রবল চিৎকারে, ঘূর্ণিত হইয়া পড়ে ভূমির উপরে।
পর্বত হইতে যেন বহিছে নির্ঝর, রক্তনদী দেখি ভীরু ভয়েতে কাতর ॥

ছ ১৩ রক্তনদী বন্যা বহে ভীরু ভীতি প্রদ, অপবিত্র নিশাচর শোণিত উদ্গত।
দুই তট দুই সেনা রথ চক্র যার, ঘূর্ণাবর্ত ভয়ঙ্কর ফেন ধূলি তার ॥
জলজন্তু গজ অশ্ব পদাতিক সেনা, বিবিধ বাহন যত কে করে গণনা।
শর শক্তি তোমরাদি সর্প সম আর, ধনুক তরঙ্গ চর্ম কমঠ তাহার ॥

দো ১০১ রণক্ষেত্রে বীর পড়ে তীর তরু মত, মেদ মজ্জা হল যেন ফেণে রূপায়িত।
কাপুরুষ দেখে ডরে বীরগণ জানে, সম্মুখ সমরে মৃত্যু কৃতার্থতা মানে ॥

চৌ ১ পিশাচ বেতাল ভূত ডুব দেয় এতে, করাল যোগিনী যত মাতে আনন্দেতে।
কাক চিল ছিন্ন বাহু ল'য়ে উড়ে যায়, কাড়াকাড়ি করি সবে মত্ত হ'য়ে খায় ॥

„ ২ কেহ কহে ওরে মূর্খ এই মহোৎসবে, দারিদ্র হলনা দূর এখনো কি ভবে।
অব্যক্ত ক্রন্দন রত যোদ্ধা পড়ি তীরে, অর্দ্ধমগ্ন যেন জলে যথা গঙ্গা নীরে ॥

„ ৩ গৃধ্র অন্ত্র বার করে বসি তট পরে, বড়শীতে সূতা ছাড়ে যেন খেলা করে।
ভাসমান যোদ্ধা'পরে পক্ষী উড়ি বসে, নাবিক চালায় যেন নৌকা অনায়াসে ॥

„ ৪ যোগীনী খর্পরে করে রুধির সঞ্চয়, ভূত ও পিশাচ বধূ নাচে আর গায়।
চামুণ্ডা বাজায় খুলি করতাল ধরি, গান গায় নানাভাবে কত ভঙ্গী করি ॥

„ ৫ শৃগাল সদলে আসি দন্ত কড়মড়ি, খাইছে দাপটে সবে হুক্কা হুয়া করি।
অগুণ্তি কবন্ধ ঘোরে মুণ্ড বিনা ধড়ে, মুণ্ড যত ভূমি তলে জয় জয় করে ॥

ছ ১৪ মুণ্ড বলে জয় জয় কবন্ধ ধাবিত হয় প্রচণ্ড গতিতে।
রণক্ষেত্রে মৃত্যু হলে স্বর্গপুরে যাবে চলে বীরের রীতিতে ॥
নিশাচরে সেনাদলে ঋক্ষ কপি মর্দি বলে গর্জে সুগম্ভীর।
সংগ্রামের আঙিনাতে তীক্ষ্ণ রাম শরাঘাতে শায়িত সুবীর ॥

দো ১০২ হৃদয় বিচারেউ দসবদন ভা নিসিচর সংহার।
মৈঁ অকেল কপি ভালু বহু মায়া করউঁ অপার॥

চৌ ১ দেবন্হ প্রভুহিঁ পয়াদে দেখা, উপজা উর অতি ছোভ বিসেখা।
সুরপতি নিজরথ তুরত পঠাবা, হরষসহিত মাতলি লেই আবা॥

„ ২ তেজপুঞ্জ রথ দিব্য অনূপা, হরষি চড়ে কোসল পুর ভূপা।
চঞ্চল তুরগ মনোহর চারী, অজর অমর মন সম গতি কারী॥

„ ৩ রথারূঢ় রঘুনাথহিঁ দেখী, ধায়ে কপি বলু পাই বিসেখী।
সহী ন জাই কপিন্হ কৈ মারী, তব রাবন মায়া বিস্তারী॥

„ ৪ সো মায়া রঘুবীরহিঁ বাঁচী, সব কাহূ মানী করি সাঁচী।
দেখী কপিন্হ নিসাচর অনী, অনুজসহিত বহু কোসলধনী॥

ছ ১৫ বহু রাম লছিমন দেখি মর্কট ভালু মন অতি অপডরে।
জনু চিত্রলিখিত সমেত লছিমন জহঁ সো তহঁ চিতবহিঁ খরে॥
নিজসেন চকিত বিলোক হঁসি সর চাপ সজি কোসলধনী।
মায়া হরী হরি নিমিষ মহঁ হরষী সকল মরকটঅনী॥

দো ১০৩ বহুরি রাম সব তন চিতই বোলে বচন গঁভীর।
দ্বন্দজুদ্ধ দেবহু সকল শ্রমিত ভয়ে অতি বীর॥

চৌ ১ অস কহি রথ রঘুনাথ চলাবা, বিপ্র চরন পঙ্কজ সিরু নাবা।
তব লঙ্কেস ক্রোধ উর ছাৱা, গর্জত তর্জত সনমুখ আৱা॥

„ ২ জীতেহু জে ভট সঞ্জুগ মাহীঁ, সুনু তাপস মৈঁ তিন্হ সব নাহীঁ।
রাবন নাম জগত জনু জানা, লোকপ জা কে বন্দী খানা॥

„ ৩ খর দূষণ কবন্ধ কুম্হ মারা, বধেউ ব্যাধ ইব বালি বিচারা।
নিসিচর নিকর সুভট সংহারেহু, কুম্ভকরন ঘননাদহিঁ মারেহু॥

„ ৪ বৈরু আজু সব লেউঁ নিবাহী, জৌঁ রন ভূপ ভাজি নহিঁ জাহী।
আজু করউঁ খলু কালহবালে, পরেহু কঠিন রাবন কে পালে॥

„ ৫ সুনি দুর্বচন কালবস জানা, বিহঁসি বচন কহ কৃপানিধানা।
সত্য সত্য সব তব প্রভুতাঈ, জলপসি জনি দেখ ঈ অনুসাই॥

ছ ১৬ জনি জলপনা করি সুজসু নাসহি নীতি সুনহি করহি ছমা।
সংসার মহঁ পুরুষ ত্রিবিধ পাটল রসান পনস সমা॥
এক সুমনপ্রদ এক সুমনফল এক ফলই কেবল লাগহীঁ।
এক কহহিঁ কহহিঁ করহিঁ অপর এক করহিঁ কহত ন বাগহীঁ॥

দো ১০২ দশানন হৃদি মাঝে করিল বিচার, সকল রাক্ষস সেনা হয়েছে সংহার।
ঋক্ষ কপি অগণিত আমি শুধু একা, মায়ার বিস্তার করে এবে যাক দেখা ॥
চৌ ১ দেবতা প্রভুরে রণে পদাতিক দেখি, ভয়ার্ত হইয়া মনে বিশেষ অসুখী।
সুরপতি নিজ রথ পাঠান তখনি, মাতলি আনন্দে আনে সেই রথখানি ॥
„ ২ তেজপুঞ্জ দিব্য রথ অপূর্ব আকৃতি, স্মিত হাসে উঠিলেন কোশল নৃপতি।
চঞ্চল তুরগ চার মনোহর অতি, অজর অমর তারা গতি মনোগতি ॥
„ ৩ রথারূঢ় রঘুনাথ দেখি কপিগণ, বল বৃদ্ধি পাই' তারা ধায় অগণন।
কপির প্রচণ্ড বেগ সহিতে না পারি, মায়ার বিস্তার করে দশানন অরি ॥
„ ৪ রঘুবীর ব্যতিরেকে আর সকলেরে, সে মায়া বিস্তার হ'য়ে বিমোহিত করে।
নিশাচরগণ মাঝে দেখে কপিগণ, সুগ্রীব অঙ্গদ কত এবং লক্ষ্মণ ॥
ছ ১৫ বহু রাম ও লক্ষ্মণ কপিরা মোহিত মন অতি ভীত হ'ল তারা মনে।
চিত্রার্পিত যেন তারা লক্ষ্মণের সাথে খাড়া যে যেখানে আছিল সেখানে ॥
নিজ সেনা মোহমান উতলা শ্রীরাম মন স্মিত হাসে ধনুঃশর ল'ন।
রাক্ষসের মায়া হরি' নিমেষে নিলেন হরি, উল্লসিত কপি সেনাগণ ॥
দো ১০৩ অতঃপর রামচন্দ্র চাহি' সবা প্রতি, কহেন বচন এই সুগম্ভীর অতি।
অতীব ভ্রমেতে মগ্ন সর্ব বীর যবে, ঘোর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হবে দেখ এবে সবে ॥
চৌ ১ এত কহি' রামচন্দ্র চালালেন রথ, ব্রাহ্মণের পাদ পদ্মে নমি যুগপৎ।
রাবণ হৃদয়ে তবে ক্রোধ উপজিল, তর্জন গর্জন করি সম্মুখেতে এল ॥
„ ২ জিনিয়াছ যত যোদ্ধা এ যাবৎ তুমি, শোন হে তপস্বী নহি তার মত আমি।
রাবণ আমার নাম লোক পাল যত, কারাগারে রাখি আমি তাদের সতত ॥
„ ৩ কবন্ধে দূষণে আর বধিয়াছ খরে, ব্যাধ সম বধিয়াছ বালী বেচারারে।
বধিয়াছ কুম্ভকর্ণে মেঘনাদে আর, বহু নিশাচর বীর করেছো সংহার ॥
„ ৪ না যদি পালাও তুমি রণক্ষেত্র হতে, প্রতিশোধ লব আজি সবার ক্ষেত্রেতে।
আজ তোমা সমর্পন করিব কালেরে, পরেছো কঠিন হস্তে চেন' রাবণেরে ॥
„ ৫ শুনি কটু বাক্য জানি কহে কালবশে, স্মিত হাসে কৃপাসিন্ধু ক'ন অবশেষে।
সবি যদি সত্য হয় যা কহিলে আজি, দেখাইও পুরুষার্থ বহ্বারম্ভ ত্যজি ॥
ছ ১৬ বহ্বারম্ভে যশক্ষয় ক্ষান্ত দাও দুরাশয় শোন এবে নীতি প্রবচন।
এ মহা সংসার ময় পুরুষ ত্রিবিধ হয় তিন মহীরুহের মতন ॥
পুন্নাগ পনস আম একে শুধু পুষ্পদাম অন্যেতে কেবল ফল ধরে ॥
রসাল বিটপী দেয় ফুল ফল সমুদয় মুকুলিত হয় বারে বারে।
পুরুষ সেমত হয় একে শুধু কথা কয় বাক্য সহ অন্যে কর্ম করে ॥
তৃতীয়ে কেবল করে সম্পাদন কর্তব্যেরে মুখে তার বাক্য নাহি সরে।

দো ১০৪ রামবচন সুনি বিহঁসি কহ মোহি সিধাবত জ্ঞান।
বৈরু করত নহিঁ তব ডরেহু অব লাগে প্রিয় প্রান ॥

চৌ ১ কহি দুর্বচন ক্রুদ্ধ দসকন্ধর, কুলিসসমান লাগ ছাড়ই সর।
নানাকার সিলীমুখ ধারে, দিসি অরু বিদিস গগন মহি ছারে ॥

„ ২ অনল বান ছাড়েউ রঘুবীরা, ছন মহুঁ জরে নিসাচর তীরা।
ছাড়েসি তীব্র সক্তি খিসিআঈ, বানসঙ্গ প্রভু ফেরি পঠাঈ ॥

„ ৩ কোটিন্হ চক্র ত্রিসূল পবারই, বিনু প্রয়াস প্রভু কাটি নিবারই।
নিফল হোহিঁ রাবনসর কৈসে, খল কে সকল মনোরথ জৈসে ॥

„ ৪ তব সতবান সারথী সারেসি, পরেউ ভূমি জয় রাম পুকারেসি।
রাম কৃপা করি সূত উঠাবা, তব প্রভু পরমক্রোধ কহুঁ পাবা ॥

ছ ১৭ ভয়ে ক্রুদ্ধ জুদ্ধবিরুদ্ধ রঘুপতি ত্রোন সায়ক কসমসে।
কোদণ্ডধুনি অতি চণ্ড সুনি মনুজাদ সব মারুত গ্রসে ॥
মন্দোদরী উর কম্প কম্পতি কমঠ ভূ ভুধর ত্রসে।
চিতরহিঁ দিগ্‌গজ দসন গহি মহি দেখি কৌতুক সুর হঁসে ॥

দো ১০৫ তানিউ সরাসন স্রবন লগি ছাড়ে বিসিখ করাল।
নভ মারগ সব গন চলে লহলহাত জনু ব্যাল ॥

চৌ ১ চলে বান সপচ্ছ জনু উরগা, প্রথমহিঁ হতেউ সারথী তুরগা।
রথ বিভঞ্জি হতি কেতু পতাকা, গর্জা অতি অন্তর বল থাকা ॥

„ ২ তুরত আন রথ চড়ি খিসিআনা, ছাঁড়েসি অস্ত্র সস্ত্র বিধি নানা।
বিফল হোহিঁ সব উদ্যম তা কে, জিমি পর দ্রোহ নিরত মনসা কে ॥

„ ৩ তব রাবন দস সূল চলায়ে, বাজি চারি মহি মারি গিরায়ে।
তুরগ উঠাই কোপি রঘুনায়ক, খৈঁচি সরাসন ছাড়ে সায়ক ॥

„ ৪ রাবন সির সরোজ বন চারী, চলি রঘুবীর সিলীমুখ ধারী।
দস দস বান ভাল দস মারে, নিসরি গয়ে চলে রুধিরপনারে ॥

„ ৫ স্রবত রুধির ধায়উ বলবানা, প্রভু পুনি কৃত ধনু সর সন্ধানা।
তীস তীর রঘুবীর পবারে, ভুজন্হ সমেত সীস মহি পারে ॥

„ ৬ কাটতহী পুনি ভয়ে নবীনে, রাম বহোরি ভুজাসির ছীনে।
কটত ঝটিতি পুনি নূতন ভয়ে, প্রভু বহু বার বাহু সির হয়ে ॥

„ ৭ পুনি পুনি প্রভু কাটত ভুজ সীসা, অতি কৌতুকী কোসলাধীসা।
রহে ছাই নভ সির অরু বাহু, মানহুঁ অমিত কেতু অরু রাহু ॥

দো ১০৪ রামের বচন শুনি কহিল হাসিয়া, জ্ঞান শিক্ষা দাও মোরে প্রীতিতে ভাসিয়া।
শত্রুতা করার কালে বুঝি ভাব নাই, প্রাণ প্রিয় লাগে এবে বক্তৃতা কি তাই॥

চৌ ১ দুর্বাক্য কহিয়া তবে ক্রুদ্ধ দশানন, কুলিশ সমান বাণ ত্যজে অগণন।
শিলিমুখ নানাকার ধায় শত শর, ছায় মহী দিগ্বিদিক্ আকাশের পর॥

„ ২ অগ্নিবাণ রঘুবীর করিয়া সন্ধান, মুহূর্তে জ্বালান সব নিশাচর বাণ।
তীব্র শক্তি ছাড়ে তবে ক্রুদ্ধ দশানন, বাণে বাণে প্রভু তাহা ফিরাল তখন॥

„ ৩ কোটি চক্র তীক্ষ্ণ শূল ছাড়ে বারে বারে, অনায়াসে রঘুবীর কাটেন সবারে।
রাবণের সর্ব অস্ত্র বিফল তেমনি, খলের সকল বাঞ্ছা বিফল যেমনি॥

„ ৪ তখন শতেক বাণ সারথিরে মারে, জয় রাম কহি সুত পড়ে ভূমি' পরে।
কৃপা করি রাম তারে উঠালেন রথে, তীব্র ক্রোধ উপজিল প্রভু হৃদয়েতে॥

ছ ১৭ হ'ন ক্রুদ্ধ যুদ্ধ তরে বিরুদ্ধতা রাবণেরে ধরি দৃঢ় শর শরাসন।
কোদণ্ড টঙ্কার ধ্বনি অতীব প্রচণ্ড শুনি, ভির্মি খায় নিশাচরগণ॥
মন্দোদরী বক্ষ কাঁপে কূর্ম ত্রাসে ক্ষণ যাপে কাঁপে পৃথ্বী মহীধর ত্রাসে।
দিগ্‌গজ দন্তে মহী চাপি রব করে ত্রাহি লীলা দেখি সুরগণ হাসে॥

দো ১০৫ আকর্ণ টানিয়া গুণ রঘুবীর তবে, ভীষণ করাল বাণ ছাড়িলেন যবে।
নভ মার্গে চলে তীক্ষ্ণ বাণ অবিরত, সর্পিল গতিতে যেন চলে সর্প শত॥

চৌ ১ সপক্ষ সর্পের ন্যায় চলে বাণ যত, সারথি অশ্বের মৃত্যু হল প্রথমত।
রথ চূর্ণি খণ্ড খণ্ড করেন কেতন, মনোবল হত এবে গর্জে দশানন॥

„ ২ আনিয়া দ্বিতীয় রথ চড়ে লজ্জা ভরে, উঠি ছাড়ে অস্ত্র শস্ত্র বিবিধ প্রকারে।
সকল উদ্যম তার হল প্রতিহত, পরদ্রোহী মনোরথ যেমন সতত॥

„ ৩ তখন রাবণ দশ ত্রিশূল চালাল, চারি রথ অশ্ব মারি ভূমিতে ফেলিল।
অতি ক্রুদ্ধ রঘুনাথ উঠালেন সবে, করাল বাণের বৃষ্টি করিলেন তবে॥

„ ৪ রাবণের শির যেন কমলের বন, রাম বাণ ধেয়ে চলে ভ্রমর যেমন।
দশ বাণ দশ শিরে মারেন শ্রীরাম, রক্তস্রাব তথা হ'তে হয় অবিরাম॥

„ ৫ রক্ত ঝরে দ্রুতগতি ধায় বলবান, প্রভু পুনঃ ধনুঃ শরে করেন সন্ধান।
ত্রিশ তীর রঘুবীর ছাড়িলেন শুনি, ভুজ সহ দশ শির লুটায় ধরণী॥

„ ৬ কাটিতেই উপজায় নবীন শরীর, পুনঃ কাটিলেন রাম তার ভুজ শির।
বহু বার কাটিলেন প্রভু শির তার, কাটিতেই শীঘ্রগতি নূতন আবার॥

„ ৭ বহুবার কাটিলেন বাহু শির তার, অতীব কৌতুক জাগে কোশল রাজার।
চতুর্দিকে ছায় নভে বহু শির বাহু, মনে হয় অগণিত কেতু আর রাহু॥

ছ ১৮ জনু রাহু কেতু অনেক নভপথ স্রবত সোনিত ধাবহীঁ।
রঘুবীর ভীর প্রচণ্ড লাগহিঁ ভুমি গিরন ন পাবহীঁ ॥
এক এক সর সিরনিকর ছেদে নভ উড়ত ইমি সোহহীঁ।
জনু কোপি দিন কর কর নিকর জহঁ তহঁ বিধুন্তুদ পোহহীঁ ॥

দো ১০৬ জিমি জিমি প্রভু হর তাসু সির তিমি তিমি হোহিঁ অপার।
সেবত বিষয় বিবর্ধ জিমি নিত নিত নূতন মার ॥

চৌ ১ দস মুখ দেখি সিরন্হ কৈ বাঢ়ী, বিসরা মরন ভঈ রিস গাঢ়ী।
গর্জেউ মূঢ় মহা অভিমানী, ধায়উ দসউ সরাসন তানী ॥

„ ২ সমরভুমি দসকন্ধর কোপেউ, বরষি বান রঘুপতি রথ তোপেউ।
দণ্ড এক রথ দেখি ন পরা, জনু নিহার যহঁ দিনমনি দুরা ॥

„ ৩ হাহাকার সুরন্হ জব কীন্হা, তব প্রভু কোপি কার্মুকহি লীন্হা।
সর নিবারি রিপু কে সির কাটে, তে দিসি বিদিসি গগন মহি পাটে ॥

„ ৪ কাটে সির নভমারগ ধাবহিঁ, জয় জয় ধুনি করি ভয় উপজাবহিঁ।
কহঁ লছিমন হনুমান কপীসা, কহঁ রঘুবীর কোসলাধীসা ॥

ছ ১৯ কহঁ রাম কহি সিরনিকর ধায়ে দেখি মর্কট ভজি চলে।
সন্ধানি ধনু রঘুবংস মনি হঁসি সরন্হ সির বেধে ভলে।
সিরমালিকা গহি কালিকা কর বৃন্দ বৃন্দন্হি বহু মিলীঁ।
করি রুধিরসরি মজ্জন ননহুঁ সংগ্রামবট পূজন চলীঁ ॥

দো ১০৭ পুনি দসকণ্ঠ ক্রুদ্ধ দৈব ছাড়েসি সক্তি প্রচণ্ড।
সনমুখ চলী বিভীষনহিঁ সনহুঁ কাল কর দণ্ড ॥

চৌ ১ আবত দেখি সক্তি খরধারা, প্রনতারতিহর বিরদু সঁভারা।
তুরত বিভীষন পাছে মেলা, সনমুখ রাম সহেউ সো সেলা ॥

„ ২ লাগি সক্তি মুরছা কছু ভই, প্রভু কৃত খেলু সুরন্হ বিকলঈ।
দেখি বিভীষণ প্রভু স্রন পায়উ, গহি কর গদা ক্রুদ্ধ হোই ধায়উ ॥

„ ৩ রে কুভাগ্য সঠ মন্দ কুবুদ্ধে, তৈঁ সুর নর মুনি নাগ বিরুদ্ধে।
সাদর সিব কহুঁ সীস চড়ায়ে, এক এক কে কোটিন্হ পায়ে ॥

„ ৪ তেহি কারন খল অব লগি বাঁচা, অব তব কাল সীসপর আচা।
রাম বিমুখ সঠ চহ সম্পদা, অস কহি হনেসি মাঁঝ উর গদা ॥

ছ ২০ উর মাঁঝ গদাপ্রহার ঘোর কঠোর লাগত মহি পর্য়ো।
দসবদন সোনিত স্রবত পুনি সম্ভারি ধায়উ রিস ভর্য়ো ॥
দোউ তিরে অতিবল মল্ল জুদ্ধ বিরুদ্ধ একু একহি হনে।
রঘুবীর বল গর্বিত বিভীষনু ঘালি নহিঁ তা কহুঁ গনে ॥

ছ ১৮ যেন রাহু কেতু বহু নভ পথে রয়, শোণিত অজস্র ধারা তাহা হতে বয়।
রঘুবীর তীব্র শর প্রচণ্ড সংঘাতে, ভূমিতে পড়িতে নারে ওড়ে আকাশেতে ॥
বাণে বাণে বিদ্ধ করি স্কন্ধচ্যুত শির, ওড়ান আকাশ পথে রাম রঘুবীর।
যেন ক্রুদ্ধ দিবাকর কিরণেতে তার, যত্র তত্র বিদ্ধ করে রাহু কেতু ভার ॥
দো ১০৬ যখনি কাটেন প্রভু দশশির তার, তখনি উৎপন্ন হয় যেন সে অপার।
বিষয় সম্ভোগ যত বৃদ্ধি পায় যার, কামনা বর্দ্ধিত হয় পুনঃ পুনঃ তার ॥
চৌ ১ দশানন দেখি তার শিরের উৎপত্তি, ভুলে যায় নিকটেতে মরণ বিপত্তি।
গর্জন করিতে থাকে মহা অহঙ্কারী, ধেয়ে চলে অতি বেগে মূর্খ ধনুর্ধারী ॥
„ ২ রণক্ষেত্রে দশানন ক্রোধে অন্ধপ্রায়, রাম রথ লক্ষ্য করি সায়ক চালায়।
দণ্ডকাল রথ আর দেখা নাহি যায়, কুয়াসাতে দিবাকর যেমন লুকায় ॥
„ ৩ হাহাকার করে ওঠে দেবেরা তখন, ক্রুদ্ধ হ'য়ে প্রভু ধনু করেন গ্রহণ।
নিবারিয়া অরি বাণ কাটেন মস্তক, দিগ্বিদিকে ছায় শির স্তবকে স্তবক ॥
„ ৪ কর্ত্তিত মস্তক যত গগনেতে ধায়, জয় জয় ধ্বনি তুলি ভয় উপজায়।
কোথায় লক্ষ্মণ কোথা সুগ্রীব কপীশ, কোথা রঘুবীর সেই কোশল অধীশ ॥
ছ ১৯ কোথা রাম কহি শির সমূহেরা ধায়, দেখিয়া মর্কট যত ভয়েতে পালায়।
হাসিয়া সন্ধানি ধনু রঘুবংশ মণি, বিঁধিয়া গাঁথেন যত শির অগণনি ॥
শিবের মালিকা দেখি অনেক কালিকা, দলে দলে আসে সেথা পরিতে মালিকা।
রুধির নদীতে স্নান করি সমাপন, রণ-বটবৃক্ষ রূপে করিতে পূজন ॥
দো ১০৭ পুনরায় দশানন অতি ক্রোধ ভরে, ছুঁড়িল প্রবল বেগে শক্তি শত্রুপরে।
বিভীষণ সেই ক্ষণে আসে সমুখেতে, সে করাল কালদণ্ড আসিল বধিতে ॥
চৌ ১ সে প্রচণ্ড শক্তিশেল আসিতে দেখিয়া, প্রণত পালক রাম মন সামালিয়া।
বিভীষণে দ্রুতগতি পশ্চাতে ঠেলিয়া, নিজ বক্ষ পাতি সেই শক্তি নিজে নিয়া ॥
„ ২ শক্তির আঘাতে প্রভু ক্ষণ মূর্চ্ছা যান, প্রভু কৃত লীলা দেখি সুর মোহমান।
বিভীষণ দেখি প্রভু শ্রমেতে কাতর, ধায় ল'য়ে হস্তে তার গদা ভয়ঙ্কর ॥
„ ৩ রে দুর্মতি হতভাগ্য শঠ মন্দমতি, সুর মুনি নর নাগ বৈরী সবা প্রতি।
শিবের ভজনা কর শির উপহারে, তাহাতে পেয়েছো শির তুমি বারে বারে ॥
„ ৪ সে কারণে খল তুমি বাঁচ এতকাল, নাচিছে এখন তব শিরোপরি কাল।
রাম বিমুখতা করি চাহিছ সম্পদ, এত কহি বক্ষে মারে গদা যুগপৎ ॥
ছ ২০ বক্ষ'পরে গদাঘাত কঠিন প্রহারে, রাবণ ব্যথিত হ'য়ে ভূমি তলে পড়ে।
দশমুখে রক্তস্রাব হইলেও তার, সামালিয়া ধায় ক্রোধে সমুখে ভ্রাতার ॥
অতি বলী উভয়েই মল্লযুদ্ধ করে, এক সে অপরে হানে প্রচণ্ড প্রহারে।
রাম বলে বলীয়ান বীর বিভীষণ, প্রচণ্ড প্রহার করে উপেক্ষি' রাবণ ॥

দো ১০৮ উমা বিভীষন রাবনহিঁ সনমুখ চিতব কি কাউ।
ভিরত সো কালসমান অব শ্রীরঘুবীর প্রভাউ ॥

চৌ ১ দেখা শ্রমিত বিভীষনু ভারী, ধায়উ হনুমান গিরিধারী।
রথ তুরঙ্গ সারথী নিপাতা, হৃদয় মাঁঝ তেহি মারেসি লাতা ॥

„ ২ ঠাঢ় রহা অতি কম্পিত গাতা, গয়উ বিভীষনু জহঁ জনত্রাতা।
পুনি রাবন তেহি হতেউ প্রচারী, চলা গগন কপি পূছ পসারী ॥

„ ৩ গহসি পূছ কপিসহিত উড়ানা, পুনি ফিরি ভিরেউ প্রবল হনুমানা।
লরত অকাস জুগল সম জোধা, হনত একু একহিঁ করি ক্রোধা ॥

„ ৪ সোহহি নত ছলবল বহু করহীঁ, কজ্জলগিরি সুমেরু জনু লরহীঁ।
বুধিবল নিসিচর পরই ন পারা, তব মারুতসুত প্রভু সম্ভারা ॥

ছ ২১ সম্ভারি রঘুবীর ধীর প্রচারি করি রাবন হন্যৌ।
মহি পরত পুনি উঠি লরত দেবন জুগলু কহঁ জয় জয় ভন্যৌ ॥
হনুমন্ত সঙ্কট দেখি মর্কট ভালু ক্রোধাতুর চলে।
রনমত্ত রাবন সকল সুভট প্রচণ্ড ভুজবল দলমলে ॥

দো ১০৯ রাম প্রচারে বীর তব ধায়ে কীস প্রচণ্ড।
কপিদল প্রবল দেখি তেহি কীন্হ প্রগট পাখণ্ড ॥

চৌ ১ অন্তরদান ভয়উ হন একা, পুনি প্রগটে খল রূপ অনেকা।
রঘুপতি কটক ভালু কপি জেতে, জহঁ তহঁ প্রগট দসানন তেতে ॥

„ ২ দেখে কপিন্হ অমিত দসসীসা, ভাগে ভালু বিকল ভটকীসা।
চলে বলীমুখ ধরহিঁ ন ধীরা, ত্রাহি ত্রাহি লছিমন রঘুবীরা ॥

„ ৩ দসদিসি কোটিন্হ ধাবহিঁ রাবন, গর্জহিঁ ঘোর কঠোর ভয়াবন।
ডরে সকল সুর চলে পরাঈ, জয় কৈ আস তজহু অব ভাঈ ॥

„ ৪ সব সুর জিতে এক দসকন্ধর, অব বহুভয়ে তকহু গিরিকন্দর।
রহে বিরঞ্চি সম্ভু মুনি জ্ঞানী, জিন্হ জিন্হ প্রভুমহিমা কছু জানী ॥

ছ ২২ জানা প্রতাপ তে রহে নির্ভয় কপিন্হ রিপু মানে ফুরে।
চলে বিচলি মর্কট ভালু সকল কৃপাল পাহি ভয়াতুরে ॥
হনুমন্ত অঙ্গদ নীল নল অতিবল লরত রনবাঁকুরে।
মর্দহিঁ দসানন কোটি কোটিন্হ কপটকু ভট অঙ্কুরে ॥

দো ১১০ সুর বানর দেখে বিকল হঁসেউ কোসলাধীস।
সজি সারঙ্গ এক সর হতে সকল দসসীস ॥

চৌ ১ প্রভুতন মহুঁ মায়া সব কাটী, জিমি রবি উয়ে জাহিঁ তম ফাটা।
রাবন একু দেখি সুর হরষে, ফিরে সুমন বহু প্রভু পর বরষে ॥

দো ১০৮ হে উমা ধার্মিক সেই নম্র বিভীষণ, রাবণের মুখপানে চাহেনি কখন।
সেই আজি কালসম হানে রাবণেরে, রঘুবীর প্রভাবেতে সবই হতে পারে ॥
চৌ ১ পরিশ্রান্ত দেখি এবে বীর বিভীষণ, হনুমানে ধায় ল'য়ে পর্বত ভীষণ।
চূর্ণি রথ বধি অশ্ব বধিয়া সুতেরে, রাবণের বক্ষ মাঝে পাদঘাত করে ॥
„ ২ কম্পিত শরীর তবু দাঁড়ায় রাবণ, জনত্রাতা রাম কাছে যায় বিভীষণ।
হুঙ্কারিয়া দশানন হানে হনুমান, পুচ্ছ তুলি উচ্চ শিরে উঠিল গগনে ॥
„ ৩ পুচ্ছ ধরি কপি সাথে উড়িল গগনে, পুনঃ নভে যুদ্ধ চলে হনু ও রাবণে।
সম যোদ্ধা দুইজনে আকাশেতে যুঝে, এক সে অপরে হানে ছিদ্রপথ খুঁজে ॥
„ ৪ ছলে বলে যোঝে নভে শোভে দুইজনে, সুমেরু কজ্জল গিরি যোঝে হয় মনে।
বুদ্ধি বলে নিশাচরে না পারি জিনিতে, স্মরণ করিল হনু রামনাম চিতে ॥
ছ ২১ ধীর স্থির রঘুবীরে আনিয়া স্মরণে, হুঙ্কার ছাড়িয়া হনু মারিল রাবণে।
রাবণ পড়িল ভূমে পুনঃ উঠি লড়ে, দোঁহের বীরত্বে সুর জয় জয় করে ॥
হনুমন্ত সঙ্কটেতে ঋক্ষ কপি দলে, ক্রোধান্বিত অতি বেগে চলিল সকলে।
রণমত্ত দশানন নিজ ভুজ বলে, সকল যোদ্ধারে ধরি অবিরত দলে ॥
দো ১০৯ উৎসাহিত করিলেন শ্রীরাম যখন, ধাইল প্রচণ্ড বেগে কপি সেনাগণ।
প্রবল কপির দল দেখিয়া তখন, মায়ার বিস্তার করে শঠ দশানন ॥
চৌ ১ অন্তর্ধান হ'য়ে শঠ এক মুহূর্তেতে, পুনঃ প্রকটিত খল অনেক রূপেতে।
রঘুবর সেনা মাঝে ঋক্ষ কপি যত, সবার সমুখে হয় প্রকটিত তত ॥
„ ২ দেখিতে লাগিল কপি কোটি দশানন, বিচলিত হ'য়ে ভালু যোদ্ধা কপিগণ।
পলায়ন করে সবে অতি দ্রুতগতি, রক্ষা কর হে লক্ষ্মণ রক্ষ রঘুপতি ॥
„ ৩ দশদিকে ধায় যবে কোটি দশানন, ভীষণ গর্জনে ভয় করে উৎপাদন।
দেবগণ ভীত ত্রস্ত করে পলায়ন, জয় আশা লুপ্ত এবে কহে দেবগণ ॥
„ ৪ সকল দেবেরে জিনে এক দশানন, কোটি এবে কর সবে গুহা অন্বেষণ।
বিরিঞ্চি শঙ্কর আর মুনিজ্ঞানী যত, প্রভুর মহিমা জানি নির্ভয় সতত ॥
ছ ২২ যে জানে প্রভুর তেজ রহিল নির্ভয়ে, ঋক্ষ কপি সত্য মানে রাবণে সভয়ে।
বিকল মর্কট ভালু ভয়ে ও কাতরে, ডাকিছে কৃপালু রামে রক্ষ ভয়াতুরে ॥
অঙ্গদ পবন সুত নল নীল বীর, রণেতে দুর্মদ তারা যুদ্ধে রহে স্থির।
কপট রাবণ রূপী মায়া যোদ্ধাগণে, অঙ্কুরিত হতে হতে মারে নিষ্পেষণে ॥
দো ১১০ সুর ও বানরগণে দেখি ভয় ত্রাসে, কোশল অধীশ রাম স কৌতুকে হাসে।
শরাসন ল'য়ে হাতে নিমেষের মাঝে, নিঃশেষ করেন যোদ্ধা রাবণের সাজে ॥
চৌ ১ ক্ষণ মাত্রে কাটালেন প্রভু মায়া সবে, অন্ধকার কাটে যথা রবির উদ্ভবে ॥
একই রাবণ দেখি হর্ষ সুরগণে, প্রভুরে বন্দনা করে সবে পুষ্পসনে।

চৌ ২ ভুজ উঠাই রঘুপতি কপি ফেরে, ফিরে এক একন্হ তব টেরে।
প্রভুবল পাই ভালু কপি ধায়ে, তরল তমকি সঞ্জুগ মহি আয়ে॥

„ ৩ করত প্রসংসা সুর তেহি দেখে, ভয়উঁ এক মৈ ইন্হ কে লেখে।
সঠহু সদা তুম্হ মোর মরায়ল, কহি অস কোপি গগনপথ ঘায়ল॥

„ ৪ হাহাকার করত সুর ভাগে, খলহু জাহু কহঁ মোরে আগে।
বিকল দেখি সুর অঙ্গদ ধাবা, কুদি চরন গহি ভুমি গিরাবা॥

ছ ২৩ গহি ভূমি পার্‌য়ো লাত ঘায়্যো বালিসুত প্রভু পহিঁ গয়ো।
সম্ভারি উঠি দসকণ্ঠ ঘোর কঠোর রব গর্জত ভয়ো॥
করি দাপ চাপ চঢ়াই দস সন্ধান সর বহু বরষঈ।
কিয়ে সকল ভট ঘায়ল ভয়াকুল দেখি নিজ বল হরষঈ॥

দো ১১১ তব রঘুপতি লঙ্কেস কে সীস ভুজা সর চাপ।
কাটে ভয়ে বহুত বঢ়ে জিমি তীরথ কর পাপ॥

চৌ ১ সির ভুজ বাঢ়ি দেখি রিপু কেরী, ভালুকপিন্হ রিস ভঈ ঘনেরী।
মরত ন মূঢ় কটেহু ভুজ সীসা, ধায়ে কোপি ভালু ভট কীসা॥

„ ২ বালিতনয় মারুতি নল নীলা, দ্বিবিদ কপীস পনস বলসীলা।
বিটপ মহীধর করহিঁ প্রহারা, সোই গিরি তরু গহি কপিন্হ সো মারা॥

„ ৩ এক নখন্হি রিপুবপুষ বিদারী, ভাগি চলহিঁ এক লাতন্হ মারী।
তব নল নীল সিরন্হ চঢ়ি গয়ে, নখন্হ লিলার বিদারত ভয়ে॥

„ ৪ রুধির বিলোকি সকোপ সুরারী, তিন্হহিঁ ধরন কহঁ ভুজা পসারী।
গহে ন জাহিঁ করন্হ পর ফিরহীঁ, জনু জুগ মধুপ কমলবন চরহীঁ॥

„ ৫ কোপি কূদি দোউ ধরেসি বহোরী, মহি পটকত ভজে ভুজা মরোরী।
পুনি সকোপ দস ধনু কর লীন্হে, সরন্হ মারি ঘায়ল কপি কীন্হে॥

„ ৬ হনুমদাদি মুরছিত করি বন্দর, পাই প্রদোষ হরষ দসকন্ধর।
মুরছিত দেখি সকল কপিবীরা, জামবন্ত ধায়েউ রনধীরা॥

„ ৭ সঙ্গ ভালু ভুধর তরু ধারী, মারন লগে প্রচারি প্রচারী।
ভয়উ ক্রুদ্ধ রাবনু বলবানা, গহি পদ পটকই ভট নানা॥
দেখি ভালুপতি নিজদল ঘাতা, কোপি মাঁঝ উর মারেসি লাতা।

ছ ২৪ উর লাত ঘাত প্রচণ্ড লাগত বিকল রথ তেঁ মহি পরা।
গহি ভালু বীসহু কর মনহুঁ কমলন্হ বসে নিসি মধুকরা॥
মুরছিত বিলোকি বহোরি পদ হতি ভালুপতি প্রভু পহিঁ গয়ো।
নিসি জানি স্যন্দন ঘালি তেহি তব সূত জতনু করত ভয়ো॥

চৌ ২ বাহু তুলি ফিরালেন প্রভু সেনাগণে, একে একে ফিরে সবে প্রভু সন্নিধানে ॥
প্রভুর অভয় লভি, ঋক্ষ কপি ধায়, প্রচণ্ড দর্পের সাথে অতি দ্রুত পায়।

„ ৩ দেবেরা বন্দনা করে দেখি দশানন, কহিল স্বরূপ লই ইহারি কারণ ॥
ওরে শঠ সদা তোরা মোর মৃত্যু চাস, এত কহি দশানন উঠিল আকাশ।

„ ৪ হাহাকার করি দেবে করে পলায়ন, খল কহে কোথা যাবে মূর্খ দেবগণ ॥
দেবেরা বিকল দেখি ধাইল অঙ্গদ, আনিল ভূমির পরে ধরি তার পদ।

ছ ২৩ ধরিয়া ভূমিতে ফেলি' পদাঘাত করে, রাম পাশে বালীসুত যাইল সত্বরে ॥
সামালিয়া উঠি' তবে খল দশানন, করিল প্রচণ্ড শব্দে ভীষণ গর্জন।
দশা হতে শরাসন করিয়া সন্ধান, বর্ষণ করিল তবে শত শত বাণ ॥
সকল যোদ্ধারে করে অতীব ব্যাকুল, দেখিয়া নিজের বল হর্ষে সমাকুল।

দো ১১১ কাটেন শ্রীরাম তবে ধনুর্বাণ আর, বিশ বাহু দশশির লঙ্কার রাজার ॥
পুনশ্চ উৎপন্ন শির রাবণের হয়, তীর্থস্থানে পাপকর্ম বাড়ে যে প্রথায়।

চৌ ১ শির ভুজ পুনঃপূনঃ কাটিলে গজায়, দেখি ভালু কপিদের কোপ বৃদ্ধি পায় ॥
মরেনা এ রিপু বাহু-শিরশ্ছেদ হলে, কপি ভালু অতি ক্রোধে সবে ধেয়ে চলে।

„ ২ মারুতি অঙ্গদ আর নলনীল বীর, দ্বিবিদ ময়ন্দ সবে অতি রণধীর ॥
বিটপী পর্বত দিয়া করিল প্রহার, গিরি তরু ধরি করে কপির সংহার।

„ ৩ নখাঘাতে কেহ করে দেহ বিদারণ, পদাঘাত করি কেহ করে পলায়ন ॥
নল নীল উত্তরিল মস্তকের পরে, নখাঘাতে বিদারণ ললাটেরে করে।

„ ৪ রুধির দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিল সুরারি, তাদের ধরিতে চায় বাহুটি প্রসারি।
ধরিতে না পারে তারা চড়ে শিরোপরে, পদ্মবনে যেন দুই মধুকর চরে ॥

„ ৫ ক্রুদ্ধ হয়ে লম্ফ দিয়া উভয়ে ধরিল, মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বাহু মোচড়া'ল।
পুন কোপে দশ ধনু ল'য়ে দশ করে, বাণে বাণে জর্জরিত করিল সবারে ॥

„ ৬ মারুতি অঙ্গদ আদি কপিরা মূর্চ্ছিত, হর্ষিত রাবণ দেখি সন্ধ্যা সমাগত।
কপি বীরগণে মূর্চ্ছা যাইতে দেখিয়া, রণধীর জাম্ববান আসিল ধাইয়া ॥

„ ৭ দুই হস্তে গিরি বৃক্ষ করিয়া ধারণ, হুহুঙ্কারে রাবণেরে করিল তাড়ন।
রাবণের অতিশয় ক্রোধ উপজিল, পদধরি বহু যোদ্ধা মাটিতে ফেলিল ॥
ঋক্ষপতি দেখি তার সেনারা দলিত, বক্ষে করে পদাঘাত পরম ক্রোধিত।

ছ ২৪ বক্ষে পদাঘাত সেই প্রচণ্ড আঘাতে, রাবণ আকুল হ'য়ে পড়ে রথ হতে ॥
বিংশ হস্তে আঁকড়িয়া ভালু সেনা ধরে, পদ্মে যেন ভ্রমরেরা রাত্রিবাস করে।
রাবণে মূর্চ্ছিত দেখি পুনঃ পদাঘাতি, প্রভু পাশে যায় ফিরে হৃষ্ট ঋক্ষপতি ॥
রাত্রি সমাগত জানি রাবণ সারথি, রথে তুলি রাবণেরে যত্ন করে অতি।

দো ১১২ মুরছা বিগত ভালু কপি সব আয়ে প্রভু পাস।
সকল নিসাচর রাবনহিঁ ঘেরি রহে অতিত্রাস ॥
চৌ ১ তেহী নিসি সীতা পহিঁ জাঈ, ত্রিজটা কহি সব কথা সুনাঈ।
সির ভুজ বাঢ়ি সুনত রিপু কেরী, সীতা উর ভই ত্রাস ঘনেরী ॥
„ ২ মুখ মলীন উপজী মন চিন্তা, ত্রিজটা সন বোলী তব সীতা।
হোইহি কাহ কহসি কিন মাতা কেহি বিধি মরিহি বিশ্ব দুখ দাতা ॥
„ ৩ রঘুপতি সর সির কটেহু ন মরঈ, বিধি বিপরীত চরিত সব করঈ।
মোর অভাগ্য জিআবত ওহী, জেহি হৌঁ হরিপদ কমল বিছোহী ॥
„ ৪ জেহি কৃত কপট কনক মৃগ ঝুঠা, অজহুঁ সো দৈব মোহি পর রূঠা।
জেহিঁ বিধি মোহি দুখ দুসহ সহায়ে, লছিমন সহঁ কটু বচন কহায়ে ॥
„ ৫ রঘুপতি বিরহ সরিষ সর ভারী, তকি তকি মার বার বহু মারী।
ঐসেহু দুখ জো রাখু মম প্রানা, সোই বিধি তাহি জিআব ন আনা ॥
„ ৬ বহু বিধি করতি বিলাপ জানকী, করি করি সুরতি কৃপানিধান কী।
কহ ত্রিজটা সুনু রাজকুমারী, উর সর লাগত মরই সুরারী ॥
„ ৭ প্রভু তা তেঁ উর হতই ন তেহী, এহি কে হৃদয় বসতি বৈদেহী।

ছ ২৫ এহি কে হৃদয় বস জানকী মম জানকী উর বাস হৈ।
মম উদর ভুবন অনেক লাগত বান সব কর নাস হৈ ॥
সুনি বচন হরষ বিষাদ মন অতি দেখি পুনি ত্রিজটা কহা।
অব মরিহি রিপু বিধি সুনহি সুন্দরি ভজহি সংসয় মহা ॥
দো ১১৩ কাটতসির হোইহি বিকল ছুটি জাইহি তব ধ্যান।
তব রাবন কহুঁ হৃদয় মহুঁ মরিহহিঁ রাম সুজান ॥
চৌ ১ অস কহি বহুত ভাঁতি সমুঝাই, পুনি ত্রিজটা নিজ ভবন সিধাঈ।
রামসুভাউ সুমিরি বৈদেহী, উপজী বিরহব্যাথা অতি তেহী ॥

দো ১১২ মূর্চ্ছিত রাবণ জানি ভালু কপিগণে, দলে দলে আসে সবে প্রভু সন্নিধানে ॥
নিশাচরগণ সবে রাবণের পাশে, জড় হয়ে একে একে সবে ঘোর ত্রাসে।

চৌ ১ ত্রিজটা সে রাত্রিকালে সীতা সন্নিধানে, গিয়া কহে সব কথা অতি সঙ্গোপনে ॥
রিপু শিরভুজ বাড়ে কটিলে এ কথা, জানি হৃদে ত্রাস জন্মি জানকী ব্যথিতা।

„ ২ মলিন মুখেতে মনে চিন্তা উপজায়, ত্রিজটারে কহিলেন কি হবে উপায় ॥
কথা নাহি কহ কেন কি করিব মাতা, কি করে ত্যজিবে তনু বিশ্ব দুঃখ দাতা।

„ ৩ রঘুপতি শরে শির কাটিলে না মরে, বিধাতা কি মোর তরে বিপরীত করে ॥
আমারি দুর্ভাগ্য তাই জীবিত সে থাকে, হরি পাদপদ্মে হতে মোরে দূরে রাখে।

„ ৪ যে বিধাতা ভাসায়েছে এই দুঃখে ঘোর, কহায়েছে লক্ষ্মণেরে কটু বাক্য মোর ॥
কপট কনক মৃগ যে বিধাতা কৃত, সেই আজো মোর পরে রয়েছে কুপিত।

চৌ ৫ রঘুপতি বিরহের তীব্র বাণ মোরে, তিলে তিলে দগ্ধ করি মোর প্রাণ হরে।
এত দুঃখ তবু বিধি প্রাণ নাহি লয়, সেই বিধি বুঝি আজ রাবণে বাঁচায় ॥

„ ৬ জানকী বিলাপে রত দুখেতে অপার, কৃপার নিধানে স্মরি হৃদয়ে তাঁহার।
ত্রিজটা কহিল শুন হে রাজকুমারি, হৃদয়ে লাগিলে বাণ মরিবে সুরারি ॥

„ ৭ হৃদয়ে তাহার প্রভু না মারেন শর, বৈদেহী বসতি করে তাহে নিরন্তর।
ইহারি হৃদয় মাঝে জানকীর বাস, জানকী হৃদয়ে মম রহেছে নিবাস ॥

*ছ ২৫ আমারি উদর হতে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভবে, মোর বাণে চরাচর সবই নষ্ট হবে।
ইহা শুনি সীতা মনে হরষ বিষাদ, ত্রিজটা কহিল দেবি ত্যজ পরমাদ।
রাবণ মরণ হবে কহিলাম স্থির, কি প্রকারে হবে শুন না হ'য়ে অধীর ॥

দো ১১৩ কাটিলে মস্তক তার হইবে বিকল, ছুটে যাবে তব ধ্যান যাহা অবিরল।
তখন সুধীর রাম মারিবেন শর, রাবণ হৃদয় মাঝে অতি ভয়ঙ্কর ॥

চৌ ১ ইহা কহি নানাভাবে বুঝা'য়ে সীতারে, অতঃপর গেল চলি আপনার ঘরে।
রামের স্বভাব ধ্যান করিয়া জানকী, বিরহ ব্যথায় কাঁদে দুঃখী বিধুমুখী ॥

রাবণের হৃদাকাশে জানকী সদাই ভাসে জানকীর হৃদে সদা রাম রঘুবীর।
রামের উদর মাঝে সমগ্র ব্রহ্মান্ড রাজে তারি বাণে নিশাচর হইবে অস্থির ॥
নাভিকুন্ড ভেদ করি অমৃতের উৎসবাড়ি বধিবেন নিশাচরে রামরঘুবীর।
কোরোনা ভাবনা তুমি স্থির কহিলাম আমি লঙ্কাপতি হইবেন বিভীষণ ধীর ॥
রাবণ মরণ হবে ত্রিজটা কহিল যবে শুনি তাহা জনক নন্দিনী।
রামেরে স্মরণ করি রহে সীতা ধৈর্য ধরি সান্ত্বনাতে ত্রিজটা সঙ্গিনী ॥

* মনে হয় এই ছন্দটি (২৪) এবং পরবর্তী দোহা (১১৩) উত্তর কালে প্রক্ষিপ্ত। কেননা এই ছন্দটিতে রামের ও ত্রিজটার উক্তি একসাথে বর্ণিত। উপরন্তু রাবণের মৃত্যু বর্ণনা (দো ১১৫—পরবর্তী তৃতীয় চৌপাঈ পর্যন্ত) ত্রিজটার এই ভবিষ্যত বাণী হইতে স্বতন্ত্র। সে ক্ষেত্রে বর্তমান লেখকের প্রক্ষিপ্ত অধিক সামঞ্জস্য পূর্ণ হইবে।

চৌ ২ নিসিহি সসিহি নিন্দতি বহু ভাঁতী, জুগ সম ভঈ ন রাতি সিরাতী।
করতি বিলাপ মনহিঁ মন ভারী, রামবিরহ জানকী দুখারী ॥

„ ৩ জব অতি ভয়উ বিরহ উর দাহূ, ফরকেউ বাম নয়ন অরু বাহূ।
সগুন বিচারি ধরী মন ধীরা, অব মিলিহহিঁ কৃপাল রঘুবীরা ॥

„ ৪ ইহাঁ অর্ধনিসি রাবন জাগা, নিজ সারথি সন খীঝন লাগা।
সঠ রনভূমি ছুড়ায়সি মোহী, ধিগ ধিগ অধম মন্দমতি তোহী ॥

„ ৫ তেহিঁ পদ গহি বহু বিধি সমুঝাবা, ভোর ভয়ে রথ চঢ়ি পুনি ধাবা।
সুনি আগমনু দসানন কেরা, কপিদল খরতর ভয়উ ঘনেরা ॥
জহঁ তহঁ ভূধর বিটপ উপারী, ধায়ে কটকটাই ভট ভারী।

ছ ২৬ ধায়ে জো মর্কট বিকট ভালু করাল কর ভূধর ধরা।
অতি কোপি করহিঁ প্রহার মারত ভজি চলে রজনীচরা ॥
বিচলাই দল বলবন্ত কীসন্হ ঘেরি পুনি রাবন লিয়ো।
চহুঁদিসি চপেটন্হি মারি নখন্হি বিদারি তনু ব্যাকুল কিয়ো ॥

দো ১১৪ দেখি মহা মর্কট প্রবল রাবণ কীন্হ বিচার।
অন্তরহিত হোই নিমিষ মহু কৃত মায়া বিস্তার ॥

ছ ২৭ জব কীন্হ তেহি পাখণ্ড, ভয়ে প্রগট জন্তু প্রচণ্ড।
বেতাল ভূত পিসাচ, কর ধরে ধনু নারাচ ॥
জোগিনী গহে করবাল, এক হাথ মনুজ কপাল।
করি সদ্য সোনিত পান, নাচহিঁ করহিঁ বহু গান ॥

ছ ২৮ ধরু মারু বোলহিঁ ঘোর, রহি পূরি ধুনি চহুঁ ওর।
মুখ বাই ধাবহিঁ খান, তব লগে কীস পরান ॥
জহঁ জাহিঁ মর্কট ভাগি, তহঁ বরত দেখহিঁ আগি।
ভয়ে বিকল বানর ভালু, পুনি লাগ বরষই বালু ॥

ছ ২৯ জহঁ তহঁ থকিত করি কীস, গর্জেউ বহুরি দসসীস।
লছিমন কপীসসমেত, ভয়ে সকল বীর অচেত ॥
হা রাম হা রঘুনাথ, কহি সুভট মীজহিঁ হাথ।
এহি বিধি সকল বল তোরি, তেহি কীন্হ কপট বহোরি ॥

ছ ৩০ প্রগটেসি বিপুল হনুমান, ধায়ে গহে পাষান।
তিন্হ রাম ঘেরে জাই, চহুঁ দিসি বরূথ বনাই ॥
মারহু ধরহু জনি জাই, কটকটহিঁ পূছ উঠাই।
দস দিসি লঁগূর বিরাজ, তেহি মধ্য কোসলরাজ ॥

চৌ ২ নিশারে শশীরে করে নিন্দা বহু ভাঁতি, যুগ সম মনে হয় কাটে না যে রাতি।
করেন বিলাপ অতি মনে মনে গণি, রামের বিরহে দুঃখী জনক নন্দিনী॥
„ ৩ বিরহ ব্যথায় জ্বলে হৃদয় যখন, বামাঙ্গ কাঁপিল তার কাঁপিল নয়ন।
এ শুভ লক্ষ্মণ দেখি ভাবে ধীর মনে, মিলিবে এখন বুঝি কৃপার নিধানে॥
„ ৪ এদিকেতে অর্দ্ধরাতে জাগিল রাবণ, নিজের সারথি পরে কুপিত ভীষণ।
রণক্ষেত্র ত্যজি শঠ ফিরালি আমারে, ধিক ধিক মন্দমতি শত ধিক্ তোরে॥
„ ৫ চরণ ধরিয়া সুত বোঝাল তাহারে, ভোর হতে রণক্ষেত্রে চলে রথোপরে।
দশানন আগমন শুনি কপিদল, হইল ক্রোধেতে তারা অতীব চঞ্চল॥
যত্রতত্র গিরি বৃক্ষ ল'য়ে উপাড়িয়া, হুহুঙ্কারে ধায় সবে রণেতে মাতিয়া॥

ছ ২৬ বিকট মর্কট ভালু ভয়ঙ্কর গিরি, হাতে ল'য়ে ধায় বেগে দন্ত কড়মড়ি।
অতি কোপে অতি বেগে করিল প্রহার, নিশাচরগণ ধায় এধার ওধার॥
ছত্রভঙ্গ করি দেয় রাক্ষস বাহিনী, রাবণেরে ঘিরে বলী কপি অক্ষৌহিনী।
চতুষ্পার্শে মুষ্টাঘাত রাবণের পরে, নখে চিরি দেহ তারে বিচলিত করে॥
দো ১১৪ দেখিয়া মর্কট সেনা অতীব প্রবল, রাবণ বিচার করে বলে নাহি ফল।
নিমেষের মাঝে তবে হয় অন্তর্হিত, রাবণ রাক্ষস মায়া করি প্রকটিত॥

ছ ২৭ (তোমর ছন্দ) যবে তাহা করিল পাষণ্ড, বহু জীব হইল প্রচণ্ড।
ভূত প্রেত বেতাল পিশাচ, করে লয়ে ধনুক নারাচ॥
যোগিনীরা হস্তে করবাল, অন্য হাতে মানব কপাল।
সদ্য রক্ত করে তারা পান, নাচে আর গায় গুণগান॥

ছ ২৮ ধর মার কহে চিৎকারেতে, ঘোর রব ছায় চারি ভিতে।
সারমেয় মুখ খুলি' ধায়, ভয়ে কপি ভালুরা পলায়॥
যে দিকেতে ধায় কপিদল, সে দিকেতে অনল প্রবল।
ভয়ে কপি ভালুরা বিকল, বালুধারা বর্ষে অবিরল॥

ছ ২৯ যেদিকেতে কপি ভীত মনে, গরজায় পুনঃ দশাননে।
লক্ষ্মণের সাথে কপিরাজ, হত চেত হল বীর আজ॥
হায় রাম হায় রঘুনাথ, কহি সবে ভয়ে ঘষে হাত।
এরি মাঝে সবা বল হ'রে, মায়া-ময় করিল সবারে॥

„ ৩০ দেখা যায় বহু হনুমান, হাতে লয়ে বিরাট পাষাণ।
দলে দলে গিয়া রামে ঘেরে, ব্যূহ করি চারিপাশে ফেরে॥
মার ধর সব জনে কহে, কড়মড়ি লাঙুল উঠায়ে।
দশদিকে লাঙুলের সাজ, তারি মাঝে কোশলের রাজ॥

ছ ৩১ তেহি মধ্য কোসলরাজ সুন্দর স্যামতন সোভা লহী।
জনু ইন্দ্রধনুষ অনেক কী বর বারি ভুজ তমালহী॥
প্রভু দেখি হরষ বিষাদ উর সুর বদত জয় জয় জয় করী।
রঘুবীর একহি তীর কোপি নিমেষ মহঁ মায়া হরী॥
ছ ৩২ মায়া বিগত কপি ভালু হরষে বিটপ গিরি গহি সব ফিরে।
সরনিকর ছাড়ে রাম রাবন বাহু সির পুনি মহি গিরে॥
শ্রীরাম রাবন সমরচরিত অনেক কল্প জো গাবহীঁ।
সত সেষ সারদ নিগম কবি তেউ তদপি পার ন পাবহীঁ॥
দো ১১৫ কহে তাসু গুনগন কছুক জড়মতি তুলসীদাস।
নিজ পৌরুষ অনুসার জিমি সসক উড়াহিঁ অকাস॥
„ ১১৬ কাটে সিরভুজ বার বহু মরত ন ভট লঙ্কেস।
প্রভু ক্রীড়ত মুনি সিদ্ধ সুর ব্যাকুল দেখি কলেস॥
চৌ ১ কাটত বঢ়হিঁ সীসসমুদাঈ, জিমি প্রতিলাভ লোভ অধিকাঈ।
মরই ন রিপু শ্রম ভয়উ বিসেখা, রাম বিভীষন তন তব দেখা॥
„ ২ উমা কাল মরু জা কী ঈছা, সোই প্রভু জন কর প্রীতিপরীছা।
সুনু সর্বজ্ঞ চরাচরনায়ক, প্রনতপাল সুর মুনি সুখ দায়ক॥
„ ৩ নাভীকুণ্ডসুধা বস যা কে, নাথ জিয়ত রাবনু বল তা কে।
সুনত বিভীষন বচন কৃপালা, হরষি গহে কর বান করালা॥
„ ৪ অসগুন হোন লগে তব নানা, রোবহিঁ বহু স্গাল খর স্বানা।
বোলহিঁ খগ জগ আরতি হেতু, প্রকট ভয়ে নভ জহঁ তহঁ কেতু॥
„ ৫ দস দিসি দাহ হোন অতি লাগা, ভয়উ পরব বিনু রবিউপরাগা।
মন্দোদরি উর কম্পতি ভারী, প্রতিমা স্রবহিঁ নয়নময় বারী॥
ছ ৩৩ প্রতিমা স্রবহিঁ পবি পাত নভ অতি বাত বহ ডোলতি মহী।
বরষহিঁ বলাহক রুধিরু কচ রজ অসুভ অতি সক কো কহী॥
উতপাত অমিত বিলোকি সুর মুনি বিকল বোলহিঁ জয় জয়ে।
সুর সভয় জানি কৃপাল রঘুপতি চাপ সর জোরত ভয়ে॥
দো ১১৭ খৈঁচি সরাসন স্রবন লগি ছাড়ে সর একতীস।
রঘুনায়ক সায়ক চলে মানহুঁ কালফনীস॥
চৌ ১ সায়ক এক নাভিসর সোখা, অপর লগে সির ভুজ করি রোখা।
লই সির বাহু চলে নারাচা, সির ভুজ হীন রুণ্ড মহি নাচা॥

„ ৩১ শ্যামল বরণ তনু সেখানে বিরাজে, কোশলের রাজ শোভে সেই ব্যূহ মাঝে।
ইন্দ্রধনু শত যেন চতুর্দিকে ধরে', উন্নত তমাল বৃক্ষে শোভা বৃদ্ধি করে॥
প্রভুরে দেখিয়া সুরে হরষ বিষাদ, জয় জয় ঘোষে তারা করি প্রণিপাত।
রঘুপতি ক্রুদ্ধ অতি এক শরে তাঁর, কাটিলেন রাক্ষসের মায়ার বিস্তার॥

„ ৩২ কাটে মায়া হর্ষ করে ঋক্ষ কপিগণ, বৃক্ষ গিরি হস্তে ল'য়ে করে প্রত্যার্পন।
বহু শর রঘুবর ছাড়িলেন বলে, বাহু শির রাবণের পড়ে ভূমি তলে॥
শ্রীরাম ও রাবণের যুদ্ধ ইতিহাস, কল্প কল্প ধরি যদি করেন প্রয়াস।
শত জ্ঞানী শেষ নাগ আর সরস্বতী, তথাপি তা' গাহিবার না হবে শকতি॥

দো ১১৫ তাঁরি গুণ গানে কিছু হৃদয়েতে আশ, মূঢ়মতি মূর্খ অতি এ তুলসীদাস।
নিজের সামর্থ্য জানি মশক যেমন, হৃদয়েতে আশা করে উড়িতে গগন॥

„ ১১৬ কাটিলেও শির বাহু বহু বহু বার, না মরে লঙ্কেশ তবু আশ্চর্য ব্যাপার।
প্রভুত করেন লীলা কিন্তু দেবগণ, সিদ্ধ মুনি ক্লেশ দেখি দুখেতে মগন॥

চৌ ১ কাটিতেই জন্মে সেই শির সমুদয়, অতি লাভে লোভ যথা বাড়ে অতিশয়।
না মরে এ রিপু শ্রম বাড়ে ক্রমাগত, বিভীষণ প্রতি রাম চাহেন সতত॥

„ ২ যাহার ইচ্ছায়, উমা, মহাকাল মরে, সেই প্রভু করিবেন পরীক্ষা সীতারে।
বিভীষণ কহে শুন সর্বজ্ঞ বিধাতা, ভক্তের পালক সুর মুনি সুখদাতা॥

„ ৩ নাভিকুণ্ড রাবণের অমৃত সঞ্চারে, রাবণ জীবিত তাই হয় বারে বারে।
বিভীষণ বাক্য সেই শুনি রঘুনাথ, হরষি করাল বাণ লন তৎক্ষণাৎ॥

„ ৪ অমঙ্গল চিহ্ন নানা দশদিক পানে, শৃগাল ও সারমেয় গর্দভ রোদনে।
পক্ষীরা ক্রন্দন করে অতি আর্তস্বরে, ধূমকেতু দৃষ্ট হল আকাশের পরে॥

„ ৫ দশদিকে ঘোর জ্বালা হল প্রকটিত, অমাবস্যা বিনা রবি রাহুতে গ্রাসিত।
মন্দোদরী হিয়া মাঝে হইল কম্পন, বারি বহে প্রতিমার বহিয়া নয়ন॥

ছ ৩৩ প্রতিমার আঁখি জলে বজ্রপাত নভতলে, বেগে বায়ু মহী টলমল।
রুধিরের বৃষ্টিপাত ধূলি বালু সাথে সাথ, কে কহিবে কত অমঙ্গল॥
উপদ্রব অতিশয় নভে সুর ভয় পায়, শুধু জপে জয় জয় জয়।
দেবতারা ভীত সবে জানি রঘুপতি তবে, কোদণ্ডতে সায়ক চড়ায়॥

দো ১১৭ আকর্ণ টানিয়া গুণ হেলায় শ্রীরাম, ত্যজেন কালাগ্নি সম একত্রিশ বাণ।*
রঘুপতি বাণ অতি বেগেতে ছুটিল, কাল সর্প ফণা তুলি যেন মনে হল॥

চৌ ১ এক শর নাভিকুণ্ড বিদীর্ণ করিল, ভুজ শির অন্য শরে খণ্ডিত হইল।
বাহু শির ল'য়ে তাঁর হয় অদর্শন, কবন্ধ ভূমিতে করে নৃত্যে সঞ্চরণ॥

---

* ১ নাভিকুণ্ডে, ১০ শিরে ২০ বাহুতে=৩১

চৌ ২ ধরনি ধসই ধর ধাব প্রচণ্ডা, তব প্রভু সর হতি কৃত জুগ খণ্ডা।
গর্জেউ মরত ঘোররব ভারী, কহাঁ রাম রন হতউঁ প্রচারী ॥

„ ৩ ডোলী ভূমি গিরত দসকন্ধর, ছুভিত সিন্ধু সরি দিগ্‌গজ ভূধর।
ধরনি পরেউ দোউ খণ্ড বঢ়াঈ, চাপি ভালু মর্কট সমুদাঈ ॥

„ ৪ মন্দোদরি আগে ভুজ সীসা, ধরি সর চলে জহাঁ জগদীসা।
প্রবিসে সব নিষজ মহুঁ জাঈ, দেখি সুরন্হ ত্নদুভী বজাঈ ॥

„ ৫ তাসু তেজ সমান প্রভুআনন, হরষে দেখি সম্ভু চতুরানন।
জয় জয় ধুনি পুরী ব্রহ্মাণ্ডা, জয় রঘুবীর প্রবল ভুজ দণ্ডা ॥

„ ৬ বরষহিঁ সুমন দেব মুনি বৃন্দা, জয় কৃপাল জয় জয়তি মুকুন্দা ॥

ছ ৩৪ জয় কৃপাকন্দ মুকুন্দ দ্বন্দহরন সরন সুখ প্রদ প্রভো।
খল দল বিদারন পরমকারন কারুনীক সদা বিভো ॥
সুর সুমন বরষহিঁ হরষ সঙ্কুল বাজ দুন্দুভি গহগহী।
সংগ্রাম অঙ্গন রামঅঙ্গ অনঙ্গ বহু সোভা লহী ॥

„ ৩৫ সির জটামুকুট প্রসূন বিচবিচ অতি মনোহর রাজহীঁ।
জনু নীলগিরি পর তড়িত পটল সমেত উড়ুগন ভ্রাজহীঁ ॥
ভুজদণ্ড সর কোদণ্ড ফেরত রুধিরকন তন অতি বনে।
জনু রায়মুনীতমাল পর বৈঠী বিপুল সুখ আপনে ॥

দো ১১৮ কৃপা দৃষ্টি করি বৃষ্টি প্রভু অভয় কিয়ে পুরবৃন্দ।
হরষে বানর ভালু সব জয় সুখধাম মুকুন্দ ॥

চৌ ১ পতিসির দেখত মন্দোদরী, মুরছিত বিকল ধরনি খসি পরী।
জুবতিবৃন্দ রোবত উঠি ধাঈ, তেহি উঠাই রাবন পহিঁ আঈঁ ॥

„ ২ পতিগতি দেখি তে করহিঁ পুকারা, ছুটে কচ নহিঁ বপুষ সঁভারা।
উরতাড়না করহিঁ বিধি নানা, রোবত করহিঁ প্রতাপ বখানা ॥

„ ৩ তব বল নাথ ডোল নিত ধরনী, তেজহীন পাবক সসি তরনী।
সেষ কমঠ সহি সকহিঁ ন ভারা, সো তনু ভূমি পরেউ ভরি ছারা ॥

„ ৪ বরুন কুবের সুরেস সমীরা, রনসনমুখ ধর কাহু ন ধীরা।
ভুজবল জিতেহু কাল জম সাঈঁ, আজু পরেহু অনাথ কী নাঈঁ ॥

„ ৫ জগতবিদিত তুম্হারি প্রভুতাঈ, সুত পরিজন বল বরনি ন জাঈ।
রামবিমুখ অস হাস তুম্হারা, রহা ন কোউ কুল রোবনিহারা ॥

চৌ ২ ধরণী কম্পিত হল অতীব প্রচণ্ড, বাণ মারি প্রভু তারে করেন দ্বিখণ্ড।
গর্জিল মরণ কালে ঘোর রব করি, হুঙ্কারে কোথায় রাম রণে তারে মারি॥
„ ৩ রাবণ পড়িল যবে পৃথিবী টলিল, ক্ষুব্ধ দিগ্‌গজ গিরি সাগর সলিল।
দ্বিখণ্ড ভূমিতে পড়ে বিরাট শরীরে, চাপিয়া তাহার তলে ভালু কপি বীরে॥
„ ৪ মন্দোদরী সমুখেতে স্থাপি বাহু শির, জগত ঈশ্বর কাছে ফিরে আসে তীর।*
প্রভুর তূণের মাঝে করিল প্রবেশ, দুন্দুভি বাজায় সুরে দেখি যুদ্ধ শেষ॥
„ ৫ রাবণ সকল তেজ প্রভা প্রভু মুখে, বিরিঞ্চি শঙ্কর দেখি আনন্দিত সুখে।
জয় জয় রোল ওঠে ভরি নভস্থল, জয় রঘুপতি জয় প্রতাপ প্রবল॥
„ ৬ পুষ্প বৃষ্টি করে দেব মুনিগণ সবে, জয়তি মুকুন্দ জয় কৃপালু রাঘবে।
ছ ৩৪ কৃপাপুঞ্জ হে মুকুন্দ জয়তু শ্রীহরি, নিশাচর দর্পহারী প্রভু নতি করি।
খলদল বিদারণ পরম কারণ, কারুণিক সদা বিভু বিপদ বারণ॥
সিদ্ধ মুনি গন্ধর্বেরা আজি হর্ষান্বিত, দেব হর্ষ স্বর্গে আজি দুন্দুভি বাদিত।
সমর অঙ্গনে আজি রাম অঙ্গ পরে, শত অনঙ্গের রূপ শোভা বৃদ্ধি করে॥
„ ৩৫ জটার মুকট শিরে পুষ্প তাতে শোভা ধরে বিরাজিত রাজীব নয়ন।
যেন নীল গিরি পরে বিজলীতে থরে থরে ভ্রমিতেছে তারা অগণন॥
সবল যুগল হাতে শর শরাসন সাথে রক্ত বিন্দু সকল শরীরে।
যেন তমালের পরে লাল মুনিয়ারা উড়ে সুখে বসে তাহারি উপরে॥
দো ১১৮ বর্ষণ করিয়া প্রভু কৃপাদৃষ্টি তাঁর, অভয় দিলেন, হর্ষ সব দেবতার।
ঋক্ষ কপি অতি হর্ষে জয়োল্লাস করে, সুখধাম হে মুকুন্দ জয় জয় হরে॥
চৌ ১ পতিশির যে মুহূর্তে দেখে মন্দোদরী, বিকল মূর্চ্ছিত পড়ে ধরণী উপরি।
সখীরা ক্রন্দন-রতা আসে ধেয়ে সবে, রাবণের কাছে তারে নিয়ে চলে তবে॥
„ ২ দেখিয়া পতিরে কাঁদে সতী শোকান্বিত, অবিন্যস্ত কেশ তার বস্ত্র অসংবৃত।
বক্ষে কর হানি কাঁদে বিবিধ প্রকারে, রাবণ প্রতাপ কহি কাঁদে উচ্চৈস্বরে॥
„ ৩ তোমার প্রতাপে নাথ কাঁপিত ধরণী, রবি তেজহীন শশী মলিন বরণী।
শেষ কূর্ম নাহি পারে তোমারে বহিতে, সেই তুমি আজ নাথ পড়িয়া ভূমিতে॥
„ ৪ কুবের বরুণ ইন্দ্র প্রবল পবন, তোমা সনে রণে সবে করে পলায়ন।
বাহুবলে যমে তুমি জিনিয়াছ স্বামি, অনাথের মত আজ পড়ে আছ তুমি॥
„ ৫ জগতে বিদিত নাথ প্রভুত্ব তোমার, পরিজন সুত বল গণনা অপার।
রাম বিমুখতা করি এ দশা তোমার, কাঁদিতে জীবিত কেহ নাহি আছে আর॥

---

*আপাতদৃষ্টিতে রামের এই কর্ম প্রশংসনীয় নহে. কিন্তু রাবণের ভুজ শির রণক্ষেত্রে পতিত অঙ্গদের প্রতিশ্রুতি মতে ঋক্ষ কপিগণ তাহা লইয়া খেলা করিত (দো ৩৬ চৌ ৩)। রাম সে অবমাননা হইতে রাবণকে রক্ষা করিতে চান।

চৌ ৬ তব বলবিধিপ্রপঞ্চ সব মাথা, সভয় দিলিপ নিত লাবহিঁ মাথা।
অব তব সির ভুজ জম্বুক থাহীঁ, রামবিমুখ যহ অনুচিত নাহীঁ॥
কালবিবস পতি কহা ন মানা, অগ জগ নাথু মনুজ করি জানা।
ছ ৩৬ জানেউ মনুজ করি দনুজ কানন দহন পাবক হরি স্বয়ং।
জেহি নমত সিব ব্রহ্মাদি সুর পিয় ভজেহু নহিঁ করুনাময়ং॥
আজনম তেঁ পরদ্রোহরত পাপৌঘময় তব তনু অয়ং।
তুম্হহূঁ দিয়ো নিজ ধাম রাম নমামি ব্রহ্ম নিরাময়ং॥

দো ১১৯ অহহ নাথ রঘুনাথ সম কৃপাসিন্ধু কো আন।
মুনিদুর্লভ জো পরমগতি তোহি দীন্হি ভগবান॥
চৌ ১ মন্দোদরী বচন সুনি কানা, সুর মুনি সিদ্ধ সবন্হি সুখু মানা।
অজ মহেস নারদ সনকাদী, জে মুনিবর পরমারথবাদী॥
„ ২ ভরি লোচন রঘুপতিহিঁ নিহারী, প্রেমমগন সব ভয়ে সুখারী।
রুদন করত বিলোকি সব নারী, গয়েউ বিভীষনু মন দুখ ভারী॥
„ ৩ বন্ধুদসা দেখত দুখ কীন্হা, রাম অনুজ কহুঁ আয়সু দীন্হা।
লছিমন জাই তাহি সমুঝায়উ, বহুরি বিভীষনু প্রভু পহিঁ আয়উ॥
„ ৪ কৃপাদৃষ্টি প্রভু তাহি বিলোকা, করহু ক্রিয়া পরিহরি সব সোকা।
কীন্হি ক্রিয়া প্রভু আয়সু মানী, বিধিবত দেস কাল জিয় জানী॥
দো ১২০ মন্দোদরী আদি সব দেই তিলাঞ্জলি তাহি।
ভবন গঈঁ রঘুবীর গুন গন বরনত মন মাহিঁ॥
চৌ ১ আই বিভীষন পুনি সির নায়উ, কৃপাসিন্ধু তব অনুজ বোলায়উ।
তুম্হ কপীস অঙ্গদ নল নীলা, জামবন্ত মারুতি নয়সীলা॥
„ ২ সব মিলি জাহু বিভীষন সাথা, সারেহু তিলক কহেউ রঘুনাথা।
পিতাবচন মৈঁ নগর ন আৱউঁ, আপু সরিস কপি অনুজ পঠাৱউ॥
„ ৩ তুরত চলে কপি সুনি প্রভুবচনা, কীন্হী জাই তিলক কৈ রচনা।
সাদর সিংহাসন বৈঠারী, তিলক কীন্হ অস্তুতি অনুসারী॥
„ ৪ জোরি পানি সবহীঁ সির নায়ে, সহিত বিভীষন প্রভু পহিঁ আয়ে।
তব রঘুবীর বোলি কপিলীন্হে, কহি প্রিয়বচন সুখী সব কীন্হে॥
ছ ৩৭ কিয়ে সুখী কহি বানী সুধাসম বল তুম্হারে রিপু হয়ো।
পায়ো বিভীষন রাজু তীহুঁ পুর জসু তুম্হারো নিত নয়ো॥
মোহি সহিত সুভ কীরতি তুম্হারী পরম প্রীতি জে গাইহৈঁ।
সংসার সিন্ধু অপার পার প্রয়াস বিনু নর পাইহৈঁ॥

চৌ ৬ তব বশে বিধাতার সৃষ্টি ছিল নাথ, দিকপালগণ সবে করে প্রণিপাত।
আজি তব মৃত দেহ শৃগালেরা খায়, রামের বিমুখ হ'লে তাই বুঝি হায়॥
কালের বশেতে স্বামি কথা না শুনিলে, জগন্নাথেরে তুমি মানুষ ভাবিলে॥
ছ ৩৬ দহন দনুজ বন পাবক সমান হন স্বয়ং যে অবতীর্ণ হরি।
মানুষ ভাবিলে তাঁরে আমারি বৈধব্য তরে কহ মোরে এখন কি করি॥
বিরিঞ্চি শঙ্কর যাঁরে সতত প্রণাম করে তুমি অরি হয়েছো তাঁহারি।
ভজনা করনি কভু করুণাময়েরে প্রভু কেবা কবে এখন কি করি॥
জনম অবধি স্বামী অপরে হেনছ তুমি দেহ তব সদা পাপময়।
তোমা দেন নিজধাম কৃপাময় রঘুরাম নমি আমি ব্রহ্ম নিরাময়॥
দো ১১৯ হায় প্রভু রঘুনাথ সম কেবা আছে, কৃপার সাগর বিশ্ব জগতের মাঝে।
মুনির দুর্লভ যাহা সে পরম গতি, তোমারে দিলেন রাম জগতের পতি॥
চৌ ১ মন্দোদরী খেদ কর্ণে সুর সিদ্ধ মুনি, শুনিয়া সন্তুষ্ট সবে হইল ভবানি।
অজ শম্ভু দেব ঋষি আর সনকাদি, ঋষিরা হইল সুখী পরমার্থবাদী॥
" ২ রঘুপতি রামে দেখে নয়ন ভরিয়া, প্রেমেতে মগন তারা বিবশ হইয়া।
দেখিয়া ক্রন্দন-রতা সব স্ত্রীলোকেরে, বিভীষণ মন অতি দুঃখে যায় ভরে॥
" ৩ ভ্রাতা দশা দেখি যবে বিভীষণ দুখী, নির্দেশ করেন প্রভু লক্ষ্মণেরে ডাকি।
বিবিধ প্রকারে তারে বুঝায়ে লক্ষ্মণ, প্রভু পাশে তারে ল'য়ে করে আগমন॥
" ৪ কৃপাদৃষ্টি করি প্রভু কহিলেন তারে, শোক ত্যাজি কর্ম তব কর শ্রদ্ধা ভরে।
প্রভুর আদেশে করে শেষ কৃত্য যত, দেশ কাল পাত্র মত করে বিধিমত॥
দো ১২০ ময়দানবের বালা অপর স্ত্রীজন, তিলাঞ্জলি দিয়া সবে করিল তর্পন।
অন্তঃপুরে ফিরে গেল শ্রাদ্ধ সমাপনে, রঘুবীর গুণরাশি সবাকার মনে॥
চৌ ১ অতঃপর বিভীষণ আসি নতি করে, কৃপাসিন্ধু ডাকিলেন তবে অনুজেরে।
কপীশ অঙ্গদ আর নীতিজ্ঞ মারুতি, নল নীল সকলেরে করি তব সাথী॥
" ২ বিভীষণে ল'য়ে যাও লঙ্কার ভিতর, অভিষেক কর তারে ক'ন রঘুবর।
পিতার আদেশে আমি পুরে নাহি যাই, নিজ প্রতিনিধি কপি অনুজে পাঠাই॥
" ৩ প্রভুর আদেশে সবে চলে দ্রুত গতি, অভিষেকে বিভীষণে করে লঙ্কাপতি।
সাদরে বসায় তারে সিংহাসন পরে, অভিষেক অনুসারে স্তুতি গান করে॥
" ৪ কর জুড়ি সকলেই করিল প্রণতি, বিভীষণ আসে পুনঃ যেথা রঘুপতি।
তখন শ্রীরাম ল'ন ডাকি কপিগণে, প্রিয় বাক্য কহিলেন তুষ্টি সবা মনে॥
ছ ৩৭ কহেন অমৃত বাণী—হয় তুষ্ট সর্ব প্রাণী তোমাদেরি বাহু বলে আমি রিপু হরি।
বিভীষণ রাজ্য পেল তোমাদেরি বলে হ'ল তব যশ ত্রিলোকেতে নিতি নব করি॥
মোর কথা সাথে তব শুভ কীর্তি অভিনব পরম প্রীতির সাথে গাহিবে যে নর।
এ ভব সাগর হতে অনায়াসে ওপারেতে অবতীর্ণ হইবেই সেই অতঃপর॥

দো ১২১ প্রভু কে বচন শ্রবন সুনি নহিঁ অঘাহিঁ কপিপুঞ্জ।
বার বার সির নাবহীঁ গহহিঁ সকল পদকঞ্জ॥

চৌ ১ পুনি প্রভু বোলি লিয়উ হনুমানা, লঙ্কা জাহু কহেউ ভগবানা।
সমাচার জানকিহিঁ সুনাবহ, তাসু কুসল লেই তুম্হ চলি আবহ॥

" ২ তব হনুমন্ত নগর মহঁ জায়ে, সুনি নিসিচরী নিসাচর ধায়ে।
পূজা বহু প্রকার তিন্হ কীন্হী, জনকসুতা দিখাই পুনি দীন্হী॥

" ৩ দূরিহিঁ তেঁ প্রনাম কপি কীন্হা, রঘুপতি দূত জানকী চীন্হা।
কহহু তাত প্রভু কৃপানিকেতা, কুসল অনুজ কপি সেন সমেতা॥

" ৪ সব বিধি কুসল কোসলাধীসা, মাতু সমর জীতেউ দসসীসা।
অবিচল রাজু বিভীষন পাবা, সুনি কপিবচন হরষ উর ছাবা॥

ছ ৩৮ অতি হরষ মন তন পুলক লোচন সজল কহ পুনি পুনি রমা।
কা দেউ তোহি ত্রৈলোক মহুঁ কপি কিমপি নহিঁ বানী সমা॥
সুনু মাতু মৈঁ পায়উঁ অখিল জগ রাজু আজু ন সংসয়ং।
রন জীতি রিপুদল বন্ধুযুত পস্যামি রামমনাময়ং॥

দো ১২২ সুনু সুত সদগুন সকল তব হৃদয় বসহু হনুমন্ত।
সানুকুল রঘুবংসমনি রহহু সমেত অনন্ত॥

চৌ ১ অব সোই জতন করহু তুম্হ তাতা, দেখউঁ নয়ন স্যাম মৃদুগাতা।
তব হনুমান রাম পহিঁ জাঈ, জনকসুতা কৈ কুসল সুনাঈ॥

" ২ সুনি বানী পতঙ্গ কুল ভুষন, বোলি লিয়ে জুবরাজ বিভীষন।
মারুতসুত কে সঙ্গ সিধাবহু, সাদর জনকসুতহিঁ লেই আবহু॥

" ৩ তুরতহিঁ সকল গয়ে জহঁ সীতা, সেবহিঁ সব নিসিচরী বিনীতা।
বেগি বিভীষন তিন্হহিঁ সিখাবা, সাদর তিন্হ সীতহিঁ অন্হবাবা॥

" ৪ দিব্য বসন ভূষন পহিরায়ে, সিবিকা রুচির সাজি পুনি লায়ে।
তা পর হরষি চঢ়ী বৈদেহী, সুমিরি রাস সুখধাম সনেহী॥

" ৫ বেতপানি রচ্ছক চহুঁ পাসা, চলে সকল মন পরম হুলাসা।
দেখন ভালু কীস সব আয়ে, রচ্ছক কোপি নিবারন ধায়ে॥

" ৬ কহ রঘুবীর কহা মম মানহু, সীতহিঁ সখা পয়াদে আনহু।
দেখহিঁ কপি জননী কী নাঈঁ, বিহঁসি কহা রঘুনাথ গুসাঈঁ॥

" ৭ সুনি প্রভুবচন ভালু কপি হরষে, নভ তেঁ সুরন্হ সুমন বহু বরষে।
সীতা প্রথম অনল মহুঁ রাখী, প্রগট কীন্হ চহ অন্তর সাথী॥

দো ১২৩ তেহি কারন করুনায়তন কহে কছুক দুর্বাদ।
সুনত জাতুধানী সকল লাগী করই বিষাদ॥

দো ১২১ শুনিয়া রামের মৃদু এ সুধা বচন, পরিতৃপ্ত নহে কপি আরো চাহে মন।
প্রভু পাদপদ্মে শির নু'য়ে বারে বারে, চাহে রাম পদকঞ্জ স্পর্শ করিবারে ॥
চৌ ১ তখন ডাকেন প্রভু বীর হনুমানে, যাও বৎস লঙ্কাপুরে সীতা সন্নিধানে।
সীতারে শুনাবে গিয়া সব সমাচার, ফিরিয়া আসিবে নিয়া কুশল সীতার ॥
„ ২ ধীর হনুমান তবে চলিল লঙ্কায়, রাক্ষস রাক্ষসী যবে এই বার্তা পায়।
দ্রুতগতি আসে সবে নিকটে তাহার, সসম্মানে নিয়ে চলে সমুখে সীতার ॥
„ ৩ দূর হতে কপি করে প্রণাম সীতারে, রামদূত বলি সীতা চেনেন তাহারে।
কহ বৎস কুশল ত কৃপানিকেতন, দেবর লক্ষ্মণ আর কপি সেনাগণ ॥
„ ৪ সকলি কুশল মাতঃ কোশল রাজন, রণে জয়ী হয়েছেন বধি' দশানন।
একছত্র লঙ্কেশ্বর এবে বিভীষণ, হর্ষে হৃদি ছায় শুনি কপির বচন ॥
ছ ৩৮ মন অতি হরষিত তনু তাঁর পুলকিত সজল নয়নে কহেন রমা।
কি দিব তোমারে আর যে বাণী শোনালে তার ত্রিলোকে নাহি ত কিছুই সমা ॥
শুন হে জানকী মাত অখিল রাজত্ব যত, পেয়েছি নাহি ত সংশয় মোর।
দেখেছি ভ্রাতার সনে জিনিয়া দারুণ রণে কুশলে আছেন শ্রীরঘু বর ॥
দো ১২২ করিবে বসতি পুত্র তব হৃদয়েতে, সকল সদ্‌গুণ যাহা আছে পৃথিবীতে।
রঘুবংশ-মণি আর দেবর লক্ষ্মণ, তোমা প্রতি রহিবেন তুষ্ট অনুক্ষণ ॥
চৌ ১ হে বৎস যতন কর এখন কেবল, নয়নে দেখিব যা'তে শ্যামদূর্বাদল।
অতঃপর হনুমান ফিরি রাম পাশে, সীতার কুশল বাণী কহে সবিশেষে ॥
„ ২ শুনিয়া সকল কথা সূর্য কুলমণি, কপিরাজ বিভীষণে ডাকেন তখনি।
পবন সুতের সাথে গিয়া লঙ্কাপুরে, সাদরে এখানে আন জনক সুতারে ॥
„ ৩ দ্রুতগতি যায় তারা যেথা র'ন সীতা, এখন রাক্ষসী সেথা পরম বিনীতা।
তাদের নির্দেশ দেন রাজা বিভীষণ, সীতারে করায় স্নান আর প্রসাধন ॥
„ ৪ সাজায় বিবিধ রত্নে নানা অলঙ্কারে, আনিল সাজায়ে রথ তারা তারপরে।
হরষি বৈদেহী তবে উঠিলেন র'থে, প্রেমময় শ্রীরামেরে স্মরিয়া মনেতে ॥
„ ৫ বেত্রধারী রক্ষকেরা চলে চারি পাশে, চলিল সকলে সাথে পরম উল্লাসে।
দেখিতে মর্কট আর ভালুকেরা ধায়, কুপিত রক্ষক সবে বাধা দিতে চায় ॥
„ ৬ কথা রাখ মোর সখা কহে রঘুরায়, পদব্রজে নিয়ে এসো সীতারে হেথায়।
জানকীরে মাতা সম দেখে কপিরাই, হাসিয়া কহেন ইহা শ্রীরাম গোঁসাই ॥
„ ৭ প্রভুবাক্যে অতি হর্ষ ঋক্ষ কপিগণে, পুষ্পবৃষ্টি সুরগণ করিল গগনে।
রাখিয়াছিলেন সীতা প্রথম অগ্নিতে, অন্তর্যামী চাহিলেন প্রকট করিতে ॥
দো ১২৩ এই গুহ্য কারণেতে করুণা অয়ন, দুর্বাক্য কহেন কিছু সীতারে তখন।
সকল রাক্ষসী যারা উপস্থিত ছিল, শুনিয়া প্রভুর বাক্য বিষাদিত হ'ল ॥

চৌ ১ প্রভু কে বচন সীস ধরি সীতা, বোলী মন ক্রম বচন পুনীতা।
লছিমন হোহু ধরম কৈ নেগী, পাবক প্রগট করহু তুম্‌হ বেগী॥
" ২ সুনি লছিমন সীতা কৈ বানী, বিরহ বিবেক ধরম শ্রুতি সানী।
লোচন সজল জোরি কর দোউ, প্রভু সন কছু কহি সকত ন ওউ॥
" ৩ দেখি রামরুখ লছিমন ধায়ে, পাবক প্রগটি কাঠ বহু লায়ে।
পাবক প্রবল দেখি বৈদেহী, হৃদয় হরষ কছু ভয় নহিঁ তেহী॥
" ৪ জৌঁ মন বচ ক্রম সম উর মাহীঁ, তজি রঘুবীর আন গতি নাহীঁ।
তৌ কৃসানু সব কৈ গতি জানা, মো কহুঁ হোহু শ্রিখণ্ড সমানা॥
ছ ৩৯ শ্রীখণ্ড সম পাবক প্রবেস্ু কিয়ো সুমিহি প্রভু মৈথিলী।
জয় কোসলেস মহেস বন্দিত চরন রতি অতি নির্মলী॥
প্রতিবিম্ব অরু লৌকিক কলঙ্ক প্রচণ্ড পাবক মহঁ জরে।
প্রভুচরিত কাহু ন লখে সুর নভ সিদ্ধ মুনি দেখহিঁ খরে॥
" ৪০ ধরি রূপ পাবক পানি গহি শ্রী সত্য শ্রুতি জগ বিদিত জো।
জিমি ছীরসাগর ইন্দিরা রামহিঁ সমর্পী আনি সো॥
সোই রাম বামবিভাগ রাজতি রুচির অতি সোভা ভলী।
নব নীল নীরজ নিকট মানহু কনক পঙ্কক কী কলী॥
দো ১২৪ হরষি সুমন বরষহিঁ সুর বাজহিঁ গগন নিসান।
গাবহিঁ কিন্নর অপছরা নাচহিঁ চঢ়ী বিমান॥
" ১২৫ শ্রী জানকী সমেত প্রভু সোভা অমিত অপার।
দেখত হরষে ভালু কপি জয় রঘুপতি সুখসার॥
চৌ ১ তব রঘুপতি অনুসাসন পাঈ, মাতলি চলেউ চরন সিরু নাঈ।
আয়ে দেব সদা স্বারথী, বচন কহহিঁ জনু পরমারথী॥
" ২ দীনবন্ধু দয়াল রঘুরায়া, দেব কীন্‌হ দেবন্‌হ পর দায়া।
বিস্ব দ্রোহ রত যহ খল কামী, নিজ অঘ গয়েউ কুমারগ গামী॥
" ৩ তুম্‌হ সম রূপ ব্রহ্ম অবিনাসী, সদা এক রস সহজ উদাসী।
অকল অগুন অজ অনঘ অনাময়, অজিত অমোঘসক্তি করুনাময়॥
" ৪ মীন কমঠ সূকর নরহরী, বামন পরসুরাম বপু ধরী।
জব জব নাথ সুরন্‌হ দুখ পাবা, নানা তনু ধরি তুম্‌হহিঁ নসাবা॥
" ৫ রাবন পাপমূল সুরদ্রোহী, কাম লোভ মদ রত অতি কোহী।
সোউ কৃপাল তব ধাম সিধাবা, যহ হমরে মন বিসময় আবা॥
" ৬ হম দেবতা পরম অধিকারী, স্বারথরত তম ভগতি বিসারী।
তবপ্রবাহ সন্তত হম পরে, অবপ্রভু পাহি সরন অনুসরে॥

চৌ ১ প্রভুর বচন করি শিরোধার্য সীতা, কহিলেন কায় মন বচনে পুণ্যাত্মা।
লক্ষ্মণ তুমিই মোর ধর্মের সহায়, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর অতিশীঘ্র তায়॥
„ ২ বিরহে বিবেক জ্ঞান ধর্মেতে মিশ্রিত, সীতার সে বাণী শুনি লক্ষ্মণ দুঃখিত।
সজল নয়নে তার করজোড় করে, প্রভুপানে চায় কিছু কহিতে না পারে॥
„ ৩ রাম মুখ পানে চাহি ছুটিল লক্ষ্মণ, বহু কাষ্ঠ আনি করে অগ্নিপ্রজ্বালন।
প্রবল অনল দেখি সীতা হৃদয়েতে, ভয় ত কিছুই নাহি ভরে আনন্দেতে॥
„ ৪ কায়মনো বাক্যে যদি আমার হৃদয়, রঘুবীর ছাড়া আর গতি নাহি রয়।
কৃশানু তুমি ত জান সকলেরি মন, মোর কাছে হও তুমি শীতল চন্দন॥
ছ ৩৯ প্রভুস্মরি অগ্নিমাঝে প্রবেশেন সীতা, যেন সে চন্দন পঙ্ক নহে অগ্নিচিতা।
কহেন শঙ্কর দারা পদরেণু যাঁর, পূজিত সদাই হোক জয় জয় তাঁর॥
লৌকিক কলঙ্ক আর প্রতিবিম্ব তার, অগ্নিতে জ্বলিয়া সব হয় ছারখার।
সুর মুনি সিদ্ধ সবে দেখি স্তব্ধ রয়, প্রভুর চরিত্র কেহ বুঝিতে না পায়॥
ছ ৪০ বিপ্ররূপ ধরি অগ্নি হাতে ধরি তাঁরে, সাক্ষাৎ কমলা যাঁরে বেদেতে প্রচারে।
সাগর একদা দেন লক্ষ্মীরে যেমনি, অনল শ্রীরামে লক্ষ্মী দিলেন তেমনি॥
রাম বামে সীতাদেবী শোভা অনুপম, নীলোৎপল পাশে স্বর্ণ পদ্মকলি সম।

দো ১২৪ অতি হর্ষে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে, নাকাড়া বাজিল দ্রুত আকাশ মাঝারে।
অপ্সরা কিন্নরগণ গান গাহে সুখে, বিমানে চড়িয়া সবে আকাশের বুকে॥
„ ১২৫ জানকী সহিত প্রভু শোভা সে অপার, ঋক্ষ কপি গাহে হর্ষে জয় সুখাধার॥

চৌ ১ রঘুপতি অনুমতি লইয়া তখন, চলিল মাতলি নমি প্রভুর চরণ।
স্বার্থপর দেবগণ স্বর্গহতে নামি, কহিতে লাগিল যেন পরমার্থগামী॥
„ ২ দীনবন্ধু দয়াময় তুমি রঘুরাজ, করিলে যথার্থ-কৃপা সর্বদেব আজ।
বিশ্বদ্রোহী অভিমানী সে কুমার্গী খল, নিজ পাপে ধ্বংস হল আজি অতিবল॥
„ ৩ তুমিই সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম অজ অবিনাশী, নির্বিকার সদা শান্ত স্বভাব উদাসী।
অখণ্ড নির্গুণ তুমি সদা অনাময়, অজিত অমোঘ শক্তি তব দয়াময়॥
„ ৪ কমঠ শূকর মীন তুমি নরহরি, বামন পরশুরাম তনু তুমিধারী।
যখনি দেবেরা নাথ দুঃখে হতশ্বাস, বিভিন্ন তনুতে তুমি কর দুঃখ নাশ॥
„ ৫ রাবণ পাপের মূল সুরদ্রোহিতার, কাম ক্রোধ মদ লোভ আর অহঙ্কার।
তারেও কৃপাল তুমি দিলে নিজধাম, পরম আশ্চর্য হই মোরা রঘুরাম॥
„ ৬ দেবতা আমরা দেব স্বর্গ অধিকারী, স্বার্থান্বেষে তব ভক্ত আমরা পাসরি।
সংসার প্রবাহে প্রভু মোরা নিমজ্জন, শরণাগতের প্রভু রক্ষ দেবগণ॥

দো ১২৬ করি বিনতী সুর সিদ্ধ সব রহে জহঁ তহঁ কর জোরি।
অতিসয় প্রেম সরোজ ভব অস্তুতি করত বহোরি ॥

ছ ৪১ জয় রাম সদা সুখধাম হরে, রঘুনায়ক সায়ক চাপ ধরে।
(তোটক) ভব বারুন দারুন সিংহ প্রভো, গুনসাগর নাগর নাথ বিভো ॥
তন কাম অনেক অনূপ ছবী, গুন গাবত সিদ্ধ মুনীন্দ্র কবী।
জসু পাবন রাবন নাগ মহা, খগনাথ জথা করি কোপ গহা ॥

ছ ৪২ জনরঞ্জন ভঞ্জন সোক ভয়ং, গতক্রোধ সদা প্রভু বোধময়ং।
অবতার উদার অপারগুনং, মহি ভার বিভঞ্জন জ্ঞানঘনং ॥
অজ ব্যাপকমেকমনাদি সদা, করুনাকর রাম নমামি মুদা।
রঘুবংস বিভুষন দূষনহা, কৃত ভূপ বিভীষন দীন রহা ॥

" ৪৩ গুন জ্ঞান নিধান অমান অজং, নিত রাম নমামি বিভুং বিরজং।
ভুজ দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপ বলং, খল বৃন্দ নিকন্দ মহা কুসলং ॥
বিনু কারন দীনদয়াল হিতং, ছবিধাম নমামি রমাসহিতং।
ভবতারন কারন কাজপরং, মন সম্ভব দারুন দোষ হরং ॥

" ৪৪ সর চাপ মনোহর ত্রোনধরং, জলজারুন লোচন ভূপবরং।
সুখমন্দির সুন্দর শ্রীরমনং, মদমার মহা মমতা সমনং ॥
অনবদ্য অখণ্ড ন গোচর গো, সব রূপ সদা সব হোই ন সো।
ইতি বেদ বদন্তি ন দন্তকথা, রবি আতপভিন্ন ন ভিন্ন জথা ॥

" ৪৫ কৃতকৃত্য বিভো সব বানর এ, নিরখন্ত তবানন সাদর জে।
ধিগ জীবন দেব সরীর হরে, তব ভক্তি বিনা ভব ভূলি পরে ॥
অব দীনদয়াল দয়া করিয়ে, মতি মোরি বিভেদকরী হরিয়ে।
জেহি তেঁ বিপরীত ক্রিয়া করিয়ে, দুখ সো সুখ মানি সুখী চরিয়ে ॥

" ৪৬ খলখণ্ডন মণ্ডন রম্য ক্ষমা, পদ পঙ্কজ সেবিত সম্ভু উমা।
নৃপনায়ক দে বরদানমিদং, চরনাম্বুজ প্রেম সদা সুতদং ॥

দো ১২৬ বিনয় কীন্হ বিধি ভাঁতি বহু প্রেম পুলক অতি গাত।
বদন বিলোকত রাম কর লোচন নহীঁ অঘাত ॥

চৌ ১ তেহি অবসর দসরথ তহঁ আয়ে, তনয় বিলোকি নয়ন জল ছায়ে।
সহিত অনুজ প্রনাম প্রভু কীন্হা, আসির্বাদ পিতা তব দীন্হা ॥

" ২ তাত সকল তব পুন্যপ্রভাউ, জীতেউঁ অজয় নিসাচর রাউ।
সুনি সুতবচন প্রীতি অতি বাঢ়ী, নয়ন সলিল রোমাবলি ঠাঢ়ী ॥

দো ১২৬ বন্দনা করিয়া সুর সিদ্ধগণ যত, দাঁড়াইল চিত্রাপিত তারা ইতস্তত।
সরোজ সম্ভূত ব্রহ্মা তবে কর জুড়ি, আরম্ভিলা স্তুতি তাঁর প্রণিপাত করি ॥

ছ ৪১ জয় রাম সদা সুখধাম হরে, রঘুনায়ক সায়ক চাপ করে।
(তোটক) ভয় ভীষণ হস্তীতে সিংহ সম, গুণ সাগর আগর নাথ মম ॥
তনু কাম অনেক অনূপ ছবি, গুণ গাহিছে সিদ্ধ মুনীন্দ্র কবি।
যশ পাবন রাবণ নাগ হরি', খগরাজ যথা অহি ক্রোধ করি ॥

" ৪২ জনরঞ্জন ভঞ্জন শোক ভয়, গত ক্রোধ সদা প্রভু বোধ ময়।
অবতার উদার অপার গুণী, পৃথি-ভার বিভাঞ্জন জ্ঞান ঘনী ॥
অজ ব্যাপক এক অনাদি যদা, করুণা কর রাম নমামি সদা।
রঘুবংশ বিভূষণ দোষ হর, কর দীন বিভীষণে রাজবর ॥

" ৪৩ গুণ জ্ঞান নিধান অমানী অজ, সদা নির্গুণ নির্মল রাম ভজ।
ভুজ দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপ বলে, খলবৃন্দ বিনষ্ট মহা কুশলে ॥
বিনু কারণে দয়ালু দীন হিতে, ছবি ধাম প্রণাম রমা সহিতে।
ভব তারণ কারণে কর্ম কর, মন সম্ভব দারুণ দোষ হর ॥

" ৪৪ শর চাপ মনোহর তূণ ধর, জলজারুণ লোচন রাজবর।
সুখ মন্দির সুন্দর শ্রীরমনং, মদ মোহ মহা মমতা হননং ॥
অনবদ্য অখণ্ড অগোচর, সব রূপ সদা তবু অরূপ বর।
এত বেদ ভণে নহে তুচ্ছ কথা, রবি আতপ ভিন্ন অভিন্ন যথা ॥

" ৪৫ কৃতকৃত্য বিভো কপিযূথ এবে, নিতি নিত্য হেরে মুখচন্দ্র সবে।
ধিক্ জন্ম সুরে সংসার জ্বরে, তব ভক্তি বিনা সবে মোহে পড়ে ॥
অথ দীন দয়ালু দয়া করে', ভিনবুদ্ধি অমা সবি নাশ হরে।
বিপরীত ক্রিয়া উদ্ভূত যাতে, দুখে সুখে মানি সদা মাতি তাতে ॥

" ৪৬ খল খণ্ডন মণ্ডন রম্য ক্ষমা, পদ পঙ্কজ সেবিত শম্ভু উমা।
নৃপনায়ক বর দেহ মোরে, চরণাম্বুজে প্রেম যেন না সরে ॥

দো ১২৬ বন্দনা করেন ব্রহ্মা ভিন্ন ভিন্ন ভাগে, প্রেমের পুলক গাত্রে শিহরণ লাগে।
রাম মুখ পানে চাহি তৃপ্তি নাহি তার, সে মুখ পঙ্কজ চাহে দেখে অনিবার ॥

চৌ ১ দশরথ আসিলেন সেই অবসরে, আত্মজে হেরিয়া তার আনন্দাশ্রু ঝরে।
অনুজ সহিত প্রভু করেন প্রণাম, আশীর্বাদ করিলেন পিতা পুণ্যধাম ॥

" ২ হে পিতঃ অক্ষয় তব পুণ্যের প্রভাবে, দুর্জয় রাক্ষস রাজে জিনি এই ভাবে।
পুত্রবাক্য শুনি সুখী কোশল রাজন, পুলকিত সর্ব গাত্র সজল নয়ন ॥

চৌ ৩ রঘুপতি প্রথম প্রেমু অনুমানা, চিতই পিতহি দীন্হেউ দৃঢ় জ্ঞানা।
তা তেঁ উমা মোচ্ছ নহি পাবা, দসরথ ভেদভগতি মনু লাবা॥
„ ৪ সগুনোপাসক মোচ্ছ ন লেহীঁ, তিন্হ কহুঁ রামু ভগতি নিজ দেহীঁ।
বার বার করি প্রভুহি প্রনামা, দসরথু হরষি গয়ে সুরধামা॥

দো ১২৭ অনুজ জানকী সহিত প্রভু কুসল কোসলাধীস।
ছবি বিলোকি মন হরষি অতি অস্তুতি কর সুরটীস॥

ছ ৪৭ জয় রাম সোভাধাম, নায়ক প্রণত বিশ্রাম।
তোমর ধৃত ত্রোন বর সর চাপ, ভুজ দণ্ড প্রবল প্রতাপ॥
জয় দূষনারি খরারি, মর্দন নিসাচর ধারি।
বহ দুষ্ট মারেউ নাথ, ভয়ে দেব সকল সনাথ॥
„ ৪৮ জয় হরন ধরনীভার, মহিমা উদার অপার।
জয় রাবনারি কৃপাল, কিয়ে জাতুধান বিহাল॥
লঙ্কেস অতি বল গর্ব, কিয়ে বস্য সুর গন্ধর্ব।
মুনি সিদ্ধ খগ নর নাগ, হটি পন্থ সব কে লাগ॥
„ ৪৯ পরদ্রোহরত অতি দুষ্ট, পায়ো সো ফল পাপিষ্ট।
অব সুনহু দীনদয়াল, রাজীব নয়ন বিসাল॥
মোহি রোহা অতি অভিমান, নহি কোউ মোহি সমান।
অব দেখি প্রভু পদ কঞ্জ, গত মানপ্রদ দুখপুঞ্জ॥
„ ৫০ কোউ ব্রহ্ম নির্গুন ধ্যাব, অব্যক্ত জেহি শ্রুতি গাব।
মোহি পাব কোসলভূপ, শ্রীরাম সগুনসরূপ॥
বৈদেহি অনুজ সমেত, মম হৃদয় করহু নিকেত।
মোহি জানিয়ে নিজ দান, দে ভগতি রমানিবাস॥
„ ৫১ দে ভক্তি রমানিবাস ত্রাসহরন সরন সুখ দায়কং।
সুখধাম রাম নমামি কাম অনেক ছবি রঘুনায়কং॥
সুর বৃন্দ রঞ্জন দ্বন্দ ভঞ্জন মনুজতনু অতুলিতবলং।
ব্রহ্মাদি শঙ্কর সেব্য রাম নমামি করুনাকোমলং॥

দো ১২৮ অব করি কৃপা বিলোকি মোহি আয়সু দেহ কৃপাল।
কাহ করউঁ সুনি প্রিয়বচন বোলে দীনদয়াল॥
চৌ ১ সুনু সুরপতি কপি ভালু হমারে, পরে ভূমি নিসিচরন্হ জে মারে।
মম হিত লাগি তজে ইন্হ প্রানা, সকল জিয়াউ সুরেস সুজানা॥

চৌ ৩ প্রেমের পিপাসা তার মেটান শ্রীরাম, পিতার চিত্তেতে দেন পরমার্থ জ্ঞান।
হে উমা নাহি ত পান মোক্ষ দশরথ, রাম প্রতি ভেদ ভক্তি* ছিল যুগপৎ॥

„ ৪ সগুণোপাসক যারা মুক্তি নাহি চান, তাহাদের রাম ভক্তি করেন প্রদান।
বারবার প্রণমিয়া মনে মনে রামে, দশরথ চলিলেন ফিরি স্বর্গ ধামে॥

দো ১২৭ অনুজ লক্ষ্মণ আর জানকীর সাথ, বিরাজে কুশলে এবে কোশলের নাথ।
সে ছবি দেখিয়া হ'য়ে হরষিত অতি, আরম্ভিলা স্তুতি তার ইন্দ্র সুরপতি॥

ছ ৪৭ জয় রাম অপূর্ব শোভার, প্রণতের শান্তির আধার।
তোমর ভুজ দণ্ডে প্রবল প্রতাপ, করে ধর তূণ শর চাপ॥
জয় জয় দুষণ খরারি, নিশাচরে বিমর্দন কারী।
এই দুষ্টে করেছ হনন, সর্ব দেব আনন্দিত মন॥

„ ৪৮ জয় প্রভু হর মহীভার, প্রভু তব মহিমা অপার।
রাবণারি জয় দয়াময়, নিশাচরে করিয়াছ ক্ষয়॥
লঙ্কেশের অতি দর্প ছিল, সুর যক্ষে বশে এনেছিল।
সিদ্ধ মুনি খগ নাগ নর, হঠকারী শত্রু সবা পর॥

„ ৪৯ পরদ্রোহী পাপাশয় অতি, ফল তার পেয়েছে দুর্মতি।
শুন এবে হে দীন দয়াল, পদ্ম নেত্র আকর্ণ বিশাল॥
আমাদের ছিল অভিমান, কেহ নাই মোদের সমান।
দেখি এবে তব কঞ্জপাদ, গত মানপ্রদ পরমাদ॥

„ ৫০ কেহ ধ্যায় ব্রহ্ম নিরুপাধি, বেদে যাঁর অব্যক্ত উপাধি।
মোর কাছে হয় প্রিয় অতি, রূপবান গুণী রঘুপতি॥
সীতা আর অনুজের সাথে, কর বাস মম হৃদয়েতে।
জেনো মোরে তব প্রিয় দাস, দেহ মোরে ভক্তি শ্রীনিবাস॥

„ ৫১ দাও ভক্তি সুখ দাতা প্রভু শ্রীনিবাস, শরণাগতের তুমি হর সর্ব ত্রাস।
নমি রঘু নায়কেরে সর্ব সুখাধার, শত কামদেব জিনি কিবা রূপ তাঁর॥
সুর বৃন্দে সুখ দাতা ঘুচাও সংশয়, অবতীর্ণ মহাবলী মানবের কায়।
ব্রহ্মাদি শঙ্কর পূজ্য রঘুপতি রাম, করুণ কোমল প্রভু তোমারে প্রণাম॥

দো ১২৮ এখন করুণা করে চাহ মোর পানে, দেহ আজ্ঞা কি করিব তোমার সম্মানে।
শুনিয়া ইন্দ্রের এই প্রেমার্দ্র বচন, দীনের দয়াল প্রভু কহেন তখন॥

চৌ ১ সুরপতি শুন মোর ঋক্ষ কপি সেনা, ভূমে পড়ে নিশচরে মেরেছে কত না।
মোর লাগি গেছে প্রিয় প্রাণ সকলের, সুবিজ্ঞ সুরেশ এবে বাঁচাও এদের॥

---

* ভেদভক্তি —ঈশ্বরকে নিজ হইতে পৃথক বোধে ভজনার ভক্তি

চৌ ২ সুনু খগেস প্রভু কৈ যহ বানী, অতি অগাধ জানহিঁ মুনি জ্ঞানী।
প্রভু সক ত্রিভুবন মারি জিয়াঈ, কেবল সক্রহি দীন্হি বড়াঈ ॥
„ ৩ সুধা বরষি কপি ভালু জিয়ায়ে, হরষি উঠে সব প্রভু পহিঁ আয়ে।
সুধা বৃষ্টি ভই দুহুঁ দল উপর, জিয়ে ভালু কপি নহিঁ রজনীচর ॥
„ ৪ রামাকার ভয়ে তিন্হ কে মন, মুক্ত ভয়ে ছুটে ভববন্ধন।
সুর অসঙ্ক সব কপি অরু রীছা, জিয়ে সকল রঘুপতি কী ঈছা ॥
„ ৫ রামসরিস কো দীন হিত কারী, কীন্হে মুক্ত নিসাচর ঝারী।
খল মলধাম কামরত রাবন, গতি পাঈ জো মুনিবর পাবন ॥
দো ১২৯ সুমন বরষি সব সুর চলে চঢ়ি চঢ়ি রুচির বিমান।
দেখি সুঅবসর রাম পহিঁ আয়ে সম্ভু সুজান ॥
„ ১৩০ পরমপ্রীতিকর জোরি জুগ নলিননয়ন ভরি বারি।
পুলকিততন গদগদগিরা বিনয় করত ত্রিপুরারি ॥
চৌ ১ মামভিরক্ষয় রঘুকুলনায়ক, ধৃত বর চাপ রুচির কর সায়ক।
মোহ মহা ঘনপটল প্রভঞ্জন, সংসয় বিপিন অনল সুররঞ্জন ॥
„ ২ সগুন অগুন গুনমন্দির সুন্দর, ভ্রম তব প্রবল প্রতাপ দিবাকর।
কাম ক্রোধ মদ গজ পঞ্চানন, বসহু নিরন্তর জন মন কানন ॥
„ ৩ বিষয় মনোরথ পুঞ্জ কঞ্জ কন, প্রবলতুষার উদার পার মন।
ভব বারিধি মন্দর পরমন্দর, বারয় তারয় সংসৃতি দুস্তর ॥
„ ৪ স্যামগাত রাজীববিলোচন, দীনবন্ধু প্রনতারতিমোচন।
অনুজ জানকী সহিত নিরন্তর, বসহু রাম নৃপ মম উরঅন্তর ॥
„ ৫ মুনিরঞ্জন মহি মণ্ডল মণ্ডন, তুলসিদাস প্রভু ত্রাসবিখণ্ডন ॥

দো ১৩১ নাথ জবহিঁ কোসলপুরী হোইহি তিলকু তুম্হার।
তব আউব মৈঁ সুন্হু প্রভু দেখন চরিত উদার ॥
চৌ ১ করি বিনতী জব সম্ভু সিধায়ে, তব প্রভু নিকট বিভীসনু আয়ে।
নাই চরন সির কহ মৃদু বানী, বিনয় সুনহু প্রভু সারঙ্গপানী ॥
„ ২ সকুল সদল প্রভু রাবন মারা, পাবন জসু ত্রিভুবন বিস্তারা।
দীন মলীন হীনমতি জাতী, মো পর কৃপা কীন্হি বহু ভাঁতী ॥
„ ৩ অব জনগৃহ পুনীত প্রভু কীজৈ, মজ্জন করিয় সমরস্রম ছীজৈ।
দেখি কোস মন্দির সম্পদা, দেহু কৃপাল কপিন্হ কহঁ মুদা ॥
„ ৪ সব বিধি নাথ মহি অপনাইয়, পুনি মোহি সহিত অবধপুর জাইয়।
সুনত বচন মৃদু দীনদয়ালা, সজল ভয়ে দোউ নয়ন বিসালা ॥

চৌ ২ শুনহ খগেশ কিবা প্রভুর বচন, অগাধ তাৎপর্য বোঝে মুনি জ্ঞানিগণ।
বাঁচাতে পারেন যিনি নাশি ত্রিভুবন, বাড়াতে ইন্দ্রের খ্যাতি শুধু প্রভু ক'ন॥
„ ৩ বাঁচাল বর্ষিয়া সুধা ঋক্ষ কপি যত, আনন্দে উঠিয়া তারা প্রভুপদে নত।
অমৃত বর্ষিত হল দু পক্ষের 'পর, ঋক্ষ কপি প্রাণ পেল নহে নিশাচর॥
„ ৪ কেননা তাহারা সব রামময় মনে, ব্রহ্মলোকে গেছে চলে ত্যজি তনু রণে।
ঋক্ষ কপি দেব অংশে লভেছে জনম, রঘুপতি ইচ্ছাক্রমে বাঁচে সর্বজন॥
„ ৫ রাম সম নাহি কেহ দান হিতকারী, সর্ব নিশাচরে মুক্তি দিলেন শ্রীহরি।
পাপাশয় কামী খল দশানন পায়, মুনিরও দুষ্প্রাপ্য গতি রাম ধামে যায়॥
দো ১২৯ করি পুষ্প বরিগণ সব সিদ্ধ সুরে, রুচির বিমানে চড়ি গেলা স্বর্গপুরে।
দেখি শুভ অবসর আসিলেন শেষে, স্বয়ম্ভু শঙ্কর শিব শ্রীরামের পাশে॥
„ ১৩০ পরম প্রীতির সাথে দুই কর জুড়ে, পুলক সকল গাত্রে গদগদ স্বরে।
নলিনী নয়নে তাঁর প্রেমাশ্রুতে ভার, করেন বন্দনা গান তবে ত্রিপুরারি॥
চৌ ১ রক্ষা কর সদা মোরে হে রঘু নায়ক, কোদণ্ড সুন্দর হস্তে তূণায় সায়ক।
মেঘ রূপী মহামোহে বায়ু প্রভঞ্জন, সংসার বিপিনে অগ্নি হে সুরঞ্জন॥
„ ২ সগুণ নির্গুণ তুমি ওহে গুণ কর, ভ্রম তমে ধ্বংস কর সম দিবাকর।
কাম ক্রোধ হস্তী পরে তুমি পশুপাত, ভক্তজন মন মাঝে সদাই বসতি॥
„ ৩ বিষয় বাসনা রূপ কমল কানন, কৃপাতে তুষার পাতে বিনষ্ট যেমন।
অচিন্ত উদার তুমি ভব বারিধিতে, মন্দর অপেক্ষা শ্রেয় বারিধি মথিতে॥
„ ৪ একমাত্র স্থান তুমি, করহ উদ্ধার, সংসার নিবৃত্তি করি কর মোরে পার।
নব দুর্বাদল শ্যাম রাজীব লোচন, দীনবন্ধু ভক্তজনে দুঃখ বিমোচন॥
„ ৫ অনুজ জানকী সাথে তুমি নিরন্তর, বসতি করহ হৃদে ওগো রাজ্যেশ্বর।
মুনির সন্তোষ দাতা পৃথিবী শোভন, তুলসী দাসের প্রভু ত্রাস বিমোচন॥
দো ১৩১ অযোধ্যা পুরীতে নাথ যখন তোমার, হবে রাজ্য অভিষেক আনন্দে সবার।
আসিব দেখিতে আমি তখন আবার, তোমার চরিত্র চিত্র মহান উদার॥
চৌ ১ বন্দনা করিয়া শম্ভু চলিলেন যবে, বিভীষণ রাম পাশে আসিলেন তবে।
চরণে প্রণমি তাঁর কহে মৃদুবাণী, বিনতি শুনহ প্রভু শার্ঙ্গধনুষ্পাণি॥
„ ২ সদলে রাবণে প্রভু নশে তুমি রণে, তোমার পরম কীর্তি ছায় ত্রিভুবনে।
মলিন পরম দীন হীনমতি মোরে, বহু কৃপা করিয়াছ তুমি বারে বারে॥
„ ৩ এখন দীনের গৃহ করহ পাবন, ক্লান্তি দূর কর' সুঅবগাহন।
সকল সম্পদ মোর দেশ কোষ যাহা, প্রসন্ন মনেতে দাও কপিদের তাহা॥
চৌ ৪ সকল প্রকারে মোরে কর আপনার, সাথে ল'য়ে অযোধ্যাতে চল তারপর।
শুনি এ বচন প্রভু দীনের দয়াল, হইল সজল তাঁর নয়ন বিশাল॥

দো ১৩২ তোর কোস গৃহ মোর সব সত্য বচন সুনু ভ্রাত।
দসা ভরত কৈ সুমিরি মোহি নিমিষ কল্পসম জাত ॥
,, ১৩৩ তাপস বেষ সরীর কৃস জপত নিরন্তর মোহি।
দেখউ বেগি সো জতন করু সখা নিহোরউঁ তোহি ॥
,, ১৩৪ জৌ জৈহৌঁ বীতে অবধি জিয়তন পাবউঁ বীর।
প্রীতি ভরত কৈ সমুঝি প্রভু পুনি পুনি পুলক সরীর ॥
,, ১৩৫ করেহু কল্প ভরি রাজ তুম্হ মোহি সুমিরেহু মন মল মাহিঁ।
পুনি মম ধাম পাইহহু জহাঁ সন্ত সব জাহিঁ ॥
চৌ ১ সুনত বিভীষন বচন রাম কে, হরষি গহে পদ কৃপাধামকে।
বানর ভালু সকল হরবানে, গহি প্রভুপদ গুন বিমল বখানে ॥
,, ২ বহুরি বিভীষন ভবন সিধাবা, মনিগন বসন বিমান ভরাবা।
লেই পুষ্পক প্রভু আগে রাখা, হঁসি করি কৃপাসিন্ধু তব ভাখা
চৌ ৩ চড়ি বিমান সুনু সখা বিভীষন, গগন জাই বরষহু পট ভূষন।
নভ পর জাই বিভীষন তবহীঁ, বরষি দিয়ে মনি অম্বর সবহীঁ ॥
,, ৪ জোই জোই মন ভাবই সোই লেহীঁ, মনি মুখ মেলি ডারি কপি দেহীঁ।
হঁসে রাম শ্রীঅনুজ সমেতা, পরমকৌতুকী কৃপানিকেতা ॥
দো ১৩৬ মুনি জেহি ধ্যান ন পাবহীঁ নেতি নেতি কহ বেদ।
কৃপাসিন্ধু সোই কপিন্হ সন করত অনেক বিনোদ ॥
,, ১৩৭ উমা জোগ জপ দান তপ নানা ব্রত মখ নেম।
রামকৃপা নহিঁ করহিঁ তসি জসি নিষ্কেবল প্রেম ॥
চৌ ১ ভালু কপিন্হ পট ভূষন পায়ে, পহিরি পহিরি রঘুপতি পহিঁ আয়ে।
নানা জিনিস দেখি প্রভু কীসা, পুনি পুনি হঁসত কোসলধীসা ॥
,, ২ চিতই সবন্হ পর কীন্হী দায়া, বোলে মৃদুল বচন রঘুরায়া।
তুম্হরে বল মৈঁ রাবনু মারা, তিলকু বিভীষণ কহঁ পুনি সারা ॥
,, ৩ নিজ নিজ গৃহ অব তুমহ সব জাহু, সুমিরেহু মোহি ডরপেহু জনি কাহু।
বচন সুনত প্রেমাকুল বানর, পানি জোরি বোলে সব সাদর ॥
,, ৪ প্রভু জোই কহহু তুম্হহিঁ সব সোহা, হমরে হোত বচন সুনি মোহা।
দীন জানি কপি কিয়ে সনাথা, তুম্হ ত্রৈলোক ঈস রঘুনাথা ॥
,, ৫ সুনি প্রভুবচন লাজ হম মরহীঁ, মসক কতহুঁ খগপতি হিত করহীঁ।
দেখি রামরুখ বানর রীছা, প্রেমমগন নহিঁ গৃহ কৈ ঈছা ॥
দো ১৩৮ প্রভুপ্রেরিত কপি ভালু সব রামরূপ উর রাখি।
হরষ বিষাদ সমেত তব চলে বিনয় বহু ভাখি ॥

দো ১৩২ তব রাজকোষ গৃহ মোর বলে মানি, শুন ভ্রাতা সত্য কহি কাহারে বলিনি।
ভরতের দশা ভেবে মনে হয় মোর, প্রতিটি মুহূর্ত যেন কল্প সম ঘোর॥

,, ১৩৩ তাপসের বেশে ভ্রাতা অতি কৃশ দেহে, দিবা রাত্র জপে মোরে পথ চেয়ে চেয়ে।
তাহারে দেখিতে যাতে শীঘ্র পাই, করহ যতন সখা অনুরোধ তাই॥

,, ১৩৪ বনবাস পূর্ণ যদি তারো পরে যাই, জীবিতাবস্থায় ধীরে দেখিব না ভাই।
ভরতের প্রীতি স্মরি প্রভুর শরীর, পুলকিত বারবার হলেন অধীর॥

,, ১৩৫ রাজত্ব করহ তুমি কল্প কল্প ধরি, করিও স্মরণ মোরে মনে স্নেহ ভরি।
দেহান্তে পাইবে তুমি মম পুণ্য ধাম, সাধু হয় যাহা শেষ পরিণাম॥

চৌ ১ বিভীষণ শুনি এই রামের বচন, হর্ষে কৃপানিধি-পদ করেন ধারণ।
ঋক্ষ কপি সকলেই হরষিত মন, প্রভুগুণ গান করে নমিল চরণ॥

,, ২ অতঃপর বিভীষণ অন্তঃপুরে গিয়া, ভরিল পুষ্পক রথ রত্ন বস্ত্র দিয়া।
স্থাপিত সে রথখানি প্রভুর সমুখে, কৃপাসিন্ধু কহিলেন তবে হাসিমুখে॥

,, ৩ বিমানে চড়িয়া শুন সখা বিভীষণ, নভ হতে রত্ন বস্ত্র কর বিতরণ।
গগনে উঠিয়া রথে বিভীষণ তবে, বসন ভূষণ করে বিতরণ সবে॥

,, ৪ যারা যাহা মন চায় সেই তাহা নিল, কপিগণ হাঁ করিয়া মণি মুখে নিল দিল।
পরম কৌতুকী রাম অনুজের সাথে, হাসেন আনন্দে দোঁহে কপির খেলাতে॥

দো ১৩৬ মুনিগণ নাহি পায় যাঁরে ধ্যান করে, নেতি নেতি করি বেদে প্রকাশে যাঁহারে।
কৃপাসিন্ধু সেই রাম প্রবৃত্ত বিনোদে, ঋক্ষ কপি সাথে এবে আমোদে প্রমোদে॥

,, ১৩৭ যোগ জপ যজ্ঞদান ব্রত নিয়মেতে, যত না বর্ষিবে কৃপা রামের তাহাতে।
অনন্য প্রেমেতে উমা পায় কেহ কেহ, তাহার অধিক কৃপা নাহিক সন্দেহ॥

চৌ ১ ঋক্ষ কপি লভি সবে বস্ত্র অলঙ্কার, পরিয়া প্রভুর পাশে আসে বারবার।
দেখি নানা পরিচ্ছদে কপির বাহার, কোশল অধীশ রাম হাসেন আবার॥

,, ২ কৃপা দৃষ্টি করি পাত সবাকার প্রতি, কহেন বচনে মৃদু রাম রঘুপতি।
তোমাদেরি বাহুবলে জিনি রাবণেরে, বিভীষণে লঙ্কেশ্বর পারি করিবারে॥

চৌ ৩ নিজ নিজ গৃহে এবে ফিরে যাও সবে, আমারে স্মরণে রেখো নির্ভয়েতে রবে।
প্রেমে সমাকুল সবে শুনি এই বাণী, ঋক্ষ কপি কহে সবে জুড়ি দুই পাণি॥

,, ৪ যাহা কহ প্রভু তুমি সবি শোভা পায়, শুনিয়া তোমার বাণী মোহের উদয়।
অনাথ দীনেরে জানি করেছ সনাথ, ত্রিলোক ঈশ্বর তুমি জানি রঘুনাথ॥

,, ৫ প্রভুর বচন শুনি লাজে যাই মরে, সাহায্য করে কি মশা কখনো গরুড়ে।
রামের বদন হেরি ঋক্ষ কপিগণে, প্রেমে মগ্ন গৃহে যেতে ইচ্ছা নাহি মনে॥

দো ১৩৮ প্রভুর আজ্ঞাতে যত ঋক্ষ কপিগণ, রাম রূপ চিত্ত মাঝে রাখি অনুক্ষণ।
হৃদয় বিষাদ ল'য়ে মনের মাঝারে, চলিল বিনয়ে নত কাতারে কাতারে॥

দো ১৩৯ জামবন্ত কপিরাজ নল অঙ্গদাদি হনুমান।
সহিত বিভীষন যে অপর জুথপ কপি বলবান ॥
„ ১৪০ কহি ন সকহিঁ কছু প্রেমরস ভরি ভরি লোচন বারি।
সনমুখ চিতবহিঁ রামতন নয়ননিষেধ নিবারি ॥
চৌ ১ অতিসয় প্রীতি দেখি রঘুরাঈ, লীন্হে সকল বিমান চঢ়াঈ।
মন মহু বিপ্রচরণ সির নাবা, উত্তর দিসিহিঁ বিমান চলাবা ॥
„ ২ চলত বিমানু কোলাহল হোই, জয় রঘুবীর কহহিঁ সব কোঈ।
সিংহাসনু অতি উচ্চ মনোহর, শ্রীসমেত প্রভু বৈঠে তা পর ॥
„ ৩ রাজত রামসহিত ভামিনী, মেরুসৃঙ্গ জনু ঘনু দামিনী।
রুচির বিমান চলেউ অতি আতুর, কীন্হী সুমনবৃষ্টি হরষে সুর ॥
„ ৪ পরম সুখদ চলি ত্রিবিধ বয়ারী, সাগর সর সরি নির্মল বারী।
সগুন হোহিঁ সুন্দর চহঁ পাসা, মন প্রসন্ন নির্মল আকাসা ॥
„ ৫ কহ রঘুবীর দেখু রন সীতা, লছিমন ইহাঁ হতেউ ইঁন্দ্রজাতা।
হনুমান অঙ্গদ কে মারে, রন মহি পরে নিসাচর ভারে ॥
„ ৬ কুম্ভকরন রাবন দোউ ভাঈ, ইহাঁ হতে সুর মুনি দুখ দাঈ।
দো ১৪১ যহ দেখু সুন্দর সেতু জহঁ খাপেউঁ সিব সুখধাম।
সীতাসহিত কৃপারতন সন্তহি কীন্হ প্রনাম ॥
„ ১৪২ জহঁ জহঁ করুনাসিন্ধু বন কীন্হ বাস বিশ্রাম।
সকল দেখায়ে জানকিহিঁ কহে সবন্হি কে নাম ॥
চৌ ১ সপদি বিমানু তহাঁ চলি আবা, দণ্ডকবন জহঁ পরম সুহাবা।
কুম্ভজাদি মুনিনায়ক নানা, গয়ে রামু সব কে অস্থানা ॥
„ ২ সকল রিষিন্হ সন পাই অসীসা, চিত্রকূট আয়উ জগদীসা।
তহঁ করি মুনিন্হ কের সন্তোখা, চলা বিমান তহাঁ তে চোখা ॥
„ ৩ বহুরি রাম জানকিহি দেখাঈ, জমুনা কলিমল হরনি সুহাঈ।
পুনি দেবী সুরসরী পুনীতা, রাম কহা প্রনাম করু সীতা ॥
„ ৪ তীরথপতি পুনি দেখু প্রয়াগা, দেখত জনম কোটি অঘ ভাগা।
দেখু পরমপাবনি পুনি বেনী, হরনি সোক হরি লোক নিসেনী ॥
„ ৫ পুনি দেখু অবধপুরী অতি পাবনি, ত্রিবিধ তাপ ভবরোগ নসাবনি।
দো ১৪৩ সীতা সহিত অবধ কহঁ কীন্হ কৃপাল প্রনাম।
সজল নয়ন তন পুলকিত পুনি পুনি হরষত রাম ॥
„ ১৪৪ বহুরি ত্রিবেনী আই প্রভু হরষিত মজ্জনু কীন্হ।
কপিন্হ সমেত মহীসুরন্হ দান বিবিধ বিধি দীন্হ ॥

দো ১৩৯ জাম্বুবান কপিরাজ সুগ্রীব সুধীর, অঙ্গদ ও হনুমান নল নীল বীর।
বিভীষণ সাথে বীর যুথপতি যত, দাঁড়ায় রহিল সবে চিত্রার্পিত মত ॥
„ ১৪০ প্রেমেতে অবশ দেহ বাক্য নাহি সরে, নয়নে অশ্রুর ধারা অবিরল ঝরে।
সম্মুখে চাহিয়া থাকে পলক না পড়ে, রামরূপ দেখে তারা চাহি বারে বারে ॥
চৌ ১ প্রেমের আধিক্য দেখি রাম সবাকার, বিমানে ওঠান সবে করি আপনার।
মনে মনে বিপ্রপদে করেন প্রণাম, আদেশে উত্তর দিকে চলিল বিমান ॥
„ ২ বিমান চলিলে পরে হ'ল কোলাহল, জয় রঘুপতি কহে সকলে কেবল।
উচ্চ সিংহাসন' পর জানকীর সাথে, প্রভু রাম বসিলেন কিবা শোভা তাতে ॥
„ ৩ রামের পার্শ্বেতে শোভে তাঁহার ভাবিনী যেন মেরু শৃঙ্গ পর চমকে দামিনী।
বিমান অতীব বেগে লাগিল চলিতে, দেবতারা পুষ্প বৃষ্টি করে স্বর্গ হতে ॥
„ ৪ ত্রিবিধ পবন বহে অতি সুখকারী, সাগরে নদীতে হ্রদে হ'ল স্বচ্ছ বারি।
শুভ চিহ্ন চতুর্দ্দিকে সুন্দর সকল, লোকেরা প্রসন্ন হ'ল আকাশ নির্ম্মল ॥
„ ৫ সীতারে দেখান প্রভু ওই রণস্থল, ইন্দ্রজিতে বধে হেথা লক্ষ্মণ প্রবল।
অঙ্গদ ও হনুমান এই রণস্থলে, বধি বহু নিশাচরে ফলেছে ভূতলে ॥
„ ৬ মরিয়াছে এই স্থানে দর্পী দুই ভ্রাতা, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ সুর দুঃখদাতা।
দো ১৪১ ওই সে সুন্দর সেতু স্থাপিত যেথায়, শম্ভু মহাদেব যিনি সুখের আলয়।
জানকীর সাথে সাথে কৃপাময় রাম, শম্ভুর উদ্দেশ্যে দোঁহে করেন প্রণাম ॥
„ ১৪২ যেথা যেথা বন মাঝে কৃপাময় রাম, বসতি করেন কিংবা লহেন বিশ্রাম।
জানকীরে দেখালেন সেই সব স্থান, শোনালেন জানকীরে প্রতিটির নাম ॥
চৌ ১ স্বচালিত সে বিমান আসিল বেগেতে, অতীব সৌন্দর্যময় দণ্ডক বনেতে।
অগস্ত্য প্রভৃতি মুনি বাস করে বনে, দেখা করিলেন রাম সবাকার সনে ॥
„ ২ সর্ব ঋষি আশীর্বাদ করিবার পর, চিত্রকূটে আসিলেন জগত ঈশ্বর।
সকল মুনির করি সন্তোষ বিধান, সেথা হতে তীব্র বেগে চলিল বিমান ॥
„ ৩ জানকীরে দেখালেন রাম অতঃপর, যমুনা পবিত্র নদী অতি মনোহর।
পবিত্র জাহ্নবী পুনঃ দেখান সীতারে, শ্রীরাম কহেন, সীতা প্রণম ইহারে ॥
„ ৪ প্রয়াগ তীর্থের রাজ দেখান সীতারে, দেখিলেই সর্ব পাপ নিবারণ করে।
দেখান ত্রিবেণী পুণ্য সর্ব শোক হরে, স্বর্গের সোপান এরে সবে মনে করে ॥
„ ৫ দেখহ অযোধ্যা ওই অতি পুণ্যধাম, ভবের ত্রিতাপ হারী অতি সুখ স্থান।
দো ১৪৩ সীতার সহিত সেই পুণ্য অযোধ্যারে, প্রণাম করেন প্রভু প্রসন্ন অন্তরে।
নয়ন সজল হল তনু পুলকিত, পুনঃ পুনঃ হন রাম অতি হরষিত ॥
„ ১৪৪ অতঃপর ত্রিবেণীতে উত্তরিলা রাম, হর্ষান্বিত সে সঙ্গমে করিলেন স্নান।
কপিগণ সাথে সেথা সব বিপ্রগণে, করিলেন বহু দান বিবিধ রতনে ॥

চৌ ১ প্রভু হনুমন্তহি কহা বুঝাঈ, ধরি বটুরূপ অবধপুর জাই।
ভরতহিঁ কুসল হমারি সুনায়হু, সমাচার লেই তুম্‌হ চলি আয়হু॥
" ২ তুরত পবনসুত গবনত ভয়উ, তব প্রভু ভরদ্বাজ পহিঁ গয়উ।
নানা বিধি মুনি পূজা কীন্‌হী, অস্তুতি করি পুনি আসিষ দীন্‌হী॥
" ৩ মুনিপদ বন্দি জুগল কর জোরী, চড়ি বিমান প্রভু চলে বহোরী।
ইহাঁ নিষাদ সুনা হরি আয়ে, নাব নাব কহঁ লোগ বোলায়ে॥
" ৪ সুরসরি নাঁঘি জান জব আবা, উতেরউ তট প্রভু আয়সু পাবা।
তব সীতা পূজী সুরসরী, বহু প্রকার পুনি চরণনন্‌হি পরী॥
" ৫ দীন্‌হি অসীস হরষি মন গঙ্গা, সুন্দরি তব অহিবাত অভঙ্গা।
সুনত গুহা ধায়েউ প্রেমাকুল, আয়উ নিকট পরম সুখ সঙ্কুল॥
" ৬ প্রভুহি বিলোকি সহিত বৈদেহী, পরেউ অবনি তন সুধি নহিঁ তেহী।
প্রীতি পরম বিলোকি রঘুরাঈ, হরষি উঠাই লিয়ো উর লাঈ॥

ছ ৫২ লিয়ো হৃদয় লাই কৃপানিধান সুজান রায় রমাপতী।
বৈঠারি পরমসমীপ বুঝী কুসল সো কর বীনতী॥
অব কুসল পদপঙ্কজ বিলোকি বিরঞ্চি শঙ্কর সেব্য জে।
সুখধাম পূরনকাম রাম নমামি রাম নমামি তে॥
" ৫৩ সব ভাঁতি অধম নিষাদ সো হরি ভরত জ্যো উর লাইয়ো।
মতিমন্দ তুলসীদাস সো প্রভু মোহবস বিসরাইয়ো॥
যহ রাবনারি চরিত্র পাবন রাম পদ রতি প্রদ সদা।
কামাদিহর বিজ্ঞানকর সুর সিদ্ধ মুনি গাবহিঁ মুদা॥

দো ১৪৫ সমর বিজয় রঘুবীর কে চরিত যে সুনহিঁ সুজান।
বিজয় বিবেক বিভূতি নিত তিন্‌হহিঁ দেহিঁ ভগবান॥
" ১৪৬ যহ কলিকাল মলায়তন মন করি দেখু বিচার।
শ্রীরঘুনায়ক নাম তজি নাহিঁ ন আন অধার॥

ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকলকলিকলুষ
বিধ্বংসনে বিমলবিজ্ঞানসম্পাদনো নাম
ষষ্ঠঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ

ইতি লঙ্কাকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ

———

চৌ ১ হনুমানে ডাকি প্রভু বুঝালেন তবে, বিপ্ররূপ ধরি তুমি অযোধ্যায় যাবে।
আমার কুশল বার্তা বোলো ভরতেরে, সর্ব সমাচার লয়ে ফিরিবে তৎপরে ॥
„ ২ হনুমান অবিলম্বে অযোধ্যায় যান, ভরদ্বাজ আশ্রমেতে চলিলেন রাম।
নানা ভাবে পূজা মুনি করিলেন তাঁরে, আশীর্বাদ করিলেন রামে অতঃপরে ॥
„ ৩ মুনি পদে প্রণমিয়া দুই কর জুড়ি, চলিলেন প্রভু তবে বিমানে বিহারি।
নিষাদ শুনিল যবে এসেছেন হরি, নৌকা আন বলি সবে ডাকিল চিৎকারী ॥
„ ৪ সুরধুনি পার যবে হইল বিমান, প্রভুর ইচ্ছাতে তাহা তটেতে নামান।
সীতা দেবী করিলেন পূজা জাহ্নবীরে, প্রণিপাত করিলেন চরনেতে পড়ে ॥
„ ৫ প্রসন্ন মনেতে গঙ্গা আশিসেন তবে, সামন্তে সিন্দুর তব চিরকাল রবে।
গুহক শুনিয়া প্রভু এসেছেন হেথা, প্রেমাকুল অতি দ্রুত ধেয়ে আসে সেথা ॥
„ ৬ সীতাদেবী সাথে রামে দেখি তৎক্ষণাৎ, অবশ শরীরে ভূমে পড়িল নিষাদ।
তাহার পরম প্রীতি দেখি রঘুবর, আনন্দে উঠায়ে লন নিজ বক্ষ পর ॥
ছ ৫২ জ্ঞানী কৃপাসিন্ধু সেই রামাপতি রাম, চণ্ডাল তাঁহারি বক্ষে পাইল বিশ্রাম।
পুছেন কুশল তার নিকটে বসায়ে, পরম বিনীত ভাবে গুহরাজ কহে ॥
পদ্মযোনি ব্রহ্মা যারে পূজেন সতত, তাঁরি পাদপদ্ম হেরি কুশল সর্বত্র।
সুখধাম পূর্ণকাম হে রাম তোমারে, প্রনিপাত করিপদে আমি বারে বারে ॥
„ ৫৩ চণ্ডাল গুহক সেই অধম সতত, বক্ষেতে ধরেন হরি ভরতের মত।
সে প্রভুরে মন্দমতি এ তুলসীদাস, মোহবশে অহঙ্কারে ভুলিতে কি চাস্ ॥
রাবনারি রামচন্দ্র সে চরিত গানে, রাম ভক্তি নিয়ে আসে সর্ব্বজন মনে।
কামাদি হরণকারী জ্ঞান বুদ্ধি প্রদা, সুর সিদ্ধ মুনি গায় এ চরিত সদা ॥
দো ১৪৫ সমর বিজয়ী এই শ্রীরামের গান, শোনে গাহে যেই ভক্ত সাধু বুদ্ধিমান।
তারে নিত্য নব নব বিবেক বিজ্ঞান, আর শান্তি মনে তার দেন ভগবান ॥
„ ১৪৬ মনে রেখো কলিকাল পাপের আবাস, বিচার করিয়া মনে করহ বিশ্বাস।
শ্রীরঘুনাথের নাম ভিন্ন কিছু আর, কলিকালে না রহিবে আশ্রয় তোমার ॥

কলিযুগে পরিপূর্ণ পাপ ধ্বংসকারী।
শ্রীরাম চরিত কথা মনের বিহারী ॥
তুলসী মানস কথা সনত্ কুমারে।
লেখে সুখে লঙ্কাকাণ্ড যত্ন সহকারে ॥
ওঁ তৎ সৎ

উত্তর কাণ্ড

উত্তর কাণ্ড

মঙ্গলাচরণ

শ্লোক ১ ময়ূর কণ্ঠের আভা নীলবর্ণধারী, দেবশ্রেষ্ঠ ভৃগুপদ-চিহ্ন বক্ষে যাঁরি।
রূপের সমৃদ্ধি যাঁর কমল নয়ন, পরিধানে পীতাম্বর প্রসন্ন বদন॥
নারাচ[১] কোকণ্ড[২] করে বেষ্টিত বানরে, অনুজ লক্ষ্মণ যাঁর সদা সেবা করে।
পূজনীয় সীতাপতি যিনি রঘুনাথ, পুষ্পকে আরূঢ় রামে করি প্রণিপাত॥

„ ২ ব্রহ্মা ও শঙ্কর দোঁহে যুগ যুগ ধরে, যে মঞ্জুল পদকঞ্জ নিত্য সেবা করে।
জানকীর করপদ্মে লালিত যে পদ, ভক্তজন মনভৃঙ্গে সদাই সম্পদ॥
কোশল অধীশ সেই চরণের পতি, সে মঞ্জুল পাদপদ্মে জানাই প্রণতি।

„ ৩ কুন্দ ইন্দু শঙ্খ শুভ্র গাত্র বর্ণ যাঁর, উমাপতি সিদ্ধিদাতা তাঁরে নমস্কার।
করুণা আধার যিনি কমল লোচন, নমি আসি সে শঙ্করে মদন মোচন॥

দো ১ চৌদ্দবর্ষ শেষ হতে একদিন আর, অতি আর্ত অধীরতা শেষ হইবার।
নরনারী যত্র তত্র শোকেতে আতুর, কৃশ তনু শ্রীরামের বিয়োগ বিধুর॥

„ ২ শুভচিহ্ন চতুর্দিকে অতীব সুন্দর, প্রসন্ন হইল মনে পুর নারী নর।
নগরীর শোভা বৃদ্ধি হইল কত না, যেন প্রভু আগমন বার্তার সূচনা॥

„ ৩ কৌশল্যাদি মাতাগণে আনন্দ অপার, যেন কেহ কানে কানে বলে গেছে তাঁর।
অনুজ জানকী সাথে প্রভু রঘুরাম, আসিছেন অযোধ্যায় লইতে বিশ্রাম॥

„ ৪ ভরত দক্ষিণ বাহু দখিণ নয়ন, দিবারাত্র বার বার হইল স্পন্দন।
চতুর্দিকে শুভচিহ্ন দেখিয়া তাহার, আনন্দ হইল মনে করিল বিচার॥

চৌ ১ যে শেষ দিনের আমি লয়েছি আশ্রয়, একদিন বাকী আরো অতি দুঃখ হয়।
কি কারণে প্রভু র'ন এখনো না এসে, কুটিল ভেবে কি মোরে ত্যাজে অবশেষে॥

„ ২ আহা সে লক্ষণ ধন্য অতি ভাগ্যবান, রামের পদারবিন্দে চির-মতিমান।
কপট কুটিল মোরে প্রভু জানিলেন, তা'তেই তো নাথ মোরে সাথে না নিলেন॥

„ ৩ মোর এত দোষ যদি প্রভুর বিচারে, নিস্তার নাহিক মোর শত কল্প ধরে।
ভক্তের ত সব ত্রুটি প্রভু ক্ষমা পায়, মৃদুল স্বভাব তিনি দীন দয়ামর॥

„ ৪ সুদৃঢ় বিশ্বাস মোর শুভচিহ্ন যবে, প্রভুর সহিত মোর মিলন হইবে।
শেষ দিন পার হলে যদি রহে প্রাণ, অধম কে আর ভবে আমার সমান॥

১। ক্ষেপণাস্ত্র, ২। ধনুক।

উত্তর কাণ্ড

মঙ্গলাচরণ

শ্লো ১ কেকীকণ্ঠাভনীলং সুরবরবিলসদ্বিপ্রপাদাব্জচিহ্নং
শোভাঢ্যং পীতবস্ত্রং সরসিজনয়নং সর্বদা সুপ্রসন্নম্।
পাণৌ নারাচচাপং কপিনিকরযুতং বন্ধুনা সেব্যমানং
নৌমীড্যং জানকীশং রঘুবরমনিশং পুষ্পকারূঢ়-রামম্॥

” ২ কোশলেন্দ্রপদকঞ্জমঞ্জুলৌ কোমলাবজমহেশ-বন্দিতৌ।
জানকীকরসরোজলালিতৌ চিন্তকস্য মনভৃঙ্গ-সঙ্গিনৌ॥

” ৩ কুন্দ ইন্দুদরগৌরসুন্দরং অম্বিকাপতিমভীষ্টসিদ্ধিদম্।
কারুণীককলকঞ্জলোচনং নৌমি শঙ্করমনঙ্গ-মোচনম্॥

দো ১ রহা এক দিন অবধি কর অতি আরত পুরলোগ।
জহঁ তহঁ সোচহিঁ নারী নর কৃসতন রামবিয়োগ॥

” ২ সগুন হোহিঁ সুন্দর সকল মন প্রসন্ন সব কের।
প্রভু আগমন জনাব জনু নগর রম্য চহুঁ ফের॥

” ৩ কৌসল্যাদি মাতু সব মন অনন্দ অস হোই।
আয়উ প্রভু সিয় অনুজ যুত কহন চমৃত অব কোই॥

” ৪ ভরত নয়ন ভুজ দচ্ছিন ফরকত বারহিঁ বার।
জানি সগুন মন হরষ অতি লাগে করন বিচার॥

চৌ ১ রহেউ এক দিন অবধি অধারা, সমুঝত মন দুখ ভয়উ অপারা।
কারন কবন নাথ নহিঁ আয়উ, জানি কুটিল কিধৌ মোহি বিসরায়উ॥

” ২ অহহ ধন্য লছিমন বড় ভাগী, রাম পদারবিন্দ অনুরাগী
কপটী কুটিল মোহি প্রভু চীন্‌হা, তা তেঁ নাথ সঙ্গ নহিঁ লীন্‌হা॥

” ৩ জোঁ করনী সমুকহিঁ প্রভু মোরা, নহিঁ নিস্তার কলপসত কোরা।
জনঅবগুন প্রভু মান ন কাউ, দীনবন্ধু অতি মৃদুল সুভাউ॥

” ৪ মোরে জিয় ভরোস দৃঢ় সোঈ, মিলিহহিঁ রাম সগুন সুত হোঈ।
বীতে অবধি রহহিঁ জোঁ প্রানা, অধম কবন জগ মোহি সমানা॥

দো ৫ রাম বিরহ সাগর মহঁ ভরত মগন মন হোত।
বিপ্ররূপ ধরি পবনসুত আই গয়উ জনু পোত ॥

" ৬ বৈঠে দেখি কুসাসন জটামুকুট কৃসগাত।
রাম রাম রঘুপতি জপত স্রবত নয়ন জলজাত ॥

চৌ ১ দেখত হনুমান অতি হরষেউ, পুলকগাত লোচনজল বরষেউ।
মন মহঁ বহুত ভাঁতি সুখ মানী, বোলেউ স্রবন সুধা সম বানী ॥

" ২ জাসু বিরহ সোচহু দিন রাতী, রটহু নিরন্তর গুন গন পাঁতী।
রঘুকুল তিলক সুজন সুখ দাতা, আয়উ কুসল দেব মুনি ত্রাতা ॥

" ৩ রিপু রন জীতি সুজস সুর গাবত, সীতা অনুজ সহিত পুর আবত।
সুনত বচন বিসরে সব দুখা, তৃষাবন্ত জিমি পাব পিয়ূখা ॥

" ৪ কো তুম্হ তাত কহাঁ তেঁ আয়ে, মোহি পরম প্রিয় বচন সুনায়ে।
মারুতসুত মৈঁ কপি হনুমানা, নাম মোর সুনু কৃপানিধানা ॥

" ৫ দীনবন্ধু রঘুপতি কর কিঙ্কর, সুনত ভরত ভেঁটেউ উঠি সাদর।
মিলত প্রেম নহিঁ হৃদয় সমাতা, নয়ন স্রবত জল পুলকিত গাতা ॥

" ৬ কপি তব দরস সকল দুখ বীতে, মিলে আজু মোহি রাম পিরীতে।
বার বার বুঝী কুসলাতা, তো কহ দেউঁ কাহঁ সুনু ভ্রাতা ॥

" ৭ এহি সন্দেসসরিস জগ মাহীঁ, করি বিচার দেখেউঁ কছু নাহীঁ।
নাহিঁ ন তাত উরিন মৈঁ তোহী, অব প্রভুচরিত সুনাবহু মোহী ॥

" ৮ তব হনুমন্ত নাই পদ মাথা, কহে সকল রঘুপতি গুন গাথা।
কহ কপি কবহুঁ কৃপাল গুসাঈঁ সুমিরহিঁ মোহি দাস কী নাঈঁ ॥

ছ ১ নিজ দাস জ্যোঁ রঘুবংস ভূষন কবহুঁ মম সুমিরন কর্যো।
সুনি ভরতবচন বিনীত অতি কপি পুলকি, তন চরনন্হি পর্যো ॥
রঘুবীর নিজ মুখ জাসু গুনগন কহত অগ জগনাথ জো।
কাহে ন হোই বিনীত পরম পুনীত সদ গুন সিন্ধু সো ॥

দো ৭ রাম প্রান প্রিয় নাথ তুম্হ সত্য বচন মম তাত।
পুনি পুনি মিলত ভরত সুনি হরষ ন হৃদয় সমাত ॥

সো ১ ভরতচরন সিরু নাই তুরিত গয়উ কপি রাম পহিঁ।
কহি কুসল সব জাই হরষি চলেউ প্রভু জান চঢ়ি ॥

চৌ ১ হরষি ভরত কোসলপুর আয়ে, সমাচার সব গুরুহিঁ সুনায়ে।
পুনি মন্দির মহঁ বাত জনাঈ, আবত নগর কুসল রঘুরাঈ ॥

" ২ সুনত সকল জননী উঠি ধাঈঁ, কহি প্রভুকুসল ভরত সমুঝাঈ।
সমাচার পুরবাসিন্হ পায়ে, নর অরু নারি হরষি সব ধায়ে ॥

দো ৫ রামের বিরহ রূপ সাগরে মহান, ডুবিতে আরম্ভ যবে ভরতের প্রাণ।
বিপ্ররূপে বায়ুসুত আসিল তখনি, এলো যেন মজ্জমানে রম্য নৌকাখানি ॥
" ৬ হনুমান ভরতের দেখে তনুক্ষীণ, জটার মুকুট মাথে কুশাসনাসীন।
রাম রাম রঘুপতি জপে বারবার, কমল নয়নে তার বহে অশ্রুধার ॥
চৌ ১ অতি হরষিত হল দেখি হনুমান, বাষ্প নেত্র পুলকেতে গাত্র কম্পমান।
মন মাঝে অতিশয় সুখী তিনি হ'ন, শ্রবণ মধুর বাক্যে ভরতেরে ক'ন ॥
" ২ যাঁহার বিরহে শোক কর দিবানিশি, সর্বদা প্রচার কর যাঁর গুনরাশি।
রঘুকুল মনি সেই জ্ঞানী সুখদাতা, আসিছেন তিনি সেই দেবমুনি ত্রাতা ॥
" ৩ রণে শত্রু জিনেছেন যশ গাহে সুরে, অনুজ জানকী সাথে আসিছেন পুরে।
শুনিয়া ভরতে সব দুঃখ অবসান, তৃষিতর হ'ল যেন অমৃতের পান ॥
চৌ ৪ কে তুমি হে প্রিয় মোর কোথা হ'তে এলে, আমার পরম প্রিয় খবর শোনালে।
মোর নাম শুন তবে কৃপার নিধান, পবন তনয় আমি কপি হনুমান ॥
" ৫ দীনবন্ধু রঘুনাথ আমি দাস তাঁর, উঠিয়া ভরত ধরে বক্ষে আপনার।
দেখিয়া হৃদয়ে তার প্রেম নাহি ধরে, পুলকিত গাত্র তার নয়নাশ্রু ঝরে ॥
" ৬ সব দুঃখ গেল কপি তব দরশনে, রামপ্রিয় যে তাহারে দেখিনু নয়নে।
কুশল বার্তার প্রশ্ন করে বারবার, কি আছে জগত মাঝে তোমারে দিবার ॥
" ৭ শোনালে যে বার্তা মোরে তার সম ভাই, কিছু নাহি বিশ্ব মাঝে বুঝি আমি তাই।
তোমার এ ঋণ কভু নারিব শুধিতে, প্রভুর চরিত কহ এবে মোর হিতে ॥
" ৮ হনুমন্ত কহে তবে নত করি মাথা, রঘুপতি কীর্তি যত আর গুণ গাথা।
কহ কপি কখনো কি কৃপা অবতার, স্মরণ করেন মোরে দাস বলি তাঁর ॥
ছ ১ রঘুবংশ বিভূষণ কভু কি কখন, তাঁর দাস বলি মোরে করেন স্মরণ।
বিনীত ভরত বাক্য করিয়া শ্রবণ, পুলকিত হনু তার ধরিল চরণ ॥
স্থাবর জঙ্গম সব যাঁর অধিকার, নিজ মুখে গুণ গান করেন যাঁহার
কেন না হবেন তিনি গুণের আধার, পরম পবিত্র আর বিনয়াবতার ॥
দো ৭ এ কথা জানিও সত্য প্রিয় বন্ধু মম, রাম কাছে প্রণাপেক্ষা তুমি প্রিয়তম।
জানি ভরতের আর আনন্দ না ধরে, পুনঃ পুনঃ হনুমানে আলিঙ্গন করে ॥
সো ১ ভরতেরে প্রণমিয়া তার বার্তা নিয়া, দ্রুতগতি রাম পাশে চলিল ধাইয়া।
কহিয়া কুশলে সবে মনের হরষে, প্রভু সাথে বিমানেতে উঠিল আকাশে ॥
চৌ ১ হরিষি ভরত আসে অযোধ্যা নগরে, সব শুভ সমাচার শোনায় গুরুরে।
অন্দর মহলে পুনঃ সংবাদ পাঠায়, আসিছেন সুস্থদেহে রাম অযোধ্যায় ॥
" ২ শুনি আলুথালু বেশে মাতাগণ ধায়, রামের কুশল সবই ভরত বোঝায়।
পুরবাসী যবে এই সমাচার পায়, নরনারী নির্বিশেষে উঠি হর্ষে ধায় ॥

চৌ ৩ দুধি দূর্বা রোচন ফল ফুলা, নব তুলসীদল মঙ্গলমূলা।
ভরি ভরি হেমথার ভামিনী, গাবত চলী সিন্ধুরগামিনী ॥
" ৪ জো জৈসেহিঁ তৈসেহিঁ উঠি ধাবহিঁ, বাল বৃদ্ধ কহ সঙ্গ ন লাবহিঁ।
এক এমকন্হ কহঁ বুঝহিঁ ভাঈ, তুমহ দেখে দয়াল রঘুরাই ॥
" ৫ অবধ পুরী প্রভু আবত জানী, ভঈ সকল সোভা কৈ দানী।
ভঈ সরজু অতি নির্মল নীরা, বহই সুহাবন ত্রিবিধ সমীরা ॥
দো ৮ হরষিত গুরু পরিজন অনুজ ভূসুর বৃন্দ সমেত।
চলে ভরত অতি প্রেম মন সনমুখ কৃপানিকেত ॥
" ৯ বহুতক চঢ়ী অটারিন্হ নিরবহিঁ গমন বিমান।
দেখি মধুর সুর হরষিত করহিঁ সুমঙ্গল গান ॥
" ১০ রাকাসসি রঘুপতি পুবসিন্ধু দেখি হরষান।
বঢ়েউ কোলাহল করত জনু নারি তরঙ্গ সমান ॥
চৌ ১ ইহঁা ভানু কুল কমল দিবাকর, কপিন্হ দেখাবত নগর মনোহর।
সুনু কপীস অঙ্গদ লঙ্কেসা, পাবন পুরী রুচির যহ দেসা ॥
" ২ যদ্যপি সব বৈকুণ্ঠ বখানা, বেদ পুরান বিদিত জগ জানা।
অবধ সরিস প্রিয় মোহি ন সোউ, যহ প্রসঙ্গ জানই কোউ কোউ ॥
" ৩ জনমভূমি মম পুরী সুহাবনি, উত্তর দিসি বহ সরজু পাবনি।
জা মজ্জন তেঁ বিনহিঁ প্রয়াসা, মম সমীপ নর পাবহিঁ বাসা ॥
" ৪ অতি প্রিয় মোহি ইহঁা কে বাসী, মম ধামদা পুরী সুখরাসী।
হরষে সব কপি সুনি প্রভুবানী, ধন্য অবধ জো রামবখানী ॥
দো ১১ আবত দেখি লোগ সব কৃপাসিন্ধু ভগবান।
নগর নিকট প্রভু প্রেরেউ উতরেউ ভুমি বিমান ॥
" ১২ উতরি কহেউ প্রভু পুষ্পকহিঁ তুম্হ কুবের পহিঁ জাহু।
প্রেরিত রাম চলেউ সো হরষ বিরহু অতি তাহু ॥
চৌ ১ আয়ে ভরত সঙ্গ সব লোগা, কৃতসন শ্রীরঘুবীর বিয়োগা।
বামদেব বসিষ্ঠ মুনিনায়ক, দেখে প্রভু মহি ধরি ধনু সায়ক ॥
" ২ ধাই ধরে গুরু চরন সরোরুহ, অনুজসহিত অতি পুলক তনোরুহঁ।
ভেঁটি কুসল বুঝী মুনিরায়া, হমরে কুসল তুম্হারিহি দায়া ॥
" ৩ সকল দ্বিজন্হ মিলি নায়উ মাথা, ধরম ধুরন্ধর রঘুকুল নাথা।
গহে ভরত পুনি প্রভু পদ পঙ্কজ, নমত জিন্হহি সুর মুনি শঙ্কর অজ ॥

চৌ ৩ দধী দূর্বা গোরোচনা ফল ফুল আর, নূতন তুলসী পত্র মঙ্গল আধার।
সাজায়ে সুবর্ণ থালে সুন্দরী ভামিনী, গাহি গীত চলে সবে গজেন্দ্রগামিনী॥
„ ৪ যে যে ভাবে ছিল যেথা সে সে ভাবে চলে, বাল বৃদ্ধদের কেহ নাহি নিল দলে
এক সে অপরে পুছে গিয়া তার কাছে, দয়াময় রঘুনাথে কেহ কি দেখেছে॥
„ ৫ আসিছেন ফিরি প্রভু এ সংবাদ জানি, সৌন্দর্য আকর হল এ নগর খানি।
সরযুর বারি হল অতীব নির্মল, ত্রিবিধ বাতাস বহে অতি সুশীতল॥
দো ৮ বশিষ্ঠ গুরুর সাথে ভ্রাতা পরিজন, সাথে ল'য়ে অযোধ্যার যত বিপ্রগণ।
প্রেম মগ্ন হরষিত ভরত তখন, সাক্ষাৎ করিতে চলে কৃপানিকেতন॥
„ ৯ কামিনীরা অট্টালিকা উপর হইতে, পুষ্পক বিমান নভে দেখে আনন্দেতে।
দেখিয়া মধুর সুরে সবে পুলকেতে, সুমঙ্গল আবাহন লাগিল গাহিতে॥
„ ১০ পূর্ণচন্দ্র রঘুপতি সিন্ধু যেন পুরী, আনন্দ জোয়ারে স্ফীত রামচন্দ্রে হেরি।
সে সন্দুতে উর্মিমালা যেন নারীগণ, কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল গগন॥
চৌ ১ সূর্যবংশ কমলের সূর্য শিরোমণি, কপিগণে দেখালেন নগর আপনি।
শুনহ কপীশ আর অঙ্গদ লঙ্কেশ, পবিত্র অযোধ্যা দেখ মনোহর দেশ॥
„ ২ যদিও সুখ্যাতি করে বৈকুণ্ঠেরে সবে, বেদ ও পুরান গ্রন্থে এইমত পাবে।
অযোধ্যার মত প্রিয় নহে মোর কাছে, এ প্রসঙ্গ কেহ কেহ এবে জানিয়াছে॥
„ ৩ মনোরম পুরী মম পুন্য জন্মভূমি, উত্তর দিকেতে বহে যমুনা পাবনি।
যে নদীতে পুন্য স্নানে অতি অনায়াসে, নরনারী মোর ধামে নিয়তই আসে॥
„ ৪ এ পুরীর পুরবাসী অতি প্রিয় মোর, সুখধাম মুক্তিধাম ইহার ভিতর।
আনন্দিত কপিগণ প্রভুর বচনে, ধন্য সে অযোধ্যা যারে প্রভু প্রশংসনে॥
দো ১ পুরবাসী যত সবে আনন্দিত চিতে, কৃপাসিন্ধু ভগবানে আসিল দেখিতে।
নগরের সন্নিকটে আসিলেন রাম, ভূমি পরে উত্তরিল পুষ্পক বিমান॥
„ ১২ উত্তরিয়া কহিলেন প্রভু পুষ্পকেরে, কুবেরের কাছে তুমি যাও এবে ফিরে।
রামের আজ্ঞায় চলে তখন বিমান, হরষে* বিরহ দুখে হল ম্রিয়মান॥
চৌ ১ পুরবাসী সবে এল ভরতের সাথে, কৃশতনু সবাকার রাম বিরহেতে।
বশিষ্ঠ ও বামদেব মুনিশ্রেষ্ঠে দেখি, রামচন্দ্র ভূমি পরে ধনুঃশর রাখি॥
„ ২ অনুজ সহিত ছুটি' ধরেন তাঁদের, শ্রীচরণ পদ্ম দোঁহে পুলক দেহের।
করেন কুশল প্রশ্ন মুনিদ্বয় হতে, মোদের কুশল সবই গুরুর দয়াতে॥
„ ৩ সর্ব দ্বিজগণে সেথা করিলেন নতি, ধর্ম ধুরন্ধর রাম রঘুকুল পতি॥
প্রভু পাদ পদ্ম ধরে ভরত তখনি, যে চরণ পূজা করে শিব ব্রহ্মা মুনি॥

---

* হরষ—রাবণের দাসত্বের মুক্তি, বিরহ—রামের সঙ্গ চ্যুতি।

চৌ ৪ পরে ভূমি নহিঁ উঠত উঠায়ে, বর করি কৃপাসিন্ধু উর লায়ে।
স্যামলগাত রোম ভয়ে ঠাঢ়ে, নব রাজীব নয়ন জল বাঢ়ে ॥
ছ ২ রাজীবলোচন স্রবত জল তন ললিত পুলকাবলি বনী।
অতি প্রেম হৃদয় লগাই অনুজহিঁ মিলে প্রভু ত্রিভুবন ধনী ॥
প্রভু মিলত অনুজহিঁ সোহ মো পহিঁ জাতি নহিঁ উপমা কহী।
জনু প্রেম অরু সিঙ্গার তনু ধরি মিলে বর সুখমা লহী ॥
" ৩ বুঝত কৃপানিধি কুসল ভরতহিঁ বচন বেগি ন আবঈ।
সুনু সিবা সো সুখ বচনমন তেঁ ভিন্ন জান জো পাবঈ ॥
অব কুসল কোসলনাথ আরত জানি জন দরসন দিয়ো।
বুড়ত বিরহবারীস কৃপানিধান মোহি কর গহি লিয়ো ॥
দো ১৩ পুনি প্রভু হরষিত সত্রুহন ভেঁটে হৃদয় লগাই।
লছিমনু ভরত মিলে তব পরম প্রেম দোউ ভাই ॥
চৌ ১ ভরতানুজ লছিমন পুনি ভেঁটে, দুসহ বিরহসম্ভব দুখ মেটে।
সীতাচরন ভরত সিরু নাবা, অনুজসমেত পরমসুখ পাবা ॥
" ২ প্রভু বিলোকি হরষে পুরবাসী, জনিত বিয়োগ বিপতি সব নাসী।
প্রেমাতুর সব লোগ নিহারী, কৌতুক কীন্হ কৃপাল খরারী ॥
" ৩ অমিত রূপ প্রগটে তেহি কালা, জথাজোগ মিলে সবহিঁ কৃপালা।
কৃপাদৃষ্টিরঘুবীর বিলোকী, কিয়ে সকল নর নারি বিসোকী ॥
" ৪ ছন মহুঁ সবহিঁ মিলে ভগবানা, উমা মরম যহ কাহু ন জানা।
এহি বিধি সবহিঁ সুখী করি রাখা, আগে চলে সীল গুন ধামা।
" ৫ কৌসল্যাদি মাতু সব ধাঈঁ, নিরখি বচ্ছ জনু ধেনু লবাঈ ॥
ছ ৪ জনু ধেনু বালক বচ্ছ তজি গৃহ চরন বন পরবস গঈঁ।
দিনঅন্ত পুরু রুখ স্রবত খন হুঙ্কার করি ধাবত ভঈঁ ॥
অতি প্রেম প্রভু সব মাতু ভেঁটী বচন মৃদু বহু বিধি কহে।
গই বিষম বিপতি বিয়োগভব তিন্হ হরষ সুখ অগিনিত লহে ॥

দো ১৪ ভেঁটেউ তনয় সুমিত্রা রাম চরন রতি জানি।
রামহিঁ মিলত কৈকঈ হৃদয় বহত সকুচানি ॥

দো ১৫ লছিমন সব মাতন্হ মিলি হরষে আসিষ পাই।
কৈকই কহঁ পুনি পুনি মিলে মন কর ছোভ ন জাই।
চৌ ১ সাসুন্হ সবন্হ মিলী বৈদেহী, চরনন্হি লাগি হরষ অতি তেহী।
দেহিঁ অসীস বুঝি কুসলাতা, হোউ অচল তুম্হার অহিবাতা ॥

চৌ ৪ উঠালে না উঠে সে ত চরণে লুটায়, নিজ বক্ষে লন প্রভু বল করি তায়।
রোমাঞ্চ হইল তার শরীরে শ্যামল, রাজীব নয়নে তার অশ্রু টলমল॥

ছ ২ রাজীব নয়নে তাঁর অশ্রু ঝরে অনিবার, শ্যাম তনু কাঁপে থরথর।
ভ্রাতারে বুকেতে লন গাঢ় প্রেমে আলিঙ্গন করিলেন ত্রিলোক ঈশ্বর॥
প্রভু আর অনুজের শোভা সেই মিলনের বর্ণিতে ক্ষমতা নাহি মম।
প্রেম ও শৃঙ্গার যেন তনুধরি শোভে হেন মিলনেতে শোভে অনুপম॥

" ৩ ভরতেরে কৃপা নিধি পুছে যবে কুশলাদি স্তব্ধ সে তো চাহে মুখপানে।
পার্বতি এ সুখগীত ধারণা বচনাতীত যেই পায় সেই শুধু জানে॥
এখন কুশল মম কোশলের প্রিয়তম আর্তজনে দরশন দিলে।
বিরহ বারিধি মাঝ ডুবে ছিনু আমি আজ হাতে ধরি আমারে তুলিলে॥

দো ১৩ শত্রুঘনে অতঃপর অতি আনন্দেতে, প্রভু লন বক্ষে তাঁর পুনঃ মিলনেতে।
লক্ষ্মণ মিলেন গিয়া ভরতের সনে, প্রেম সে উথলি উঠে উভয়ের মনে॥

চৌ ১ লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন উভে মিলেন তখন. দুরূহ বিরহ জ্বালা করি উপশম।
ভরত শত্রুঘ্ন উভে সীতার চরণে, শির নত করি হল সুখী মনে মনে॥

" ২ প্রভুরে হেরিয়া সুখী হল পুরবাসী, বিয়োগ জনিত দুঃখ গেল সব ভাসি।
প্রেমেতে আকুল দেখি সর্ব পুর জনে, খরারি করেন খেলা আপনার মনে॥

" ৩ এক সাথে বহু দেহ ধরি এককালে, যথাযোগ্য সম্ভাষণে মিলেন সকলে।
কৃপা দৃষ্টি করি পাত সবাকার পানে, শোকহীন করিলেন নরনারী গণে॥

চৌ ৪ মিলিলেন ভগবান ক্ষণ মাত্রে নানা, হে উমা প্রভেদ এই কেহ বুঝিল না।
এ প্রকারে সুখী করি সকলেরে রাম, অগ্রসরি' চলিলেন শীল গুণ ধাম॥

" ৫ কৌশল্যাদি মাতাগণ আসিলেন ধেয়ে, বৎস হারা ধেনু যথা ধায় বৎস পেয়ে।

ছ ৪ যেমন বৎসেরে ছেড়ে বন মাঝে গাভী চরে অনিচ্ছায় পর তাড়ণায়॥
দিনান্তে ফিরিয়া ঘরে স্তনে তার দুগ্ধ ঝরে হাম্বা রবে হুঙ্কারিয়া ধায়।
তেমনি মাতারা সবে রাম অতি প্রেম ভাবে মিলি কহে বচন মধুর॥
তাদের বিয়োগ ব্যথা মিটাল রামের কথা অসীম সে দুঃখ হল দূর।

দো ১৪ রামের চরণে রত জানিয়া তনয়ে, সুমিত্রা লক্ষ্মণে চুমে তারে বক্ষে লয়ে॥
রামও মিলেন গিয়া কৈকেয়ীর সাথে, হৃদয় জ্বলিছে যার অনুশোচনাতে।

" ১৫ লক্ষ্মণ মিলেন গিয়া সব মাতা সনে, সবার আশিস্ লভি' হৃদি ধন্য মানে॥
মিলিলেও বহুবার কৈকেয়ীর সনে, ক্ষোভ নাহি দূর হয় লক্ষ্মণের মনে।

চৌ ১ শ্বশ্রূমাতাগণে তবে জানকী মিলিয়া, প্রণমিলা সবা পদে আনন্দিত হিয়া॥
কুশল প্রশ্নের সাথে আশিসিলা সবে, সীমন্তে সিন্দূর তব অবিচল রবে।

চৌ ২ সব রঘুপতি মুখ কমল বিলোকহিঁ, মঙ্গল জানি নয়নজল রোকহিঁ।
কনকথার আরতী উতারহিঁ, বার বার প্রভুগাত নিহারহিঁ ॥
" ৩ নানা ভাঁতি নিছাবরি করহীঁ, পরমানন্দ হরষ উর ভরহীঁ।
কৌসল্যা পুনি পুনি রঘুবীরহিঁ, চিতবতি কৃপাসিন্ধুরনধীরহিঁ ॥
" ৪ হৃদয় বিচারতি বারহিঁ বারা, কবন ভাঁতি লঙ্কাপতি মারা।
অতি সুকুমার জুগল মেরে বারে, নিসিচর সুভট মহাবল ভারে ॥
দো ১৬ লছিমন অরু সীতাসহিত প্রভুহিঁ বিলোকতি মাত।
পরমানন্দ মগন মন পুনি পুনি পুলকিত গাত ॥
চৌ ১ লঙ্কাপতি কপীস নল নীলা, জামবন্ত অঙ্গদ সুভসীলা।
হনুমদাদি সব বানরবীরা, ধরে মনোহর মনুজসরীরা ॥
" ২ ভরত সনেহ সীল ব্রত নেমা, সাদর সব বরনহিঁ অতি প্রেমা।
দেখি নগরবাসিন্হ কৈ রীতী, সকল সরাহহিঁ প্রভু পদ প্রীতি ॥
" ৩ পুনি রঘুপতি সব সখা বোলায়ে, মুনিপদ লাগহু সকল সিখায়ে।
গুরু বসিষ্ঠ কুলপূজ হমারে, ইনহ কী কৃপা দনুজ রন মারে ॥
৪এ সব সখা সুনহু মুনি মেরে, ভয়ে সমরসাগর কহুঁ বেরে।
মম হিত লাগি জনম ইন্হ হারে, ভরতহুঁ তেঁ মোহি অধিক পিয়ারে ॥
" ৫ সুনি প্রভুবচন মগন সব ভয়ে, নিমিষ নিমিষ উপজত সুখ নয়ে।
দো ১৭ কৌসল্যা কে চরনন্হি পুনি তিন্হ নায়েউ মাথ।
আসিস দীন্হী হরষি তুম্হ প্রিয় মম জিমি রঘুনাথ ॥
দো ১৮ সুমনবৃষ্টি নভ সঙ্কুল ভবন চলে সুখকন্দ।
চঢ়ী অটারিন্হ দেবহিঁ নগর নারি বর বৃন্দ ॥
চৌ ১ কঞ্চনকলস বিচিত্র সবারে, সবহিঁ ধরে সজি নিজ নিজ দ্বারে।
বন্দনবার পতাকা কেতু, সবন্হি বনায়ে মঙ্গলহেতু ॥
" ২ বীথী সকল সুগন্ধ সিঁচাই, গজমনি রচি বহু চৌক পুরাঈ।
নানা ভাঁতি সুমঙ্গল সাজে, হরষি নগর নিসান বহু বাজে ॥
" ৩ জহঁ তহঁ নারি নিছাবরি করহীঁ, দেহিঁ অসীস হরষ উর ভরহীঁ।
কঞ্চনথার আরতী নানা, জুবতী সঙ্গে করহিঁ সুভ গানা ॥
" ৪ করহিঁ আরতী আরতিহর কৈ, রঘুকুল কমল বিপিন দিন করকৈ।
পুরসোভা সম্পতি কল্যানা, নিগম সেষ সারদা বখানা ॥
" ৫ তেউ যহ চরিত দেখি ঠগি রহহীঁ, উমা তাসু গুন নর কিমি কহহীঁ।
দো ১৯ নারি কুমুদিনী অবধ সর রঘুপতি বিরস দিনেস।
অস্ত ভয়ে বিকসিত ভঈঁ নিরখি রাম রাকেস ॥

চৌ ২ রাম মুখ-পদ্ম হেরি সকলে বিহ্বল, অমঙ্গল ভয়ে রোধে নয়নের জল ॥
স্বুবর্ণ থালিতে করি বরণ তাঁহারে, নিমিষেতে প্রভু তত্ত্ব দেখে বারেবারে।
„ ৩ নানাভাবে উৎসর্গিয়া মাঙ্গলিক যত, পরম হরষে তাঁরা হয় পুলকিত ॥
কৌশল্যা রামের প্রতি চাহে বার বার, কৃপার সাগর এই বীর পুত্র তার।
„ ৪ বার বার ভাবিলেন পরম বিস্ময়ে, কি করিয়া স্বকুমার মোর পুত্র দ্বয়ে ॥
বিনাশিল রণক্ষেত্রে সীতার উদ্ধারে, দুর্ধর্ষ সে রাক্ষসেরে লঙ্কার ঈশ্বরে।
দো ১৬ প্রভুরে লক্ষ্মণ আর সীতার সঙ্গেতে, মাতৃগণ বারবার লাগিল দেখিতে ॥
পরম আনন্দে মগ্ন সবাকার মন, পুনঃ পুনঃ গাত্রে সবা হল শিহরণ।
চৌ ১ লঙ্কাপতি কপিপতি নল আর নীল, জাম্ববান শ্রীঅঙ্গদ স্বভাবে সুশীল ॥
হনুমান আর যত কপি মহাবীর, ধরে তারা মনোহর মনুষ্য শরীর।
„ ২ ভরত স্বভাবে প্রেম ব্রত নিয়মের, সকলে প্রশংসা করে প্রেমে তাহাদের ॥
পুরবাসীদের প্রীতি প্রভুর চরণে, দেখিয়া প্রশংসা করে নিষ্ঠ আচরণে।
„ ৩ পুনঃ রঘুপতি ডাকি সব সখাদের, গুরুদেব পদে নতি শেখান তাদের ॥
বশিষ্ঠ কুলের গুরু পূজ্য আমাদের, এঁরি কৃপাবশে জিনি রণে রাক্ষসের।
„ ৪ এরা মোর সখা প্রভু রণ সিন্ধু পার, হইয়াছি ইহাদেরি সাহায্যে অপার ॥
মোর হিত লাগি করে প্রাণ সমর্পন, ভরত সমান প্রিয় মোর কপিগণ।
„ ৫ প্রভুর বচনে সবে সুখমগ্ন হয়, প্রতিটি মুহূর্তে নব সুখ উপজয় ॥
দো ১৭ অতঃপর কৌশল্যারে ভক্তি অঞ্জলিতে, নত করে শির সবে তাঁর চরণেতে।
আশিস্ করেন মাতা প্রসন্ন অন্তরে, রঘুনাথ সম প্রিয় রবে চিরতরে ॥
„ ১৮ ভবনে চলেন রাম সর্ব সুখ মূল, পুষ্পবৃষ্টি আকাশেতে হইল অতুল।
অট্টালিকা শীর্ষ হতে নরনারী গণ, দেখিতে লাগিল রামে আনন্দিত মন ॥
চৌ ১ স্বুবর্ণ কলস করি চিত্র বিচিত্রিত, সকলে নিজের দ্বারে করিল স্থাপিত।
তোরণ বন্ধনী মালা ধ্বজা ও কেতনে, মাঙ্গলিক তরে সবে সাজাল যতনে ॥
চৌ ২ সুগন্ধ সিঞ্চিত হল অলিতে গলিতে, আলিম্পনে গজমুক্তা লাগিল শোভিতে।
নগর সজ্জিত হল সুমঙ্গল সাজে, আনন্দে নগর মাঝে নানা বাদ্য বাজে ॥
„ ৩ যেথা সেথা রমনীরা ব্যস্ত আরতিতে, আশিস্ করিয়া তৃপ্তি লভে অন্তরেতে।
স্বুবর্ণ থালিতে করি সাজায়ে আরতি, কল কণ্ঠে গাহে গীত সুন্দরী যুবতী ॥
„ ৪ রঘুকুল সরসিজ বনে আর্তিহারা, রাম সূর্যে আরতিতে ব্যস্ত যুবতীরা।
কল্যাণ সম্পদ আর পুর শোভা অতি, পারে না বর্ণিবারে শেষ সরস্বতী ॥
„ ৫ হে উমা স্তম্ভিত তাঁরা এ চরিত্র দেখি, বর্ণিতে তাহাদি গুণ নরের সাধ্য কি।
দো ১৯ নারী কুমুদিনী রূপী অযোধ্যা সে সর, রামের বিরহ অতি তীব্র দিবাকর ॥
অস্ত গেলে দেখি পুন রামচন্দ্র রূপ, বিকশিত নারীগণ কিবা অপরূপ।

দো। ২০ হোহিঁ সগুন সুভ বিবিধ বিধি বাজহিঁ গগন নিসান।
পুর নর নারি সনাথ করি ভবন চলে ভগবান॥

চৌ ১ প্রভু জানী কৈকঈ লজানী, প্রথম তাসু গৃহ গয়ে ভবানী।
তাহি প্রবোধ বহুত সুখ দীন্হা, পুনি নিজ ভবন গবন হরি কীন্হা॥

" ২ কৃপাসিন্ধু জব মন্দির গয়ে, পুর নরনারি সুখী সব ভয়ে।
গুরু বসিষ্ঠ দ্বিজ লিয়ে বোলাঈ, আজু সুঘরী সুদীনু সুভদাঈ॥

" ৩ সব দ্বিজ দেহু হরষি অনুসাসন, রামচন্দ্র বৈঠহিঁ সিংহাসন।
মুনি বসিষ্ঠ কে বচন সুহায়ে, সুনত সকল বিপ্রন্হ অতি ভায়ে॥

" ৪ কহহিঁ বচন মৃদু বিপ্র অনেকা, জগ অভিরাম রামঅভিষেকা।
অব মুনিবর বিলম্বু নহিঁ কীজৈ, মহারাজ কহুঁ তিলক করীজৈ॥

দো ২১ তব মুনি কহেউ সুমন্ত সন সুনত চলেউ হরষাই।
রথ অনেক বহু বাজি গজ তুরত সঁবারেউ জাই॥

" ২২ জহঁ তহঁ ধাবন পঠই পুনি মঙ্গল দ্রব্য মঁগাই।
হরষ সতেত বসিষ্ঠপদ পুনি সিরু নায়েউ আই॥

চৌ ১ অবধপুরী অতিরুচির বনাই, দেবন্হ সুমনবৃষ্টি ঝরি লাই।
রাম কহা সেবকন্হ বোলাই, প্রথম সখন্হ অন্হবাবহু জাঈ॥

" ২ সুনত বচন জহঁ তহঁ জন ধায়ে. সুগ্রীবাদি তুরত অন্হবায়ে।
পুনি করুনানিধি ভরত হঁকারে, নিজ কর জটা রাম নিরুবারে॥

" ৩ অন্হ বায়ে প্রভু তীনিউঁ ভাঈ, ভগতবছল কৃপাল রঘুরাঈ।
ভরত ভাগ্য প্রভু কোমলতাঈ, সেষ কোটিসত সকহিঁ ন গাঈ॥

" ৪ পুনি নিজ জটা রাম বিবরায়ে, গুরু অনুসাসনু মঁাগি নহায়ে।
করি মজ্জনু প্রভু ভুষন রাজে, অঙ্গ অনঙ্গ কোটি ছবি লাজে॥

দো ২৩ সাসুনহ সাদর জানকিহি মজ্জন তুরত করাই।
দিব্য বসন বর ভুষন অঙ্গ অঙ্গ সজে বনাই॥

" ২৪ রাম বাম দিসি সোভতি রমারূপ গুনখানি।
দেখি মাতু সব হরষী জনম সুফল নিজ জানি॥

" ২৫ সুনু খগেস তেহি অবসর ব্রহ্মা সিব মুনিবৃন্দ।
চঢ়ি বিমান আয়ে সব সুর দেখন সুখকন্দ॥

চৌ ১ প্রভু বিলোক মুনিমনু অনুরাগা, তুরত দিব্য সিংহাসন মঁাগা।
রবিসম তেজ সো বরনি ন জাঈ, বৈঠে রাম দ্বিজন্হ সিরু নাঈ॥

" ২ জনক সুতা সমেত রঘুরাঈ, পেখি প্রহরষে মুনিসমুদাঈ।
বেদমন্ত্র তব দ্বিজন্হ উচারে, নভ সুর মুনি জয় জয়তি পুকারে॥

দো ২০ সুমঙ্গল চিহ্ন নানা হল প্রকটিত, আকাশে বাতাসে বাজে সুখবাদ্য কত।
কৃতার্থ করিয়া পুর নরনারীগণে, চলিলেন ভগবান আপন ভবনে॥

চৌ ১ কৈকেয়ীরে অনুতপ্ত জানি রঘুবর, হে উমা, তাহারি গৃহে যান অতঃপর।
তাহারে প্রবোধ দিলে সুখ শান্তি পান, অতঃপর নিজ গৃহে যান ভগবান॥

„ ২ নিজের মন্দিরে যান রঘুপতি যবে, পুরবাসী নরনারী সুখী হল সবে।
বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-গণে সবে ডাকি ক'ন, শুভদিন আজি হল অতি শুভক্ষণ॥

„ ৩ সকলে সন্তোষে দিন এ অনুশাসন, অলঙ্কৃত করিবেন রাম সিংহাসন।
বশিষ্ঠের এই মৃদু শোভন বচনে, লভিল পরম তৃপ্তি সকল ব্রাহ্মণে॥

„ ৪ মৃদু বচনেতে কহে অনেক ব্রাহ্মণে, রাম অভিষেকে হবে সুখ সবা মনে।
মুনিবর যেন আর বিলম্ব না করি, রামচন্দ্রে মহারাজ করেন সত্বরই॥

দো ২১ বশিষ্ঠ সুমন্ত্রে ডাকি কহেন তাহারে, শুনি তুষ্ট চলিল সে শির নতি করে।
বহু রথ গজ অশ্ব সাজাবার তরে, তখনি যাইয়া সব সুব্যবস্থা করে॥

„ ২২ চতুর্দিকে দূতগণে পাঠাইল তবে, মাঙ্গলিক দ্রব্য আদি আনাইল সবে।
পুনঃ ফিরি আসি মন্ত্রি হৃষ্টান্ত করণে, বিজ্ঞপ্তি করিয়া নমে বশিষ্ঠ চরণে।

চৌ ১ রুচীর সজ্জাতে সাজে অযোধ্যা নগরী, দেবতা ভাসাল পুরী পুষ্প বৃষ্টি করি।
সেবকে ডাকিয়া রাম কহেন তাদের, স্নানের ব্যবস্থা কর সব সখাদের॥

„ ২ শুনি রাম আজ্ঞা সবে চারিদিকে ধায়, সুগ্রীবাদি সখাদের স্নান সারা হয়।
পুনঃ করুণার নিধি ভরতেরে আনি, জটার বাঁধন তার খুলেন আপনি॥

„ ৩ ভক্তের বৎসল রাম কৃপা নিকেতন, তিন ভ্রাতাদের স্নান করান তখন
ভরত সৌভাগ্য আর প্রভু কোমলতা, বর্ণিতে সহস্র লক্ষ শেষ পারে না তা॥

„ ৪ অতঃপর নিজ জটা ফেলিলেন রাম, গুরুর আদেশ লয়ে করিলেন স্নান।
স্নানান্তে বসন আর ভূষণের সাজে, অঙ্গ শোভা অনঙ্গের কোটি শোভা লাজে॥

দো ২৩ শ্বশ্রূমাতাগণ সবে অতি সমাদরে, জানকীরে করালেন সিনান তৎপরে।
বসন ভূষণ আর দিব্য মাণিক্যেতে, প্রতি অঙ্গ সাজালেন অপূর্ব রূপেতে॥

„ ২৪ শ্রীরামের বাম ভাগে কি শোভা বিস্তার, গুণ ও রূপের খনি সেই কমলার।
দেখিয়া সকল মাতা আনন্দিত মনে, জনম সফল মানে আজি প্রতি জনে॥

দো ২৫ হে খগেশ শুন তুমি সেই অবসরে, বিরিঞ্চি মহেশ আর যত মুনিবরে।
সকল দেবতা সাথে বিমানেতে চড়ে, সুখ মূল রামচন্দ্রে আসে দেখিবারে॥

চৌ ১ প্রভুরে দেখিয়া স্নেহে বশিষ্ঠের মন, আজ্ঞা দেন আনাইতে দিব্য সিংহাসন।
সূর্য সম দীপ্তি তার বর্ণন না যায়, দ্বিজগণে নমি রাম বসেন তথায়॥

„ ২ জনক নন্দিনী সাথে দেখি রঘুরায়ে, অতীব প্রসন্ন হল মুনিরা তথায়।
দ্বিজগণ বেদমন্ত্র করে উচ্চারণ, জয় জয় ঘোষে নভে দেব মুনিগণ॥

চৌ ৩ প্রথম তিলক বসিষ্ঠ মুনি কীন্হা, পুনি সব বিপ্রনহ আরসু দীন্হা।
স্মুত বিলোকি হরষীঁ মহতারী, বার বার আরতী উঁতারী ॥
" ৪ বিপ্রন্হ দান বিবিধ বিধি দীন্হে, জাচক সকল অজাচক কীন্হে।
সিংহাসন পর ত্রিভুবন সাঈঁ, দেখি সুরন্হ ডুন্দুভী বজাঈ ॥
ছ ৫ নভ ডুন্দুভী বাজহিঁ বিপুল গন্ধর্ব কিন্নর গাবহীঁ।
নাচহিঁ অপছরাবৃন্দ পরমানন্দ সুর মুনি পাবহীঁ ॥
ভরতাদি অনুজ বিভীষনাঙ্গদ হনুমদাদি সমেত তে।
গয়ে ছত্র চামর ব্যজন ধনু অসি চর্ম সক্তি বিরাজতে ॥
" ৬ শ্রীসহিত দিন কর বংস ভুষন কাম বহু ছবি সোহঈ।
নব অম্বু ধর বর গাত অম্বর পীত মুনিমন মোহঈ।
মুকুটাঙ্গদাদি বিচিত্র ভুষন অঙ্গ অঙ্গন্হি প্রতি সজে।
অম্ভোজনয়ন বিসাল উর ভুজ ধন্য নর নিরখন্ত জে ॥
দো ২৬ বহু সোভা সমাজ সুখ কহত ন বনই খগেস।
বরনই সারদ সেষ শ্রুতি সো রস জান মহেস ॥
" ২৭ ভিন্ন ভিন্ন অস্তুতি করি গয়ে সুর নিজ নিজ ধাম।
বন্দিবেষ ধরি বেদ তব আয়ে জহঁ শ্রীরাম ॥
" ২৮ প্রভু সর্বজ্ঞ কীন্হ অতি আদর কৃপানিধান।
লখেউ ন কাহু মরম কছু লগে করন গুনগান ॥
ছ ৭ জয় সগুন নির্গুনরূপ রূপঅনুপ ভুপ-সিরোমনে।
দসকন্ধরাদি প্রচণ্ড নিসিচর প্রবল খল ভুজবল হনে ॥
অবতার নর সংহারভার বিভক্তি দারুন ডুখ দহে।
জয় প্রনতপাল দয়াল প্রভু সঞ্জুক্তসক্তি নমাম হে ॥
" ৮ তব বিষম মায়াবস সুরাসর নাগ নগ অগ অশ্ব জগ হরে।
ভবপন্থ ভ্রমত অমিত দিবস নিসি কাল কর্মগুনন্হি ভরে ॥
জে নাথ করি করুনা বিলোকে ত্রিবিধ ডুখতে নির্বহে।
ভব খেদ ছেদন দচ্ছ হম কহঁ রচ্ছ রাম নমাম হে ॥
" ৯ জে জ্ঞান মান বিমত্ত তব ভবহরনি ভগতি ন আদরী।
তে পাই সুর ডুর্লভ পদাদপি পরত হম দেখত হরী ॥
বিস্বাস করি সব আস পরিহরি সাস তব জে হোই রহে।
জপি নাম তব বিনু স্রম তরহিঁ ভবনাথ সোই স্মরাম হে ॥

চৌ ৩ প্রথমে বশিষ্ঠ দেন রাজটীকা ভালে, ব্রাহ্মণেরা আজ্ঞা পাই দিলেন সকলে।
মাতাগণে পুত্র দেখি আনন্দ না ধরে, বার বার অতি হর্ষে বরনিল তাঁরে॥
,, ৪ বিপ্রগণে দান করে বিবিধ প্রকারে, যাচকেরে অযাচক করিল তৎপরে।
সিংহাসনে উপবিষ্ট ত্রিলোকের পতি দেবেরা বাজায় বাদ্য দেখি সুখী অতি॥
ছ ৫ আকাশে দুন্দুভি বাজে সাজিয়া বিচিত্র সাজে গন্ধর্ব কিন্নর গাহে গান।
অপ্সরা নাচিতে রত দেব ও মুনির যত পরম আনন্দে ভাসে প্রাণ॥
ভরতাদি অনুজেরা বিভীষণ অঙ্গদেরা হনুমান আর যারা ছিল।
মস্তকেতে ছত্র ধরে চামর ব্যজন করে ধনু-অসি চর্মে শোভা পেল॥
,, ৬ সূর্যবংশ শিরোমনি জানকী রূপের খনি শত কাম রতি শোভা ধরে।
নবীন মেঘের সম গাত্র বর্ণ অনুপম পীতাম্বরে মুনিমন হরে॥
মুকুট কেয়ূর* বাজে বিচিত্র ভূষণ সাজে প্রতি অঙ্গে অপরূপ শোভা।
নয়ন নলিনী সম বক্ষ বাহু দৃঢ়তম সেই ধন্য দেখি মনোলোভা॥
দো ২৬ সেই শোভা আর সুখ সেই সমাজের, হে খগেশ বর্ণনা ত' অসাধ্য মোদের।
সরস্বতী, বেদ, শেষ পারে বর্নিবারে, মহেশ্বর শুধু পারে রস বুঝিবারে॥
,, ২৭ প্রত্যেক দেবতা করি ভিন্ন ভিন্ন স্তুতি, নিজ ধামে ফিরে যায় প্রসন্ন মূরতি।
চতুর্বেদ ভাটরূপ করিয়া ধারণ, শ্রীরামচন্দ্রের পাশে করে আগমন॥
,, ২৮ সকলি প্রত্যক্ষ তাঁর সর্বজ্ঞ শ্রীরাম, সমাদর করিলেন কৃপার নিধান।
কেহ না পারিল এই মর্ম বুঝিবারে, চারি ভাট শ্রীরামের গুণগান করে॥
ছ ৭ নির্গুন সগুন রূপ শিরোমনি সর্ব ভূপ অপরূপ শ্রীরামের জয়।
প্রচণ্ড প্র[illegible] খল দশানন মহাবল ভুজবলে নাশ দয়াময়॥
অবতীর্ণ নর বেশে সংসারে দারুন ক্লেশে হর তুমি সব দুঃখ ভয়।
ভক্তের পালক জয় হে প্রভু হে কৃপাময় শক্তি সাথে প্রণাম তোমায়॥
,, ৮ মায়ায় বিষম তর সুরাসুর নাগ নর স্থাবর জঙ্গম যত আর॥
ভ্রমিছে সংসার পথে ক্লান্ত হ'য়ে দিবারাতে কাল কর্ম গুণ অনুসার॥
যাহারে করুণা কর অতি ধন্য সেই নর নিষ্পত্তি ত্রিবিধ দুঃখ তার।
ভব দুঃখ নাশে স্বামি অতীব কুশল তুমি রক্ষ মোরে তোমা নমস্কার॥
,, ৯ জ্ঞানে মানে মত্ত যেবা না করে তোমার সেবা অভক্তি তোমারে দুঃখহরা।
সুরের দুর্লভ পদ পাইয়াও সে সম্পদ পতনও ত দেখেছি আমরা॥
সর্ব আশা পরিহরি তোমারে বিশ্বাস করি তব দাস রহে আমরণ।
নাম জপি অনায়াসে ভব পারে সমর্থ সে তাই করি তোমারে স্মরণ॥

* বাহুর অলঙ্কার; অঙ্গদ।

ছ ১০ জে চরন সিব অজ পূজ্য রজ সুভ পরসি মুনিপতনী তরী।
নখনির্গতা মুনিবন্দিতা ত্রৈলোক পাবনি সুরসরী॥
ধ্বজ কুলিস অঙ্কুস কঞ্জ জুত বন ফিরত কণ্টক কিন লহে।
পদকঞ্জ দ্বন্দ মুকুন্দ রাম রমেস নিত্য ভজাম হে॥

" ১১ অব্যক্ত মূল মনাদি তরু ত্বচ চারি নিগমা-গয় ভনে।
বট কক্ষ সাখা পঞ্চবীস অনেক পর্ন সুমন ঘনে॥
কল জুগল বিধি কটু মধুর বেলি অকেলি জেহি আস্রিত রহে।
পল্লবত মূলত নব ললিত সংসারবিটপ নমাম হে॥

" ১২ জে ব্রহ্ম অজমদ্বৈতমনুভব গমভ মন পর ধ্যাবহীঁ।
তে কহহু জানহু নাথ হম তব সগুন জস নিত গাবহীঁ॥
করুনায়তন প্রভু সদগুনাকর দেব যহ বর মাঁগহীঁ।
মন বচন কর্ম বিকার তজি তব চরন হম অনুরাগহীঁ॥

দো ২৯ সব কে দেখত বেদন্হ বিনতী কীন্হি উদার।
অন্তরধান ভয়ে পুনি গয়ে ব্রহ্মআগার॥

" ৩০ বৈনতেয় সুনু সম্ভূ তব আয়ে জহঁ রঘুবীর।
বিনয় করত গদ গদ গিরা পুরিত পুলক সরীর॥

তো ছ ১৩ জয় রাম রমারমনং সমনং, ভব তাপ ভয়াকুল পাহি জনং।
অবধেস সুরেস রমেস বিভো, সরনাগত মাঁগত পাহি প্রভো॥

" ১৪ দস সীস বিনাসন বীস ভুজা, কৃত দূরি মহা মহি ভূরি রুজা।
রজনীচর বৃন্দ পতঙ্গ রহে, সর পাবক তেজ প্রচণ্ড দহে॥

" ১৫ মহি মণ্ডল মণ্ডন চারুতরং, ধৃত সায়ক চাপ নিষঙ্গবরং।
মদ মোহ মহা মমতা রজনী, তমপুঞ্জ দিবাকর তেজ অনী॥

" ১৬ মনজাত কিরাত নিপাত কিয়ে, মৃগ লোগ কুভোগ সরে ন হিয়ে।
হতি নাথ অনাথন্হি পাহি হরে, বিষয়াবন পাঁবর ভূলি পরে॥

" ১৭ বহু রোগ বিয়োগন্হি লোগ হয়ে, ভবদংঘ্রিনিরাদর কে ফল রে।
ভবসিন্ধু অগাধ পরে নর তে, পদ পঙ্কজ প্রেমুদন জে করতে॥

" ১৮ অতিদীন মলীন দুখী নিতহীঁ, জিন্হ কে পদ পঙ্কজ প্রীতি নহীঁ।
অবলম্ব ভবন্ত কথা জিন্হ কে, প্রিয় সন্ত অনন্ত সদা তিন্হ কে॥

" ১৯ নহিঁ রাগ ন লোভ ন মান মদা, তিন্হ কে সম বৈভব বা বিপদা।
যহি তেঁ তব সেবক হোত মুদা, মুনি ত্যাগত জোগ ভরোস সদা॥

ছ ১০ পদ্মযোনি ও শঙ্করে   যে চরণ পূজা করে   যার ধূলি অহল্যারে তরে।
পদ নখ হতে যাঁর   বন্দিত সে দেবতার   গঙ্গা বহে ত্রিলোক উদ্ধারে ॥
আঁকা বজ্র পদ্মধ্বজে   সে চরণ বনমাঝে   কণ্ঠকেতে লাঞ্ছিত বা কেন।
হে রমা বল্লভ রাম   পদকঞ্জে মোক্ষধাম   সে চরণ সেবি নিত্য যেন ॥

,, ১১* তরুমূল সংসারের   মায়াবদ্ধ অব্যক্তের[১]   চারি ত্বকে পুষ্ট[২] শাস্ত্রে কহে।
ষষ্ঠ কাণ্ড[৩] পঞ্চবিংশ   শাখাতে বিস্তৃত অংশ   বহু পত্র[৪] পুষ্প[৫] আদি বহে
পাপ পুন্য দুই ফল   তিক্ত মিষ্ট এ সকল   লতা এক জড়াইতে চায় ॥
পল্লবিত নিত্য শত   পুষ্পদাম শোভে কত   ভববৃক্ষ নমি তব পায় ॥

,, ১২ অনাদি অদ্বৈত অজ   অনুভবগম্য ব্রজ   মনাতীত ব্রহ্মেরে যে ধ্যানে।
সেই শুধু জানে তারে   পারে কথা বলিবারে   আমি মাতি সগুনের গানে ॥
গুনের আকর স্বামী   করুণাময়েরে আমি   শুধু এই বর মাগি দীন।
ত্যজিয়া বিকার ঘোর   কায়মনোবাক্যে মোর   তব পদে মতি চিরদিন ॥

দো ২৯ সকলের দৃষ্টি পথে বেদ চতুষ্টয়ে, বিনয়ে অনেক স্তুতি করে রঘুরায়ে ॥
স্তুতি অন্তে চারি বেদ হল অন্তর্ধান, প্রসন্ন মনেতে তারা চলে ব্রহ্মধাম ॥

,, ৩০ বৈনতেয় শুন তবে আসেন শঙ্কর, যেথা র'ন শোভাময় রাম রঘুবর।
শরীরে রোমাঞ্চ আর পুলকিত হিয়া, গদ গদ বাক্যে ক'ন বিনয় করিয়া ॥

ছ ১৩ জয় রাম রমা প্রিয় নাশ কর, ভবতাপ ভয়াকুলে তীব্র জ্বর।
অবধেশ সুরেশ রমেশ বিভো, শরণাগত বঞ্চিতে রাখ প্রভো

,, ১৪ দশ আনন নাশন বিংশ বাহু, ভবতারন দারুন রোগ রাহু।
রজনী চর সর্ব পতঙ্গ দলে, শর পাবক তেজেতে তীব্র জ্বলে ॥

,, ১৫ এ ভুমণ্ডলে শোভিত শ্রেষ্ঠ গুনে, ধর সায়ক ভীষণ ধনুক তূনে।
মদ মোহ মহা মমতা রজনী, তম পুঞ্জে দিবাকর তেজ অনী

,, ১৬ কামদেব কিরাত মনুজ হরিণে, অপকর্ম শরে তার মর্মে হানে।
হরি' নাথ অনাথেরে রক্ষা কর. বিষয় বনে ভ্রমে ভ্রান্ত নর ॥

,, ১৭ বহু রোগ বিয়োগ কুলোক দলে, তব চরণাম্বুজে অভক্তি ফলে।
ভব সিন্ধু অগাধ মধ্যে পড়ে, পদ অম্বুজে প্রেম যে না করে ॥

,, ১৮ অতি দীন কলঙ্কিত দুঃখী স্বভাব, পদ পঙ্কজে যার ভক্তি অভাব।
অবলম্বন যার তব গাথা সুধা, প্রিয় সন্ত অনন্ত তারি সদা ॥

,, ১৯ নাহি দ্বেষ না রাগ না মান মদ, সমতুল্য তাহারি বিপদ্ সম্পদ।
তব সেবক এ হেন শান্ত অতি, তব নির্ভর যোগী ত্যাগী যতি ॥

---

* (১) সংসার বৃক্ষে মূল অব্যক্ত মায়া দ্বারা আবৃত। (২) অণ্ডজ, পিণ্ডজ, স্বেদজ ও জরায়ুজ চারি ত্বক। (৩) সুখ, দুখ, শীত, উষ্ণ, জ্ঞান ও অজ্ঞান—ষষ্ঠ কাণ্ড। (৪) পত্র—বাসনা। (৫) পুষ্প—সংকল্প। (৬) লতা—আশা। গীতা, ১৫শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ছ ২০ করি প্রেম নিরন্তর নেমু লিয়ে, পদপঙ্কজ সেবিত সুদ্ধ হিয়ে।
সম মানি নিরাদর আদরহীঁ, সন্ত সুখী বিচরন্তি মহী ॥

„ ২১ মুনি মানস পঙ্কজ ভৃঙ্গ ভজে, রঘুবীর মহা রন ধীর অঙ্গে।
তব নাম জপামি নমামি হরী, ভবরোগ মহা মদ মান অরী ॥

„ ২২ গুনসীল কৃপাপরমায়তনং, প্রননামি নিরন্তর শ্রীরমনং।
রঘুনন্দ নিকন্দয় দ্বন্দঘনং, মহিপাল বিলোকয় দীনজনং ॥

দো ৩১ বার বার বর মাঁগউঁ হরষি দেহ শ্রীরঙ্গ।
পদ সরোজ অনপায়নী ভগতি সদা সতসঙ্গ ॥

„ ৩২ বরনি উমাপতি রামগুন হরষি গয়ে কৈলাস।
তব প্রভু কপিন্হ দিবায়ে সব বিধি সুখপ্রদ বাম ॥

চৌ ১ সুনু খগপতি যহ কথা পাবনী, ত্রিবিধ তাপ ভব ভয় দাবনী।
মহারাজ কর সুভ অভিষেকা, সুনত লহহিঁ নর বিরতি বিবেকা ॥

„ ২ জে সকাম নর সুনহিঁ জে গাবহিঁ, সুখ সম্পতি নানা বিধি পাবহিঁ।
সুরদুর্লভ সুখ করি জগমাহীঁ, অন্তকাল রঘুপতি পুর জাহীঁ ॥

„ ৩ সুনহিঁ বিমুক্ত বিরত অরু বিষঈ, লহহিঁ ভগতি গতি সম্পতি নঈ।
খগপতি রামকথা মৈঁ বরনী, স্বমতি বিলাস ত্রাস দুখ হরনী ॥

„ ৪ বিরতি বিবেক ভগতি দৃঢ়করনী, মোহ নদী কহঁ সুন্দর তরনী।
নিত নব মঙ্গল কোসলপুরী, হরষিত রহহিঁ লোগ সব কুরী ॥

„ ৫ নিত নই প্রীতি রাম পদ পঙ্কজ, সব কে জিন্হহিঁ নমত সিব মুনি অজ।
মঙ্গন বহু প্রকার পহিরায়ে, দ্বিজন্হ দান নানা বিধি পায়ে ॥

দো ৩৩ ব্রহ্মানন্দমগন কপি সব কে প্রভুপদ প্রীতি।
জাত ন জানে দিবস তিন্হ গয়ে মাস ষট বীতি ॥

চৌ ১ বিসরে গৃহ সপনেহু সুধি নাই জিমি পরদ্রোহ সন্ত মন মাহীঁ।
তব রঘুপতি সব সখা বোলায়ে, অহিঁ সবন্হি সাদর সির নায়ে ॥

„ ২ পরমপ্রীতি সমীপ বৈঠারে, ভগতসুখদ মৃদু বচন উচারে।
তুম্হ অতি কীন্হ মোরি সেবকাঈ, মুখ পর কেহি বিধি করউঁ বড়াঈ ॥

„ ৩ তা তেঁ মোহি তুম্হ অতি প্রিয় লাগে, মহ হিত লাগি ভবন সুখ ত্যাগে।
অনুজ রাজ সম্পতি বৈদেহী, দেহ গেহ পরিবার সনেহী

„ ৪ সব মম প্রিয় নহিঁ তুম্হহিঁ সমানা, মৃষা ন কহউঁ মোর যহ বানা।
সব কে প্রিয় সেবক যে নীতী, মোরে অধিক দাস পর প্রীতি ॥

দো ৩৪ অব গৃহ জাহু সখা সব ভজেহু মোহি দৃঢ় নেমু।
সদা সর্বগত সর্বহিত জানি করেহু অতি প্রেমু ॥

ছ ২০ করি প্রেম নিরন্তর নিষ্ঠা মনে, পদ পঙ্কজ সেবিত শুদ্ধ প্রাণে।
সম আদর ও ঘৃণা তাঁরি নহে, সব সন্ত সুখী পৃথিবীতে রহে॥

" ২১ মুনি মানস পঙ্কজ ভৃঙ্গ ভজে, রঘুবীর মহা রনধীর অজে।
তব নাম জপে সদা প্রণতি করি, ভব রোগ মহা মদ মান অরি॥

" ২২ গুণ শীল কৃপা পরমায়তনং, প্রণমামি নিরন্তর শ্রীরমনং।
রঘুনন্দন ভক্ত হে দ্বন্দ্ব ঘোরে, পৃথি পালক দেখিও দীন মোরে॥

দো ৩১ হে রমা বল্লভ বর মাগি বারবার, প্রসন্ন মনেতে দাও কৃপা অবতার।
অনন্য ভক্তির ভার পদ কমলেতে, রহে যেন সাধু সঙ্গ পাই সদা সাথে॥

" ৩২ বর্ণিয়া রামের গুণ উমামহেশ্বর, কৈলাসে চলেন ফিরি হর্ষিত অন্তর।
তখন দিলেন প্রভু সকল কপিরে, সুখপ্রদ বাসস্থান সকল প্রকারে॥

চৌ ১ শুন খগরাজ এই সুপবিত্র গাথা, ত্রিতাপ নাশক হানে ভবতাপ ব্যথা।
এ মহারাজের শুভ অভিষেক বাণী, শুনি নরে লোভহীন আর হয় জ্ঞানী॥

" ২ কামনা করিয়া নরে যবে ইহা গায়, সকল সম্পত্তি সুখ নানাভাবে পায়।
সুরের দুর্লভ সুখ পাইয়া জীবনে, অন্তকালে যায় চলি সেই রামধামে॥

" ৩ বিষয়ী বিরাগী মোহ মুক্ত যদি শোনে, নূতন সম্পদ ভক্তি পাইবে সে মনে।
আমি যে রামের গাথা গাই খগপতি, সর্ব দুঃখ হরে মোর বিকশিত মতি॥

" ৪ বিরতি বিবেক জ্ঞান করে দৃঢ়তর, অতীব সুন্দর যান মোহ নদীপর।
নিতি নব সুমঙ্গল কোশল পুরেতে, হরষিত পুরবাসী প্রসন্ন চিত্তেতে॥

" ৫ শিব ব্রহ্মা মুনি নমে যেই চরণেতে, নিতি নব প্রীতি সেই পদপঙ্কজেতে।
যাচকেরা বহু বস্ত্র পায় আচ্ছাদন, দ্বিজেরা পাইল সবে বহুদান ধন॥

দো ৩৩ ব্রহ্মানন্দে মগ্ন সেথা সব কপিগণ, পরম প্রীতিতে সেবে প্রভুর চরণ!
কি ভাবে দিবস নিশি গত নাহিজানে, গত হ'ল ছয় মাস আনন্দের বাণে॥

চৌ ১ ভুলেছে আপন গৃহ ভাবেনা স্বপনে, পর দ্রোহ যথা নাহি আসে সাধু মনে।
এ সময়ে সখাদের ডাকিলেন রাম, আসিয়া সকলে করে তাঁহারে প্রণাম॥

" ২ নিকটে বসায়ে সবে অতি সমাদরে, ভক্ত সুখপ্রদ বাক্যে ক'ন তারপরে।
তোমরা আমার তরে করিয়াছ এত, মুখের উপরে তাহা কহি আর কত॥

" ৩ হে সখা তোমরা মোর অতি প্রিয়তম, ভুলে আছ গৃহ সুখ হিত লাগি মম।
অনুজ বৈদেহী আর রাজ সিংহাসন, গৃহ দেহ পারবার আর পরিজন॥

" ৪ তোমাদের চেয়ে এরা নহে প্রিয়তর, অলীক না কহি আমি এ বিশ্বাস কর।
সবাই সেবক প্রিয় এই হল নীতি, দাস পরে মোর হয় সমধিক প্রীতি॥

দো ৩৪ এখন আপন গৃহে যাও সখা ফিরে, সুদৃঢ় নিয়মে সখা ভজিও আমারে।
সকল সময়ে সবে হিতকারী বলে, আমাতে রাখিও প্রেম তোমরা সকলে॥

চৌ ১ সুনি প্রভুবচন মগন সব ভয়ে, কো হম কহাঁ বিসরি তন গয়ে।
একটক রহে জোরি কর আগে, সকহিঁ ন কছু কহি অতি অনুরাগে॥
" ২ পরমপ্রেমু তিন্‌হ কর প্রভু দেখা, কহা বিবিধ বিধি জ্ঞান বিসেখা।
প্রভু সনমুখ কছু কহই ন পারহিঁ, পুনি পুনি চরনসরোজ নিহারহিঁ॥
" ৩ তব প্রভু ভূষন বসন মঁগায়ে, নানা রঙ্গ অনুপ সুহায়ে।
সুগ্রীবহিঁ প্রথমহিঁ পহিরায়ে, বসন ভরত নিজ হাথ বনায়ে॥
" ৪ প্রভুপ্রেরিত লছিমন পহিরায়ে, লঙ্কাপতি রঘুপতি মন ভায়ে।
অঙ্গদ বৈঠ রহা নহিঁ ডোলা, প্রীতি দেখি প্রভু তাহি ন বোলা॥
দো ৩৫ জামবন্ত নীলাদি সব পহিরায়ে রঘুনাথ।
হিয় ধরি রামরূপ সব চলে নাই পদ মাথ॥
" ৩৬ তব অঙ্গদ উঠ নাই সিরু সজল নয়ন কর জোরি।
অতি বিনীত বোলেউ বচন মনহুঁ প্রেমরস বোরি॥
চৌ ১ সুনু সর্বজ্ঞ কৃপা সুখ সিন্ধো, দীন দয়া কর আরতবন্ধো।
মরতী বার নাথ মোহি বালী, গয়েউ তুম্‌হারহিঁ কোছে ঘালী॥
" ২ অসরন সরন বিরদু সম্ভারী, মোহি জনি তজহু ভগত হিত কারী।
মোরে তুম্‌হ প্রভু গুরু পিতু মাতা, জাউঁ কহা তজি পদ জল জাতা॥
" ৩ তুম্‌হই বিচারি কহহু নরনাহা, প্রভুতজি ভবন কাজু মম কাহা।
বালক জ্ঞান বুদ্ধি বল হীনা, রাখহু সরন জানি জন দীনা॥
" ৪ নীচি টহল গৃহ কৈ সব করিহউঁ, পদ পঙ্কজ বিলোকি ভব তরিহউঁ।
অস কহি চরন পরেউ প্রভু পাহী, অব জনি নাথ কহহু গৃহ জাহী॥
দো ৩৭ অঙ্গদবচন বিনীত সুনি রঘুপতি করুনাসী।
প্রভু উঠাই উর লায়েউ সজল নয়নরাজীব॥
" ৩৮ নিজ উরমাল বসন মনি বালিতনয় পহিরাই।
বিদা কিন্‌হি ভগবান তব বহু প্রকার সমুঝাই॥
চৌ ১ ভরত অনুজ সৌমিত্রি সমেতা, পঠবন চলে ভগত কৃতচেতা।
অঙ্গদহৃদয় প্রেম নহিঁ থোরা, ফিরি ফিরি চিতব রাম কী ওরা॥
" ২ বার বার কর দণ্ডপ্রনামা, মন অস রহন কহহিঁ মোহি রামা।
রাম বিলোকনি বোলনি চলনি, সুমিরি সুমিরি সোচত হঁসি মিলনী॥
চৌ ৩ প্রভু রুখ দেখি বিনয় বহু ভাখী, চলেউ হৃদয় পদ পঙ্কজ রাখী।
অতি আদর সব কপি পহুঁচায়ে, ভাইনহ সহিত রাম পুনি আয়ে॥
" ৪ তব সুগ্রীব চরন গহি নানা, ভাঁতি বিনয় কীন্‌হী হনুমানা।
দিন দস করি রঘুপতি পদ সেবা, পুনি তব চরন দেখিহউঁ দেবা॥

চৌ ১ প্রভুর বচন শুনি সবে মুগ্ধ হয়, কেবা তারা কোথা আছে বুদ্ধিলোপ পায়।
করজোড়ে নির্নিমেষে সমুখেতে রয়, প্রেমে বাকরুদ্ধ সবে কহিতে না পায়॥
„ ২ এ পরম প্রেম ছবি দেখি প্রভু তাঁর, বিবিধ জ্ঞানের কথা শোনান আবার।
প্রভুর সমুখে কেহ কহিতে না পারে, চরণ কমল তাঁর দেখে বারে বারে॥
„ ৩ তখন আনান প্রভু বসন ভূষণ, নানা বর্ণ অনুপম যত আভরণ।
ভরত আপন হাতে পরম যতনে, প্রথমে সুগ্রীব রাজে সাজাল ভূষণে॥
„ ৪ প্রভুর নির্দেশ তবে সাজায় লক্ষ্মণ, লঙ্কার পতিরে প্রভু পুলকিত মন।
অঙ্গদ বসিয়া রহে স্থির একধারে, প্রেম দেখি প্রভু নাহি ডাকিলেন তারে॥
দো ৩৫ জাম্বুবান নল নীল সবারে তখন, সাজালেন রঘুনাথ করিয়া যতন॥
শ্রীরাম স্বরূপ রাখি হৃদয়ে সবার, চলিল প্রণতি করি পাদ পদ্মে তাঁর॥
„ ৩৬ অঙ্গদ তখন ওঠে নত করি শির, দুই কর যুক্ত তার নেত্রে বহে নীর।
প্রেম রসে মজ্জমান হৃদয় তখন, পরম বিনীত ভাবে কহে এ বচন॥
চৌ ১ শুনহ সর্বজ্ঞ স্বামি কৃপার সাগর, দীনের দয়াল তুমি আর্ত দুঃখ হর॥
মৃত্যুকালে মোর পিতা আমারে হে নাথ, সঁপেছে তোমার পদে কোরোনা অনাথ॥
„ ২ অসহায়ে হে সহায় সে কথা বিসরি, ত্যজিয়োনা মোরে প্রভু ভক্ত হীত কারী।
গুরু পিতা মাতা প্রভু তুমিই আমারি, কোথা যাব সে চরণ-কমলেরে ছাড়ি॥
„ ৩ তুমিই বিচার কর এবে রঘুরাজ, প্রভু ত্যজি গৃহে মোর আছে কোন কাজ।
বালক অবোধ আমি জ্ঞান-বল হীন, রাখিও চরণে তব জানি মোরে দীন॥
„ ৪ তব গৃহে সর্ব নীচ কাজেতে রহিব, পদ দেখি ভবরূপ সাগর তরিব।
কহিও না মোরে নাথ এবে গৃহে যেতে, ইহা কহি পড়িল সে প্রভু চরণেতে॥
দো ৩৭ বিনীত বচন সেই অঙ্গদের শুনি, করুণার সীমা প্রভু রঘুবংশ মনি।
রাজীব নয়ন তাঁর হইল সজল, উঠায়ে অঙ্গদে প্রভু নিজ বক্ষে ল'ন॥
„ ৩৮ আপন কণ্ঠের মালা ভূষণ ও মনি, পরান বালীর সুতে যতনে তখনি।
অনেক প্রকারে তার শান্ত করি প্রাণ, বিদায় দিলেন তারে তবে ভগবান॥
চৌ ১ ভরত শত্রুঘ্ন আর লক্ষ্মণের সাথে, ভক্তের বৎসল যান বিদায়ের পথে।
অঙ্গদ হৃদয়ে প্রেম অতি তীব্রতর, বারে বারে ফিরি চাহে দৃষ্টি প্রভু পর॥
„ ২ দণ্ডবতে বারে বারে করিল প্রণাম, মনে মনে ভাবে শুধু যদি রাখে রাম।
হৃদয়ে রামের ছবি বচন চলন, স্মরন করিতে থাকে হাসি ও মিলন॥
„ ৩ প্রভুপানে চাহি তবে বিনয় ভাষণে, বিদায় লইয়া হৃদে রাখি সে চরণে।
অতি সমাদরে দিয়া বিদায় কপিরে, ভ্রাতা সহ রঘুনাথ আসিলেন ফিরে॥
„ ৪ তখন সুগ্রীব পদে করিয়া প্রণাম, বিনতি করিয়া মাগে বীর হনুমান।
দিন দশ করি' সেবা শ্রীরাম চরণ, ফিরিব তোমার পদে লইতে শরন॥

চৌ ৫ পুন্যপুঞ্জ তুম্হ পবনকুমারা, সেবহু জাই কৃপাআগারা।
অস কপি কহি সব চলে তুরন্তা, অঙ্গদ কহই সুনহু হনুমন্তা ॥

দো ৩৯ কহেহু দণ্ডবত প্রভু সম তুম্হহিঁ কহউঁ কর জোরি।
বার বার রঘুনায়কহিঁ সুরতি করায়েহু মোরি ॥

" ৪০ অস কহি চলেউ বালিসুত ফিরি আয়েউ হনুমন্ত।
তাসু প্রীতি প্রভু সন কহী মগন ভয়ে ভগবন্ত ॥

" ৪১ কুলিসহু চাহি কঠোর অতি কোমল কুসুমহু চাহি।
চিত খগেস অস রাম কর সমুঝি পরই কহু কাহি ॥

চৌ ১ পুনি কৃপাল লিয়ো বোলি নিষাদা, দীন্হে ভুষন বসন প্রসাদা।
জাহু ভবন মম সুমিরন করেহূ, মন ক্রম বচন ধর্ম অনুসরেহূ ॥

" ২ তুমহ মম সখা ভরতসম ভ্রাতা, সদা রহেহু পুর আবত জাতা।
বচন সুনত উপজা সুখ ভারী, পরেউ চরন ভরি লোচন বারী ॥

" ৩ চরননলিন উরধরি গৃহ আবা, প্রভুসুভাউ পরিজনন্হি সুনাবা।
রঘুপতিচরিত দেখি পুরবাসী, পুনি পুনি কহহিঁ ধন্য সুখবাসী ॥

" ৪ রাম রাজ বৈঠে ত্রৈলোকা, হরষিত ভয়ে গয়ে সব সোকা।
বয়রু ন কর কাহু সন কোঈ, রামপ্রতাপ বিষমতা খোঈ ॥

দো ৪২ বরনাশ্রম নিজ নিজ ধরম নিরত বেদপথ লোগ।
চলহিঁ সদা পাবহিঁ সুখ নহি ভয় সোক ন রোগ ॥

চৌ ১ দৈহিক দৈবিক ভৌতিক তাপা, রামরাজ নহিঁ কাহুহি ব্যাপা।
সব নর করহিঁ পরসপর প্রীতী, চলহিঁ স্বধর্ম নিরত শ্রুতিরীতী ॥

" ২ চারিহু চরন ধরম জগ মাহীঁ, পূরি রহা সপনেহু অঘ নাহীঁ।
রাম ভগতি রত সব নর নারী, সকল পরম গতি কে অধিকারী ॥

" ৩ অল্প মৃত্যু নহিঁ কবনিউ পীরা, সব সুন্দর সব বিরুজ সরীরা।
নহিঁ দরিদ্র কোউ দুখী ন দীনা, নহিঁ কোউ অবুধ ন লচ্ছনহীনা ॥

" ৪ সব নির্দম্ভ ধর্মরত পুনী, নর অরু নারি চতুর সব গুনী।
সব গুনজ্ঞ পণ্ডিত সব জ্ঞানী, সব কৃতজ্ঞ নহিঁ কপট সয়ানী ॥

দো ৪৩ রামরাজ নভগেস সুনু সচরাচর জগ মাহিঁ।
কাল কর্ম সুভাব গুন কৃত দুখ কাহুহি নাহিঁ ॥

চৌ ১ ভুমি সপ্ত সাগর মেখলা, এক ভুপ রঘুপতি কোসলা।
ভুবন অনেক রোম প্রতি জাসূ, যহ প্রভুতা কছু বহুত ন তাসূ ॥

" ২ সো মহিমা সমুঝত প্রভু কেরী, যহ বরনত হীনতা ঘনেরী।
সো মহিমা খগেস জিন্হ জানী, ফির এহি চরিত তিন্হুঁ রতি মানী ॥

চৌ ৫ পুণ্যবান তুমি অতি পবন কুমার, যাও গিয়া সেবা কর কৃপার আগার।
ইহা কহি কপিপতি করেন প্রস্থান, অঙ্গদে ডাকিয়া কহে শুন হনুমান॥
দো ৩৯ কহিব মিনতি করি তোমা যুক্তকরে, দণ্ডবৎ নতি মোর জানায়ো প্রভুরে।
স্মরণ করায়ে দিও তুমি বারে বারে, সেথা গিয়া রঘুনাথে অভাগা আমারে॥
„ ৪০ ইহা কহি বালীসুত করিল প্রস্থান, ফিরিয়া আসিল পুরে ভক্ত হনুমান।
অঙ্গদের প্রীতি যবে কহে হনুমান, শুনিয়া প্রসন্ন অতি হ'ন ভগবান॥
„ ৪১ কোমল কুসুম সম কুলিশ কঠোরে, হে খগেশ রাম মন কে বুঝিতে পারে।

চৌ ১ অতঃপর আনালেন কৃপাল নিষাদে, দিলেন তাহারে বস্ত্র ভূষণ প্রসাদে।
যাও সখা গৃহে এবে স্মরিও আমারে, কায়মনবাক্যে ধর্ম রেখো চিরতরে॥
„ ২ তুমি সখা ভরতের সম মোর ভ্রাতা, যখনি হইবে ইচ্ছা চলে এসো হেথা।
রামের বচনে তার সুখে মন ভরে, আনন্দাশ্রু চক্ষে নিয়া চরণেতে পড়ে॥
„ ৩ চরণ কমল হৃদে রাখি গৃহে যায়, প্রভুর প্রভাব সেথা সবারে শোনায়।
রামের চরিত দেখি সব পুরবাসী, পুনঃ পুনঃ কহে ধন্য ধন্য সুখরাশি॥
„ ৪ রামচন্দ্র রাজ্যপাটে হর্ষিত ত্রিলোক, সুখেতে মগন সবে গেল দুঃখ শোক।
শত্রুতা করেনা কেহ আর কারো সনে, রামের প্রভাবে ভেদ নাহি কারো মনে॥
দো ৪২ বর্ণাশ্রম মানি সবে নিজ ধর্মে চলে, বেদ অনুগামী পথে রহিল সকলে।
এ ভাবে রহিল সবে সুখে অতিশয়, নাহি রোগ নাহি দুঃখ নাহি শোক ভয়॥
চৌ ১ দৈহিক দৈবিক আর ভৌতিক দুঃখেতে, কেহ নাহি কষ্ট পায় রামের রাজ্যেতে।
সব সব পরস্পরে রাখে প্রেম প্রীতি, স্বধর্মে নিরত সবে মানি বেদ রীতি॥
„ ২ ধর্মস্থিত চারিপাদে জগত মাঝারে, পাপ তাপ স্বপনেও নাহিক বিস্তারে।
রাম পদে ভক্তি ভরে রহে নরনারী, পরম গতির সবে হয় অধিকারী॥
„ ৩ অকাল মৃত্যুতে কেহ ব্যথিত না হয়, সবারি সুন্দর দেহ সবে নিরাময়।
নহেক দরিদ্র কেহ নহে দুঃখী দীন, নহে মূর্খ কেহ সেথা সুলক্ষণহীন॥
„ ৪ অহঙ্কারহীন সবে রহে ধর্মে রত, নরনারী বুদ্ধিমান সুকর্মে সতত।
গুণী ও পণ্ডিত সবে জ্ঞান সর্বাঙ্গীন, সকলে কৃতজ্ঞ রহে কপটতাহীন॥
দো ৪৩ শুন খগরাজ তুমি রাম রাজ্যে এবে, স্থাবর জঙ্গম আর প্রাণীগণ সবে।
কাল কর্ম স্বভাবের গুন অনুসারে, সাংসারিক দুঃখ ভোগ কেহ নাহি করে॥
চৌ ১ সপ্ত সিন্ধু মেখলাতে বেষ্টিত যে ভূমি, একক সম্রাট তার রঘুকুল স্বামী।
প্রতি রোমকূপে যাঁর অজস্র ভুবন, তাঁর কাছে এ প্রভুত্ব অতি অকিঞ্চন॥
„ ২ প্রভুর মহিমা সব যেবা জানিয়াছে, এ বর্ণনা অতি তুচ্ছ হবে তার কাছে।
হে খগেশ এ মহিমা জ্ঞাত আছে যার, এ চরিতে ভক্তি রহে তার অনিবার॥

„ ৩ সোউ জানে কর ফল যহ লীলা, কহহিঁ মহা মুনিবর দমসীলা।
রাম রাজ কর সুখ সম্পদা, বরনি ন সকই ফনীস সারদা॥
„ ৪ সব উদার সব পরউপকারী, বপ্র চরন সেবক নরনারী।
এক নারি ব্রত রত নর ঝারী, তেমন বচ ক্রম পতি হিত কারী॥
দো ৪৪ দণ্ড জতিন্‌হ কর ভেদ জহঁ নর্তক নৃত্যসমাজ।
জিতহু মনহিঁ অস সুনিয় জগ রামচন্দ্র কে রাজ॥
চৌ ১ ফূলহিঁ ফরহিঁ সদা তরু কানন, রহহিঁ এক সঙ্গ গজ পঞ্চানন।
খগ মৃগ সহজ বয়রু বিসরাঈ, সবন্‌হি পরসপর প্রীতি বঢ়াঈ॥
„ ২ কুজহিঁ খগ মৃগ না না বৃন্দা, অভয় চরহিঁ বন করহিঁ অনন্দা।
সীতল সুরভি পবন বহু মন্দা, গুঞ্জত অলি লেই চলি মকরন্দা॥
„ ৩ লতা বিটপ মাঁগে মধু চবহীঁ কনভাবতো ধেনু পয় স্রবহীঁ।
সসসম্পন্ন সদা রহু ধরনী, ত্রেতা ভই কৃতজুগ কৈ করনী॥
„ ৪ প্রগটী গিরিন্‌হ বিবিধ মনিখানী, জগদাতমা ভূপ জগ জানী।
সরিতা সকল বহহিঁ বর বারী, সীতল অমল স্বাদু সুখকারী॥
„ ৫ সাগর নিজ মরজাদা রহহীঁ, ভারহিঁ রতন তটন্‌হি নর লহহীঁ।
সরসিজ সঙ্কুল সকল ভেড়াগা, অতি প্রসন্ন দসদিসা বিভাগা॥
দো ৪৫ বিধু মহি পুর ময়ূখন্‌হি রবি তপ জেতনেহিঁ কাজ।
মাঁগে বারিদ দেহিঁ জল রামচন্দ্র কে রাজ॥
চৌ ১ কোটিন্‌হ বা জমেধ প্রভু কীনহে, দান অনেক দ্বিজন্‌হ কহঁ দীন্‌হে।
শ্রুতি পথ পালক ধরম ধুরন্ধর, গুনাতীত অরু ভোগপুরন্দর॥
„ ২ পতিঅনুকূল সদা রহ সীতা, সোভাখানি সুসীল বিনীতা।
জানতি কৃপা সিন্ধু প্রভুতাঈ, সেবতি চরনকমল মন লাঈ॥
„ ৩ জদ্যপি গৃহ সেবক সেবকিনী, বিপুল সকল সেবানিধি গুনী।
নিজ কর গৃহপরিচরজা করঈ, রামচন্দ্র আয়সু অনুসরঈ॥
„ ৪ জেহি বিধি কৃপাসিন্ধু সুখ মানই, সোই কর শ্রী সেবাবিধি জানই।
কৌসল্যাদি সাসু গৃহ মাহীঁ, সেবই সবন্‌হি মান মদ নাহীঁ॥
„ ৫ উমা রমা ব্রহ্মাদি বন্দিতা, জগদম্বা সন্ততমনিন্দিতা।

দো ৪৬ জাসু কৃপাকটাচ্ছ সুর চাহত চিতবন সোই।
রাম পদারবিন্দ রতি করতি সুভাবহিঁ খোই॥
চৌ ১ সেবহিঁ সানুকূল সব ভাঈ, রাম চরন রতি অতি অধিকাঈ।
প্রভু মুখ কমল বিলোকত রহহীঁ, কবহুঁ কৃপাল হমহিঁ কছু কহহীঁ॥

চৌ ৩ সেই জ্ঞানে প্রভুলীলা করে অনুভব, জিতেন্দ্রিয় মহামুনি কহেন এ সব।
রাম রাজ্যে সম্পদের সীমা সর্ব সুখে, বর্ণিতে অক্ষম বাণী শেষ শত মুখে ॥
„ ৪ সকলে উদার আর পর উপকারী, দ্বিজ পদে ভক্তি রাখে সব নরনারী।
সব নর তুষ্ট রহে এক বনিতাতে, কায়-মনো-বাক্যে নারী নিজ স্বামী হিতে ॥
দো ৪৪ দণ্ড সে যতির হাতে রাজ হস্তে নহে, অভিনয়ে দেখা যেত ভেদাভেদ রহে।
জয়যাত্রা মনে শুধু দেশে শত্রু কোথা, রামরাজ্যে এইরূপ শোনা যায় কথা ॥
চৌ ১ ফলে ফুলে সমাকীর্ণ বিটপী কানন, করী পশুরাজ সাথে করিছে ভ্রমণ।
খগ মৃগ ভুলি গিয়া বৈরী সহজাত, পরস্পরে সখ্য ভাব বাড়ায় সতত ॥
„ ২ মৃগ পক্ষী অগণিত আনন্দে নির্ভয়ে, চরিছে কূজিছে বনে যেবা যেথা চাহে।
শীতল সুরভী বায়ু মৃদুমন্দ বহে, ফুল রসে গুঞ্জরিত অলিকুল রহে ॥
„ ৩ তরুলতা মাগিতেই ফলদান করে, পয়ঃশ্রবা ধেনু দেয় দুগ্ধ অকাতরে।
বসুন্ধরা শষ্য পূর্ণ সদাই রহিল, ত্রেতা যুগে সত্যযুগ ঘটনা ঘটিল ॥
„ ৪ জগদাত্মা রাজা এবে পারিয়া জানিতে, নানা গিরি প্রকটিত মনির খনিতে।
সরোবরে পূর্ণ হল স্নিগ্ধ স্বচ্ছ বারি, শীতল সুস্বাদু অতি সবে সুখকারী ॥
„ ৫ আপন মর্যাদা রাখি সাগর তটেতে, রাখিত মানিক কত লোকেদের হিতে।
সরসিজে পরিপূর্ণ সকল সরসী, প্রসন্ন হইল প্রতি ভাগে দশদিশি ॥
দো ৪৫ নিশিতে চন্দ্রমা দেয় অমৃত কিরণ, দিবসে রবির তাপ যথা প্রয়োজন ॥
মাগিলেই মেঘ দেয় বরষার জল, রামরাজ্যে সুখী হল সর্ব ভূমণ্ডল ॥
চৌ ১ কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভু সারিলেন, অমিত দক্ষিণা প্রভু বিপ্রগণে দেন।
বেদপন্থী সুপালক ধর্ম ধুরন্ধর, গুনাতীত প্রভু, তবু ভোগে পুরন্দর ॥
„ ২ পতিব্রতা সীতা দেবী সদা অনুগত, সৌন্দর্য আকর দেবী বিনীত সতত ॥
প্রভুর প্রভুত্ব তিনি জানি মনে মনে, মনে প্রাণে সেবিতেন কমল চরণে ॥
„ ৩ গৃহমাঝে দাস দাসা রহে অগণিত, তথাপি গৃহের কাজে সীতা আনন্দিত।
নিজ হস্তে পরিচর্যা করেন গৃহেতে, রামের নির্দেশ সদা রাখিয়া চিত্তেতে ॥
„ ৪ যে প্রকারে কৃপা সিন্ধু সুখী হন মনে, সেই ভাবে সেবা সীতা করেন যতনে ॥
কৌশ্যলাদি শ্বশ্রুমাতা গৃহের মাঝারে, সবারে করেন সেবা বিনা অহঙ্কারে ॥
„ ৫ ইন্দিরা ব্রহ্মাণী উমা সবারি বন্দিতা, জগদম্বা সীতা দেবী র'ন অনন্দিতা ॥

দো ৪৬ যাঁর কৃপা দৃষ্টি পেতে সুর লালায়িত, চঞ্চল স্বভাব যার সদাই লক্ষিত ॥
সেই রমা ত্যজি' তার স্বভাব আপন, রামের চরণে করে চিত্ত সমর্পন ॥
চৌ ১ সর্ব ভ্রাতা আজ্ঞা ধারী চরণে প্রণত, রামের চরণে প্রীতি অতীব জাগ্রত ॥
প্রভুপদ কমলেতে রহে নির্নিমেষ, যদি কিছু ক'ন প্রভু আমায় বিশেষ ॥

চৌ ২ রাম করহিঁ ভ্রাতন্হ পর প্রীতী, নানা ভাঁতি সিখাবহিঁ নীতী।
হরষিত রহহিঁ নগর কে লোগা, করহিঁ সকল সুরদুর্লভ ভোগা ॥
" ৩ অহনিসি বিধিহিঁ মনাবত রহহীঁ, শ্রীরঘুবীর চরন রতি চহহীঁ।
দুই সুত সুন্দর সীতা জায়ে, লব কুস বেদ পুরানন্হি গায়ে ॥
" ৪ দোউ বিজঈ বিনঈ গুনমন্দির, হরি প্রতি বিম্ব মনহুঁ অতি সুন্দর।
দুই দুই সুত সব ভ্রাতন্হ কেরে, ভয়ে রূপ গুন সীল ঘনেরে ॥
দো ৪৭ জ্ঞান গিরা গোহতীত অজ মায়া মন গুন পার।
সোই সচ্চিদানন্দঘন কর নরচরিত উদার ॥
চৌ ১ প্রাতকাল সরজু করি মজ্জন, বৈঠহিঁ সভা সঙ্গ দ্বিজ সজ্জন।
বেদ পুরান বসিষ্ঠ বখানহিঁ, সুনহিঁ রাম জদ্যপি সব জানহিঁ ॥
" ২ অনুজন্হ সঙ্গুত ভোজন করহীঁ, দেখি সকল জননী সুখ ভরহীঁ।
ভরত সত্রুহন দূনউ ভাঈ, সহিত পবনসুত উপবন জাঈ ॥
" ৩ বুঝহিঁ বৈঠি রাম গুন গাহা, কহ হনুমান সুমতি অবগাহা।
সুনত বিমল গুন অতি সুখ পাবহিঁ, বহুরি বহুরি করি বিনয় কহাবহিঁ ॥
" ৪ সব কে গৃহ গৃহ হোহিঁ পুরানা, রাম চরিত পাবন বিধি নানা।
নর অরু নারি রাম গুণ গাবহিঁ, করহিঁ দিবস নিসি জাত ন জানহিঁ ॥
দো ৪৮ অবধপুরী বাসিন্হ কর সুখ সম্পদা সমাজ।
সহস সেষ নহিঁ কহি সকহিঁ জহঁ নৃপ রাম বিরাজ ॥
চৌ ১ নারদাদি সনকাদি মুনীসা, দরসন লাগি কোসলাধীসা।
দিন প্রতি সকল অজোধ্যা আবহিঁ, দেখি নগর বিরাগ বিসরাবহিঁ ॥
" ২ রত্ন জটিত মনি কনক অটারী, নানা রঙ্গ রুচির গচ চারী।
পুর চহুঁ পাস কোট অতি সুন্দর, রচে কঁগুরা রঙ্গ রঙ্গ বর ॥
" ৩ নবগ্রহ নিকর অনীক বনাঈ, জনু ঘেরী অমরাবতি আঈ।
মহি বহু রঙ্গ রচিত গচ কাঁচা, জো বিলোকি মুনিবর মনু নাচা ॥
" ৪ ধবল ধাম উপর নত চুম্বত, কলস মনহুঁ রবি সসি দুতি নিন্দত।
বহু মনিরচিত ঝরোখা ভ্রাজহিঁ, গৃহ গৃহ প্রতি মনিদীপ বিরাজহিঁ ॥
ছ ২৩ মনিদীপ রাজহিঁ ভবন ভ্রাজহিঁ দেহরী বিদ্রুম রচী।
মনিখম্ভ ভীতি বিরঞ্চি বিরচী কনকমনি মরকত খচী ॥
সুন্দর মনোহর মন্দিরায়ত অজির রুচির ফটিক রচে।
প্রতিদ্বার দ্বার কপাট পুরট বনাই বজন্হি বহু খচে ॥
দো ৪৯ চারু চিত্র সালা গৃহ গৃহ প্রতি লিখে বনাই।
রাম ধাম জো নিরখত মুনি মন লেহিঁ চোরাই ॥

চৌ ২ রামেরও ভ্রাতা প্রতি অতিশয় প্রীতি, নানা ভাবে শিক্ষা দেন সবে রাজনীতি ॥
পরম আনন্দে রহে নগরের লোক, সুরেরও দুর্লভ যাহা করে তাই ভোগ ॥
„ ৩ অহর্নিশি এ মানত করে বিধাতারে, রাম পদে প্রীতি যেন রহে চিরতরে ॥
জানকীর দুই পুত্র হইল সুঠাম, বেদ ও পুরাণে খ্যাত লব কুশ নাম ॥
„ ৪ উভয়ে বিনয়ী বীর পরম সুন্দর, গুন ধামে প্রতিবিম্ব যেন রঘুবর।
দুই দুই পুত্র হল অন্য ভ্রাতাদের, অপরূপ রূপগুণ হ'ল তাহাদের ॥
দো ৪৭ জ্ঞান বাক্য ইন্দ্রিয়ের অগম্য যে জন, মায়াতীত জন্মহীন নির্গুণ পরম।
সৎ-চিৎ-আনন্দেরই একমাত্র ধাম, মনুষ্য দেহেতে লীলা করেন শ্রীরাম ॥
চৌ ১ প্রাতঃকালে সরযূতে করি নিমজ্জন, সভাতে বসেন সাথে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
বশিষ্ঠ পুরাণ বেদ করে আলোচনা, শোনেন যদিও তাহা সবি তাঁর জানা ॥
„ ২ অনুজগণের সাথে করেন ভোজন, দেখিয়া সকল মাতা আনন্দিত হ'ন।
ভরত শত্রুঘ্ন ল'য়ে পবন-নন্দনে, গিয়া তারা বসিতেন রম্য উপবনে ॥
„ ৩ বসি সেথা রামগুণ পুছে হনুমানে, বুদ্ধিমান বায়ুসুত কহে প্রীত মনে।
শুনি সে বিমল গুণ অতি সুখ পায়, বিনয়ে অনেক বার তাহারে বলায় ॥
„ ৪ সকল গৃহেতে হয় পুরাণের কথা, আর রাম চরিত্রের যত পুণ্য গাথা।
নর নারী রামগুণ গাহে অবিরত, না জানে দিবস নিশি কি ভাবে যে গত ॥
দো ৪৮ রামের রাজত্ব কালে অযোধ্যার বাসী, কত না সম্পদে রহে সেই সুখরাশি।
বর্ণিতে অক্ষম হয় শত শীর্ষ শেষে, সাধ্য কিবা বর্ণিবে তা এ তুলসীদাসে ॥
চৌ ১ নারদাদি সনকাদি সকল মুনীশে, দর্শন করিতে চাহে কোশল অধীশে।
প্রতি দিন এই রম্য অযোধ্যা আসিয়া, পুরী দেখি অনুরাগ বৈরাগ্য ভুলিয়া।
„ ২ রতনে খচিত মণি স্বর্ণ অট্টালিকা, রুচির নমিত ছাদ নানা বর্ণে আঁকা।
অতীব সুন্দর গড় পুর চারিধারে, রঙ্গীন গম্বুজ বহু তারি ধারে ধারে ॥
„ ৩ নূতন গৃহের সারি অতীবসুন্দর, যেন স্বর্গপুরী সম দ্বিতীয় নগর।
ভূমির বিচিত্র বর্ণ মানিক কাঞ্চনে, মুনিরো রাঙাবে মন এ শোভা দর্শনে ॥
চৌ ৪ অতি শুভ্র শৌধ-পরে আকাশ চুম্বিত, কলসেতে রবি শশী হইবে নিন্দিত।
খচিত মণিতে যত গবাক্ষ শোভিছে, প্রতি গৃহে মণিদীপ সদাই জ্বলিছে ॥
ছ ২৩ মণি দীপ জ্বলে গৃহদ্বার তলে সোপানে প্রবাল শোভা।
আঙ্গিনা সবারি অতি মনোহারী স্ফটিকেতে মনলোভা ॥
স্তম্ভ মরকতে মণি স্বর্ণ সাথে যেন সে বিরিঞ্চি কৃত।
প্রতি দ্বারে দ্বার কপাট সোনার হিরকেতে সুশোভিত ॥
দো ৪৯ অপরূপ চিত্রশালা গৃহস্থ তাহার, গৃহেতে রচনা করে অতি চমৎকার।
রামরাজ্য যেই দেখে মোহিত সে জন, সে শোভা দেখিলে ভোলে মুনিদেরও মন ॥

চৌ ১ সুমনবাটিকা সবহিঁ লগাঈ, বিবিধ ভাতি করি যতন বনাঈ।
লতা ললিত বহু জাতি সুহাঈঁ, ফুলহিঁ সদা বসন্ত কী নাঈঁ॥
„ ২ গুঞ্জত মধুকর মুখর মনোহর, মারুত ত্রিবিধ সদা বহ সুন্দর।
নানা খগ বালকন্হি জিআয়ে, বোলত মধুর উড়াত সুহায়ে॥
„ ৩ মোর হংস সারস পারাবত, ভবনন্হি পর সোভা অতি পাবত।
জহঁ তহঁ নিরখহিঁ নিজ পরিছাহীঁ, বহু বিধি কুজহিঁ নৃত্য করাহীঁ॥
„ ৪ সুক সারিকা পঢ়াবহিঁ বালক, কহহু রাম রঘুপতি জনপালক।
রাজদুআর সকল বিধি চারু, বীথী চৌহট রুচির বজারু॥
ছ ২৪ বাজার চারু ন বনই বরনত বস্তু বিনু গথ পাইয়ে।
জহঁ ভুপ রমানিবাস তহঁ কী সম্পদ কিমি গাইয়ে॥
বৈঠে বজাজ সরাফ বনিক অনেক মনহুঁ কুবের তে।
সব সুখী সব সচ্চরিত সুন্দর নারি নর সিসু জরঠ জে॥
দো ৫০ উত্তর দিসি সরজু বহ নির্মলজল গম্ভীর।
বাঁধে ঘাট মনোহর স্বল্প পঙ্ক নহি তীর॥
চৌ ১ দূরি ফরাক রুচির সো ঘাটা, জহঁ জল পিঅহিঁ বাজি গজ ঠাটা।
পনিঘট পরম মনোহর নানা, তহাঁ ন পুরুষ করহিঁ অস্নানা॥
„ ২ রাজঘাট সব বিধি সুন্দর বর, মজ্জহিঁ তহাঁ বরন চারিউ নর।
তীর তীর দেবন্হ কে মন্দির, চহুঁ দিসি জিন্হ কে উপবন সুন্দর॥
„ ৩ কহুঁ কহুঁ সরিতাতীর উদাসী, বসহিঁ জ্ঞানরত মুনি সন্যাসী।
তীর তীর তুলসিকা সুহাঈ, বৃন্দ বৃন্দ বহু মুনিন্হ লগাই॥
„ ৪ পুরসোভা কছু বরনি ন জাঈ, বাহির নগর পরম রুচিরাঈ।
দেখত পুরী অখিল অঘ ভাগা, বন উপবন বাপিকা তড়াগা॥
ছ ২৫ বাপী তড়াগ অনূপ কূপ মনোহরায়ত সোহহীঁ।
সোপান সুন্দর নীর নির্মল দেখি সুর মুনি মোহহীঁ॥
বহু রঙ্গ কঞ্জ অনেক খগ কুজহিঁ মধুপ গুঞ্জারহীঁ।
আরাম রম্য পিকাদি খগ রব জনু পথিক হঙ্কারহীঁ॥
দো ৫১ রমানাথ জহঁ রাজা সো পুর বরনি কি জাই।
অনিমাদিক সুখ সম্পদা রহী অবধ সব ছাই॥
চৌ ১ জহঁ তহঁ নর রঘুপতি গুন গাবহিঁ, বৈঠি পরসপর ইহই সিখাবহিঁ।
ভজহু প্রনত প্রতি পালক রামহি, সোভা সীল রূপ গুন ধামহি॥
„ ২ জলজ বিলোচন স্যামল গাতহিঁ, পলক নয়ন ইব সেবকত্রাতহিঁ।
ধৃত সর রুচির চাঁপ তুনীরহিঁ, সন্ত কঞ্জ বন রবি রন ধীরহিঁ॥

চৌ ১ প্রতি গৃহে পুষ্পোদ্যান যতনে রোপিত, বিবিধ প্রকারে তাহা হয়েছে শোভিত।
ললিত লতায় কুঞ্জ সৌন্দর্যে হাসিছে, বসন্ত ঋতুর পুষ্প যেন প্রকাশিছে ॥
" ২ মধুকর গুঞ্জরণে সুর মনোহর, ত্রিবিধ পবন বহে অতীব সুন্দর।
বিহঙ্গ অনেক রাখে শাবকে এখানে, মৃদুমধু কাকলীতে উড়িবে গগনে ॥
" ৩ সারস ময়ূর হংস শ্বেত পারাবত, অট্টালিকা 'পরে শোভে দৃশ্য সুমহৎ।
যেথা সেথা প্রতিবিম্ব দেখি কাঞ্চনেতে, কূজন গুঞ্জন করে নাচে আনন্দেতে ॥
" ৪ শুক সারিকারে ধরি শেখায় বালক, বল রাম রঘুপতি লোকের পালক।
রাজদ্বার সুশোভিত সকল প্রকার, রম্য চতুষ্পথ বীথি বিপণি বাজার ॥
ছ ২৪ বাজার সৌন্দর্যময় বর্ণনা অতীত হয়, বস্তু মিলে বিনা মূল্যে প্রায়।
রাজা যেথা রমাপতি গাহিবারে না শকতি, কত না সম্পদ সেথা ছায় ॥
বস্ত্রের বিক্রেতা বসে বণিক পোদ্দার আসে, মনে হয় সবাই কুবের।
বৃদ্ধ যুবা নরনারী সুচরিত্র সকলেরি, সুঠাম শরীর সকলের ॥
দো ৫০ উত্তর দিকেতে বহে সরযূর জল, সুগভীর তল তার বারি সুনির্মল।
মনোহর বাঁধা ঘাট রহে থরে থরে, এতটুকু পঙ্ক নাহি নদীর এ পারে ॥
চৌ ১ দূরে দূরে কিছু ঘাট স্বচ্ছ তার তল, গজ অশ্ব সেই ঘাটে পান করে জল।
পানার্থ জলের তরে ঘাট ছিল আরো, সে ঘাটে স্নানাধিকার ছিল না কাহারো ॥
" ২ রাজঘাট ছিল সেথা অতি চমৎকার, চতুর্বর্ণ লোকেদের স্নানে অধিকার।
তীরেতে শোভিত ছিল দেবতা মন্দির, উপবনে বেষ্টিত তা' সৌন্দর্যে গম্ভীর ॥
" ৩ কোথাও নদীর তীরে বসিত উদাসী, বাস করে জ্ঞান রত মুনি ও সন্ন্যাসী।
মুনিরা নদীর তীরে লাগাত যতনে, তুলসী বৃক্ষের চারা বহু স্থানে স্থানে ॥
" ৪ অযোধ্যা নগর শোভা বর্ণন না যায়, নগরের বহির্দেশ তাও শোভা পায়।
পুরীর বাগিচা বন কূপ সরোবর দেখিলে অখিল পাপ নাশে নিরন্তর ॥
ছ ২৫ দীঘি সরোবর অতীব সুন্দর কূপ মনোহর শোভিছে কত।
সোপনের সারি সুনির্মল বারি, দেখি লোভে মুনি দেবেরা যত ॥
পদ্ম বহু রঙে পাখীর কূজনে অলি সমাকুল গুঞ্জনে রত।
রম্য উপবনে ডাকে পিকগণে যেন পথিকেরে ডাকিছে সতত ॥
দো ৫১ রাজত্ব করেন যেথা রমানাথ নিজে, সে পুরী বর্ণনা করা যায় কি সহজে।
অনিমাদি ঋদ্ধি সিদ্ধি সহজ সম্পদ, সে পুরী ছাইয়া রহে সদা যুগপৎ ॥
চৌ ১ যত্র তত্র গাহে রন রামগুণ গান, বসি তারা পরস্পরে ইহাই শেখান।
রূপগুণ শীল শোভা একমাত্র জন, প্রণত পালক রামে করহ ভজন ॥
চৌ ২ রাজীব লোচন গাত্র দূর্বাদল শ্যাম, নিমেষে করেন যিনি সেবকেরে ত্রাণ।
করে ধরি অপরূপ ধনুঃশর তূণ, সাধু পদ্ম বনে সূর্য রণেতে নিপুন ॥

চৌ ৩ কাল করাল ব্যাল খগ রাজহিঁ, নমত রাম অকাম মমতা জহিঁ।
লোভ মোহ মৃগ জুথ কিরাতহিঁ, মনসিজকরি হরিজন সুখ দাতহিঁ ॥
" ৪ সংসয় সোক নিবিড় তম ভানুহিঁ, দনুজ গহন ঘন দহন কৃসানুহিঁ।
জনকসুতা সমেত রঘুবীরহিঁ, কস ন ভজহু ভঞ্জন ভবভীরহিঁ ॥
" ৫ বহু বাসনা মসক হিম রাসিহিঁ, সদা একরস অজ অবিনাসিহিঁ।
মুনিরঞ্জন ভঞ্জন মহিভারহিঁ, তুলসিদাস কে প্রভুহি উদারহিঁ ॥
দো ৫২ এহি বিধি নগর নারি নর করহিঁ রাম গুন গান।
সানুকুল সব পর রহহিঁ সন্তত কৃপানিধান ॥
চৌ ১ জব তে রামপ্রতাপ খগেসা, উদিত ভয়উ অতি প্রবল দিনেসা।
পুরি প্রকাস রহেউ তিহুঁ লোকা, বহুতেন্হ সুখ বহুতেনহু মন সোকা ॥
" ২ জিন্হহিঁ সোক তে কহউঁ বখানী, প্রথম অবিদ্যানিসা নসানী।
অঘ উলুক জহঁ তহাঁ লুকানে, কাম ক্রোধ কৈরব সকুচানে ॥
" ৩ বিবিধ কর্ম গুন কাল সুভাউ, এ চকোর সুখ লহহিঁ ন কাউ।
মৎসর মান মোহ মদ চোরা, ইন্হ কর সুখ নহিঁ কবনিহুঁ ওরা ॥

" ৪ ধরম তড়াগ জ্ঞান বিজ্ঞানা, এ পঙ্কজ বিকসে বিধি নানা।
সুখ সন্তোষ বিরাগ বিবেকা, বিগত সোক এ কোক অনেকা ॥

দো ৫৩ যহ প্রতাপরবি জা কে উর জব করই প্রকাস।
পছিলে বাঢ়হিঁ প্রথম জে কহে তে পাবহিঁ নাস ॥
চৌ ১ ভ্রাতন্হ সহিত রাম এক বারা, সঙ্গ পরমপ্রিয় পবনকুমারা।
সুন্দর উপবন দেখন গয়ে, সব তরু কুসুমিত পল্লব নয়ে ॥
" ২ জানি সময় সনকাদিক আয়ে, তেজপুঞ্জ গুনসীল সুহায়ে।
ব্রহ্মানন্দ সদা লয়লীনা, দেখত বালক বহুকালীনা ॥
" ৩ রূপ ধরে জনু চারিউ বেদা, সমদরসী মুনি বিগতবিভেদা।
আসা বসন ব্যসন যহ তিন্হহীঁ রঘুপতি চরিত হোই তহঁ সুনহীঁ ॥
" ৪ তহাঁ রহে সনকাদি ভবানী, জহঁ ঘটসম্ভব মুনিবর জ্ঞানী।
রামকথা মুনি বহু বিধি বরনী, জ্ঞান জোনি পাবক জিমি অরনী ॥
দো ৫৪ দেখি রাম মুনি আবত হরষি দণ্ডবত কীন্হ।
স্বাগত পুছি পীতপট প্রভু বৈঠন কহঁ দীন্হ ॥

চৌ ৩ করাল সে কাল সর্পে গরুড় সমান, ভক্তজনে অকারণে করুণা নিধান।
লোভ মোহ মৃগ যূথে কিরাত সমান, কাম হস্তি যূথে সিংহ ভক্তে সুখ দান॥
„ ৪ শোক দ্বিধা অন্ধকারে ভানুর সমান, দনুজ গহন বণে অনল মহান।
জনক-সুতার সাথে সেই রঘুবীরে, কেন না ভজিব বল ভবরোগ হরে॥
„ ৫ বাসনা মশক কীটে হিম ঋতু সম, জনম-মরণ-হীন এক সর্বোত্তম।
মুনি-মন সুরঞ্জন মহীভার-হারী, তুলসীদাসের প্রভু জয়তু তোমারি॥
দো ৫২ এই ভাবে নগরের নর নারীগণ, সবে মিলি রামগুণ গাহে অনুক্ষণ।
কৃপার নিধান রাম সবাকার প্রতি, ছিলেন প্রসন্ন আর কৃপাবান অতি॥
চৌ ১ রামের প্রতাপ-সূর্য যখন হইতে, উদিত হইয়া দেয় আলো ত্রিলোকেতে।
হে গরুড় শুন এই প্রতাপ আলোকে, অনেকের হল শোক সুখীও অনেকে॥
„ ২ দুঃখিত হইল যারা কহি প্রথমেই, অবিদ্যা নামক নিশা নষ্ট হল যেই।
পাপরূপ পেচকেরা লুকাইল তবে, কাম ক্রোধ কুমুদিনী ম্রিয়মান সবে॥
„ ৩ নানা বিধ গুণ কর্ম কাল অনুসারে, এ সংসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে নরে।
রাম অভিমুখী বলে সুখ সবাকার, প্রাক্তন কর্মের দুঃখ হল এইবার॥
চকোর অসুখী যথা সূর্যোদয় হলে, গুণ-কর্ম স্বভাবের বিপরীত ফলে।
ঈর্ষা মোহ অহঙ্কার চোরের মতন, কোন দিকে সুখ নাই তস্করের মন॥
„ ৪ [রামের প্রতাপে সুখী হল যতজন, হে খগেশ কহি তোমা শুন দিয়া মন।]
রামের প্রতাপ সূর্য হইলে উদিত, ধর্ম সরোবরে জ্ঞান পদ্ম প্রকাশিত॥
বৈরাগ্য বিচার শক্তি সন্তোষের রূপে, চখা চখী সুখী হল রামের প্রতাপে।
দো ৫৩ এ প্রতাপ সূর্য ছোঁয়া যার হৃদে লাগে, পশ্চাতে বর্ণিত গুণ তার হৃদে জাগে॥
প্রথমে বর্ণিত দোষ অপগুণ যত, সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় হৃদয়েতে সতঃ।
চৌ ১ ভ্রাতাগণে সঙ্গে ল'য়ে রাম একবার, সাথে করি অতি প্রিয় পবন কুমার।
রমণীয় উপবন গেলেন দেখিতে, সব তরু কুসুমিত নব পল্লবেতে॥
„ ২ জানি শুভক্ষণ আসে সনকাদি মুনি, তেজপুঞ্জ সুশোভন গুণশীল খনি।
ব্রহ্মানন্দে লয়লীন চাঞ্চল্য বিহীন, দেখিতে বালক প্রায় যদিও প্রবীন॥
„ ৩ চতুর্বেদ তনু ধরি যেন আবির্ভূত, সমদর্শী মুনিগণ বিভেদ বিগত।
দিগম্বর শুধু এই ব্যসন হিয়ায়, যেথা রামগুণ গাথা শুনিবারে যায়॥
„ ৪ সনকাদি রহে যেথা কুম্ভজাত মুনি,* জ্ঞানী মুনি রামকথা কহেন বাখানি।
অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে যেমন অরণী, রামকথা জ্ঞানোদয় কর হে ভবানি॥
দো ৫৪ মুনিগণ আসে দেখি হরষিত মনে, দণ্ডবৎ করিলেন রাম প্রতিজনে।
স্বাগত করিয়া নিজ উত্তরীয় পীত, বসিবার তরে প্রভু করেন বিস্তৃত॥

*অগস্ত্য মুনি

চৌ ১ কীন্হ দণ্ডবত তীনিউঁ ভাই, সহিত পবনসুত সুখ অধিকাঈ।
মুনি রঘুপতি ছবি অতুল বিলোকী, ভয়ে মগন মন সকে ন রোকী॥
„ ২ স্যামলগাত সরোরুহ লোচন, সুন্দরতামন্দির ভবমোচন।
একটক রহে নিমেষ ন লাবহিঁ, প্রভু কর জোরে সীস নবাবহিঁ॥
চৌ ৩ তিন্হ কৈ দসা দেখি রঘুবীরা, স্রবত নয়ন জল পুলক সরীরা।
কর গহি প্রভু মুনিবর বৈঠারে, পরম মনোহর বচন উচারে॥
„ ৪ আজু ধন্য মৈঁ সুনহু মুনীসা, তুম্হরে দরস জাহিঁ অঘ খীসা।
বড়ে ভাগ পাইয় সতসঙ্গা, বিনহিঁ প্রয়াস হোই ভবভঙ্গা॥
দো ৫৫ সন্ত পন্থ অপবর্গ কর কামী ভব কর পন্থ।
কহহিঁ সন্ত কবি কোবিদ স্রুতি পুরান সদগ্রন্থ॥
চৌ ১ সুনি প্রভুবচন হরষি মুনি চারী, পুলকিত তনু অস্তুতি অনুসারী।
জয় ভগবন্ত অনন্ত অনাময়, অনঘ অনেক এক করুনাময়॥
„ ২ জয় নির্গুন জয় জয় গুনসাগর, সুখমন্দির সুন্দর অতি নাগর।
জয় ইন্দিরারমন জয় ভূধর, অনুপম অজ অনাদি সোভাকর॥
„ ৩ জ্ঞাননিধান অমান মানপ্রদ, পাবন সুজস পুরান বেদ বদ।
তঙ্গ কৃতজ্ঞ অজ্ঞতাভঞ্জন, নাম অনেক অনাম নিরঞ্জন॥
„ ৪ সর্ব সর্বগত সর্বউরালয়, বসসি সদা হম কহুঁ পরিপালয়।
দ্বন্দ বিপতি ভবফন্দ বিভঞ্জয়, হৃদি বসি রাম কামমদ গঞ্জয়॥
দো ৫৬ পরমানন্দ কৃপায়তন মন পরি পুরন কাম।
প্রেম ভগতি অনপায়নী দেহু হমহিঁ শ্রীরাম॥
চৌ ১ দেহু ভগতি রঘুপতি অতি পাবনি, ত্রিবিধ তাপ ভব দাপ নসাবনি।
প্রনত কাম সুর ধেনু কলপতরু, হোই প্রসন্ন দীজই প্রভু যহ বরু॥
„ ২ ভব বারিধি কুম্ভজ রঘুনায়ক, সেবতসুলভ সকল সুখ দায়ক।
মন সম্ভব দারুন দুখ দারয়, দীনবন্ধু সমতা বিস্তারয়॥
„ ৩ আস ত্রাস ইরিষাদি নিবারক, বিনয় বিবেক বিরতি বিস্তারক।
ভূপ মৌলি মনি মণ্ডন ধরনী, দেহি ভগতি সংসৃতি সরি তরনী॥
„ ৪ মুনি মন মানস হংস নিরন্তর, চরনকমল বন্দিত অজ শঙ্কর।
রঘুকুল কেতু সেতু স্রুতিরচ্ছক, কাল কর্ম সুভাব গুন ভচ্ছক॥
„ ৫ তারন তরন হরন সব দূষন, তুলসিদাস প্রভু ত্রিভুবন ভূষন॥

দো ৫৭ বার বার অস্তুতি করি প্রেমসহিত সিরু নাই।
ব্রহ্মভবন সনকাদি গে অতি অভীষ্ট বর পাই॥

চৌ ১ পবন নন্দন সাথে অতীব সুখেতে, তিন ভ্রাতা প্রণমিল মুনি চরণেতে।
মুনিরা রাখিতে নারে মনেরে বশেতে, মুগ্ধ হল অপরূপ রামের শোভাতে॥
চৌ ২ শ্যামল বরণ তাঁর রাজীব লোচন, সৌন্দর্য আগার তনু ভব বিমোচন।
এক ভাবে নির্ণিমেষে রহিল তাকায়, নত শিরে জোড় করে প্রভু রহে ঠায়॥
" ৩ দশা দেখি মুনিদের প্রভুর তখন, শরীর পুলকময় প্লাবিত নয়ন।
হাতে ধরি বসালেন প্রভু মুনিদের, অতি মনোহর বাণী কহেন তাদের॥
" ৪ শুনহ মুনীশগণ আমি ধন্য মানি, তোমাদের দরশনে পাপ হরে জানি।
অতি ভাগ্যে পাওয়া যায় সান্নিধ্য সাধুর, অনায়াসে ভব রোগ যায় চলে দূর॥
দো ৫৫ বেদজ্ঞ পণ্ডিত সাধু সন্ত কবি সবে, পুরাণ ও চতুর্বেদ একই কথা কবে।
সাধু সঙ্গে মুক্তি লাভ অবশ্যই হয়, কামী সঙ্গে সংসারের বন্ধনের ভয়॥
চৌ ১ হরষিত চারি মুনি প্রভুর বচনে, আরম্ভিলা স্তুতি তারা পুলকিত মনে।
জয় ভগবান তুমি অনন্ত অব্যয়, নিষ্পাপ একক বহু সদা কৃপাময়॥
" ২ নির্গুন সগুণ জয় গুণের সাগর, সুখের মন্দির তুমি বিগদ্ধ সুন্দর।
জয় রমাপতি জয় পালহ ধরণী, অনাদি অপূর্ব অজ সর্ব শোভা মণি॥
" ৩ অমাণী জ্ঞানের সিন্ধু তুমি মানপ্রদ, পবিত্র সুযশ বেদে পুরাণে বন্দিত।
তত্ত্বজ্ঞ কৃতজ্ঞ তুমি অজ্ঞতা ভঞ্জন, বহু নামে নামহীন তুমি নিরঞ্জন॥
" ৪ তুমি সর্ব সর্বগত সবা হৃষীকেশ, সবারে পালহ তুমি অদ্বৈত অশেষ।
সুখ দুঃখ দ্বন্দ প্রেম সংসার বন্ধন, মোদের হৃদয়ে বসি করহ ভঞ্জন॥
দো ৫৬ পরমানন্দ তুমি কৃপান নিধান, কর সিদ্ধ আমাদের এই মনস্কাম।
অপার ভক্তির আর প্রেমের সাধনা, রহে যেন তব পদে করি এ প্রার্থনা॥
চৌ ১ পরম পবিত্র ভক্তি দাও রঘুপতি, সংসার ত্রিতাপ জ্বালা জুড়াক প্রণতি।
কল্পতরু কামধেনু শরণাগতের, প্রসন্ন হইয়া দেহ বর আমাদের॥
" ২ এ ভব সিন্ধুর কাছে হে রঘুনায়ক, অগস্ত্য তুমিই সর্ব সুখের দায়ক।
হর দুঃখ মনোজাত ভক্তের সুলভ, সমতা প্রদানকারী দীনের বান্ধব॥
" ৩ ঈর্ষা আশা ত্রাস আদি তুমি নিবারক, বিনয় বৈরাগ্য আর বুদ্ধি বিস্তারক।
নৃপ শিরোমণি তুমি মহী অলঙ্কার, তরণী সাগরে ভব দাও ভক্তি সার॥
" ৪ মুনির মানস সরে হংস নিরন্তর, চরণ কমল পূজে বিরিঞ্চি শঙ্কর।
রঘুকুল কেতু বেদ আশ্রিত তোমারি, কাল কর্ম স্বভাবের গুণ লোপকারী॥
" ৫ ত্রাতারেও ত্রাণ কর দোষের হরণ, তুলসী দাসের প্রভু ত্রিলোকাভরণ।

দো ৫৭ বার বার করি স্তুতি সনৎ কুমার, সনক ও সনাতন সনন্দন আর।
প্রেম ভরে নতশিরে ব্রহ্ম লোকে যান, পাইয়া অভিষ্ট বর সবে সিদ্ধকাম॥

চৌ ১ সনকাদিক বিধিলোক সিধায়ে, ভ্রাতন্হ রামচরন সির নায়ে।
পুছত প্রভুহিঁ সকল সকুচাহীঁ, চিতবহিঁ সব মারুতসুত পাহীঁ॥

„ ২ সুনী চহহিঁ প্রভুমুখ কৈ বানী, জো সুনি হোই সকল ভ্রম হানী।
অন্তরজামী প্রভু সব জানা, বুঝত কহহু কাহ হনুমানা॥

„ ৩ জোরি পানি কহ তব হনুমন্তা, সুনহু দীনদয়াল ভগবন্তা।
নাথ ভরত কছু পূছন চহহঁী, প্রস্ন করত মন সকুচত অহহঁী॥

„ ৪ তুম্হ জানহু কপি মোর সুভাউ, ভরতহিঁ মোহি কছু অন্তর কাউ।
সুনি প্রভুবচন ভরত গহে চরনা, সুনহু নাথ প্রনতারতিহরনা॥

দো ৫৮ নাথ ন মোহি সন্দেহ কছু সপনেহুঁ সোক ন মোহ।
কেবল কৃপা তুম্হারিহী কৃপানন্দ সন্দোহ॥

চৌ ১ করউঁ কৃপানিধি এক ঢিঠাঈ, মৈঁ সেবক তুম্হ জন সুখ দাঈ।
সন্তন কৈ মহিমা রঘুরাঈ, বহু বিধি বেদ পুরানন্হি গাঈ॥

„ ২ শ্রীমুখ তুম্হ পুনি কীন্হি বড়াঈ, তিন্হ পর প্রভুহিঁ প্রীতি অধিকাঈ।
সুনা চহহুঁ প্রভু তিন্হ কর লচ্ছন, কৃপাসিন্ধু গুন জ্ঞান বিচচ্ছন॥

„ ৩ সন্ত অসন্ত ভেদ বিলগাঈ, প্রনতপাল মোহি কহহু বুঝাঈ।
সন্তন্হ কে লচ্ছন সুনু ভ্রাতা, অগণিত স্রুতি পুরান বিখ্যাতা॥

„ ৪ সন্ত অসন্তন্হ কৈ অসি করনী, জিমি কুঠার চন্দন আচরনী।
কাটই পরসু মলয় সুনু ভাঈ, নিজ গুন দেই সুগন্ধ বসাঈ॥

দো ৫৯ তা তেঁ সুরসীসন্হ চঢ়ত জগবল্লভ শ্রীখণ্ড।
অনল দাহি পীটত ঘনহিঁ পরসুবদনু যহ দণ্ড॥

চৌ ১ বিষয় অলম্পট সীল গুনাকর, পরদুখ দুখ সুখ সুখ দেখে পর।
সম অভুতরিপু বিমদ বিরাগী, লোভামরষ হরষ ভয় ত্যাগী॥

„ ২ কোমলচিত দীনন্হ পর দায়া, মন বচ ক্রম মম ভগতি অমায়া।
সবহিঁ মানপ্রদ আপু অমানী, ভরত প্রানসম মম তেঁ প্রানী॥

„ ৩ বিগতকাম মম নামপরায়ন, সান্তি বিরতি বিনতী মুদিতায়ন।
সীতলতা সরলতা মইত্রী, দ্বিজ পদ প্রীতি ধরমজনয়িত্রী॥

„ ৪ যে সব লচ্ছন বসহিঁ জাসু উর, জানহু তাত সন্ত সন্তত ফুর।
সম দম নিয়ম নীতি নহিঁ ডোলহিঁ, পরুষ বচন কবহুঁ নহিঁ বোলহিঁ॥

দো ৬০ নিন্দা অস্তুতি উভয় সম মমতা মম পদকঞ্জ।
তে সজ্জন মম প্রানপ্রিয় গুনমন্দির সুখপুঞ্জ॥

চৌ ১ সনকাদি ব্রহ্মলোকে করিলে প্রস্থান, ভ্রাতারা শ্রীরাম পদে করিল প্রণাম।
প্রভুরে পুছিতে সবে সঙ্কুচিত অতি, সকলেরি দৃষ্টি শুধু বায়ুসুত প্রতি॥
„ ২ চাহিল শুনিতে বাণী প্রভুমুখ হতে, যা শুনিলে মন নাহি রহে সন্দেহেতে।
অন্তর্যামী প্রভু তাই সবি প্রভু জানে, কি পুছিবে কহিলেন প্রভু হনুমানে॥
„ ৩ করজোড়ে হনুমান কহিল তখন, দীনবন্ধু প্রভু তুমি শুন ভগবান।
হে নাথ ভরত চাহে কিছু জানিবারে, সঙ্কোচ হতেছে তার প্রশ্ন করিবারে॥
চৌ ৪ তুমি ত জানই কপি আমার স্বভাব, ভরতের কাছে নাহি গোপনতা ভাব।
শুনিয়া ভরত ধরে প্রভুর চরণ, শুন প্রভু প্রণতের দুঃখের হরণ॥
দো ৫৮ হে নাথ সন্দেহ মোর নাহি কিছু আর, স্বপনেও নাহি মোহ শোকও আমার।
এ সবই তোমারি কৃপা তুমি অবিনাশী, সৎ চিৎ আনন্দের তুমি ঘন-রাশি॥
চৌ ১ করিব ধৃষ্টতা এক কৃপানিধি তুমি, সর্ব-জন সুখ দাতা আর ভৃত্য আমি।
সাধুর মহিমা যত শুনি রঘুপতি, গাহিয়াছে নানাভাবে পুরাণ ও শ্রুতি॥
„ ২ শ্রীমুখে এখন তুমি প্রশংসিলে তায়, তাহাদের প্রতি তব প্রীতি অতিশয়।
শুনিতে বাসনা প্রভু তাদের লক্ষণ, কৃপাসিন্ধু গুণ জ্ঞানে তুমি বিচক্ষণ॥
„ ৩ সাধু অসাধুর ভেদ কি কি ভাবে হয়, হে ভক্ত বৎসল মোরে বল না বুঝায়।
সাধুর লক্ষণ যত কহি শুন ভ্রাত, অগণিত আছে বেদে পুরাণে কথিত॥
„ ৪ সাধু ও অসাধু মাঝে সম্পর্ক কেমন, কুঠার চন্দন কাষ্ঠে সম্বন্ধ যেমন।
কাটিলেও চন্দনের কাষ্ঠ কুঠারেতে, চন্দন সুবাস দেয় কুঠার অঙ্গেতে॥
দো ৫৯ তাইত দেবের শির চন্দন চর্চিত, শ্রীখণ্ড সবার প্রিয় জগত বিখ্যাত।
কুঠার অনলে দহে কামারের ঘাতে, পীড়িত কুঠার দেহ দণ্ড এই মতে॥
চৌ ১ *বিষয়েতে লিপ্ত নহে স্বভাব সুন্দর, দুঃখী পর দুঃখে সুখী হলে সুখী পর।
সমদর্শী দ্বেষ হীন শূন্য অহঙ্কার, ভয় লোভ হর্ষ ক্রোধ কিছু নাই তার॥
„ ২ *মৃদু চিত্ত দীনে দয়া মমত্ব বিহীন, মনে প্রাণে সেই মোর ভক্ত সমীচীন।
সবারে সম্মানে নিজে শূন্য অভিমান, ভরত সে সাধু মোর প্রাণের সমান॥
„ ৩ *বিগত কামনা ভজে সদা মোর নাম, বিরক্ত বিনয়ী শান্ত নিত্যানন্দ ধাম।
শীতলতা সরলতা মিত্রতা সবায়, ব্রাহ্মণ চরণে প্রেম ধর্ম উপজয়॥
„ ৪ *এ সব লক্ষণ যার হৃদয়েতে বাস, তাহারে সাধুই বলি করিও বিশ্বাস।
শম দম নীতি চ্যুত কভু নাহি হয়, পরুষ বচন কভু কাহারে না কয়॥
দো ৬০ *নিন্দা ও স্তুতিতে যারে কভু না টলায়, মোর পাদ পদ্মে যার সদা প্রেম রয়।
সেই ত সজ্জন সদা মোর প্রাণ প্রিয়, গুণের মন্দির আর সুখ ধাম সেও॥

---

*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ষোড়শ অধ্যায়-'দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ' দ্রষ্টব্য।

চৌ ১ সুনহু অসন্তন্হ কের সুভাউ, ভুলেহু সঙ্গতি করিয় ন কাউ।
তিন্হ কর সঙ্গ সদা দুখদাঈ, জিমি কপিলহি ঘালই হরহাঈ॥
„ ২ খলন্হ হৃদয় অতি তাপ বিসেখী, জরহিঁ সদা পরসম্পতি দেখী।
জহঁ জহুঁ নিন্দা সুনহিঁ পরাঈ, হরষহিঁ মনহঁ পরী নিধি পাঈ॥
„ ৩ কাম ক্রোধ মদ লোভ পরায়ন, নির্দয় কপটী কুটিল মলায়ন।
বয়রু অকারন সব কাহূ সোঁ, জো কর হিত অনহিত তাহূ সোঁ॥
„ ৪ ঝূঠই লেনা ঝূঠই দেনা, ঝূঠই ভোজন ঝূঠ চবেনা।
বোলহিঁ মধুরবচন জিমি মোরা, খাহিঁ মহাঅহি হৃদয় কঠোরা॥
দো ৬১ পরোদ্রোহী পর দার রত পরধন পরঅপবাদ।
তে নর পাঁবর পাপময় দেহ ধরে মনুজাদ॥
চৌ ১ লোভই ওঢ়ন লোভই ডাসন, সিস্নোদরপর জম পুর ত্রাসন।
কাহূ কৈ জৌঁ সুনহিঁ বড়াঈ, আস লেহিঁ জনু জূড়ী আঈ॥
„ ২ জব কাহূ কৈ দেখহিঁ বিপতী, সুখী ভয়ে মানহুঁ জগনৃপতী।
স্বারথরত পরিবার বিরোধী, লম্পট কাম লোভ অতি ক্রোধী॥
„ ৩ মাতু পিতা গুরু বিপ্র ন মানহিঁ, আপু গয়ে অরু ঘালহিঁ আনহিঁ।
করহিঁ মোহবস দ্রোহ পরাবা, সন্ত সঙ্গ হরিকথা ন ভাবা॥
„ ৪ অবগুন সিন্ধু মন্দমতি কামী, বেদবিদূষক পর ধন স্বামী।
বিপ্রদ্রোহ সুরদ্রোহ বিসেষা, দম্ভ কপট জিয় ধরে সুবেষা॥
দো ৬২ ঐসে অধম মনুজ খল কৃতজুগ ত্রেতা নাহিঁ।
দ্বাপর কছুক বৃন্দ বহু হোইহহিঁ কলিযুগ মাহিঁ॥
চৌ ১ পরহিত সরিস ধর্ম নহিঁ ভাঈ, পরপীড়া সম নহিঁ অধমাঈ।
নিরনয় সকল পুরান বেদ কর, কহেউঁ তাত জানহিঁ কোবিদ নর॥
„ ২ নর সরীর ধরি জে পরপীরা, করহিঁ তে সহহিঁ মহা ভব ভীরা।
করহিঁ মোহবস নর অঘ নানা, স্বারথরত পরলোক নসানা॥
„ ৩ কালরূপ তিন্হ কহঁ মৈ ভ্রাতা, সুভ অরু অসুভ করম ফল দাতা।
অস বিচারি জে পরমসয়ানে, ভজহিঁ মোহি সংসৃতি দুখ ভানে॥
„ ৪ ত্যাগহিঁ কর্ম সুভা সুভ দায়ক, ভজহিঁ মোহি সুর নর মুনি নায়ক।
সন্ত অসন্তন কে গুন ভাখে, তে ন পরিহিঁ ভব জিন্হ লখি রাখে॥
দো ৬৩ সুনহু তাত মায়াকৃত গুন অরু দোষ অনেক।
গুন যহ উভয় ন দেখিয়হিঁ দেখিয় সো অবিবেক॥

চৌ ১ *অসাধু স্বভাব কিবা শুন এবে তায়, ভুলেও সংসর্গ তার উচিত না হয়।
তাহাদের সঙ্গ শুধু হবে দুঃখ ময়, কামধেনু দুষ্ট গাভী সঙ্গে দুঃখ পায়॥
„ ২ *খলের হৃদয়ে সদা তাপ জ্বালা হানে, পরের সম্পত্তি দেখি ঈর্ষার দহনে।
যদি কারো নিন্দা শোনে অতি সুখ পায়, মনে হয় পড়ে পাওয়া নিধি প্রাপ্ত হয়॥
„ ৩ *কাম ক্রোধ লোভ আর ঈর্শা পরায়ণ, কুটিল নিষ্ঠুর সদা পাপ আয়তন।
অকারণে বৈরী ভাব সবাকার সনে, হিতকারী সাথে চেষ্টা শত্রুতা সাধনে॥
„ ৪ লেন দেনে মিথ্যা কহে অতি অহঙ্কার, শাকান্ন খাইয়া বলে বিরাট আহার।
সুন্দর ময়ুর সম বাক্য সুকোমল, কঠিন হৃদয়ে তার তীব্র হলাহল॥
দো ৬১ *পরধনে লোভী আর পরদার রত, সুখী পর অপবাদে পরদ্রোহী সত
সে নর পামর অতি সদা পাপময়, নরদেহে হয় তারা রাক্ষসের প্রায়॥
চৌ ১ *লোভ উত্তরীয় সম শয্যা লোভময়, ইন্দ্রিয় আসক্ত সদা যমে না ডরায়।
প্রশংসা শুনিলে কারো পড়ে দীর্ঘশ্বাস, সান্নিপাতিক জ্বরে যেন হত্যশ্বাস॥
চো ২ যবে কেহ দুঃখে পড়ে দেখি সে বিপদ, সুখী যেন পাইয়াছে রাজার সম্পদ।
নিজ পরিবার দ্রোহী অতি স্বার্থপর, লম্পট কামুক লোভী ক্রোধী ভয়ঙ্কর॥
„ ৩ পিতা মাতা দ্বিজ গুরু মানেনা কাহারে, কষ্ট করি সর্বনাশ আনে সে অপরে।
মোহ বশে অপরের শত্রুতা সাধন, সৎসঙ্গ ও হরিভক্তি চাহেনা কখন॥
„ ৪ দোষের সাগর তারা কামী অনাচারী, পরধন হস্তগত বেদে ব্যঙ্গ কারী।
বিপ্রদোহী দেবদ্রোহী হয় অতিশয়, দাম্ভিক কুটিল হিয়া বেশে মহাশয়॥
দো ৬২ সত্যযুগে ত্রেতাযুগে এইরূপ সব, অধম মনুষ্য খল হইতে দুর্লভ।
দ্বাপরে কিছুটা হল গণনাতে আসে, কলিতে অধম খল ছেয়ে গেল দেশে॥
চৌ ১ পরহিত সম ধর্ম কিছু নাই ভাই, পরের পীড়ন সম পাপ কিছু নাই।
হে বৎস পুরাণে বেদে এরূপ নির্ণয়, সকল পণ্ডিত ব্যক্তি জানে সমুদয়॥
„ ২ নর দেহ ধরি যেবা করে পর পীড়া, সংসার বিপত্তি ভোগে সবাই তাহারা।
মোহ বশে করে নর পাপ নানা ভাবে, স্বার্থপর পরলোকে নানা কষ্ট পাবে॥
„ ৩ শুভা শুভ কর্ম ফল আমি দান করি, কালের স্বরূপ হই আমি সে সবারি।
ইহাই বিচারি মনে যারা বিচক্ষণ, দুঃখের সংসারে করে আমারে ভজন॥
„ ৪ শুভাশুভ কর্মফল ত্যজিয়া সে গুণী, আমারে অর্পন করে সুরনর মুনি।
সাধু ও অসাধু গুণ যাহা কহিলাম, বুঝিলে সংসারে দুঃখ হয় তিরোধান॥
দো ৬৩ শুন বৎস মায়াকৃত এ ভব সংসারে, গুণ ও অগুণ দোষ উভয় বিস্তারে।
উভয়েরে দৃষ্টি নাহি দেয় বিচক্ষণ, দেখে সেই অজ্ঞানীরা অবিবেকী মন॥

---

*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ষোড়শ অধ্যায়-‘দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ’ দ্রষ্টব্য।

চৌ ১ শ্রীমুখ বচন সুনত সব ভাঈ, হরষে প্রেমু ন হৃদয় সমাঈ।
করহিঁ বিনয় অতি বারহিঁ বারা, হনুমান হিয় হরষ অপারা॥
” ২ পুনি রঘুপতি নিজ মন্দির গয়ে, এহি বিধি চরিত করত নিত নয়ে।
বার বার নারদমুনি আৰহিঁ, চরিত পুনীত রাম কে গাৰহিঁ॥
” ৩ নিত নব চরিত দেখি মুনি জাহীঁ, ব্রহ্মলোক সব কথা কহাহীঁ।
সুনি বিরঞ্চি অতিসয় সুখ মানহিঁ, পুনি পুনি তাত করহু গুনগানহিঁ॥
” ৪ সনকাদিক নারদহিঁ সরাহহিঁ, জগুপি ব্রহ্মনিরত মুনি আহহিঁ।
সুনি গুনগান সমাধি বিসারী, সাদর সুনহিঁ পরম অধিকারী॥
দো ৬৪ জীবনমুক্ত ব্রহ্মপর চরিত সুনহিঁ তজি ধ্যান।
জে হরিকথা ন করহিঁ রতি তিন্হ কে হিয় পাষান॥
চৌ ১ একবার রঘুনাথ বোলায়ে, গুরু দ্বিজ পুরবাসী সব আয়ে।
বৈঠে গুরু দ্বিজবর মুনি সজ্জন, বোলে বচন ভগত ভয় ভঞ্জন॥
” ২ সুনহু সকল পুরজন মম বানী, কহউ ন কছু মমতা উর আনী।
নহিঁ অনীতি নহিঁ কছু প্রভুভাঈ, সুনহু করহু জো তুমহহিঁ সুহাঈ॥
” ৩ সোই সেবক প্রিয়তম মম সোঈ, মম অনুসাসন মানই জোঈ।
জোঁ অনীতি কছু ভাষউঁ ভাঈ, তৌ মোহি বরজহু ভয় বিসরাঈ॥
” ৪ বড়ে ভাগ মানুষতনু পাবা, সুরদুর্লভ সব গ্রন্থন্হি গাবা।
সাধনধাম মোচ্ছ কর দ্বারা, পাই ন জেহি পরলোক স বারা॥
দো ৬৫ সো পরত্র দুখ পাবই সিরু ধুনি ধুনি পছিতাই।
কালহি কর্ম হি ঈশ্বরহি মিথ্যা দোষ লগাই॥
চৌ ১ এহি তন কর ফল বিষয় ন ভাঈ, স্বরগউ স্বল্প অন্ত দুখদাঈ।
নরতনু পাই বিষয় মন দেহীঁ, পলটি সুধা তে সঠ বিষ লেহীঁ॥
” ২ তাহি কবহুঁ ভল কহই ন কোঈ, গুঞ্জা গ্রহই পরসমনি খোঈ।
আকর চারি লচ্ছ চৌরাসী, জোনি ভ্রমত যহ জিব অবিনাসী॥
” ৩ ফিরত সদা মায়া কর প্রেরা, কাল কর্ম সুভাব গুন ঘেরা।
কবহুঁক করি করুনা নরদেহী, দেত ঈস বিনু হেতু সনেহী॥
” ৪ নরতন ভববারিধি কহুঁ বেরো, সনমুখ মরুত অনুগ্রহ মেরো।
করনধার সদগুরু দৃঢ় নাবা, দুর্লভ সাজ সুলভ করি পাবা॥
দো ৬৬ জো ন তরই ভবসাগর নর সমাজ অস পাই।
সো কৃত নিন্দক মন্দমতি আতম হন গতি জাই॥
চৌ ১ জোঁ পরলোক ইহাঁ সুখ চহহূ, সুনি মম বচন হৃদয় দৃঢ় গহহূ।
সুলভ সুখদ মারগ যহ ভাঈ, ভগতি মোরি পূরানে শ্রুতি গাঈ॥

চৌ ১ শ্রীমুখের বাণী শুনি সকল ভ্রাতার, হর্ষ প্রেম নাহি ধরে হৃদয়েতে আর।
বিনতি প্রণতি করে রামে বারংবার, হনুমান হৃদয়েতে আনন্দ অপার॥

„ ২ অতঃপর রঘুপতি নিজ গৃহে যান, নিতি নব নর লীলা সবারে দেখান।
দেবর্ষি নারদ সেথা আসে বারেবারে, রামের চরিত গাথা প্রেমে গাহিবারে॥

চৌ ৩ নিতি নব লীলা দেখি মুনিবর যায়, ব্রহ্মলোক গিয়া সেথা চরিত শুনায়।
শুনিয়া বিরিঞ্চি মনে অতি সুখ পান, পুনঃ পুনঃ কন তারে গাহিবারে গান॥

„ ৪ সনকাদি ঋষিগণ প্রশংসে নারদে, যদিও নিরত তারা ব্রহ্মময় পদে।
সমাধি বিস্মৃত হই' শোনে গুণ গান, পরম সে অধিকারী অতি সুখপান॥

দো ৬৪ জীবন্মুক্ত ঋষিগণ ভুলে যান ধ্যান, পরম ব্রহ্মের শুনি এ চরিত গান।
হরিকথা শুনিবারে যার নাহি রতি, পাষাণ হৃদয় তার সুকঠিন অতি॥

চৌ ১ একবার রঘুনাথ ডাকেন সবারে, গুরু দ্বিজ পুরবাসী আসে সারে সারে।
বসিলে ব্রাহ্মণ গুরু মুনি সাধু জন, ভক্ত ভয় নিবারক কহেন তখন॥

„ ২ শুন পুরবাসী সবে আমার এ বাণী, এ বাক্যে প্রভুত্ব নাই নহি অভিমানী।
কুনীতিও নাই কিছু নাই অহঙ্কার, শুনিবে তাহারা শুধু পছন্দ যাহার॥

„ ৩ যে মোর সেবক মানে যে অনুশাষণ, সেই মোর কাছে হয় অতি প্রিয়জন।
যদি আমি কহি কিছু অনীতি ভাষণ, নির্ভয়ে করিও ত্যাগ আমারে তখন॥

„ ৪ অতি ভাগ্যে পাওয়া যায় মানুষের কায়, সুরেরও দুর্লভ ইহা সব গ্রন্থে কয়।
সাধনার ধাম ইহা মোক্ষের দুয়ার, পাইয়া যে নাহি ভাবে পরলোক তার॥

দো ৬৫ সে পা'বে চরম দুঃখ পরলোকে তার, পশ্চাত্তাপেতে হবে শির হানা সার।
কাল ধর্ম কর্ম পরে বিশ্বাস না রবে, যত দোষ ঈশ্বরের প্রতি শুধু দেবে॥

চৌ ১ এ দেহ বিষয় ভোগ করিবার নয়, স্বর্গভোগও স্বল্প স্থায়ী অন্তে দুঃখ হয়।
নর দেহ পাই' যারা মত্ত বিষয়েতে, সুধার বদলে শুধু গরল পাইতে॥

„ ২ কেহ নাহি কয় ভাল সে সব লোকেরে, পরশ মণিরে ফেলি কুঁচ ল'য়ে ফেরে।
চুরাশী লক্ষের জন্ম বিভিন্ন যোনিতে, অবিনাশী জীব ফেরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে॥

„ ৩ মায়ার বাঁধনে জীব প্রেরিত সংসারে, কাল কর্ম স্বভাবের গুণ অনুসারে।
অহেতুক করুণাতে হঠাৎ কখন, ভগবান নরদেহে করেন অর্পণ॥

„ ৪ এ ভব বারিধি মাঝে নরদেহ তরী, অনুকূল পবনতে করুণা আমারি।
দুস্তর সাগর পার সহজেই হয়, সদ্গুরু সে কর্ণধার যদি কেহ পায়॥

দো ৬৬ এরূপ সমাজে রহি' যেই মন্দমতি, এ ভব সাগর পারে না রাখে শকতি।
সে হয় নিন্দার পাত্র অতি মূঢ়মতি, আত্মহত্যাকারীদের পায় সেই গতি॥

চৌ ১ পরলোকে ইহলোকে চাও যদি সুখ, মোর বাণী শুন তাহা হৃদে দৃঢ় হোক।
সুলভ সুখদ মার্গ ভক্তি মোর প্রতি, বেদে ও পুরাণে পাবে ইহার সম্মতি॥

চৌ ২ জ্ঞান অগম প্রত্যূহ অনেকা, সাধন কঠিন ন মন কহুঁ টেকা।
করত কষ্ট বহু পাবই কোউ, ভগতিহীন মোহি প্রিয় নহিঁ সোউ ॥
" ৩ ভগতি সুতন্ত্র সকল সুখ খানী, বিনু সতসঙ্গ ন পাবহিঁ প্রানী।
পুন্যপুঞ্জ বিনু মিলহিঁ ন সন্তা, সতসঙ্গতি সংসৃতি কর অন্তা ॥
" ৪ পুন্য এক জগ মহুঁ নহিঁ দূজা, মন ক্রম বচন বিপ্র পদ পূজা।
সানুকুল তেহি পর মুনি দেবা, জো তজি কপটু করই দ্বিজসেবা ॥

দো ৬৭ অউরউ এক গুপুত মত সবহিঁ কহউঁ কর জোরি।
শঙ্করভজন বিনা নর ভগতি ন পাবই মোরি ॥

চৌ ১ কহহু ভগতি পথ কবন প্রয়াসা, জোগ ন মখ জপ তপ উপবাসা।
সরল সুভাব ন মন কুটিলাঈ, জথালাভ সন্তোষ সদাঈ ॥
" ২ মোর দাস কহাই নর আসা, করই ত কহহু কহা বিস্বাসা।
বহুত কহউঁ কা কথা বঢ়াঈ, এহি আচরন বস্য মৈঁ ভাঈ ॥
" ৩ বয়রু ন বিগ্রহ আস ন ত্রাসা, সুখময় তাহি সদা সব আসা।
অনারম্ভ অনিকেত অমানী, অনঘ অরোষ দচ্ছ বিজ্ঞানী ॥

" ৪ প্রীতি সদা সজ্জন সংসর্গা, তৃনসম বিষয় স্বর্গ অপবর্গা।
ভগতি পচ্ছ হঠ নহিঁ সঠতাঈ, দুষ্ট তর্ক সব দূরি বহাঈ ॥

দো ৬৮ মম গুনগ্রাম নাম রত গত মমতা মদ মোহ।
তা কর সুখ সোই জানই পরানন্দসন্দোহ ॥

চৌ ১ সুনত সুধাসম বচন রাম কে, গহে সবন্হি পদ কৃপাধাম কে।
জননি জনক গুরু বন্ধু হমারে, কৃপানিধান প্রান তেঁ প্যারে ॥
" ২ তনু ধনু ধাম রাম হিতকারী, সব বিধি তুম্হ প্রনতারতিহারী।
অস সিখ তুম্হ বিনু দেই ন কোউ, মাতু পিতা স্বারথরত ওউ ॥
" ৩ হেতুরহিত জগ জুগ উপকারী, তুম্হ তুম্হার সেবক অনুরারী।
স্বারথমীত সকল জগ মাহীঁ, সপনেহুঁ প্রভু পরমারথ নাহীঁ ॥
" ৪ সব কে বচন প্রেমরসসানে, সুনি রঘুনাথ হৃদয় হরষানে।
নিজ গৃহে গয়ে সুআয়সু পাঈ, বরনত প্রভু বতকহী সুহাঈ ॥

দো ৬৯ উমা অবধবাসী নর নারি কৃতারথ রূপ।
ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ঘন রঘুনায়ক জহঁ ভূপ ॥

চৌ ১ এক বার বসিষ্ঠ মুনি আয়ে, জহাঁ রাম সুখধাম সুহায়ে।
অতি আদর রঘুনায়ক কীন্হা, পদ পখারি চরনোদক লীন্হা ॥

„ ২ দুর্গম জ্ঞানের পথ বাধাও অশেষ, সাধনা কঠিন করা মনের নিবেশ।
ক্বচিৎ কখনো কেহ কষ্ট করি পায়, ভক্তিহীন হলে সে ত মোর প্রিয় নয়॥

„ ৩ স্বতন্ত্র ভক্তির পথ সর্বসুখ খনি, সৎসঙ্গ বিহীন তা'ও নাহি পায় প্রাণী।
পুণ্যকর্ম হীন কেহ সৎসঙ্গ না পায়, সৎসঙ্গে সংসার দুঃখ-ভোগ অন্ত হয়॥

„ ৪ সংসারে একই পুণ্য দ্বিতীয়ত নাই, মনে প্রাণে ব্রাহ্মণের পদ পূজা চাই।
অকপটে যে করিবে সেবা ব্রাহ্মণের, সুর মুনি আনুকূল্য করেন তাদের॥

দো ৬৭ আরো এক গুহ্য তত্ত্ব আছে এরো পরে, করজোড় করি আমি কহিব সবারে।
শঙ্কর ভজন বিনা নর এ সংসারে, পাইবেনা কেহ জেনো ভক্তি মোর পরে॥

চৌ ১ ভক্তি মার্গে কহ দেখি কিবা পরিশ্রম, নাহি যাগ যজ্ঞ তপ নাহি অনশন।
সরল স্বভাব শুধু বিনা কুটিলতা, যথা লাভে সন্তোষ ও সদা প্রসন্নতা॥

„ ২ আশা করে নরে শুধু কহি মোর দাস, কেমনে করিবে বল তাহারে বিশ্বাস।
অধিক কহিয়া কথা বাড়াবোনা আর, যে করে এ আচরণ বশ আমি তার॥

„ ৩ শত্রু নাই যুদ্ধ নাই ত্রাস নাই যা'র, নাই আশা নাই ভয় সুখও তাহার।
সঙ্কল্প না করি কর্ম করে যেই জন, গৃহ নাই অহঙ্কার শূন্য যার মন॥
নিষ্পাপ নির্মল আর ক্রোধ শূন্য যিনি, সর্ব কর্মে দক্ষ তিনি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী।

„ ৪ সজ্জন সংসর্গে যার প্রীতি উপজয়, বিষয় ও স্বর্গ মোক্ষ তৃণ সম হয়।
ভক্তির স্বপক্ষে নাহি জেদ দুষ্টভাব, দুষ্ট কর্ম দূর করে সবার সদ্ভাব॥

দো ৬৮ মমতা ও মদ মোহ ত্যাগ করে যেই, মোর নাম গুণ গ্রামে রত রহিবেই।
সুখ পায় এই ভাবে ভজিয়া আমায়, পরম আনন্দ পুঞ্জে সদা মগ্ন রয়॥

চৌ ১ সুধা সম শোনে সবে রামের বচন, প্রণমিল কৃপাধাম কমল চরণ
জননী জনক গুরু সুহৃদ মোদের, কৃপাসিন্ধু প্রাণাধিক প্রিয় আমাদের॥

চৌ ২ ভক্ত দুঃখ হর তুমি বৎসল শ্রীরাম, তোমারি কৃপায় পাই তনুধন ধাম।
এত শিক্ষা তুমি ছাড়া কেবা দিতে পারে, জন্মদাতা পিতামাতা মমতাতে করে॥

„ ৩ যুগে যুগে অকারণে তুমি উপকারী, তোমারি সেবক মোরা ওগো অসুরারি।
জগতে মিত্রতা শুধু স্বার্থ লাগি হয়, স্বপনেও পরমার্থ নাহি পাওয়া যায়॥

„ ৪ সকলের প্রেমপূর্ণ এই বাক্য শুনি, হলেন হৃদয়ে সুখী রাম রঘুমণি।
নিজ গৃহে যায় সবে প্রভু আজ্ঞা, মতে, প্রভুর সুন্দর বাক্য কহিতে কহিতে॥

দো ৬৯ অযোধ্যার অধিবাসী নর-নারীগণ, সকলে কৃতার্থ উমা যেথায় রাজন।
সৎচিৎ আনন্দের পরিপূর্ণ ধাম, নির্গুণ ব্রহ্মের সেই সগুণ শ্রীরাম॥

চৌ ১ সুখধাম রাম যেথা শোভা বিতরেণ, একদা বশিষ্ঠ মুনি সেথায় আসেন।
সমাদরে রাম তাঁর ধোয়ান চরণ, পাদোদক লই' তাহা করেন গ্রহণ॥

চৌ ২ রাম সুনহু মুনি কহ কর জোরী, কৃপাসিন্ধু বিনতী কছু মোরী।
দেখি দেখি আচরন তুম্‌হারা, হোত মোহ মম হৃদয় অপারা ॥
" ৩ মহিমা অমিত বেদ নহিঁ জানা, মৈঁ কেহি ভাঁতি কহউঁ ভগবানা।
উপরোহিতী কর্ম অতি মন্দা, বেদ পুরান সুমৃতি কর নিন্দা ॥
" ৪ জব ন লেউঁ মৈঁ তব বিধি মোরী, কহা লাভ আগে সুত তোহী।
পরমাতমা ব্রহ্ম নররূপা, হোইহিঁ রঘুকুল ভুবন ভূপা ॥
দো ৭০ তব মৈ হৃদয় বিচারা জোগ জজ্ঞ ব্রত দান।
জা কহুঁ করিয় সো পাইহউ ধর্ম ন এহি সম আন ॥
চৌ ১ জপ তপ নিয়ম জোগ নিজ ধর্মা, শ্রুমিতিসম্ভব নানা সুভ কর্মা।
জ্ঞান দয়া দম তীরথ সজ্জন, জহঁ লগি ধরন কহত শ্রুতি সজ্জন ॥
" ২ আগম নিগম পুরান অনেকা, পঢ়ে সুনে কর ফল প্রভু একা।
তব পদ পঙ্কজ প্রীতি নিরন্তর, সব সাধন কর যহ ফল সুন্দর ॥
" ৩ ছুটই মল কি মলহি কে ধোয়ে, ঘৃত কি পাব কোউ বারি বিলোয়ে।
প্রেম ভগতি জল বিনু রঘুরাঈ, অভি অন্তর মল কবহুঁ ন জাঈ ॥
" ৪ সোই সর্বজ্ঞ তজ্ঞ সোই পণ্ডিত, সোই গুনগৃহ বিজ্ঞান অখণ্ডিত।
দ্বচ্ছ সকল লচ্ছন জুত সোঈ, জা কে পদ সরোজ রতি হোঈ ॥
দো ৭১ নাথ এক বর মাগউ রাম কৃপা করি দেহু।
জনম জনম প্রভু পদ কমল কবহুঁ ঘটই জনি নেহু ॥
চৌ ১ অস কহি মুনি বসিষ্ঠ গৃহ আয়ে, কৃপাসিন্ধু কে মন অতি ভায়ে।
হনুমান ভরতাদিক ভ্রাতা, সঙ্গ লিয়ে সেবক সুখ দাতা ॥
" ২ পুনি কৃপাল পুর বাহর গয়ে, গজ রথ তুরগ মঁগাবত ভয়ে।
দেখি কৃপা করি সকল সরাহে, দিয়ে উচিত জিন্‌হ জিন্‌হ জেই চাহে ॥
" ৩ হরন সকলশ্রম প্রভু শ্রম পাঈ, গয়ে জহাঁ সীতল অবঁরাঈ।
ভরত দীন্‌হ নিজবসন ডসাঈ, বৈঠে প্রভু সেবহিঁ সব ভাঈ ॥
" ৪ মারুতসুত তব মারুত করঈ, পুলক বপুষ লোচন জল ভরঈ।
হনুমান সমান বড় ভাগী, নহিঁ কোউ রাম চরন অনুরাগী ॥
" ৫ গিরিজা জাসু প্রীতি সেবকাঈ, বার বার প্রভু নিজ মুখ গাঈ।

দো ৭২ তেহিঁ অবসর মুনি নারদ আয়ে করতল বীন।
গাবন লাগে রাম কল কীরতি সদা নবীন ॥
চৌ ১ মামবলোকয় পঙ্কজ লোচন, কৃপা বিলোকনি সোক বিমোচন।
নীল তামরস স্যাম কামঅরি, হৃদয় কঞ্জ মকরন্দ মধুপ হরি ॥

„ ২ করজোড়ে তবে মুনি শ্রীরামেরে ক'ন, বিনতি আমার কিছু করি নিবেদন।
তব আচরণ দেখি কৃপা পারাবার, মোহ উপজিত মোর হৃদয়ে অপার ॥
„ ৩ বেদ নাহি জানে তব মহিমা অপার, ভগবন আমি তার কি কহিব আর।
পৌরহিত্য কর্ম প্রভু অতি হীন হয়, শ্রুতি ও পুরাণ স্মৃতি একই কথা কয় ॥
„ ৪ এ কর্মে যখন আমি অস্বীকার করি, ব্রহ্মা ক'ন হবে লাভ হে বৎস তোমারি।
পরমাত্মা নরদেহে হবে অবতার, রঘুকুলমণি সেই রাজা অযোধ্যার ॥
দো। ৭০ তখন হৃদয়ে আমি দেখনু বিচারি, জপ যজ্ঞ দান যোগ যাহা কিছু করি।
যাঁহাকে পাইতে চাই তাঁকে যদি পাই, ইহা-পেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর কিছু নাই ॥
চৌ ১ জপ তপ ব্রত যোগ স্বধর্ম নিয়ম, কর্তব্য যা কহে' বেদে পবিত্র পরম।
তীর্থস্নাত দান জ্ঞান ইন্দ্রিয় দমন, যাহা ধর্ম কহে বেদে এবং সজ্জন ॥
„ ২ শ্রুতি স্মৃতি ধর্মগ্রন্থ পুরাণ অনেক, শ্রবণে পঠনে ফল হয় শুধু এক।
তব পদ-কমলেতে প্রীতি নিরন্তর, সকল সাধনা দেয় ফল এ সুন্দর ॥
„ ৩ মলিন জলেতে মল শুদ্ধ কিবা হয়, জলের মন্থনে কিবা ঘৃত উপজয়।
প্রেম ভক্তি বারি বিনা বল রঘুরায়, মলিন অন্তর কিবা শুদ্ধ কভু হয় ॥
„ ৪ সেই ত সর্বজ্ঞ আর তত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান, গুণের আধার সেই তাহারি বিজ্ঞান।
কুশল সকল কর্মে শোভে সুলক্ষণে, রতি যার সদা তব কমল-চরণে ॥
দো। ৭১ হে নাথ মাগিব আমি একমাত্র বর, দিও তাহা রামচন্দ্র কৃপার সাগর।
জন্মে জন্মে যেন মোর জীবনে মরণে, স্নেহ নাহি টুটে তব কমল-চরণে ॥
চৌ ১ কহিয়া বশিষ্ঠ ইহা নিজ গৃহে যান, কৃপাসিন্ধু মন মাঝে মহানন্দ পান।
সেবকে আনন্দ দাতা তবে সঙ্গ লন, হনুমান ভরতাদি প্রিয় ভ্রাতাগণ ॥
„ ২ নগর বাহিরে পুনঃ কৃপানিধি যান, রথ গজ অশ্ব তথা প্রচুর আনান।
দেখিয়া প্রশংসা করি কৃপাতে সবার, দিলেন উচিত মত যাহা ইচ্ছা যার ॥
„ ৩ সর্ব শ্রমহারী প্রভু শ্রম বিনোদনে, গেলেন সেথায় সেই শীতল কাননে।
ভরত বিছায় দেন নিজ উত্তরীয়, সকল ভ্রাতারা সেবে রামে প্রাণপ্রিয় ॥
„ ৪ পবন নন্দন রত বীজনে পবন, পুলকিত গাত্র তার সজল নয়ন।
হনুমান সম কেবা অতি ভাগ্যবান, রামের চরণে রতি কাহার এমন ॥
„ ৫ হে গিরিজা, ভক্তি প্রীতি অনুরাগ যার, প্রভু ক'ন বারবার নিজ মুখে তাঁর ॥

দো। ৭২ দেবর্ষি নারদ আসে সেই অবসরে, নিত্যসাথী বীণাখানি ল'য়ে তার করে।
গাহিতে লাগেন তিনি রামগুণ গান, নিতি-নব লীলা যাতে যুক্ত তাঁর নাম ॥
চৌ ১ কৃপা করি দেখ চাহি কমল নয়ন, সবাকার তুমি কর শোক বিমোচন।
নীলোৎপল শ্যাম তনু, তুমিই কামারি, হৃদি পদ্ম মকরন্দ মধুপ হে হরি ॥

" ২ জাতুধান বরূথ বল ভঞ্জন, মুনি সজ্জন রঞ্জন অঘগঞ্জন।
ভুসুর সসি নব বৃন্দ বলাহক, অসরন সরন দীন জন গাহক ॥
" ৩ ভুজবল বিপুল ভার মহি খণ্ডিত, খর দূষন বিরাধ বধ পণ্ডিত।
রাবনারি সুখরূপ ভূপবর, জয় দসরথ কুল কুমুদ সুধাকর ॥
" ৪ সুজস্ু পুরানবিদিত নিগমাগম, গাবত সুরমুনি সন্ত সমাগম।
কারুনীক ব্যলীক মদ খণ্ডন, সব বিধি কুসল কোসলামণ্ডন ॥
" ৫ কলিমল মথন নাম মমতাহন, তুলসিদাস প্রভু পাহি প্রনতজন।

দো। ৭৩ প্রেমসহিত মুনি নারদ বরনি রাম গুন গ্রাম।
সোভাসিন্ধু হৃদয় ধরি গয়ে জহঁা বিধিধাম ॥
চৌ ১ গিরিজা সুনহু বিসদ যঁহ কথা, মৈঁ সব কহী মোরি মতি জথা।
রামচরিত সত কোটি অপারা, শ্রুতি সারদা নবরনই পারা ॥
" ২ রামু অনন্ত অনন্তগুনানী, জনম কর্ম অনন্ত নামানী।
জলসীকর মহিরজ গনি জাহীঁ, রঘুপতি চরিত ন বরনি সিরাহীঁ ॥
" ৩ বিমল কথা হরিপদ দায়নী, ভগতি হোই সুনি অনপায়নী।
উমা কহেউঁ সব কথা সুহাঈ, জো ভুসুণ্ডি খগপতিহিঁ সুনাঈ ॥
" ৪ কছুক রামগুন কহেউঁ বখানী, অব কা কহউঁ সো কহহু ভবানী।
সুনি সুভকথা উমা হরষানী, বোলী অতি বিনীত মৃদুবানী ॥
" ৫ ধন্য ধন্য মৈঁ ধন্য পুরারী, সুনেউঁ রামগুন ভবভয় হারী।

দো ৭৪ তুম্হরী কৃপা কৃপায়তন অব কৃতকৃত্য ন মোহ।
জানেউঁ রামপ্রতাপ প্রভু চিদানন্দ সন্দোহ ॥
" ৭৫ নাথ তবানন সসি স্রবত কথা সুধা রঘুবীর।
স্রবনপুটন্হি মন পান করি নহিঁ অঘাত মতিধীর ॥
চৌ ১ রামচরিত জে সুনত অঘাহীঁ, রস বিসেষ জানা তিন্হ নাহীঁ।
জীবনমুক্ত মহামুনি জেউ, হরিগুন সুনহিঁ নিরন্তর তেউ ॥
" ২ ভবসাগর চহ পার জো পাবা, রামকথা তা কহুঁ দৃঢ় নাবা।
বিষইন্হ কহঁ পুনি হরি গুন গ্রামা, স্রবনসুখদ অরু মন অভিরামা ॥
" ৩ স্রবনবন্ত অস কো জগ মাহীঁ, জাহি ন রঘুপতি চরিত সুহাহীঁ।
তে জড় জীব নিজা তম ঘাতী, জিন্হহিঁ ন রঘুপতি কথা সুহাতী ॥
" ৪ হরি চরিত্র মানস তুম্হ গাবা, সুনি মৈঁ নাথ অমিত সুখ পাবা।
তুম্হ জো কহা যহ কথা সুহাঈ, কাগভুসুণ্ডি গরুড় প্রতি গাঈ ॥

চৌ ২ নিশাচর সেনাদলে বল নাশকারী, মুনি মন সুরঞ্জন সর্ব পাপহারী।
বিপ্র শস্যক্ষেত্রে তুমি নব জলধর, সর্বহারা সুআশ্রয়, দীনে দয়া কর॥
„ ৩ ভুজবলে মহীভার করহ খণ্ডিত, বিরাধ দূষণ খর হননে পণ্ডিত।
রাবনারি শ্রেষ্ঠ ভূপ তুমি সুখকর, দশরথ রক্তোৎপল কুলে সুধাকর॥
„ ৪ সুযশ পুরাণ বেদে সদাই ঘোষিত, সুর মুনি সজ্জনের হয় নিত্য গীত।
কারুণিক ঘুচায়েছ বালী অভিমান, সব দক্ষ অযোধ্যার ভূষণ সমান॥
„ ৫ কলির কলুষহারী মমতা নাশের, প্রণত পালক প্রভু তুলসী দাসের॥

দো ৭৩ প্রেমেতে নারদ মুনি হইয়া মগন, শ্রীরামের গুণগান গাহিয়া তখন।
শোভায় সাগর রূপ রামের মূরতি, হৃদয়ে ধরিয়া যান ব্রহ্মলোক প্রতি॥
চৌ ১ হে গিরিজা শুন এই শুদ্ধ চরিতেরে, কহিলাম নিজ বুদ্ধি মত অনুসারে।
রামের চরিত্র হয় শতকোটি পার, বর্ণিতে অক্ষম বেদ সরস্বতী আর॥
„ ২ শ্রীরাম অনন্ত গুণ অনন্ত তাঁহার, জন্ম কর্ম নাম তাঁর গগনা অপার।
জলবিন্দু বালি গোণা যদিও বা যায়, রামের চরিত বলা সম্পূর্ণ না হয়॥
„ ৩ এ বিমল গুণ গাথা হরিভক্তি আনে, শুনিলে অচল ভক্তি রহে স্থির মনে।
যে কথা কহিনু উমা অতি মনোহর, ভুশুণ্ডি গরুড়ে তাহা বলেছে সুন্দর॥
„ ৪ কতক রামের গুণ কহিনু বাখানি, এখন কি ক'র আর কহ হে ভবানি।
অতি আনন্দিত উমা শুনি পুণ্য বাণী, বিনীত বচনে তবে কহেন ভবানী॥
„ ৫ অতি ধন্য আমি আজ ধন্য হে পুরারি, শুনিয়া রামের গুণ ভবভয়হারী॥

দো ৭৪ তোমারি কৃপাতে প্রভু ওগো কৃপাময়, আজিকে কৃতার্থ আমি শুধু মনে হয়।
সংশয় বিগত মোর জানিলাম আর, চিদানন্দ রাম প্রভু প্রতাপ তাঁহার॥
„ ৭৫ হে নাথ আজিকে তব মুখচন্দ্র হ'তে, রামচন্দ্র কথা রূপ সুধা বর্ষণেতে।
শ্রবণ বিবর দিয়া পশিল মনেতে, পান করি তৃপ্তি নাহি পাই কোন মতে॥
চৌ ১ রামচন্দ্র গাথা-সুধা যার তৃপ্তি নাহি আনে, বঞ্চিত সে এ বিশেষ রস আস্বাদনে।
মহামুনি জীবন্মুক্ত হইলেও তার, রাম কথা আগ্রহেতে শোনে বারবার॥
„ ২ এ ভবসাগর যেবা হতে চায় পার, রাম কথা সুতরণী হইবে তাহার।
বিষয়ী যে তারো কাছে হরিগুণগ্রাম, শ্রবণ সুখদ আর মন অভিরাম॥
„ ৩ কে আছে এমন যার থাকিতেও কান, রাম কথা শুনি মনে সুখ নাহি পান।
রাম কথা যার মনে আনন্দ না দেয়, জড়মতি সেই জীব আত্মঘাতী হয়॥
„ ৪ তোমার মুখেতে হরি চরিত মানস, শুনিয়া পরম সুখে হইনু অবশ।
সুন্দর যে কথা তুমি কহিলে আমারে, তাহা কি ভুশুণ্ডী কাক বলেছে গরুড়ে॥

দো ৭৬ বিরতি জ্ঞান বিজ্ঞান দৃঢ় রামচরিত অতি নেহ।
বায়সতন রঘুপতি ভগতি মোহি পরম সন্দেহ ॥

চৌ ১ নরসহস্র মহুঁ সুনহু পুরারী, কোউ এক হোই ধর্ম ব্রত ধারী।
ধর্মসীল কোটিক মহুঁ কোঈ, বিষয়বিমুখ বিরাগরত হোঈ ॥

" ২ কোটিক বিরক্ত মধ্য শ্রুতি কহঈ, সম্যক জ্ঞান সকৃত কোউ লহঈ।
জ্ঞানবন্ত কোটিক মহুঁ কোউ, জীবনমুক্ত সকৃত জগ সোউ ॥

চৌ ৩ তিন্হ সহস্র মহুঁ সব সুখখানী, দুর্লভ ব্রহ্মলীন বিজ্ঞানী।
ধর্মসীল বিরক্ত অরু জ্ঞানী, জীবনমুক্ত ব্রহ্মপর প্রানী ॥

" ৪ সব তেঁ সো দুর্লভ সুররায়া, রাম ভগতি রত গত মদ মায়া।
সো হরিভগতি কাগ কিমি পাঈ, বিশ্বনাথ মোহি কহহু বুঝাই ॥

দো ৭৭ রামপরায়ন জ্ঞানরত গুনাগার মতিধীর।
নাথ কহহু কেহি কারন পায়েউ কাগসরীর ॥

চৌ ১ যহ প্রভু চরিত পবিত্র সুহাবা, কহহু কৃপাল কাগ কহঁ পাবা।
তুম্হ কেহি ভাঁতি সুনা মদনারী, কহহু মোহি অতি কৌতুক ভারী ॥

" ২ গরুড় মহাজ্ঞানী গুনবাসী, হরিসেবক অতিনিকট নিবাসী।
তেহি কেহি হেতু কাগ সন জাঈ, সুনী কথা মুনিনিকর বিহাঈ ॥

" ৩ কহহু কবন বিধি তা সম্বাদা, দোউ হরিভগত কাগ উরগাদা।
গৌরিগিরা সুনি সরল সুহাঈ, বোলে সিব সাদর সুখ পাঈ ॥

" ৪ ধন্য সতী পাবনি মতি তোরী, রঘুপতি চরন প্রীতি নহিঁ থোরী।
সুনহু পরম পুনীত ইতিহাসা, জো সুনি সকল সোক ভ্রম নাসা ॥

" ৫ উপজই রামচরন বিশ্বাসা, ভবনিধি তর নর বিনহিঁ প্রয়াসা।

দো ৭৮ ঐসই প্রশ্ন বিহঙ্গপতি কীন্হ কাগ সন জাই।
সো সব সাদর কহিহউঁ সুনহু উমা মন লাই ॥

চৌ ১ মৈঁ জিমি কথা সুনী ভবমোচনি, সো প্রসঙ্গ সুনু সুমুখি সুলোচনি।
প্রথম দচ্ছগৃহ তব অবতারা, সতী নাম তব রহা তুম্হারা ॥

" ২ দচ্ছজজ্ঞ জব ভা অপমানা, তুম্হ অতি ক্রোধ তজে তব প্রানা।
মম অনুচরন্হ কীন্হ মখভঙ্গা, জানহু তুম্হ সো সকল প্রসঙ্গা ॥

" ৩ তব অতি সোচ ভয়উ মন মোরে, দুখী ভয়উ বিয়োগ প্রিয় তোরে।
সুন্দর বন গিরি সরিত তড়াগা, কৌতুক দেখত ফিরেউঁ বিরাগা ॥

" ৪ গিরি সুমেরু উত্তর দিসি দূরী, নীল সৈল এক সুন্দর ভূরী।
তাসু কনকময় সিখর সুহায়ে, চারি চারু মোরে মন ভায়ে ॥

দো ৭৬ বৈরাগ্য বিবেক জ্ঞান বিলক্ষণ আছে, রামের চরিতে প্রেম দৃঢ় রহিয়াছে।
অথচ কাকের দেহ তাহার কি হয়, এ অতি সংশয় মোর মনে উপজয় ॥

চৌ ১ সহস্র মনুষ্য মাঝে শুনহ পুরারি, একজন শুধু হয় ধর্ম ব্রতচারী।
কোটি ধর্মশীল মাঝে শুধু একজন, বিষয়ে বিমুখ হ'য়ে বৈরাগ্যে মগন ॥

" ২ কোটি বিরাগীর মাঝে বেদে কয় শুনি, সম্যক সে জ্ঞান লাভে হয় সেই গুণী।
কোটি জ্ঞানবান মাঝে শুধু একজন, জীবন্মুক্ত হতে পারে শুনেছি এমন ॥

" ৩ তাদের সহস্র মাঝে সর্বসুখ খনি, ব্রহ্মলীন পূর্ণজ্ঞানী দুর্লভই ত মানি।
ধার্মিক বিরক্ত জ্ঞানী ব্রহ্ম পরায়ণ, সর্বগুনে সমন্বিত সে প্রাণী এমন ॥

" ৪ সর্বাপেক্ষা দুর্লভ যা' হে দেব পূজিত, মদমোহ শূন্য সদা রামভক্তিরত।
সেই হরিভক্তি পায়, বায়স কি করে, কৃপা করি বিশ্বনাথ বুঝাও তা মোরে ॥

দো ৭৭ জ্ঞাননিষ্ঠ রামভক্তি প্রেমে অতুলন, গুনের আগার আর ধীর স্থির মন।
কি কারণে হয় নাথ কহ মোরে শুনি, বায়স শরীর পায় এই গুণ মণি ॥

চৌ ১ এ প্রভুচরিত কথা পবিত্র সুন্দর, বায়স পাইল কোথা কহ মহেশ্বর।
কোথা হতে শুনিলে তা' তুমি মদনারি, শুনিতে প্রবল ইচ্ছা কহ কৃপা করি ॥

" ২ মহাজ্ঞানী গরুড় সে পূর্ণ-গুনরাশি, হরির সেবক সে ত সন্নিকটবাসী।
কি হেতু সে ত্যজি যত জ্ঞানী মুনিগণে, রাম কথা শোনে গিয়া কাক সন্নিধানে ॥

" ৩ কহ কিবা আলোচনা করিল কখন, কাক ও গরুড় দুই হরিভক্তি জন।
শুনিয়া উমার বাণী সরল শোভন, সাদরে কহেন তবে সুখী পঞ্চানন ॥

" ৪ ধন্য সতি সুচরিতা পুন্যাত্মা তোমায়, রাম পদে প্রীতি তব কম কিছু নয়।
শোন তবে সে পরম পুণ্য ইতিহাস, যা শুনিলে হয় জীবে সব ভ্রমনাশ ॥

" ৫ শ্রীরাম চরণে হয় বিশ্বাস অপার, অনায়াসে ভবনিধি হয় নর পার।

দো। ৭৮ এরূপ প্রশ্নই করে বিহঙ্গের পতি, ভুশুণ্ডীর কাছে গিয়া শুন হে পার্বতি।
সে সব সাদরে এবে কহিব তোমায়, শুন মনোযোগ দিয়া মোর এ কথায় ॥

চৌ ১ যে কথা শুনিয়াছিনু হে ভব তারিনি, সুলোচনে সুবদনি, শুন সে কাহিনী।
প্রথমে দক্ষের গৃহে তব জন্ম হয়, সতী নামধারী ছিলে তুমি সে সময় ॥

" ২ দক্ষ যজ্ঞ স্থলে মোর হ'লে অপমান, অতি ক্রোধে তুমি তথা ত্যজ তব প্রাণ
যজ্ঞ পণ্ড করে মোর অনুচরগণে, সে প্রসঙ্গ জান তুমি আপনার মনে ॥

" ৩ দুস্তর শোকেতে আমি হ'নু ম্রিয়মান, তোমার বিহনে প্রিয়া উদ্ভ্রান্ত পরান।
ভ্রমি আমি গিরি বনে শোভন তড়াগে, মনোহর দৃশ্য মাঝে চরম বিরাগে ॥

" ৪ সুমেরু পর্বত হতে কিছুটা উত্তরে, মনোহর নীলগিরি অবস্থান করে।
চারিটি [illegible]ময় শিখর শোভায়, সেই খানে মন মোর কিছু শান্তি পায় ॥

চৌ ৫ তিনহ পর এক এক বিটপ বিসালা, বট পীপর পাকরী রসালা।
সৈলোপরি সর সুন্দর সোহা, মনিসোপান দেখি মন মোহা ॥

দো ৭৯ সীতল অমল মধুর জল জলজ বিপুল বহুরঙ্গ।
কুজত কলরব হংসগন গুঞ্জত মঞ্জুল ভৃঙ্গ ॥

চৌ ১ তেহি গিরি রুচির বসই খগ সোঈ, তাসু নাস কলপান্ত ন হোঈ।
মায়াকৃত গুন দোষ অনেকা, মোহ মনোজ আদি অবিবেকা ॥

„ ২ রহে ব্যাপি সমস্ত জগ মাহীঁ, তেহি গিরি নিকট কবহুঁ নহিঁ জাহীঁ।
তহঁ বসি হরিছি ভজই জিমি কামা, সো সুমু উমা সহিত অনুরাগা ॥

„ ৩ পীপর তরু তর ধ্যান জো ধরঈ, জাপ জজ্ঞ পাকরি তর করঈ।
আমছাহঁ কর মানস পূজা, তজি হরিভজনু কাজু নহিঁ দুজা ॥

„ ৪ বর তর কহ হরিকথা প্রসঙ্গা, আবহিঁ সুনহিঁ অনেক বিহঙ্গা।
রামচরিত বিচিত্র বিধি নানা, প্রেম সহিত কর সাদর গানা ॥

„ ৫ সুনহিঁ সকল মতি বিমল মরালা, বসহিঁ নিরন্তর জো তেহি তালা।
জব মৈঁ জাই সো কৌতুক দেখা, উর উপজা আনন্দ বিসেখা ॥

দো ৮০ তব কছু কাল মরালতনু ধরি তহঁ কীন্হ নিবাস।
সাদর সুনি রঘুপতি গুন পুনি আয়উঁ কৈলাস ॥

চৌ ১ গিরিজা কহেউঁ সো সব ইতিহাসা, মৈ জেহি সময় গয়উঁ খগ পাসা।
অব সো কথা সুনহু জেহি হেতূ, গয়উ কাগ পহিঁ খগ কুল কেতূ ॥

„ ২ জব রঘুনাথ কীন্হ রনক্রীড়া, সমুঝত চরিত হোত মোহি ব্রীড়া।
ইন্দ্রজীত কর আপু বঁধায়ো, তব নারদ মুনি গরুড় পঠায়ো ॥

„ ৩ বন্ধন কাটি গয়উ উরগাজা, উপজা হৃদয় প্রচণ্ড বিরাজা।
প্রভুবন্ধন সমুঝত বহু ভাঁতী, করত বিচার উরগআরাতী ॥

„ ৪ ব্যাপক ব্রহ্ম বিরজ বাগীসা, মায়া মোহ পার পরমীসা।
সো অবতার সুনেউঁ জগ মাহীঁ, দেখেউঁ সো প্রভাব কছু নাহীঁ ॥

দো ৮১ ভববন্ধন তেঁছুটহিঁ নর জপি জা কর নাম।
খর্ব নিসাচর বাঁধেউ নাগপাস সোই রাম ॥

চৌ ১ নানা ভাঁতি মনহিঁ সমুঝাবা, প্রগট জ্ঞান ন হৃদয় ভ্রম ছাবা।
খেদখিন্ন মন তর্ক বঢ়াঈ, ভয়উ মোহবস তুম্হরিহি নাঈ ॥

„ ২ ব্যাকুল গয়উ দেবরিষি পাহীঁ, কহেসি জো সংসয় নিজ মন মাহীঁ।
সুনি নারদহিঁ লাগি অতি দায়া, সুনু খগ প্রবল রাম কৈ মায়া ॥

„ ৩ জো জ্ঞানিন্হ কর চিত অপহরঈ, বরিআঈঁ বিমোহ মন করঈ।
জেহি বহু বার নচাবা মোহী, সোই ব্যাপী বিহঙ্গপতি তোহী ॥

চৌ ৫ একটি করিয়া সেথা বিটপী বিশাল, পাকুড় অশ্বত্থ বট পিপ্পল রসাল।
শৈলপরে মনোহর এক সরোবর, স্ফটিক সোপান তার মনমুগ্ধ কর॥
দো ৭৯ শীতল নির্মল স্বচ্ছ মধুর সে বারি, বহুবর্ণ পদ্ম তাতে শোভে সারি সারি।
বহু হংস কলরবে করে সন্তরণ মধুপ মধুর স্বরে করিছে গুঞ্জন॥
চৌ ১ সেই গিরি-পরে করে সে বায়স বাস, কল্পান্তেও নাহি হবে তাহার বিনাশ।
মায়াকৃত দোষগুণ বিবিধ প্রকারে, অবিবেক কাম মোহ যত কিছু আর॥
চৌ ২ সমগ্র জগত মাঝে রয়েছে বিস্তার, সে গিরি নিকটে প্রকোপ তাহার।
হরির ভজনা করে বায়স সেখানে, শুন উমা প্রীতিভরে কাহিনী যতনে॥
„ ৩ পিপ্পল বৃক্ষের নীচে ধ্যান মগ্ন হয়, পাকুড়ের তলে জপ যজ্ঞে রত রয়।
আম্রছায়া তলে করে মানস পূজন, অন্য কর্ম ত্যজি করে হরির ভজন॥
„ ৪ বট তলে বসি কহে হরির প্রসঙ্গ, শুনিবারে আসে সেথা যতেক বিহঙ্গ।
রামের চরিত গাথা বিচিত্র বিধানে, সাদরে প্রচার করে কাক প্রেম গানে॥
„ ৫ নির্মল চিত্তের যত মরাল সেখানে, স্তব্ধ হই' শোনে নিত্য সেই প্রেম গানে।
সেই স্থানে গিয়া আমি সে দৃশ্য দেখিয়া, আনন্দে ভরিল মোর শোকাচ্ছন্ন হিয়া॥
দো ৮০ মরালের দেহ ধরি সেই পুণ্য স্থানে, কিছুকাল বাস করি আনন্দিত মনে।
রঘুপতি গুন গাথা শুনি সমাদরে, তার পরে কৈলাসেতে আসিলাম ফিরে॥
চৌ ১ বলেছি পূর্বেই তোমা সেই ইতিহাস, কবে গিয়েছিনু আসি ভুশুণ্ডীর পাশ।
এখন কহিব তোমা শুনহ কি হেতু, ভুষণ্ডীর কাছে যায় খগকুল কেতু॥
„ ২ রঘুপতি নরলীলা করেন রণেতে, চরিত বুঝিতে মম সম্ভ্রম মনেতে।
ইন্দ্রজিৎ নাগপাশে বাঁধিল যখন, নারদ গরুড়ে সেথা পাঠান তখন॥
„ ৩ সর্পারি বিহঙ্গ পতি ছাড়ায়ে বন্ধন, ফিরিবার কালে হ'ন ভারাক্রান্ত মন।
প্রভুর বন্ধন দশা একি আমি হেরি, হৃদয়ে বিচার করি দুঃখিত সর্পারি॥
„ ৪ সর্বব্যাপী জন্মহীন মায়া মোহোত্তর, শব্দব্রহ্ম যিনি হন সে পরমেশ্বর।
শুনিয়াছি অবতীর্ণ জগতের মাঝে, আজ দেখি শক্তি তার কিছু না বিরাজে॥
দো ৮১ এ ভব বন্ধন টুটে জপি যাঁর নাম, নরগণ জপি রামে পায় পরিত্রান।
তুচ্ছ নিশাচর আজি নাগপাশে তাঁরে, করিল বন্ধন কেহ পারে ভাবিবারে॥
চৌ ১ নানাভাবে বুঝিবারে চাহিল মনেতে, উদিত হল না জ্ঞান আচ্ছন্ন ভ্রমেতে।
খেদখিন্ন মনে তার হল তর্ক জমা, মোহবশ হইল সে তব সম উমা॥
„ ২ ব্যাকুল হইয়া যায় দেবর্ষির কাছে, তাহারে কহিল মনে সংশয় যা আছে।
শুনি নারদের মনে উপজিল দয়া, শুন খগ অতি দৃঢ় শ্রীরামের মায়া॥
„ ৩ সে মায়াতে জ্ঞানীজ্ঞান হয় অপহৃত, প্রবল সে মায়া করে মন বিমোহিত।
বহুবার সেই মায়া নাচায়েছে মোরে, সে মায়া বিহঙ্গ পতি তব মন ঘেরে॥

চৌ ৪ মহামোহ উপজা উর তোরে, মিটিহি ন বেগি কহে খগ মোরে।
চতুরানন পহিঁ জাহু খগেসা, সোই করেহু জো দেহিঁ দিনেসা॥

দো ৮২ অস কহি চলে দেবরিষি করত রাম গুন গান।
হরি মায়া বল বরনত পুনি পুনি পরম সুজান॥

চৌ ১ তব খগপতি বিরঞ্চি পহিঁ গয়উ, নিজ সন্দেহ সুনাবত ভয়উ।
সুনি বিরঞ্চি রামহিঁ সিরু নাবা, সমুঝি প্রতাপ প্রেম উর ছাবা॥

„ ২ মন মহুঁ করই বিচার বিধাতা, মায়াবস কবি কোবিদ জ্ঞাতা।
হরিমায়া কর অমিত প্রভাবা, বিপুল বার জেহি মোহি নচাবা॥

„ ৩ অগ জগ ময় জগ মম উপরাজা, নহিঁ আচরজ মোহ খগরাজা।
তব বোলে বিধি গিরা সুহাঈ, জান মহেস রামপ্রভুতাঈ॥

„ ৪ বৈনতেয় শঙ্কর পাহিঁ জাহূ, তাত অনত পুছহু জনি কাহূ।
তহঁ হোইহি তব সংসয়হানী, চলেউ বিহজ সুনত বিধিবানী॥

দো ৮৩ পরমাতুর বিহঙ্গপতি আয়উ তব মোহি পাস।
জাত রহেউঁ কুবেরগৃহ রহিহু উমা কৈলাস॥

চৌ ১ তেহি মম পদ সাদর সিরু নাবা, পুনি আপন সন্দেহ সুনাবা।
সুনি তা করি বিনীত মৃদুবাণী, প্রেমসহিত মৈঁ কহেউঁ ভবানী॥

„ ২ মিলেহু গরুড় মারগ মহঁ মোহী, কবন ভাঁতি সমুঝাবউঁ তোহী।
তবহিঁ হোই সব সংসয় ভঙ্গা, জব বহু কাল করিয় সতসঙ্গা॥

„ ৩ সুনিয় তহাঁ হরিকথা সুহাঈ, নানা ভাঁতি মুনিন্হ জো গাঈ।
জেহি মহঁ আদি মধ্য অবসানা, প্রভু প্রতিপাদ্য রামু ভগবানা॥

„ ৪ নিত হরিকথা হোতি জহঁ ভাঈ, পঠবউ তহাঁ সুনহু তুম্হ জাঈ।
জাইহি সুনত সকল সন্দেহা, রামচরন হোইহি অতিনেহা॥

দো ৮৪ বিনু সতসঙ্গ ন হরিকথা তেহি বিনু মোহন ভাগ।
মোহ গয়ে বিনু রামপদ হোই ন দৃঢ় অনুরাগ॥

চৌ ১ মিলহিঁন রঘুপতি বিনু অনুরাগা, কিয়ে জোগ জপ জ্ঞান বিরাগা।
উত্তর দিসি সুন্দর গিরি নীলা, তহঁ রহ কাগভুসুণ্ডি সুসীলা॥

„ ২ রামভগতি পথ পরমপ্রবীনা, জ্ঞানী গুনগৃহ বহুকালীনা।
রামকথা সো কহই নিরন্তর, সাদর সুনহিঁ বিবিধ বিহঙ্গবর॥

„ ৩ জাই সুনহু তহঁ হরিগুন ভূরী, হোইহি মোহজনিত দুখ দূরী।
মৈ জব তেহি সব কহা বুঝাঈ, চলেউ হরষি মম পদ সির নাঈ॥

„ ৪ তা তেঁ উমা ন মৈ সমুঝাবা, রঘুপতি কৃপা মরম মৈ পাবা।
হোইহি কীলহ কবহুঁ অভিমানা, সো খোবই চহ কৃপানিধানা॥

চৌ ৪ মহামোহ এবে তব মনে করে বাসা, মম বাক্যে সে ত'খগ যাবে না সহসা।
চতুর্মুখ ব্রহ্মা পাশে যাও হে খগেশ, করিও তাহাই তুমি যা পাও নির্দেশ।

দো ৮২ এত কহি দেব ঋষি হ'ন অন্তর্ধান, বর্ণিতে লাগিল মুখে রামগুন-গান।
পুনঃ পুনঃ হরি মায়া বলেরে বাখানি, চলিল আবেগ ভরে সুচতুর মুনি॥

চৌ ১ তখন বিহঙ্গ পতি ব্রহ্মা পাশে যায়, শোনাল সংশয় যাহা নমি তার পায়।
শুনিয়া বিরিঞ্চি রামে শির করে নত, স্মরিয়া প্রতাপ প্রেমে ভরে হৃদি স্বতঃ

„ ২ করিলেন মন মাঝে বিচার বিধাতা, মোহে বশ হয় কবি তত্ত্বজ্ঞ ও জ্ঞাতা।
হরির মায়ার হয় অমিত প্রভাব, নাচাইতে আমারেও হয়নি অভাব।

„ ৩ স্থাবর জঙ্গম যাহা সবি আমাকৃত, মোহবশ হলে কেহ না হই বিস্মিত।
অতঃপর চতুর্মুখ কহেন সুন্দর, রামের প্রভুত্ব একা জানে মহেশ্বর।

„ ৪ বৈনেতেয় শঙ্করের কাছে তুমি যাবে, অন্যত্র করিলে প্রশ্ন উত্তর না পাবে।
সেখানেই হবে তব সংশয়ের হানি, চলিল বিহঙ্গপতি শুনি ব্রহ্মা বাণী॥

দো ৮৩ পরম আতুর হ'য়ে বিহঙ্গের পতি, আসিল আমার কাছে তখন পার্বতি।
কুবেরের গৃহ পানে যেতেছিনু আমি, কৈলাশ আশ্রমে ছিলে সে সময়ে তুমি॥

চৌ ১ মম পদে সে করিল সাদরে প্রণাম, তৎপরে সংশয় তার মুখে শুনিলাম।
শুনিয়া বিনীত তার সেই মৃদুবাণী, সস্নেহে কহিনু তারে তখন ভবানি॥

„ ২ দেখা হল হে গরুড় পথের মাঝারে, এখন বুঝাই তোমা বলত কি করে।
বহুকাল কর যদি সাধুসঙ্গে বাস, তখন এ মোহ ভ্রম হইবে নিরাস॥

„ ৩ শুনিবে হরির কথা তথায় সুন্দর, নানা ভাবে মুনি যাহা গাহে নিরন্তর।
সে কথার আদি মধ্য আর অবসানে, শ্রীরাম জগত প্রভু প্রতিপাদ্য মানে॥

„ ৪ হরি কথা নিতি বৎস হয় যেই স্থানে, পাঠাব সেখানে গিয়া শোন এক মনে।
শুনিলে ঘুচিবে তব সকল সন্দেহ, রামের চরণে তব হবে দৃঢ় স্নেহ॥

দো ৮৪ সৎসঙ্গ না হ'লে নাহি হরিকথা হয়, তাহা বিনা মন হতে মোহ নাহি যায়।
মোহ নাহি গেলে জেনো রাম চরণেতে, অনুরাগ দৃঢ় নাহি হয় কোন মতে॥

চৌ ১ বিনা প্রেমে মেলেনা ত কখনো শ্রীরাম, করিলেও জপ যোগ বৈরাগ্য বিজ্ঞান।
উত্তর দিকেতে আছে নীল শৈল শ্রেণী, তথায় ভুষণ্ডী কাক পরম বিজ্ঞানী॥

„ ২ রাম ভক্তি পথে তিনি পরম প্রবীন, গুণগ্রাহী জ্ঞানী আর অতীব প্রাচীন।
রাম কথা কহে সেই কাক নিরন্তর, সমাদরে শোনে বহু বিহঙ্গ প্রবর॥

„ ৩ হরিগুন গান সেথা শুনো প্রাণভরি, মোহের জনিত দুঃখ যাবে দূরি সরি।
যখন কহিনু তারে বুঝায়ে এ মতে, মম পদে নতি করি চলে আনন্দেতে॥

„ ৪ রাম কৃপা মর্ম কি তা' বুঝিয়াছি বলি, না বুঝানু তারে আমি এখানে সকলি।
এখনো গরুড় কিছু করে অভিমান, তাহা দূর করিবারে চাহেন শ্রীরাম॥

চৌ ৫ কছু তেহি তেঁ পুনি মৈ নহিঁ রাখা, সমুঝই খগ খগ হী কৈ ভাখা।
প্রভুমায়া বলবন্ত ভবানী, জাহি ন মোহ কবন অস জ্ঞানী ॥

দো ৮৫ জ্ঞানী ভগত সিরোমনি ত্রিভুবন পতি কর জান।
তাহি মোহ মায়া নর পাবঁর করহিঁ গুমান ॥

দো ৮৬ সিব বিরঞ্চি কহঁ মোহই কো হই বপুরা আন।
অস জিয় জানি ভজহিঁ মুনি মায়াপতি ভগবান ॥

চৌ ১ গয়উ গরুড জহঁ বসই ভুসুণ্ডী, মতি অকুণ্ঠ হরিভগতি অখণ্ডী।
দেখি সৈল প্রসন্ন মন ভয়উ, মায়া মোহ সোচ সব গয়উ ॥

" ২ করি তড়াগ মজ্জন্ন জলপানা, বট তর গয়উ হৃদয় হরষানা।
বৃন্দ বৃন্দ বিহঙ্গ তহঁ আয়ে, সুনই রাম কে চরিত সুহারে ॥

" ৩ কথা আরম্ভ করই সোই চাহা, তেহী সময় গয়উ খগনাহা।
আবত দেখি সকল খগরাজা, হরষেউ বায়স সহিত সমাজা ॥

" ৪ অতি আদর খগপতি কর কীন্হা, স্বাগত পূছি সুআসন দীন্হা।
করি পূজা সমেত অনুরাগা, মধুর বচন তব বোলেউ কাগা ॥

দো ৮৭ নাথ কৃতারথ ভয়উ মৈ তব দরসন খগরাজ।
আয়সু দেহু সো করউঁ অব প্রভু আয়হু কেহি কাজ

দো ৮৮ সদা কৃতারথ রূপ তুম্হ কহ মৃদুবচন খগেস।
জেহি কৈ অস্তুতি সাদর নিজ মুখ কীন্হি মহেস ॥

চৌ ১ সুনহু তাত জেহি কারজ আয়উ, সো সব ভয়উ দরস তব পায়উ।
দেখি পরম পাবন তব আস্রম, গয়উ মোহ সংসয় নানা ভ্রম ॥

" ২ অব শ্রীরাম কথা অতি পাবনি, সদা সুখদ দুখ পুঞ্জ নসাবনি।
সাদর তাত সুনাবহু মোহী, বার বার বিনবউঁ প্রভু তোহী ॥

" ৩ সুনত গরুড় কৈ গিরা বিনীতা, সরল সুপ্রেম সুখদ সুপুনীতা।
ভয়উ তাসু নন পরমউছাহা, লাগ কহই রঘুপতি গুন গাহা ॥

" ৪ প্রথমহিঁ অতি অনুরাগ ভবানী, রাম চরিত সর কহেসি বখানী।
পুনি নারদ কর মোহ অপারা, কহেসি বহুরি রাবনঅবতারা ॥

" ৫ প্রভু অবতার কথা পুনি গাঈ, তব সিসুচরিত কহেসি মন লাঈ।

দো ৮৯ বালচরিত কহি বিবিধ বিধি মন মহু পরমউছাহু।
রিষিআগমন্ধ কহেসি পুনি শ্রীরঘুবীর বিবাহ ॥

চৌ ৫ উপরন্তু এইখানে না রাখিনু তারে, বিহঙ্গে বিহঙ্গ ভাষা বোঝে ভাল করে।
প্রভু মায়া বলবতী জানিও ভবানি, মায়ামুগ্ধ নাহি হয় কে এমন জ্ঞানী ॥

দো ৮৫ ভক্ত শিরোমণি জ্ঞানী যার পৃষ্ঠ দেশে, ত্রিভুবন পতি সদা ভ্রমে অনায়াসে।
তা'রি এ প্রবল মায়া মোহের সঞ্চার, সাধারণ লোক করে কিসে অহঙ্কার ॥
প্রাকৃত জনের তবে কি হইবে আর ॥

„ ৮৬ বিরিঞ্চি শঙ্কর উভে মোহবশ হন, অপর কাহার কথা করি নিবেদন।
ইহাই জানিয়া স্থির মনে মুনিগণ, মায়াপতি ভগবানে করেন ভজন ॥

চৌ ১ গরুড় চলিল যেথা ভূশুণ্ডী বিহার, শুদ্ধ বুদ্ধি হরিভক্তি অখণ্ড যাহার।
দেখি শৈল প্রসন্নতা মনেতে অপার, মায়া মোহ শোক ভ্রম দূরে গেল তার ॥

„ ২ সরোবরে করি স্নান করি জলপান, বটবৃক্ষ তলে গেল আনন্দ মহান।
দলে দলে আসে সেথা বিহঙ্গের দল, রামগাথা শুনি সবে আনন্দে বিহ্বল ॥

„ ৩ আরম্ভ করিবে কথা ভূশুণ্ডী যখন, পহুছিল খগরাজ সেখানে তখন।
আসিতে দেখিয়া তথা বিহঙ্গের রাজ, ভূশুণ্ডী হর্ষিত সাথে সকল সমাজ ॥

„ ৪ সমাদরে পক্ষীরাজে করিয়া গ্রহণ, স্বাগত করিয়া দিল প্রকৃষ্ট আসন।
অনুরাগে গরুড়ের পূজা সমাপনে, ভূশুণ্ডী কহিল তারে মধুর বচনে ॥

দো ৮৭ কৃতার্থ আজিকে আমি সকল সমাজ, তোমার দর্শনে প্রভু হে বিহঙ্গরাজ।
আদেশ করহ প্রভু এখন আমারে, কি কর্ম করিতে হবে কহ কৃপা করে ॥

„ ৮৮ কহেন বচনে মৃদু বিহঙ্গের রাজ, কৃতকৃত্য সদা তুমি শুধু নহে আজ।
নিজের মুখেতে যার প্রশংসা অশেষ, সাদরে করেন ব্যক্ত আপনি মহেশ ॥

চৌ ১ শুন বৎস যে কারণে এসেছিনু হেথা, তোমার দরশ মাত্র পেয়েছি আমি তা'।
পরম পবিত্র এই তোমার আশ্রম, দেখিয়া সংশয় নাই গেছে মোহ ভ্রম ॥

„ ২ এখন শ্রীরাম কথা পবিত্র পরম, সদাই সুখদ আর দুঃখের হরণ।
সাদরে শোনাও বৎস ইচ্ছা মোর হয়, বার বার এ মিনতি করিব তোমায় ॥

„ ৩ শুনিয়া গরুড় বাক্য বিনীত এরূপ, সপ্রেম সরল আর পবিত্র স্বরূপ।
পরম উৎসাহ হল ভূষণ্ডীর প্রাণে, আরম্ভিলা রঘুপতি গুণ গাথা গানে ॥

„ ৪ অতি অনুরাগে কহে প্রথমে ভবানি, শ্রীরাম চরিত কথা বিশদ বাখানি।
পুনঃ কহে নারদের মোহ সে অপার, তারপরে রাবণের অবতার ভার ॥

„ ৫ প্রভু অবতার কথা কহে পুনরায়, আবেশে বিভোর বাল চরিত কথায় ॥

দো ৮৯ বালচরিতের কথা বহু বর্ণনায়, পরম উচ্ছ্বাস তার হৃদে বহে যায়।
বিশ্বামিত্র আগমন শোনায় সে বাণী, শ্রীরঘুবীরের তথা বিবাহ কাহিনী ॥

চৌ ১ বহুরি রাম অভিষেক প্রসঙ্গা, পুনি নৃপবচন রাজ রস ভঙ্গা।
পুরবাসিন্হ কর বিরহ বিষাদা, কহেসি রাম লছিমন সম্বাদা॥
" ২ বিপিনগবন কেবটঅনুরাগা, সুরসরি উতরি নিবাস প্রয়াগা।
বালমীকি প্রভু মিলন বখানা, চিত্রকূট জমি বস ভগবানা॥
" ৩ সচিবাগমনু নগর নৃপমরনা, ভরতাগমনু প্রেম বহু বরনা।
করি নৃপক্রিয়া সঙ্গ পুরবাসী, ভরতু গয়ে জহঁ প্রভু সুখবাসী॥
" ৪ পুনি রঘুপতি বহু বিধি সমুঝায়ে, লেই পাদুকা অবধপুর আয়ে।
ভরতরহনি সুরপতি সুত করনী, প্রভু অরু অত্রি ভেট পুনি বরনী॥

দো ৯০ কহি বিরাধ বধ জেহি বিধি দেহ তজী সরভঙ্গ।
বরনি সুতীছন প্রীতি পুনি প্রভু অগস্তি সতসঙ্গ॥
চৌ ১ কহি দণ্ডক বন পাবনতাঈ, গীধ মইত্রী পুনি তেহি গাঈ।
পুনি প্রভু পঞ্চবটী কৃতবাসা, ভঞ্জী সকল মুনিন্হ কৈ ত্রাসা॥
" ২ পুনি লছিমন উপদেস অনূপা, সূপনখা জিমি কীন্হ কুরূপা।
খর দূষন বধ বহুরি বখানা, জিমি সবু মরমু দসানন জানা॥
চৌ ৩ দস কন্ধর মারীচ বতকহী, জেহি বিধি ভঈ সো সব তেহি কহী।
পুনি মায়াসীতা কর হরনা, শ্রীরঘুবীর বিরহ কছু বরনা॥
" ৪ পুনি প্রভু গীধক্রিয়া জিমি কীন্হী, বিধি কবন্ধ সবরিহি গতি দীন্হী।
বহুরি বিরহ বরনত রঘুবীরা, জেহি বিধি গয়ে সরোবরতীরা॥

দো ৯১ প্রভু নারদ সম্বাদ কহি মারুতি মিলন প্রসঙ্গ।
পুনি সুগ্রীবঁ মিতাঈ বালিপ্রান কর ভঙ্গ॥

" ৯২ কপিহি তিলক করি প্রভুকৃত সৈল প্রবরষন বাস।
বরনত বরষা সরদ কর রামরোষ কপিত্রাস॥
চৌ ১ জেহি বিধি কপিপতি কীস পঠায়ে, সীতাখোজন সকল সিধায়ে।
বিবরপ্রবেস কান্হ জেহি ভাঁতী, কপিন্হ বহোরি মিলা সম্পাতী॥
" ২ সুনি সব কথা সমীরকুমারা, নাঁঘত ভয়উ পয়োধি অপারা।
লঙ্কা কপি প্রবেস জিমি কীন্হা, পুনি সীতহী ধীরজু জিমি দীন্হা॥
" ৩ বন উজারি রাবনহিঁ প্রবোধী, পুর দহি নাঁঘেউ বহুরি পয়োধী।
আয়ে কপি সব জহঁ রঘুরাঈ, বৈদেহী কৈ কুসল সুনাঈ॥
" ৪ সেনসমেত জথা রঘুবীরা, উতরে জাই বারি নিধি তীরা।
মিলা বিভীষনু জেহি বিধি আঈ, সাগরনিগ্রহ কথা সুনাঈ॥

চৌ ১ তৎপরে শোনায় রাম অভিষেক আর, রাজার বচন দান রাজ্য ছারখার।
পুরবাসীদের সেই বিষাদ প্রখর, শ্রীরাম লক্ষ্মণ কথা কহে তারপর॥

„ ২ বন গমনের কথা কৈবর্ত্ত সখ্যতা, প্রয়াগে গঙ্গার পরে বাসের সে কথা।
প্রভুর বাল্মীকি সনে মিলনের গান, চিত্রকূটে যে কারণে যান ভগবান॥

„ ৩ অযোধ্যায় সুমন্ত্রের প্রতি আগমন, দশরথ শোকাগ্নিতে করিল মরণ।
ভরতের আগমন শোকাচ্ছন্ন পুরে, সপ্রেমে কহিল তাহা বিবিধ প্রকারে
নৃপের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পুরবাসী সনে, ভরত চলিল যেথা সুখরাশি বনে॥

„ ৪ রঘুপতি বহুভাবে ভরতে বোঝান, ভরত পাদুকা ল'য়ে পুরে ফিরি যান।
ভরত কি ভাবে রহে, জয়ন্ত কাহিনী, প্রভু অত্রি মিলনের কহিল বাখানি॥

দো ৯০ যে ভাবে বিরাধ বধ করেন শ্রীরাম, যে প্রকারে শরভঙ্গ ত্যজে ইহধাম।
সুতীক্ষ্ণ প্রেমের কথা করিল বর্ণন, প্রভুর অগস্ত্য সাথে সৎসঙ্গ মিলন॥

চৌ ১ দণ্ডকের পবিত্রতা কহিয়া তৎপরে, গৃধ্রের সখ্যতা গাহি শুনাইল তারে।
মুনিত্রাস বিমোচন করিয়া যেমনে, প্রভু বাস করিলেন পঞ্চবটী বনে॥

„ ২ লক্ষ্মণেরে উপদেশ সে কথা অনুপ, সূর্পনখা নাসা ছেদে যে করে কুরূপ।
খর দূষণের বধ কহে তার পরে, রাবণ সকল বার্তা জানিল কি করে॥

„ ৩ দশানন মারীচের কথোপ-কথন, যা কিছু হইল তাহা করিল বর্ণন।
পুনঃ মায়াসীতা খল করিল হরণ, শ্রীরাম বিরহ ব্যথা কিছু তারে ক'ন॥

„ ৪ গৃধ্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করেন শ্রীপতি, কবন্ধ বধের কথা, শবরীর গতি।
পুনঃ রাম বিরহের করিল বর্ণন, পম্পা তীরে চলিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥

দো ৯১ নারদ প্রভুরে মিলে কহে সে সকল, মারুতি মিলন কথা কহে অবিকল।
সুগ্রীবের সাথে রাম করেন সখ্যতা, বালীরে বধেন রাম কহিল সে কথা॥

দো ৯২ কপির তিলক হয় রামের বিধান, প্রবর্ষণ শৈল পরে প্রভু অবস্থান।
বর্ষা ও শরত্ ঋতু করিল বর্ণন, রামক্রোধে সুগ্রীবের ত্রাসের কারণ॥

চৌ ১ যে প্রকারে কপিপতি পাঠাইল চর, যে ভাবে সীতারে খোঁজে সকল বানর।
বিবরে প্রবেশ কথা কহিল বর্ণিয়া, সম্পাতির সাথে দেখা হল কি করিয়া॥

„ ২ শুনিয়া সকল কথা পবন নন্দন, করিল কি করে সেই সাগর লঙ্ঘন।
লঙ্কায় প্রবেশ কপি কি প্রকারে করে, সীতারে সান্ত্বনা কপি দিল কি প্রকারে॥

„ ৩ উজাড়' অশোক বন বুঝায়ে রাবণে, লঙ্কা দহি' পয়োনিধি উত্তরি লঙ্ঘনে।
আসে ফিরে সব কপি যেথা রঘুপতি, সীতার কুশল বার্তা শোনাল মারুতি॥

„ ৪ সসৈন্যে কেমন করি রাম রঘুবীর, আসিয়া পৌছান সেই বারিনিধি তীর।
বিভীষণ আসি সেথা হলেন মিলিত, বারি নিগ্রহের কথা করিল বিদিত॥

দো ৯৩ সেতু বাঁধি কপিসেন জিমি উতরী সাগরপার।
গয়উ বসীঠী বীরবর জেহি বি ধিবালিকুমার ॥

দো ৯৪ নিসিচর কীস লরাঈ বরনেসি বিবিধ প্রকার।
কুম্ভকরন ঘননাদ কর বল পৌরুষ সংহার ॥

চৌ ১ নিসিচর নিকর মরন বিধি নানা, রঘুপতি রাবন সমর বখানা।
রাবনবধ মন্দোদরি সোকা, রাজু বিভীষন দেব অসোকা ॥

" ২ সীতা রঘুপতি মিলন বহোরী, সুরন্হ কীন্হি অস্তুতি কর জোরী।
পুনি পুষ্পক চঢ়ি কপিন্হ সমেতা, অবধ চলে প্রভু কৃপানিকেতা ॥

" ৩ জেহি বিধি রাম নগর নিজ আয়ে, বায়স বিসদ চরিত্র সব গায়ে।
কহেসি বহোরি রাম অভিষেকা, পুর বরনন নৃপনীতি অনেকা ॥

" ৪ কথা সমস্ত ভুসুণ্ডি বখানী, জো মৈ তুম্হ সন কহী ভবানী।
সুনি সব রামকথা খগনাহা কহত বচন মন পরমউছাহা ॥

সো ২ গয়উ মোর সন্দেহ সুনেউ সকল রঘুপতি চরিত।
ভয়উ রামপদ নেহ তব প্রসাদ বায়সতিলক ॥

" ৩ মোহি ভয়উ অতি মোহ প্রভুবন্ধন রন মহুঁ নিরখি।
চিদানন্দ সন্দোহ রামু বিকল কারন কবন ॥

চৌ ১ দেখি চরিত অতি নর অনুসারী, ভয়উ হৃদয় মম সংসয় ভারী।
সোই ভ্রম অব হিতকর মৈঁ জানা, কীন্হ অনুগ্রহ কৃপানিধানা ॥

" ২ জো অতি আতপ ব্যাকুল হোঈ, তরুছায়া সুখ জানই সোঈ।
জৌ নহি হোত মোহ অতি মোহী, মিলতেউঁ তাত কবন বিধি তোহী ॥

" ৩ সুনতেউঁ কিমি হরিকথা সুহাঈ, অতিবিচিত্র বহু বিধি তুমহ গাঈ।
নিগমাগম পুরানমত এহা, কহহিঁ সিদ্ধ মুনি নহিঁ সন্দেহা ॥

" ৪ সন্ত বিসুদ্ধ মিলহিঁ পরি তেহী, চিতবহিঁ রাম কৃপা করি জেহী।
রামকৃপা তব দরসনু ভয়উ, তব প্রসাদ মম সংসয় গয়উ ॥

দো ৯৫ সুনি বিহঙ্গপতি বানী সহিত বিনয় অনুরাগ।
পুলক গাত লোচন সজল মন হরষেউ অতি কাগ ॥

দো ৯৬ স্রোতা সুমতি সুসীল সুচি কথা রসিক হরিদাস।
পাই উমা অতি গোপ্য জপি সজ্জন করহিঁ প্রকাস ॥

চৌ ১ বোলেউ কাগভুসুণ্ডি বহোরী, নভগনাথ পর প্রীতি ন থোরী।
সব বিধি নাথ পূজ্য তুম্হ মেরে, কৃপাপাত্র রঘুনায়ক কেরে ॥

" ২ তুম্হহিঁ ন সংসয় মোহ ন মায়া, মো পর নাথ কীন্হি তুম্হ দায়া।
পঠই মোহ মিস খগপতি তোহী, রঘুপতি দীন্হি বড়াঈ মোহী ॥

দো ৯৩ বাঁধি সেতু কপিসেনা যেই প্রকারেতে, উত্তরিল মহাসিন্ধু অপর প্রান্তেতে।
রামদূত হ'য়ে সেথা বালীর কুমার, রাবণের সভা মাঝে পশে যে প্রকার ॥

„ ৯৪ কপি ও রাক্ষসগণে ভয়ঙ্কর রণ, বিবিধ প্রকারে তাহা করিল বর্ণন।
কুম্ভকর্ণ মেঘনাদ পৌরুষ পরম, কি ভাবে চুর্ণিত হই' লভিল মরণ ॥

চৌ ১ নিশাচরগণ সবে মরিল কি মতে, রাম ও রাবণ যুদ্ধ কহে বিধিমতে।
রাবণের মৃত্যু আর মন্দোদরী শোক বিভীষণে রাজ্য দান সুখী দেবলোক ॥

„ ২ রঘুপতি সীতা দেবী মিলনের বাণী, দেবতার স্তব স্তুতি কহে সে কাহিনী।
পুষ্পক রথেতে করি সীতাদেবী সনে, অযোধ্যায় চলিলেন কৃপানিকেতনে ॥

„ ৩ যে ভাবে আসেন রাম পুর সন্নিধানে, নির্মল চরিত্র কাক বাখানিল গানে।
তৎপরে কহিল রাম অভিষেক বাণী, পুর শোভা রাজধর্ম কহিল বাখানি ॥

„ ৪ সব কথা যাহা তোমা বলেছি ভবানি, সকল বৃত্তান্ত কহে ভূশুণ্ডী বাখানি।
শুনি শুভ রামকথা গরুড় তখন, গত মোহ আনন্দেতে ভরে তার মন ॥

সো ২ সকল সন্দেহ দূর হল মন হ'তে, শ্রীরাম চরিত কথা শুনিতে শুনিতে।
বায়স তিলক তব প্রসাদ সরূপ, রাম পদে প্রেম মোর হল অপরূপ ॥

„ ৩ প্রভুর বন্ধন দশা নিরখিয়া রণে, প্রবল সংশয় মোহ হয়েছিল মনে।
চিদানন্দ ঘন রাম পূর্ণ অবতার, তাঁহারে বিকল দেখি কি কারণ তার ॥

চৌ ১ দেখিয়া চরিত তাঁর নরের মতন, হইল হৃদয় মোর সংশয়ে মগন।
সে ভ্রমে হয়েছে হিত এবে বুঝিলাম, করেছেন অনুগ্রহ কৃপার নিধান ॥

„ ২ প্রখর রবির তাপে যে হয় আতুর, সেই জানে তরুতল ছায়া কি মধুর।
এরূপ প্রবল মোহ না হলে আমার, কি ভাবে তোমার দেখা পেতাম এবার ॥

„ ৩ যে বিচিত্র হরিকথা নানারূপ গানে, গাহিলে সে কথা আর শুনি কোনখানে ॥
শ্রুতি ও পুরাণ শাস্ত্র কহিবে ইহাই, সিদ্ধ মুনি কহে ইহা সন্দেহ ত নাই ॥

„ ৪ রামচন্দ্র কৃপাদৃষ্টি পড়ে যার পানে, সেই শুধু পায় দেখা সাধু সন্তজনে।
তোমার দর্শন পাই রামের কৃপায়, তোমারি কৃপাতে মোর এ সন্দেহ যায় ॥

দো ৯৫ বিনয় ও অনুরাগে মিশ্রিত এমনি, বিহঙ্গপতির এই সুমধুর বাণী।
শুনিয়া ভূশুণ্ডী হ'ন অতি আনন্দিত, সজল নয়ন তার গাত্র পুলকিত ॥

দো ৯৬ সুশীল সুমতি আর রসিক শ্রবণ, হরিপদে ভক্ত শ্রোতা পাইলে এমন।
সজ্জনে তাহার কাছে নানা গুপ্ত কথা, প্রকাশ করেন উমা জানিও একথা ॥

চৌ ১ খগচারীপতি পরে প্রীতি অতিশয়, ভূশুণ্ডী তাহার পরে কহেন তাহায়।
সকল প্রকারে নাথ তুমি পূজনীয়, রামকৃপা তব পরে নাহিক সন্দেহ ॥

„ ২ তোমার না আছে মোহ মায়া বা সংশয়, অপার তোমার দয়া মোরে কৃপাময়।
লোকের ছলনা করি তোমা খগপতি, আমারে গৌরব দিতে পাঠান শ্রীপতি ॥

চৌ ৩ তুম্হ নিজ মোহ কহ খগসাঈঁ, সো নহিঁ কছু আচরজ গোসাঈঁ।
নারদ ভব বিরঞ্চি সনকাদী, জে মুনিনায়ক আতমবাদী।

" ৪ মোহ ন অন্ধ কীন্হ কেহি কেহী, কো জগ কাম নচাৰ ন জেহী।
তৃষ্ণা কেহি ন কীন্হ বৌরহা, কেহি কর হৃদয় ক্রোধ নহিঁ দহা॥

দো ৯৭ জ্ঞানী তাপস সূর কবি কোবিদ গুনআগার।
কেহি কৈ লোভ বিড়ম্বনা কীন্হি ন এহি সংসার॥

" ৯৮ শ্রীমদ্ বক্র ন কীন্হ কেহি প্রভুতা বধির ন কাহি।
মৃগ লোচনি লোচন সর কো অস লাগ ন জাহি॥

চৌ ১ গুন কৃত সন্যপাত নহিঁ কেহী, কোউ ন মান মদ তজেউ নিবেহী।
জোবনজ্বর কেহি নহিঁ বলকাবা, মমতা কেহি কর জসু ন নসাবা॥

" ২ মচ্ছর কাহি কলঙ্ক ন লাবা, কাহি ন সোকসমীর ডোলাবা।
চিন্তাসাঁপিন কো নহিঁ খায়া, কো জগ জাহি ন ব্যাপী মায়া॥

" ৩ কীট মনোরথ দারু সরীরা, জেহি ন লাগ ঘুন কো অস ধীরা।
সুত বিত লোক ঈষনা তীনী, কেহি কৈ মতি ইন্হ কৃত ন মলীনী॥

" ৪ যহ সব মায়া কর পরিবারা, প্রবল অমিত কো বরনই পারা।
সিব চতুরানন জাহি ডেরাহীঁ অপর জীব কেহি লেখে মাহীঁ॥

দো ৯৯ ব্যাপি রহেউ সংসার মহুঁ মায়াকটক প্রচণ্ড।
সেনাপতি কামাদি ভট দম্ভ কপট পাখণ্ড॥

" ১০০ সো দাসী রঘুবীর কৈ সমুঝৈ মিথ্যা সোপি।
ছূট ন রাম কৃপা বিনু নাথ কহউঁ পদ রোপি॥

চৌ ১ জো মায়া সব জগহি নচাবা, জাসু চরিত লখি কাহু ন পাবা।
সোই প্রভু ভ্রূবিলাস খগরাজা, নাচ নটী ইৰ সহিত সমাজা॥

" ২ সোই সচ্চিদানন্দঘন রামা, অজ বিজ্ঞানরূপ গুনধামা।
ব্যাপক ব্যাপ্য অখণ্ড অনন্তা, অখিল অমোঘসক্তি ভগবন্তা॥

" ৩ অগুন অদম্ভ গিরাগোতীতা, সবদরসী অনবদ্য অজীতা।
নির্মল নিরাকার নির্মোহা, নিত্য নিরঞ্জন সুখসন্দোহা॥

" ৪ প্রকৃতিপার প্রভু সব উর বাসী, ব্রহ্ম নিরীহ বিরজ অবিনাসী।
ইহাঁ মোহ কর কারন নাহীঁ, রবিসনমুখ তম কবহুঁ কি জাহীঁ॥

দো ১০১ ভগত হেতু ভগবান প্রভু রাম ধরেউ তনু ভূপ।
কিয়ে চরিত পাবন পরম প্রাকৃত নর অনুরূপ॥

চৌ ৩ তোমার মোহের কথা কহিছ গোঁসাই, ইহাতে আশ্চর্য কিছু হইবার নাই।
নারদ বিরিঞ্চি শিব সনকাদি মুনি, মহাতপা মুনি শ্রেষ্ঠ যারা আত্মজ্ঞানী॥

„ ৪ মোহবশে নহে কেবা অন্ধ মোরে কহ, জগতে কে আছে নহে কামেতে সম্মোহ।
তৃষ্ণাতে পাগল নহে আছে কোনজন, কাহার হৃদয় ক্রোধে না করে দহন॥

দো ৯৭ তাপস পণ্ডিত কবি গুণের আধার, দেবতাগণের মাঝে কে আছে যাহার।
বিড়ম্বনা ভোগ কোন নাহি একেবারে, লোভের মোহেতে পড়ি এ ভব সংসারে॥

„ ৯৮ কুটিল না করে কারে বহুধন মদে, বধির না করে কারে প্রভুত্ব আস্বাদে।
মৃগনয়নীর সেই কটাক্ষ বাণেতে, কে না হত হইয়াছে এ মর জগতে॥

চৌ ১ গুণের ত্রিদোষে নাহি ভোগে কেবা জ্বরে, কে নহে বেষ্টিত তার মদ অহঙ্কারে।
কে না বকে প্রলাপেতে যৌবনের জ্বরে, আসক্তি কাহার কহ যশ নাহি হরে॥

„ ২ ঈর্ষাজ্বরে জর্জরিত কলঙ্কে কে নহে, শোকের সমীর কার চিত্তে নাহি বহে।
দুশ্চিন্তা সর্পিনী কারে না করে দংশন, কে আছে মায়াতে নাহি করে সম্মোহন॥

„ ৩ দারুময় এ শরীর মনোরথ ঘূণ, কাটেনি কাহারে কেবা এমন নির্গুণ।
ধন-পুত্র-যশ ইচ্ছা এই স্পৃহা তিন, কাহার না করিয়াছে হৃদয় মলিন॥

„ ৪ ইহারা সকলি হল মায়া পরিবার, অমিত প্রবল এরা বর্ণনা অপার।
শিব ব্রহ্মা সশঙ্কিত প্রতাপে যাহার, অপর জীবের কথা বলিব কি আর॥

দো ৯৯ মায়ার সেনাতে ঘেরা সমগ্র সংসার, প্রবল প্রতাপে যারা করিছে বিহার।
কামাদি সেনানী তার নির্দেশে তাহার, সৈন্য দম্ভ কুটিলতা কপটতা আর॥

„ ১০০ সেই মহামায়া হয় রাম অনুগতা, জ্ঞানের উদয়ে সেই মায়া অপগতা।
কিন্তু রামকৃপা বিনা মায়া নাহি যায়, দৃঢ়ভাবে কহিলাম এ কথা নিশ্চয়॥

চৌ ১ সেই মায়া সকলেরে নাচায় জগতে, চরিত্র যাহার কেহ না পারে দেখিতে।
সে মায়াই খগরাজ প্রভু ভ্রূকুটিতে, দলবল নিয়া নাচে নটীর নৃত্যেতে॥

„ ২ অখণ্ড অনন্ত ব্রহ্ম সর্ব ব্যাপ্তমান, অব্যর্থ অখিল সেই এক ভগবান।
তিনিই সচ্চিদানন্দ নবঘন শ্যাম, বিশিষ্ট বিজ্ঞান রূপ অজ গুণধাম॥

„ ৩ অদম্ভ নির্গুণ বাক্ ইন্দ্রিয় অতীত, অনবদ্য সর্বদর্শী পরাজয়াতীত।
মোহহীন গুণহীন শুদ্ধ নিরাকার, পরমাত্মা নিত্য তিনি সর্ব সুখাধার॥

„ ৪ প্রকৃতির ঊর্দ্ধে তিনি সর্ব অন্তর্যামী, নিশ্চেষ্ট নির্মল সেই অবিনাশী স্বামী।
মোহের কারণ কিছু নাহি ত ইহাতে, সূর্য কাছে অন্ধকার পারে কি যাইতে॥

দো ১০১ ভক্তের প্রত্যক্ষ লাগি রাম ভগবান, মনুষ্য রাজার বেশে অবতীর্ণ হন।
নরবেশে নরলীলা নর অনুরূপ, দেখান সবারে তিনি পবিত্র স্বরূপ॥

দো ১০২ জথা অনেক বেষ ধরি নৃত্য করই নট কোই।
সোই সোই ভাব দেখাবঈ আপুন হোই ন সোই ॥

চৌ ১ অসি রঘুপতি লীলা উরগারী, দনুজবিমোহনি জনসুখকারী।
জে মতিমলিন বিষয়বস কামী, প্রভু পর মোহ ধরহিঁ ইমি স্বামী ॥

„ ২ নয়নদোষ জা কহুঁ জব হোঈ, পীতবরন সসি কহুঁ কহ সোঈ।
জব জেহি দিসিভ্রম হোই খগেসা, সো কহ পচ্ছিম উয়উ দিনেসা ॥

„ ৩ নৌকারূঢ় চলত জগ দেখা, অচল মোহবস আপুহি লেখা।
বালক ভ্রমহিঁ ন ভ্রমহি গৃহাদী, কহহিঁ পরসপর মিথ্যাবাদী ॥

„ ৪ হরি বিষৈক অস মোহ বিহঙ্গা, সপনেহুঁ নহিঁ অজ্ঞান প্রসঙ্গা।
মায়াবস মতিমন্দ অভাগী, হৃদয় জবনিকা বহু বিধি লাগী ॥

„ ৫ তে সঠ হঠবস সংসয় করহীঁ, নিজ অজ্ঞান রাম পর ধরহীঁ।

দো ১০৩ কাম ক্রোধ মদ লোভ রত গৃহাসক্ত দুখরূপ।
তে কিমি জানহিঁ রঘুপতিহিঁ মূঢ় পরে তমকূপ ॥

„ ১০৪ নির্গুনরূপ সুলভ অতি সগুন ন জানহিঁ কোই।
সুগম অগম নানা চরিত সুনি মুনিমন ভ্রম হোই ॥

চৌ ১ সুনু খগেস রঘুপতি প্রভুতাঈ, কহউঁ জথামতি কথা সুহাঈ।
জেহি বিধি মোহ ভয়উ প্রভু মোহী, সো সব কথা সুনাবউঁ তোহী ॥

„ ২ রাম কৃপা ভাজন তুম্হ তাতা, হরি গুন প্রীতি মোহি সুখদাতা।
তা তেঁ নহিঁ কছু তুম্হহি দুরাবউঁ, পরম রহস্য মনোহর গাবউঁ ॥

„ ৩ সুনহু রাম কর সহজ সুভাউ, জন অভিমান ন রাখহিঁ কাউ।
সংসৃতমূল শূলপ্রদ নানা, সকল সোক দায়ক অভিমানা ॥

„ ৪ তা তেঁ করহিঁ কৃপানিধি দূরী, সেবক পর মমতা অতি ভূরী।
জিমি সিসুতন ব্রম হোই গুসাঈঁ, মাতু চিরাব কঠিন কী নাঈঁ ॥

দো ১০৫ জদপি প্রথম দুখ পাবই রোবই বাল অধীর।
ব্যাধি নাস হিত জননী গনত ন সো সিসুপীর ॥

„ ১০৬ তিমি রঘুপতি নিজ দাস কর হরহিঁ মান হিত লাগি।
তুলসিদাস ঐসে প্রভুহিঁ কস ন ভজসি ভ্রম ত্যাগি ॥

চৌ ১ রাম কৃপা আপনি জড়তাঈ, কহউঁ খগেস সুনহু মন লাঈ।
জব জব রাম মনুজতনু ধরহীঁ, ভক্ত হেতু লীলা বহু করহীঁ ॥

„ ২ তব তব অবধপুরী মৈঁ জাউ, বালচরিত বিলোকি হরষাউঁ।
জনমমহোৎসব দেখউঁ জাঈ, বরষ পাঁচ তহঁ রহউঁ লোভাঈ ॥

দো ১০২ অভিনেতা যে ভাবেতে ভিন্নরূপ ধরে, অভিনয়ে অভিভূত করে দর্শকেরে।
যে বেশ গ্রহণ করে সে রূপ দেখায়, তথাপি সে রূপ তার নিজস্ব ত নয় ॥
চৌ ১ রঘুপতি লীলা হল এই ত সর্পারি, দনুজে মোহিত করে ভক্তে হিতকারী।
মলিন বিষয়াসক্ত কদাচারী কামী, সেই করে প্রভুপরে দোষারোপ স্বামি ॥
„ ২ নয়নে যাহার ব্যাধি সে দেখে সতত, আকাশেতে পূর্ণশশী পীতবর্ণ মত।
দিগ্‌ভ্রান্ত যেইজন সে কহে খগেশ, পশ্চিমে উদিত হয় নিশ্চয় দিনেশ ॥
„ ৩ নৌকারূঢ় দেখে বিশ্ব চলন্ত অস্থির, মোহবশে মনে করে আপনারে স্থির।
ঘূর্ণিত বালক দেখে গৃহদ্বার ঘোরে, সঙ্গী সবে মিথ্যাবাদী কহে পরস্পরে ॥
„ ৪ হরির প্রসঙ্গে এই মোহ খগপতি, স্বপনেও নাহি হয় যেন এ দুর্মতি।
মায়া বশে মন্দমতি অভাগা যেজন, তারি হৃদে যবনিকা দোলে সর্বক্ষণ ॥
„ ৫ সে শঠ সন্দেহ করে নিজে জোর করে, চাপায় মূর্খতা তার রামের উপরে।
দো ১০৩ কাম ক্রোধ অহঙ্কার লোভে লিপ্ত যারা, দুঃখময় গৃহমাঝে আবদ্ধ যাহারা।
অন্ধকূপে নিমজ্জিত তাহারা সতত, কি করে জানিবে রামে তাহারা কহত ॥
„ ১০৪ প্রভুর নির্গুণ রূপ সুলভ হৃদয়ে,* সগুণ রূপটি তাঁর বোধগম্য নহে।
সহজ দুর্বোধ্য কত বিচিত্র লীলায়, শুনিয়া মুনিরও মনে ভ্রম উপজয়।
চৌ ১ রামের প্রভুত্ব শুন খগপতি কত, কহি সে সুন্দর কথা মোর সাধ্য মত।
হয়েছিল প্রভু মোর মোহ যে প্রকারে, সে সব বর্ণন করি শুনাব তোমারে ॥
„ ২ রামকৃপা বরষিত তোমা পরে তাত, সেই মোর প্রিয় যেবা হরিগুণে প্রীত।
এ কারণ তোমা কাছে কিছু লুকাবনা, কহিব মনোজ্ঞ সেই রহস্য ঘটনা ॥
„ ৩ রামের স্বভাব শুন সহজ মধুর, ভক্তজন অভিমান দেন করে দূর।
জনম মরণ মূলে এই অভিমান, সকল দুঃখের ইহা একই নিদান ॥
„ ৪ তাইত ভক্তেরে তিনি করেন উদ্ধার, সেবকের প্রতি স্নেহ তাঁহার অপার।
দুষ্ট ব্রণ হলে পরে শিশুর শরীরে, কঠিন হৃদয়ে মাতা দেন তাহা চিরে ॥
দো ১০৫ যদিও প্রথমে দুঃখ পাইবে নিশ্চয়, রোদন করিবে শিশু অধীর হিয়ায়।
ব্যাধির নাশের হেতু জননী তখন, উপেক্ষা করেন সেই শিশুর ক্রন্দন ॥
„ ১০৬ সেইরূপ রঘুপতি জানি ভক্ত মন, হিত লাগি অভিমান করেন হরণ।
রে তুলসীদাস তুই এমন প্রভুরে, কেন না ভজিস মায়া মদমোহ ছেড়ে ॥
চৌ ১ রামের করুণা আর আমার মূর্খতা, হে খগেশ মনোযোগে শুন সে বারতা।
যখনি মনুষ্য তনু ধরিয়া শ্রীরাম, ভক্ত সুখে করেছেন লীলা অবিরাম ॥
„ ২ তখনি গিয়েছি আমি অযোধ্যা নগরে, বালক রামেরে দেখি মন গেছে ভরে।
জন্মমহোৎসব তাঁর দেখিব বলিয়া, পাঁচটি বছর সেথা রহি লুব্ধ হিয়া ॥

---

* নির্গুন রূপের বিকল্প নাই, যেহেতু ধারণা করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

চৌ ৩ ইষ্টদেব মম বালক রামা, সোভা বপুষ কোটি সত কামা।
নিজ প্রভু বদন নিহারি নিহারী, লোচন সুফল করউঁ উরগারী ॥
„ ৪ লঘু বায়সবপু ধরি হরিসঙ্গা, দেখউঁ বালচরিত বহুরঙ্গা ॥

দো ১০৭ লরিকাঈঁ জহঁ জহঁ ফিরহিঁ তহঁ তহঁ সঙ্গ উড়াউঁ।
জুঠনি পরই অজির মহঁ সোই উঠাই করি খাউঁ ॥
„ ১০৮ এক বার অতিসয় সব চরিত কিয়ে রঘুবীর।
সুমিরত প্রভুলীলা সোই পুলকিত ভয়উ সরীর ॥
চৌ ১ কহই ভুসুণ্ডি সুনহু খগনায়ক, রামচরিত সেবক সুখ দায়ক।
নৃপমন্দির সুন্দর সব ভাঁতী, খচিত কনক মনি নানা জাতী ॥
„ ২ বরনি ন জাই রুচির অঙ্গনাঈ, জহঁ খেলহিঁ নিত চারিউ ভাঈ।
বালবিনোদ করত রঘুরাঈ, বিচরত অজির জননি সুখদাঈ ॥
„ ৩ মরকতমৃদুল কলেবর স্যামা, অঙ্গ অঙ্গ প্রতি ছবি বহু কামা।
নব রাজীব অরুন মৃদু চরনা, পদজ রুচির নখ সসি দুতি হরনা ॥
„ ৪ ললিত অঙ্ক কুলিসাদিক চারী, নূপুর চারু মধুর রব কারী।
চারু পুরট মনি রচিত বনাঈ, কটি কিঙ্কিনি কল মুখর সুহাঈ ॥
দো ১০৯ রেখা ত্রয় সুন্দর উদর নাভি রুচির গম্ভীর।
উর আয়ত ভ্রাজত বিবিধ বালবিভুষন বীর ॥
চৌ ১ অরুন পানি নখকরজ মনোহর, বাহু বিসাল বিভূষন সুন্দর।
কম্বু বালকেহরি দর গ্রীবাঁ, চারু চিবুক আনন ছবিসীবাঁ ॥
„ ২ কলবল বচন অধর অরুনায়ে, দুই দুই দসন বিসদ বর বারে।
ললিত কপোল মনোহর নাসা, সকল সুখদ সসি কর সম হাঁসা ॥
„ ৩ নীল কঞ্জ লোচন ভবমোচন, ভ্রাজত ভাল তিলক গোরোচন।
বিকট ভৃকুটি সম শ্রবন সুহায়ে, কুঞ্চিত কচ মেচক ছবি ছায়ে ॥
„ ৪ পীত ঝীনি ঝিগুলী তন সোহী, কিলকনি চিতবনি ভাবতি মোহী।
রূপরাসি নৃপ অজির বিহারী, নাচহিঁ নিজ প্রতিবিম্ব নিহারী ॥
„ ৫ মোহি সন করহিঁ বিবিধ বিধি ক্রীড়া, বরনত চরিত হোত মোহি ব্রীড়া।
কিলকত মোহি ধরন জব ধাবহিঁ, চলউঁ ভাগি তব পূপ দেখাবহিঁ ॥
দো ১১০ আবত নিকট হঁসহিঁ প্রভু ভাজত রুদন করাহি।
জাউঁ সমীপ গহন পদ ফিরি ফিরি চিতই পরাহিঁ ॥
„ ১১১ প্রাকৃত সিসু ইব লীলা দেখি ভয়উ মোহি মোহ।
কবন চরিত করত প্রভু চিদানন্দ সন্দোহ ॥

চৌ ৩ মোর ইষ্টদেব সেই বালক শ্রীরাম, সৌন্দর্য তাঁহার যেন শতকোটি কাম।
আপনার ইষ্টদেবে নেহারি নেহারি, নয়ন সফল করি জানিও সর্পারি॥
„ ৪ লঘু বায়সের দেহ ধরি প্রভু সাথে, বাল চরিতের লীলা দেখি বহু মতে।

দো ১০৭ তুলে তুলে যেথা যেথা যেতেন শ্রীরাম, সেথা সেথা উড়ি উড়ি আমি যাইতাম।
উচ্ছিষ্ট খাদ্যের কিছু পড়ে আঙিনাতে,খুঁটিয়া তা খাইতাম পরম সুখেতে॥
দো ১০৮ অতীব শৈশব কালে রাম একবার, বাল্যলীলা দেখালেন আমারে অপার।
সেই প্রভুলীলা আজো করিলে স্মরণ, পুলকিত হয়ে ওঠে মোর দেহ মন॥
চৌ ১ কহিল ভূশুণ্ডী শুন হে খগ নায়ক, রামের চরিত কথা আনন্দ দায়ক।
নৃপের ভবন সেথা পরম সুন্দর, খচিত মণিতে নানা অতি মনোহর॥
„ ২ আঙিনার সে সৌন্দর্য বর্ণিতে না পারি, খেলিত সেথায় নিত্য ছুটি ভ্রাতা চারি।
যখন ঘোরেন রাম বাল বিনোদনে, দেখিয়া পরম সুখী হয় মাতাগণে॥
„ ৩ কোমল গাত্রের বর্ণ মরকত শ্যাম, প্রতি অঙ্গে অঙ্গে ছবি যেন শত কাম।
রাতুল চরণ তার কি শোভা তাহার, পদ নখ শশী দ্যুতি হরে অনিবার॥
„ ৪ ধ্বজ পদ্ম বজ্রাঙ্কুশ চারি চিহ্ন পদে, নূপুর সুন্দর পায়ে মধু শ্রবণেতে।
কটিতে মেখলা বাজে মৃদু কিঙ্কিনিতে, রচিত পরম চারু সুবর্ণ মণিতে॥
দো ১০৯ কটিতটে ত্রিবলির রেখা মনোহর, নাভিকুণ্ড গভীরতা পরম সুন্দর।
আয়ত বক্ষের পরে বাল বিভূষণ, শোভিত বিচিত্র মালা খচিত কাঞ্চন॥
„ ১ অঙ্গুলি অরুণ নখে কিবা সুশোভন, বিশাল বাহুতে শোভে বিচিত্র ভূষণ।
বৃষস্কন্ধ কম্বুগ্রীব সুচারু চিবুক, পরম সুন্দর ছবি সুকুমার মুখ॥
„ ২ আধ আধ কথা ফোটে অরুণ অধরে, শ্বেত শুভ্র ছুটি দন্ত কিবা শোভা ধরে।
অতুল নাসিকা শোভা লম্বিত কপোল, শশীর কিরণ সম হাসি ঝলমল॥
„ ৩ নীল পদ্ম সম নেত্র ভয় বিমোচন, ভালেতে তিলক শোভে পীত গোরোচন।
বঙ্কিম ভ্রূলতা রেখা কর্ণ পাশে যায়,কুঞ্চিত সে কেশদাম কিবা শোভা পায়॥
„ ৪ পীত সূক্ষ্ম অঙ্গরাখা শরীরে শোভিত, আধ আধ কলধ্বনি কি ভাল লগিত।
রূপরাশি বিচ্ছুরিত সারা আঙিনাতে, নাচিতেন প্রভু নিজ প্রতিবিম্ব সাথে॥
„ ৫ খেলিতেন মোর সাথে কতই না খেলা, সম্ভ্রম জাগায় মনে ভাবি এই বেলা।
আমারে ধরিতে যান খিলখিল হেসে, মিঠাই দেখান যবে উড়িতাম পাশে॥
দো ১১০ নিকটে আসিলে প্রভু হাসেন মধুর, কাঁদিতে লাগেন যবে যাই আমি দূর।
নিকটে যখন যাই চরণ ছুঁইতে, দূরেতে পালান ফিরি চাহিতে চাহিতে॥
„ ১১১ মানব শিশুর মত দেখি এইখেলা, মোহেতে ভরিল মন না বুঝিনু লীলা।
প্রভু মোর যিনি হন চিদানন্দ ধাম, চরিত্র এমন কেন মানব সমান॥

চৌ ১ এতনা মন আনত খগরায়া, রঘুপতি প্রেরিত ব্যাপী মায়া।
সো মায়া ন দুখদ মোহি কাহীঁ, আন জীব ইব সংসৃতি নাহীঁ ॥
" ২ নাথ ইহাঁ কছু কারন আনা, সুনহু সো সাবধান হরিজানা।
জ্ঞান অখণ্ড এক সীতাবর, মায়াবস্য জীব সচরাচর ॥
" ৩ জৌঁ সব কে রহ জ্ঞান এক রস, ঈশ্বর জীবহিঁ ভেদ কহহু কস।
মায়াবস্য জীব অভিমানী, ঈসবস্য মায়া গুণখানী ॥
" ৪ পরবস জীব স্ববস ভগবন্তা, জীব অনেক এক শ্রীকন্তা।
মুধা ভেদ জদ্যপি কৃত মায়া বিনু হরি জাই ন কোটি উপায়া ॥
দো ১১২ রামচন্দ্র কৈ ভজন বিনু জো চহ পদ নির্বান।
জ্ঞানবন্ত অপি সো নর পসু বিনু পূছ বিখান ॥
" ১১৩ রাকাপতি ষোড়স উঅহিঁ তারা গন সমুদাই।
সকল গিরিন্হ দব লাইয় বিনু রবি রাতি ন জাই ॥
চৌ ১ ঐসেহি বিনু হরিভজন খগেসা, মিটই ন জীবন্হ কের কলেসা।
হরি সেবকহিঁ ন ব্যাপ অবিদ্যা, প্রভুপ্রেরিত ব্যাপই তেহি বিদ্যা ॥
" ২ তা তেঁ নাস ন হোই দাস কর, ভেদ ভগতি বাঢ়ই বিহঙ্গবর।
ভ্রম তেঁ চকিত রাম মোহি দেখা, বিহঁসে সো সুনু চরিত বিসেখা ॥
" ৩ তেহি কৌতুক কর মরম ন কাহু, জানা অনুজ ন মাতুপিতাহু।
জানুপানি ধায়ে মোহি ধরনা, স্যামলগাত অরুন কর চরনা ॥
" ৪ তব মৈঁ ভাগি চলেউ উরগারী, রাম গহন কহঁ ভুজা পসারী।
জিমি জিমি দূরি উড়াউঁ অকাসা, তহঁা হরিভুজ দেখউঁ নিজ পাসা ॥
দো ১১৪ ব্রহ্মলোক লগি গয়উঁ মৈঁ চিতয়উ পাছ উড়াত।
জুগ অঙ্গুল কর বীচ সব রামভুজহিঁ মোহি তাত ॥
" ১১৫ সপ্তাবরন ভেদ করি জহাঁ লগে গতি মোরি।
গয়উঁ তহঁা প্রভুভুজ নিরখি ব্যাকুল ভয়উঁ বহোরি ॥
চৌ ১ মুদেউঁ নয়ন ত্রসিত জব ভয়উঁ, পুনি চিতবত কোসলপুর গয়উঁ।
মোহি বিলোকি রাম মুসুকাহীঁ, বিহঁসত তুরত গয়উ মুখ মাহীঁ ॥
" ২ উদর মাঁঝ সুনু অণ্ডজ রায়া, দেখেউঁ বহু ব্রহ্মাণ্ডনিকায়া।
অতি বিচিত্র তহঁ লোক অনেকা, রচনা অধিক এক তেঁ একা ॥
" ৩ কোটিন্হ চতুরানন গৌরীসা, অগনিত উড়্গন রবি রজনীসা।
অগনিত লোকপাল জম কালা, অগনিত ভুধর ভুমি বিসালা ॥
" ৪ সাগর সরি সর বিপিন আপারা, নানা ভাঁতি সৃষ্টিবিস্তারা।
সুর মুনি সিদ্ধ নাগ নর কিন্নর, চারি প্রকার জীব সচরাচর ॥

চৌ ১ যখনি হইল মনে এরূপ খগেশ, শ্রীরাম প্রেরিত মায়া ব্যাপিল বিশেষ।
সে মায়া আমারে দুঃখ নাহি দিল তত, জন্ম মৃত্যু নাহি মোর অন্য জীব মত ॥

„ ২ সাবধানে শুন তুমি হে বিষ্ণু বাহন, মোরেও মায়াতে বশ করার কারণ।
একমাত্র সীতাপতি জ্ঞানের আকর, মায়াতে অবশ জেনো বিশ্বে চরাচর।

„ ৩ বিশুদ্ধ জ্ঞানের রস পাইলে সকলে, ঈশ্বর জীবেতে ভেদ কি হবে তাহলে।
অভিমানী জীব সবে মায়াতে অবশ, সেই মায়া গুণাকর ঈশ্বরের বশ ॥

„ ৪ পরের অধীন জীব স্বতন্ত্র ঈশ্বর, শ্রীকান্ত ঈশ্বর এক জীব বহুতর*।
যদিও অলীক ভেদ* মায়াকৃত হয়, হরিকৃপা বিনা মায়া কভু নাহি যায় ॥

দো ১১২ রামচন্দ্র পাদপদ্ম বিনা ভজনাতে, যে চাহে নির্বাণ মোক্ষ মোর ধারণাতে।
অতিশয় জ্ঞানবান হলেও সে নরে, শৃঙ্গ-পুচ্ছহীন পশু কহিব তাহারে ॥

দো ১১৩ ষোড়শ কলায় চন্দ্র হলেও উদিত, অসংখ্য নক্ষত্র সাথে হয়ে একত্রিত।
সকল পর্বতে যদি দাবাগ্নি জ্বালায়, সূর্য বিনা নিশা গত কভু নাহি হয় ॥

চৌ ১ সে রূপ হরির পূজা না করি খগেশ, মেটেনা কাহারো কোন জীবনের ক্লেশ।
প্রভুর সেবকে কভু অবিদ্যা না ঘেরে, প্রভুর প্রেরিত বিদ্যা তাহারি অন্তরে ॥

„ ২ সেই হেতু সেবকের বিনাশ না হয়, ভেদ ভক্তি নিরন্তর হৃদে বৃদ্ধি পায়।
চকিতে মোহিত মোরে দেখি হৃষীকেশ, হাসিলেন শুন সেই কাহিনী বিশেষ ॥

„ ৩ তাঁহার চরিত্র মর্ম নাহি জানে কেহ, জানেনা অনুজ মাতা পিতা পিতামহ।
হামাগুড়ি দিয়া মোরে ধরিবারে যান, অরুণ চরণ কর গাত্র দুর্বা শ্যাম ॥

„ ৪ দ্রুতবেগে পালালাম আমি খগেশ্বর, আমারে ধরিতে রাম বাড়ালেন কর।
যেখানে সেখানে দূরে উড়িনু আকাশে, সেইখানে দেখি তাঁর ভুজ মোর পাশে ॥

দো ১১৪ ব্রহ্মলোক পানে আমি উড়িনু তরাসে, ফিরি চাহি দেখি তাঁর বাহু মোর পাশে।
শুধু দুই অঙ্গুলির যতটুকু স্থান, রামবাহু আর মোর মধ্যে ব্যবধান ॥

„ ১১৫ সপ্ত আবরণ* ভেদ করি পালালাম, যে অবধি গতি মোর ছিল অবিরাম।
যেথাই যাইনা কেন দেখি প্রভু কর, ব্যাকুল হইনু অতি আমি তারপর ॥

চৌ ১ নয়ন মুদিনু আমি ত্রাসেতে যখন, দেখিনু অযোধ্যাপুরী খুলিয়া নয়ন।
মোর মোহ হেরি রাম হাসেন কৌতুকে, হাসিতেই প্রবেশিনু আমি তাঁর মুখে ॥

„ ২ উদর মাঝেতে গিয়া হে অণ্ডজপতি, দেখিনু ব্রহ্মাণ্ড কত অগণিত অতি।
অতীব বিচিত্র লোক দেখিলাম কত, রচনা সৌন্দর্যে দেখি এ উহার মত ॥

„ ৩ কোটি চতুর্মুখ দেখি কোটি মহেশ্বর, নভে অগণিত রবি তারা শশধর।
অগণিত মহাকাল কোটি লোকপাল, অগণিত শৈলশ্রেণী মেদিনী বিশাল ॥

„ ৪ সাগর তটিনী নদ নানানী অপার, দেখি সেথা নানা ভাবে সৃষ্টির বিস্তার।
সিদ্ধ মুনি নাগ নর দেবতা কিন্নর, চারি প্রকারের জীব সব চরাচর ॥

* সাংখ্য দর্শন। * ঈশ্বর ও জীব এই দ্বিবিধ ভেদ,

* সপ্ত আবরণ—ক্ষিতি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, অহঙ্কার ও মহৎ।

দো ১১৬ জো নহিঁ দেখা নহিঁ সুনা জো মনহূঁ ন সমাই।
সো সব অদভুত দেখেউঁ বরনি কবনি বিধি জাই।
" ১১৭ এক এক ব্রহ্মাণ্ড মহঁ রহেউঁ বরষ সত এক।
এহি বিধি দেখত ফিরেউঁ মৈঁ অণ্ডকটাহ অনেক ॥
চৌ ১ লোক লোক প্রতি ভিন্ন বিধাতা, ভিন্ন বিষ্ণু সিব মনু দিসিত্রাতা।
নর গন্ধর্ব ভূত বেতালা, কিন্নর নিসিচর পসু খগ ব্যালা ॥
" ২ দেব দনুজ গন নানা জাতী, সকল জীব তহঁ আনহিঁ ভাঁতী।
মহি সরি সাগর সর গিরি নানা, সব প্রপঞ্চ তহঁ আনহিঁ আনা ॥
" ৩ অণ্ডকোস প্রতি প্রতি নিজ রূপা, দেখেউঁ জিনিস অনেক অনুপা।
অবধপুরী প্রতিভুবন নিহারী, সরজু ভিন্ন ভিন্ন নর নারী ॥
" ৪ দসরথ কৌসল্যা সুনু তাতা, বিবিধরূপ ভরতাদিক ভ্রাতা।
প্রতি ব্রহ্মাণ্ড রাম অবতারা,দেখেউঁ বালবিনোদ উদারা ॥
দো ১১৮ ভিন্ন ভিন্ন সব দীখ মৈঁ অতি বিচিত্র হরিজান।
অগনিত ভুবন ফিরেউঁ প্রভুরামু ন দেখেউঁ আন ॥
" ১১৯ সোই সিসুপন সোই সোভা সোই কৃপাল রঘুবীর।
ভুবন ভুবন দেখত ফিরেউঁ প্রেরিত মোহ সরীর ॥
চৌ ১ ভ্রমত মোহি ব্রহ্মাণ্ড অনেকা, বীতে মনহুঁ কলপসত একা।
ফিরত বিরত নিজ আশ্রম আয়েউ, তহঁ পুনি রহি কছু কালগবাঁয়উ ॥
" ২ নিজ প্রভু জনম অবধ সুনি পায়উঁ, নির্ঝর প্রেম হরষি উঠি ধায়উঁ।
দেখেউঁ জনমমহোৎসব জাঈ, জেহি বিধি প্রথম কহা মৈঁ গাঈ ॥
" ৩ রামউদর দেখেউঁ জগ নানা, দেখত বনই ন জাই বখানা।
তহঁ পুনি দেখেউঁ রাম সুজানা, মায়াপতি কৃপাল ভগবানা ॥
" ৪ করউঁ বিচার বহোরি বহোরী, মোহ কলিল ব্যাপিত মতি মোরী।
উভয় ঘোরী মহঁ মৈঁ সব দেখা, ভয়উ শ্রমিত মন মোহ বিসেখা ॥
দো ১২০ দেখি কৃপাল বিকল মোহি বিহঁসে তব রঘুবীর।
বিহঁসতহী মুখ বাহের আয়উঁ সুনু মতিধীর ॥
" ১২১ সোই লরিকাঈ মো সন করন লগে পুনি রাম।
কোটি ভাঁতি সমুঝাবউঁ মন ন লহই বিশ্রাম ॥
চৌ ১ দেখি চরিত যহ সো প্রভুতাঈ, সমুঝত দেহদসা বিসরাঈ।
ধরনি পরে মুখ আব ন বাতা, ত্রাহি ত্রাহি আরত জন ত্রাতা ॥
" ২ প্রেমাকুল প্রভু মোহী বিলোকী, নিজ মায়া প্রভুতা তব রোকী।
কর সরোজ প্রভু মম সির ধরেউ, দীনদয়াল সকল দুখ হরেউ ॥

দো ১১৬ যা কভু দেখিনি আমি শুনিনি কখনো, কল্পনাতে মনশ্চক্ষে পাইনি দর্শনও।
অতীব অদ্ভুত সব দেখিলাম সেথা, কি করে বর্ণনা করি কহিব আমি তা' ॥

„ ১১৭ প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড মাঝে আমি একসাথে, শতবর্ষ ধরি বাস করিয়াছি তা'তে।
এভাবে ঘুরেছি আমি কত যুগ ধরে, অগণিত ব্রহ্মাণ্ডেরে নিরীক্ষণ করে ॥

চৌ ১ প্রতি লোকে দেখিলাম বিভিন্ন বিধাতা, ভিন্ন বিষ্ণু শিব মুনি ভিন্ন দিক্‌ত্রাতা।
গন্ধর্ব বেতাল ভূত রাক্ষস কিন্নর, পশুপক্ষী নরনারী সর্প ভয়ঙ্কর ॥

„ ২ দেব ও দনুজগণ নানারূপ জাতী, সকল জীবই সেথা বিভিন্ন প্রকৃতি।
সাগর তটিনী মহী সরোবর গিরি, বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি সবাকার হেরি ॥

„ ৩ প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে দেখি আমি নিজরূপ, দেখিনু বিভিন্ন বস্তু অনেক অনুপ।
প্রতিটি ভুবন মাঝে অযোধ্যা নগর, সরযূ নদীটি ভিন্ন ভিন্ন নারী নর ॥

„ ৪ দশরথ কৌশল্যাদি সকল মাতারা, বিভিন্ন রূপেতে দেখি ভরত ভ্রাতারা।
প্রতিটি ভুবনে দেখি রাম অবতার, দেখিয়াছি বাল্যলীলা পরম উদার ॥

দো ১১৮ ভিন্ন ভিন্ন দেখি সব বিভিন্ন ভুবন, অতীব বিচিত্র তাহা হে বিষ্ণু বাহন।
দেখিলাম অগণিত রূপ কত শত, রামচন্দ্র দ্বিতীয়টি দেখিলাম না ত ॥

„ ১১৯ মোহের মায়ায় এই প্রাকৃত শরীরে, ভুবনে ভুবনে দেখি কত ঘুরে ঘুরে।
সেই শিশুলীলা তাঁর সেই শোভা অতি, সেই কৃপাময় মোর প্রভু রঘুপতি ॥

চৌ ১ অনেক ব্রহ্মাণ্ড যবে ফিরিনু ভ্রমনে, কল্পশত কাল গত হল মোর মনে।
ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে নিজ আশ্রমেতে, কিছুকাল কাটালাম আপন মনেতে ॥

„ ২ শুনিয়া প্রভুর জন্ম হবে অযোধ্যাতে, ধাইনু পরম প্রেমে প্রসন্ন মনেতে।
জন্ম মহোৎসব দেখি গিয়া অযোধ্যাতে, প্রথমেই বলেছিনু তোমারে যে মতে ॥

„ ৩ রামের উদরে দেখি বিবিধ ভুবন, দেখামাত্র সৃষ্ট তাহা অসাধ্য বর্ণন।
দেখিনু সেখানে পুনঃ রাম বিচক্ষণে, মায়াপতি কৃপাময় মোর ভগবানে ॥

„ ৪ পুনঃ পুনঃ করিলাম মনেতে বিচার, মোহেতে আবৃত চিত্ত হয়েছে আমার।
দুই দণ্ডে দেখিলাম আমি এই সব, মনেতে হইল মহা মোহের উদ্ভব ॥

দো ১২০ আমারে বিবশ দেখি কৃপালু মহান, হাসিয়া উঠেন করি মুখের ব্যাদান।
হাসিতেই হইলাম মুখের বাহির, শুনহ খগেশ তুমি অতি মতি ধীর ॥

„ ১২১ আবার আমার সাথে শিশুমতি রাম, করিলেন শিশুলীলা অতি অভিরাম।
বহুভাবে চাহিলাম বোঝাতে মনেরে, মন মোর স্থির হতে কিছুতে না পারে ॥

চৌ ১ দেখি এ চরিত আর প্রভুত্ব তাঁহার, বুঝিয়া শরীর দশা করি পরিহার।
পড়িনু ধরণী পরে মুখে শুধু রয়, ত্রাহি ত্রাহি মোর প্রভু ওগো দয়াময় ॥

„ ২ পরম আকুল মোরে দেখি প্রভু তাঁর, থামালেন মোর প্রতি মায়ার বিস্তার।
তাঁর কর কমলেতে স্পর্শি শির মম, হরিলেন সে দুঃসহ দুঃখ প্রিয়তম ॥

দো. ১১৬। চৌ. ২ হইতে দো. ১১৯ পর্যন্ত—বিশ্বরূপ দর্শন। গীতা ১১ অঃ একমেবা দ্বিতীয়ম্।

চৌ ৩ কীন্হ রাম মোহি বিগত বিমোহা, সেবক সুখদ কৃপাসন্দোহা।
প্রভুতা প্রথম বিচারি বিচারি, মন মহঁ হোই হরষ অতি ভারী ॥
" ৪ ভক্তবছলতা প্রভু কৈ দেখী, উপজী মন উর প্রীতি বিসেখী।
সজল নয়ন পুলকিত কর জোরী, কীন্হেউ বহু বিধি বিনয় বহোরী ॥
দো ১২২ সুনি সপ্রেম মম বামী দেখি দীন নিজ দাস।
বচন সুখদ গম্ভীর মৃদু বোলে রমানিবাস ॥
" ১২৩ কাগ ভুসুণ্ডী মাঁগু বর অতি প্রসন্ন মোহি জানি।
অনিমাদিক সিধি অপর রিধি মোচ্ছ সকল সুখখানি ॥
চৌ ১ জ্ঞান বিবেক বিরতি বিজ্ঞানা, সুরদুর্লভ গুন জে জগ জানা।
আজু দেউঁ তব সংসয় নাহীঁ, মাঁগু জো তোহি ভাব মন মাহীঁ ॥
" ২ সুনি প্রভুবচন অধিক অনুরাগেউঁ, মন অনুমান করন তব লাগেউঁ।
প্রভু কহ দেন সকল সুখ সহী, ভগতি আপনী দেন ন কহী ॥
" ৩ ভগতিহীন গুন সব সুখ ঐসে, লবন বিনা বহু ব্যঞ্জন জৈসে।
ভজনহীন সুখ কবনে কাজা, অস বিচারি বোলেউঁ খগরাজা ॥
" ৪ জৌঁ প্রভু হোই প্রসন্ন বর দেহূ, মো পর করহু কৃপা অরু নেহূ ॥
মন ভাবত বর মাঁগউঁ স্বামী, তুম্হ উদার উর অন্তর জামী ॥
দো ১২৪ অবিরল ভগতি বিসুদ্ধ তব শ্রুতি পুরান জো গাব।
জেহি খোজত জোগীস মুনি প্রভুপ্রসাদ কোউপাব ॥
" ১২৫ ভগত কলপ তরু প্রনতহিত কৃপাসিন্ধু সুখধাম।
সোই নিজ ভগতি মোহি প্রভু দেহু দয়া করি রাম ॥
চৌ ১ এবমস্তু কহি রঘুকুল নায়ক, বোলে বচন পরম সুখ দায়ক।
সুনু বায়স তৈঁ সহজ সয়ানা, কাহে ন মাঁগসি অস বরদানা ॥
" ২ সব সুখখানি ভগতি তৈঁ মাঁগী, নহিঁ জগ কোউ তোহি সম বড়ভাগী।
জো মুনি কোটিজতন নহিঁ লহহীঁ, জে জপ জোগ অনল তন দহহীঁ ॥
" ৩ রীঝেউঁ দেখি তোরি চতুরাঈ, মাঁগেহু ভগতি মোহি অতি ভাঈ।
সুনু বিহঙ্গ প্রসাদ অব মোরে, সব সুভ গুন বসিহহিঁ উর তোরে ॥
" ৪ ভগতি জ্ঞান বিজ্ঞান বিরাগা, জোগ চরিত্র রহস্য বিভাগা।
জানব তৈঁ সবহী কর ভেদা, মম প্রসাদ নহিঁ সাধন খেদা ॥
দো ১২৬ মায়াসম্ভব ভ্রম সকল অব ন ব্যাপিহহিঁ তোহি।
জানেসু ব্রহ্ম অনাদি অজ অগুন গুনাকর মোহি ॥
" ১২৭ মোহি ভগতপ্রিয় সন্তত অস বিচারি সুনু কাগ।
কায় বচন মন মম পদ করেসু অচল অনুরাগ ॥

" ৩ আমারে বিগত মোহ করিলেন যান, ভক্ত সুখদায়ী প্রভু কৃপার নিধান।
প্রথমেই দেখা তাঁর মহত্ব অসীম, ভাবিয়া মনেতে হর্ষ জাগে সীমাহীন ॥

" ৪ ভক্ত বৎসলতা সেই দেখিয়া প্রভুর হৃদয়ে উপজে প্রেম পরম মধুর।
সজল নয়নে মোর দুই কর জুড়ি, করিনু বিনতি বহু চরণে তাঁহারি ॥

দো ১২২ দেখিয়া এ দীনে প্রভু তাঁর নিজ দাস, শুনিয়া বিনতি মোর প্রেমের উচ্ছ্বাস।
কহেন করুণা করি এ দীনের প্রতি, সুখদ গম্ভীর মৃদু বচনে শ্রীপতি ॥

" ১২৩ পরম প্রসন্ন মোরে জানি তব পর, হে কাক ভূশুণ্ডি মাগ ইচ্ছামত বর।
অনিমাদি সিদ্ধি ঋদ্ধি সুখের আকর, মোক্ষধাম যাহা ইচ্ছা মাগ অতঃপর ॥

চৌ ১ মুনির দুর্লভ যাহা বিখ্যাত জগতে, বৈরাগ্য বিবেক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে।
দিব আমি তোমারেই না কোরো সংশয়, মাগ তাহা যাহা তব ভাল মনে হয় ॥

" ২ প্রভুর বচন শুনি প্রেম মোর বাড়ে, মনেতে বিচারি আমি ভাবি তারপরে।
সকল সম্পদ প্রভু দিতে চান মানি, তাঁর প্রতি ভক্তি দিতে কহিতে না শুনি ॥

" ৩ ভক্তিহীন সুখগুণ জান তা কেমন, লবণবিহীন বহু ব্যাঞ্জন যেমন।
ভক্তিহীন হলে তার সুখে কিবা কাজ, ইহাই বিচার করি কহি খগরাজ ॥

" ৪ প্রসন্ন হইয়া প্রভু বর দিতে চাও, মোর প্রতি কৃপা করি তব স্নেহ দাও।
মনের একান্ত আশা বর মাগি স্বামি, তুমি ত উদার প্রভু সর্ব অন্তর্যামী ॥

দো ১২৪ অচল নির্মল ভক্তি তোমা প্রতি স্বামি, বেদে ও পুরাণে যাঁর কথা জানি আমি।
যোগেশ্বর মুনি যাহা খোঁজে দিনরাত, প্রভুর প্রসাদে পায় কেহ বা হঠাৎ ॥

দো ১২৫ ভক্ত কল্পতরু নাথ ভক্ত হিতকারী, কৃপানিধি সুখধাম এ মিনতি করি।
তব প্রতি ভক্তি যেন রহে অবিরাম, দয়া করি এই বর দাও মোরে রাম ॥

চৌ ১ এবমস্তু কহি তবে কৃপা নিকেতনে, কহিলেন সুখদাতা অমিয় বচনে।
শুনহ বায়স তুমি অতি বুদ্ধিমান, কেনই বা না চাহিবে এই বরদান ॥

" ২ তব সম ভাগ্যবান কেহ নাহি আর, মাগ ভক্তি যাহা সর্ব সুখের আধার।
কোটি যত্নে নাহি পান ইহা মুনিরাও, যপ তপ অগ্নিহোত্র সব করিয়াও ॥

" ৩ যে ভক্তি মাগিলে তুমি প্রিয় তা আমার, অতীব প্রসন্ন আমি চাতুর্যে তোমার।
শুনহ বিহঙ্গ এবে আমার কৃপাতে, সব শুভগুণ রবে তব হৃদয়েতে ॥

" ৪ বৈরাগ্য বিজ্ঞান জ্ঞান ভক্তির প্রভাব, ইহাদের মধ্যে যাহা সতন্ত্র বিভাগ।
সকল রহস্য হবে তব অবগত, সাধনার কোন ক্লেশ তুমি পাবে নাত ॥

দো ১২৬ মায়াতে উদ্ভব যত ভ্রান্তিজাল আর, বিভ্রান্ত করিবে না ত হৃদয় তোমার।
আমারে জানিবে তুমি অজন্ম অব্যয়, অনাদি নির্গুণ ব্রহ্ম সর্বগুণময় ॥

" ১২৭ ভক্তেরা পরম প্রিয় আমার নিকটে, এ কথা বিচারি মনে তুমি অকপটে।
কায়মনো বাক্যে তব আমার চরণে, ভক্তি প্রীতি অনুরাগ রাখ একমনে ॥

চৌ ১ অব সুনু পরমবিমল মম বানী, সত্য সুগম নিগমাদি বখানী।
নিজ সিদ্ধান্ত সুনাবউঁ তোহী, সুনি মন ধরু সব তজি ভজু মোহী ॥
„ ২ মম মায়াসম্ভব পরিবারা, জীব চরাচর বিবিধ প্রকারা।
সব মম প্রিয় সব মম উপজায়ে, সব তেঁ অধিক মনুজ মোহি ভায়ে ॥
„ ৩ তিন্হ মহঁ দ্বিজ দ্বিজ মহঁ শ্রুতিধারী, তিন্হ মহঁ নিগম ধর্ম অনুসারী।
তিন্হ মহঁ প্রিয় বিরক্ত পুনি জ্ঞানী, জ্ঞানিহু তেঁ অতি প্রিয় বিজ্ঞানী ॥
„ ৪ তিন্হ তেঁ পুনি মোহি প্রিয় নিজ দাসা, জেহি গতি মোরি ন দূসরি আসা।
পুনি পুনি সত্য কহউ তোহি পাহীঁ, মোহি সেবকসম প্রিয় কোউ নাহীঁ ॥
„ ৫ ভগতিহীন বিরঞ্চি কিন হোঈ, সব জীবহু সম প্রিয় মোহি সোঈ।
ভগতিবন্ত অতি নীচউ প্রানী মোহি প্রান প্রিয় অসি মম বানী ॥
দো ১২৮ সুচিসুসীল সেবক সুমতি প্রিয় কঁহ কাহি ন লাগ।
শ্রুতি পুরান কহ নীতি অসি সাবধান সুনু কাগ ॥
চৌ ১ এক পিতা কে বিপুল কুমারা, হোহিঁ পৃথক গুন সীল অচারা।
কোউ পণ্ডিত কোউ তাপস জ্ঞাতা, কোউ ধনবন্ত সূর কোউ দাতা ॥
„ ২ কোউ সর্বজ্ঞ ধর্মরত কোঈ, সব পর-প্রীতি পিতহি সম হোই।
কোউ পিতুভগত বচন মন কর্মা, সপনেহু জান ন দূসর ধর্মা ॥
„ ৩ সো সুত প্রিয় পিতু প্রানসমানা, জদ্যপি সো সব ভাঁতি অয়ানা।
এহি বিধি জীব চরাচর জেতে, ত্রিজগ দেব নর অসুর সমেতে ॥
„ ৪ অখিল বিস্ব যহ মম উপজায়া, সব পর মোহি বরাবরি দায়া।
তিন্হ মহঁ জো পরিহরি মদ মায়া, ভজই মোহি মন বচ অরু কায়া ॥
দো ১২৯ পুরুষ নপুংসক নারি নর জীব চরাচর কোই।
ভগতি ভাব ভজি কপট তজি মোহি পরম প্রিয় সোই ॥
সো ৪ সত্য কহউঁ খগ তোহি সুচি সেবক মম প্রানপ্রিয়।
অপ বিচারি ভজু মোহি পরিহরি আস ভরোস সব ॥
চৌ ১ কবহূঁ কাল ন ব্যাপিহি তোহী, সুমিরি স্বরূপ নিরন্তর মোহী।
প্রভুবচনামৃত সুনি ন অযাউঁ, তন পুলকিত মন অতি হরষাউঁ ॥
„ ২ সো সুখ জানই মন অরু কানা, নহিঁ রসনা পহিঁ জাই বখানা।
প্রভু সোভা সুখ জানহিঁ নয়না, কহি কিমি সকহিঁ তিন্হহিঁ নহিঁ বয়না ॥
„ ৩ বহু বিধি মোহি প্রবোধি সুখ দেঈ, লগে করন সিসুকৌতুক তেঈ।
সজল নয়ন কছু মুখ করি রূখা, চিতই মাতু লাগী অতি ভূখা ॥
„ ৪ দেখি মাতু আতুর উঠি ধাঈ, কহি মৃদু বচন লিয়ে উর লাঈ।
গোদ রাখি করাব পয়পানা, রঘুবর চরিত ললিত কর গানা ॥

চৌ ১ পরম নির্মল শুন মোর বাণী এবে, সহজ সুগম বাক্য বেদেও কহিবে।
আমার সিদ্ধান্ত তোমা শুনাব সকল, সমস্ত ত্যজিয়া ভজ আমারে কেবল ॥

„ ২ চরাচর জীব সব বিবিধ প্রকারে, উৎপত্তি হয়েছে সব মায়াতে সংসারে।
সকলেই প্রিয় মোর সৃষ্ট আমা হতে, সবার অধিক প্রিয় মানব দেহেতে ॥

„ ৩ তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রিয় তন্মধ্যে শ্রোত্রিয়, শ্রুতির নির্দেশ ধারী তারো চেয়ে প্রিয়।
তন্মধ্যে বিরক্ত প্রিয় তার চেয়ে জ্ঞানী, তার চেয়ে প্রিয় মোর বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ॥

„ ৪ তাহাদের চেয়ে প্রিয় মোর নিজ দাস, একমাত্র গতি আমি অন্যে নাহি আশ।
তোমা কাছে অকপটে কহি বারবার, সেবকের সম প্রিয় নাহি মম আর ॥

„ ৫ বিরিঞ্চি যদি বা হন ভক্তিহীন নিজে, সাধারণ জীব সম প্রিয় হবে সে যে।
যদি ভক্ত হয় মোর অতি নীচ প্রাণী, প্রাণসম প্রিয় সেই এই মোর বাণী ॥

দো ১২৮ পবিত্র সুশীল ভক্ত অতি বিচক্ষণ, কার না হইবে প্রিয় সেবক এমন।
শ্রুতি ও পুরাণ সব কহে এ বারতা, সাবধানে হে বায়স শুন এই কথা ॥

চৌ ১ এক পিতা হতে হয় অনেক কুমার, গুণশীলে প্রতি পুত্র পৃথক আচার
কেহ বা বিদ্বান কেহ তাপস ও জ্ঞাতা, কেহ ধনী কেহ বীর কেহ হয় দাতা ॥

„ ২ কেহ বা সর্বজ্ঞ কেহ ধর্মে রত রহে, পিতৃস্নেহ সবা পরে সম ভাবে বহে।
কায়মনোবাক্যে কেহ পিতৃভক্ত হয়, স্বপনেও অন্য ধর্মে চিন্তা নাহি রয়॥

„ ৩ সেই প্রিয় পুত্র মোর প্রাণের সমান, যদিও সকল ভাবে হয় সে অজ্ঞান।
এভাবেতে চরাচরে হয় জীব কত, ত্রিভুবনে সুরাসুর নাগ-নর যত ॥

„ ৪ এ সবি অখিল বিশ্বে আমা হতে জাত, সবা পরে মোর প্রীতি দয়া অবিরত।
তারি মাঝে যেই ত্যজি মায়া অহঙ্কার, কায়মনো বাক্যে করে ভজনা আমার ॥

দো ১২৯ বিরাট পুরুষ কিংবা নারী নপুংসক, চরাচর মাঝে এর যে কেহই হোক।
কপটতা ত্যজি মোরে ভজে সর্বভাবে, সেই ত' পরম প্রিয় মোর কাছে হবে ॥

সো ৪ সত্য কহিতেছি খগ শুন বাক্য মম, পবিত্র সেবক মোর প্রিয় প্রাণ সম।
এ কথা বিচারি মনে আমারে ভজনা, করহ ত্যজিয়া আশা ভরসা ভাবনা ॥

চৌ ১ আমারে স্মরিয়া তুমি ভজ নিরন্তর, কালের বিস্তার নাহি হবে তোমা পর।
প্রভুর অমিয় বাণী তৃপ্তি নাহি শুনি, পুলকিত তনু মোর হর্ষ মনে মানি ॥

„ ২ মন কর্ণ জানে সেই সুখ আস্বাদন, সে সুখ বর্ণিতে মোর রসনা অক্ষম।
প্রভুর সৌন্দর্য পানে সুখী দুনয়ন, রসনা কি করি করে সে সুখ বর্ণন ॥

„ ৩ বহুবিধ শিক্ষা মোরে দিয়া পুনঃ রাম, আরম্ভিলা শিশুলীলা অতি অভিরাম।
সজল নয়নে কিছু রোষ ভরা মুখে, চাহেন মাতার পানে ক্ষুধার উদ্রেকে ॥

„ ৪ দেখিয়া জননী ধাই' উৎকণ্ঠিত মন, মধুর বচন কহি তাঁরে বক্ষে ল'ন।
দুগ্ধপান করালেন লইয়া কোলেতে, রঘুপতি গাথা গাহি ললিত স্বরেতে ॥

সো ৫ জেহি সুখ লাগি পুরারি অসুভবেষকৃত সিব সুখদ।
অবধপুরী নরনারী তেহি সুখ মহঁ সন্তত মগন॥
" ৬ সোঈ সুখ লবলেস জিন্হ বারক সপনেহু লহেউ।
তে নহি গনহিঁ খগেস ব্রহ্ম সুখহিঁ সজ্জন সুমতি॥
চৌ ১ মৈঁ পুন অবধ রহেউঁ কছু কালা, দেখেউঁ বালবিনোদ রসালা।
রামপ্রসাদ ভগতি বর পায়উঁ, প্রভুপদ বন্দি নিজাস্রম আয়উঁ॥
" ২ তব তেঁ মোহি ন ব্যাপী মায়া, জব তেঁ রঘুনায়ক অপনায়া।
যহ সব গুপ্তচরিত মৈঁ গাৱা, হরিমায়া জিমি মোহি নচাৱা॥
" ৩ নিজ অনুভব অব কহউঁ খগেসা, বিনু হরিভজন ন জাহিঁ কলেসা।
রামকৃপা বিনু সুনু খগরাঈ, জানি ন জাই রামপ্রভুতাঈ॥
" ৪ জানে বিনু ন হোই পরতীতী, বিনু পরতীতি হোই নহিঁ প্রীতি।
প্রীতি বিনা নহিঁ ভগতি দৃঢ়াঈ, জিমি খগপতি জল কৈ চিকনাঈ॥

সো ৭ বিনু গুরু হোই কি জ্ঞান জ্ঞান কি হোই বিরাগ বিনু।
গাবহিঁ বেদ পুরান সুখ কি লহহিঁ হরিভগতি বিনু॥
" ৮ কো বিস্রাম কি পাব তাত সহজ সন্তোষ বিনু।
চলই কি জল বিনু নাব কোটি জতন পচি পচি মরিয়॥
চৌ ১ বিনু সন্তোষ ন কাম নসাহীঁ, কাম অছত সুখ সপনেহু নাহীঁ।
রাম ভজনবিনু মিটহি কি কামা, থলবিহীন তরু কবহুঁ কি জামা॥
" ২ বিনু বিজ্ঞান কি সমতা আৱই, কো অৱকাস কি নভ বিনু পাৱই।
স্রদ্ধা বিনা ধরম নহিঁ হোঈ, বিনু মোহি গন্ধ কি পাবই কোঈ॥
" ৩ বিনু তপ তেজ কি কর বিস্তারা, জল বিনু রস কি হোই সংসারা।
সীল কি মিল বিনু বুধসেবকাঈ, জিমি বিনু তেজ ন রূপ গুসাঈঁ॥
" ৪ নিজ সুখ বিনু মন হোই কি থীরা, পরস কি হোই বিহীন সমীরা।
কৱনিউ সিদ্ধি কি বিনু বিস্বাসা, বিনু হরিভজন ন ভব ভয় নাসা॥

দো ১৩০ বিনু বিস্বাস ভগতি নহিঁ তেহি বিনু দ্রৱহিঁ ন রাম।
রামকৃপা বিনু সপনেহুঁ মন ন লহহি বিস্রাম॥

সো ৯ অস বিচারি মতিধীর তজি কুতর্ক সংসয় সকল।
ভজহু রাম রঘুবীর করুণা কর সুন্দর সুখদ॥

সো ৫ যে সুখে পুরারি তাঁর প্রকৃতি শঙ্কর, অশঙ্কর বেশে হ'ন অতি শুভঙ্কর।
অযোধ্যা পুরীর যত নরনারীগণ, যে সুখে সদাই রহে সুখেতে মগন ॥

„ ৬ সে সুখের কণামাত্র যদি কোন জন, স্বপনেও পেয়ে থাকে ক্বচিৎ কখন।
সজ্জন সুমতি সেই সুখের সাগরে, ব্রহ্মানন্দ হে খগেশ গণ্য নাহি করে ॥

চৌ ১ অতঃপর কিছুদিন রহি অযোধ্যাতে, দেখিনু সে বাল্যলীলা অতি আনন্দেতে।
রামের প্রসাদে পাই' ভক্তি বর আমি, আপন আশ্রমে ফিরি প্রভুপদে নমি ॥

„ ২ যবে থেকে মোরে রাম করেন আপন, তবে থেকে গেছে মোর মায়ার বন্ধন।
এই মোর গুপ্ত কথা কহিনু তোমারে, হরিমায়া নাচায়েছে মোরে যে প্রকারে ॥

„ ৩ নিজ অভিজ্ঞতা এবে কহিব তোমায়, হরির ভজন বিনা ক্লেশ নাহি যায়।
রামকৃপা ছাড়া জেনো হে বিহঙ্গরায়, রামের প্রভাব কত বোঝা নাহি যায় ॥

„ ৪ না জানিলে হবে না ত কোনই প্রতীতি, প্রতীতি না হলে তব নাহি হবে প্রীতি।
প্রীতি ছাড়া নাহি হয় ভক্তির দৃঢ়তা, আলোর বিহীনে যায় জল উজ্জ্বলতা ॥
[ভক্তি বিনা লীন কভু না হবে প্রভুতে, হে খগেশ জেনো তুমি ইহা ভাল মতে ॥]

সো ৭ গুরু বিনা জ্ঞান কভু হয় কি উদয়. জ্ঞান না হইলে কভু বৈরাগ্য কি হয়।
*বেদ ও পুরাণ গাহে একসাথে সবে, হরিভক্তি বিনা কভু সুখ না সম্ভবে ॥

„ ৮ স্বভাব সন্তোষ বিনা কহ বৎস মোরে, পায় কি বিশ্রাম কেহ এ ভব সংসারে।
প্রাণান্ত করিয়া শত যত্ন করিয়াও, জল বিনা কভু তরী ভাসাতে কি পাও ॥

চৌ ১ বিনা তুষ্টি কভু জেনো কামনা না যাবে, কামনা থাকিতে সুখ স্বপনে না পাবে।
রামের ভজন বিনা কামনা না যায়, স্থল বিনা তরু কভু দাঁড়াতে কি পায় ॥

„ ২ বিজ্ঞান বিহীন কেহ সমতা কি পায়, সর্ব শূন্য নাহি হলে বৈরাগ্য কি হয়।
শ্রদ্ধা বিনা ধর্মে মতি না দেয় কাহারে, বায়ু বিনা গন্ধ কভু পারে রহিবারে ॥

„ ৩ বিনা তপে তেজ কভু করে কি বিস্তার, জল বিনা রস কোথা খুঁজিলে সংসার।
দীপ্তি বিনা হয় কভু রূপের প্রকাশ, জ্ঞানী সেবা ছাড়া নাহি বুদ্ধির বিকাশ ॥

„ ৪ অন্তরের সুখ ছাড়া স্থৈর্য নাহি মনে, সমীর বিহীনে স্পর্শ নাহি কোনখানে।
সিদ্ধি প্রাপ্তি নাহি হয় ছাড়িলে বিশ্বাস, হরিস্তুতি বিনা নাহি ভব ভয় নাশ ॥

দো ১৩০ বিশ্বাস বিহীন হলে ভক্তি নাহি হয়, ভক্তি বিনা রাম কভু দ্রবীভূত নয়।
রামকৃপা বিনা জীব স্বপনেও কেহ, পাবে না বিশ্রাম কভু নিশ্চয় জানিও ॥

সো ৯ ইহাই বিচারি মনে ওহে স্থির মতি, ত্যজিয়া সংশয় দিয়া কুতর্কে বিরতি।
করহ ভজনা তুমি রাম রঘুবীরে, সুখদ সুন্দর সেই করুণা মন্দিরে ॥

---

* পদ্মপুরাণ-"ত্বঞ্চ রুদ্র মহাভাগ মোহনার্থং সুরাদ্বিষাম। পাষণ্ডাচরনং ধর্মং কুরুস্ব সুর সত্তম।" অস্যার্থ—ভগবান কহিলেন—"হে দেবশ্রেষ্ঠ অসুরদের মোহনার্থে তুমি তোমার ভয়ঙ্কর রুদ্র রূপ ধারণ কর।"

চৌ ১ নিজ মতি সরিস নাথ মৈঁ গায়া, প্রভু প্রতাপ মহিমা খগরায়া।
কহেউঁ ন কছু করি জুগতি বিসেখা, যহ সব মৈঁ নিজ নয়নন্হি দেখা॥
„ ২ মহিমা নাম রূপ গুনগাঁথা, সকল অমিত অনন্ত রঘুনাথা।
নিজ নিজ মতি মুনি হরিগুন গাবহিঁ, নিগম সেষ সিব পার ন পাবহিঁ॥
„ ৩ তুম্হহিঁ আদি খগ মসক প্রজন্তা, নভ উড়াহিঁ নহিঁ পাবহিঁ অন্তা।
তিমি রঘুপতি মহিমা অবগাহা, তাত কবহুঁ কোউ পাব কি থাহা॥
„ ৪ রাম কাম সত কোটি সুভগ তন, দুর্গম কোটি অমিত অরিমর্দন।
সক্র কোটি সত সরিস বিলাসা, নভ সত কোটি অমিত অবকাসা॥
দো ১৩১ মরুত কোটিসতবিপুল বল রবি সতকোটি প্রকাস।
সসি সত কোটি সো সীতল সমন সকল ভব ত্রাস॥
„ ১৩২ কাল কোটি সত সরিস অতি দুস্তর দুর্গ দুরন্ত।
ধুমকেতু সত কোটি সম দুরাধরষ ভগবন্ত॥
চৌ ১ প্রভু অগাধ সত কোটি পতালা, সমন কোটি সত সরিস করালা।
তীরথ অমিত কোটি সত পাবন, নাম অখিল অঘ পুঞ্জ নসাবন॥
„ ২ হিম গিরি কোটি অচল রঘুবীরা, সিন্ধু কোটি সত সম গম্ভীরা।
কাম ধেনু সত কোটি সমানা, সকল কাম দায়ক ভগবানা॥
„ ৩ সারদ কোটি অমিত চতুরাঈ, বিধি সত কোটি সৃষ্টিনিপুনাঈ।
বিষ্ণু কোটি সত পালন করতা, রুদ্র কোটি সত সম সংহরতা॥
„ ৪ ধনদ কোটি সত সম ধনবানা, মায়া কোটি প্রপঞ্চনিধানা।
ভার ধরন সত কোটি অহীসা, নিরবধি নিরুপম প্রভু জগদীসা॥
ছ ২৬ নিরুপম ন উপমা আন রামসমান নিগমা-গম কহে।
জিমি কোটি সত খদ্যোত সম রবি কহত অতি লঘুতা লহে॥
এহি ভাঁতি নিজ নিজ মতিবিলাস মুনীস হরিহি বখানহীঁ।
প্রভু ভাবগাহক অতি কৃপাল সপ্রেম সুনি সুখ মানহীঁ॥
দো ১৩৩ রাম অমিত গুনসাগর থাহ কি পাবই কোই।
সন্তন্হ সম জস কছু সুনেউঁ তুম্হহিঁ সুনায়উঁ সোই॥
সো ১০ ভাববস্য ভগবান সুখনিধান করুনাভবন।
তজি মমতা মদ মান ভজিয় সদা সীতাপতিহিঁ॥
চৌ ১ সুনি ভুসুণ্ডি কে বচন সুহায়ে, হরষিত খগপতি পঙ্খ ফুলায়ে।
নয়ন নীর মন অতি হরষানা, শ্রীরঘুবর প্রতাপ উর আনা॥
„ ২ পাছিল মোহ সমুঝি পছিতানা, ব্রহ্ম অনাদি মনুজ করি মানা।
পুনি পুনি কাগচরন সির নাবা, জানি রামসম প্রেম বাঢ়বা॥

চৌ ১ নিজ বুদ্ধি অনুসারে হে বিহঙ্গরাজ, প্রভুর মহিমা আমি গাহিলাম আজ।
কহি নাই এর কিছু বিশেষ যুক্তিতে, কহিয়াছি যা দেখেছি নিজ নয়নেতে॥

„ ২ রামের মহিমা রূপ নামগুণ গান, সকলি অনন্ত ভাবে রহে বিদ্যমান।
নিজ মতি গায় মুনি হরিগুণ গান, বেদ শেষ শঙ্করেও অন্ত নাহি পান॥

„ ৩ নভচারী তোমা থেকে মশক পর্যন্ত, আকাশে উড়িয়া থাক পেয়েছ কি অন্ত।
সেইরূপ হে খগেশ রামের মহিমা, অবগাহি নাহি পাবে তার তলসীমা॥

„ ৪ শতকোটি কন্দর্পের রূপ শোভা তাঁর, দুর্দান্ত অর্বুদ শত্রু করেন সংহার।
শতকোটি সুরপতি আনন্দ তাঁহার, শতকোটি নভতল করিয়া বিস্তার॥

দো ১৩১ শতকোটি মারুতের বলের বিকাশ, শতকোটি রবিসম দ্যুতির প্রকাশ।
শতকোটি সুশীতল শশীর সমান, সকল সংসার দুঃখে তিনিই শমন॥

„ ১৩২ শতকোটি কালসম রাম রঘুপতি, দুস্তর দুর্গের ন্যায় দুষ্প্রবেশ্য অতি।
শতকোটি ধূমকেতুসম ভগবান, দুর্দ্ধর্ষ জ্বলন্ত তিনি অগ্নির সমান॥

চৌ ১ শতকোটি পাতালের সম গভীরতা, শতকোটি যম সম প্রভু ভীষণতা।
অসীম পবিত্র তিনি কোটি তীর্থ সম, নাম তাঁর নাশে বিশ্বে পাপ ঘোরতম॥

„ ২ কোটি হিমগিরি সম স্থির রঘুবীর, শতকোটি সিন্ধু সম প্রশান্ত গম্ভীর।
শতকোটি কামধেনু সম ভগবান, সকল কামনা তিনি করেন প্রদান॥

„ ৩ শতকোটি সরস্বতী সম বিদ্যা তাঁর, শতকোটি ব্রহ্মা সম সৃষ্টির বিস্তার।
শতকোটি বিষ্ণু সম পালনে তৎপর, শতকোটি রুদ্র সম ধ্বংসে ভয়ঙ্কর॥

„ ৪ কুবের শতেক কোটি সম ধনবান, কোটি মায়া সম তিনি প্রপঞ্চ নিধান।
কোটি শেষ নাগ সম ধারণে সক্ষম, নিরবধি জগদীশ প্রভু নিরুপম॥

ছ ২৬ বেদ ও পুরাণ ভণে না পাইবে কোনখানে, উপমা রামের সম নিরুপম তিনি।
শতকোটি জোনাকিরে রবি সম কহিবারে, পরম ধৃষ্টতা হবে ইহাই ত জানি॥
এইভাবে মুনিগণ বিলসিত নিজ মন, হরিগুণ গান তারা করেন কীর্তন।
ভারগ্রাহী প্রভুরাম প্রেমের কৃপার ধাম, অতি প্রেমে শুনিয়া তা মনে সুখী হন॥

দো ১১৩ অমিত গুণের সিন্ধু রামচন্দ্র প্রভু, সে সাগরে তল কেহ পাইবে কি কভু।
সাধুজন হতে আমি যতটুকু শুনি, তাহাই তোমারে আমি কহিনু বাখানি॥

সো ১০ প্রেমের পরম বশ জানি ভগবান, করুণার ধাম তিনি সুখের নিধান।
ত্যজিয়া মমতা মদ মান অভিমান, জানকী বল্লভে ভজ তুমি অবিরাম॥

চৌ ১ শুনিয়া ভুশুণ্ডী বাণী সুমধুর অতি, জানায় ফুলায়ে পক্ষ হর্ষ খগপতি।
নয়নে বহিল নীর আনন্দ অপার, রামের প্রতাপ জানি চিত্ত মাঝে তার॥

„ ২ পশ্চাৎ তাপেতে দহে পূর্ব মোহ স্মরি, অনাদি ব্রহ্মেরে দেখি সম মায়াধরি।
পুনঃ পুনঃ কাক পদে শির নত করে, বাড়ে প্রেম রাম সম জানিয়া তাহারে॥

চৌ ৩ গুরু বিনু ভবনিধি তরই ন কোঈ, জৌঁ বিরঞ্চি শঙ্কর সম হোঈ।
সংসয় সর্প গ্রসেউ মোহি তাতা, দুখদ লহরি কুতর্ক বহু ব্রাতা॥

„ ৪ ভব সরূপ গারুড়ি রঘুনায়ক, মোহি জিআয়েউ জন সুখ দায়ক।
তব প্রসাদ মম মোহ নসানা, রামরহস্য অনূপম জানা॥

দো ১৩৪ তাহি প্রসংসি বিবিধ বিধি সীস নাই কর জোরি।
বচন বিনীত সপ্রেম মৃদু বোলেউ গরুড় বহোরি॥

„ ১৩৫ প্রভু অপনে অবিবেক তেঁ বুঝউঁ স্বামী তোহি।
কৃপাসিন্ধু সাদর কহহু জানি দাস নিজ মোহি॥

চৌ ১ তুম্হ সর্বজ্ঞ তজ্ঞ তমপারা, সুমতি সুসীল সরলআচারা।
জ্ঞান বিরত বিজ্ঞান নিবাসা, রঘুনায়ক কে তুম্হ প্রিয় দাসা॥

„ ২ কারন কবন দেহ যহ পাঈ, তাত সকল মোহি কহউ বুঝাঈ।
রামচরিত সর সুন্দর স্বামী, পায়উ কহাঁ কহহু নভগামী॥

„ ৩ নাথ সুনা মৈ অস সিব পাহীঁ, মহা প্রলয়হু নাস তব নাহীঁ।
মৃষা বচন নহিঁ ঈশ্বর কহঈ, সো মোরে মন সংসয় অহঈ॥

„ ৪ অগ জগ জীব নাগ নর দেবা, নাথ সকল জগ কালকলেবা।
অণ্ডকটাহু অমিত লয়কারী, কাল সদা দুরতিক্রম ভাবী॥

সো ১১ তুম্হহিঁ ন ব্যাপত কাল অতি করালকারন কথন।
মোহি সো কহহু কৃপাল জ্ঞানপ্রভাউ কি জোগবল॥

দো ১৩৬ প্রভু তব আস্রম আয়উঁ মোর মোহ ভ্রম ভাগ।
কারন কবন সো নাথ সব কহহু সহিত অনুরাগ॥

চৌ ১ গরুড়গিরা সুনি হরষেউ কাগা, বোলেউ উমা সহিত অনুরাগা।
ধন্য ধন্য তব মতি উরগারী, প্রস্ন তুম্হার মোহি অতি প্যারী॥

„ ২ সুনি তব প্রস্ন সপ্রেম সুহাঈ, বহুত জনম কী সুধি মোহি আঈ।
অব নিজ কথা কহউঁ মৈঁ গাঈ, তাত সুনহু সাদর মন লাঈ॥

„ ৩ জপ তপ ব্রত মখ মগ দম দানা, বিরতি বিবেক জোগ বিজ্ঞানা।
সব কর ফল রঘুপতি পদ প্রেমা, তেহি বিনু কোটি ন পাবই যেমা॥

„ ৪ এহি তব রামভগতি মৈঁ পাঈ, তা তেঁ মোহি মমতা অধিকাঈ।
জেহি তেঁ কছু নিজ স্বারথ হোঈ, তেহি পর মমতা কর সব কোঈ॥

সো ১২ পন্নগারি অসি নীতি শ্রুতিসম্মত সজ্জন কহহিঁ।
অতি নীচহু সন প্রীতি করিয় জানি নিজ পরমহিত॥

চৌ ৩ হইলেও বিশ্বে কেহ শিব ব্রহ্মা সম, গুরু বিনা ভবসিন্ধু তরিতে অক্ষম।
সংশয় সর্পেতে মোরে করে'ছিল গ্রাস, কুতর্ক তরঙ্গমালা দিয়েছিল ত্রাস॥

„ ৪ তব সম বিষবৈদ্য মিলাইয়া মোরে, আমারে বাঁচান আজি রাম রঘুবরে।
অসীম প্রসাদে তব সর্ব মোহ ত্যজি, অনুপম রামতত্ত্ব জানিলাম আজি॥

দো ১৩৪ তাহারে প্রশংসা করি বিবিধ প্রকারে, মস্তক আনত করি দুই কর জুড়ে।
বিনীত সপ্রেম মৃদু বচনে তাহার, কহিল বিহঙ্গরাজ তারে পুনর্বার॥

„ ১৩৫ প্রভূ মোর অজ্ঞানতা হ'বার কারণ, বারবার পুছিতেছি আমি অভাজন।
হে স্বামি আমারে তব দাস মনে ক'রে, কৃপাসিন্ধু কৃপা করি কহ হে আমারে॥

চৌ ১ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞ তুমি তমের অতীত, সুশীল সুমতি শুদ্ধ সরল চরিত।
জ্ঞান ও বৈরাগ্য ধাম বিজ্ঞান আবাস, রঘু নায়কের তুমি অতি প্রিয় দাস॥

„ ২ কি কারণে কাক দেহ পাইয়াছ তুমি, হে প্রিয় সকল কথা বল মোরে শুনি।
রামের চরিত্ররূপী রম্য সরোবর, কোথায় পাইলে স্বামি কহ নভচর॥

„ ৩ হে নাথ শুনেছি আমি মহাদেব হতে, নাশ তব নাহি হবে মহাপ্রলয়েতে।
শিবের বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়, সেহেতু মনেতে মোর এ হেন সংশয়॥

„ ৪ চরাচর নাগ নর দেবতারা যত, হে নাথ সকল জীব কাল কবলিত।
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব পূর্ণ লয়কারী, কাল সে দুরতিক্রম সকল সংহারী॥

সো ১১ তোমারে করাল কাল গ্রাসিতে না পারে, ইহার কারণ কিবা বল তা' আমারে।
ইহা কি সম্ভব তব জ্ঞানের প্রভাবে, কিংবা যোগবলে তব ইহা কি সম্ভবে॥

দো ১৩৬ প্রভু তব আশ্রমেতে করি আগমন, মোর ভ্রম মোহ সব করে পলায়ন।
ইহার কারণ কিবা কহ নাথ মোরে, কহ মোরে কৃপা করি অনুরাগ ভরে॥*

চৌ ১ হর্ষিত বায়স শুনি গরুড় বচন, কহিতে লাগিল উমা ভুশুণ্ডী তখন।
ধন্য তোমা উরগারি ধন্য তব মতি, তব প্রশ্নে হইলাম আনন্দিত অতি॥

„ ২ সপ্রেম সুন্দর প্রশ্ন শুনিয়া তোমার, বহু পূর্বজন্ম স্মৃতি উদ্বুদ্ধ আমার।
আমার সকল কথা করিব কীর্তন, সাদরে শুনহ বৎস দিয়া তব মন॥

„ ৩ জপ তপ শম দম যাগ ব্রত দান, বিবেক বৈরাগ্য যোগ এবং বিজ্ঞান।
সবেতেই ফল দেয় রামপদে প্রেম, ইহা ছাড়া কাহারও ত' নাহি মিলে ক্ষেম॥

„ ৪ বায়স শরীরে আমি রামভক্তি পাই, সে কারণে এ তনুতে মোর প্রীতি ভাই।
যাহাতে আপন স্বার্থ লাভ করে কেহ, তাহাতেই রহে তার অতিশয় স্নেহ॥

সো ১২ এ নীতিতে আছে জানি শ্রুতির সম্মতি, পন্নগারি সজ্জনেরা কহেন এমতি।
নিজের কল্যাণ যাতে হইবে সাধিত, অতি নীচ সনে প্রীতি করাও বিহিত॥

---

* অর্থাৎ কুপিত না হইয়া। উরগারি = উরগ (সর্প) + অরি = গরুড়।

সো ১৩ পাট কীট তেঁ হোই তেহি তেঁ পাটম্বর রুচির।
কৃমি পালই সব কোই পরম অপাবন প্রানসম॥

চৌ ১ স্বারথ সাঁচ জীব কহুঁ এহা, মন ক্রম বচন রামপদ নেহা।
সোই পাবন সোই সুভগ সরীরা, জো তনু পাই ভজিয় রঘুবীরা॥

” ২ রামবিমুখ লহি বিধিসম দেহি, কবি কোবিদ ন প্রসংসহিঁ তেহী।
রামভগতি এহি তন উর জামী, তা তেঁ মোহি পরমপ্রিয় স্বামী॥

” ৩ ভজউঁ ন তনু নিজ ইচ্ছা মরনা, তনু বিনু বেদ ভজন নহিঁ বরনা।
প্রথম মোহ মোহি বহুত বিগোবা, রামবিমুখ সুখ কবহুঁ ন সোবা॥

” ৪ নানা জনম করম পুনি নানা, কিয়ে জোগ জপ মখ তপ দানা।
কবন জোনি জনমেউঁ জহঁ নাহী, মৈঁ খগেস ভ্রমি ভ্রমি জগ মাহী॥

৫ ৫ দেখেউঁ সব করি করম গুসাঈঁ, সুখী ন ভয়উঁ অবহিঁ কী নাঈঁ।
সুধি মোহি নাথ জনম বহু কেরী, সিব প্রসাদ মতি মোহ ন ঘেরি॥

দো ১৩৭ প্রথম জনম কে চরিত অব কহউঁ সুনহু বিহঁগেস।
সুনি প্রভুপদ রতি উপজই জা তেঁ মিটহিঁ কলেস॥

দো ১৩৮ পূরব কল্প এক প্রভু জুগ কলিজুগ মলমুল।
নর অরু নারি অধর্মরত সকল নিগম প্রতিকূল॥

চৌ ১ তেহি কলিজুগ কোসলপুর জাঈ, জনমত ভয়উঁ সূদ্রতনু পাঈ।
সিবসেবক মন ক্রম অরু বানী, আন দেব নিন্দক অভিমানী॥

” ২ ধন মঙ্গ মত্ত পরম বাচালা, উগ্রবুদ্ধি উর দম্ভ বিসলো।
জদপি রহেউঁ রঘুপতি রজধাজী, তদপি ন কছু মহিমা তব জানী॥

চৌ ৩ অব জানা মৈঁ অবধপ্রভাবা, নিগমাগম পূরান অস গানা।
কবনেহু জনম অবধ বস জোঈ, রামপরায়ন সো পর হোঈ॥

” ৪ অবধপ্রভাব জানি তব প্রানী, জব উর বসহিঁ রাম ধনুপানী।
সো কলিকাল কঠিন উরগারী, পাপপরায়ন সব নরনারী॥

দো ১৩৯ কলিমল গ্রসে ধর্ম সব গুপ্ত ভয়ে সদগ্রন্থ।
দম্ভিন্হ নিজ মতি কল্পি করি প্রগট কিয়ে বহু পন্থ॥

” ১৪০ ভয়ে লোগ সব মোহবস লোভ গ্রসে সুভ কর্ম।
সুনু হরিজান সুজ্ঞাননিধি কহউঁ কছুক কলিধর্ম॥

চৌ ১ বরন ধরম নহিঁ আস্রম চারী, স্রুতি বিরোধ রত সব নরনারী।
দ্বিজ স্রুতিবেচক ভূপ প্রজাসন, কোউ নহিঁ মান নিগম অনুসাসন॥

” ২ মারগ সোই জা কহঁ জোই ভাবা, পণ্ডিত সোই জো গাল বজাবা।
মিথ্যারম্ভ দম্ভরত জোঈ, তা কহঁ সন্ত কহহিঁ সব কোঈ॥

সো ১৩ রেশম প্রস্তুত হয় নীচ কীট হতে, রমণীয় পট্টবস্ত্র রেশম তন্তুতে।
সেই হেতু প্রাণপণে তন্তুবায়গণ, পালে কৃমিকীট এই করিয়া যতন ॥
চৌ ১ কায়মনোবাক্যে প্রেম রামচরণেতে, ইহাতে সবার স্বার্থ জেনো ভাল মতে।
সেই ত পবিত্র সেই শরীর সুন্দর, যে তনুতে রামপদে প্রেম দৃঢ়তর ॥
„ ২ রামদ্রোহী যদি পায় ব্রহ্মা সম দেহ, প্রশংসা না করে তারে শাস্ত্রজ্ঞেরা কেহ।
এ তনুতে রামভক্তি অঙ্কুরিত হয়, সে হেতু এ দেহ মোর প্রিয় অতিশয় ॥
চৌ ৩ ইচ্ছামৃত্যু মোর তবু দেহ ছাড়িব না, শ্রুতি কহে দেহ ছাড়া ভজন হয় না।
প্রথম মোহেতে আমি বহু ক্লেশ পাই, রাম প্রতিকূল হ'লে সুখে নিদ্রা নাই ॥
„ ৪ নানা জন্মে নানা কর্ম করিয়াছি কত, জপ তপ যোগ যাগ করিয়াছি শত।
কোন যোনি বাদ নাই জন্মি নাই যাতে, ঘুরেছি খগেশ আমি সারা পৃথিবীতে।
„ ৫ শিবের প্রসাদে নহি আচ্ছন্ন মোহেতে, তাই ত সকল জন্ম রহে স্মরণেতে।
দেখেছি সকল কর্ম কহিয়া গোঁসাই, সুখী ত হই নি আমি এবে যত ভাই ॥
দো ১৩৭ প্রথম জনমে মোর চরিত্র বিশেষ, কহিব এখন আমি শুন বিহগেশ।
শুনিলে রামের পদে ভক্তি উপজিবে, সকল প্রকার তব ক্লেশ দূর হ'বে ॥
„ ১৩৮ হে প্রভু পূর্বের কল্পে আছিল একদা, কলি যুগ সর্ব পাপ মূল রূপ সদা।
সে যুগেতে নর নারী ধর্মহীন ছিল, বেদের বিরোধী কর্মে সবে লিপ্ত হ'ল ॥
চৌ ১ সেই কলিযুগে আমি অযোধ্যায় যাই, সেই জন্মে আমি সেথা শূদ্র দেহ পাই।
কায়মনো বাক্যে আমি শিবে মানিতাম, অহঙ্কারে অন্য দেবে নিন্দা করিতাম ॥
„ ২ ধন মদে মত্ত ছিনু অতীব বাচাল, ক্রুর চেতা উগ্র বুদ্ধি দাম্ভিক বিশাল।
যদিও করেছি বাস রাম রাজধানী, মহিমা তাঁহার কত কিছুই না জানি ॥
„ ৩ এখন জেনেছি আমি অযোধ্যা স্বরূপ, বেদ ও পুরাণ সব কহে এই রূপ।
যদিও কেহ কোন জন্মে রহে অযোধ্যাতে, রাম পরায়ণ সে ত হবে সর্ব মতে।
„ ৪ রহেন হৃদয়ে যবে রাম ধনুষ্পাণি, অযোধ্যা প্রভাব প্রাণী জানিবে তখনি।
সেই কলিকাল অতি দৃষ্য উরগারি, পরিপূর্ণ পাপে লিপ্ত ছিল নরনারী ॥
দো ১৩৯ কলি মলিনতা গ্রাসে সব ধর্ম জ্ঞান, সদ্‌গ্রন্থ বলিয়া যাহা হয় অন্তর্ধান।
দাম্ভিকেরা নিজ মত করিয়া কল্পনা, প্রচারিল বহু পথ করিয়া রচনা ॥
„ ১৪০ মোহ বসে সব প্রাণী অধর্মে বিশ্বাসী, লোভ গ্রাসে যাহা ছিল শুভ কর্মরাশি।
হে বিষ্ণুবাহন শুন জ্ঞাননিধি তুমি, কলিযুগ ধর্ম কত কহিতেছি আমি।
চৌ ১ বর্ণধর্ম লুপ্ত এবে চারিটি আশ্রম, শ্রুতির বিরোধে রত নরনারীগণ।
প্রজার শোষক রাজা বঞ্চক ব্রাহ্মণ, বেদের নির্দেশ নাহি মানে কোন জন ॥
„ ২ যার যাহা ভাল লাগে সেই মার্গ তার, পণ্ডিত তাহারে কহে গালবাদ্য যার।
মিথ্যা কথা দম্ভসহ যে কহিতে পারে, সাধু বলি সর্বজন কহিবে তাহারে ॥

চৌ ৩ সোই সয়ান জো পর ধন হারী, জো কর দম্ভ সো বড় আচারী।
জো কহ ঝুঠ মসখরী জানা, কলিকুগ সোই গুনবন্ত বখানা ॥
" ৪ নিরাচার জো শ্রুতিপথ ত্যাগী, কলিজুগ সোই জ্ঞানী বৈরাগী।
জা কে নখ অরু জটা বিশালা. সোই তাপস প্রসিদ্ধ কলিকালা ॥

দো ১৪১ অসুভ বেস ভুষন ধরে ভচ্ছাভচ্ছ জে খাহিঁ।
তেই তাপস তেই সিদ্ধ নর পূজ্য তে কলিজুগ মাহিঁ ॥
সো ১৪ জে অপকারীচার তিন্হ কর গৌরব মান্য বহু।
মন ক্রম বচন লবার তে বকতা কলিকাল মহঁ ॥
চৌ ১ নারীবিবস নর সকল গোসাঈঁ, নাচহিঁ নটমরকট কী নাঈঁ।
সূদ্র দ্বিজন্হ উপদেসহিঁ জ্ঞানা, মেলি জনেউ লেহিঁ কুদানা ॥
" ২ সব নর কাম লোভ রত ক্রোধী, বেদ বিপ্র গুরু সন্ত বিরোধী।
গুনমন্দির সুন্দর প্রতি ত্যাগী, ভজহিঁ নারি পরপুরুষ অভাগী ॥
" ৩ সৌভাগিনী বিভুষনহীনা, বিধবন্হ কে শৃঙ্গার নবীনা।
গুরুসিষ বধির অন্ধ কর লেখা, এক ন সুনহিঁ এক নহিঁ দেখা ॥
" ৪ হরই সিষ্যধন সোক ন হরঈ, সো গুরু ঘোর নরক মহঁ পরঈ।
মাতুপিতা বালকন্হ বোলাবহিঁ, উদর ভরই সোই ধর্ম সিখাবহিঁ ॥

দো ১৪২ ব্রহ্মজ্ঞান বিনু নারি নর কহহিঁ ন দূসরি বাত।
কৌড়ী কারন লোভবস করহিঁ বিপ্র গুরু ঘাত ॥

" ১৪৩ বাদহিঁ সূদ্র দ্বিজন্হ সন হম তুম্হ তেঁ কছু ঘাটি।
জানই ব্রহ্ম সো বিপ্রবর আঁখি দেখাবহিঁ ডাটি ॥
চৌ ১ পরত্রিয় লম্পট কপট সয়ানে, মোহ দ্রোহ মমতা লপটানে।
তেই অভেদবাদী জ্ঞানী নর, দেখেউঁ মৈঁ চরিত্র কলিযুগ কর ॥
" ২ আপ গয়ে অরু ঔরনি ঘালহিঁ, জো কহঁ সতমারগ প্রতিপালহিঁ।
কল্প কল্প ভরি এক এক নরকা, পরহিঁ জে দূখহিঁ শ্রুতি করি তরকা ॥
" ৩ জে বরনাধম তেলি কুম্হারা. অপচ কিরাত কোল কলবারা।
নারি মুঈ ঘর সম্পতি নাসী, মুড় মুড়াই হোহিঁ সন্যাসী ॥
" ৪ তে বিপ্রন্হ সন পাঁব পূজাবহিঁ, উভয় লোক নিজ হাথ নসাবহিঁ।
বিপ্র নিরচ্ছর লোলুপ কামী, নিরাচার সঠ বৃষলাস্বামী ॥
" ৫ সূদ্র করহিঁ জপ তপ ব্রত দানা, বৈঠি বরাসন কহহিঁ পুরানা।
সব নর কল্পিত করহিঁ অচারা, জাই ন বরনি অনীতি অপারা ॥

চৌ ৩ সেই বুদ্ধিমান যেবা পরধন হারী, যার যত দম্ভ বাড়ে সেই ত আচারী।
মিথ্যাভাষে ব্যঙ্গ করে সবারে সমান, কলিযুগে তারি নাম অতি গুণবান॥
" ৪ আচারবিহীন আর শ্রুতিপথ ত্যাগী, কলিযুগে সেই জ্ঞানী পরম বৈরাগী।
যাহার বর্দ্ধিত নখ শির জটাজালে, প্রসিদ্ধ তাপস মানে তারে কলিকালে॥

দো ১৪১ অশুভ বিচিত্র বেশ* ভূষণ ধারণ, খাদ্যাখাদ্য নির্বিচারে করে যে ভক্ষণ।
সেই ত তাপস সেই সিদ্ধ নর হয়, কলিকালে সবাকার সেই পূজা পায়॥
সো ১৪ গুপ্তচর আর যেবা হয় অপকারী, সম্ভ্রম গৌরব যত কলিকালে তারি।
মনে কর্মে বচনেতে যেবা মিথ্যাচারী, সেই বক্তা কলিকালে জেনো উরগারি॥
চৌ ১ পুরুষ নারীর বশ সেকালে গোঁসাই, মর্কটের সম নাচে নারী নির্দেশেই।
দ্বিজাতিরে শূদ্র দেয় উপদেশ জ্ঞান, উপবীত দেখাইয়া লয় অপদান॥
চৌ ২ কাম লোভে রত নর হয় সবে ক্রোধী, দেব দ্বিজ সন্ত গুরু সবার বিরোধী।
গুণবান রূপবান পতি ত্যাগ করি, পর পুরুষেরে ভজে দুর্ভাগিনী নারী॥
" ৩ বিবাহিতা নারী অঙ্গে নাহিক ভূষণ, বিধবা নারীরা ব্যস্ত শৃঙ্গারে নূতন।
অন্ধ ও বধির সম গুরু শিষ্য যত, গুরু সে দেখেনা শিষ্য শ্রবণে বিরত॥
" ৪ শোক না হরিয়া গুরু শিষ্য ধন ছলে, সে গুরু রৌরব মাঝে পরকালে জ্বলে।
পিতা মাতা বালকেরে ডাকি শিক্ষা দেয়, কি করে উদর পূর্তি সে কালেতে হয়॥

দো ১৪২ এক দিকে ব্রহ্মজ্ঞান মুখে অনুক্ষণ, অন্য কথা নাহি জানে নরনারীগণ।
অন্যদিকে এক কড়ি লোভের বশত, বিপ্রগুরু হত্যা করা কিছু বাধে না ত॥

" ১৪৩ তর্ক করে শূদ্র যত ব্রাহ্মণের সনে, তোমা চেয়ে কম মোরা হব কি কারণে।
ব্রহ্মজ্ঞান হলেই কি বিপ্রত্ব তাহার, রক্ত চক্ষে করে তারা প্রবল হুঙ্কার॥
চৌ ১ লম্পট পরস্ত্রীরত ছলে চতুরতা, মোহ-দ্রোহ-মমতাতে সম্পূর্ণ লিপ্ততা।
তাহারে অদ্বৈত বক্তা জ্ঞানী নর কয়, কলিযুগে দেখিয়াছি চরিত্র নিশ্চয়॥
" ২ নিজেত গিয়াছে যদি অন্য কোনজন, বেদ মার্গে চলে তারে নষ্টে প্রাণপন।
বেদেরে দূষিত করে যারা তর্ক দ্বারা, প্রতি কল্পে বাস করে নরকেতে তারা॥
" ৩ বর্ণের অধম যারা তিলী কুম্ভকার, চণ্ডাল কিরাত কোল মদ্য বিক্রেতার।
স্ত্রীর মৃত্যু কিংবা গৃহ সম্পত্তির নাশ, হইলে মুণ্ডিত শিরে লইবে সন্ন্যাস॥
" ৪ পাদ্য অর্ঘ লয় তারা ব্রাহ্মণের দ্বারা, নিজ হস্তে উভলোক নষ্ট করে তারা।
নিরক্ষর লোভী বিপ্র লালসায় কামী, অনাচারী শূদ্রা স্ত্রীর হন ইনি স্বামী॥
" ৫ শূদ্র করে জপ তপ নানাবিধ ব্রত, বরাসনে বসি করে কথকতা কত।
সকল নরেরা মানে কল্পিত আচার, বর্ণন না হয় সেই দুর্নীতি অপার।

* জাতি কুল মর্যাদা রহিত

দো ১৪৪ ভয়ে বরনসঙ্কর সকল ভিন্ন সেতু সব লোগ।
করহিঁ পাপ দুখ পাবহিঁ ভয় রুজ সোক বিয়োগ ॥

„ ১৪৫ শ্রুতিসম্মত হরিভক্তি পথ সংযুত বিরতি বিবেক।
তেহি ন চলহিঁ নর মোহবস করহিঁ পন্থ অনেক ॥

তো ছ ২৭ বহুধাম সঁবারহিঁ জোগ জতী, বিষয়াহরি লীন গঈ বরতী।
তপসী ধনবন্ত দরিদ্র গৃহী, কলিকৌতুক তাত ন জাত কহী ॥

ছ ২৮ কুলবন্ত নিকাবহিঁ নারি সতী, গৃহ আনহিঁ চেরি নিবেরি গতী।
সুত মানহিঁ মাতু পিতা তব লোঁ, অবলা নহিঁ ডীঠ পরী জব লো ॥

„ ২৯ সসুরারি পিয়ারি লগী জব তেঁ, রিপু রূপ কুটুম্ব ভয়ে তেঁ।
নৃপ পাপপরায়ন ধর্ম নহীঁ, করি দণ্ড বিড়ম্ব প্রজা নিতহীঁ ॥

„ ৩০ ধনবন্ত কুলীন মলীন অপী, দ্বিজচিহ্ন জনেউ উঘার তপী।
নহিঁ মান পুরানন্হ বেদহিঁ জো, হরিসেবক সন্ত সহী কলি সো ॥

„ ৩১ কবিবৃন্দ উদার দুনী ন শুনি, গুন দূষন ব্রাত ন কোপি গুনী।
কলি বারহিঁ বার দুকাল পরৈ, বিনু অন্ন দুখী সব লোগ মরৈ ॥

দো ১৪৬ সুনু খগেস কলি কপট হঠ দম্ভ যেন পাখণ্ড।
মান মোহ মারাদি মদ ব্যাপি রহে ব্রহ্মাণ্ড ॥

„ ১৪৭ তামস ধর্ম করহিঁ সব জপ তপ মথ ব্রত দান।
দেহ ন বরষহিঁ ধরনি পর বয়ে ন জামহিঁ ধান ॥

ছ ৩২ অবলা কচ ভুবন ভূরি ছুধা, ধনহীন দুখী মমতা বহুধা।
সুখ চাহহিঁ মূঢ় ন ধর্মরতা, মতি থোরি কঠোরি ন কোমলতা ॥

„ ৩৩ নর পীড়িত রোগ ন ভোগ কহীঁ, অভিমান বিরোধ অকারনহীঁ।
লঘু জীবন সম্বত পঞ্চদসা, কল্পান্ত ন নাস গুমান অসা ॥

„ ৩৪ কলিকাল বিহাল কিয়ে মনুজা, নহিঁ মানত কোউ অনুজা তনুজা।
নহিঁ তোষ বিচার ন সীতলতা, সব জাতি কুজাতি ভয়ে মঁগতা ॥

„ ৩৫ ইরষা পরুখাচ্ছর লোলুপতা, ভরি পুরি রহী সমতা বিগতা।
সব লোগ বিয়োগ বিসোক হয়ে, বরনাস্রম ধর্ম বিচার গয়ে ॥

„ ৩৬ দম দান দয়া নহিঁ জানপনী, জড়তা পর বঞ্চনতাতি ঘনী।
তনুপোষক নারি নরা সগরে, পর নিন্দক তে জগ মোঁ বগরে ॥

দো ১৪৮ সুনু ব্যালারি করাল কলি মল অবগুন আগার।
গুনউ বহুত কলিজুগ কর বিনু প্রয়াস বিস্তার ॥

দো ১৪৪ কলিযুগে হল সৃষ্টি বর্ণ সঙ্করের, মর্যাদা রহিল না ত এসব নরের।
পাপেতে প্রলিপ্ত রহে দুঃখ পায় ঘোর, রোগ শোক বিয়োগের ব্যথা নিরন্তর ॥
„ ১৪৫ শ্রুতির নির্দেশ মতে হরিভক্ত সাথে, জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধি সংযুক্ত মার্গেতে।
নাহি চলে মোহ বশে কোন নর আর, কল্পিত অনেক পথে চলে যে যাহার ॥
চৌ ২৭ অট্টালিক হ'ল বহু যত যতিদের, বৈরাগ্য বিলুপ্ত হ'ল লোভে বিষয়ের।
তাপসেরা হ'ল সবে ধনবান অতি, গৃহস্থরা নিঃস্ব হ'ল হারায়ে সম্পত্তি।
কলির কৌতুক কত জেন হে খগেশ, বর্ণিয়া পারিব না ত করিবারে শেষ ॥
„ ২৮ কুলবতী সতী স্ত্রীরে বহিষ্কার করি, কুলনষ্ট করে আনি দাসী ঘরে ধরি।
পিতা মাতা মানে পুত্র শুধুই তখন, নারী প্রতি দৃষ্টি নাহি পড়ে যতক্ষণ ॥
„ ২৯ শ্বশ্রূ গৃহ উপাদেয় লাগে যেই ক্ষণে, শত্রু বলি মনে হয় আত্মীয় স্বজনে।
নৃপ পাপ পরায়ণ ধর্মে নাহি মতি, বিড়ম্বিত দণ্ডে প্রজা ইহা রাজনীতি ॥
„ ৩০ ধনবানে মানে সবে কুলীন বলিয়া, প্রকৃত কুলীন রহে মলিন হইয়া।
উপবীতে চিহ্ন শুধু রহে ব্রাহ্মণের, উলঙ্গ হলেই হয় চিহ্ন তাপসের ॥
বেদ ও পুরাণ আদি নাহি মানে যারা, হরিভক্ত সাধু হয় কলিকালে তারা ॥
„ ৩১ কবির উদার বাণী আর নাহি শুনি, দেখায় গুণের দোষ, নাহি দেখি গুণী।
কলিতে দুর্ভিক্ষ হয় বারবার কত, অন্ন বিনা মৃত্যু লভে দুঃখী শত শত ॥
দো ১৪৬ শুনহ খগেশ তুমি কলিকালে যত, পাষণ্ড কপট হঠ দ্বেষ অবিরত।
দম্ভ দর্প কাম ক্রোধ লোভ অহঙ্কার, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ি ব্যাপ্ত চারিধার ॥
„ ১৪৭ জপ তপ দান ব্রত সকল ধর্মেতে, কলিযুগে রত নর তামসিক মতে।
বর্ষণ না করে দেব ধরণী উপরে, বপন সত্ত্বেও শস্য ফল নাহি ধরে ॥
ছ ৩২ শুধু কেশে কামিণীর যতেক ভূষণ, সর্ব লোক খাদ্য বিনা করে অনশন।
সুখ চাহে সর্বজন নহে ধর্ম পথে, স্থূল বুদ্ধি নম্র নহে কর্কশতা সাথে ॥
„ ৩ মনুষ্য পীড়িত রহে নাহি সুখ ভোগ, অকারণে অভিমান করে অভিযোগ।
পঞ্চাশৎ বৎসরের লঘু জীবনেরে, কল্পান্তে না হবে মৃত্যু ভাবে অহঙ্কারে ॥
„ ৩৪ কলিযুগে অমানুষ হয় মানুষেরা, ভগ্নী কন্যা কাহাকেও নাহি মানে তারা।
নাহি তুষ্ট শীতলতা না আছে বিচার, সুজাতি কুজাতি সম ভিক্ষা ব্যবহার ॥
„ ৩৫ ঈর্ষা নিষ্ঠুরতা ছল আর লোলুপতা, পরিপূর্ণ সবা মনে, বিনষ্ট সমতা।
পার্থক্যে হর্ষিত হয় মনুষ্য সকল, বর্ণাশ্রম ধর্মাচার গেল রসাতল ॥
„ ৩৬ সংযম করুণা দান কেহ নাহি করে, মূর্খতা বঞ্চনা সবে দেখি ঘরে ঘরে।
শুধু নিজ তনু পুষ্ট করে নর নারী, পরনিন্দুকেতে ছায় পৃথিবী বিস্তারি ॥
দো ১৪৮ শুন হে সর্পারি এই কলিযুগ হয়, দারুণ দোষের এই প্রকৃষ্ট নিলয়
কিন্তু তবু বহুগুণ আছে কলিকালে, অনায়াসে পেতে পারে নিস্তার সকলে ॥

দো ১৪৯ কৃত ত্রেতা দ্বাপর সময় পূজা মখ অরু জোগ।
জো গতি হোই সো কলি বিষয় নাম তেঁ পাবহিঁ লোগ ॥
চৌ ১ কৃতজুগ সব জোগী বিজ্ঞানী, করি হরিধ্যান তরহিঁ ভব প্রানী।
ত্রেতা বিবিধ জগ্য নর করহীঁ, প্রভুহিঁ সমর্পি করম ভব তরহীঁ ॥
" ২ দ্বাপর করি রঘুপতি পদ পূজা, নর ভব তরহিঁ উপাউ ন দূজা।
কলিজুগ কেবল হরিগুন গাহা, গাবত নর পাবহিঁ ভবথাহা ॥
" ৩ কলিজুগ জোগ ন জজ্ঞ ন জ্ঞানা, এক আধার রামগুন গানা।
সব ভরোস তজি জো ভজ রামহিঁ, প্রেম সমেত গাব গুনগ্রামহিঁ ॥
" ৪ সোই ভব তর কছু সংসয় নাহীঁ, নামপ্রতাপ প্রগট কলি মাহীঁ।
কলি কর এক পুনীত প্রতাপা, মানস পুন্য হোই নহিঁ পাপা ॥
দো ১৫০ কলিজুগ সম জুগ আন নহিঁ জো নর কর বিশ্বাস।
গাই রামগুন গন বিমল ভব তর বিনহিঁ প্রয়াস ॥
" ১৫১ প্রগট চারি পদ ধর্ম কে কলি মহঁ এক প্রধান।
জেন কেন বিধি দীন্হে দান করই কল্যান ॥
চৌ ১ কৃতজুগ হোহিঁ ধর্ম সব কেরে, হৃদয় রাম মায়া কে প্রেরে।
সুদ্ধ সত্ত্ব সমতা বিজ্ঞানা, কৃত প্রভাব প্রসন্ন মন জানা ॥
" ২ সত্ত্ব বহুত রজ কছু রতি কর্মা, সব বিধি সুখ ত্রেতা কর ধর্মা।
বহু রজ সত্ব স্বল্প কছু তামস, দ্বাপরধর্ম হরষ তব মানস ॥
" ৩ তামস বহুত রজোগুন থোরা, কলিস্বভাব বিরোধ চহুঁ ওরা।
বুধ জুগধর্ম জানি মন মাহীঁ, তজি অধর্ম রতি ধর্ম করাহীঁ ॥
" ৪ কাল কর্ম নহিঁ ব্যাপহিঁ তেহী, রঘুপতি চরনপ্রীতি বতি জেহী।
নটকৃত কপট বিকট খগরায়া, নটসেবকহিঁ ন ব্যাপই মায়া ॥
দো ১৫২ হরিমায়া কৃত দোষ গুন বিনু হরিভজন ন জাহিঁ।
ভজিও রাম সব কাম তজি অস বিচারী মন মাহিঁ ॥
" ১৫৩ তেহি কলিকাল বরষ বহু বসেউ অবধ বিহগেস।
পরেউ দুকাল বিপতিবস তব মৈঁ গয়েউঁ বিদেস ॥
চৌ ১ গয়েউঁ উজেনী সুনু উরগারী, দীন মলীন দরিদ্র দুখারী।
গয়ে কাল কছু সম্পতি পাঈ, তহঁ পুনি করউঁ সম্ভুসেবকাঈ ॥
" ২ বিপ্র এক বৈদিক সিবপূজা, করই সদা তেহি কাজ ন দূজা।
পরমসাধু পরমারথবিন্দক, সম্ভুউপাসক নহিঁ হরি নিন্দক ॥
" ৩ তেহি সেবউঁ মৈঁ কপটসমেতা, দ্বিজ দয়াল অতি নীতিনিকেতা।
বাহিজ নম্র দেখি মোহি সাঈঁ, বিপ্র পঢ়াব পুত্র কী নাঈ ॥

দো ১৪৯ সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে পাইতে নিস্তার, যাগ যোগ পূজা যজ্ঞ হ'ত ব্যবহার।
ইহাতে যে গতি হত কলিযুগে তাই, শুধু হরি নামে মিলে জেনো হে গোসাই॥

চৌ ১ সত্যযুগে যোগী আর অনুভব জ্ঞানী, পার হত ভব সিন্ধু হরি মূর্তি ধ্যানি'।
ত্রেতাতে বিবিধ যজ্ঞ করি মনুষ্যেরা, প্রভুরে সমর্পি' কর্ম উদ্ধারিত এরা॥

„ ২ দ্বাপরে প্রভুর পদ নিত্য পূজা করি, পার হত ভব নদী দ্বিতীয় না হেরি।
কলিতে কেবল নর হরিগুণ গানে, সংসার দুঃখের অন্ত পাবে নিজ প্রাণে॥

„ ৩ কলিযুগে নাহি আছে যোগাযোগ জ্ঞান, একটি আশ্রয় শুধু রাম গুণ গান।
সকল আশ্রয় ত্যজি' ভজিলে রামেরে, গাহিলে প্রেমের সাথে সে গুণ গ্রামেরে॥

„ ৪ এ ভব সাগর সেই তরিবে নিশ্চয়, নামের প্রতাপ শুধু কলিযুগে রয়।
কলিকালে আছে এক পবিত্র প্রতাপ, মানস ভজনে পুণ্য নাহি হয় পাপ॥

দো ১৫০ যে করে বিশ্বাস মনে তার কাছে তাই, কলিযুগ সম আর অন্য যুগ নাই।
গাহিয়া নির্মল গাথা রামগুণ গান, কলিযুগে অনায়াসে পায় পরিত্রাণ॥

„ ১৫১ সত্য শৌচ তপ দান ধর্মপদ চারি, কলিতে প্রধান দান ইহার ভিতরি।
যেন তেন প্রকারেন করিলেও দান' হইবে নিশ্চয় জেনো প্রভূত কল্যাণ॥

চৌ ১ রাম মায়া প্রেরণাতে সত্য যুগ ধরে, সবা হৃদে যুগধর্ম সদা বাস করে।
সত্যযুগে সত্ত্ব গুণ সমতা বিজ্ঞান, প্রভাবিত করি করে আনন্দ বিধান॥

„ ২ ত্রেতাযুগে সত্ত্ব বেশী রজোগুণ কম, শুভ কর্মে রত করে ত্রেতার ধরম।
বহু রজ কিছু সত্ত্ব কিছুটা তামস, দ্বাপর ধর্মেতে মনে শোকও হরষ॥

„ ৩ অধিক তামস কিছু রজোগুণ তথা, কলির প্রভাবে হয় বিরোধ সর্বথা।
বুদ্ধিমান যুগধর্ম মানিয়া মনেতে, অধর্মে বিরতি দিয়া নিযুক্ত ধর্মেতে॥

চৌ ৪ যুগধর্ম তাহারেই ব্যাপৃত না করে, প্রীতি যার কায়-মনে রাম পদ পরে।
নটকৃত কত শত বিকট ছলনা, তাহাতে সেবক তার কভু ত ভোলে না॥

দো ১৫২ হরির মায়ায় কৃত দোষগুণ যত, হরির ভজনা ছাড়া উহা যায় না ত।
ইহাই বিচারি মনে ত্যজি সর্ব কাজ, রামের ভজনা শুধু কর তুমি আজ॥

„ ১৫৩ সেই কলিকালে আমি বহু বর্ষ ধরি, অযোধ্যা নগর মাঝে বসবাস করি।
অকালে বিপদে পড়ি আমি হে খগেশ, তখন সেখান হতে গেলাম বিদেশ॥

চৌ ১ দরিদ্রে অশেষ দুঃখে বহু কষ্ট করি, সেথা হতে উজ্জয়িনী গিয়েছি সর্পারি।
কিছুকাল বাদে সেথা পেনু কিছু ধন, শিবের পূজায় তথা নিবেশিনু মন॥

„ ২ বিপ্র এক বেদ মতে শিবে ভক্তি করে, পূজা করে অন্য কর্ম কিছুই না করে।
অতি সাধু পরমার্থ জ্ঞানী সে ব্রাহ্মণ, শিবভক্ত নহে হরি নিন্দা পরায়ণ॥

„ ৩ তারি শিষ্য হয়েছিনু কপটতা মনে, দয়ালু ব্রাহ্মণ ছিল বিজ্ঞ নীতি জ্ঞানে।
নম্রতা দেখিয়া মোর উপরে উপরে, পুত্রসম স্নেহে বিপ্র পড়াতেন মোরে॥

চৌ ৪ সম্ভুমন্ত্র মোহি দ্বিজবর দীন্হা, সুভউপদেস বিবিধ বিধি কীন্হা।
জপউঁ মন্ত্র সিবমন্দির জাঈ, হৃদয় দম্ভ অহমিতি অধিকাঈ॥
দো ১৫৪ মৈঁ খল মলসঙ্কুল মতি নীচ জাতি বস মোহ।
হরিজন দ্বিজ দেখে জরউঁ করউঁ বিষ্ণু কর দ্রোহ॥
সো ১৫ গুরু যোহি নিত্ত প্রবোধ দুখিত দেখি আচরন মম।
মোহি উপজই অতি ক্রোধ দম্ভিহি নীতি কি ভাবঈ॥
চৌ ১ এক বার গুরু লীন্হ বোলাঈ, মোহি নীতি বহু ভাঁতি সিখাঈ।
সিবসেবা কৈ সুভ ফল সোঈ, অবিরল ভগতি রামপদ হোঈ॥
,, ২ রামহিঁ ভজহিঁ তাত সিব ধাতা, নর পাবঁর কৈ কেতিক বাতা।
জাসু চরন অঈ সিব অনুরাগী, তাসু দ্রোহ সুখ চহসি অভাগী॥
,, ৩ হর কহঁ হরিসেবক গুরু কহেউ, সুনি খগনাথ হৃদয় মম দহেউ।
অধম জাতি মৈঁ বিদ্যা পায়ে, ভয়উঁ জথা অহি দূধ পিআয়ে॥
,, ৪ মানী কুটিল কুভাগ্য কুজাতী, গুরু কর দ্রোহ করউঁ দিন রাতী।
অতি দয়াল গুরু স্বল্প ন ক্রোধা, পুনি পুনি মোহি সিখাব সুবোধা॥
,, ৫ জেহি তেঁ নীচ বড়াঈ পাবা, সো প্রথমহিঁ হঠি তাহি নসাবা।
ধূম অনলসম্ভব সুনু ভাঈ, তেহি বুঝাব ঘনপদবী পাঈ॥
,, ৬ রজ মগ পরী নিরাদর রহঈ, সব কর পগপ্রহার নিত সহঈ।
মরুত উড়াই প্রথম তেহি ভরই, নৃপকিরীট পুনি নয়নন্হ পরঈ॥
,, ৭ সুনু খগ খগপতি সমুঝি প্রসঙ্গা, বুধ নহিঁ করহিঁ অধম কর সঙ্গা।
কবি কোবিদ গাবহিঁ অসি নীতী, খল সন কলহ ন ভল নহিঁ প্রীতী॥
,, ৮ উদাসীন নিত রহিয় গুসাঈঁ, খল পরিহরিয় স্বান কী নাঈঁ।
মৈঁ খল হৃদয় কপট কুটিলাঈ, গুরু হিত কহহিঁ ন মোহি সুহাঈ॥
দো ১৫৫ এক বার হরিমন্দির জপত রহেউঁ সিবনাম।
গুরু আয়উ অভিমান তেঁ উঠি নহিঁ কীন্হ প্রনাম॥
,, ১৫৬ গুরু দয়াল নহিঁ কছু কহেউ উর ন রোষ লবলেস।
অতি অঘ গুরুঅপমানতা সহি নহিঁ সকে মহেষ॥
চৌ ১ মন্দির মাঁঝ ভই নভবানী, রে হতভাগ্য অজ্ঞ অভিমানী।
জদ্যপি তব গুরু কে নহিঁ ক্রোধা, অতি কৃপাল উর সম্যক বোধা॥
,, ২ তদ্‌পি সাপ সঠ দেইহউঁ তেজী, নীতি বরোষ সুহাই ন মোহী।
জৌঁ মহিঁ দণ্ড করউঁ খল তোরা, ভ্রষ্ট হই শ্রুতিমারথ বোরা॥
,, ৩ জে সঠ গুরু সব ইরসা করহীঁ রৌরব নরক কোটিজুগ পরহীঁ।
ত্রিজগ জোনি পুনি ধরহিঁ সরীরা, অধুত জনম ভরি পাবহিঁ পীরা॥

চৌ ৪ শিবমন্ত্র দেন পরে আমারে ব্রাহ্মণ, নানা শুভ উপদেশ দিলেন তখন।
সেই মন্ত্র জপ করি মন্দিরেতে গিয়া, হৃদয়েতে দম্ভ আর অহঙ্কার নিয়া॥
দো ১০৪ মলিন সঙ্কীর্ণ মতি আমি খল অতি, মোহবশে অজ্ঞানতা হই নীচ জাতি।
হরিভক্ত বিপ্রে দেখি জ্বলিতাম আমি, অহঙ্কারে বিষ্ণুদ্রোহী হয়েছিনু স্বামি॥
সো ১৫ গুরু বোঝাতেন মোরে নিতি কত শ'ত, মোর আচরণ দেখি হ'তেন দুঃখিত।
শুধু ক্রোধ উপজিত হ'ত মোর মনে, নীতিধর্ম মানিবে কি অহঙ্কারী জনে॥
চৌ ১ একবার গুরু মোরে নিকটে ডাকিয়া নীতিবাক্য বহুভাবে দেন শিখাইয়া।
হে বৎস শিবের সেবা একমাত্র ফল, উপজিবে রামপদে ভক্তি অবিচল॥
„ ২ শিব ব্রহ্মা করে বৎস রামের ভজন, নীচ মানুষের কথা কি ক'ব তখন।
যাঁহার চরণ পূজে শিব ব্রহ্মা দোঁহে, রে অভাগা সুখ চাও তাঁহারি বিদ্রোহে॥
„ ৩ হরির সেবক শিব যবে গুরু কহে, খগেশ জ্বালাতে মোর সর্বদেহ দহে।
নীচ জাতি বিদ্যা লভি মোর অহঙ্কার, দুগ্ধ পানে সর্প যথা করে বিষোদ্গার॥
„ ৪ কুটিল দুর্ভাগা মানী হইয়া কুজাতি, গুরুদ্রোহ করিতাম আমি দিবারাতি।
অতীব দয়ালু গুরু নাহি স্বল্প ক্রোধ, পুনঃ পুনঃ মোরে তিনি দিতেন সুবোধ॥
„ ৫ যার হতে উপকার পায় নীচ জন, তা'রেই করিতে নাশ জেদী হয় মন।
অগ্নি হ'তে জন্মি ধূম মেঘ নাম পায়, বৃষ্টিরূপে সেই আসি আগুনে নিভায়॥
„ ৬ ধূলিরাশি অনাদরে পড়ে থাকে পথে. সবাকার পদাঘাত ধরে নত মাথে।
পবন বহিলে ধূলি তাহে ভর করি, নৃপের নয়নে ঢোকে মুকুটেতে চড়ি॥
„ ৭ খগপতি জেনো এই প্রসঙ্গ বিচারে, বুদ্ধিমান নীচ সনে সঙ্গ নাহি করে।
কবি ও জ্ঞানীরা সবে কহে এই নীতি, খল সনে নহে ভাল কলহ বা প্রীতি॥
„ ৮ খগপতি উদাসীন রহিও সতত, খলেরে করিও ত্যাগ সারমেয় মত।
আমি খল ছিনু মোর কুটিল হৃদয়, নাহি ভাল লাগে যত গুরু হিত কয়॥
দো ১৫৫ শিবের মন্দিরে গিয়া আমি একবার, শিবনাম জপি মনে সেথা বারবার।
উঠিনু না গুরু যবে আসেন মন্দিরে. প্রণাম না করি তারে আমি অহঙ্কারে॥
দো ১৫৬ গুরু না কহেন কিছু করুণা অশেষ, হৃদয়ে নাহিক তাঁর ক্রোধ লবলেশ।
গুরু অপমানে এই ঘোরতর পাপ, শিব না সহেন সেই দারুন সন্তাপ॥
চৌ ১ মন্দিরের মাঝে হল এই দৈববাণী, ধিক্ তোরে হতভাগ্য মূর্খ অভিমানী।
দয়ালু তোমার গুরু পূর্ণ আত্মজ্ঞানী, যদিও তোমার প্রতি ক্রোধী নন তিনি॥
„ ২ তথাপি তোমারে দিব অভিশাপ আমি, দুর্নীতি কাহারো আমি কভু নাহি ক্ষমি
তোমারে না দিই যদি দণ্ড এই ক্ষণে, শ্রুতি মার্গ হতে ভ্রষ্ট হবে সর্বজনে॥
„ ৩ যে শঠ গুরুর প্রতি মনে ঈর্ষা করে. রৌরব নরকে রহে কোটি যুগ ধরে।
বিবিধ যোনিতে জন্ম ত্রিলোকে তাহার. অযুত জনম ধরি পীড়া পাওয়া সার॥

চৌ ৪ বৈঠি রহেনি অজগর ইব পাপী, সর্ব হোহু খল মন মতি ব্যাপী।
মহাবিটপ কোটর সহঁ জাঈ, রহু অধমাধম অবগতি পাঈ ॥

দো ১৫৭ হাহাকার কীন্হ গুরু দারুন সুনি সিবপ্রাণ।
কম্পিত মোহি বিলোকি অতি উর উপজা পরিতাপ ॥

„ ১৫৮ করি দণ্ডবতসপ্রেম দ্বিজ সিব সনমুখ কর জোরি।
বিনয় করত গদগদ গিরা সমুঝি ঘোরমতি মোরি ॥

ছ ৩৭ নমামীশমীশান নির্বাণরূপম্, বিভুং ব্যাপকং ব্রহ্ম বেদতরূপম্।
নিজং নির্গুণং নির্বিকল্পং নিরীহম্, চিদাকাশমা কাশবাসং ভজেঽহম ॥

„ ৩৮ নিরাকারমোঙ্কামূলং তূরীয়ম্, গিরাজ্ঞানগোতীতমীশং গিরিশম্।
করালং মহাকালং কৃপালম্, গুণাগারসংসারপারং নতেঽহম্ ॥

„ ৩৯ তুষারাদ্রিসমাশগোরং গভীরম্, মনোভূতকোটিপ্রভাশ্রীশরীরম্।
স্ফুরন্মৌলকল্লোলিনী চারুগঙ্গা, লসদ্ভালবালেন্দু কণ্ঠে ভুজঙ্গা ॥

„ ৪০ চলৎকুণ্ডলং ভ্রূসুনেত্রম্ বিশালম্, প্রসন্নাননং নীলকণ্ঠং দয়ালম্।
মৃগাধীচার্মাম্বরং মুণ্ডমালম্, প্রিয়ং শঙ্করং সর্বনাথং ভজামি ॥

„ ৪১ প্রচণ্ডং প্রকৃষ্টং প্রগলভং পরেশম্, অখণ্ডং অজং ভানুকোটিপ্রকাশম্।
ত্রয়ঃশূলনির্মূলতং শূলপাণিম, ভজেঽহং ভবানীপতিং ভাবগম্যম্ ॥

„ ৪২ কলাতীতকল্যাণকল্পান্তকারী, সদা সজ্জনানন্দদাতা পুরারী।
চিদানন্দসন্দোহমোহাপকারী, প্রসাদ প্রসীদ প্রভো মন্মথারী ॥

„ ৪৩ ন যাবদ উমানাথপাদঅরবিন্দম্, ভজন্তীহ লোকে পরে বা নরানাম।
ন তাবৎসুখং শান্তিসন্তাপনাশন, প্রসীদ প্রভো সর্বভূতাধিবাসম্ ॥

„ ৪৪ ন জানামি যোগং জপং নৈব পূজাম্, নতোঽহং সদা সর্বদা শম্ভু তুভ্যম্।
জরাজন্ম দুঃখৌঘতাতপ্যমানম্, প্রভো পাহি আপন্নমামীশ শম্ভো ॥

শ্লো ৪ রুদ্রাষ্টকমিদং প্রোক্তং বিপ্রেণ হরতোষয়ে।
যে পঠন্তি নরা ভক্ত্যা তেষাং শম্ভুঃ প্রসীদতি ॥

দো ১৫৯ সুনি বিনতী সর্বজ্ঞ সিব দেখি বিপ্রঅনুরাগু।
মন্দির নভবানী ভঈ দ্বিজবর তবে বর মাঁগু ॥

„ ১৬০ জৌঁ প্রসন্ন প্রভু মো পর নাথ দীন পর নেহু।
নিজ পদ পদ্ম ভগতি দৃঢ় পুনি দূসর বর দেহু ॥

দশম অঙ্ক

দো ১৬১ তব মায়াবস জীব জড় সন্তত ফিরহিঁ ভুলান।
তেহি পর ক্রোধ ন করিয় প্রভু কৃপাসিন্ধু ভগবান ॥

চৌ ৪ রে পাপি রহিস্ বসি অজগর সম, সে পাপে হইবি সর্প অভিশাপে মম।
হীন হ'তে হীনতর লভি' হেন গতি, বৃক্ষের কোটরে বাস কর মূঢ়মতি ॥
দো ১৫৭ হাহাকার করি উঠে গুরুদেব মোর, শুনিয়া শিবের শাপ মোর প্রতি ঘোর।
দেখি মোরে কম্পমান সর্ব শরীরেতে, উপজিল পরিতাপ গুরু হৃদয়েতে ॥
„ ১৫৮ শিবের সমুখে দ্বিজ ভক্তি-প্রেমভরে, দণ্ডবৎ হইলেন দুই কর জুড়ে।
আমার দারুণ দশা ভাবিয়া মনেতে, গদগদ ভাবে শিবে কহিলা স্তবেতে ॥
ছ ৩৭ প্রণমি ঈশান ঈশে কৈবল্য স্বরূপে, বিশ্ব ব্যাপ্ত বিভু ব্রহ্ম তুমি বেদ রূপে।
নির্গুণ নিশ্চেষ্ট অজ নির্বিকল্প তুমি, নির্লিপ্ত চৈতন্যরূপী দিগম্বরে নমি ॥
„ ৩৮ অকায় ওঙ্কার মূল তুমি মায়াতীত, হে গিরীশ বাক্য-জ্ঞান-ইন্দ্রিয় অতীত।
ভয়ঙ্কর মহাকাল-কাল কৃপাময়, সংসার অতীত গুণী প্রণমি তোমায় ॥
„ ৩৯ হিমগিরি শুভ্রকান্তি প্রশান্ত গম্ভীর, কোটি কন্দর্পের সম শোভিত শরীর।
কল্লোলিনী চারুগঙ্গা প্রস্ফুটিত শিরে, ললাটে বালেন্দু ধৃত কণ্ঠে ভুজঙ্গেরে ॥
„ ৪০ চঞ্চল কুণ্ডল কর্ণে নয়ন বিশাল, নীল কণ্ঠে হৃষ্টানন পরম দয়াল।
পরিধানে সিংহচর্ম মুণ্ডমালা গলে, হে প্রিয় শঙ্কর নমি তব পদ তলে ॥
„ ৪১ অকুণ্ঠ প্রবল শ্রেষ্ঠ পরম ঈশ্বর, কোটি সূর্য প্রভা দীপ্ত হে অজ অজর।
ত্রিতাপ হরণ কর্তা ত্রিশূল করেতে, ভাব গম্য উমাপতি নমি চরণেতে ॥
„ ৪২ কল্যাণ কল্লান্তকারী কলার অতীত, পুরারি সজ্জনে কর আনন্দে প্রতীত।
চিদানন্দে পরিপূর্ণ মোহ অপহারী, প্রসন্ন হউন করি কৃপা মন্মথারি ॥
„ ৪৩ উমাপতি পাদপদ্ম যতদিন নরে, না ভজিবে ইহলোক পরলোক ধরে।
সুখ শান্তি নাহি তার সন্তাপ বিনাশি, প্রসন্ন হউন সর্ব ভূত অধিবাসী ॥
„ ৪৪ নাহি জানি জপ তপ যোগ পূজা আমি, তোমারে সদাই করি প্রণতি হে স্বামি।
জন্ম জরা পাপ তাপ ক্লিষ্ট অভাগারে, রক্ষা কর রক্ষা কর হে শম্ভু আমারে ॥
শ্লোক ৪ বিপ্র প্রোক্ত রুদ্রাষ্টক উপরে বর্ণিত, শঙ্করের তুষ্টি লাগি হয়েছে কথিত।
ভক্তি ভরে যে মানব ইহা পাঠ করে, শঙ্কর প্রসন্ন অতি হন তার 'পরে ॥
দো ১৫৯ শুনিয়া বিনতি এই সর্বজ্ঞ শঙ্কর, দেখিয়া বিপ্রের প্রেম অতি মনোহর।
পুনরায় দেববাণী হইল মন্দিরে, হে দ্বিজ কি চাহ তুমি বলহ আমারে ॥
„ ১৬০ প্রসন্ন হয়েছ প্রভু যদি মোর পরে, হে নাথ রাখিও স্নেহ এ দীনের তরে।
তব পদে ভক্তি মোর যেন রহে স্বামী, মাগিব দ্বিতীয় বর পুনরায় আমি ॥

দশম খণ্ড

দো ১৬১ তব মায়াবশে জীব জড়বুদ্ধি হয়, ভূল পথে যাতায়াত করে পুনরায়।
করিও না ক্রোধ প্রভু তুমি তার পরে, ভগবান জ্ঞানে সবে দয়ালু তোমারে ॥

দো ১৬২ শঙ্কর দীনদয়াল অব এহি পর হোহু কৃপাল।
সাপ অনুগ্রহ হোই জেহি নাথ থোরহী কাল॥

চৌ ১ এহি কর হোই পরম কল্যানা, সোই করহু অব কৃপানিধানা।
বিপ্রগিরা সুনি পরহিত সানী, এবমস্তু তব হই নভবানী॥

,, ২ জদপি কীন্‌হ যহ দারুন পাপা, মৈঁ পুনি দীন্‌হ কোপ করি সাপা।
তদপি তুম্‌হার সাধুতা দেখা, করিহউঁ এহি পর কৃপা বিসেখী॥

,, ৩ ছমাসীল যে পরউপকারী, তে দ্বিজ মোহি প্রিয় জথা খরারী।
মোর সাপ দ্বিজ ব্যর্থ ন জাইহি, জনম সহস্র অবসি যহ পাইহি॥

,, ৪ জনমত মরত দুসহ দুখ হোঈ, এহি স্বল্পউ নহি ব্যাপহি সোঈ।
কবনেহু জনম মিটিহি নহিঁ জ্ঞানা, সুনহি সূদ্র মম বচন প্রমানা॥

,, ৫ রঘুপতি পুরী জনম তব ভয়উ, পুনি তৈঁ মম সেবা মন দয়উ।
পুরী প্রভাব অনুগ্রহ মোরে, রামভগতি উপজিহি উর তোরে॥

,, ৬ সুনু মম বচন সত্য অতি ভাঈ, হরিতোষন ব্রত দ্বিজসেবকাঈ।
অব জনি করহি বিপ্রঅপমানা, জানেসু সন্ত অনন্ত সমানা॥

,, ৭ ইন্দ্রকুলিস মম সূল বিসালা, কালদণ্ড হরিচক্র করালা।
জো ইন্‌হ কর মারা নহিঁ মরঈ, বিপ্র দ্রোহ পাবক সো জরঈ॥

,, ৮ অস বিবেক রাখেহু মন মাহীঁ, তুম্‌হ কহঁ জগ দুর্লভ কছু নাহীঁ।
অউরউ এক আসিষা মোরী, অপ্রতিহত গতি হোইহি তোরী॥

দো ১৬৩ সুনি সিববচন হরষি গুরু এবমস্তু ইতি ভাখি।
মোহি প্রবোধি গয়উ গৃহ সম্ভূচরণ উর রাখি॥

,, ১৬৪ প্রেরিতকাল বিন্ধিগিরি জাই ভয়উঁ মৈঁ ব্যাল।
পুনি প্রয়াস বিনু সো তনু তজেউঁ গয়ে কছু কাল॥

,, ১৬৫ জো তন ধরউঁ তজউঁ পুনি অনায়াস হরিজান।
জিমি নূতন পট পহিরই নর পরিহরই পুরান॥

,, ১৬৬ সিব রাখী শ্রুতিনীতি অরু মৈঁ নহিঁ পাব কলেস।
এহি বিধি ধরেউঁ বিবিধ তনু জ্ঞান ন গয়উ খগেস॥

চৌ ১ ত্রিজগদেবনর জো তনু ধরউঁ, তহঁ তহঁ রামভজন অনুসরউঁ।
এক সূল মোহি বিসর ন কাউ, গুরু কর কোমল সীল সুভাউ॥

,, ২ ধরমদেহ মৈঁ দ্বিজ কৈ পাঈ, সুরদুর্লভ পুরান শ্রুতি গাঈ।
খেলউঁ তহাঁ বালকন্‌হ মীলা, করউঁ সকল রঘুনায়ক লীলা॥

দো ১৬২ দীনের দয়াল তুমি হে শিব শঙ্কর, কৃপা করি কৃপাময় হও ওর পর।
অভিশাপ দিয়েছ যা' তুমি ওর পরে, যেন তাহা রয় শুধু ক্ষণকাল তরে॥

চৌ ১ ইহার যাহাতে হয় পরম কল্যাণ, তাহাই করহ প্রভু কৃপার নিধান
পরহিতকারী এই বিপ্রবাক্য শুনি, তাহাই হইবে বলি হল দৈববানী॥

„ ২ যদিও করেছে শূদ্র ঘোরতর পাপ, আমিও দিয়াছি তারে ক্রোধে অভিশাপ।
তথাপি দেখিয়া তব সাধুতা এমন, করিব বিশেষ কৃপা ইহারে এখন॥

„ ৩ ক্ষমাশীল আর যেবা পর উপকারী, হে দ্বিজ সে মোর প্রিয় যেমন খরারি।*
মোর অভিশাপ দ্বিজ ব্যর্থ নাহি হয়, ভুগিবে সহস্র জন্ম এই নীচাশয়॥

„ ৪ জনম মরণ দুঃখ হয় অতিশয়, বিন্দুমাত্র নাহি হবে এ সকল তায়।
কোন জন্মে পূর্বজন্ম স্মৃতি নাহি যাবে, রে শূদ্র আমার বাক্য মিথ্যা নাহি হবে॥

„ ৫ রঘুপতি পুরী মাঝে জন্ম লভেছিলে, আমার সেবায় পুনঃ মন দিয়াছিলে।
পুরীর প্রভাবে তোমা করি অনুগ্রহ, রামপদে ভক্তি তব রবে অহরহ॥

„ ৬ শুন বৎস মোর বাক্য সত্য অতিশয়, হরি তুষ্ট হন অতি ব্রাহ্মণ সেবায়।
আর যেন না করিও বিপ্র অপমান, সাধুরে জানিও তুমি ঈশ্বর সমান॥

„ ৭ ইন্দ্রের কুলিশ পাতে ত্রিশূলেতে মোর, যম দণ্ডাঘাতে আর বিষ্ণুচক্রে ঘোর।
যেবা নাহি মরে সেও জানিও নিশ্চয়, বিপ্র রোষে তৃণসম ভস্মীভূত হয়॥

„ ৮ রাখিও স্মরণে তব এই জ্ঞান সার, জগতে দুর্লভ কিছু না রবে তোমার।
আরো এক আশীর্বাদ মোর তোমা প্রতি, হইবে তোমার বৎস অব্যাহত গতি॥

দো ১৬৩ প্রেমে গদগদ গুরু শিবের বচনে, তাহাই হউক তবে কহি সেইক্ষণে।
আমারে প্রবোধ দিয়া শিব পদপরে, সঁপিয়া হৃদয় তাঁর গৃহে যান ফিরে॥

„ ১৬৪ কালের প্রেরিত হ'য়ে বিন্ধ্যগিরি গিয়া, জনম লভিনু আমি সর্প তনু নিয়া।
কিছুকাল গত হলে তারপর আমি, সে তনু করিনু ত্যাগ অনায়াসে স্বামি॥

„ ১৬৫ যে তনু ধরি না কেন ত্যজি পুনঃ পুনঃ, হে বিষ্ণুবাহন তাতে ক্লেশ নাই কোন।
যেমন নূতন বস্ত্র করেন গ্রহণ, নরেরা ত্যজিয়া জীর্ণ বস্ত্র পুরাতন॥

„ ১৬৬ বেদনীতি রাখিলেন দয়ালু শঙ্কর, ক্লেশ না হইল কিছু মোর অতঃপর।
এইভাবে বহু তনু ধরিনু খগেশ, পূর্বজন্ম স্মৃতি মোর রহিল বিশেষ॥

চৌ ১ তির্যক অথবা নর লভিনু যে যোনি, রামভক্তি অনুসরি হই না যে প্রাণী।
এক ব্যথা মোর প্রাণে ভুলিতে না পারি, কোমল স্বভাব গুরু অপমান করি॥

„ ২ দ্বিজদেহ পাই আমি অন্তিম জনমে, সুরেরা দুর্লভ ইহা বিদিত পুরাণে।
বালকদিগের সাথে করিতাম খেলা, সকলে মিলিয়া করি কত রামলীলা॥

* খর ও দূষণ বধকর্তা—খরারি—শ্রীরামচন্দ্র।

চৌ ৩ প্রৌঢ় ভয়ে মোহি পিতা পঢ়াবা, সমঝউঁ সুনউঁ গুনউঁ নহিঁ ভাবা।
মন তেঁ সকল বাসনা ভাগী, কেবল রামচরন লয় লাগী॥
" ৪ কহু খগেস অস কবন অভাগী, খরী সেব সুরধেনুহিঁ ত্যাগী।
প্রেমমগন মোহি কছু ন সুহাঈ, হারেউ পিতা পঢ়াই পঢ়াঈ॥
" ৫ ভয়ে কালবস জব পিতু মাতা, মৈঁ বন গয়উঁ ভজদ জনত্রাতা।
জহঁ জহঁ বিপিন মুনীস্বর পাবউঁ আস্রম জাই জাই সিরু নাবউঁ॥
" ৬ বুঝউঁ তিন্হহিঁ রাম গুন গাহা, কহহিঁ সুনউঁ হরষিত খগনাহা।
সুনত ফিরউঁ হরিগুন অনুবাদা, অব্যাহত গতি সম্ভূপ্রসাদা॥
" ৭ ছুটী ত্রিবিধ ঈষনা গাঢ়ী, এক লালসা উর অতি বাঢ়ী।
রামচরন বারিজ জব দেখউঁ, তব নিজ জনম সুফল করি লেখউঁ॥
" ৮ জেহি পুছহুঁ সোই মুনি অস কহঈ, ঈস্বর সর্ব ভূত ময় অহঈ।
নির্গুন মত নহি' মোহি সুহাঈ, সগুন ব্রহ্মরতি উর অধিকাঈ॥
দো ১৬৭ গুরু কে বচন সুরতি করি রামচরন মন লাগ।
রঘুপতি জস গাবত ফিরউঁ ছন ছন নব অনুরাগ॥
" ১৬৮ মেরুসিখর বটছায়া মুনি লোমস আসীন।
দেখি চরন সিরু নায়উঁ বচন কহেউঁ অতি দীন॥
" ১৬৯ সুনি মম বচন বিনীত মৃদু মুনি কৃপাল খগরাজ।
মোহি সাদর পুছত ভয়ে দ্বিজ আয়উ কেহি কাজ॥
" ১৭০ তব মৈঁ কহা কৃপানিধি তুম্হ সর্বজ্ঞ সুজান।
সগুন ব্রহ্ম আরাধনা মোহি কহহু ভগবান॥
চৌ ১ তব মুনীস রঘুপতি গুন গাথা, কহে কছুক সাদর খগনাথা।
ব্রহ্মজ্ঞান রতি মুনি বিজ্ঞানী, মোহি পরম অধিকারী জানী॥
" ২ লাগে করন ব্রহ্মউপদেসা, অজ অদ্বৈত অগুন হৃদয়েনা।
অকল অনীহ অনাম অরূপা, অনুভব গম্য অখণ্ড অনুপা॥
" ৩ মনগোতীত অমল অবিনাসী, নির্বিকার নিরবধি সুখরাসী।
সো তৈঁ তাহি তোহি নহিঁ ভেদা, বারি বীচি ইব গাবহিঁ বেদা॥
" ৪ বিবিধ ভাঁতি মুনি মোহি সমুঝাবা, নির্গুনমত মম হৃদয় ন আবা।
পুনি মৈঁ কহেউঁ নায় পদ সীসা, সগুনউপাসন কহহু মুনীসা॥
" ৫ রাম ভগতি জল মম মন মীনা, কিমি বিলগাই মুনীস প্রবীনা।
সো উপদেস করহু করি দায়া, নিজ নয়নন দেখউঁ রঘুরায়া॥
" ৬ ভরি লোচন বিলোকি অবধেসা, তব সুনিহহু নির্গুন উপদেসা।
পুনি পুনি কহি হরিকথা অনূপা, খণ্ডি সগুনমত অগুন নিরূপা॥

চৌ ৩ বড় হলে পড়াতেন বসি পিতা আগে, শুনিতাম বুঝিতাম ভাল নাহি লাগে।
মন হতে সব ইচ্ছা গেল দূর হয়ে, রামের চরণ লগ্ন মন মোর রহে ॥
" ৪ কহত খগেশ হেন আছে কোন জন, কামধেনু ত্যজি গাধী করিবে সেবন।
কিছু ভাল নাহি লাগে প্রেমেতে মগন, পড়াতে পড়াতে পিতা হারেন তখন ॥
চৌ ৫ পিতামাতা কালবশে পরলোক গেলে, শ্রীরামে ভজিতে আমি বনে যাই চলে।
যেখানে মুনির দেখা পাই আমি বনে, যাইয়া আশ্রমে নমি তাদের চরণে ॥
" ৬ তাদের জিজ্ঞাসা করি রাম গুণ গান, কহেন শুনিয়া পাই আনন্দ মহান।
ঘুরিয়া বেড়াই শুনি রামগাথা যত, শিবের প্রসাদে মোর গতি অব্যাহত ॥
" ৭ ত্রিবিধ প্রবল ইচ্ছা ত্যজিল আমারে, একটি লালসা মোর অতিশয় বাড়ে।
শ্রীরাম চরণ পদ্ম দেখিব যখন, জীবন সার্থক বলি মানিব তখন ॥
" ৮ যাহারে জিজ্ঞাসা করি সেই মুনি কহে, সকল ভূতের মধ্যে ভগবান রহে।
তাদের নির্গুণ মত ভাল নাহি লাগে, সগুণ ব্রহ্মের প্রীতি মনে শুধু জাগে ॥
দো ১৬৭ গুরুর বচন স্মরি আমি অনুক্ষণ, রামের চরণ পরে সঁপি মোর মন।
রঘুপতি যশোগান ক্ষণে ক্ষণে ক'রে, ঘুরিয়া বেড়াই আমি অনুরাগ ভরে ॥
" ১৬৮ সুমেরু শিখর পরে বটের ছায়ায়, লোমশ নামক মুনি বসিয়া তথায়।
দেখিয়া প্রণাম করি তাহার চরণে, দীনভাবে কহি কথা আমি তার সনে ॥
" ১৬৯ বিনীত বচন মৃদু শুনিয়া আমার, হে খগেশ মুনীশ্বর সাগর দয়ার।
সমাদরে পুছিলেন মোরে তার পরে, হে ব্রাহ্মণ আসিয়াছ কোন কাজ তরে ॥
" ১৭০ কহিলাম আমি তারে কৃপার নিধান, তুমি ত সর্বজ্ঞ প্রভু আছে সর্বজ্ঞান।
মোর পরে কৃপা করি ওগো ভগবান, সগুণ ব্রহ্মের সেবা করুন বর্ণন ॥
চৌ ১ রঘুপতি গুণগাথা তখন সাদরে, কহেন মুনীশ কিছু খগেশ আমারে।
ব্রহ্মজ্ঞানী মুনীশ্বর পরম বিজ্ঞানী, আমারে ভাবিয়া মনে অধিকারী জ্ঞানী ॥
" ২ কহিতে লাগেন তবে ব্রহ্ম উপদেশ, নির্গুণ অদ্বৈত অজ তিনি হৃষিকেশ।
অকলঙ্ক নামহীন নিস্পৃহ অরূপ, অনুভবগম্য তিনি অখণ্ড অনুপ ॥
" ৩ মন ও ইন্দ্রিয়াতীত অমল অক্ষর, সর্ব সুখরাশি তিনি হন নিরন্তর।
সেই তুমি নাহি ভেদ তাঁহাতে তোমাতে, জলেতে উর্মিতে যথা বিদিত বেদেতে ॥
" ৪ বিবিধ প্রকারে মুনি বোঝালেন মোরে, এ নির্গুণ মতে মোর হৃদয় না ভরে।
পুনঃ পুনঃ নতি করি কহিনু তাহারে, সগুণের উপাসনা বলুন না মোরে ॥
" ৫ রামভক্তি জলসম মন মোর মীন, কি করে পৃথক হবে হে মুনি প্রবীণ।
সেই উপদেশ প্রভু দাও কৃপা ক'রে, নিজের নয়নে যেন দেখি রঘুবরে ॥
" ৬ নয়ন ভরিয়া দেখি অযোধ্যা রাজন, নির্গুণের উপদেশ শুনিব তখন।
পুনঃ পুনঃ কহে মুনি অপূর্ব বচনে, খণ্ডিয়া সগুণ মত স্থাপেন নির্গুণে ॥

চৌ ৭ তব মৈঁ নির্গুনমতি করি দূরী, সগুন নিরূপউঁ করি হঠ ভুরী।
উত্তর প্রতিউত্তর মৈঁ কীন্‌হা, মুনিতন ভয়ে ক্রোধ কে চীন্‌হা ॥
,, ৮ সুনু প্রভু বহুত অবজ্ঞা কিয়ে, উপজ ক্রোধ জ্ঞানিহ কে হিয়ে।
অতি সঙ্ঘরষন জোঁ কর কোঈ, অনল প্রগট চন্দন তেঁ হোঈ ॥
দো ১৭১ বারম্বার সকোপ মুনি করই নিরূপম জ্ঞান।
মৈঁ অপনে মন বৈঠি তব করউঁ বিবিধ অনুমান ॥
,, ১৭২ দৈত বুদ্ধি বিনু ক্রোধ কিমি দ্বৈত কি বিনু অজ্ঞান।
মায়াবস পরিছিন্ন জড় জীব কি ঈসসমান ॥
চৌ ১ কবহুঁ কি দুখ সব কর হিত তাকে, তেহি কি দরিদ্র পরসমনি জা কে।
পরদ্রোহী কি হোই নিংসঙ্কা, কামী পুনি কি রহহি অকলঙ্কা ॥
,, ২ বংস কি রহ দ্বিজ অনহিত কীন্‌হে, কর্ম কি হোহিঁ স্বরূপহিঁ চীন্‌হে।
কাহু সুমতি কি খল সঙ্গ জামী, সুভগতি পাব কি পর ত্রিয়গামী ॥
,, ৩ তব কি পরহিঁ পরমাতমবিন্দক, সুখী কি হোহিঁ কবহুঁ পরনিন্দক।
রাজ কি করই নীতি বিনু জানে, অঘ কি রহই হরিচরিত বখানে ॥
" ৪ পাবন জস কি পূন্য বিনু হোঈ, বিনু অঘ অজস কি পাবই কোঈ।
লাভ কি কছু হরি ভগতি সমানা, জেহি গাবহিঁ শ্রুতি সন্ত পুরানা ॥
" ৫ হানি কি জগ এহি সম কছু ভাঈ, ভজিয় ন রামহিঁ নরতনু পাঈ।
অঘ কি বিনা তামস কছু আনা, ধর্ম কি দয়াসরিস হরিজানা ॥
" ৬ এহি বিধি অমিত জুগুতি মন গুনউঁ, মুনিউপদেস ন সাদর সুনউঁ।
পুনি পুনি সগুন পচ্ছ মৈঁ রোপা, তব মুনি বোলে বচন সকোপা ॥
" ৭ মূঢ় পরম সিখ দেউঁ ন মানসি, উত্তর প্রতিউত্তর বহু আনসি।
সত্যবচন বিস্বাস ন করহী, বায়স ইব সবহী তেঁ ডরহী ॥
" ৮ সঠ স্বপচ্ছ তব হৃদয় বিসালা, সপদি হোহু পচ্ছী চণ্ডালা।
লীন্‌হ সাপ মৈঁ সীস চঢ়াঈ, নহি কছু ভয় ন দীনতা আঈ ॥
দো ১৭৩ তুরত ভরউঁ মৈঁ কাগ তব পুনি মুনিপদ সিরু নাই।
সুমিরি রাম রঘুবংস মনি হরষিত চলেউঁ উড়াই ॥
" ১৭৪ উমা জে রাম চরনরত বিগত কামমদ ক্রোধ।
নিজ প্রভুময় দেখহিঁ জগত কেহি সন করহিঁ বিরোধ ॥
" ১ সুনু খগেস নহিঁ কছু রিষিদূষন, উরপ্রেরক রঘুবংস বিভূষন।
কৃপাসিন্ধু মুনিমতি করি ভোরী, লীন্‌হী প্রেম পরীছা মোরী ॥
" ২ মন ক্রম বচন মোহি জন জানা, মুনিমতি পুনি ফেরি ভগবানা।
রিষি মন সহনসীলতা দেখি, রামচরন বিস্বাস বিসেখী ॥

চৌ ৭ তখন নির্গুণ মত করিয়া খণ্ডন, জোর করি সগুণেরে করি নিরূপণ।
উত্তর ও প্রত্যুত্তর করেছিনু যবে, মুনির হৃদয়ে ক্রোধ দেখা দিল তবে॥

„ ৮ শুন প্রভু অবজ্ঞাত হলে অতিশয়, জ্ঞানীরো' হৃদয়ে অতি ক্রোধ উপজয়।
চন্দন কাষ্ঠেরে করি অতীব ঘর্ষণ, করিবারে পারে সবে অগ্নি উৎপাদন॥

দো ১৭১ ক্রোধে আত্মহারা মুনি করেন প্রচার, নির্গুণ মতের তত্ত্ব তর্কে বারংবার।
আমি বসি বসি সেথা ভাবি মনে মনে, বিবিধ প্রকার চিন্তা হয় অনুমানে॥

„ ১৭২ ক্রোধ কি সম্ভব হয় দ্বৈতবুদ্ধি বিনা, দ্বৈতবুদ্ধি যাহা দেখি অজ্ঞানতা কিনা।
মায়ার অধীন যত জড় বুদ্ধি নর, কি করে সম্ভব তার হইতে ঈশ্বর॥

চৌ ১ হিতকারী সবে যেবা দুঃখ তার কোথা, স্পর্শমণি যে পেয়েছে কোথা দারিদ্রতা।
পরদ্রোহী হ'লে কিবা কখনো নিঃশঙ্ক, কামী সে কি হ'তে পারে কভু অকলঙ্ক॥

„ ২ বিপ্রের অহিত করি রহে বংশ কার, স্বরূপ চিনিলে কর্ম রহে কিছু আর।
খল সঙ্গে কাহারো কি রহিবে সুমতি, পরস্ত্রী গমনে কারে হবে শুভগতি॥

„ ৩ নীতি জ্ঞান বিনা কারো রাজত্ব কি র'বে, হরির চরিত গানে পাপ কি সম্ভবে।
পরমাত্মা জ্ঞানে কেহ ডোবে কি সংসারে, হয় সুখী কেহ কভু পরনিন্দা করে॥

„ ৪ পুণ্য ছাড়া হয় কভু সুপবিত্র যশ, পপ বিনা হয় কভু কারো অপযশ।
হরি ভক্তি মত লাভ আর কিছু হয়, বেদ ও পুরাণ সাধু এই মত কয়॥

„ ৫ এই জগতে আছে ক্ষতি আর কিছু ভাই, শ্রীরামেরে না ভজিলে নর দেহ পাই।
ক্রোধ ছাড়া আর পাপ হয় কি বিচার, দয়ার সমান ধর্ম কিবা আছে আর॥

„ ৬ এইভাবে বহু যুক্তি মনে মনে গণি, মুনি উপদেশ যত আগ্রহে না শুনি।
পুনঃ পুনঃ সগুণেরে করি সমর্থন, অতি ক্রোধে মুনি মোরে কহেন তখন॥

„ ৭ শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দিই মূর্খ মানিস না তারে, করিস কুতর্ক তুই মোর প্রত্যুত্তরে।
মোর সত্য বাক্যে তুই বিশ্বাস না করি, কাক সম সব হতে যাস উড়ি উড়ি॥

„ ৮ সপক্ষ রাখিতে চেষ্টা হৃদয়েতে তোর, পক্ষীর চণ্ডাল হবি অভিশাপ মোর।
শিরোধার্য করিলাম মুনি অভিশাপ, নাই ভয় দৈন্য কিছু নাই পরিতাপ॥

দো ১৭৩ হইনু বায়স আমি তার ক্ষণ পরে, মুনি পদে পুনঃ মোর মাথা নত করে।
মনে মনে স্মরি রাম রঘুবংশমণি, আনন্দে উড়িয়া আমি চলিনু তখনি॥

„ ১৭৪ রামের চরণে রত যে রহে পার্বতি, গত কাম ক্রোধ তার সুপ্রসন্ন মতি।
নিজ প্রভুময় দেখে জগত সংসার, বিরোধ করিবে বল কার সনে আর॥

চৌ ১ ঋষির নাহিক দোষ শুনহ খগেশ, হৃদয়ে প্রেরণা দেন রাম হৃষীকেশ।
কৃপাসিন্ধু মুনি মতি করিয়া আশ্রয়, প্রেমের পরীক্ষা প্রভু করেন আমায়॥

২ কায়মনোবাক্যে মোরে জানি দাস তাঁর, মুনি-মতি ভগবান ফিরান আবার।
সহনশীলতা মোর দেখি মুনিবর, বিশ্বাস রামের পদে দেখি নিরন্তর॥

চৌ ৩ অতি বিষময় পুনি পুনি পছিতাঈ, সাদর মুনি মোহি লীন্‌হ বোলাঈ।
মম পরিতোষ বিবিধবিধি কীন্‌হা, হরষিত রামমন্ত্র তব দীন্‌হা ॥
” ৪ বালকরূপ রাম কর ধ্যানা, কহেউ মোহি মুনি কৃপানিধানা।
সুন্দর সুখদ মোহি অতি ভাবা, সো প্রথমহি মৈঁ তুম্‌হহিঁ সুনাবা ॥
” ৫ মোহি কছু কাল তহঁা মুনি রাখা, রাম চরিত মানস তব ভাখা।
সাদর মোহি যহ কথা সুনাই, পুনি বোলে মুনি গিরা সুহাঈ ॥
” ৬ রামচরিত সর গুপ্ত সুহাবা, সম্ভুপ্রসাদ তাত মৈঁ পাবা।
তোহি নিজ ভগত রাম কর জানী, তা তেঁ মৈঁ সব কহেউ বখানী ॥
” ৭ রামভগতি জিন্‌হ কে উর নাহীঁ, কবহুঁ ন তাত কহিয় তিন্‌হ পাহীঁ।
মুনি মোহি বিবিধ ভাঁতি সমুঝাবা, মৈঁ সপ্রেম মুনিপদ সিরু নাবা ॥
” ৮ নিজ কর কমল পরসি মম সীসা, হরষিত আসিষ দীনহি মুনীষা।
রামভগতি অবিরল উর তোরে, বসহু সদা প্রসাদ অব মোরে ॥
দো ১৭৫ সদা রামপ্রিয় হোহু তুম্‌হ সুভ গুন ভবন অমান।
কামরূপ ইচ্ছামরন জ্ঞান বিরাগ নিধান ॥
” ১৭৬ জেহি আশ্রম তুম্‌হ বসব পুনি সুমিরত শ্রীভগবন্ত।
ব্যাপিহি তহঁ ন অবিদ্যা জোজন এক প্রজন্ত ॥
চৌ ১ কাল কর্ম গুন দোষ সুভাউ, কছু দুখ তুম্‌হিঁ ন ব্যাপিহি কাউ।
রামরহস্য ললিত বিধি নানা গুপ্ত প্রগট ইতিহাস পুরানা ॥
” ২ বিনু শ্রম তুম্‌হ জানব সব সোউ, নিত নবনেহ রামপদ হোউ।
জো ইচ্ছা করিহহু মন মাহীঁ, হরিপ্রসাদ কছু দুর্লভ নাহীঁ ॥
” ৩ সুনি মুনিআসিষ সুনু মতিধীরা, ব্রহ্মগিরা ভই গগন গম্ভীরা।
এবমস্তু তব বচ মুনি জ্ঞানী, যহ মম ভগত করম মন বানী ॥
” ৪ সুনি নভগিরা হরষ মোহি ভয়উ, প্রেমমগন সব সংসয় গয়উ।
করি বিনতী মুনি আয়সু পাঈ, পদসরোজ পুনি পুনি সিরু নাঈ ॥
” ৫ হরষসহিত এহি আশ্রম আয়উঁ, প্রসাদ দুর্লভ বরপায়উঁ।
ইহাঁ বসত মোহিঁ সুনু খগঈ মা, বীতে কলপ সাত অরু বীসা ॥
” ৬ করউ সদা রঘুপতি গুন গনা, সাদর সুনহিঁ বিহঙ্গ সুজানা।
জব জব অবধপুরী রঘুবীরা, ধরহিঁ ভগতিহিত মনুজ সরীরা ॥
” ৭ তব তব জাই রামপুর রহউঁ, সিসুলীলা বিলোকি সুখ লহউঁ।
পুনিউর রাখি রাম সিসুরূপা, নিজ আশ্রম আবউঁ খগভূপা ॥
” ৮ কথা সকল মৈঁ তুম্‌হহিঁ সুনাঈ, কাগদেহ জেহি কারন পাঈ।
কহেউঁ তাত সব প্রস্ন তুম্‌হারী, রামভগতি মহিমা অতিভারী ॥

চৌ ৩ অতীব বিস্মিত হ'য়ে অনুতাপ করি, সাদরে আমারে ডাকি লন কাছে তারি।
আমারে সন্তোষ দিয়া বিবিধ প্রকারে, আনন্দে সে রামচন্দ্র দিলেন আমারে॥

„ ৪ রামের বালক রূপ কর তুমি ধ্যান, কহিলেন মোরে মুনি কৃপার নিধান।
সুখদ সুন্দর অতি মনোহর বেশ, প্রথমেই বলিয়াছি তোমারে খগেশ॥

„ ৫ মুনি মোরে কিছুকাল রাখিলেন সেথা, রামের চরিত গাথা শোনান সে কথা।
শোনায়ে এ সব কথা অতি সমাদরে, অতঃপর মুনিবর কহেন আমারে॥

„ ৬ শ্রীরাম চরিত রূপ গূঢ় সরোবর, দিয়াছেন মোরে শম্ভু দয়ার সাগর।
রামের পরম ভক্ত জানিয়া তোমারে, কহিলাম সবি আমি বিস্তারিত করে॥

„ ৭ যাদের হৃদয় মাঝে রামভক্তি নাই, তাদের এ সব কথা বলিও না ভাই।
মুনি বোঝালেন পরে মোরে কত শত, মুনিপদে করিলাম আমি মাথা নত॥

„ ৮ মোর শিরে রাখি তার সে কমল কর, আনন্দে আশিস্ মোরে দেন মুনিবর।
হয়েছি প্রসন্ন আমি এবে তোমা পরে, রামভক্তি তব হৃদে রবে চিরতরে॥

দো ১৭৫ রামপ্রিয় রবে তুমি চিরকাল ধরে, সকল সদ্গুণ র'বে তোমার ভিতরে।
কামরূপী হবে জ্ঞানী অহঙ্কার হীন, বিরাগী হইবে মৃত্যু ইচ্ছার অধীন॥

„ ১৭৬ যে আশ্রমে রবে স্মরি শ্রীভগবানেরে, অবিদ্যা আসিবে না ত যোজন ভিতরে।

চৌ ১ কাল কর্ম দোষগুণ অথবা স্বভাবে, কোন দুঃখ নাহি পাবে এসব প্রভাবে।
রামের নিগূঢ় তত্ত্ব ললিত শোভন, পুরাণেতিহাসে যাহা রয়েছে গোপন॥

„ ২ অনায়াসে সে সবারে পারিবে জানিতে, নিতি নব স্নেহ রাম পদকমলেতে।
যে ইচ্ছা উদয় হবে তোমার মনেতে, দুর্লভ না হবে তাহা শ্রীরাম কৃপাতে॥

„ ৩ মুনির আশিস্ শুনি শুন মতিধীর, তখন আকাশ বাণী হইল গম্ভীর।
তাহাই হউক তবে হে মুনীশ জ্ঞানী, কায়মনোবাক্যে ভক্ত এ যে তাহা জানি॥

„ ৪ শুনি দৈব্যবাণী মোর হর্ষ অতিশয়, প্রেমে মগ্ন হল মন ঘুচিল সংশয়।
করিয়া বিনয় আর লইয়া আদেশ, পদ কমলেতে পুনঃ প্রণাম বিশেষ॥

„ ৫ প্রভুর প্রসাদে লভি' সে দুর্লভ বর, এ আশ্রমে এনু চলি হর্ষিত অন্তর।
সাতাইশ কল্পকাল করেছে গমন, এ আশ্রমে বাস করি হে বিষ্ণু বাহন॥

„ ৬ রঘুপতি গুণগাথা সদা করি গান, সাদরে আসিয়া শোনে বিহঙ্গ ধীমান।
যখনি শ্রীরঘুবীর ভক্ত হিত তরে, ধরেন মনুষ্য দেহ অযোধ্যা নগরে॥

„ ৭ তখনি শ্রীরাম পুরী গিয়া বাস করি, বাল্যলীলা দেখি সুখে মোর নেত্র ভরি।
পুনঃ মোর হৃদে রাখি রাম শিশু রূপ, আপন আশ্রমে ফিরে আসে খগভূপ।

„ ৮ সকল বৃত্তান্ত এবে শোনালাম স্বামী, কি কারণে কাক দেহ পাইলাম আমি।
সকল প্রশ্নের তব দিয়াছি উত্তর, রামভক্তি অনাবিল মহিমা বিস্তর।

দো ১৭৭ তা তেঁ যহ তন মোহি প্রিয় ভয়উ রাম পদ নেহ।
নিজ প্রভু দরসন পায়উঁ গয়উ সকল সন্দেহ॥
„ ১৭৮ ভগতিপচ্ছ হঠ করি রহেউঁ দীন্হি মহারিষি সাপ।
মুনি দুর্লভ বর পায়উঁ দেখহু ভজনপ্রতাপ॥
চৌ ১ জে অসি ভগতি জানি পরিহরহীঁ, কেবল জ্ঞানহেতু শ্রম করহীঁ।
তে জড় কামধেনু গৃহ ত্যাগী, খোজত আক ফিরহিঁ পয় লাগী॥
„ ২ সুনু খগেস হরিভগতি বিহাঈ, জে সুখ চাহহিঁ আন উপাঈ।
তে সঠ মহাসিন্ধু বিনু তরনী, পৈরি পার চাহহিঁ জড়করনী॥
চৌ ৩ সুনি ভুসুণ্ডি কে বচন ভবানী, বোলেউ গরুড় হরষি মৃদুবানী।
তব প্রসাদ প্রভু মম উর মাঁহী, সংসয় সোক মোহভ্রম নাঁহী॥
চৌ ৪ সুনেউঁ পুনীত রামগুন গ্রামা, তুম্হরী কৃপা লহেউঁ বিশ্রামা।
এক বাত প্রভু পূছেউঁ তোহী, কহহু বুঝাই কৃপানিধি মোহী॥
„ ৫ কহহিঁ সন্ত মুনি বেদ পুরানা, নহি কছু দুর্লভ জ্ঞানসমানা।
সোই মুনি তুম্হ সন কহেউ গোসাঈঁ, নহি আদরেহু ভগতি কী নাঈঁ॥
„ ৬ জ্ঞানহিঁ ভগতিহিঁ অন্তর কেতা, সকল কহহু প্রভু কৃপানিকেতা।
সুনি উরগারিবচন সুখ যানা, সাদর বোলেউ কাগ সুজানা॥
„ ৭ ভগতিহিঁ জ্ঞানহিঁ নহিঁ কছু ভেদা, উভয় হরহিঁ ভবসম্ভব খেদা।
নাথ মুনীস কহহিঁ কছু অন্তর, সাবধান সোউ সুনু বিহঙ্গবর॥
„ ৮ জ্ঞান বিরাগ জোগ বিজ্ঞানা, এ সব পুরুষ সুনহু হরিজানা।
পুরুষ প্রতাপ প্রবল সব ভাঁতী, অবলা অবল সহজ জড়জাতী॥
দো ১৭৯ পুরুষ ত্যাগি সক নারিহিঁ জো বিরক্ত মতিধীর।
নতু কামী জো বিষয়বস বিমুখ জো পদ রঘুবীর॥
সো ১৬ সো মুনি জ্ঞাননিধান মৃগনয়নী বিধুমুখ নিরখি।
বিকল হোহিঁ হরিজান নারি বিষ্ণুমায়া প্রগট॥
চৌ ১ ইহাঁন পচ্ছপাত কছু রাখউঁ, বেদ পুরান সন্ত মত ভাখউঁ।
মোহন নারি নারি কে রূপা, পন্নগারি যহ রীতি অনূপা॥
„ ২ মায়া ভগতি সুনহু তুম্হ দোউ, নারিবর্গ জানহিঁ সব কোউ।
পুনি রঘুবীরহিঁ ভগতি পিয়ারী, মায়া খলু নর্তকী বিচারী॥
„ ৩ ভগতিহিঁ সানুকূল রঘুরায়া, তা তেঁ তেহি ডরপতি অতি মায়া।
রামভগতি নিরুপম নিরুপাধী, বসই জাসু উর সদা অবাধী॥
„ ৪ তেহি বিলোকি মায়া সকুচাঈ, করি ন সকই কছু নিজ প্রভুতাঈ।
অস বিচারি জে মুনি বিজ্ঞানী, জাচহিঁ ভগতি সকল সুখ খানী॥

দো ১৭৭ এ শরীর মোর প্রিয় কারণ সে এই, রামপদে ভক্তি জন্মে এই দেহেতেই।
এ দেহে দর্শন আমি পেয়েছি প্রভুর, হয়েছে ভঞ্জন মোর সন্দেহ প্রচুর ॥

„ ১৭৮ ভক্তিপক্ষ করেছিনু জোরে সমর্থন, অভিশাপ দেন মুনি মোরে সে কারণ।
মুনিরো দুর্লভ বর পেনু আমি তাতে, দেখহ প্রতাপ কত রাম ভজনেতে ॥

চৌ ১ জানিয়া শুনিয়া যেবা এই ভক্তি ছাড়ি, জ্ঞান লাগি পরিশ্রম করে হে সর্পারি।
সে ত মূর্খ কামধেনু গৃহে ত্যজি তার, আকন্দ বৃক্ষের খোঁজে ঘোরে চারিধার ॥

„ ২ শুন হে খগেশ এই হরিভক্তি ছাড়া, অন্য উপায়েতে সুখ পেতে চায় যারা।
মূর্খ তারা পায় হেঁটে পার হতে চায়, অপার সে মহাসিন্ধু নৌকা বিনা হায় ॥

„ ৩ শুনিয়া ভুষণ্ডী কাক বচন ভবানি, আনন্দে গরুড় তারে কহে মৃদু বাণী।
তোমার প্রসাদে প্রভু হৃদি মাঝে মোর, নাহিক সংশয় কিছু মদ মোহ ঘোর ॥

„ ৪ শুনিয়া পবিত্র অতি রামগুণগ্রাম, তোমার কৃপায় এবে লভিনু বিশ্রাম।
তোমারে করিতে চাহি এক প্রশ্ন আর, বুঝাইয়া কহ মোরে সাগর কৃপার ॥

„ ৫ বেদ ও পুরাণ সাধু সন্ত সবে কহে, দুর্লভ জ্ঞানের সম আর কিছু নহে।
তোমারে সে মুনি তাই বলেছে গোঁসাই, ভক্তি প্রতি সমাদরে তাহা শুন নাই ॥

„ ৬ জ্ঞান ও ভক্তির মাঝে পার্থক্য কি হয়, বুঝায়ে বল না মোরে ওগো দয়াময়।
গরুড় প্রশ্নেতে অতি সুখী হই' মনে, সাদরে কহিল কাক মধুর বচনে ॥

চৌ ৭ জ্ঞান ও ভক্তিতে নাই কোনই প্রভেদ, উভয় করিতে পারে ভব দুঃখ ভেদ।
কিন্তু নাথ মুনীশ্বর বলেছিল মোরে, উভয়ের ভেদ কিছু শুন যত্ন করে ॥

„ ৮ বৈরাগ্য বিজ্ঞান যোগ জ্ঞান তাঁর মতে, পুরুষ স্বভাব হয় শুন খগপতে।
পুরুষ প্রতাপ হয় প্রবল সবেতে, নারীরা অবলা বুদ্ধিহীনা সহজেতে ॥

দো ১৭৯ সুধীর বিরক্ত জ্ঞানী যে পুরুষ হয়, নারীরে ত্যজিতে শক্তি তারি শুধু রয়।
বিষয়ে আসক্ত, কামী, রাম চরণেতে, বিমুখ যে হয় সেত অক্ষম ত্যজিতে ॥

সো ১৬ জ্ঞানের নিধান হই' কত মুনিজন, মৃগনয়নীর যত দেখি চন্দ্রানন।
বিকল হইয়া পড়ে হে বিষ্ণু বাহন, বিষ্ণু মায়া প্রকটিত নারীর আনন ॥

চৌ ১ এতে পক্ষপাত আমি কিছু করি না ত, কহি বেদ পুরাণের সাধুমত যত।
নারীকে দেখিয়া নারী মোহিত না হয়, পন্নগারি এই নীতি আশ্চর্য কি নয় ॥

„ ২ মায়া ভক্তি শুন প্রভু এরা দুই জনে, স্ত্রী বর্গ বর্ণিত ইহা সকলেই জানে।
রঘুবীর কাছে ভক্তি প্রিয় অতিশয়, মায়া সে বেচারী শুধু নর্তকীই হয় ॥

„ ৩ রঘুপতি অনুকূল এই ভক্তি প্রতি, সে কারণে মায়া জেনো হয় ভীত অতি।
নিরুপম নিরুপাধি রাম ভক্তি যার, হৃদয়েতে বাস করি রহে অনিবার ॥

„ ৪ তাহারে দেখিয়া মায়া সঙ্কুচিত হয়, নিজের প্রভুত্ব তারে খাটাতে না পায়।
ইহাই বিচারি মনে বহু মুনি জ্ঞানী, ভক্তিরে মাগেন যাহা সর্ব সুখ খনি ॥

দো ১৮০ যহ রহস্য রঘুনাথ কর বেগি ন জানই কোই।
জো জানই রঘুপতি কৃপা সপনেহুঁ মোহন হোই॥

„ ১৮১ অউরউ জ্ঞান ভগতি কর ভেদ সুনহু সুপ্রবীন।
জো সুনি হোই রামপদ প্রীতি সদা অবিছীন॥

চৌ ১ সুনহু ভাত যহ অকথ কহানী, সমুঝত বনই ন জাই বখানী।
ঈশ্বরঅংশ জীব অবিনাসী, চেতন অমল সহজ সুখরাসী॥

„ ২ সো মায়ারস ভয়উ গোসাঈঁ, বঁধেউ কীর মরকট কী নাঈঁ।
জড় চেতনহিঁ গ্রন্থি পরি গঈ' জদপি মৃষা ছুটত কঠিনঈ॥

„ ৩ তব তেঁ জীব ভয়উ সংসারী, ছুটন গ্রন্থি ন হোই সুখারী।
শ্রুতি পুরান বহু কহেউ উপাঈ, ছুট ন অধিক অধিক অরুঝাঈ॥

„ ৪ জীবহৃদয় তম মোহ বিসেখী, গ্রন্থি ছুটি কিমি পরই ন দেখী।
অস সঞোগ ঈস জব করঈ, তবহুঁ কদাচিত সো নিরুবরঈ॥

„ ৫ সাত্বিক শ্রদ্ধা ধেনু লবাঈ, জো হরিকৃপা হৃদয় বসি আঈ।
অপ তপ ব্রত জম নিয়ম অপারা, জে শ্রুতি কহ সুভ ধর্ম অচারা॥

৬ তেই তৃন হরিত চরই জব গাঈ, ভাববচ্ছ সিসু ধেনু পনুহাঈ।
নোই নিবৃত্তি পাত্র বিশ্বাসা, নির্মল মন অহীর নিজ দাসা॥

„ ৭ পরম ধরমময় পয় দুহি ভাই, অবটই অনল অকাম বনাঈ।
তোষ মরুত তব ছমা জুড়াবই, ধৃতিসম জাবন দেই জমাবই॥

„ ৮ মুদিতা মথই বিচার মথানী, দম অধার রজু সত্য সুবানী।
তব মথি কাঢ়ি লেই নবনীতা, বিমল বিরাগ সুপরম পুনীতা॥

দো ১৮২ জোগ অগিনি করি প্রগট তব কর্ম সুভাসুভ লাই।
বুদ্ধি সিরাবই জ্ঞান ঘৃত মমতা মল জরি জাই॥

„ ১৮৩ তব বিজ্ঞানরূপিনী বুদ্ধি বিসদ ঘৃত গাই।
চিত্ত দিয়া ভরি ধরই দৃঢ় সমতা দিয়টি বনাই॥

„ ১৮৪ তীনি অবস্থা তীনি গুন তেহি কপাস তেঁ কাঢ়ি।
তুল তুরীয় সঁনারি পুনি বাতী করই সুগাঢ়ি॥

সো ১৭ এহিঁ বিধি লেসই দীপ তেজরাসি বিজ্ঞানময়।
জাতহিঁ জাসু সমীপ জরহিঁ মদাদিক সলভ সব॥

চৌ ১ সোহমস্মি ইতি বৃত্তি অখণ্ডা, দীপসিখা সোই পরমপ্রচণ্ডা।
আতম অনুভব সুখ সুপ্রকাসা, তব ভবমূল ভেদভ্রম নাসা॥

দো ১৮০ রাম ভক্তি গূঢ় তত্ত্ব সহজেতে কেহ, বুঝিতে না পারি মনে উপজে সন্দেহ।
সেই বোঝে রাম কৃপা হয় যার পরে, স্বপনেও না করিবে মোহ বশ তারে॥

„ ১৮১ জ্ঞান ও ভক্তির মাঝে প্রভেদ যা হয়, কহিব তোমারে পুণঃ শুন মহাশয়।
যা শুনিলে রাম পদে প্রীতি অবিচল, রহিবে তোমার মনে সদাই অটল॥

চৌ ১ শুন বৎস কথা সেই বলিব কেমনে, বর্ণনা অতীত ইহা শুধু বুঝি মনে।
অবিনাশী ঈশ্বরের অংশ জীব হয়, অমল চৈতন্যরূপী সদা সুখময়॥

„ ২ সেই জীব মায়া বশে লভেছে বন্ধন, এ সংসারে তোতা আর মর্কট মতন।
জড় ও চেতন মাঝে গ্রন্থি পড়ে যায়, যদিও অলীক ইহা তবু নিরুপায়॥

„ ৩ যবে হতে জীব সবে হইবে সংসারী, এ গ্রন্থি হইবে দৃঢ় লবে সুখ হরি।
শ্রুতি ও পুরাণ কত কহেছে উপায়, খোলেনা তবুও হায় জড়াইয়া যায়॥

„ ৪ জীবের হৃদয়ে মোহ গাঢ় অন্ধকার, কি করে খুলিবে গ্রন্থি দৃষ্টি নাহি তার।
এমন সংযোগ যদি করেন ঈশ্বর, খোলে গ্রন্থি কদাচিৎ শুধু তারপর॥

„ ৫ সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার ধেনু যদি কোন দিন, প্রভুর কৃপায় কা'রো হৃদয়ে আসীন।
সংযম নিয়ম ব্রত জপ তপ আর, শ্রুতি যাহা কহে শুভ ধর্মের আচার॥

„ ৬ সে হরিৎ তৃণে যবে গাভী বিচরণ, প্রেমরূপী বৎস দেখি দুগ্ধের ক্ষরণ।
নিবৃত্তি রজ্জুতে বাঁধি বিশ্বাস পাত্রেতে, নির্মল চিত্তের রূপ শুদ্ধ গোপালেতে॥

„ ৭ পরম ধর্মের রূপ দুগ্ধ দুহি' তা'কে, জ্বাল দিয়া গাঢ় করি নিষ্কাম পাবকে।
সন্তোষ ও ক্ষমা রূপ শীতল মরুতে, জুড়াইয়া ধৃতি বীজে দধি করি তাতে॥

„ ৮ বিচার মন্থন দণ্ডে প্রসন্ন মনেতে, দম পাত্রে নম্রবাণী সত্যের রজ্জুতে।
মন্থন করিয়া লন শুভ্র নবনীত, বিমল বৈরাগ্য যাহা পরম পুনীত॥

দো ১৮২ শুভাশুভ কর্মরূপ ইন্ধন সকলি, যোগাগ্নি জ্বালায় তাহে নবনীত গলি।
সকল মমতা জ্বলি হইলে অম্লান, বুদ্ধিতে শীতল করি জ্ঞান ঘৃত পান॥

„ ১৮৩ বিজ্ঞান নির্ণয়কারী স্থির বুদ্ধি তবে, পাইয়া বিশুদ্ধ ঘৃত এই যোগ্য হবে।
চিত্তের প্রদীপ ভরি সাম্য দীপাধারে, রাখে সে প্রদীপখানি অতি যত্ন ভরে॥

„ ১৮৪ [জাগ্রত সুষুপ্তি স্বপ্ন তিনাবস্থা রয়, সত্ত্ব রজ তম রূপ গুণ ত্রয়ি হয়।]
এ তিন অবস্থা আর এ গুণের তিন, কার্পাস তুলারে পিজি সলিতা মিহিন॥
তূরীয় চতুর্থাবস্থা রাখি দীপ পরে, অতি যত্নে সে প্রদীপ প্রজ্বলিত করে।

সো ১৭ এই ভাবে প্রজ্বলিত প্রদীপ হইতে, প্রদীপ্ত বিজ্ঞান শিখা লাগিবে জ্বলিতে।
মদাদি পতঙ্গ সব কাছে গেলে তার, ভস্মীভূত হয়ি সবে হবে ছারখার॥

চৌ ১ অখণ্ড অনুপ বৃত্তি "সেই আমি" যাহা, প্রজ্বলিত দীপ শিখা তাহাই বলিয়া।
আত্ম অনুভূতি রূপ সুখের প্রকাশ, তখন সংসার ভ্রম ভেদ হয় নাশ॥

চৌ ২ প্রবল অবিদ্যা কর পরিবারা, মোহআদি তম মিটই অপারা।
তব সোই বুদ্ধি পাই উঁজিয়ারা, উরগৃহ বৈঠি গ্রন্থি নিরুবারা॥
„ ৩ ছোরন গ্রন্থি পাব জৌ কোঈ, তৌ যহ জীব কৃতারথ হোঈ।
ছোরত গ্রন্থি জানি খগরায়া, বিঘন অনেক করই তব মায়া॥
„ ৪ রিদ্ধি সিদ্ধি প্রেরই বহু ভাঈ, বুদ্ধিহি লোভ দেখাবহিঁ আই।
কল বল ছল করি জাই সমীপা, অঞ্চল বাত বুঝাবহি দীপা॥
„ ৫ হোই বুদ্ধি জো পরম সয়ানে, তিনহ তনু চিতব ন অনহিত জানে।
জৌঁ তেহি বিঘন বুদ্ধি নহিঁ বাধী, তৌ বহোরী সুর করহিঁ উপাধী॥
„ ৬ ইন্দ্রী দ্বার ঝরোখা নানা, তহঁ তহঁ সুর বৈঠে করি থানা।
আবত দেখহিঁ বিষয় বয়ারী, তে হঠি দেহিঁ কপাট উঘারী॥
„ ৭ জব সো প্রভঞ্জন উরগৃহ জাঈ, তবহি দীপ বিজ্ঞান বুঝাঈ।
গ্রন্থি ন ছুটি মিটা সো প্রকাসা, বুদ্ধি বিকল ভই বিষয়বতাসা॥
„ ৮ ইন্দ্রী সুরন্হ ন জ্ঞান সুহাঈ, বিষয়ভোগ পর প্রীতি সদাঈ।
বিষয় সমীর বুদ্ধি কৃত ভোরী, তেহি বিধি দীপ কো বাক হোরী॥

দো ১৮৫ তব ফিরি জীব বিবিধ বিধি পাবই সংসৃতিক্লেস।
হরিমায়া অতিদুস্তর তরি ন জাই বিহঁগেস॥

„ ১৮৬ কহত কঠিন সমুঝত কঠিন সাধন বিবেক।
হোই যুনাচ্ছর ন্যায় জৌঁ পুনি প্রত্যূহ অনেক॥

চৌ ১ জ্ঞানপন্থ কৃপান কৈ ধারা, পরত খগেস হোই নহিঁ বারা।
জৌঁ নিরবিঘন পন্থ নিরবহঈ, সো কৈবল্য পরমপদ লহঈ॥
„ ২ অতিদুর্লভ কৈবল্য পরমপদ, সন্ত পুরান নিগম আগম বদ।
রাম ভজত সোই মুক্তি গোসাঈঁ, অনইচ্ছিত আবই বরিআঈঁ॥
„ ৩ জিমি থল বিনু জল রহি ন সকাই, কোটি ভাঁতি কোউ করই উপাঈ।
তথা মোচ্ছসুখ সুনু খগরাঈ, রহি ন সকই হরি ভগতি বিহাঈ॥
„ ৪ অস বিচারি হরিভগত সয়ানে, মুক্তি নিরাদর ভগতি লোভানে।
ভগতি করত বিনু জতন প্রয়াসা, সংসৃতিমূল অবিদ্যা নাসা॥
„ ৫ ভোজন করিয় তৃপ্তি হিত লাগী, জিমি সো অসন পচবই জঠরাগী।
অসি হরি ভগতি সুগম সুখদাঈ, কো অস মূঢ় ন জাহি সুহাঈ॥

চৌ ২ প্রবল অবিদ্যা রূপ যত পরিবার, মোহ আদি নাশ হই ঘোচে অন্ধকার।
তখন নির্মল বুদ্ধি সে উজ্জ্বলতার, হৃদয়ে বসতি করি খোলে গ্রন্থি তার॥

" ৩ খুলিতে পারিবে সেই গ্রন্থি কেহ যবে, হইবে কৃতার্থ সেই ঠিক জেনো তবে।
খুলিছে এ গ্রন্থি জানি মায়া সেইক্ষণ, ঘটাবে প্রবল বিঘ্ন বিনতা নন্দন॥

" ৪ ঋদ্ধি সিদ্ধি মায়া বহু পাঠাইয়া দেয়, বুদ্ধিরে প্রলুব্ধ করি লোভ সে দেখায়।
ছলে বলে ও কৌশলে সন্নিকটে যায়, অঞ্চল বাতাসে দীপ নিভাইতে চায়॥

" ৫ বুদ্ধি যদি স্থির হয় ঋদ্ধি সিদ্ধি প্রতি, তাকাবেনা জানি তারে প্রতিকূল অতি।
বুদ্ধি যদি বিঘ্ন প্রাপ্ত না হয় তখন, উপদ্রব সুরু করে যত দেবগণ॥

" ৬ ইন্দ্রিয়ের দ্বার সব গবাক্ষ মতন, দেবগণ আসি তা'তে বসে অনুক্ষণ।
যখন আসিছে দেখে বিষয় পবন, জোর করি দেয় খুলি গবাক্ষ তখন॥

" ৭ প্রভঞ্জন পশি' শান্ত হৃদয় আবাসে, বিজ্ঞান প্রদীপ শিখা নিভায় নিমেষে।
গ্রন্থি খোলে না'ত হয় নষ্ট উজ্জ্বলতা, বিষয় বাতাসে বুদ্ধি পায় বিকলতা॥

" ৮ ইন্দ্রিয় দেবের জ্ঞান ভাল নাহি লাগে, বিষয় ভোগের প্রীতি সদা মনে জাগে।
বিষয় সমীরে জেনো বুদ্ধি লোপ পায়, তখন সে দীপ আর কেই বা জ্বালায়॥

দো ১৮৫ তখন আবার জীব ফেরে আবর্তনে, ক্লেশের প্রবাহ ধরি জনমে মরণে।
হরির অমিত মায়া অতীব দুস্তর, না পারে উত্তীর্ণ হতে হে বিহঙ্গবর॥

" ১৮৬ বোঝা ত কঠিন ইহা কহাও কঠিন, সাধনা করাও তার আরো সুকঠিন।
ঘুনাক্ষরে[১] যদি কভু পায় কোনজন, পরন্তু তাহাতে বিঘ্ন রহে সর্বক্ষণ॥

চৌ ১ জ্ঞান মার্গ হয় জেনো ক্ষুরধার মত, তা'হতে পতন নীচে সম্ভব সতত।
যে পারে নির্বিঘ্নে এই পথ অতিক্রমে, কৈবল্য[২] পরম পদ লভে সেই জনে॥

" ২ কৈবল্য পরম পদ অতীব দুর্লভ, নিগম আগম শ্রুতি সাধু কহে সব।
রামের ভজন সেই মুক্তিরে গোঁসাই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও পায় জোর করি তাই।

" ৩ স্থল বিনা জল যথা না পারে থাকিতে, করনা যতই তুমি কোটি উপায়েতে।
সেই মত মোক্ষ সুখ জেনো হে খগেশ, হরি ভক্তি বিনা তার না পায় উদ্দেশ॥

চৌ ৪ ইহাই বিচার করি ভক্ত সুচতুর, মোক্ষেরে ছাড়িয়া হয় ভক্তি লোভাতুর।
মনে ভক্তি হলে বিনা যতন প্রয়াস, হইবে সমূলে যত অবিদ্যার নাশ॥

" ৫ তৃপ্তির লাগিয়া কেহ করিলে ভোজন, জীর্ণ করে জঠরাগ্নি সে খাদ্য তখন।
হরি ভক্তি সেইরূপ সুখদ সুগম,* ভাল না নাহি লাগে ইহা কে মূঢ় এমন॥

১। ঘুণাক্ষর=ঘুন পোকা পুস্তক কাটিতে ২ যখন অক্ষর সৃষ্টি করে, অর্থাৎ দৈবাৎ

২। কৈবল্য=কেবলের ভাব, অর্থাৎ আত্মার কেবলত্ব।

* হরিভক্তি জঠরাগ্নির মতন, সমস্ত কর্মরূপ খাদ্যকে ভক্তিগুণযুক্ত করিয়া বিপাক (metabolism) করায়।

দো ১৮৭ সেবক সেব্য ভাব বিনু ভব ন তরিয় উরগারি।
ভজহ রামপদ পঙ্কজ অস সিদ্ধান্ত বিচারি ॥
„ ১৮৮ জো চেতন কহঁ জড় করই জড়হি করই চৈতন্য।
অস সমরথ রঘুনায়কহিঁ ভজহিঁ জীব তে ধন্য ॥
চৌ ১ কহেউঁ জ্ঞান সিদ্ধান্ত বুঝাঈ, সুনহু ভগতিমনি কৈ প্রভুতাঈ।
রামভগতি চিন্তামনি সুন্দর, বসই গরুড় জা কে উরঅন্তর ॥
„ ২ পরমপ্রকাস রূপ দিন রাতী, নহিঁ কছু চহিয় দিয়া ঘৃত বাতী।
মোহ দরিদ্র নিকট নহি আবা, লোভ বাত নহিঁ তাহি বুঝাবা ॥
„ ৩ অচল অবিদ্যা তম মিটি জাঈ, হারহিঁ সকল সলভসমুদাঈ।
খল কামাদি নিকট নহিঁ জাহীঁ, বসই ভগতি জা কে উর মাহীঁ ॥
„ ৪ গরল সুধা সম অরি হিত হোঈ, তেহি মনি বিনু সুখ পাব ন কোঈ।
ব্যাপহিঁ মানস রোগ ন ভারী, দিনহ কে বস সব জীব দুখারী ॥
„ ৫ রামভগতি মনি উর বস জা কে, দুখ লবলেস ন সপনেহুঁ তা কে।
চতুর সিরোমনি তেই জগ মাহীঁ, জে মনি লাগি সুজতন করাহীঁ ॥
„ ৬ সো মনি জদপি প্রগট জগ অহঈ, রামকৃপা বিনু নহিঁ কোউ লহঈ।
সুগম উপাই পাইবে কেরে, নর হতভাগ্য দেহিঁ ভটভেরে ॥
„ ৭ পাবন পর্বত বেদ পুরানা, রামকথা রুচিরাকর নানা।
মর্মী সজ্জন সুমতি কুদারী, জ্ঞান বিরাগ নয়ন উরগারী ॥
„ ৮ ভাবসহিত খোজই জো প্রানী, পাব ভগতিমনি সব সুখখানী।
মোরে মন প্রভু অস বিশ্বাসা, রাম তেঁ অধিক রাম কর দাসা ॥
„ ৯ রাম সিন্ধু ঘন সজ্জন ধীরা, চন্দন তরু হরি সন্ত সমীরা।
সব কর ফল হরিভগতি সুহাই, সো বিনু সন্ত ন কাহু পাঈ ॥
„ ১০ অস বিচারি জোই কর সতসঙ্গা, রামভগতি তেহি সুলভ বিহঙ্গা।

দো ১৮৯ ব্রহ্ম পয়োনিধি মন্দর জ্ঞান সন্ত সুর আহি।
কথা সুধা মথি কাঢ়ই ভগতি মধুরতা জাহি ॥
„ ১৯০ বিরতি চর্ম অসি জ্ঞান মদ লোভ মোহ রিপু মারি।
জয় পাইয় সো হরিভগতি দেখু খগেস বিচারি ॥
চৌ ১ পুনি সপ্রেম বোলেউ খগরাউ, জো কৃপাল মোহি উপর ভাউ।
নাথ মোহি নিজ সেবক জানী, সপ্ত প্রস্ন মম কহহু বখানী ॥
„ ২ প্রথমহিঁ কহহু নাথ মতিধীরা, সব তেঁ দুর্লভ কবন সরীরা।
বড় দুখ কবন কবন সুখ ভারী, সোউ সংছেপহি কহহু বিচারী ॥

দো ১৮৭ সেব্য সেবকের ভাব ছাড়া এ সংসার, হবেনা সমর্থ কেহ হইবারে পার।
ইহাই বিচারি মনে করহ ভজনা, রামের চরণ পদ্ম হই' একমনা॥

,, ১৮৮ চেতনকে জড় করা জড়কে চেতন, সমর্থ রামের মত আছে কোনজন।
হেন শক্তিমান এই রঘুনায়কেরে, ভজনা করিয়া জীব ধন্য মনে করে॥

চৌ ১ জ্ঞান সিদ্ধান্তের কথা বোঝানু তোমারে, শোন এবে ভক্তিমণি শক্তি কত ধরে।
রাম ভক্তি চিন্তামণি পরম সুন্দর, রহিবে যখন কারো হৃদয় অন্তর॥

,, ২ প্রভান্বিত তার হৃদি স্বতঃ দিবারাতি, নাহি লাগে দীপশলা ঘৃত কিংবা বাতি।
মোহ দরিদ্রতা কাছে না পারে আসিতে, লোভ বায়ু সে আলোক না পারে নিভাতে॥

,, ৩ ভক্তি মণি যার হৃদে রহে অনিবার, অবিদ্যা প্রবলতম ঘুচে যায় তার।
মদাদি পতঙ্গ যত মানে সবে হার, কাম আদি খল নাহি আসে কাছে তার॥

,, ৪ গরল অমৃত সম অরি মিত্র তার, ভক্তিমণি ছাড়া সুখ নাহি কিছু আর।
মনের বিবিধ রোগ যাহা ভয়ঙ্কর, ব্যাপৃত না হয় কোন ভক্তের অন্তর॥

,, ৫ রাম ভক্তিমণি যার হৃদয়েতে রহে, বিন্দুমাত্র দুঃখ তার স্বপনেও নহে।
সে চতুর শিরোমণি জগত মাঝারে, যে করে পরম যত্ন ভক্তিমণি তরে॥

,, ৬ প্রকাশ্য ভাবেতে জানা সে মণির কথা, রাম কৃপা বিনা জানা কেহ পারে না তা'।
যদিও সহজ ইহা পাবার উপায়, হতভাগ্য নর ইহা দূরেতে সরায়॥

,, ৭ পবিত্র পর্বত রূপী বেদেও পুরাণে, রাম কথা রম্যমণি আছে শত স্থানে।
মর্ম জানে সজ্জনেরা সুমতি খনিত্রে, জ্ঞান ও বৈরাগ্য রূপ তাহার সুনেত্রে॥

,, ৮ প্রেম ভরে অন্বেষণ করে যেই প্রাণী, পাইবে সে ভক্তিমণি সর্বসুখ খণি।
আমার মনেতে প্রভু এ বিশ্বাস রয়, রাম হতে রামভক্ত শ্রেয়তর হয়॥

,, ৯ রাম মহাসিন্ধু আর মেঘ ত সজ্জন, হরি সে চন্দন তরু সাধু সমীরণ।
মেঘ মহাসিন্ধু জল গন্ধ সমীরণ, সবারে করিবে তৃপ্ত করি বিতরণ॥

,, ১০ সর্ব ফল হরিভক্তি সুখ অনুভব, সাধু সঙ্গ বিনা ভক্তি কি করে সম্ভব।
এ কারণে যেবা করে সাধুর সুসঙ্গ, রামভক্তি সুখলভ্য তাহারি বিহঙ্গ॥

দো ১৮৯ পয়োনিধি সম ব্রহ্ম জ্ঞান সে মন্দর, দেবতা সমান হয় যত সাধু নর।
মন্থন করিয়া পায় কথামৃত খণি, ভক্তিরূপী মধুরতা যাতে সর্বক্ষণই॥

,, ১৯০ বৈরাগ্য বিরতি চর্ম জ্ঞান রূপ অসি, লোভ মদ মোহ রিপু শতখণ্ডে নাশি।
লভে জয় এই রূপে দেখহ বিচারি, হরিভক্ত তারি নাম জেনো হে সর্পারি॥

চৌ ১ খগরাজ কহে পুন অতি প্রেম ভাবে, মোর প্রতি দয়া যদি হয়ে থাকে তবে।
তব ভৃত্য সম জানি হে নাথ আমারে, বুঝায়ে বলুন মম সাতটি প্রশ্নেরে॥

,, ২ প্রথমে বলুন মোরে হে নাথ সুধীর, সর্বাপেক্ষা সুদুর্লভ কোন সে শরীর।
সর্বাপেক্ষা দুঃখ আর সুখ বলে কারে, সংক্ষেপে বিচার করি বলুন আমারে॥

চৌ ৩ সন্ত অসন্ত মরম তুম্‌হ জানহু, তিন্‌হ কর সহজ সুভাব বখানহু।
কবন পুন্য শ্রুতি বিদিত বিসালা, কহহু কবন অঘ পরম কৃপালা॥
„ ৪ মানসরোগ কহহু সমুঝাঈ, তুম্‌হ সর্বজ্ঞ কৃপা অধিকাঈ।
তাত সুনহু সাদর অতি প্রীতী, মৈঁ সংছেপ কহউঁ যহ নীতী॥
„ ৫ নর তন সম নহিঁ কবনিউ দেহী, জীব চরাচর জাচত জেহী।
নরক সর্গ অপবর্গ নিসেনী, জ্ঞান বিরাগ ভগতি সুখ দেনী॥
„ ৬ সো তনু ধরি হরি ভজহিঁ ন জে নর, হোহিঁ বিষয়রত মন্দ মন্দতর।
কাঁচ কিরিচ বদলে জিমি লেহীঁ, কর তেঁ ডারি পরসমনি দেহীঁ॥
„ ৭ নহিঁ দরিদ্রসম দুখ জগ মাহীঁ, সন্ত মিলন সম সুখ কছু নাহীঁ।
পরউপকার বচন মন কায়া, সন্ত সহজ সুভাব খগরায়া॥
„ ৮ সন্ত সহহিঁ দুখ পরহিত লাগী, পর দুখ হেতু অসন্ত অভাগী।
ভূরজ তরু সম সন্তকৃপালা, পরহিত নিত সহ বিপতি বিসালা॥
„ ৯ সন ইব খল পরবন্ধন করঈ, খাল কঢ়াই বিপতি সহি মরঈ।
খল বিনু স্বারথ পরঅপকারী, অহি মূষক ইব সুনু উরগারী॥
„ ১০ পরসম্পদা বিনাসি নসাহীঁ, জিমি সসি হতি হিম উপল বিলাহীঁ।
দুষ্টউদয় জগ আরত হেতু, জথা প্রসিদ্ধ অধম গ্রহ কেতু॥
„ ১১ সন্তউদয় সন্তত সুখকারী, বিশ্বসুখদ জিমি ইন্দু তমারী।
পরমধরম শ্রুতিবিদিত অহীঁসা, পরনিন্দা সম অঘ ন গিরীসা॥
„ ১২ হরিগুরু নিন্দক দাদুর হোঈ, জনম সহস্র পাব তন সোঈ।
দ্বিজনিন্দক বহু নরক ভোগ করি, জগ জনমই বায়সসরীর ধরি॥
„ ১৩ সুর শ্রুতি নিন্দক জে অভিমানী, রৌরব নরক পরহিঁ তে প্রানী।
হোহিঁ উলুক সন্ত নিন্দা রত, মোহনিসা প্রিয় জ্ঞান ভানু গত॥
„ ১৪ সব কৈ নিন্দা জে জড় করহীঁ, তে চমগাদুর হোই অবতরহীঁ।
সুনহু তাত অব মানসরোগা, জেহি তেঁ দুখ পাবহিঁ সব লোগা॥
„ ১৫ মোহ সকল ব্যাধিন কর মূলা, তেহি তেঁ পুনি উপজই বহু সূলা।
কাম বাত কফ লোভ অপারা, ক্রোধ পিত্ত নিত ছাতী জারা॥
„ ১৬ প্রীতি করহিঁ জৌ তীনিউ ভাঈ, উপজই সন্নিপাত দুখদাঈ।
বিষয় মনোরথ দুর্গম নানা, তে সব সূল নাম কো জানা॥
„ ১৭ মমতা দাদু কণ্ডু ইরষাঈ, হরষ বিষাদ গরহ বহুতাঈ।
পরসুখ দেখি জরনি সো ছঈ, কুষ্ঠ দুষ্টতা মন কুটিলঈ॥
„ ১৮ অহঙ্কার অতি দুখদ ডবঁরুআ, দম্ভ কপট মদ মান নহরুআ।
তৃষ্ণা উদরবৃদ্ধি অতি ভারী, ত্রিবিধি ঈষনা তরুন তিজারী॥

চৌ ৩ সাধু অসাধুর মর্ম জান প্রভু তুমি, সহজ স্বভাব তার কহ মোরে স্বামি।
বেদেতে বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ পুণ্য কিবা হয়, প্রচণ্ড পাপই কিবা বোলো দয়াময় ॥
„ ৪ মানস রোগের প্রভু কিবা চিহ্ন হয়, তুমিত সর্বজ্ঞ প্রভু কহ কৃপাময়।
কহিল বায়স তবে শুন প্রীতি ভরে, সংক্ষেপে কহিব বৎস অতি সমাদরে ॥
„ ৫ নর দেহ সম আর কোন দেহ নাই, চরাচর জীব যত মাগিছে সদাই।
এ দেহ নরক স্বর্গ মোক্ষের সোপান, এ দেহ বৈরাগ্য জ্ঞান ভক্তি করে দান ॥
„ ৬ সেই দেহ ধরি হরি ভজেনা যে নর, বিষয়েতে লিপ্ত হই' মন্দ মন্দ তর।
সে যে মূর্খ লয় কাচ কাঞ্চনেরে ঠেলি, পরশ মণিরে দেয় হাত হ'তে ফেলি ॥
„ ৭ দারিদ্র সমান দুঃখ নাহি এ জগতে, সাধু সঙ্গ সম সুখ না পারে মিলিতে।
কায়মনোবাক্যে হয় পর উপকারী, সাধুর স্বভাব ইহা জেনো হে সর্পারি ॥
„ ৮ পরহিত তরে সাধু শত দুঃখ সয়, নিজে দুঃখ সহি খল পরে দুঃখ দেয়।
ভূর্জ তরু সম সাধু কৃপালু পরম, পরহিত লাগি সহে বিপত্তি চরম ॥
„ ৯ শণ রজ্জু সম খল পরের বন্ধনে, মরিলেও তাতে নিজ ত্বক আকর্ষণে।
বিনা স্বার্থে খল হয় পর অপকারী, মুষিক সর্পের সম জেনো উরগারি ॥
„ ১০ পরের সম্পদ হানি নিজে নষ্ট হয়, শস্য নষ্টে হিমশিলা নিজেরে গলায়।
দুষ্টের উদয় হয় পর দুঃখ হেতু, প্রসিদ্ধ অধম যথা দুষ্ট গ্রহ কেতু ॥
„ ১১ সৎএর উদয় সুখ লাগিয়া সতত, তম নাশি সুখ বর্ষে শশাঙ্কের মত।
অহিংসা পরম ধর্ম বিদিত শ্রুতিতে, পর নিন্দা সম পাপ না পাবে শুনিতে ॥
„ ১২ হরি-গুরু-নিন্দাকারী সহস্র জনম, ভেক তনু লভি' করে পুনরাবর্তন।
দ্বিজ নিন্দাকারী রহি নরক ভিতরে, জগতে জনম লভে বায়স শরীরে ॥
„ ১৩ বেদ ও দেবের যেবা হয় নিন্দাকারী, রৌরব নরক লাভ হইবে তাহারি।
সাধু নিন্দাকারী লভে পেচকের তনু, মোহ নিশা সম প্রিয় অস্তগত ভানু ॥
„ ১৪ যে মূঢ় সবারে নিন্দা করে অহরাতি, চর্মচটিকার দেহ পায় সে কুমতি।
মানস রোগের কথা কহি বৎস শুন, লোকেরা যাহাতে পায় দুঃখ পুনঃ পুনঃ ॥
„ ১৫ সকল ব্যাধির মূল জেনো মোহ হয়, তাহাতে সকল কষ্ট স্পষ্ট অতিশয়।
কাম বাত সম আর লোভ কফ মত, ক্রোধ পিত্ত চিত্ত যাতে জ্বালায় সতত ॥,
„ ১৬ কাম ক্রোধ লোভে প্রীতি হয় তিনে যার, হবে দুঃখ দায়ী জ্বর সন্নিপাত তার।
বিষয় বাসনা যত নানা প্রকারের, শূল ব্যথা সম নাম কে জানে তাদের ॥
„ ১৭ মমতা দদ্রু সম ঈর্ষা কণ্ডুয়ন, হরষ বিষাদ হয় গ্রন্থি সন্তাপন।
পরসুখ দেখি জ্বালা হয় ক্ষয় রোগ, মন কুটিলতা দোষ হয় কুষ্ঠ ভোগ ॥
„ ১৮ দুঃখ দায়ী শোথ রোগ হল অহঙ্কার, বিসর্প কপট দম্ভ মান মদ আর।
ভোগ তৃষা অতিশয় প্রবল উদরী, বাসনা যতেক রূপ কম্প জ্বর জারি ॥

„ ১৯ জুগবিধি জ্বর মৎসর অবিবেকা, কহঁ লগি কহউঁ কুরোগ অনেকা।

দো ১৯১ এক ব্যাধিবস নর মরহিঁ এ অসাধ্য বহু ব্যাধি।
পীড়হি সন্তত জীব কহঁ সো কিসি লহই সমাধি॥

„ ১৯২ নেম ধর্ম আচার তপ জ্ঞান জজ্ঞ জপ দান।
ভেষজ পুনি কোটিক নহীঁ রোগ জাহিঁ হরিজান॥

চৌ ১ এহি বিধি সকল জীব জড় রোগী, সোক হরষ ভয় প্রীতি বিয়োগী।
মানসরোগ কছুক মৈঁ গায়ে, হোহিঁ সব কে লখি বিরলই পায়ে॥

„ ২ জানে তেঁ ছীজহিঁ কছু পাপী, নাস ন পাবহিঁ জনপরিতাপী।
বিষয় কুপথ্য পাই অঙ্কুরে, মুনিহু হৃদয় কা নর বাপুরে॥

„ ৩ রামকৃপা নাসহিঁ সব রোগা, জো এহি ভাঁতি বনই সঞ্জোগা।
সদগুরু বেদবচন বিস্বাসা, সঞ্জম গ্রহন বিষয় কর আসা॥

„ ৪ রঘুপতি ভগতি সজীবনমূরী, অনূপান স্রদ্ধা মতি পূরী।
এহি বিধি ভলেহি সো রোগ নসাহী, নাহিঁ ত জতন কোটি নহিঁ জাহীঁ॥

„ ৫ জানিয় তব মন বিরুজ গোসাঈ, জব উর বল বিরাগ অধিকাঈ।
সুমতি ছুধা বাঢ়ই নিত নঈ, বিষয় আস দুর্বলতা গঈ॥

„ ৬ বিমল জ্ঞানজল জব সো নহাঈ, তব রহ রামভগতি উর ছাঈ।
সিব অজ সুক সনকাদিক নারদ, জে মুনি ব্রহ্ম বিচার বিসারদ॥

„ ৭ সব কর মত খগনায়ক এহা, করিয় রাম পদ পঙ্কজ নেহা।
স্রুতি পুরান সব গ্রন্থ কহাহীঁ, রঘুপতি ভগতি বিনা সুখ নাহীঁ॥

„ ৮ কমঠপীঠি জামহিঁ বরু বারা, বন্ধ্যাসুত বরু কাহুহি মারা।
ফুলহিঁ নভ বরু বহুবিধি ফুলা, জীব ন লহ সুখ হরি প্রতি কুলা॥

চৌ ৯ তৃষা জাই বরু মৃগ জল পানা, বরু জামহিঁ সসসীস বিখানা।
অন্ধকার বরু সসিহিঁ নসাবই, রামবিমুখ ন জীব সুখ পাবই॥

„ ১০ হিম তেঁ অনল প্রগট বরু হোঈ, বিমুখ রাম সুখ পাব ন কোঈ।

দো ১৯৩ বারি মথে ঘৃত হোঈ বরু সিকতা তেঁ বরু তেল।
বিনু হরিভজন ন ভব তরহিঁ যহ সিদ্ধান্ত অপেল॥

„ ১৯৪ মসকহি করই বিরঞ্চি প্রভু অজহি মসক তেঁ হীন।
অস বিচারি তজি সংসয় রামহিঁ ভজহিঁ প্রবীন॥

চৌ ১৯ অবিবেক ও মাৎসর্য পালাজ্বর হয়, কত রোগ আছে আর কত বলা যায়।

দো ১৯১ একটি ব্যাধিতে নর লভে মৃত্যু তার, এসব অসাধ্য রোগ বিবিধ প্রকার।
সর্বদা পীড়িত নর কোন এক রোগে, কি করে সফল হবে তারা সুখ ভোগে ॥

দো ১৯২ আচার নিয়ম ব্রত জপ তপ জ্ঞান, করিলেও শত যজ্ঞ ধর্ম কর্ম দান।
এসব ঔষধ কোটি থাকিতেও জেন', রোগ নাহি সারে কারো হে বিষ্ণুবাহন ॥

চৌ ১ এ ভাবে সকল মূর্খ লোকে ভোগে রোগে, হর্ষ শোক ভয় প্রীতি সন্তাপ বিয়োগে।
মানস রোগের কথা কহিনু কিছুটা, ভোগে ত সকল লোক বোঝে তার ক'টা ॥

„ ২ যে পাপী বুঝিতে পারে কমে কিছু ভোগ, হয়না সবটা নাশ দুঃখ দায়ী রোগ।
বিষয় কুপথ্যে রোগ হয় অঙ্কুরিত, মুনি মনে কি কহিব সাধারণে কত ॥

„ ৩ যদি বা ঘটিয়া ওঠে তেমন সংযোগ, রাম কৃপা নাশ করে এ সকল রোগ।
সদ্গুরু বৈদ্যের বাক্যে যে করে বিশ্বাস, বিষয় আশাতে করে সংযম প্রকাশ ॥

„ ৪ রঘুপতি ভক্তি সেই সঞ্জীবনী সার, পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা হল অনুপান তার।
এই ভাবে সব রোগ দূর হতে পারে, না হবে যতন করি' নিযুত প্রকারে ॥

„ ৫ তখনি নিরোগ মন জানিবে গোঁসাই, যখনি বৈরাগ্য বল বাড়ে হৃদে ভাই।
বাড়িবে নিতুই নব ক্ষুধা সুমতির, দুর্বলতা যাবে চলি বিষয়াসক্তির ॥

„ ৬ বিমল জলের জ্ঞানে সুঅবগাহনে, রাম ভক্তি রূপ শান্তি ছায় মনে প্রাণে।
ব্রহ্মা ও শঙ্কর শুক সনক নারদ, অপর মহর্ষি যত ব্রহ্ম বিশারদ ॥

„ ৭ সকলেরি এক মত হে বিষ্ণুবাহন, রাম পদ পঙ্কজেতে প্রেম সমর্পন।
বেদ ও পুরাণ যত সদ্গ্রন্থে কহিবে, রঘুপতি ভক্তি বিনা সুখ না সম্ভবে ॥

„ ৮ কচ্ছপের পৃষ্ঠে কেশ হয় বা যদিও, বন্ধ্যাপুত্র যদিও বা মারে কাহাকেও।
আকাশে উদ্ভব হয় যদিও বা ফুল, জীবে সুখ অসম্ভব হরি প্রতিকূল ॥

„ ৯ তৃষ্ণা যদি যায় কভু মরীচিকা পানে, শশকের শির যদি শোভিত বিষাণে।
তমে যদি দিবাকর নাশে শক্তি হয়, তথাপি বিমুখ রামে কেহ সুখী নয় ॥

„ ১০ হিমাশিলা হতে অগ্নি যদিবা উদয়, রাম বিমুখতা করি কেবা সুখী হয়।

দো ১৯৩ বারির মন্থনে ঘৃত হয়ত সম্ভব, সিকতা হইতে তৈল যদি বা উদ্ভব ॥
হরির ভজন বিনা মনুষ্য সকল, পারেতে অক্ষম ভব সিদ্ধান্ত অটল ॥

„ ১৯৪ মশকে বিরিঞ্চি রূপ পারেন যে দিতে, ব্রহ্মারে মশক সম পারেন করিতে।
ইহাই বিচারি মনে ত্যজিয়া সংশয়, হে প্রধান ভক্ত তুমি রাম কৃপাময় ॥

ছ ৪৫ বিনিশ্চিতং বদামি তে ন অন্যথা বচাংসি মে।
হরিং নরা ভজন্তি যেহতিতুস্তরং তরন্তি তে ॥

চৌ ১ কহেউঁ নাথ হরিচরিত অনুপা, ব্যাস সমাস স্বমতি অনুরূপা।
শ্রুতিসিদ্ধান্ত ইহই উরগাহী, রাম ভজিয় সব কাম বিসারী ॥
" ২ প্রভু রঘুপতি তজি সেই অ কাহী, মো সে সঠ পর মমতা জাহী।
তুম্হ বিজ্ঞানরূপ নহিঁ মোহা, নাথ কীন্হ মো পর অতি ছোহা ॥
চৌ ৩ পূছেহু রামকথা অতি পাবনি, সুক সনকাদি শম্ভূ মন ভাবনি।
সতসঙ্গতি তুর্লভ সংসারা, নিমিষ দণ্ড ভরি একউ বারা ॥
" ৪ দেখু গঁরুড় নিজ হৃদয় বিচারী, মৈঁ রঘুবীর ভজন অধিকারী।
সকুনাধম সব ভাঁতি অপাবন, প্রভু মোহি কীন্হ বিদিত জগপাবন ॥
দো ১৯৫ আজু ধন্য মৈঁ ধন্য অতি জদ্যপি সব বিধি হীন।
নিজজন জানি রাম মোহি সন্তসমাগম দীন্হ ॥
দো ১৯৬ নাথ জথামতি ভাষেউ রাখেউঁ নহিঁ কছু গোই।
চরিতসিন্ধু রঘুবীর কে থাহ কি পাবই কোই ॥
চৌ ১ সুমিরি রাম কে গুনগন নানা, পুনি পুনি হরষ ভুসুণ্ডি সুজানা।
মহিমা নিগম নেতি কহি গাঈ, অতুলিত বলপ্রতাপ প্রভুতাঈ ॥
" ২ সিব অজ পূজ্য চরন রঘুরাঈ, মো পর কৃপা পরম মৃতুলাই।
অস সুভাব কহুঁ সুনউ ন দেখউঁ, কেহি খগেস রঘুপতি সম লেখউ।
চৌ ৩ সাধক সিদ্ধ বিমুক্ত উদাসী, কবি কোবিদ কৃতজ্ঞ সংন্যাসী।
জোগী সুর সুতাপস জ্ঞানী, ধর্ম নিরত পণ্ডিত বিজ্ঞানী ॥
" ৪ তরহিঁ ন বিনু সেয়ে মম স্বামী, রাম নমামি নমামি নমামি।
সরন গ য় মো সে অঘরাসী, হোহিঁ সুদ্ধ নমামি অবিনাসী ॥
দো ১৯৭ জাসু নাম ভবভেষজ হরন তাপত্রয়সূল।
সো কৃপালু মোহি তোহি পর সদা রহউ অনুকূল ॥
দো ১৯৮ সুনি ভুসুণ্ডি কে বচন সুভ দেখি রামপদ নেহ।
বোলেউ প্রেমসহিত গিরা গরুড় বিগত সন্দেহ ॥
চৌ ১ মৈঁ কৃতকৃত্য ভয়উঁ তব বানী, সুনি রঘুবীর ভগতি রস সানী।
রামচরন নূতন রতি ভঈ, মায়াজনিত বিপতি সব গঈ ॥
" ২ মোহজলধি বোহিত তুম্হ ভয়উ, মো কহঁ নাথ বিবিধ সুখ দয়উ ॥
মো পর হোই ন প্রতিউপকারা, বন্দউঁ তব পদ বারহিঁ বারা ॥

ছ ৪৫ কহিব নিশ্চিত করি শুনহ সর্পের অরি
মোর বাক্য কভু জেন অন্যথা না হয়।
যে নর ভজনা করে হরিপদ কমলেরে
তরিবে দুস্তর ভব অতি দুঃখময় ॥

চৌ ১ কহিনু হে নাথ হরি চরিত অনুপ, বিস্তারে সংক্ষেপে মোর বুদ্ধি অনুরূপ।
শ্রুতির সিদ্ধান্ত জেনো ইহাই সর্পারি, শ্রীরামে ভজহ সর্ব কর্ম পরিহরি ॥

„ ২ মোর মত শঠে যিনি অতি কৃপাময়, সেই রঘুপতি ত্যজি ভজিব কাহায়।
তুমিত বিজ্ঞান রূপ নাহি কোন মোহ, হে নাথ আমার প্রতি কর অতি স্নেহ ॥

„ ৩ শিব শুক সনকাদি মনের ভাবনা, পুছিলে রামের গাথা পুণ্য কথা নানা।
সৎসঙ্গ দুর্লভ ভবে দণ্ডকাল ভরে, একবার কিংবা শুধু নিমেষের তরে ॥

চৌ ৪ দেখহ গরুড় তুমি মনেতে বিচারি, আমি কি ভজিতে রামে হই অধিকারী।
সর্বভাবে অপবিত্র বিহঙ্গ অধম, আমারে করেন প্রভু পবিত্র পরম ॥

দো ১৯৫ আজি আমি ধন্য মানি ধন্য অতিশয়, যদিও সকল ভাবে হই নীচাশয়।
আমারে তাঁহারি দাস প্রভু মনে করে, সৎসঙ্গ যোগান মোরে পাঠায়ে তোমারে ॥

„ ১৯৬ হে নাথ কহিনু তোমা যথা শক্তি মোর, কিছু রাখি নাই আমি করি অগোচর।
অগাধ মহান সিন্ধু রঘুনাথ গাথা, কেহ কি পাইবে তল অবগাহি সেথা ॥

চৌ ১ রামগুন কত শত করিয়া স্মরণ, পুনঃ পুনঃ পুলকেতে ভুশুণ্ডী তখন।
কহে 'নেতি নেতি' বলি বেদেতে মহিমা, প্রতাপে অতুল নাহি প্রভুত্বের সীমা ॥

„ ২ শিব ব্রহ্মা যাঁর পদ পূজা করে সদা, মোর পরে কৃপা তাঁর পরম মৃদুতা।
দেখি নাই শুনি নাই হেন নিরূপম, খগেশ, কাহারে গণি রঘুপতি সম ॥

„ ৩ পরম সাধক সিদ্ধ বিমুক্ত উদাসী, বেদজ্ঞ বিদ্বান কবি কৃতজ্ঞ সন্ন্যাসী।
যোগীশ্বর মহামুনি তাপস ও জ্ঞানী, ধর্মাত্মা পণ্ডিত যত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ॥

„ ৪ পার নাহি হতে পারে না সেবি প্রভুরে, নমি আমি রামপদে নমি বারে বারে।
যাঁহার স্মরণে মোর তুলা পাপরাশি, শুদ্ধ হয় নমি আমি সেই অবিনাশী ॥

দো ১৯৭ যাঁর নাম ভব বৈদ্য এ ভব সংসারে, ত্রিতাপ বিনাশ হয় যাঁর নাম করে।
যেন তিনি মোর পরে আর তোমা প্রতি, কৃপা করি অনুকূল রন দিবারাতি ॥

„ ১৯৮ শুনি ভুশুণ্ডীর এই মহান বচন, দেখি তার রাম পদে প্রেম অনুক্ষণ।
প্রেম ভরে কহে তারে গরুড় তখন, বিগত সন্দেহ তার আনন্দিত মন ॥

চৌ ১ রঘুবীর ভক্তিরস সিঞ্চিত যে বাণী, কৃতার্থ আজিকে আমি তব কাছে শুনি।
রাম পদে প্রেম নব দৃঢ়তর হ'ল, মায়াজাত যত বিঘ্ন দূরে সরে গেল ॥

„ ২ মোহের জলধি মাঝে নৌকারূপ তুমি, আমারে বিবিধ সুখ দিয়াছ হে স্বামি।
প্রতি-উপকার আমি কি করিতে পারি, বারবার নমি শুধু চরণে তোমারি ॥

চৌ ৩ পূরনকাম রাম অনুরাগী, তুম্হ সম তাত ন কোউ বড়ভাগী।
সন্ত বিটপ সরিতা গিরি ধরনী, পরহিত হেতু সবন্হি কৈ করনী॥
" ৪ সন্তহৃদয় নবনীত সমানা, কহা কবিন্হ পৈ কহই ন জানা।
নিজ পরিতাপ দ্রবই নবনীতা, পরদুখ দ্রবহিঁ সুসন্ত পুনীতা॥
" ৫ জীবন জনম সুফল মম ভয়উ, তব প্রসাদ সংসয় সব গয়উ।
জানেহু সদা মোহি নিজ কিঙ্কর, পুনি পুনি উমা কহই বিহঙ্গবর॥

দো ১৯৯ তাসু চরন সির নাই করি প্রেমসহিত মতিধীর।
গয়উ গরুড় বৈকুণ্ঠ তব হৃদয় রাখি রঘুবীর॥

দো ২০০ গিরিজা সন্ত সমাগম সম ন লাভ কছু আন।
বিনু হরিকৃপা ন হোই সো গাবহিঁ বেদ পুরান॥
চৌ ১ কহেউঁ পরমপুনীত ইতিহাসা সুনত শ্রবন ছূটহিঁ ভবপাসা।
প্রনত কলপতরু করুনাপুঞ্জা উপজই প্রীতি রামপদকঞ্জা॥
চৌ ২ মন বচ কর্ম জনিত অঘ জাঈ, সুনহিঁ জে কথা শ্রবন মন লাই।
তীর্থাটন সাধন সমুদাঈ, জোগ বিরাগ জ্ঞাননিপুনাঈ॥
" ৩ নানা কর্ম ধর্ম ব্রত দানা, সংজম দম জপ তপ মখ নানা।
ভূতদয়া দ্বিজগুরু সেবকাঈ, বিদ্যা বিনয় বিবেক বড়াঈ॥
" ৪ জহঁ লগি সাধন বেদ বখানী, সব কর ফল হরিভগতি ভবানী।
সো রঘুনাথ ভগতি শ্রুতি গাঈ, রামকৃপা কাহূ এক পাঈ॥

দো ২০১ মুনিদুর্লভ হরি ভগতি নর পাবহিঁ বিনহিঁ প্রয়াস।
জে যহ কথা নিরন্তর সুনহিঁ মানি বিশ্বাস॥
চৌ ১ সোই সর্বজ্ঞ সোঈ গুনজ্ঞাতা, সোই মহিমণ্ডন পণ্ডিত দাতা।
ধর্ম পরায়ন সোই কুলত্রাতা, রাম চরন জা কর মন রাতা॥
" ২ নীতি নিপুন সোই পরমসয়ানা, শ্রুতি সিদ্ধান্ত নীক তেহি জানা।
সো কবি কোবিদ সো রনধীরা, জো ছল ছাড়ি ভজই রঘুবীরা॥
" ৩ ধন্য সুদেস জহাঁ সুরনরী, ধন্য নারি পতিব্রত অনুসরী।
ধন্য সে ভূপ নীতি জো করঈ, ধন্য সো দ্বিজ নিজ ধর্ম ন টরঈ॥
" ৪ সো ধন ধন্য প্রথম গতি জা কী, ধন্য পুন্য রত মতি সোই পাকী।
ধন্য ঘরী সোই জব সতসঙ্গা, ধন্য জনম দ্বিজ ভগতি অভঙ্গা॥

চৌ ৩ পূর্ণকাম প্রভু তুমি রামনাম ব্রত, এমন সৌভাগ্যশালী কে তোমার মত।
ধরণী বিটপী সাধু সরোবর গিরি, পরহিত ব্রত হয় এদের সবারি॥
" ৪ কবিরা গাহিয়া থাকে সাধুর হৃদয়, নবনীত সম কিন্তু ইহা ঠিক নয়।
নিজ পরিতাপে জানি গলে নবনীত, পর পরিতাপে গলে সাধুজন চিত॥
" ৫ জনম সফল মোর আজি অতিশয়, তোমার প্রসাদে গেল সকল সংশয়।
আমারে জানিও প্রভু তোমার কিঙ্কর, পুনঃ পুনঃ কহে, উমা, সে বিহঙ্গবর॥

দো ১৯৯ ভুশুণ্ডী চরণ পরে করিয়া প্রণতি, সপ্রেমে বিদায় নিল তবে ধীরমতি।
বৈকুণ্ঠে পৌঁছাল গিয়া গরুড় তখন, স্থাপিয়া হৃদয়ে তার রামে অনুক্ষণ॥

" ২০০ সাধু সমাগম সম লাভ কিছু আর, হে গিরিজা নাহি পাবে খুঁজিয়া সংসার।
হরি কৃপা বিনা তাহা কি করে সম্ভবে, বেদ ও পুরাণ কহে এই মত সবে॥
চৌ ১ পরম পবিত্র এই দীর্ঘ ইতিহাস, কহিনু শুনিলে যাহা যায় ভবত্রাস।
ভক্ত কল্পতরু সেই প্রভু কৃপাময়, রামপদপঙ্কজেতে প্রীতি উপজয়॥
" ২ এ কথা শুনিবে যেবা মনোযোগ করি, মন কর্ম বাক্য জাত পাপ নাশে তারি।
তীর্থ পর্যটন আর যতেক সাধনা, বৈরাগ্য বিজ্ঞান জ্ঞান জপ তপ নানা॥
৩ নানা শুভকর্ম ধর্ম ব্রত দান আর, সংযম নিয়ম যাগ যজ্ঞ শতবার।
ভূতে দয়া গুরু দ্বিজে ভক্তি অনিবার, বিবেক বিনয় বিদ্যা শ্রেষ্ঠত্ব বিচার॥
" ৪ যে সকল সাধনার বেদে সমর্থন, হরিভক্তি সবাকারি সুফল সৃজন।
সেই রামভক্তি, উমা, শ্রুতি এও বলে, কদাচিৎ কেহ পায় রাম কৃপা হলে॥

দো ২০১ মুনিরো দুর্লভ এই হরিভক্তি নরে, অনায়াসে পেতে পারে প্রয়াস না করে।
যে শুনিবে এই গাথা যত্নে নিরন্তর, বিশ্বাসে করিয়া পূর্ণ তাহার অন্তর॥
চৌ ১ সেইত সর্বজ্ঞ গুণী সে বিরাট জ্ঞাতা, এ মহীভূষণ সেই সে পণ্ডিত দাতা।
সে কুলের ত্রাতা সেই ধর্মপরায়ণ, শ্রীরাম চরণে রতি যার অনুক্ষণ।
" ২ নীতিতে নিপুন সেই অতি বিচক্ষণ, শ্রুতির সিদ্ধান্ত সেই বুঝিতে সক্ষম।
সে জ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞ সেই সংগ্রামে সুস্থির, অকপটে যেই ভজে রাম রঘুবীর॥
" ৩ ধন্য সেই নারী যার ব্রত পতিব্রতা, ধন্য সেই দেশ যেথা গঙ্গা প্রবাহিতা।
ধন্য সে নৃপতি যিনি নীতি পরায়ণ, নিজ ধর্মে নিষ্ঠাবান ধন্য সে ব্রাহ্মণ॥
" ৪ ধন্য ধনে দানে যার প্রথমেই গতি, সেই বুদ্ধি ধন্য যাতে ধর্মে দৃঢ় মতি।
ধন্য সেই সময়েরে সাধুসঙ্গ যবে, ধন্য সে জনমে দ্বিজে দৃঢ় ভক্তি রবে।

দো ২০২ সো কূল ধন্য উমা সুনু জগতপূজ্য সুপুনীত।
শ্রীরঘুবীরপরায়ন জেহি নর উপজ বিনীত ॥

চৌ ১ মতি অনুরূপ কথা মৈঁ ভাখী, জদ্যপি প্রথম গুপ্ত করি রাখী।
তব মন প্রীতি দেখি অধিকাঈ, তব মৈঁ রঘুপতি কথা সুনাঈ ॥

„ ২ যহ ন কহীজে সঠ হঠসীলহিঁ, জো মন লাই ন সুন হরিলীলহিঁ।
কহিয় ন লোভিহি ক্রোধিহি কামিহি, জো ন ভজই সচরাচর স্বামিহি ॥

„ ৩ দ্বিজদ্রোহিহি ন সুনাইয় কবহূঁ, সুরপতি সরিস হোই নৃপ তবহূঁ।
রামকথা কে তে অধিকারী, জিন্হ কে সতসঙ্গতি অতি প্যারী ॥

চৌ ৪ গুরুপদ প্রীতি নীতিরত জেঈ, দ্বিজসেবক অধিকারী তেঈ।
তা কহুঁ যহ বিশেষ সুখদাঈ, জাহি প্রানপ্রিয় শ্রীরঘুরাই ॥

দো ২০৩ রামচরন রতি জো চহই অথবা পদ নির্বান।
ভাবসহিত সো যহ কথা করহি শ্রবনপুট পান ॥

চৌ ১ রামকথা গিরিজা মৈঁ বরনী, কলিমল হরনি মনোমর হরনী।
সংসৃতিরোগ সজীবন মূরী, রামকথা গাবহিঁ শ্রুতি ভুরী ॥

„ ২ এহি মহঁ রুচির সপ্ত সোপানা, রঘুপতি ভগতি কের পন্থানা।
অতি হরিকৃপা জাসু পর হোঈ, পাউ দেহি এহি মারগ সোঈ ॥

„ ৩ মন কামনা সিদ্ধি নর পাবা, জো যহ কথা কপট তজি গাবা।
কহহিঁ সুনহিঁ অনুমোদন করহীঁ, তে ভবনিধি গোপদ ইব তরহীঁ ॥

„ ৪ সুনি সুভ কথা হৃদয় অতি ভাঈ, গিরিজা বোলী গিরা সুহাঈ।
নাথ কৃপা মম গত সন্দেহা, রামচরন উপজেউ নব নেহা ॥

দো ২০৪ মৈঁ কৃতকৃত্য ভইউঁ অব তব প্রসাদ বিস্বেস।
রামভগতি দৃঢ় উপজী বীতে সকল কলেস ॥

চৌ ১ যহ সুভ সম্ভু উমা সম্বাতা, সুখসম্পাদন সমন বিষাদা।
ভবভঞ্জন গঞ্জন সন্দেহা, জনরঞ্জন সজ্জনপ্রিয় এহা ॥

„ ২ রাম উপাসক জে জগ মাহীঁ, এহি সম প্রিয় তিন্হ কে কছু নাহীঁ।
রঘুপতি কৃপা জথামতি গাবা, মৈঁ যহু পাবন চরিত সুহাবা ॥

„ ৩ এহি কলিকাল ন সাধন দূজা, জোগ জজ্ঞ জপ তপ ব্রত পূজা।
রামহিঁ সুমিরিয় গাইয় রামহিঁ, সন্তত সুনিয় রামগুন গ্রামহিঁ ॥

„ ৪ জাসু পতিত পাবন বড় বানা, গাবহিঁ কবি শ্রুতি সন্ত পুরানা।
তাহি ভজহিঁ মন তজি কুটিলাঈ, রাম ভজে গতি কে নহিঁ পাঈ ॥

দো ২০২ সেই কুল ধন্য অতি শুনহ পার্বতি, সুপবিত্র অতিশয় বিশ্বপূজ্য অতি।
যে কুলে উৎপন্ন নর পরম বিনীত, রঘুপতি পরায়ণ সদা রহে স্থিত ॥
চৌ ১ প্রথমে বলিনি আমি এত সব কথা, এখন বলিনু তোমা রামগুণ গাথা।
মোর বুদ্ধি অনুযায়ী কহিনু সকল, দেখিয়া তোমার মনে ভক্তি অবিচল ॥
" ২ এ গাথা কহিও না ক হঠকারী যারা, মন দিয়া শোনে না ত হরিলীলা তারা।
লোভী কামী ক্রোধীদের কহিতে বারণ, যে না ভজে চরাচর স্বামীর চরণ ॥
" ৩ দ্বিজদ্রোহী যে বা হয় শোনাবেনা তারে, রহিলেও ইন্দ্র সম রাজ্য অধিকারে।
রাম কথা শুনিবারে সেই অধিকারী, সাধু সঙ্গ যার প্রিয় লাগে শুধু তারি ॥
" ৪ গুরুপদে প্রীতি আর নীতিবান যেই, দ্বিজের সেবক যারা অধিকারী সেই।
তাহাদের কাছে ইহা সুখপ্রদ অতি, যাহাদের প্রাণ প্রিয় রাম রঘুপতি ॥

দো ২০৩ রামের চরণে রতি যারা শুধু চান, অথবা চাহেন যারা মোক্ষের নির্বাণ।
প্রেমভরে তাহারাই এই গাথা সুধা, শ্রবণ ভরিয়া পানে মেটান সে ক্ষুধা ॥
চৌ ১ গিরিজা রামের কথা কহিনু তোমারে, কলিমল সমনএ মনোমল হরে।
সংসার দুঃখের ইহা সঞ্জীবনী মূল, রাম কথা বেদে গাহে বিস্তারি প্রতুল ॥
" ২ সাতটি সোপান রম্য বিরাজে ইহাতে, রঘুপতি ভক্তি ধাপ পারিবে কহিতে।
হরি কৃপা অতিশয় হয় যার প্রতি, অতিক্রমে শক্তি রাখে সেই শুদ্ধমতি ॥
" ৩ মনষ্কামনা সিদ্ধি হয় নরগণে, অকপটে এই গাথা গাহে যারা গানে।
কহিলে শুনিলে আর করিলে বিচার, গোষ্পদের মত হয় ভবনিধি পার ॥
" ৪ শুনিয়া সকল কথা আনন্দিত মনে, কহেন গিরিজা তবে মধুর বচনে।
হে নাথ কৃপায় তব ঘুচিল সন্দেহ, রাম পদে উপজিত মোর নব স্নেহ ॥

দো ২০৪ কৃত কৃত্য হইলাম হে নাথ এখন, বিশেষ প্রসাদে তব হইল এমন।
রামভক্তি দৃঢ় হল মনেতে বিশেষ, সকল সন্দেহ ঘুচি মিটে সব ক্লেশ ॥
চৌ ১ শম্ভু উমা এই শুভ বিশেষ সংবাদ, মনেতে আনন্দ আনে নাশিয়া বিষাদ।
সংসার বন্ধনে মুক্তি নাশিয়া সংশয়, জন মনে অনুরাগ সাধু প্রিয় হয় ॥
" ২ রাম উপাসক যেবা জগতের মাঝে, এর সম প্রিয় আর কিছু লাগে না যে।
রামের কৃপাতে আমি যথা সাধ্য মোর, গাহিলাম এ চরিত পবিত্র সুন্দর ॥
" ৩ এই কলিকালে নাই দ্বিতীয় সাধনা, জপ তপ যাগ যজ্ঞ ব্রত আরাধনা।
রামেরে স্মরিয়া শুধু গাহ তাঁর গান, সতত শুনিও তাঁর শতগুণ গান ॥
" ৪ পতিত পাবন সেই রাম ভগবান, গাহে গান কবি সাধু শ্রুতিও পুরাণ।
তাঁহারে ভজিও ত্যজি কুটিলতা মনে, রামে ভজি গতি নাহি পায় কোন্ জনে ॥

ছন্দ ৪৬ পাঈ ন কেহি গতি পতিতপাবন রাম
ভজি সুনু সঠ মনা।
গনিকা অজামিল ব্যাধ গীধ গজাদি খল
তারে ঘনা॥
আভীর জবন কিরাত সব স্বপচাদি অতি
অঘরূপ জে।
কহি নাম বারক তেহপি পাবন হোহিঁ
রাম নমামি তে॥

ছন্দ ৪৭ রঘুবংস ভূষন চরিত যহ নর করহিঁ
সুনহিঁ জে গাবহীঁ।
কলিমল মনোমল ধোই বিনু শ্রম
রামধাম সিধাবহীঁ॥
সত পঞ্চ চৌপাঈ মনোহর জানি জো নর
উর ধরহিঁ।
দারুন অবিদ্যা পঞ্চ জনিত বিকার
শ্রীরঘুপতি হরহিঁ॥

ছ ৪৮ সুন্দর সুজান কৃপানিধান অনাথ পর কর
প্রীতি জো।
সো এক রাম অকাম হিত নির্বানপ্রদ
সম আন কো॥
জা কী কৃপা লব লেস তেঁ মতিমন্দ
তুলসীদাসহূঁ।
পায়উ পরমবিশ্রাম রামসমান প্রভু
নাহীঁ কহূ॥

দো ২০৫ মো সম দীন ন দীনহিত তুম্হ সমান রঘুবীর।
অস বিচারি রঘুবংস মনি হরণ বিষম ভব তীর॥

দো ২০৬ কামিহি নারি পিয়ারি জিমি লোভিহি প্রিয় জিমি দাব।
তিনি রঘুবংস নিরন্তর প্রিয় লাগহু মোহি রায়॥

ছ ৪৬ শোনরে পতিত মন গতি নাহি পায় কোন
পতিত পাবন রামে ভজি এক মনে।
গণিকাও অজামিলে ব্যাধ গৃধ্র গজে খলে
সবারে উদ্ধার প্রভু করেন সমানে॥
যবন কিরাত কিবা চণ্ডাল গোপেরা সবা
যাদের অধম পাপী সবে মনে করে।
নাম লয়ে একবার পাপ নাশে সে সবার
সেই রাম পদে আমি নমি বারে বারে॥

„ ৪৭ রঘুবংশ বিভূষণ রঘুপতি নারায়ণ
যে নর শুনিবে কিংবা তাঁর গাথা গায়।
কলিমল মনোমল ধৌত করি সে সকল
বিনা শ্রমে অনায়াসে রামধামে যায়॥
পঞ্চশত চৌপদীরে মনোহর মানি তারে
যে নর হৃদয়ে তার করিবে ধারণ।
দারুণ অবিদ্যা যত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কৃত
রঘুপতি কৃপা করি করেন হরণ॥

„ ৪৮ সুন্দর জ্ঞানের খনি কৃপার নিধান যিনি
আর্তজনে সদা প্রীতি যাঁর এ সংসারে।
সে নিষ্কাম হিত কারী নির্বাণ প্রদান তাঁরি
তাঁহার সমান কেহ জানিনা ত কা'রে॥
যাঁহার কৃপার সিন্ধু হ'তে কৃপা একবিন্দু
কুমতি তুলসী দাসে দিলেন ত' স্বামী।
পরম শান্তিতে মনে ভাবি শুধু মনে প্রাণে
রাম সম প্রভু আর কোথা পাব আমি॥

দো ২০৫ মোর সম অতি দীন কেহ নাহি আর, দীনের দয়াল নাই তুলনা তোমার।
ইহাই বিচারি মনে রঘুবংশমনি, দারুণ এ ভবভয় দাও মোর হানি॥

দো ২০৬ কামীর যেমন প্রিয় কামিনী কাঞ্চন, লোভীর যেমন প্রিয় বহু অর্থ ধন।
তেমনি আমার প্রিয় যেন নিরন্তর, রহেন হৃদয়ে মোর রাম রঘুবর॥

শ্লো। ৫ যৎপূর্ব প্রভুণা কৃতং সুকবিনা শ্রীশম্ভুনা দুর্গমং।
শ্রীমদ্রামপদাব্জভক্তিমনিশং প্রাপ্তোতু রামায়ণম্ ॥
মত্বা তদ্রঘুনাথনামনিরতং স্বান্তস্তমঃশান্তয়ে।
ভাষাবদ্ধমিদং চকার তুলসীদাসস্তথা মানসম্ ॥

" ৬ পুণ্যং পাপহরং সদা শিবকরং বিজ্ঞান ভক্তিপ্রদং।
মায়ামোহমলাপহং সুবিমলং প্রেমাম্বুপুরং শুভম্ ॥
শ্রীমদ্রামচরিত্রমানসমিদংভক্ত য়াৰগাহন্তি যে।
তে সংসারপতঙ্গঘোরকিরণৌদহন্তি নো মানবাঃ ॥

" ৭ যঃ পৃথ্বীভরবারণায় দিবিজৈঃ সৎপ্রার্থিতশ্চিন্ময়ঃ।
সঞ্জাত পৃথিবীতলে রবিকুলে মায়া মনুষ্যোহাবয় ॥
নিশ্চক্রং হৃতরাক্ষসঃ পুনরগাদ্‌ব্রহ্মত্ব-মাদ্যংস্থিরাং।
কীর্তিং পাপহরাং বিধায় জগতাং তং জানকীশং ভজে।

* * *

ইতি রামচরিতমানসে সকলকলিকলুষ
বিধ্বংসনে অবিচল হরিভক্তি সম্পাদনো
নাম সপ্তমঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ।

ইতি রামচরিতমানসং সমাপ্তম্
* শুভমস্তু মঙ্গলমস্তু *

শ্লোক ঃ—৫ সুকবি শঙ্কর পূর্বে যে দুর্গম গাথা।
রচিয়া ছিলেন মহাকাব্যে রাম কথা॥
যে গাথায় ভক্তি জন্মে রামের চরণে।
মান্য করি সেই গাথা সর্বান্তঃ করণে॥
তমোগুন শান্তি লাগি আপনার চিতে।
তুলসী রচিল গাথা মানস চরিতে॥
„ ৬ পরম পবিত্র ইহা সুমঙ্গল ময়।
জ্ঞান ও বিজ্ঞান ভক্তি ইহা হতে হয়॥
মায়া মোহ মলিনতা সব করে দূর।
সুনির্মল প্রেম জলে সদা ভরপূর॥
ভক্তিভরে যে করিবে সরোবরে স্নান।
সংসার প্রদীপ্ত সূর্য হবে তার ম্লান॥
„ ৭ সচ্চিদানন্দ প্রভু যিনি অবিনাশী।
দেবতার প্রার্থনাতে মর্ত্যধামে পশি॥
রঘুকুলে নরদেহে হন অবতার।
ভূভার রাক্ষসগণে করিতে সংহার॥
জানকী বল্লভ যিনি হরিয়া ভূভার।
ব্রহ্মলোকে যান যিনি তাঁরে নমস্কার॥

* * *

কলিযুগে পরিপূর্ণ পাপ ধ্বংসকারী।
শ্রীরাম চরিত কথা মনের বিহারী॥
তুলসী মানস কথা সনৎকুমারে।
উত্তর কাণ্ডেরে লেখে যত্ন সহকারে॥

* ওঁ তৎ সৎ *

২৫।২।৭৭

লবকুশ কাণ্ড

লবকুশ কাণ্ড

তুলসী কৃত রামায়ণে উত্তর কালে প্রক্ষিপ্ত ।

লব কুশ কাণ্ড

মঙ্গলাচরণ

দো ১ শ্রীভুশুণ্ডিকে সুনি বচন*, দেখে রাম পদপ্রীতি।
হুই প্রসন্ন বোলে গরুড়*, বাণী পরম পুনীতি ॥

" ২ সুরসরিসম পাবন ভয়ো*, নাথ হৃদয় অব মোর।
জন্ম জন্ম ছূটৈ নহী, নাথ পদাম্বুজ তোর ॥

চৌ ১ সুনে অখিল গুণগণ প্রভুকেরে, পূরে নাথ মনোরথ মেরে।
তব প্রসাদ বায়সকুল নাথা, হৃদয় বসহি অব প্রভুগুণগাথা ॥

" ২ মনসন্তোষ ন চিত অঘাহীঁ, যথা উদধি সরিতা সর জাহীঁ।
পক্ষী পশু জঙ্গম জড় জাতী, চর অরু অচর বরণ কিহি ভাঁতী ॥

" ৩ জে জন অবধ সবহিঁ সুখধামা, লিয়ে সঙ্গ সাদর শ্রীরামা।
তজি সব অবধ গয়ে সহদেহা, ইহিঁ সুনি নাথ পরম সন্দেহা ॥

" ৪ অব প্রভু মোহিঁ সব কহৌ বুকাঈ, পিতা জানি মৈঁ করৌঁ ঢিঠাঈ।
ইহ ইতিহাস পুনীত কৃপালা, জিমি মথ কীনূহ রাম মহিপালা ॥

দো ৩ অস কহি গদ্‌গদ্‌ বচন মৃদু*, পুলকাবলী শরীর।
সুনি সপ্রেম হর্ষে বিহঁগ*, বায়স মতি অতিধীর ॥

চৌ ১ ধন্য ধন্য তুম ধনি খগরায়া, কিন্‌হিঁ অমিত মোহিঁপর দায়া।
রাম কৃপা তুম্‌হরে মনমাহীঁ, সংশয় শোক মোহ ভ্রম নাহীঁ ॥

" ২ অতি প্রিয় বচন রসজ্ঞ তুম্‌হারে. লাগত নাথ মোহিঁ অতিপ্যারে।
অব প্রভুকথা বিষদ বিস্তারী, সকল সুনাবহু প্রভু হিতকারী ॥

লব কুশ কাণ্ড

মঙ্গলাচরণ

শ্লোক ১ আপদ সমূহ ঘোরে অপহর্তা তুমি, সবৈশ্বর্য দাতা তুমি তোমারেই নমি।
লোকের রঞ্জক তুমি বল্লভ সীতার, সর্বজ্ঞ বিশ্বের নাথ নমি বারবার ॥
রামচন্দ্র রামভদ্র জ্ঞানী শিরোমণি, রঘুনাথ সীতানাথ তোমারে প্রণমি

„ ২ রামাঙ্গে গিরিজা শোভে শিরে জহ্নু বালা, ভালে ইন্দু কণ্ঠে বিষ গলে সর্পমালা।
সুরের ভূষণ আর ভূতি সবাকার, বিশ্বনাথ গৌর তনু শশী মানে হার ॥
সেই সর্ব্ব লবকুশ কাণ্ডের বর্ণনা, ভাষা ছন্দে পূর্ণ কর এ মোর প্রার্থনা।

দো ১ শুনি সে ভুষণ্ডী বাণী দেখিয়া তাঁহার, রামের চরণ পদ্মে প্রীতির সম্ভার।
পরম প্রসন্ন হই গরুড় তখন, ভুষণ্ডী বায়সে কহে পবিত্র বচন ॥

„ ২ হে নাথ হৃদয় মম গঙ্গা নদী সম, পরম পবিত্র হল ওগো নিরূপম।
তব পদ পঙ্কজের পরম আশ্রয়, কোন জন্মে মোর ভাগ্যে যেন নাহি যায় ॥

চৌ ১ প্রভুর সমূহ গুন শুনিয়া আমার, সর্ব মনোরথ পূর্ণ হল এইবার।
হে বায়স কুল-নাথ তোমার কৃপাতে, হৃদয় ভরিয়া রবে শ্রীরাম গাথাতে ॥

„ ২ মন তুষ্টি হ'ল কিন্তু চিত্ত নাহি ভরে, সাগর কি কভু ভরে নদী সরোবরে।
স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষী আদি যত, চরাচর যাহা আছে বর্ণিব বা কত ॥

„ ৩ যে জন করেছে বাস অযোধ্যা নগরে, শ্রীরামের সঙ্গ লভি অতি সমাদরে।
ত্যজি সবি অযোধ্যার যায় স্বর্গপুরে, কি করিয়া, এ সন্দেহ যাতে যায় দূরে ॥

„ ৪ এবে প্রভু বুঝাইয়া কহ সব মোরে, পিতাসম মানি তোমা মাগি করজোড়ে।
ইতিহাস এ পরম পবিত্র কৃপাল, যাহা কিছু করেছেন রাম মহীপাল ॥

দো ৩ পুলক শরীরে মৃদু গদগদ স্বরে, কহিল এ কথা যবে গরুড় তাহারে।
প্রেমে বিগলিত হই আনন্দিত অতি, কহিল বায়স তবে ধীর স্থির মতি ॥

চৌ ১ ধন্য ধন্য তুমি ধন্য বিহঙ্গ সম্রাট, দয়া তব মোর প্রতি অসীম বিরাট।
রামকৃপা বর্ষিয়াছে হৃদয়ে তোমার, শোক মোহ ভ্রম তব কিছু নাই আর ॥

„ ২ পরম হৃদয়-গ্রাহী তব প্রিয় বাণী, অতি উপাদেয় বলি আমি মনে মানি।
এখন প্রভুর কথা বাখানি বিস্তারি, সকলি শুনাব তোমা প্রভু হিতকারী ॥

---

* রামচরিত মানসে প্রক্ষিপ্ত, লেখক অজ্ঞাত, লবকুশ-কাণ্ডে মঙ্গলাচরণ নাই এই মঙ্গলাচরণের লেখক-অনুবাদক।

" ৩ তব মন প্রীতি দেখি খগরায়া, মিটে অমঙ্গল কোটিহু মায়া।
সুনু অব রাম রহস্য অনূপা, চরিত পুনীত অবধপুর ভূপা ॥
" ৪ অজ অদ্বৈত অমল অবিনাসী, রহিত সকল কলিমলকর ফাঁসী।
নব সহস্র নবশত কম বাসী, কৃত চরিত্র রহ পুর জগদাসী ॥
দো ৪ বিধিবর বচন সঁভারি উর*, রাজত করুণাগার।
যুগল জোরি শোভা নিরখি*, লজিত কোটিশত মার ॥
চৌ ১ অনুজ সচিব প্রভু প্রজা বুলায়ে, গুরুগৃহ সাদর তিনকহঁ লায়ে।
মকরমাস রবিপর্ব সুহাবা, বিদা মাঁগি গুরুপদ শির নাবা ॥
" ২ কাশীক্ষেত্র ধর্মময় জানা, সকল সজায়উ বাহন নানা।
চতুরংগিনী অনী সবি সাজা, কিয় প্রস্থান রাম রঘুরাজা ॥
" ৩ বীচ বাস করি শিবপুর আয়ে, সাদর পুরহিঁ শীশ সব নায়ে।
আয় সুর সরিহিঁ কীন্হ প্রণামা, অভয় অনন্ত পায় বিশ্রামা ॥
" ৪ মহিসুর দণ্ডি যতী সন্ন্যাসী, পুজেউ কৃপাসিন্ধু সুখরাসী।
দান দিয়ে বরণে কিমি জাঈ, ধনদ কুবের সুরেশ লজাঈ ॥
দো ৫ প্রভু রহে ইমি অমিত দিন * সুখী কিয়ে মুনিবৃন্দ।
আয়ে পুনি নিজ নগরমহঁ * রবিকুলকৈরব চন্দ ॥
চৌ ১ প্রতিদিন অবধ অনন্ত উছাহূ, দান দেহিঁ প্রতিদিন নরনাহূ।
দুঃখ প্রপঞ্চ শোচ নহিঁ কাহূ, ব্যাপ ন কবহুঁ সুনা খগনাহূ ॥
" ২ সুনহিঁ জহাঁ তহঁ বেদ পুরানা, দূসর ধর্ম ন কাহূ জানা।
দিন দিন প্রীতি দেখি ভগবানা, অমিত অনন্দ সকল পুর জানা ॥
" ৩ শতসম্বত পরিমাণ হমারা, ভয়ে শোচবশ রাম উদারা।
অশ্বমেধ মখ করৌ সুহাবন, গাই তরহিঁ ভব দুঃখনশাবন ॥
" ৪ পুনি নিজ ধামহিঁ তুরত সিধাবৌঁ, বিধিকে বচন বিলম্ব ন লাবৌঁ।
প্রাত জায় গুরুভবন সপ্রীতী, কহৌঁ করৌ সব সুন্দর রীতী ॥
দো ৬ অস বিচার উর রাখি কর * কৃপাসিন্ধু মতিধীর।
কিয়ে চরিত নানা অমিত * হরণ শোক ভবভীর ॥
চৌ ১ কহহুঁ সুনহু রঘুপতিপ্রভুতাঈ, জো পুরাণ শ্রুতি নারদ গাঈ
রাম-চন্দ্র মহিমা অতিভূরী, সো বর্ণন কবি মন কদরূরী ॥
" ২ মৈঁ মতিমন্দ কহৌঁ কিহি ভাঁতী, সোহত কাগ কি হংসসুপাতী।
সুনিয় ন পুহুমি কতহুঁ অথ কানা, পড়হিঁ চতুর নর বেদ পুরানা ॥
" ৩ গাবহিঁ প্রভুগুণগণ ভয়হারী, নিন্দহিঁ অমরলোক নর নারী।
আজ্ঞা মাত পিতা গুরু করহীঁ, তপ মখ দান করহিঁ হরি ভজহীঁ ॥

চৌ ৩ তব মনে প্রীতি দেখি হে বিহঙ্গরাজ, কোটি অমঙ্গল মায়া মিটে যায় আজ।
রামের রহস্য এবে শুন অনুপম, অযোধ্যা-রাজের পুণ্য চরিত্র পরম ॥
" ৪ অজ অবিনাশী তিনি অদ্বৈত অমল, স্পর্শিতে না পারে কলি কলুষ সকল।
নব শত নূন নব সহস্র বৎসরে, লীলা খেলা করিলেন অযোধ্যা নগরে ॥
দো ৪ ব্রহ্মার বচন হৃদে করিয়া ধারন, বিরাজিত রামচন্দ্র করুণায়তন।
যুগল শ্রীরাম সীতা শোভা নিরীক্ষণে, শত কোটি কাম রতি লজ্জা পায় মনে ॥
" ১ অনুজ সচিব প্রজা সকলেরে লয়ে, সমাদরে গুরুগৃহে উপস্থিত হয়ে।
মকর সংক্রান্তি দিনে রবিপর্ব স্বামী, গুরুর আদেশ লন গুরুপদে নমি ॥
" ২ কাশী ধাম ধর্মক্ষেত্র এইরূপ জানি, বিবিধ বাহন রথ সাজিল তখনি।
চতুরঙ্গ সেনা সবে করে সাজ সাজ, চলিলেন সমারোহে রাম রঘুরাজ ॥
" ৩ পথেতে বিশ্রাম লয়ে যান শিবপুরে, পরম শ্রদ্ধায় সবে মাথা নত করে।
আসিয়া গঙ্গারে সবে করেন প্রণাম, অভয় পাইয়া লভে প্রভূত বিশ্রাম ॥
" ৪ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী আর যতি দণ্ডধরে, সুখরাশি কৃপানিধি পূজেন সবারে।
দান দেন কত তাহা বর্ণিব কেমনে, কুবের সুরেন্দ্র উভে লজ্জা পায় মনে ॥
দো ৫ এভাবে মুনীশগণে সুপ্রসন্ন করি. রহিলেন প্রভু সেথা কিছুকাল ধরি।
অতঃপর আসিলেন ফিরি অযোধ্যায়, সূর্যবংশ কুমুদিনী পূর্ণচন্দ্র ন্যায় ॥
" ১ প্রতিদিন রামপুরী আনন্দে মুখর, দান দেন প্রতিদিন অযোধ্যা ঈশ্বর।
প্রপঞ্চ সন্তাপ শোক গরুড় সেথায়, ব্যাপ্ত করে কাহাকেও শোনা নাহি যায় ।
চৌ ২ যত্র তত্র শোনা যায় বেদ ও পুরাণ, অন্য ধর্ম কেহ নাহি করে অনুষ্ঠান।
দিনে দিনে প্রীতি বাড়ে দেখি ভগবান, বুঝিলেন অযোধ্যায় আনন্দ অম্লান ॥
" ৩ আরো শত বর্ষ ধরি রাজত্ব আমার, জানিয়া চিন্তিত হন শ্রীরাম উদার।
অশ্বমেধ পুণ্য-যজ্ঞ করা সমীচীন, সর্ব দুঃখ নাশে ইহা কহেন প্রাচীন ॥
" ৪ নিজের প্রাসাদে যাই' ভাবেন সেখানে, বিলম্ব না হয় যেন ব্রহ্মার বচনে।
প্রাতঃকালে গুরুগৃহে যাইব নিশ্চয়, যা কহেন প্রেমে করি বিধিমতে তায় ॥
দো ৬ কৃপাসিন্ধু স্থিরমতি রামচন্দ্র তাঁর, হৃদয়ে স্থাপিয়া এই সুন্দর বিচার।
সংসারের শোক দুঃখ হরিবার তরে, অমিত মানব লীলা করেন তৎপরে ॥
চৌ ১ শুনহ কহিব এবে রামের প্রভুত্ব, পুরাণ নারদ বেদ গাহে অবিরত।
রামচন্দ্র মহিমার শেষ নাহি হয়, বর্ণিতে কবির শক্তি অতি ক্লেশ পায় ॥
" ২ মন্দমতি আমি তাহা কহিব কি করে, হংস বলাকায় কভু কাগ শোভা ধরে।
মহীতে পাপের কথা শোনা নাহি যায়, বেদ ও পুরাণ-পাঠে গুণী ব্যস্ত রয় ॥
" ৩ গায় গান প্রভুগুণ সর্ব ভয় হারী, স্বরগেরো নিন্দা করে পুর নরনারী।
পিতা মাতা গুরু আজ্ঞা বশ সব নরে, যজ্ঞ তপ দান দ্বারা হরি পূজা করে ॥

” ৪ প্রজা অনন্দ রাজ প্রভুকেরে, মানহু শক্র কুবের ধনেরে।
রাজত সব রনিবাস অনন্দা, সুখী চকোর লখত জিমি চন্দা॥

দো ৭ রঘুবররাজ বিরাজ, অতি * সকল অবনি অঘ ভাগ।
বিচরহিঁ মুনি কানন বিপুল * বসহিঁ সহিত অনুরাগ॥

” ১ মহী সুহাবনি কানন চারু, খগ মৃগ একসঁগ করহিঁ বিহারু।
বৈর ন সুনিয় রামকে রাজা, মিলি বিচরহিঁ বন সকল সমাজা।

” ২ নানা গ্রন্থ স্মৃতি সমুদাঈ, গায় সকহিঁ ন রাম প্রভুতাঈ।
সাদর কোটি কোটি অহিঈশা, অগণিত চতুরানন গৌরীশা॥

” ৩ জহঁলগি জগ কোবিদ কবিরাঈ, রামরাজগুণ নহিঁ সক গাঈ।
অসিত আদি কজ্জলগিরি ভূরী, পাত্র সমুদ্র মসী ভরি পূরী॥

” ৪ কর জু লেখনী সুরতরু ডারী, সপ্তদ্বীপ মহিপত্র বিচারী।
সরস্বতি হরি হর বিধি অরুশেষা, সহসকল্প শত লিখহিঁ বিশেষা॥

সো ১ তদপি ন পাবহিঁ পার * রামরাজ কৌতুক অমিত।
সুন অব চরিত অপার * জস খগপতি আগে ভয়উ॥

চৌ ১ রাজত রাম সভা সহভাঈ, তহঁ আয়ে ইক দ্বিজ বিলখাঈ।
পরুষ বচন মুখ কহত পুকারা, হংস বংশ বূড়য়ী সংসারা॥

” ২ রঘু দিলীপ অরু সগর নরেশা, অতুল প্রভাব ভয়ে অবধেশা।
পিতু জীবিত সুত ত্যাগেউ প্রানা, অন্তর্যামী সুন প্রভু কানা॥

” ৩ নরলীলা কর রাম কৃপালা, লগে বিচার করন তেহি কালা।
কারণ কবন মৃতক সুত ভয়উ, দ্বিজদুখ দেখ বিকল প্রভু ভয়উ॥

” ৪ প্রভুচিত দেখ গগন ভই বানী, শূদ্র তপৈ সুমু শারঁগপানী।
বিন্ধ্যাচল গহবর বন জাহীঁ, দ্বিজসুত মরণহেতু নরনাহীঁ॥

ছ ১ ইহি ভাঁতি দ্বিজসুত মৃতক সুনি রথ সাজি প্রভু আতুর চলে।

দুই পরমশৈল বিলোকি পাবন মুদিত চিত সন্মুখ ভলে॥

পুনি ক্রোধ সংযুত বিশিখ ছাঁড়েউ শূদ্রকো শির কট গির্যো।

বর ভক্তি পাবন জান তেহি দৈ আপ তীরথ ব্রত কর্যো॥

দো ৮ দ্বিজবর বালক মৃতক সো* উঠি বৈঠ্যো হর্ষায়।
আয়ে পুর রঘুপতি ভগত* দুখভঞ্জন সুখদায়॥

চৌ ৪ প্রভু রাজ্যে আনন্দের সবে অধিকারী, ইন্দ্র ও কুবের সম প্রীত নর নারী।
অন্তঃপুরে সর্বস্থানে বিরাজিত সুখ, চকোর যেমন সুখী দেখি চন্দ্রমুখ॥
দো ৭ শ্রীরাম রাজত্ব হয় এত সুশোভিত, সর্ব পাপ মহী হতে হল অন্তর্হিত।
মুনিরা করেন বনে নির্ভয়ে ভ্রমন, আনন্দে করেন বাস সেথা মুণিগণ॥
চৌ ১ পৃথিবী সৌন্দর্যে ভরা সুন্দর কানন, খগ মৃগ এক সাথে করে বিচরণ।
রামরাজ্যে বৈরীভাব নাহি যায় শোনা, সকলে মিলিয়া বনে করে আনাগোনা॥
„ ২ বিবিধ গ্রন্থের সাথে শ্রুতি সমুদয়, রামের মহিমা গানে অসমর্থ হয়।
সরস্বতী শেষ নাগ কোটি শত শত, অগণিত চতুর্মুখ মহেশ্বর যত॥
„ ৩ জগতের সর্ব শ্রেষ্ঠ কবি ও বিদ্বান, গাহিতে অক্ষম যত রাম গুন গান।
কজ্জলাদি পর্বতেরে চূর্ণ করি তারে, মসী করি রাখে যদি সিন্ধু মস্যাধারে॥
„ ৪ কল্পতরু বৃক্ষ ডালে করিয়া লেখনী,সপ্ত দ্বীপা মহীতল করি পত্রখানি।
সরস্বতী হরি হর ব্রহ্মা আর শেষ, কোটি কল্প ধরি যদি লেখেন বিশেষ॥
সো ১ তথাপি না পারে তারা লিখিবারে সার, রামের রাজত্ব লীলা রহস্য অপার।
শুনহ খগেশ তোমা কহি এরপর, কি ভাবে মহান লীলা হল অগ্রসর॥
চৌ ১ একদা সভ্রাতা রাম সভা বিরাজিত, রুদিত ব্রাহ্মণ এক সেথা উপস্থিত।
পরুষ বচনে বিপ্র কহে উচ্চৈস্বরে, সূর্যবংশ অস্তপ্রায় আজি এ সংসারে॥
„ ২ রঘু ও দিলীপ আর সাগর নৃপতি, অতুল প্রভাবশালী ছিল মহীপতি।
সুত মৃত্যু দেখে পিতা আজ কি করিয়া, অন্তর্যামী প্রভু ইহা স্বকর্নে শুনিয়া॥
„ ৩ বিচার করেন মনে প্রভু সে সময়, নরলীলা করিছেন রাম দয়াময়।
কি কারণে পুত্র এর বিগত জীবন, দ্বিজ দুঃখ দেখি দুঃখে কাঁদে তাঁর মন॥
„ ৪ প্রভুরে চিন্তিত দেখি হল দৈববাণী, তপস্যা করিছে শূদ্র শুন শার্ঙ্গপানি।
বিন্ধ্য চলে সে তপস্যা হয় ঘন বনে, দ্বিজ পুত্র মৃত্যু আজি হয় সে কারণে॥
ছ ১ দ্বিজ সুত এ কারনে গতপ্রাণ জানি মনে
সাজাইয়া রথ প্রভু চলেন ত্বরায়।
সমুখে দেখেন তার দুই গিরি চমৎকার
দেখিয়া প্রসন্ন হন রাম রঘুরায়॥
পুনঃ তিনি ক্রোধভরে বান ত্যজি' শূদ্র পরে
শির কাটি ফেলিলেন তাহা ভুমি তলে।
পবিত্র জানিয়া তারে ভক্তিবর দান করে
তীর্থ ব্রত করিলেন প্রভু পুণ্য জলে॥
দো ৮ মৃত দ্বিজ পুত্র তবে পুনর্জন্ম পায়, উঠিয়া বসিল হর্ষে বিগলিত প্রায়।
ভক্ত দুঃখ নাশ করি সুখদাতা হরি, আসিলেন রঘুপতি নিজ পুরে ফিরি॥

চৌ ১ উঠি রঘুবর কিয় সন্ধ্যাবন্দন, পূজে শম্ভু ভক্তউর চন্দন।
ভোজন শয়ন জগতপতি কীন্হা, আয়সু পুনি সবহীকহঁ দীন্হা ॥
,, ২ রহিয়ো দিবস জব ঘটিকা চারী, সভ্য-জুরী তব আয় খরারী।
শুনি পুরান প্রভু অনুজ সমেতা, সন্ধ্যা ভঈ দান শুভ দেতা ॥
,, ৩ ভবন চলে প্রভু আয়সু পাঈ, সবহি সন্ধ্যা কীন্হ সুহাঈ।
দূত অবধ নিশিবাসর ধাবহিঁ, আয় সাঁজ সব খবর সুনাবহিঁ ॥
,, ৪ পৃথক্ পৃথক্ সুনি চরবর বানী, বোলন একসো সুনহু ভবানী।

ছ ২ কছু কহয়ো নাহিঁ তেহিঁ পূছি সাদর বচন বেগ ন আবহীঁ ॥
ইক রজক পত্নিহিঁ কহত জটত ব্যঙ্গ বচন সুনাবহী।
সুনি বচন কৃপানিধান চরকে মধ্য উর রাখত ভয়ে ॥
নিশি স্বপ্ন দেখত জগতপতি উঠি জাগি দারুণ দুখ ছয়ে।
দো ৯ রীতি অবধি প্রমাণ যুগ* কীন্হ বিচার কৃপাল ॥
ইক্ সহস্র পিতুরাজকো* ভোগহুঁ মৈঁ ইহিকাল।
চৌ ১ ত্যাগহুঁ জনকসুতা বনমাহীঁ, রাখহুঁ শ্রুতিপথ ধর্ম ন জাহীঁ ॥
করি মন তুরত সীয়পহঁ আয়ে, সাদর বোলে বচন সুহায়ে।
,, ২ নিজ ছায়া ধরি য়হঁা বিনীতা, রহহু জয় নিজধামা পুনীতা ॥
প্রভু পদ বন্দি গঈ নভ সোঈ, জীব চরাচর লখী ন কোঈ।
,, ৩ তিহিসন প্রভু অস কহা বুঝাঈ, মন ভাবন মাঁগহু বর গাঈ ॥
নাথ সাথ মুনিধাম বিহাঈ, আয়উঁ তুম গৃহ মন সকুচাঈ।
চৌ ৪ মুনিতিয় ভূষণ বসন সুহায়ে, পহিরায়ে প্রভু জো মন ভায়ে।
হঁসি কহ কৃপানিকেত সকারে, পূজৈঁ মন অভিলাষ তুম্হারে ॥
দো ১০ হোত প্রাত জব জগত পতি*, জাগে রমা নিবাস।
যাচক জন গাবত মুদিত* লখি মুখকঞ্জ প্রকাস ॥
চৌ ১ ভরত লষণ রিপুদমন সমেতা, আয়ে জহঁ প্রভু কৃপানিকেতা।
কীন্হ প্রণাম মাথ মহিলাঈ, বোলে নহিঁ কছু শ্রীরঘুরাঈ ॥
,, ২ বদন বিলোকি সশংকিত অঙ্গা, শ্রীহত দেখ বপুষকর রঙ্গা।
থর থর কাঁপহি তীনো ডাঈ, জানি ন জায় চরিত রঘুরাঈ।
,, ৩ ঐঁচি শ্বাস অরু কুসময় জানী, বোলে গূঢ় মনোহর বানী।
সুনি লঘুভাই কহেউ রঘুনাথা, লে বন জাহু জানকিহিঁ সাথা ॥
,, ৪ সূখি সহমি সুনি বচন করালা, জরেউ গাত উপজী উর জ্বালা।
হঁসত কি সাঁচ কহত রঘুরাঈ, অসমঞ্জস মন দুখ অধিকাঈ ॥

চৌ ১ প্রাতে উঠি সন্ধ্যা করি কৌশল্যা নন্দন, শম্ভুর পূজেন ভক্ত হৃদয় চন্দন।
ভোজন শয়ন করি জগতের পতি, বিধি মতে আজ্ঞা দেন সবাকার প্রতি ॥
„ ২ দিবসের চারি দণ্ড রহিতে সময়, খরারি সবার সাথে মিলেন সভায়।
শোনেন পুরাণ প্রভু অনুজের সাথে, সন্ধ্যা সমাগমে দেন দান শাস্ত্র মতে ॥
„ ৩ প্রভুর আদেশ পায়ি সবে গৃহে যায়, গৃহে গিয়া সন্ধ্যারতি করিল সবায়।
চরেরা রাত্রিতে ঘোরে অযোধ্যা পুরীতে, সন্ধ্যা বেলা আসে সবে খবর শোনাতে ॥
„ ৪ পৃথক বিষয়ে কহে চরগণ বাণী, এক চর কোন কথা কহে না ভবানি।
ছ ২ কেন তুমি নাহি কহ কোনই বারতা, সাদরে পুছিলে তারে ধীরে কয় কথা।
নগরে রজক এক পত্নীরে তাহার, ভর্ৎসনা ও ব্যঙ্গ করি করিল প্রহার ॥
শুনিয়া চরের বাক্য কৃপার নিধান, হৃদয়ে আঘাত পান শোকের সমান।
নিশা মাঝে স্বপ্ন যোগে সেই দৃশ্য দেখি, প্রভাতে উঠিয়া হন অতিশয় দুঃখী ॥
দো ৯ মনে হল এক যুগ কেটে গেছে কাল, মনে মনে করিলেন বিচার কৃপাল।
সহস্র বৎসর আরো হইবে করিতে, পিতৃরাজ্য রক্ষা মোর এই পৃথিবীতে ॥
চৌ ১ বন মাঝে করি ত্যাগ জনক নন্দিনী, বেদ মর্যাদার যেন নাহি হয় হানি।
মনস্থির করি যান সীতা সন্নিধানে, সাদরে কহেন তাঁরে মধুর বচনে ॥
„ ২ নিজ ছায়া রাখি হেথা হে পুণ্যাত্মা সতি, বাস কর নিজ ধামে সুপবিত্র অতি।
প্রভুর চরণে নমি আকাশে মিলায়, চরাচর কেহ ইহা দেখিতে না পায় ॥
„ ৩ তাহারে বুঝায়ে প্রভু কহেন সাদরে, ইচ্ছা মত বর মাগ দিব তা তোমারে।
মুণিধামে নাথ সনে যবে মোরা স্বামি, ঘুরিতাম সেইক্ষণে সুখী ছিনু আমি ॥
বন ছাড়ি রাজগৃহে আসিবার পরে, সদাই সঙ্কোচ রহে আমার অন্তরে।
„ ৪ মুণি পত্নী আভরণ বসন ভূষণে, সাজালেন প্রভু তারে যাহা চায় মনে।
মৃদু হাসি প্রভু তারে কহিলেন তবে, মন অভিলাষ তব প্রাতে সিদ্ধ হবে ॥
দো ১০ প্রাতঃকাল হলে পরে জগতের প্রতি, শয্যা ত্যজি উঠিলেন দয়ালু শ্রীপতি।
যাচকেরা গায় গান আনন্দে বিভোর, দেখি প্রভু মুখ চন্দ্র উৎফুল্ল অন্তর ॥
চৌ ১ ভরত লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্নের সনে, কৃপানিকেতন পাশে আসে ভ্রাতাগণে।
প্রণাম করিল ভূমে শির রাখি যবে, কিছুনা কহেন প্রভু রহেন নীরবে ॥
চৌ ২ শ্রীহীন দেখিয়া দেহ কৃপার নিধানে, অতিশয় শঙ্কা জাগে চাহি মুখপানে।
থর থর কাঁপে তিন ভ্রাতা সশঙ্কিত, বুঝিবারে নাহি পারে রামের চরিত্র ॥
„ ৩ দীর্ঘশ্বাস লন প্রভু কুসময় জানি, কহেন নিগূঢ় তথ্য মনোহর বাণী।
অনুজ ভ্রাতারা শোনে কন রঘুনাথে, জানকীরে বন মাঝে লয়ে যাও সাথে ॥
„ ৪ করাল বচন শুনি শুষ্ক ম্রিয়মান, গাত্র জ্বলে হৃদয়েতে জ্বালার উত্থান।
রসিকতা কিংবা সত্য কহে রঘুরায়, বুঝিতে না পারি মনে দুঃখ অতিশয় ॥

দো ১১ ভরতাদিক ভ্রাতা বিকল*, মুখ আবত নহিঁ বৈন।
জোরি যুগল কর সক্রুহন*, ভয়ে নীর ভরি নৈন ॥

চৌ ১ সুনি প্রভু বচন হৃদয় বিলখানা, জগত জননি সিয় সব জন জানা।
জগতপিতা প্রভু সব উরবাসী, জড় চেতন ঘন আনন্দরাসী ॥

„ ২ কারণ কবন জানকী ত্যাগী, মন ক্রম বচন চরণ অনুরাগী।
সুনি প্রভু ভ্রাতনকর মুখবানী, পরম প্রীতিময় করুণাসানী ॥

„ ৩ পঙ্কজ নয়ন নীর ভরি আয়ে, কহি প্রিয় বচন অনুজ সমুঝায়ে।
আয়সু মম টারহি জো তাতা, রহৈ ন প্রাণ তাত মম গাতা ॥

„ ৪ বিধি ইচ্ছা ভাবী বলবানা, তুমকহঁ তাত সর্ব কল্যানা।
মম য়হ বচন পালু লঘু ভাঈ, প্রাত জানকিহিঁ জাহু লিবাঈ ॥

দো ১২ ভরত কহেউ যুগ জোরি কর*, সুনি প্রভু বচন কঠোর।
সুনু বিনতী সর্বজ্ঞ প্রভু*, নাথ হমহিঁ মতি থোর ॥

চৌ ১ হংস বংস জগমে বিখ্যাতা, দশরথ পিতা কৌসলা মাতা।
ত্রিভুবন পতি প্রভু সব জগ জানা, গাবহিঁ যস সব বেদ পুরানা ॥

„ ২ সত্য শক্তি তব প্রকট সুহাঈ, বরনি ন সকহিঁ বেদ অহিরাঈ।
শোভাখানি জগতকী মাতা, রহিত অমঙ্গল মঙ্গল দাতা ॥

„ ৩ ছায়া জেহি তিয় পতিব্রত করহীঁ, তুমহি বিহায় ক্ষণহু কিসি ভরহীঁ।
বিনু জল মীন কি জিয়ৈ কৃপালা, কৃশী কি রহ বিনু বারিদ মালা ॥

„ ৪ জীবহিঁ ক্ষণ তুমবিনু কিসি সীতা, জ্ঞানিবন্তি অতি চতুর বিনীতা।
সুনি করুনাময় বচন সপ্রীতী, কহী ভরত তুম সুন্দর নীতী ॥

দো ১৩ তদপি নৃপহিঁ চহিয়ে সদা * রাজনীতি ধন ধর্ম।
বসুধা পালহিঁ সোচ তজি * বচন প্রীতি সুচিকর্ম ॥

চৌ ৯ দূতন কহা সো অপযস কহউ, কুল কলঙ্ক রহ দারুন ভয়েউ।
তরনি বংশ নৃপ ভয়ে অনেকা, এক একতে নিপুণ বিবেকা ॥

„ ২ স্বায়ম্ভুব মনু রঘু নৃপ জানৌ, সগর ভগীরথ বিরদ বখানৌ।
দসরথ দীখ সদা তুম নীকে, বচন ন টারেউ লালচ জীকে ॥

„ ৩ তেহি কুল রঞ্চক সুনত কলঙ্কূ, রহৈ জীব তৌ অধম অসঙ্কূ।
সুন সর্বজ্ঞ সকল অঘহারী, বিনু কলঙ্ক অহ জনক কুমারী ॥

„ ৪ বিধি হরিহর দিবি দেখি সুহাঈ, পাবক অবিটি অনট সব ভাঈ।
জোপুর নর মুনি স্বপ্নেহুঁ মাহীঁ, য়হ চরিত জগ লখি হরখাহীঁ ॥

দো ১৪ তে সঠ রৌরব নরক মহঁ * কোটি কল্প করি বাস।
রহহিঁ কল্পসত রোগবস * ভোগহিঁ নরক নিবাস ॥

দো ১১ বিহ্বল হইল মন সব ভ্রাতাদের, বাক্যস্ফূর্তি নাহি হয় মুখে তাহাদের।
শত্রুঘ্ন দাঁড়ায় রয় জুড়ি দুই কর, দর বিগলিত ধারা বহে নেত্র পর ॥

চৌ ১ প্রভুর বচন শুনি বিদীর্ণ হৃদয়, জগত জননী সীতা সারা বিশ্ব কয়।
জগতের পিতা প্রভু সর্ব হৃদি বাসী, জড় ও চেতন সবে আনন্দের রাশি ॥

" ২ কি কারণে জানকীরে ত্যজেন এখনে, কায় মনোবাক্যে যিনি সেবিকা চরণে।
করুণা মথিত এই ভ্রাতৃগণ বাণী, শুনিলেন রঘুনাথ স্বকর্ণে আপনি ॥

" ৩ কমল লোচনে তাঁর বারি টলমল, প্রীতি ভরে বোঝালেন ভ্রাতারে সকল।
না কর পালন যদি আমার আদেশ, নাহি রবে প্রাণ মোর দেহে অবশেষ ॥

" ৪ বিধি ইচ্ছা ভবিতব্য হয় বলবান, তোমাদের সদা বৎস হইবে কল্যাণ।
হে অনুজ মম বাক্য করহ পালন, সীতা সাথে প্রাতে কর যাত্রা আয়োজন ॥

দো ১২ শুনিয়া প্রভুর বাক্য এহেন কঠোর, ভরত কহিল জুড়ি তার দুই কর।
শুনহ সর্বজ্ঞ প্রভু বিনতি আমার, স্বল্পবুদ্ধি মতি মোর অস্থির অসার ॥

চৌ ১ সূর্য বংশ সর্বশ্রেষ্ঠ জগতে বিখ্যাত, শ্রীকৌশল্যা মাতা তব পিতা দশরথ।
ত্রিভুবন পতি তুমি সর্ব বিশ্ব জানে, গাহে তব যশ গাথা বেদেও পুরাণে ॥

" ২ তব সত্যনিষ্ঠা প্রভু প্রকট পরম, বেদ শেষনাগ তাহা বর্ণিতে অক্ষম।
শোভার আকর মূর্তি জগতের মাতা, অমঙ্গল ক্লেশ শূন্য সুমঙ্গল দাতা ॥

" ৩ যাঁর ছায়া তলে শেখে পতিব্রত স্ত্রীরা, কিভাবে র'বেন ক্ষণ তিনি তোমা ছাড়া।
বারি বিনা মীন কভু জীবিত কি রবে, বর্ষা বিনা কৃষি কার্য কভু কি সম্ভবে ॥

" ৪ তোমা ছাড়া ক্ষণ মাত্র বাঁচিবে কি সীতা, জ্ঞানময়ী' স্থির বুদ্ধি পরম বিনীতা।
কহেন সপ্রেম বাণী শুনি কৃপাময়, কহেছ ভরত তুমি সুন্দর কথায় ॥

দো ১৩ পরন্তু রাজার কাছে রাজনীতি আর, ধর্মনীতি অর্থনীতি উপরে সবার।
শোক দুঃখ ত্যজি তার মধুর বচনে, বসুধা পালন করা শুদ্ধ আচরণে ॥

চৌ ১ গুপ্তচর অপযশ কহিয়াছে যাহা, দারুণ কলঙ্ক কুলে ব্যাপিয়াছে তাহা।
সূর্য বংশে বহু নৃপ গত হইয়াছে, বিবেক প্রধান ছিল তাঁহাদের কাছে ॥

" ২ স্বায়ম্ভুব মনু রঘু সগর নৃপতি, ভগীরথ যশগানে পরিপূর্ণ ক্ষিতি।
দশরথ মহাভূপে জান ত তোমরা, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় তার সত্য রক্ষা করা ॥

" ৩ সে কুলের বিন্দুমাত্র কলঙ্ক শ্রবণে, প্রাণ যদি নাহি যায় অধম সে জনে ॥
তুমি ত সর্বজ্ঞ প্রভু সর্ব পাপহারী, অকলঙ্ক সীতাদেবী পতিব্রতা নারী ॥

" ৪ হরি হর ব্রহ্মা আর সর্ব দেবগণ, অনল পরীক্ষা তার করেন দর্শন।
স্বপ্নেও দেখিলে এই চরিত্র মহান, সুর মুনি নরগণ প্রসন্নতা পান ॥

দো ১৪ রৌরব নরক মাঝে সেই শঠ নর, কোটি কল্প ধরি বাস করি অতঃপর।
নরক যন্ত্রণা ভোগ করে রোগবশে, জন্মে জন্মে শত কল্প ধরি অবশেষে ॥

চৌ ১ রিসরুখ দেখি নয়ন করি তীছে, আয়উ ভরত লষণ কর পীছে।
সুন সৌমিত্রি ছাঁড়ি হঠ সোচূ, জগ ভল কহৈ কহৌ কিন পীচূ ॥
„ ২ তজি আজ্ঞা প্রত্যুত্তর করি হৌ, মোহি বিনু সোচ জন্ম ভরি মরিহৌ।
জনক সুতা রথ তুরত চঢ়াঈ, গঙ্গ সমীপ ফিরহু পহুঁচাঈ ॥
„ ৩ অতি গহ্বর বন জহঁা ন কোঈ, ছাড়হু তাত যতন কর সোঈ।
ফেরহু তুম মতি বচন উদাসা, মরন ঠানকর চলেউ নিরাসা ॥
„ ৪ সুভগ্ বিমান সীয় বৈঠারী, ভূষন পট বহু ধরে সঁভারী।
অতি আনন্দ মন চলী জানকী, অতিসয় প্রিয় করুণানিধানকী ॥
দো ১৫ বিবরণ লষন নিহারি কর * সোচ বিকল ভই বাল।
হৃদয় বিচার ন কহি সকতি * মনি বিনু ব্যাকুল ব্যাল ॥
চৌ ১ উতরি দেবসরি যান সুহাবা, দেখন ঘন বন মন ভয় ভাবা।
কারণ অপর জানি ভয় ভীতা, বোলে বচন মনোহর সীতা ॥
„ ২ দীখন নহীঁ মুনিনকর ধামা, জাত কহঁা প্রিয় অনুজ সকামা।
খগ মৃগ কেহরি বিষধর ব্যালা, করি বরাহ বৃক বাঘ করালা ॥
„ ৩ কো মুনি মিলন ন আবত জাতা, নিকসত প্রাণ তাত মম গাতা।
সীয় বিকল লখি মনহিঁ অহীসা, কহন লগে কহ কীন্হ বিধীসা ॥
„ ৪ মূর্চ্ছিত রথতে ভে বিকরালা, গিরত ভূমি তব আপ সঁভালা।
সিয় বিলোকি মন ধীরজ আনা, তৃষা বিনা অব জৈয়ত প্রানা ॥
দো ১৬ ধরনি সুতা ব্যাকুল নিরখি * প্রাণ কণ্ঠগত জান।
ত জন চহত তনু সেষ তব * ধিকধিক জীবন প্রাণ ॥
চৌ ১ দেখি লষণ সিয় মূর্চ্ছা আঈ, গগন গিরা তব ভঈ সুহাঈ।
সুনু সৌমিত্রি জাহু সিয় ত্যাগী, জনক পুত্রিকা জিয়হি সুভাগী ॥
„ ২ ব্রহ্ম গিরা সুনি ধীরজ কীন্হা, হাত জোরি পরিদক্ষিণ দীন্হা।
লে রথ চরণ বন্দি সিয়কেরে, চলে অবধপুর ত্রাস ঘনেরে ॥
„ ৩ জাগী সিয়া সকল দিসি দেষা, নহিঁ রথ অশ্ব নহীঁ কহিঁ সেষা।
সহি দুখ প্রথম রহে হৈঁ প্রানা, পুনি সোই চহত ন করন পয়ানা ॥
„ ৪ করুণা করত বিপিন অতি ভারী, বাল্মীকি আয়ে বনচারী।
পুত্রী বাল্মীকি কহ জ্ঞানী, বন আবন নিজ চরিত বখানী ॥
দো ১৭ মুনী পুত্রী মৈঁ জনককী * রামপ্রিয়া জগ জান।
ত্যগন হেতু ন জান কছু * বিধিগতি অতি বলবান ॥
চৌ ১ দেবর লষণ গয়ে পহুচাঈ, তব সব হেতু লখ্যো মুনিরাঈ।
সুনু সীতা মিথিলাপতি মোরা, পরম শিষ্য মম অরু পিতু তোরা ॥

চৌ ১ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর মুখ ক্রোধান্বিত জানি, লক্ষ্মণ পশ্চাতে আসে ভরত তখনি।
হে সৌমিত্র শোন তুমি ত্যজি লজ্জা ভয়, ভাল মন্দ যাহা কিছু এ সংসারে কয়॥
„ ২ আজ্ঞা নাহি মান যদি তর্কের খাতিরে, আমা বিনা তব প্রাণ যাবে শোক করে।
জনক সুতারে রথে স্থাপি এই ক্ষণে, ফিরিবে রাখিয়া তাঁরে গঙ্গা সন্নিধানে॥
„ ৩ অতীব গহন বনে যেথা কেহ নাই, সীতারে যতনে সেথা রেখে এসে ভাই।
হ'য়োনা উদাস মনে বৃথা বাক্য ব্যয়, লক্ষ্মণ চলিল জানি মৃত্যু নিরাশায়॥
„ ৪ সীতারে সুরম্য রথে বসায়ে যতনে, ভরিল বিবিধ বস্ত্র ভূষণ রতনে।
করুণা নিধান প্রিয়া সীতা সুবদনী, চলেন আনন্দে ভাসি ত্যজি রাজধানী॥
দো ১৫ লক্ষ্মণে বিবর্ণ দেখি সীতা দেবী হায়, বিশেষ ব্যাকুল হ'ন চিন্তিত হিয়ায়।
হৃদয়ে বিচার করি কহিতে না পান, মণিহারা সর্প যথা বিষাদেতে ম্লান॥
চৌ ১ স্বর্গ গঙ্গা উত্তরিলে বিচিত্র সে যান, ঘন বন দেখি সীতা ভয়ে ম্রিয়মান।
কারণ না জানি মনে অতি ভয় ভীতা, মধুর বচনে তবে কহিলেন সীতা॥
„ ২ মুনির আশ্রম কোন দেখিনা হেথায়, হে প্রিয় দেবর তুমি চলিছ কোথায়।
খগ মৃগ পশুরাজ সর্প বিষধর, দ্বিরদ বরাহ বৃক ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর॥
„ ৩ ভ্রমিছে এ বন মাঝে মুনিরা কোথায়, ভয়ে বৎস প্রাণ মোর কণ্ঠা গত প্রায়।
সীতা ব্যাকুলতা দেখি লক্ষ্মণ দেবর, কহে মনে কি করিলে বিরিঞ্চি শঙ্কর॥
„ ৪ রথের উপরে বসি সঙ্গা লোপ পায়, পড়িতে পড়িতে ভুমে নিজেরে বাঁচায়।
ধৈর্য ফিরে আসে মনে দেখিয়া সীতায়, কহে শুষ্ক তালু মোর প্রাণ বুঝি যায়॥
দো ১৬ জানি কণ্ঠাগত প্রাণ ধরণীর সুতা, দেবরে ব্যাকুল দেখি ভাবিলেন সীতা।
লক্ষণ ত্যজিতে চাহে আপন পরাণ, ধিক মোরে ইহা ভাবি মূর্চ্ছাগত হন॥
চৌ ১ লক্ষ্মণ দেখেন যবে সীতা মূর্চ্ছা যায়, সেইক্ষণে আকাশেতে দৈববাণী হয়।
হে সৌমিত্র যাও ত্যজি সীতারে হেথায়, বাঁচিয়া রহিবে সীতা ভাগ্যে সুনিশ্চয়॥
„ ২ ব্রহ্মবাক্য শুনি মনে ধৈর্য আসে ফিরি, দুই কর জোড় করি' পরিক্রমা করি।
সীতার চরণ বন্দি' রথ লয়ে সাথে, অতীব দুঃখিত মনে ফিরে অযোধ্যাতে॥
„ ৩ মূর্চ্ছাভঙ্গে সীতাদেবী চতুর্দিকে চা'ন, রথ অশ্ব লক্ষ্মণের নাহি দেখা পান।
যে প্রাণ প্রথম হতে সর্ব দুঃখ সহে, সে এখনো দেহ হতে যেতে নাহি চাহে॥
„ ৪ উছল বনেতে ওঠে করুণার ধ্বনি, আসেন বাল্মীকি সেথা সেইধ্বনি শুনি।
পরম বিজ্ঞানী ঋষি পুছেন সীতারে, হে পুত্রি বনেতে এলে কহ কি প্রকারে॥
দো ১৭ হে মুনি, দুহিতা আমি হই জনকের, রামের প্রেয়সী আমি বিদিত বিশ্বের।
না জানি ত্যাগের হেতু হে মুনি মহান, অতিশয় বলবান বিধির বিধান॥
চৌ ১ দেবর লক্ষ্মণ মোরে পঁহুছিয়া যান, যোগবলে মুনি সবি জানিবারে পান।
শুন সীতা তব পিতা মিথিলার পতি, আমার পরম শিষ্য প্রিয় মোর অতি॥

,, ২ চিন্তা অব জনি করসি কুমারী, মিলিহহি তোঁহি সেষ হিতকারী।
সাদর পর্ণকুটী সিয় আনী, করি মজ্জন পুনি সব গতিজানী ॥

„ ৩ বিবিধ ভাঁতি মুনি ধীরজ দীন্হা, সিয় তব সুরসরি মজ্জন কীন্হা।
সুমিরি রামমূরতি উর রাখী, দীনে ফল মুনি আয়সু ভাখী ॥

,, ৪ মুনিবর কথা অনেক প্রসঙ্গা, কহৈঁ সুনৈঁ সিয়সঙ্গ বিহঙ্গা।
জ্ঞান অনেক প্রকার দৃঢ়াবা, লক্ষ্মণ অবধ সুনো জব আবা ॥

ছ ৩ আয়ে জো লক্ষ্মণ ত্যাগি সীতহিঁ বিকল নিজ আশ্রম গয়ে।
বহুভাঁতি রোবত মাতুসন কহি সীয় দারুণ দুখ দয়ে ॥
সুনি সহমি মূর্চ্ছিত মাতু বাণী বিকল ফণি জিমি মণি দয়ে।
তিমি মাতু বিলপতি জান ব্যাকুল কৌশলহিঁ দুখবস ভয়ে ॥

,, ৪ রোদতি বদতি বহুভাঁতি কো কহ বিপতি য়হ দারুণ অয়ে।
সুনি সোর রাবরস হিত লক্ষ্মণ রাম নিজ মন্দির গয়ে ॥
নিজ জ্ঞান দে সমঝায় তেহি তব খুলে পট অন্তর নয়ে।
হম জানি তুম সুত মান প্রভু জগ ভূল ভ্রম ফন্দন ভয়ে ॥

„ ৫ অব কৃপা করি জগদীস রঘুবর দেহু ভক্তি সুহাবনী।
জেহি খোজ মুনি যোগীস তাপস পরম অবিচল পাবনী ॥
বর চহ্যো সোই দিয়ো মাতুহিঁ কারুনিক রঘুপতি তবৈ।
মন সোধকর নিজ যোগ পাবক তজা তনু সাদর সবৈ ॥

দো ১৮ যোগ অগ্নি তনু ভস্ম করি* সকল গঈঁ পতিধাম।
ভরত শত্রুসূদন লষণ* সোক ভবন ভে রাম ॥

" ২ ত্যজ চিন্তা সুকুমারি তব হিতকারী, মিলিয়াছে অবশেষে এখন তোমারি।
পর্ণ কুটিরেতে তাঁরে সমাদরে আনে, সকলি হলেন জ্ঞাত স্নান সমাপনে॥

চৌ ৩ বিবিধ সান্ত্বনা মুনি সীতারে দিলেন, গঙ্গা নীরে সীতা দেবী স্নান করিলেন।
রামমূর্তি হৃদে সীতা করিলেন ধ্যান, আশিস্ করিয়া মুনি স্বাদু ফল দেন॥

"৪ মুনিবর ক'ন কথা অনেক প্রসঙ্গে, শুনেন সে কথা সীতা সহিত বিহঙ্গে।
অনেক প্রকার জ্ঞান কহেন বুঝায়ে, ইতিমধ্যে রামানুজ ফিরে অযোধ্যায়॥

ছ ৩ সীতারে বনেতে ছাড়ি আসিয়া অযোধ্যাপুরী,
মৃতপ্রায় হইল লক্ষণ।
কহিল মাতারে তার সীতার দুখের ভার,
সবে মিলি করিল রোদন॥
শুনিয়া সকল কথা মনিহারা ফণি যথা
মূর্চ্ছা গেল সব মাতাগণ।
বিলাপ করেন মাতা রাম শুনি এ বারতা
হইলেন শোকেতে মগন॥ ৩

ছ ৪ কাঁদিছে কহিছে সবে বিপত্তি এমন হবে
কভু কি ভেবেছে কোন জন?
অন্তঃপুরে এ প্রকার শুনি ঘোর হাহাকার,
গৃহে যান শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
বোঝান মাতারে তাঁর করি জ্ঞান সুবিস্তার
যায় খুলে মনের দুয়ার।
তোমা পুত্র ভাবি মোরা ভ্রম মাঝে আগাগোড়া
বন্ধনেতে প্রচণ্ড মায়ার॥ ৪

ছ ৫ এখন করুণা করি জগদীশ হে শ্রীহরি
দেহ ভক্তি সুখের চরম।
যোগীশ তাপস মুনি খোঁজে যাহা প্রতিক্ষণই
অবিচল পবিত্র পরম॥
যে যে বর চাহে মাতা দেন তাহা জগত্রাতা
রঘুপতি কারুণিক অতি।
শুদ্ধ করি মন সবে যোগাগ্নির মহাহবে
ত্যজে তনু অতি শান্ত মতি॥ ৫

দো ১৮ যোগাগ্নিতে তনু ভস্ম করি মাতাগণ, পতিপাশে স্বর্গলোকে করেন গমন।
ভরত শত্রুঘ্ন আর রাম ও লক্ষণ, হইলেন পরিপূর্ণ শোকেতে মগন॥

চৌ ১ বিধিবত কিয়ে কর্ম শ্রুতি গায়ে, প্রভুতে গুরু সাদর করবায়ে।
দীন দান পুনি কোটি প্রকারা, কো অস কবি জগ বরণৈ পারা॥
„ ২ ধেনু বসন হাটক মনি হীরা, হয় গজ গো মুক্তা বরচীরা।
পুনি পরলোক হেতু ধন ধামা, দিয়ে কিয়ে দ্বিজ পূরণ কামা॥
„ ৩ রহী ন চাহ যাচকন কেরী, রঙ্ক ধনদ পদবী জনু হেরী।
বেদ পঢ়হিঁ দ্বিজ দেহিঁ অসীসা, চিরজীবহু কোসলপুরঈসা॥
„ ৪ রাম দান দে সব বিধি তোষে, ভয়ে নিবর্ত্ত কাজ করি চোখে।
গৃহ দ্বিজ যাচক সকল সিধায়ে, অমিত প্রকার রাম সুখ পায়ে॥
দো ১৯ করহু অজয় মখ এক পুনি*, অশ্বমেধ জগ জান।
কলুষ সকল সন্তাপহর*, জগত পরম সুখদান॥
চৌ ১ একবার গুরুগৃহ অবধেসা, গয়ে অনুজ সঙ্গ সচিব খগেসা।
কীন্হ দণ্ডবত্ পদ পিরনাঈ, সাদর হর্ষি মিলে মুনিরাঈ॥
„ ২ দেখি কুসল পূছী মৃদু গাতা, কুসল দেখি তব পদজল জাতা।
গুরুপদ বন্দি দ্বিজন সির নাঈ, বৈঠে অমিত অসীসহিঁ পাঈ॥
„ ৩ কহত পুরাণ নবল ইতিহাসা, সুনত কৃপানিধি পরম হুলাসা।
ভাইন অমিত রাম সুখ দীন্হা, মুনি তন লখেউ প্রেমকর চীন্হা॥
„ ৪ দোউ কর জোরি সচ্চিদানন্দা, বোলে বচন ভানুকুল চন্দা।
নাথ চরণ তব সকল প্রসাদা, ভৈ জগবিদিত মোর মর্যাদা॥
দো ২০ সময় সমুঝি করুণায়তন*, সাদর বচন বহোরি।
প্রভু অন্তর্যামী করহু*, সফল কামনা মোরি॥
চৌ ১ তব প্রসাদ জগ যজ্ঞ অনেকা, কীনে অধিক একতে একা।
নাথ সকল পুর জন মন কহহীঁ, দেখন অশ্বমেধ অব চহহীঁ॥
„ ২ জস কছু আয়সু দীজিয় নাথা, সো মৈঁ করব নাথ পদ মাথা।
তনু পুলকে সুনি বচন সপ্রীতী, কস ন কহো তুম সুন্দর নীতী॥
„ ৩ পূজিহি মনঅভিলাষ তুম্হারী, উঠহু ভরত অব করহু তয়ারী।
সুনি মুনিবচন ভরত রিপুদমনূ, হর্ষি সচিব লক্ষ্মণ গৃহ গমনূ॥
„ ৪ বিবিধ প্রকার চরণ করি সেবা, চলে ভরত সঙ্গ সব মহিদেবা।

দো ২১ সেবক পুরজন সচিব সব*, সাদর তুরত বুলায়।
হাট বাট পুর দ্বার গৃহ*, রচহু বিতান বনায়॥
চৌ ১ চলে সকল কিঙ্কর সুনি বানী, সুনত বচন হর্ষি সব রানী।
রচেন বিতান অনেক ভারী, দেখি অবধ বিধি বিলপন ভারী॥

চৌ ১ গুরুদেব সমাদরে শেষ কৃত্য যত, করালেন ভ্রাতাদের বেদ নির্ধারিত।
কোটি দীনে দান হ'ল বিবিধ প্রকারে, জগতে কোন সে কবি পারে বর্ণিবারে ॥

চৌ ২ সুবর্ণ হিরক মুক্তা সুচারু বসন, গজ অশ্ব পয়স্বিনী রতন ভূষণ।
পরলোক কল্পে দান ভূমি অর্থ কত, পূর্ণকাম করিলেন বিপ্রগণে যত ॥

„ ৩ যাচকেরা পূর্ণকাম কিছু নাহি চায়, কুবের পদবী যেন কাঙালেরা পায়।
বেদ পাঠে আশীর্বাদ করেন ব্রাহ্মণ, চিরজীবী হ'ন যেন কোশল রাজন ॥

„ ৪ শ্রীরাম করেন দান তুষ্ট প্রজা সব, সকল কর্তব্য করি নিবৃত্ত রাঘব।
ব্রাহ্মণ যাচক সবে নিজ গৃহে যায়, অপার শান্তির ভাব রামের হিয়ায় ॥

দো ১৯ করিব বিশেষ এক যজ্ঞ পুনরায়, অশ্বমেধ যজ্ঞ নামে বিখ্যাত যা' হয়।
সকল কলুষ নাশে দুঃখ অবসান, পরম পবিত্র তাহা করে সুখ দান ॥

চৌ ১ গুরুগৃহে একদিন শুনহ খগেশ, ভ্রাতাগণে সাথে লয়ে যান কোশলেশ।
গুরুপদে শির রাখি করেন প্রণতি, সাদরে স্বাগত করি গুরু হৃষ্ট অতি ॥

„ ২ কোমল শরীর দেখি পুছেন কুশল, চরণ কমল হেরি' সকলি মঙ্গল।
গুরুরে প্রণাম সারি' নমি দ্বিজগণে, বসেন আশিস লভি সবে সুখাসনে ॥

„ ৩ গুরু কন পুরাণাদি নব ইতিহাস, শুনিলেন কৃপানিধি পরম উল্লাস।
ভ্রাতাগণে রাম প্রীতি অনুপম অতি, গুরুদেব প্রেম দেখি চান রাম প্রতি ॥

„ ৪ সচ্চিদানন্দ রাম জুড়ি দুই কর, কহেন গুরুরে তাঁর সূর্যবংশধর।
চরণ প্রসাদে তব হে নাথ আমার, জগত বিদিত আজি মর্যাদা অপার ॥

দো ২০ সময় বুঝিয়া তবে করুণায়তন। সাদরে কহেন তাঁরে বিনীত বচন।
অন্তর্যামী প্রভু মোর মনের কামনা, করহ পূরণ এবে এ মোর প্রার্থনা ॥

চৌ ১ তোমার প্রসাদে প্রভু বহু যজ্ঞ যাগ। করিয়াছি এক হতে একের প্রভাব।
তথাপি সকল প্রজা দেখিবারে চায়। অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভু করহ উপায় ॥

„ ২ যে আজ্ঞা দিবেন নাথ আজিকে আমারে, করিব তাহাই এবে শির নত করে।
সপ্রেম বচনে তনু পুলকিত মম। কি করে না বলি তোমা নীতি অনুপম ॥

„ ৩ মন অভিলাষ তব হইবে পূরণ, উঠহ ভরত এবে কর আয়োজন।
শত্রুঘ্ন ভরত আর সচিব লক্ষ্মণ, আনন্দে উঠিয়া গৃহে করেন গমন ॥

„ ৪ বিবিধ প্রকারে করি প্রণিপাত তাঁরে, ভরত সহিত সব বিপ্র চলে ঘরে।

দো ২১ সেবক সচিব আর যত পুরজনে। সবারে ডাকেন দ্রুত রাজার ভবনে।
হাট-বাট পুরগৃহ দ্বারে দ্বারে যত। বিচিত্র তোরণ দিয়া হইল সজ্জিত ॥

চৌ ১ সকল কিঙ্কর শুনি শুভ বার্তা চলে। অন্তঃপুরে আনন্দিত হইল সকলে।
বিতান রচিত হ'ল অপূর্ব সুন্দর, বিধাতার হ'ল খেদ দেখি সে নগর ॥

„ ২ লগে সঁবারণ গজ রথ বাজী, সুনি সুর মগন দুন্দুভি বাজী।
তুরত সচিব চর বিপুল বুলায়ে, কহ জয় জীব সীস তিন নায়ে ॥

চৌ ৩ জাহু মুনিন্হকে আশ্রম মাহী, সাদর ন্যোত দেহু সবকাহীঁ।
বহঁা রাম পূছত গুরুদেবা, আজ্ঞা দেউ করৌঁ সোই সেবা ॥

„ ৪ প্রভু মনকী গতি মুনিবর জানী, বোলে অতি সনেহ বর বানী।
পঠবহু দূত জনক পুর আজূ, আবহিঁ জনক সমেত সমাজূ ॥

দো ২২ সুনহু রাম রঘুবংশমনি * ন্যোতি সকল পুর জাতি।
বরুন কুবেরহিঁ ইন্দ্র যম * পুনি মুনিবর সব জ্ঞাতি ॥

চৌ ১ গুরু সমেত প্রভু অবধহিঁ আয়ে, দেখি বনাব অমিত সুখ পায়ে।
জনক নগর চর তুরত পঠায়ে, দেস দেসকে নৃপতি বোলায়ে ॥

„ ২ জাম্ববন্ত সুগ্রীব বিভীষন, অরু নল নীল দ্বিবিদ কুলভূষণ।
আয়ে সব জহঁ রাম কৃপালা, বরুণ কুবের ঈন্দ্র যম কালা ॥

„ ৩ চঢ়ি বিমান সুরনারি সিহাহীঁ, করহি গান কলকণ্ঠ লজাহীঁ।
আয়ে মুনিবর যূথ ধনেরে, দেহি কৃপানিধি সুন্দর ডেরে ॥

„ ৪ সসি হর হরি বিধি সনকাদী, আয়ে সুর জে পরম অনাদি।
বিস্বামিত্র সঙ্গ মুনিকারী, সহস সাত ঋষি ইচ্ছাচারী ॥

দো ২৩ আয়ে ঋষি ভৃগু অঙ্গিরা * নারদ ব্যাস অগস্ত্য।
নানাযূথপ মুনি সকল * দেব সমস্ত পুলস্ত্য ॥

চৌ ১ মথথল বর অতি দীখ সুহায়ে, নানা ভাঁতি দেখি সুখ পায়ে।
মিথিলাপুর জে দূত পঠায়ে, দেখি নগর বাসিন মন ভায়ে ॥

„ ২ দ্বারপাল সব খবরি জনাঈ, অবধ নগরসন পাতী আঈ।
সুনি বিদেহ সহসা উঠি ধায়ে, তন মন পুলকি নয়ন জল ছায়ে ॥

„ ৩ ভয়ো নৃপতি মন আনন্দ জেতা, কহি ন সকৈঁ সাদর অহি তেতা।
সিথিল আপু উঠি দ্বারে আয়ে, দেখি দূত অতিসয় সুখ ছায়ে

„ ৪ কহহু কুসল রঘুপতিকর ভাঈ, গদ্‌গদ্ কণ্ঠ ন কছু কহি জাঈ।

দো ২৪ ভূপপ্রেম তিহি সময় জস * তস ন কহহিঁ মতিধীর।
তুলসী ভয়উ উছাহবস * জয় জয় সব্দ গভীর ॥

চৌ ১ বাঁচত প্রীতি ন হৃদয় সমানী, চরবর বোলি কহি হঁসি বানী।
নগর গ্রাম পুর মঙ্গল সাজহু, বাজন অমিত প্রকার বজাবহু ॥

„ ২ সচিব বোলি নৃপ পাতী দীন্হী, উঠিকর জোরি বিনয় কর লীন্হী।
পঢ়ি সচিব অতি প্রেমানন্দা, সুমিরি রাম কোসলপুর চন্দা ॥

„ ২ গজ বাজী রথ আদি হইল সজ্জিত, আকাশে দুন্দুভি বাজে সুর আনন্দিত।
দূতেরে ডাকান মন্ত্রী নিকটে ত্বরায়, জয় রাম বলি তারা নমিয়া দাঁড়ায় ॥

„ ৩ মুনিগণ আশ্রমেতে যাইয়া তখন, সাদরে করেন সবে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ।
গুরুরে পুছেন রাম বিনয়ে সেখানে, যথা আজ্ঞা সেবা আমি করি মুনিগণে ॥

„ ৪ প্রভুর মনের গতি মুনিবর জানি, কহেন সাদরে এই রমনীয় বাণী।
এখনি পাঠাও দূত জনক সন্ধান, সবান্ধবে তিনি যেন পদধূলি দেন ॥

দো ২২ শুনহ শ্রীরাম তুমি করহ আহ্বান, দেশের সকল জাতি নীচ ও মহান।
নিমন্ত্রণ কর ইন্দ্রে যমে ও বরুণে, কুবেরে এবং যত জ্ঞানী মুনিজনে ॥

চৌ ১ গুরুর সহিত রাম আসি' নগরেতে, সজ্জিত নগর দেখি সুখী অন্তরেতে।
মিথিলাতে পাঠালেন দূত দ্রুতগতি, নিমন্ত্রণ সর্ব দেশে সকল নৃপতি ॥

„ ২ সুগ্রীব ও জাম্বুবান আর বিভীষণ, দ্বিবিদ ও নল নীল স্বকুলের ভূষণ।
আসিল সকলে যথা শ্রীরাম রহেন, বরুণ কুবের ইন্দ্র সকলে আসেন ॥

„ ৩ বিমানে চড়িয়া সুখী যত সুর নারী, কলকণ্ঠে গান গাহে আকাশ বিস্তারি।
শ্রেষ্ঠ মুনিগণ যত আসে অযোধ্যায়, সর্বজনে বাসস্থান দেন কৃপাময় ॥

„ ৪ রবি শশী হর হরি আর সনকাদি, আসেন সকল সুর পরম অনাদি।
বিশ্বামিত্র মুনি সাথে সাতটি হাজার, আসে ঋষি কর্ম হয় ইচ্ছাতে যাহার ॥

দো ২৩ আসিল অগস্ত ঋষি নারদ অঙ্গিরা, ভৃগু ব্যাস আশ্রমিক সকল ঋষিরা।
আসিল পুলস্ত্য সেথা সে মহা যজ্ঞেতে, স্বর্গবাসী দেবতারা আসে একসাথে ॥

চৌ ১ সেই পুণ্য যজ্ঞ স্থান পরম সোভিত, দেখিয়া সকলে হ'ন অতি আনন্দিত।
মিথিলা পুরীতে দূত যবে পঁহুছিল, তাহারে দেখিয়া সবে আনন্দিত হ'ল ॥

„ ২ দ্বারপাল জনকেরে এ সংবাদ দিল, অযোধ্যা হইতে দূত পত্র নিয়া এল।
জনক শুনিয়া উঠি দ্রুতগতি ধায়, তনু মন পুলকিত চক্ষু অশ্রুময় ॥

„ ৩ মনের আনন্দ তার বলা নাহি যায়, সারদা অনন্ত নাগ বর্ণিতে না পায়।
শৈথিল্য ত্যজিয়া নিজে দ্বারপানে ধা'ন দূতেরে দেখিয়া অতি আনন্দিত হ'ন ॥

„ ৪ রঘুপতি কুশলে ত কহ মহাশয়, গদগদ কণ্ঠ তার বাক্যে না কুলায়।

দো ২৪ জনকের প্রেমধারা সে সময়ে যাহা, ধীরমতি নাহি পারে গাহিবারে তাহা।
তুলসী আবেগময় কি গাহিবে তায়, জয় জয় সুগম্ভীর বাক্য শুধু কয় ॥

চৌ ১ পত্র পাঠে প্রীতি তাঁর হৃদয়ে না ধরে, চরে ডাকি স্মিতহাস্যে আজ্ঞা দেন তারে।
সাজাও নগর গ্রাম মাঙ্গলিক সাজে, সাথে সাথে সুমঙ্গল বাদ্য যেন বাজে ॥

„ ২ সচিবে ডাকায়ে পত্র দেন তার হাতে, গ্রহণ করিল পত্র নত নম্র মাথে।
প্রেমানন্দ ভরে মন্ত্রী পত্র পাঠ করি, অযোধ্যার পূর্ণ শশী রামচন্দ্রে স্মরি' ॥

„ ৩ ঘর ঘর খবরি ব্যাপি ক্ষণমাহী, মঙ্গল কলস সাজি সব পাহী।
ভয়ো অনন্দ ন জায় বখানা, কীন্হী বিবিধ ভাঁতি নৃপদানা ॥
„ ৪ ধরি তনু দেব অমিত নভবাসী, আয়ে ভূপনগর সুখরাসী।
কহহিঁ বচন নৃপকে হিতকারী, চলো অবধ সব কাজ বিসারী ॥
দো। ২৫ কহি কহি সুর সাদর চলে* বাহন রচে বনায়।
জোরি যুগল কর মুকুটমণি* অস্তুতি করহিঁ সুভায় ॥
ছ ৬ সুমিরত চরণ শ্রীরাম রঘুকুলচন্দ সীতানায়কং।
শ্রী সহিত অনুজ সমেত সুস্থির বসহু মম উর লায়কং ॥
অম্ভোজ নয়ন বিসাল ভাল কৃপালু দসরথ নন্দনং।
সতকোটি মার উবার সোভা অতুলবল মহিমগুনং ॥
দো ২৬ পূজে বিবিধ প্রকার নৃপ* সাদর দূত হঁকারি।
গুরুগৃহ গবনেউ মুকুটমণি* পায় পদারথ চারি ॥
চৌ ১ সকল কথা মহিপাল সুনাঈ, সত্যনন্দ আনন্দ অঘাঈ।
চলহু নৃপতি মখ দেখহিঁ জাঈ, সাজহু জায় সকল কটকাঈ ॥
„ ২ করি বিনতি নৃপ মন্দির আঈ, বাঁচি পত্রিকা সকল সুনাঈ।
আনন্দযুত সব করি বধাঈ, দিয়ে দান মহিদেব বুলাঈ ॥
„ ৩ যাচক সকল অযাচক কীন্হে, সাদর বোলি যুগল চর লীন্হে।
বিলগ বিলগ সব পূছহিঁ বামা, সুনে রামকে পূরণ কামা ॥
ছ ৭ সব কাম পূরণ রামকে সুনি বিপুল বাজন বাজহী।
পুর দ্বার ঘর রখবার রাখে সৈন্য ভট সব সাজহী ॥
দসসহস সিন্ধুর ষষ্টিসত রথ বাজি বর্ণন নহিঁ বনৈ।
জগমগত জীন জরাব রবিমণি দেখি কবি কৈসে ভনৈ ॥
„ ৮ চঢ়ি সূর প্রবল প্রবীণ জে অসি চলত সব সাদর ভয়ে।
সুখপাল পরম বিসাল যুগ চঢ়ি গুরুহিঁ লৈ সাদর নয়ে ॥
মহিডোল ধসকত কমঠ অহিদল দেখি অমিত বিদেহকো।
রথযূথ পদচর অমিত বর্ণহি জগত অস কবি মূঢ়কো ॥
দো ২৭ চলেউ রাম মুনিগণ সহিত* বিপুল নিসান বজায়।
প্রাত তীসরে পহর সোই* অবধনগর নিয়রায় ॥
চৌ ১ পুর বাহর সরযূ সুচি তীরা, বাস দীন্হ হর্ষিত রঘুবীরা।
সৌঁপি অনুজকহঁ রাজ সমাজূ, আয়ে প্রভু জহঁ নৃপমনি রাজূ ॥
„ ২ মিলি পুনি নৃপতি নিকট বৈঠারে, গদগদ গিরা সুবচন উচারে।
বদন ময়ঙ্ক নিরখি সব গাতা, আনন্দ মগন ন হৃদয় সমাতা ॥

" ৩ ক্ষণমাত্রে এ সংবাদ প্রতি গৃহে গেল, সাজায় মঙ্গল ঘট দ্বারেতে রাখিল।
আনন্দ এতই হল না যায় বর্ণন, বহু দান করে নৃপ অতি হৃষ্ট মন ॥
" ৪ তনু ধরি দেবতারা আসে স্বর্গ হতে, মিথিলাতে সুখ বহে অনাবিল স্রোতে।
নৃপেরে কহিল তারা হিত কথা আজি, অযোধ্যায় চল সবে সর্ব কর্ম ত্যজি ॥
দো ২৫ এতেক কহিয়া দেবে চলিল সাদরে, বাহন সাজাল সবে অতি চমৎকারে।
জুড়িয়া যুগল কর সব সুরগণ, মুকুট মণির করে স্তুতি আবাহন ॥
ছ ৬ স্মরি মোরা দিবারাতি তোমার চরণ-রতি রঘুকুল শশী সীতানাথ।
রমা সাথে ভ্রাতাসহ চিরদিন অহরহ হৃদে বাস কর সাথ ॥
কঞ্জ নেত্র দীপ্ত ভাল দশরথ প্রিয়লাল কৃপাসিন্ধু অতি সুশোভন।
শত কোটি কাম জিনি রূপের অগাধ খনি মহাবীর মহীর ভূষণ ॥
দো ২৬ দূতেরে ডাকেন নৃপ অতি সমাদরে, নানাবিধ প্রকরণে তুষিলেন তারে।
মিথিলা মুকুটমণি গুরুগৃহে যান, যেন তিনি চতুবর্গ একসাথে পান ॥
চৌ ১ গুরুরে সকল কথা শোনান রাজন, সদানন্দ শুনি তাহা পুলকে মগন।
যাও হে নৃপতি ত্বরা যজ্ঞ দেখিবারে, সাজাও বাহিনী তব যাইবার তরে ॥
" ২ গুরুরে প্রণাম করি অন্তঃপুরে আসি, শোনাল পত্রিকা সবে মহানন্দে ভাসি।
আনন্দে সকলে করে অতি সাধুবাদ, বিপ্রগণে দান করি লভিল প্রসাদ ॥
" ৩ যাচকেরা অযাচক হ'ল চিরতরে, সাদরে ডাকেন কাছে দুই দূতবরে।
কামিনীরা একে একে প্রশ্ন করে দূতে, পূর্ণকাম রামগাথা শোনে অবহিতে ॥
ছ ৭ রামের কর্ম পূর্ণ আজি জানি, বাজিল বিপুল বাদ্য সুমধুর ধ্বনি।
নগর দ্বারেতে রাখি রক্ষক বিস্তর, সেনা ও সামন্ত সবে সাজিল সত্বর ॥
ষষ্টি শত রথী অশ্ব গজ শত শত, বর্ণনা অসাধ্য তাহা চলে অবিরত।
সূর্যশোভা বিচ্ছুরিত জরি-সজ্জা হতে, কেমনে কহিবে কবি কি শোভা তাহাতে ॥
" ৮ অসি যোদ্ধা মহাবীর চড়ি অশ্বপরে, দলে দলে চলে তারা আনন্দ না ধরে।
দুইটি বিশাল রথ চলে ধীরে ধীরে, জনক চলেন লই' সাদরে গুরুরে ॥
পৃথিবী কম্পিত হল সেনা পদভরে, কূর্ম নাগ ক্লান্ত যেন সহিতে না পারে।
এ রথ পদাতী সেনা সুবিপুল অতি, বর্ণনা করিতে কোন কবির শকতি ॥
দো ২৭ মিথিলা রাজন চলে সাথে মুনিজন, বিবিধ প্রকার বাদ্য বাজে সর্বক্ষণ।
তৃতীয় প্রহর প্রাতে প্রত্যূষের কালে, পঁহুছিল অযোধ্যার সিংদ্বার তলে ॥
চৌ ১ পুরপ্রান্তে সরযূর শুচি শুদ্ধ তীরে, বাসস্থান দেন সবে রাম রঘুবীরে।
অনুজেরে দিয়া ভার তত্ত্বাবধানের, প্রভু চলিলেন পাশে জনক রাজের ॥
" ২ বসান তাঁহারে রাজা আপনার পাশে, পুছিলেন সমাচার গদগদ ভাষে।
মুখশশী দেখি তার পুলক শরীরে, আনন্দ হৃদয়ে তার উছলিয়া পড়ে ॥

৩ প্রভু বিনীত সব করি সেবকাঈ, সচিব ভরত পুনি লিয়ে বুলাঈ।
" নৃপ সেবা সব ভরত সঁভারী, সুমু খগপতি জস কীন্হ খরারী॥
৪ আয় গুরুহিঁ সাদর সির নাঈ, মন ভাবত আসিষ তিন পাঈ।
" পুনি প্রভু সকল দেব গুরু বন্দে, অভিমত আসিষ পাই অনন্দে॥
দো। ২৮ দস সহস্র মুনিবর সহিত*, আয়ে প্রভু মখ ধাম।
বোলে বচন বিনিত গুরু*, মন্ত্র সুনহু মম রাম॥
চৌ ১ ধর্ম সকল জেহি বেদ বখানে, সন্ত পুরান লোক সব জানে।
বিনতিয় নহিঁ ফল হোয় খরারী, অব চাহিয়ে মিথিলেস কুমারী॥
" ২ সুনি মুনি বচন মৌন গহি রহেউ, সত্য অসত্য ন একৌ কহেউ।
মম প্রণ বিরদ জান মুনিরায়া, রহৈ সুকৃত জেহি করহু সো দায়া॥
" ৩ দ্বৌ গুরু মিলি নারদ সনকাদী, বচন কহেউ সুন পরম অনাদি।
কনক জটিত মনি সুন্দর বালা, রচি সিয় রূপ সুশীল বিসালা॥
" ৪ অঙ্গ অঙ্গ সব ভূষণ সাজে, তাসু রূপ লখি রতিপতি লাজে।
সহসা লখি ন সকহিঁ নরনারী, সিয় দেখেউ অবঅচরজ ভারী॥
দো। ২৯ তেহি অবসর সোভা অমিত*, কো কবি বরনৈ পার।
জগদাতার কৃপালু প্রভু*, কীন্হে চরিত অপার॥
চৌ ১ জটিত কনক সুন্দর মৃগছালা, তিহি আসন আসীন কৃপালা।
সিয়া সহিত লখি সুর মুসকাহীঁ, কীন্হ প্রণাম সবন হর্ষাহীঁ॥
" ২ ভীর অপার দেখি গুরু জ্ঞানী, ঋধি সিধি বোলে সকল সনমানী।
কহা জায় জো উচিত সো করহূ, জো জেহি চহিয় সকল অনুসরহূ॥
" ৩ সুনি রজায় রঘুপতিরুখ পাঈ, রচে কোট গৃহ বিধিহু সিহাঈ।
সুর সুরভী সুরতরু সুখখানী, সারদ সেষ ন সকহিঁ বখানী॥
" ৪ পুর গৃহ বাহর গলী অটারী, ভরি সুগন্ধ সব রচী সঁভারী।
রহে তহঁা দিসিপাল অনেকা, জে পরমারথ নিপুণ বিবেকা॥
ছ ১ জে নিপুন পরম বিবেক পাবন ভরত লৈ রাখে তহীঁ।
নিজ ভাগ্য প্রবল সরাহ নিদরহিঁ ধনদকী পদবী সহীঁ॥
আয়ে ত্রিলোকী নাগ খগ সুর অসুর জে বিধিনে রচে।
সন্মানি সকল সনেহ সাদর রামসন কোউ নহিঁ বচে॥
দো ৩০ যুগ সহস্র জে বিপ্রবর*, সুন্দর পরম প্রবীন।
জানহিঁ শ্রুতিকর মত সকল*, রহি মখসঙ্গ অধনী॥
চৌ ১ মকর মাস ঋতু সিসির সুহাঈ, মখ মণ্ডপ বৈঠে রঘুরাঈ।
তব বোলে গুরু বচন সুহায়ে, আনহু বাজি জো বেদ বতায়ে॥

" ৩ বিনীত প্রকারে প্রভু সেবি জনকেরে, ডাকিলেন মন্ত্রী আর ভ্রাত ভরতেরে।
নৃপ সেবা অর্পিত তবে ভরতের প্রতি, কি করেন রামচন্দ্র শুন খগপতি ॥
" ৪ গুরু কাছে আসি শির করিলেন নত, আশীর্বাদে মনোমাঝে আনন্দ উদ্গত।
পুনঃ সব দেবগণ করিয়া বন্দনা, আশীর্বাদে পূর্ণ তার মনের কামনা ॥
দো ২৮ অযুত মুনির সাথে তখন শ্রীরাম, আসিলেন যজ্ঞ স্থলে অতি অভিরাম।
বশিষ্ঠ কহেন রামে বিনীত বচনে, মন্ত্রণা আমার শুন তুমি হৃষ্ট মনে ॥
চৌ ১ সকল ধর্মের কথা শ্রুতির প্রমাণে, প্রবীণ সাধুরা সবে এই কথা জানে।
স্ত্রীবিহীন ধর্মচর্চা ফল নাহি দেয়, জানকী মাতারে এবে চাহিত হেথায় ॥
" ২ মুনির বচন শুনি সবে স্তব্ধ রয়, ভাল মন্দ কেহ কিছু কহিতে না পায়।
মোর পণ নাম যশ জানত সবই, সুকৃতি রহিবে যাতে কর দয়া সেই ॥
" ৩ নারদ সনক দুয়ে পরামর্শ করি, কহিল সুযুক্তি শুন হে অনাদি হরি।
সুবর্ণ খচিত মণি পড়ি মূর্তি তাঁর, রাখিবে এখানে মূর্তি সুশীলা সীতার ॥
" ৪ প্রতি অঙ্গে আভরণ অপরূপ সাজে, দেখি সেই রূপ তাঁর রতি পতি লাজে।
দেখিয়া সহসা তাহা যত নরনারী, সীতারে দেখিয়া হয় বিস্ময় সবারি ॥
দো ২৯ অপার সে শোভারাশি সেই অবসরে, কোন কবি সাধ্য রাখে তাহা বর্ণিবারে।
জগতের দাতা প্রভু দয়ার নিধান, দেখান তাঁহার লীলা যেরূপ বিধান ॥
চৌ ১ সুবর্ণ খচিত শুদ্ধ মৃগ চর্মাসন, তাহারি উপরি বসি কৃপা আয়তন।
সীতার সহিত তাঁকে দেখিয়া সেখানে, দেবতারা হৃষ্টমনে নমিল চরণে ॥
" ২ অগাধ সে জনারণ্যে গুরু-দেব জ্ঞানী, মুনি ঋষি সর্বজনে তুষিলেন নমি।
কহেন উচিত যাহা করুন বিধান, যে যাহা চাহেন তাহা হয় অনুষ্ঠান ॥
" ৩ আজ্ঞা পাই' রঘুপতি কৃপাদৃষ্টি পাতে, রচিল বিবিধ গৃহে ব্রহ্মা তুষ্ট তাতে।
কামধেনু কল্পবৃক্ষ সর্ব গৃহ পরে, সরস্বতী শেষ তাহা বর্ণিতে না পারে ॥
" ৪ অট্টালিকা পুরগৃহ পথ সর্ব স্থান, আমোদিত সুবাসিত সুগন্ধ সিঞ্চনে।
দিকপালগণ সবে প্রহরাতে রয়, পরমার্থ জ্ঞানী সবে বিবেকে প্রত্যয় ॥
ছ ৮ যে ছিল পবিত্র জ্ঞানী পরম নিপুন মানি ভরত রাখিল সেথা তারে।
পরম সৌভাগ্য তার মনে ভাবে বারবার কুবেরেও তুচ্ছ মনে করে ॥
ত্রিলোকেতে বিধাতার সৃষ্ট সুরাসুর আর খগনাগ আসে শত শত।
সাদরে স্নেহের সাথে রামচন্দ্র বিধিমতে আপ্যায়িত করেন সতত ॥
দো ৩০ দ্বিসহস্র বিপ্রবর পরম পণ্ডিত, বেদের সকল শাস্ত্র যাদের অধীতে।
ভগবান সন্নিধানে সেই যজ্ঞ স্থলে, যজ্ঞের অধীন হই' বসেন সকলে ॥
চৌ ১ মকর মাসের ঋতু শিশির সুন্দর, যজ্ঞের মণ্ডপে বসি রাম রঘুবর।
তখন কহেন গুরু সুন্দর বচনে, বেদবিধি মতে অশ্ব আন এই স্থানে ॥

" ২ লক্ষ্মণ সুনি গুরু বচন অনন্দে, বার বার পদ পঙ্কজ বন্দে।
হয়শালা সাদর চলি আয়ে, বিবিধ বিভূষণ তেহি পহিরায়ে ॥
" ৩ শ্বেত বর্ণ সুন্দর শ্রুতি কারে, রবি হয় নিদরি মনোজ সঁবারে।
জীন জরাব ন জায় বখানা, চঢ়ি রবিরথ আবত জগ জানা ॥
চৌ ৪ মাথে মোরপচ্ছ মণি লাগে, সোই নভ নখত দেব অনুরাগে।
সেবক চারু পাটময় ডোরী, দামিনি দমকি নিপট অতিখোরী ॥
দো ৩১ ষষ্টিসহস দসবীরবর* রামানুজ রণধীর।
মধ্য তাহি আনেহু তহঁা* জহঁা রাম রঘুবীর ॥
চৌ ১ পূজেহু হয় প্রভু জয় জগহেতূ, জস কছু কহা গাধিকুল কেতূ।
দীন্হ বিবিধ বিধি দান অনেকা, লিখো পত্র সোই করি অভিষেকা ॥
" ২ এক বীর কৌসল পুর মাহীঁ, অরিদল দলন সুরেস সকাহীঁ।
জিহ বল হোই গহৌ সোই বাজী, দেহ দণ্ড বন জাহু কি ভাজী ॥
" ৩ লখি বাঁধো হয় সীস সঁভারী, য়হ সুন বচন চলে মুনিচারী।
ভার্গব আদি সকল মুনি সঙ্গা, রহে জহঁা রঘুবংশ পতঙ্গা ॥
" ৪ কথা সকল লবণা সুরকেরী, মুনিন ত্রাস জিন দীন ঘনেরী।
সুনি রষি বচন নয়ন জল ছায়ে, বিহঁসি রাম নিজ ত্রোণ মঁগায়ে ॥
দো ৩২ দীন্হ রিপুসুদনহী সোই, বাণ অমোধ করাল।
মন্ত্র মোর পঢ় তাহি হতি* জীতহু সকল ভূআল ॥
চৌ ১ বহুরি বিভীষণ রাম বুলায়ে, সাদর আয় মাথ তিন নায়ে।
লবণাসুরকে চরিত অপারা, পূছেউ নিমনি বংশ উদারা ॥
" ২ করযুগ জোরি নিসাচর নাহা, সত্য কহেঁা অব সুন অবগাহা।
ভগনি বিমাত্র নাথ সোই মোরী, কুম্ভনিসা তেহি নাম বহোরী ॥
" ৩ মধুদানবকহঁ রাবণ দীনী, বহু বিনীত কর বিনয় বসীনী।
তনয় তাসু লবণাসুর ভয়উ, সিব সেবা সাদর মন দয়উ ॥
" ৪ অগম তাসু তপ সঙ্কর জানা, দীন্হ ত্রিসূল সুরূপা নিধানা।
জেহি-কর রহৈ অস্ত্র য়হ ভারী, চৌদহ ভূবন জীতি সব ঝারী ॥
দো ৩৩ তেহি বল প্রভু সো নহিঁ গনহি* অমর দনুজ নর নাগ।
জীতি সকল বস কীন্হ সোই* হঠপথ সবকে লাগ ॥
চৌ ১ তাসু চরিত সুনি মন মুসুকানে, রিপুহিঁ হতহু বল দে সনমানে।
সৈন্য সুভগ চতুরঙ্গ বনাঈ, লিয়ে সাথ দোউ তনয় সুহাঈ ॥
" ২ সুনি প্রভু বচন নিসান অপারা, তীন সহস্র হনে ইকবারা।
দলকৈ বসুধা কুঞ্জর গাজৈ, দস সহস্র রথ রবিরথ লাজৈ ॥

„ ২ গুরুর বচন শুনি আনন্দে লক্ষ্মণ, চরণ কমল বন্দি মনে অনুক্ষণ।
মহানন্দে অশ্বশালে গিয়া উত্তরিল, আভরণে সুসজ্জিত অশ্বেরে করিল॥

„ ৩ শ্বেতবর্ণ অশ্ব সেই কৃষ্ণ কর্ণদ্বয়, রবি অশ্ব হেয় যেন মনোজ বানায়।
জড়োয়া জীনের কাজ বর্ণন না হয়, সূর্য যেন স্বীয় রথে জগতে বিস্ময়॥

„ ৪ মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ মণিতে খচিত, আকাশে নক্ষত্র যেন দেবতা হর্ষিত।
অশ্বপাল হস্তে রশ্মী রেশমে নির্মিত, দামিনী দমকে যেন নিতান্ত নিন্দিত॥

দো ৩১ রামানুজ মহাবীর শ্রীলক্ষ্মণ তবে, ছ'অযুত দশ সৈন্য দুর্দ্ধর্ষ আহারে।
যজ্ঞ অশ্ব মধ্যস্থলে লই' দল বলে, আসিলেন রাম পাশে সেই যজ্ঞস্থলে॥

চৌ ১ গাধি সুত কহিলেন যেরূপ তাঁহারে, জগতের হেতু প্রভু পূজেন অশ্বেরে।
দিলেন বিবিধ দান তিনি বিধি মতে, অভিষেক করি দেন পত্র লিখি মাথে॥

„ ২ সুররাজ সশঙ্কিত যাঁর কাছে সেই, অযোধ্যার বীরবর তাঁরি অশ্ব এই।
এ অশ্ব রুখিতে যদি শক্তি থাকে কারো, দাও দণ্ড অন্যথায় মাথা নত কর॥

„ ৩ বন্ধন করেন পত্র যবে অশ্ব শিরে, মুনিগণ আরম্ভিলা কথা পরস্পরে।
ভার্গব সহিত যত শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, আসিলেন রঘুকুল সূর্য যেথা র'ন॥

„ ৪ লবণাসুরের কথা করে উত্থাপন, মুনিগণে যার হতে ত্রাসের কারণ।
ঋষির বচন শুনি সজল নয়ন, আনালেন ধনুঃশর শ্রীরাম তখন॥

দো ৩২ শত্রুঘ্নেরে দেন তিনি সেই ধনুঃশর, অমোঘ করাল শস্ত্র শত্রুনাশ কর।
মোর মন্ত্র উচ্চারণে নাশিও অসুরে, নাশি তারে জয় করো রাজন্য বর্গেরে॥

চৌ ১ অতঃপর বিভীষণে ডাকেন সাদরে, সপ্রেমে আসিয়া তিনি নমিলা প্রভুরে।
সূর্যবংশ শিরোমণি পুছিলেন তারে, লবণ অসুর কথা কহিতে বিস্তারে॥

„ ২ কর জুড়ি কহিলেন রাক্ষস প্রধান, কহিব প্রকৃত কথা কর অবধান।
বৈমাত্রিয় ভগ্নী মোর ছিল এককালে, কুম্ভনিশা নাম তার জানিত সকলে॥

„ ৩ মধুনামে দানবেরে রাবণ তাহারে, সম্প্রদান করেছিল অতি সমাদরে।
লবণ অসুর হল তাদেরি তনয়, শিব পদে মন তার অতি ভক্তিময়॥

„ ৪ কঠিন তাহার তপ জানিয়া শঙ্কর, দেন তারে কৃপাময়, শূল ভয়ঙ্কর।
এ ত্রিশূল অস্ত্র হাতে প্রচণ্ড দানব, চতুর্দশ ভুবনেরে জয় করে সব॥

দো ৩৩ সেই বলে প্রভু সে ত' নাহি মানে কারে, দেবতা দনুজ সর্প কিংবা কোন নরে।
এনেছে নিজের বশে করি সবে জয়, তাহার হঠতা বশে দুঃখ বিশ্বময়॥

চৌ ১ চরিত শুনিয়া প্রভু স্মিতমুখে ক'ন, রিপুরে হনন করো', মনে বল দেন।
তখন শত্রুঘ্ন লয়ে চতুরঙ্গ সেনা, দুই পুত্র সাথে করি হইল রওনা॥

„ ২ প্রভুর বচন শুনি দামামা অপার, বাজিল সহস্র তিন সাথে বারবার।
গজপদ ভরে যেন কাঁপিল মেদিনী, অযুত রথেতে লজ্জা সূর্য রথখানি॥

" ৩ পূরো সংখ চলী দল সাজী, অমিত অকাশ দুন্দুভী বাজী।
পুরবাহর সব কীন্হ সঁভারী, তনয় যুগল লখি পরম সুখারী ॥
" ৪ দ্বাদসনিসি বীতে মগমাহীঁ, পহুঁচে জায় জমুনতটপাহীঁ।
দিনপ্রতি দান দেহিঁ বহু ভাঁতী, প্রভুপদ পূজৈঁ দিন ঔ রাতী ॥
দো ৩৪ রবি তনয়া পদ বন্দি কৈ*, সাদর পূজি পুরারি।
চলেহু সত্রু সূদন সুমিরি*, স্বামিহিঁ রাম খরারি ॥
চৌ ১ চমূ চপল অতি সুভট জুঝারা, ঘেরো্যা নগর বীর বরিয়ারা।
বিপুল নিসান হলে তেহি কালা, সুনি নিসিচরপতি গর্ব বিসালা ॥
" ২ ষষ্টি সহস বর সূর জুঝারা, লবণাসুর সঙ্গ অনী অপারা।
সুভট প্রচারত গজ রথ আবা, দেখ কটক নিজ অতি সুখ পাবা।
" ৩ মারহু খাবহু নৃপ ধরি বাঁধহু, জেহি জয় হোয় যত্র সোই সাধহু।
অস কহি সন্মুখ সৈন্য চলাঈ, কজ্জল গিরি জনু আঁধী আঈ ॥
" ৪ মারূ সব্দ সুনত ভট গাজহিঁ, বিপুল বাজনে দুহুঁদিসি বাজহিঁ।
নিজ প্রভু কহি জয় জোরী জানী, হর্ষি ভিরে ভট মন হঠ ঠানী ॥
ছ ১০ হঠ ঠানি প্রবল প্রবীণ জে অসি ভিরে অতি রিপু প্রবলসে।
ইক মল্লযুদ্ধ সরাহি রোকহিঁ এক একন কর খসে ॥
সর সক্তি তোমর সূল পরসু কৃপাণ সূর চলাবহীঁ।
কর চরণ সির হতি তীর ধারহিঁ ভূমি জান ন পাবহীঁ ॥
" ১১ ভট গিরহিঁ পুনি উঠি ভিরহিঁ ধরুকহি করহিঁ মায়া অতি ঘনী।
প্রভু তনয় সুন্দর বীর বাঁকে হনহিঁ রিপু নিসিচর অনী ॥
দেখহিঁ পরস্পর যুদ্ধকৌতুক সুভট একহিঁ ইক হনে।
সজি কোটি রথ সুর আয় নভপথ সুমনবর্ষা করি ভনে ॥
দো ৩৫ বিচলত প্রণী বিলোকি নিজ*, লবনাসুর বরবণ্ড।
সঙ্গ তনয় মাতঙ্গ ভট*, দূসর কেতু অখণ্ড ॥
চৌ ১ অরিসুত জ্যেষ্ঠ সুবাহু বিসালা, ভিরা মতঙ্গ হৃদয় জনু কালা।
যূপকেতু অরু কেতু প্রচারী, লড়হিঁ সুখেন ন মানহিঁ হারী ॥
" ২ অনী সমূহ জানি নিজ জোরী, অস্ত্র সস্ত্র গহি ভিরে বহোরী।
বিষম যুদ্ধ লখি দেব সকানে, পূছেউ সুরগুরু কহি মুসুকানে ॥
" ৩ জনি হিয় সোচ অমর পতি করহূ, রাম প্রতাপ সুমিরি উর ধরহূ।
যূপকেতু কর কোপ অপারা, হন রিপুকেতু খণ্ড মহি ভারা ॥
" ৪ ইহাঁ সুবাহু মত্ত গহি মারা, কর পদ কাটি অবনিপর ডারা ॥

চৌ ৩ শঙ্খধ্বনি সাথে চলে সৈন্য দল সাজি, আকাশে দুন্দুভি শত স্বতঃ উঠে বাজি।
পুরপ্রান্তে যবে হল সবে একত্রিত, শত্রুঘ্ন তনয়ে দেখি সবে আনন্দিত ॥
„ ৪ দ্বাদশ রজনী কাটে পথ পর্যটনে, অবশেষে পহুছিল যমুনা পুলিনে।
দিবা ভাগে দান করে বহু প্রকারেতে, প্রভুর চরণ সেবে স্মরি দিবারাতে ॥
দো ৩৪ রবির তনয়া পদে করিয়া প্রণতি, সাদরে সঁপিয়া অর্ঘ পুরারির প্রতি।
শত্রুঘ্ন চলিল তবে সৈন্য দল নিয়া, খরারি শ্রীরামচন্দ্রে স্মরণ করিয়া ॥
চৌ ১ ক্ষিপ্রগতি সৈন্যদল যুদ্ধে সুচতুর, বেষ্টন করিল গিয়া লবণের পুর।
রণবাদ্য বাজে ঘোর অবরোধ কালে, লবণাসুরের তাহে ক্রোধ গর্ব জ্বলে ॥
„ ২ ষষ্টি সহস্র যোদ্ধা মহাবীর সবে, লবণাসুরের কাছে প্রস্তুত আহবে।
গজ রথী পদাতিক ছাড়ে হুহুঙ্কার, নিজ সৈন্য বল দেখি হৃষ্ট মন তার ॥
„ ৩ পেষণ ভক্ষণ কর বাঁধহ নৃপেরে, যাতে জয় হয় তাই কর চেষ্টা করে।
এত কহি সৈন্যসহ হয় অগ্রসর, কৃষ্ণগিরি যেন ধেয়ে করে ধূলিঝড় ॥
„ ৪ রণবাদ্য সহ গর্জে যত সেনাগণ, উভয় পক্ষেতে বাজে বাদ্য প্রতিক্ষণ।
নিজ নিজ প্রভু জয় উচ্চ কণ্ঠে কয়, উল্লাসেতে দুই পক্ষ অগ্রসর হয় ॥
ছ ১০ সুনিপুন অসিযোদ্ধা প্রতিপক্ষ সনে, করিতে লাগিল যুদ্ধ অতি দৃপ্ত মনে।
মল্লযোদ্ধা তাল ঠুকি' শত্রুহস্ত ধরে, আকর্ষণ করি তারে ভূমিসাৎ করে ॥
যোদ্ধা শক্তি ত্রিশূলেতে তোমর কুঠারে, হস্তপদ শির কাটি বাণে শূন্যে ধরে ॥
ভূমিতে না পড়ে যেন, যোদ্ধা যবে পড়ে, উঠিয়া প্রবল তেজে পুনঃ যুদ্ধ করে ॥
„ ১১ হুঙ্কারিয়া ধর ধর বিস্তারিয়া মায়া, যুদ্ধ করে প্রেতগণ পাই' নব কায়া।
শত্রুঘ্ন তনয় দোঁহে পরম সাহসী, মারিল অসংখ্য শত্রু চালাইয়া অসি ॥
পরস্পর আক্রমনে দেখি ধ্বংস লীলা, আকাশে দেবতাগণ আসিয়া জুটিলা ॥
সাজাইয়া কোটি রথ বসি সুখাসনে, পুষ্পবৃষ্টি করে সুরে জয় জয় ভনে ॥
দো ৩৫ নিজ সৈন্য বিচলিত দেখিয়া তখন, প্রচণ্ড লবণাসুর বিচলিত মন।
নিজ পুত্র মাতঙ্গ ও অখণ্ড কেতুরে, ডাকিল নিজের কাছে যুদ্ধ করিবারে ॥
চৌ ১ শত্রুঘ্নের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবাহু বিশাল, মাতঙ্গের সাথে যুঝে মূর্তিমান কাল।
যূপকেতু কেতু সনে প্রচণ্ড রণেতে, লিপ্ত হল নাহি মানে হার কোনমতে ॥
„ ২ সৈন্যগণ যুদ্ধ করে প্রতিপক্ষ সনে, অস্ত্রশস্ত্র বহুবিধ এ উহারে হানে।
এ তুমূল যুদ্ধ দেখি শঙ্কা দেবগণে, পুছে গুরু কাছে, গুরু হাসি মনে মনে ॥
„ ৩ কহেন শঙ্কার কিছু নাহিক কারণ, রামের প্রতাপ স্মরি রহ কিছুক্ষণ।
যূপকেতু অতি কোপে অখণ্ড কেতুরে, খণ্ড খণ্ড করি ফেলে ধরণী উপরে ॥
„ ৪ মাতঙ্গের হস্তপদ কাটি বধি' তারে, সুবাহু ফেলিল তারে ভূমি শয্যাপরে।

ছ ১২ মহি ডারি কর পদ সীস আতুর তৃণ সর প্রবিসত ভয়ে।
রবিবংসকে অবতংস দূনো সমর মহি রাজত ভয়ে॥
সুনি মরণ যুগ সুত বিকল নিসিচর ভূমিপর ঘূর্মিত গিরে্যা।
পুনি জাগি সূল সঁভারি প্রভুকে সমর সম্মুখ সো ভিরে্যা॥

ছ ১৩ দোউ প্রবল বীর প্রতাপ নিসিচর সৈন্য তুহুঁ দিসি মুরি চলী।
সির বাহু চরণ উড়াত নভপথ যোগিনী আনন্দ ভলী॥
বহু রুধির মজ্জন করহিঁ সাদর গুহহিঁ নরসির মালিকা।
আনন্দ হৈব মন মুদিত গাবহিঁ গীত খেচর বালিকা॥

" ১৪ ধুনি বঢ়হি সঙ্খ মৃদঙ্গকী সুনি সুর হর্ষ বঢ়াবহীঁ।
গতি লেত নির্তত প্রেততিয় সিরমাল হর্ষ চঢ়াবহীঁ॥
কহুঁ করত পান প্রমাণ নর কহুঁ ভরী সোণিত সাকিণী।
সব মেদ মাংস অহার কর নভ মুদিত বোলহিঁ ডাকিণী॥

দো ৩৬ মারে রঘুবর বীর বহু* গিরে সমর রণধীর।
ক্ষণইক নিশ্চর বধ নিরখি* অন্তর হুই বলবীর॥

চৌ ১ করি ছল প্রগটসো বিবিধ বরূথা, অস্ত্র সস্ত্র লৈ সব সুরযূথা।
ধায়ে অজ অরু সিব সনকাদী, জে মুনি অপর কহে শ্রুতিবাদী॥

" ২ সক্তি সুল অসি চর্ম সুহাঈ, গদা পরসু ধনু বান বনাঈ।
ধরু ধরু মারু মারু সুর করহীঁ, লরত ন ভট বিস্মিত হো রহহীঁ॥

" ৩ নিসিচর প্রবল ভয়ে রঘুনাথা, কেতিক ধীর মলেঁ নিজ হাথা।
সৈন্য বিকল দেখি নারদ আয়ে, সমাচার সব বহ সমুঝায়ে॥

" ৪ রিপুসূদন প্রভু বিসিষ সঁভারী, জোর ধনুষ সুমিরে ত্রিপুরারী।
জিমি তম অঁচে তরণি গো সোঈ, সমর অমর নহিঁ দীসৈ কোঈ॥

দো ৩৭ মন্ত্র প্রেরি চল কোটি সর* রহ জহঁ তহঁ নভ ছায়।
মনহুঁ বলাহক প্রবল বহু* মারুতি দেখি বিলায়॥

চৌ ১ সুর সমাজ কিতহূঁ নহিঁ দেখা, চলে সুবাহু কেতু জনু বেষা।
খল সম্হারু গহু সূল সুরারী, অস কহি গদা কোপি উর মারী॥

" ২ সহি ন সকা সোই তেজ অপারা, মূর্চ্ছিত অবনি পরা বিকরারা।
নিজ পতি বিকল দেখি ভট ভারী, ধায়ে বহু কর সস্ত্র সঁভারী॥

" ৩ কৈটভ নাম বীর বলবানা, মূর্চ্ছিত লবণাসুর মন জানা।
তীন সহস্র লিয়ে রণ গাঢ়ে, আই সুবাহু সামুহে ঠাঢ়ে॥

" ৪ কটুক বচন কহি ছাড়েসি বানা, তিন কাটে সুবাহু বলবানা।
তব খিসিয়ান সূললে ধাবা, যূপকেতুকে সন্মুখ আবা॥

ছ ১২ কাটি হস্ত পদ শির ফিরি আসি তীক্ষ্ণ তীর শূন্য তূণে করিছে প্রবেশ।
সূর্যবংশ অবতংস ত্বকুমার হরি অংশ রণস্থলে শোভিছে বিশেষ॥
দুই পুত্র মৃত শুনি নিজ করে শির হানি নিশাচর মূর্ছা গেল তবে।
মূর্ছান্তে ত্রিশূল করে ধেয়ে আসে প্রভুপরে সমরেতে লিপ্ত হল সবে॥

" ১৩ উভয়ে প্রবল বীর ছাড়ি তীক্ষ্ণ শত তীর বহু যোদ্ধা করিল হনন।
উভয় হইতে যত প্রতিপক্ষ পলায়িত শূন্যে উড়ে মস্তক চরণ॥
যোগিনীরা আহ্লাদিত রক্তস্রোতে হয় স্নাত মুণ্ডমালা পরিল গলায়।
আনন্দে প্রসন্ন মনে অপ্সরারা গীতগানে পরিপূর্ণ করিল ধরায়॥

" ১৪ মৃদঙ্গ ও শঙ্খধ্বনি বর্দ্ধিত হইল শুনি প্রসন্নতা পায় যোদ্ধাগণ।
প্রেতিনীরা এককালে নাচে সবে দ্রুত তালে মুণ্ডমালা কণ্ঠে আভরণ॥
রক্তাক্ত সৈন্যের দেহ চুষিয়া শঙ্খিনী কেহ রক্তপান করে মহাসুখে।
মেধ মজ্জা ডাকিনীরা আহার করিয়া সারা ভ্রমিতেছে নভে রক্তমুখে॥

দো ৩৬ রঘুবীর হস্তে হত সেনা অগণিত, সেনাপতি রণধীর যুদ্ধে হল হত।
রণধীরে দেখি মৃত পড়িয়া ধরায়, অন্তরীক্ষে সৈন্যসহ রাক্ষস লুকায়॥

চৌ ১ মায়ার বিস্তার করি দেবতার কায়ে, আসিল রাক্ষস পুনঃ অস্ত্র শস্ত্র লয়ে।
শিব ব্রহ্মা সনকাদি রূপ ল'য়ে সবে, বেদজ্ঞ তাপস যত আসিল আহবে॥

" ২ শক্তি চর্ম শূল অসি পরম সুন্দর, ল'য়ে ধনুর্বাণ গদা কুঠার প্রখর।
ধর ধর মার মার দেবতারা কহে, না যুঝে শত্রুঘ্ন সৈন্য পরম বিস্ময়ে॥

" ৩ দেবরূপী নিশাচর হইলে প্রখর, শত্রুঘ্ন পরম ধীর ঘর্ষে নিজ কর।
যোদ্ধারা বিকল দেখি নারদ তখন, শত্রুঘ্নে বোঝান ইহা মায়া সঞ্চালন॥

" ৪ রামদত্ত বাণ ল'য়ে শত্রুঘ্ন তখন, কোদন্তে স্থাপিয়া শিবে করেন স্মরণ।
অন্ধকার সূর্যপাশে ছিন্ন হয় যথা, সমরে অমররূপী সৈন্য লুপ্ত তথা॥

দো ৩৭ মন্ত্রপূত কোটি বাণ তীব্র বেগে ধায়, ইতস্তত সর্বদিকে অন্তরীক্ষ ছায়।
প্রবল বাত্যার বেগে হইয়া চঞ্চল, লুকাইল ভীত মনে যেন মেঘদল॥

চৌ ১ দেবতা সমাজ গেল দেখিতে দেখিতে, প্রবেশে সুবাহু কেতু নেপথ্য হইতে।
দেবারি রে খল এবে নে ত্রিশূল তোর, হুঙ্কারে শত্রুঘ্ন হানে বক্ষে গদা ঘোর॥

" ২ সে তেজ অপার তাহা সহিতে না পারে, মূর্ছিত হইয়া পড়ে ধরণী উপরে।
নিজের পতিরে দেখি বিকল তখন, বহু যোদ্ধা অস্ত্র ল'য়ে করে আগমন॥

" ৩ কৈটভ নামের যোদ্ধা অতি বলবান, মূর্ছিত লবণাসুরে জানি হতমান।
রণদক্ষ ত্রিসহস্র বীর যোদ্ধা নিয়া, সুবাহুর প্রতিপক্ষে দাঁড়াইল গিয়া॥

" ৪ কহিয়া দুর্বাক্য বহু ছাড়ে তীক্ষ্ণ শর, কাটিল সুবাহু তাহা মহা ধনুর্দ্ধর।
দন্ত কড়মড়ি ধায় ত্রিশূল লইয়া, যূপকেতু সম্মুখেতে যাইল ধাইয়া॥

সো ২ মারেসি হৃদয় সঁভারি* গিরে জপত করুণায়তন।
মূর্চ্ছিত বের পুকারি* রামচন্দ্র দিনমণি তিলক॥

চৌ ১ মূর্চ্ছিত বন্ধু সুবাহু বিলোকী, ভৈরিস অমিত রহৈ নহিঁ রোকী।
কঠিন বান কর কোপ অপারা, ছাঁড়েউ তীনি সহস ইক বারা॥

„ ২ তাহি বিকল করি অনুজ সমীপা, আতুর আয়ে নিজকুল দীপা।
লাগে বাণ তাসু উরমাহীঁ, পর্‌য়ো অবনিতল সুধি কছু নাহীঁ॥

চৌ ১ খঁচ সূল উর বাহুর কীন্‌হা, রাম নাম বর ঔষধি দীন্‌হা।
উঠি সুচি অঙ্গ অনুজকে সঙ্গা, লীন্‌হ বিহঁসি ধনুবাণ নিষঙ্গা॥

„ ২ আয় সমরমহি সুভট প্রচারা, বাণতে বিপুল দেবঅরি মারা।
মূর্চ্ছাগত কৈটভ বলবানা, রথ চঢ়ায় তিহিঁ তুরত সিধানা॥

দো ৩৮ কর উপায় রথরাখি তেহি* পঠৈ ভবন রণধীর।
আয় সমর গর্জন ভয়ো* সঙ্গ মহাবলবীর॥

চৌ ১ জাগা কৈটভ পুনি ঘর জাঈ, আয়ো কুমক সঙ্গ নিজ ভাঈ।
সুরবীর জেহি কাল সকাঈ, হারেউ সমর সুনহু খগরাঈ॥

„ ২ নায়উ মাথ আনি কর জোরী, তাত সমর রুচি পূজেউ মোরী।
রাবণ রিপু লঘু ভ্রাতা জানূ, তনয় তাসু বলরূপ নিধানু॥

„ ৩ কোটিন সুর সমর হম মারে, বালক নৃপতি নিরখি হিয় হারে।
রিপুগুণ সুনি করি উর অতিদাপূ, কহ্‌য়ো করহু জনি হৃদয় বিলাপূ॥

„ ৪ রবিতনয়ামহি সৈন্যহি ডারূঁ, তনয় অনুজ সমেত রিপু মারূঁ।

ছ ১৫ রিপু অনুজ মারূঁ সৈন্য যমুনহি ডার নৃপ সির নায়উ॥
তজ সোচ সৈন সঁভার চল ভট বেগি জো অরি পায়উ।
দোউ মত্ত গর্ব বিসাল নিসিচর আয় রণ গর্জন ভয়ে॥
ইত যূপকেতু সুবাহুসর ধনু হাত লৈ আতুর গয়ে।

„ ১৬ ভট ভিরে নিজ নিজ জয়তি কহ নিজ জান জোরী সমরকী॥
সির কটত খণ্ডন চরণ যোগিনি খাত বালক বালকী।
হটি গীধ জম্বুক কাক সোণিত পিবহিঁ অতি সুখ পাবহীঁ॥
বহু দান দেহিঁ অনেক মনমহঁ বিহঁসি মঙ্গল গাবহীঁ।

দো ৩৯ ভিরে সুর সহরোষ অতি* ফিরে আকরে কূর॥
লাগে লোহে রুপ রহে* সমরধীর বর সুর।

চৌ ১ কহহিঁ সুর কিমি হোন ন ঠাঢ়ে, ফিরে লজায় ক্রোধ কর গাঢ়ে॥
ভিরে প্রচার সুভট সমুদাঈ, ভয়ো যুদ্ধ তেহি বরণিন জাঈ।

সো ২ হৃদয় করিয়া লক্ষ্য মারে তীক্ষ্ণ বান, যূপকেতু পড়ে জপি দয়াময় নাম।
উচ্চারি' শ্রীরামচন্দ্র সূর্যকুল মণি, মূৰ্ছিত হইয়া শয্যা লইল ধরণী ॥

চৌ ১ অনুজে মূর্ছিত দেখি সুবাহু ধীমান, ক্রোধেতে উন্মত্ত হ'য়ে হয় আগুয়ান।
ত্রিসহস্র তীক্ষ্ণ বাণ ছাড়ে একসাথে, কৈটভের বক্ষ মাঝে প্রবল প্রতাপে ॥

„ ২ রাক্ষসে বিকল করি অতি শীঘ্র আসে, কুলের প্রদীপ কেতু অনুজের পাশে।
বক্ষ মাঝে বাণবিদ্ধ সুকুমার কায়, সংজ্ঞাহীন দেহ তার শুইয়া ধরায় ॥

„ ৩ অতি যত্নে বক্ষ হতে উৎপাটিয়া বাণ, শুনাইল শ্রেষ্ঠৌষধি তারে রাম নাম ॥
রাম নামে উঠি বসে সুস্থ দেহে মনে, হাসিয়া ধরিল ধনু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনে ॥

„ ৪ রণেতে প্রবৃত্ত হ'ল সে প্রবলবীর, দেবারি মারিল বহু ছাড়ি তীক্ষ্ণ তীর।
প্রবল কৈটভে দেখি মূর্ছিত ধরায়, তুলিয়া রথেতে তারে লবণ পলায় ॥

দো ৩৮ রথে তুলে কৈটভেরে করিয়া উপায়, কোনক্রমে রথে তারে গৃহতে পাঠায়।
পুনরায় হুঙ্কারিয়া রণক্ষেত্রে আসে, শত শত মহাবীর আসে তার পাশে ॥

চৌ ১ কৈটভের সঙ্গলাভ হইলে গৃহেতে, অনুজ কুমক সাথে আসিল রণেতে।
পরাক্রান্ত বীর সেই যমও কম্পিত, হে গরুড় সেও হ'ল যুদ্ধে পরাজিত ॥

২ ২ করজোড়ে মাথা নুয়ে লবণাসুরেরে, কহে রণস্পৃহা মোর মিটেছে এবারে।
রাবণ শমন রাম অনুজ তাহারি, তারি পুত্র রূপে কাপ অতি বলধারী ॥

„ ৩ কোটি যোদ্ধা সমরেতে করেছি হনন, এ দুই বালক কাছে হারিনু এখন।
শত্রুর প্রশংসা শুনি করি দর্প দাপ, কহিল লবণাসুর ছাড় পরিতাপ ॥

„ ৪ পিতা পুত্রসহ সবে করিব সংহার, ভাসাব যমুনা জলে সব সৈন্যভার।

ছ ১৫ উভয় ভ্রাতারে মারি নৃপশির নত করি যমুনাতে ভাসাব সেনানী।
ছাড় তব দুঃখ ক্লেশ কর সৈন্যে সমাবেশ শত্রু কাছে চলহ এখনি ॥
দুই মত্ত নিশাচরে অতিশয় অহঙ্কারে রণে ধায় ভীষণ গর্জিয়া।
ল'য়ে ধনুঃশর হাতে যূপকেতু সুবাহুতে প্রতিপক্ষে দাঁড়াল রুখিয়া ॥

„ ১৬ নিজ নিজ জয় জয় সৈন্য দুইপক্ষে কয় নিজ বল জানি যুদ্ধে মাতে।
খণ্ড খণ্ড পদ শির রণে হত বহু বীর যোগিনীরা খায় শিশু সাথে ॥
শৃগাল বায়স গৃধ্র অতীব শোণিত লুব্ধ রক্তপান করে যথারীতি।
বণ্টন করিা খায় মহাসুখে গান গায় যেন তাহা সুমঙ্গল গীতি ॥

দো ৩৯ শূরসবে অতি ক্রোধে ঘোর যুদ্ধ করে, কাপুরুষ যারা ছিল পালায় সমরে ॥
অসির ঝঞ্ঝনা বাজে অসিতে অসিতে, রণধীর মহাবীর লাগিল যুঝিতে ॥

চৌ ১ কহে শূর কেন রণে নহে অবিচল, লজ্জিত হইয়া ফেরে ক্রোধে সৈন্যদল।
সমরে আহ্বানি এল সে বিপুল সেনা, ভীষণ রণেতে যুঝে না যায় বর্ণনা ॥

" ৭ বর্ষহিঁ সমর সূর সর কৈসে, প্রাবিট সময় জলদ জল জৈসে॥
হয় পগ উঠে ধূর নভ ছাঈ, ভয়ো প্রদোষ সুনহু খগরাঈ।
" ৩ সমর দেখ রিপু প্রবল প্রভায়ে, প্রভু সমীপ সাদন সুত আয়ে॥
দেখ তনয় বল বিপুল বিসালা, রিপুহন হর্ষ মনুজ সুর ব্যালা।
" ৪ যাতুধান বল বুদ্ধি গঁবাঈ, নিজ পুর গয়ে রাজ যস পাঈ॥
নিশি নিশিচর সব বাত বিচারী, হোত প্রাত পুনি লাগ গুহারী।
দো ৪০ সাজি বাজি গজ বাহনহিঁ* গহ গহ হনে নিসান॥
আয়ো সমর সকোপ অতি* লবণা সুর বলবান।
চৌ ১ সিবহিঁ সুমিরি লৈ সূল বিসালা, রিপু বল পুর্‍য়ো মনহুঁ যমকালা।
ক্ষণক মাহিঁ মারে বহু যোধা, চলে সকোপ মনুজ করি ক্রোধা॥
" ২ আবন সূল হন্যো প্রভু ছাতী, গিরে ঘূর্মি অবনী রিপু ঘাতী।
মূর্চ্ছিত দেখি খড়গ লৈ ধাবা, নিরখি সুবাহু ক্রোধ উর ছাবা॥
" ৩ প্রবল গদা রথ সারথি ভঞ্জা, বিহঁসি মহাবল রিপুদল গঞ্জা।
রথ বিহীন ব্যাকুল মনমাহীঁ, মূর্চ্ছিত পর্‍য়ো অবনি সুধি নাহীঁ॥
" ৪ পুনি উঠি গর্জি সকোপ সুরারী, অস্ত্র সঁভারি ক্রোধ করি ভারী,
উঠে সত্রুহন মন অনুমানে, সাদর সব হিয়তে সনমানে।
বিস্মিত বিকল দেখ সব জানে, রাম বাণ অতি সাদর আনে॥

দো ৪১ সুমিরি অবধ পতি চরণ যুগ * ছাঁড়ে যুগ নারাচ।
পর্‍য়ো অবনি তনু ভিন্ন হৈবে * ব্যাকুল বিকট পিসাচ॥
চৌ ১ তাসু মরণ সুনি সব সুরযূথা, চঢ়ি বিমান নভ সকল বরূথা।
বাজহিঁ দুন্দুভি বর্ষহিঁ ফূলা, অজ নাথ বীতে সব সূলা॥
" ২ জয় জয় ধুনি সব দেব সুকরহীঁ, বেদ মন্ত্র পঢ়ি আসিষ বরহীঁ।
যাতুধান পতি দীন বিলোকী, কৈটভ পুনি রিস সক্যো ন রোকী॥
" ৩ করি কিলকার গর্জি অতি ঘোরা, সিলা এক লৈ আয়হু জোরা।
সর সত সৈল সুবাহু প্রচারী, কাটী দুষ্ট ভুজা মহি ভারী॥
" ৪ বদন পসারি তাকি তক ধাবা, দেব সুবাহু প্রবল পহুঁ আবা।
খৈঁচি ধনুষ পুনি স্রবন প্রয়ন্তা, ছোড়্যো বাণ সুবাহু তুরন্তা॥
" ৫ কাটি সীস তিহিঁ ভুমি গিরাবা, সুনাসীর আতুর চলি আবা।
জোরি যুগল কর অতি অনুরাগে, বোলে বচন প্রেম রস পাগে॥
" ৬ হমহিঁ সহিত সুর কীন্হ সনাথা, অস্তুতি যোগ নাহিঁ হম তাতা।
অস্তুতি বিনয় সত্রু পুনি কীন্হী, বার বার বহু আসিষ দীন্হী॥

চৌ ২ সমরে নিপুণ যোদ্ধা ছাড়ে তীক্ষ্ণ বাণ, প্রবল বর্ষার ধারা যেন তা' সমান।
অশ্ব ক্ষুরোত্থিত ধূলি ছাইল গগন, হে গরুড় মনে হল সন্ধ্যা আগমন॥
„ ৩ সমরে প্রবল দেখি প্রতিপক্ষ সেনা, আসিল প্রভুর কাছে পুত্র দুইজনা।
পুত্রের প্রতাপ দেখি শত্রুঘ্ন হর্ষিত, অন্তরীক্ষে সুর নাগ অতি আনন্দিত॥
„ ৪ রাক্ষসেরা বলবুদ্ধি হত ফিরে যায়, নিজপুরে রাজা কাছে বলিহারি পায়।
নিশাযোগে নিশাচর পরামর্শ করি, প্রাতঃকাল হলে সবে রণে আসে ফিরি॥
দো ৪০ সাজাইয়া গজ অশ্ব রথ পদাতিক, বাজাইয়া তূর্য ভেরী দম্ভের প্রতীক।
অতি ক্রোধে বলবান অতি অভিমানে, আসিল লবণাসুর সমর প্রাঙ্গণে॥
চৌ ১ স্মরিয়া শঙ্করে ল'য়ে ত্রিশূল বিশাল, ধাইল শত্রুর প্রতি যেন মহাকাল।
ক্ষণ মাঝে বহু সৈন্য করিয়া হনন, ধাইল মনুষ্য পানে ক্রোধে বিচেতন॥
„ ২ প্রভুর বক্ষেতে হানে সেই মহাশূল, মূর্চ্ছিত শত্রুঘ্ন পড়ে ধরায় আকুল।
মূর্চ্ছিত হইলে ধায় হস্তে অসি নিয়া, দেখিয়া সুবাহু তাহা, ক্রোধে জ্বলে হিয়া॥
„ ৩ প্রবল গদায় ভাঙ্গে রথ ও সারথি, রিপু সৈন্য নাশ করি সুখী মহারথী।
মনস্তাপে নিশাচর হ'য়ে রথ হীন, ধরার উপরে পড়ে চেতনা বিহীন॥
„ ৪ পুনঃ উঠি গরজিয়া ক্রোধেতে সুরারি, হস্তে অস্ত্র শস্ত্র লহে সাবধান করি।
শত্রুঘ্ন উঠিয়া বসে পরিষ্কার মনে, সাদরে উল্লাস করে তার সৈন্যগণে॥

দো ৪১ কোশল পতির স্মরি' চরণ যুগল, যুগল নারাচ ছাড়ে অতীব প্রবল।
ছিন্নভিন্ন করে দেহ প্রচণ্ড নারাচ, পড়িল অবনী পরে বিকট পিশাচ॥
চৌ ১ তাহার মরণ শুনি যত দেবগণ, আকাশে বিমান যোগে করে আগমন।
দুন্দুভি বাজিল কত বর্ষে কত ফুল, হে নাথ করিলে অন্ত সব দুঃখ শূল॥
„ ২ জয় জয় ধ্বনি করে সব দেবতারা, বেদ মন্ত্রে আশিসিলা শত্রুঘ্নে তাহারা।
রাক্ষস পতিরে দেখি সেথা হতপ্রাণা, কৈটভের ক্রোধ আর না মানে সীমানা॥
„ ৩ দন্ত কড়মড়ি' আসে ঘোর গর্জ্জনেতে, প্রকাণ্ড শিলার খণ্ড ধরি দুই হাতে।
শত তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা সুবাহু তাহার, দুষ্ট ভুজদ্বয় কাটি ফেলে ভূমি পর॥
„ ৪ বদন মেলিয়া ধায় অতি দ্রুত গতি, ধেয়ে আসে পরাক্রান্ত সুবাহুর প্রতি।
আকর্ণ টানিয়া গুণ ছাড়ি তীক্ষ্ণ বাণ, সুবাহু ছাড়িল করি রাক্ষসে সন্ধান॥
„ ৫ কাটিয়া মস্তক তার ফেলিল ভূমিতে, দেখি ইন্দ্রদেব আসে ত্বরিৎ গতিতে।
দুই কর জোড় করি অতি অনুরাগে কহিল বচন এই সুবাহুর আগে॥
„ ৬ দেবগণ সাথে মোরে করিলে সনাথ, তোমারে করিব স্তুতি নহি যোগ্য তাত।
করিয়া বিনয়ে স্তুতি তারে বারে বারে, করিল আশিস বজ্র তার উচ্চ শিরে॥

দো ৪২ দেবন সহিত সু দেবগুরু * আয়ে জহঁ মখধাম।
সমাচার সাদর সকল * কহে সবনকে নাম ॥

চৌ ১ তহঁ যুগ নগর রচে অতিরূরে, রাখে তনয় যুগল বলপুরে।
মথুরা নাম জগত অস জানা, দূসর বিস্ব জো বেদ বখানা ॥

„ ২ জ্যেষ্ঠ তনয় বলবুদ্ধি বিসালা, নাম সুবাহু বিদিত মহিপালা।
রাখেউ যমুনাতট বলভূরী, বিস্ব নগর পশ্চিম দিসি দূরী ॥

„ ৩ যূপকেতু পুনি সাথ রখাবা, রাজনীতি দোউ সুত সমুঝাবা।
সৌঁপি নগর বহু আসিষ দীনী, নৃপমণি গবন বিজয়কহঁ কীনী ॥

„ ৪ চিরঞ্জীব করি হন্যো নিসানা, দক্ষিণ অস্ব চলে জগ জানা।
সচিব সমেত রাখি সুত সঙ্গা, উতরে সব জল যমুন তরঙ্গা ॥

দো ৪৩ রবি তনয় কহঁ বন্দিকৈ * চলী অনী হয় সঙ্গ।
হর্ষিত সুর সমূহ অতি * দেখি সৈন্য চতুরঙ্গ ॥

চৌ ১ বাল্মীকি থল সৈন্য সমেতা, কানন ঘন গে কৃপানিকেতা।
সিয় সুত যুগল বীর বরবণ্ডা, ভুজবল অমিত দিনেস প্রচণ্ডা ॥

„ ২ বীরবলী হয় দেখ্যো আঙ্গ, পত্র বঁধ্যো সির বাঞ্চ্যো তাঈ।
ঘোড়া তিন তুরন্ত তরু বাঁধ্যো, নেকু বিচার ন উরমেঁ সাধ্যো ॥

„ ৩ কটি কসি ত্রোণ হাথ ধনু তীরা, সমর হেতু উমগে বলবীরা।
সুর সহস্র সাঠি হয় সাথা, আপ গয়ে জহঁ রঘুকুল নাথা ॥

„ ৪ তহঁ তরু বান্ধ্যো বাজি বিলোকী, বালক জানি সকল রিস রোকী,
দেহু তুরগ ঘর জাহু সুহায়ে, ধন্য মাতু পিতু জিন তুম জায়ে।
মাঁগহু ভীখ সমর চড়ি ভাঈ, ক্ষত্রিয় কুলহিঁ কলঙ্ক লগাঈ ॥

ছ ১৭ জনি ক্ষত্রিকুলহিঁ কলঙ্ক লাবহু সমর সুর সুহাবনে।
বলহীন তুঁরগ প্রবীন ছাঁড়্যো ধরা বিনু ভট জাননে ॥
সুনি বচন কটুক কঠোর বালক জানি ভট ধাবত ভয়ে।
সর তানি একহিঁ বার লব হঁসি হনে তনু জর্জ্জর ভয়ে ॥

„ ১৮ মহি পরে পুনি কছু ভিরে যোধা জায় রিপুহন সো কহা।
মুনিবাল হতি সংগ্রাম সৈন্যহিঁ বাজি লৈ রণমহঁ রহা ॥
সুনি কোপ করি অতি সত্রুহন তব সৈন্য লৈ ধাবত ভয়ো।
রণমাহিঁ গাজত বীর যাঁকে কোপ লখি লজ্জিত ভয়ো ॥

সো ৩ সুনু মুনি বালক মরাল * দেহু অস্ব তজি কোপ নিজ।
পূজি তুম্হিঁ তেহি কাল * করিহহিঁ জন্ম সফল প্রভু ॥

দো ৪২ দেবতাগণের সাথে দেবতার গুরু, আসেন সেখানে যেথা যজ্ঞ হবে সুরু।
সবাকার নাম করে অতি সমাদরে, শোনান এ সমাচার অতি হর্ষ ভরে॥

চৌ ১ রচিল যুগল পুর অতি মনোহর, দুই পুরে রাখে দুই রাজার কুমার।
মথুরা নামেতে এক বিখ্যাত জগতে, দ্বিতীয়ের বিশ্ব নাম বিদিত বেদেতে॥

চৌ ২ জ্যেষ্ঠ পুত্র বুদ্ধি বলে অতি মহীয়ান, সুবাহু তাহার নাম মথুরা রাজন।
পশ্চিমে যমুনা তীরে বিশ্ব নামে খ্যাতি, মহাবীর যূপকেতু তার অধিপতি॥

„ ৩ কেতুরে নিজের কাছে রাখি অতঃপর, পুত্রদ্বয়ে রাজনীতি বোঝান বিস্তর।
সমর্পি নগর দোঁহে আশীর্বাদ ক'রে, নৃপমণি চলিলেন জয়ার্থ তৎপরে॥

„ ৪ চিরঞ্জীব বাদ্য বাজে বিপুল নিঃস্বনে, দক্ষিণে চলিল অশ্ব বিশ্বে সবে জানে।
পুত্র সাথে সচিবেরে রাখিয়া পশ্চাতে, উত্তীর্ণ যমুনা হ'ল তার খরস্রোতে॥

দো ৪৩ রবিসুতা প্রণমিয়া অশ্ব লয়ি সাথে, চলিল সৈন্যের দল বীরের প্রথাতে।
আকাশে দেবতা বৃন্দ অতি আনন্দিত, চতুরঙ্গ সেনা সেই অতি সুসজ্জিত॥

চৌ ১ বাল্মীকির তপোবনে ঘন বনচ্ছায়ে, কৃপার নিধান আসে সৈন্য সাথে লয়ে।
সেথায় সীতার দুই পুত্র পরাক্রম, ভুজবলে অতুলন সূর্যের বিক্রম॥

„ ২ সুকুমার দুই বীর দেখি অশ্ব বনে, অশ্বশিরে জয়পত্র পড়িল দুজনে।
না করি ভাবনা কিছু ধরিয়া অশ্বেরে, বাঁধিল বৃক্ষের সাথে অতিদৃঢ় করে॥

„ ৩ কটিতে কষিয়া তূণ হাতে ধনু নিয়া, সমর বাধিবে জানি উল্লসিত হিয়া।
ছ অযুত অশ্ব সেনা আসিল সেথায়, রঘুপতি পুত্রদ্বয় নির্ভয়ে দাঁড়ায়॥

„ ৪ অশ্বেরে বৃক্ষের ডালে বাঁধা দেখি সেথা, বালক দেখিয়া ক্রোধ না করিল বৃথা।
অশ্বেরে ফিরায়ে দিয়া যাও বাছা ঘরে, ধন্য পিতা তব মাতা যেবা গর্ভে ধরে॥

„ ৫ যোদ্ধা বেশে ভিক্ষা মাগ এ কেমন ভাই, ক্ষত্রিয় কলঙ্ক ইহা জাননা কি তাই।

ছ ১৭ সুন্দর যোদ্ধার বেশে হবে কি কলঙ্ক শেষে ক্ষত্রকুলে দোষ নাহি দিও।
যুদ্ধ ছাড়া অশ্ব লবে এই কি ভেবেছে সবে এ ধরায় নাহি কি ক্ষত্রিয়॥
শুনি এই তীব্র বাণী বালকে কঠোর জানি যোদ্ধা সবে হয় অগ্রসর।
লব হাসি ধরে ধনু জর্জরিয়া সৈন্য তনু ছাড়ে তীক্ষ্ণ শত শত শর॥

„ ১৮ কিছু সৈন্য শয্যা লয় কেহ যোঝে প্রাণ ভয় কেহ কহে শত্রুঘ্নেরে গিয়া।
মুনির বালক দ্বয় যুদ্ধে করে সৈন্যক্ষয় যজ্ঞ অশ্ব রেখেছে ধরিয়া॥
শুনি ক্রোধ ভরে অতি শত্রুঘ্ন সত্বর গতি সৈন্য নিয়া যায় রণস্থলে।
রণস্থলে ক্রোধ ভরে গর্জি সেনা যুদ্ধ করে দেখিয়া লজ্জিত হয়ে বলে॥

সো ৩ হে মুনি বালক দ্বয় রাজহংস সম, ফিরায়ে অশ্বেরে কর ক্রোধ উপশম।
পূজিব তোমারে দোঁহে তাহলে এখন, জনম সফল মোর মানিব তখন॥

চৌ ১ কৌন নাম নৃপ কিহি পুরবাসী, ফিরহু বিপিন সঙ্গ সৈন্য প্রকাসী।
ছাঁড়েউ বাজি হেতু কিহি লাগী, লিখ্যো পত্র বান্ধ্যো ভয় ত্যাগী ॥
„ ২ নহিঁ তব তনু বল পৌরুষ ভাঈ, ছোড়হু পত্র বাজি গৃহ জাঈ।
সুনি রিপুহন কটু গিরা লজানে, গহহু অস্ত্র অস কহি মুসুকানে ॥
„ ৩ হমহিঁ প্রচারত নৃপ বল ভারী, উরপহিঁ সিংহ বাজতে তারী।
অস কহি ধনুষবাণ কর লীনা, মুনিবর বিনয় চরণ সির দীনা ॥
„ ৪ মারেসি রথ সারথী তুরঙ্গা, কোটিন বাণ হনে সব অঙ্গা।
করি মূর্চ্ছিত নৃপ কটক সংহারা, খাহি মাংস অতি গীধ করারা ॥
দো ৪৪ একহি এক প্রচার কর * হনে সকল রণ সূর।
আগে তব রঘুবীর পহঁ * কায়র করনী ধূর ॥
চৌ ১ পূছেহু সকল ভানুকুল নাথা, রিপুকে সবন কহে গুণগাথা।
মুনি বালক দোউ কটক সংহারা, রিপুহন আদি সমর মহঁ ভারা ॥
„ ২ রিপু বালক সুনি বিকল খরারী, বিকল হোয় পুনি কহেউ পুকারী।
লক্ষ্মণ সঙ্গ জাউ দোউ ভাঈ, মুনি বালক বান্ধ্যো বরিয়াঈ ॥
„ ৩ মারহু জনি আনহু পুরমাহী, ঋষিসুত বধন উচিত নহিঁ কাহী।
চল্যো সেষ সঙ্গ সৈন্য অপারা, আয়উ তুরত সমর জেহি মারা ॥
„ ৪ লৈ ঘর জীব জাহু মুনি বালক, দিনকর বংস দেবদ্বিজ পালক।
আঁখিন ওট হোহু সব তাতা, লখি অতি কোপ বঢ়তমম গাতা ॥
দো ৪৫ মুনি লক্ষণকে বচন তব* বিহঁসে বালক বীর।
অনুজ বিলোকহু জায় অব* প্রবল মহারণ ধীর ॥
চৌ ১ অনুজ বিলোকি বচন সুনি কানা, ধনুষ চঢ়ায় গহে কর বানা।
বেষ বিলোকি বাল মুনি জানা, নিজ কুল সমুঝি করৈঁ মন কানা ॥
„ ২ নিজ সহায় সঠ আন বুলাঈ, কেবল তোহিঁ হতে ন ভলাঈ।
সুনি কুস কঠিন বাণ সন্ধানে, কাঁপী পুহুমি সেষ অকুলানে ॥
„ ৩ ছুটে বিসিষ রহে নভ ছাঈ, বাণ ভানুপ্রতিবিম্ব ছিপাঈ।
রিপুহিঁ প্রবল লখি চলা সকোপী, ভরা ন মনহিঁ রহা রথ রোপী ॥
„ ৪ কাটে বিসিষ বিসিষ সন ভাঈ, কৌতুক করহিঁ বিবিধ খগরাঈ।
ঝপটি গদা লক্ষ্মণ তব ঝারী, গির্যো ভূমি কুস মূর্চ্ছিত ভারী ॥
দো ৪৬ মূর্চ্ছিত কুসহিঁ নিহারি করি* ধায়ে লব করি সোর।
আবতহী সর উর হন্যো* গির্যো ন মহি বল জোর ॥
চৌ ১ মল্লযুদ্ধ দোউ ভিরে প্রচারী, লরহিঁ সন্মুখেননমানত হারী।
ভিরহিঁ উপায় বিপুল বল করহীঁ, গিরতহিঁ ধরনি বহুরি উঠি লরহীঁ ॥

চৌ ১ হে নৃপ কি নাম তব কোথা বাস কর, তপোবনে সৈন্য নিয়া বিক্রম প্রচার।
অশ্ব কেন ছেড়ে দেব কি কারণে ভাই, জয়পত্র দেখি বাঁধি নির্ভয়েতে তাই॥
„ ২ পৌরুষ নাহি কি তব বল নাহি দেহে, জয়পত্র অশ্ব সাথে ত্যজি যাও গৃহে।
এই তীব্র বাণী শুনি শত্রুঘ্ন লজ্জিত, অস্ত্র হাতে লও তবে কহিল সস্মিত॥
„ ৩ অহংকারে যুদ্ধে এবে করিছ আহ্বান, করতালি শব্দে কভু সিংহ দেয় কান।
কহি লব কুশ দোঁহে ধনুঃশর ধরে, বাল্মীকির পদোদ্দেশে শির নত করে॥
„ ৪ কটিল সারথি রথ অশ্ব যত ছিল, কোটি বাণে জর্জ্জরিত সবারে করিল।
শত্রুঘ্ন মুছিত হল সৈন্য হল হত, শত হিংস্র গৃধ্র খায় মাংস ইতস্তত॥
দো ৪৪ একে একে সর্বজনে আহ্বানিয়া রণে, সমরে পতন করে ভ্রাতা দুইজনে।
অস্ত্র ত্যাগ করি ক্লান্ত ক্লিষ্ট একজনা, রঘুবীর কাছে যায় অতি ক্ষুন্নমনা॥
চৌ ১ সূর্যকুলনাথ তারে পুছেন সংবাদ, শত্রুর বিক্রম কহে করি গুণবাদ।
মুনির বালক দুই হানে সৈন্যদল, শত্রুঘ্ন মূছিত পড়ি হইয়া বিকল॥
„ ২ শত্রুরে বালক জানি চিন্তিত খরারি, ডাকিলেন লক্ষ্মণেরে উচ্চকণ্ঠ করি।
হে লক্ষ্মণ ভ্রাতা সহ অবিলম্বে গিয়া, আনিবে বালক দ্বয়ে বলেতে বাঁধিয়া॥
„ ৩ মেরোনা প্রাণেতে দোঁহে আনিবে পুরোতে, ঋষির কুমার নহে বধ্য কোনমতে।
অপার সৈন্যের সাথে তখনি লক্ষ্মণ, দ্রুতগতি রণস্থলে করেন গমণ॥
„ ৪ প্রাণ ল'য়ে নিজ গৃহে ফিরহ বালক, সূর্যবংশী মোরা দেব দ্বিজের পালক।
চোখের আড়ালে যাও কেননা আমার, দেখি তোমা হয় মনে ক্রোধের সঞ্চার॥
দো ৪৫ লক্ষণ বচনে বীর সে বালকদ্বয়, হাসিয়া হাসিয়া মৃদু লক্ষ্মণেরে কয়।
ওদিকে যাইয়া দেখ অনুজের প্রতি, দেখিবে হে মহাবীর কি তাহার গতি॥
চৌ ১ শুনি এ বচন আর দেখি অনুজেরে, লক্ষ্মণ ধনুকবাণ ধরে অতঃপরে।
বেশ দেখি ঋষি পুত্র স্থির মনে হয়, নিজ কুল স্মরি মনে দ্বিধা উপজয়॥
„ ২ সাঙ্গপাঙ্গ ডাক মূর্খ, শুধু দুজনারে, ভাল দেখাবেনা মারা মোর ধনুঃশরে।
শুনি কুশ ছাড়ে বাণ তীব্র অতিশয়, কাঁপিল ধরণী 'শেষ' চমকিত হয়॥
„ ৩ ছুটে বান দুই পক্ষে অন্তরীক্ষ ছায়, আকাশে সূর্যেরে যেন ঢাকিল ছায়ায়।
শত্রুরে প্রবল দেখি চলে ক্রোধময়, নির্ভয়ে রথেরে রুখি দাঁড়াইয়া রয়॥
„ ৪ বান দ্বারা বান কাটে গরুড় ভাই, অপূর্ব কৌশলী কুশ তুলনা সে নাই।
হঠাৎ গদার ঘায়ে লক্ষ্মণের হাতে, মূচ্ছিত হইয়া কুশ পরে ধরণীতে॥
দো ৪৬ কুশেরে মূছিত দেখি অতি তারস্বরে, চিৎকারিয়া ধায় লব লক্ষ্মণের পরে।
আসিতে প্রবল তীর লাগে বক্ষ পরে, পড়ে না ভূমির পরে এত শক্তি ধরে॥
চৌ ১ হুঙ্কারিয়া মল্লযুদ্ধ করে দুইজনে, মহাতেজে লব যোঝে হার নাহি মানে।
যুঝিল কৌশলে বহু বিপুল বালকে, ধরণীতে পড়ি পুনঃ উঠিছে বালকে॥

„ ২ বিকল সৈন্য সব মানু সংহারী, সুমিরি কৌশলাধীস খরারী।
মারেউ বাণ লবহিঁ ক্ষিতি ডারা, মূর্চ্ছিত হোয় গিরো্যা বিকরারা ॥
„ ৩ সুমিরি সীয় মুনিচরণ সুহায়ে, গত মূর্চ্ছা কুস আতুর আয়ে।
বিকল বিলোকি বন্ধু লঘু জানী, চল্যো বীর মন বহুত গলানী ॥
„ ৪ লক্ষণ দেখি বীরবর ধায়ে, ধনুষ বাণ ধরি আগে আয়ে।
সত্রুজিত অরি জে সর মারেউ, তে সব বালক কাটি নিবারেউ ॥
দো ৪৭ রামানুজ বিস্মিত বিকল* দেখ সকল আরাতি,
সীয় ত্যাগ উর সোচ বড়* প্রাণ দেন বর ভাতি ॥
চৌ ১ কুস করি ক্রোধ বিসিষ সো লীনে, মন্ত্র প্রেরি মুনিবর জো দীনে।
নাক রসাতল ভূতল মাহীঁ, যহ সর ছুটে বচৈ কোউ নাহীঁ ॥
„ ২ মোহন অস্ত্র নাম তেহি জানী, বিষ্ণু মহেশ ব্রহ্ম জেহি মানী।
মারেসি তাকি মেষ উরমাহীঁ, পরে ধরনিতল সুধি কছু নাহীঁ ॥
চৌ ৩ চলী সৈন্য সব ভাগি অপারা, কৌশল পুরমহঁ জায় পুকারা।
করণী সকল যুদ্ধকৈঁ বরণী, লক্ষণ বীর পরে জিমি ধরণী ॥
„ ৪ জেহি বিধি কটক সকল সংহারা, নিজ লোচন হম নাথ নিহারা।
বয় কিশোর দোউ বাল অনুপা, তব প্রতিবিম্ব মনহুঁ সুরভূপা ॥
„ ৫ কাকপক্ষ শির ধরে বনাঈ, বালকবীর বরণি নহিঁ জাঈ।

দো ৪৮ ভরত জোরি করকৈ কহেউ* বচন অসিত বিলখায়।
সীয় ত্যাগ ফল দীন বিধি* প্রভু কহি দেখহু জায় ॥
চৌ ১ অনুজ সমর মহঁ তুম হিয় হারে, সাজহু হয় গজ রথ মতবারে।
রহো যজ্ঞ রিপু দেখহু জাঈ, বালক রাবণকে দুখদাঈ ॥
„ ২ তীব্র বচন সুনি ভরত লজানে, বহুত ভাঁতি রঘুপতি সন্‌মানে।
জাম্ববন্ত কপিরাজ বিভীষণ, দ্বিবিদ ময়ন্দ নীল নল ভূষণ ॥
„ ৩ প্রথম সখা সব লিয়ে বুলাই, হনুমদাদি অঙ্গদ সমুদাঈ।
রিপুহিঁ মারিকৈ সমর ভগাই, তাত অনুজ দোউ আনহু জাঈ ॥
„ ৪ মাথ নায় সঙ্গ কটক বিশালা, চলে ভরত উর উপজী জ্বালা।
শোণিত সরিতা সমর বিলোকী, ভরপেউ বীর আশা রণ রোকী ॥
দো ৪৯ সমর সীয় দোউ বীরবর* আয় গয়ে বলবান।
দেখ ডরে কপি ভালু সব* তব বোলেউ হনুমান ॥
চৌ ১ ধন্য মাতু পিতু জেহিঁ তুম জায়ে, পুরুষ যুগল ঘর জাহু সুহায়ে।
সমর বিমুখ সুন ভট বিলখানে, হনুমত প্রতি বোলে রিসঠানে ॥

চৌ ২ সৈন্যেরে বিকল দেখি জানি মৃতপ্রায়, খরারি কোশলাধীশে স্মরিয়া সহায়।
মারিল প্রচণ্ড বাণ লক্ষ্মণ তখন, মূর্চ্ছা যাই লব করে ভূমিতে শয়ন॥

„ ৩ জানকী, বাল্মীকি পদ করিয়া স্মরণ, মূর্চ্ছান্তে কুশের তবে হলে জাগরণ।
কনিষ্ঠে মূর্ছিত দেখি মানি গ্লানি মনে, বিপুল বিক্রমে ধায় লক্ষ্মণের পানে॥

„ ৪ লক্ষ্মণ দেখিল যবে বীরশ্রেষ্ঠ আসে, ধনুর্বাণ হাতে লয়ে আসে তার পাশে।
ইন্দ্রজিৎ হন্তা মারে যত তার বাণ, ক্ষুদ্র সে বালক কাটি করে খান খান॥

দো ৪৭ বিপক্ষে প্রবল দেখি রামানুজ তবে, পরম বিস্ময় আর দুঃখ অনুভবে।
সীতারে ত্যাগের লাগি' অনুশোচনাতে, প্রাণ যাক্ সেই ভাল লাগিল ভাবিতে॥

চৌ ১ ক্রোধিত হইয়া কুশ লয় সেই বাণ, মন্ত্রপূত করি মুনি যা' করেন দান।
স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে এ তিন ভুবনে, এ বাণ ছুটিলে নাহি বাঁচে কোন জনে॥

„ ২ মোহন নামেতে শর এই সবে জানে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করেও এ শরে সম্মানে।
সেই শর লক্ষ্মণের বক্ষ লক্ষ্য করে, মারে যবে ধরাতলে সংজ্ঞাহীন পড়ে॥

চৌ ৩ পালাল সকল সৈন্য অতি দ্রুত বেগে, আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে রঘুবীর আগে।
সমরে যা হল তাহা করিল বর্ণন, যে ভাবে লক্ষ্মণ বীর ভূমি শয্যা লন॥

” ৪ যে ভাবে সকল সৈন্যে করে পরাজয়, নিজের চক্ষেতে নাথ দেখি সমুদয়।
বয়সে কিশোর দুই শিশু অভিনব, মনে হয় হে রাজেন্দ্র প্রতিবিম্ব তব॥

„ ৫ কর্ণমূলে কেশ গুচ্ছ অপূর্ব শোভার, বীরত্বে নাহিক মোর শক্তি বর্ণিবার।

দো ৪৮ ভরত শুনিয়া হয় অতি দুঃখী মনে, করজোড়ি কহে তবে রঘুপতি সনে।
বিধি এবে দিলা বুঝি সীতা ত্যাগ ফল, প্রভু ক'ন গিয়া তুমি দেখহ সকল॥

চৌ ১ তুমি দেখি মন মাঝে মানিয়াছ হার, সাজাও রথাশ্ব গজ যুদ্ধের সম্ভার।
যজ্ঞের ব্যবস্থা হলে দেখিব শত্রুরে, রাবণের দুঃখদায়ী বালক দ্বয়েরে॥

„ ২ এই তীব্র বাণী শুনি ভরত লজ্জিত, রামেরে প্রণমি যুদ্ধে হল সুসজ্জিত।
জাম্বুবান বিভীষণ সুগ্রীব রাজন, দ্বিবিদ ময়ন্দ নীল নল ও ভূষণ॥

„ ৩ পুরাণো মিত্রেরে সব ডাকিল তখন, হনুমান অঙ্গদাদি আসে সর্বজন।
রিপুরে প্রহার করি সমর জিনিয়া, হে প্রিয় ভ্রাতারে দুই আনিবে ধরিয়া॥

„ ৪ বিশাল কটক সাথে মাথা নুয়ে চলে, ভরত চলিল তার সর্ব অঙ্গ জ্বলে।
রুধির তটিনী বহে দেখি রণস্থলে, রণ আশা মন হতে গেল দূরে চলে॥

দো ৪৯ সমরে নিপুণ দুই পুত্র জানকীর, অগ্রসরি' আসে রণে যোদ্ধা মহাবীর।
দেখি ভীত ঋক্ষ কপি কটক মহান, তখন কহিল ধীর বীর হনুমান॥

চৌ ১ ধন্য পিতামাতা তব জন্মদাতা দোঁহে, হে শ্রেষ্ঠ পুরুষদ্বয় যাও ফিরে গৃহে।
সমর বিমুখ শুনি বীর উত্তেজিত, কহিল হনুরে ক্রোধে কুশ বীরোচিত॥

„ ২ নহিঁ বল হোই জাহু ঘর ভাঈ, হতোঁ ন ধোঁর জান কদরাঈ।
ভাষৈ বচন ভরত সুনি কানা, লেহু সঁভার বাল ধনু বানা॥
„ ৩ কটকটায় কপি ভালু সমূহা, লীন্হ উপার প্রবল তরু জূহা।
একহি বার সকল তিন মারা, লব কাটহিঁ তিল সম করি ডারা॥
„ ৪ রিপুশর কাটি নিমিষ রকমাহীঁ, যথা মনোরথ খল মিটি জাহীঁ।
কর লব ক্রোধ বাণ ফটকারে, মারে বীর ভূমি ক্ষণ ডারে॥
ছ ১৯ পল ভষহিঃ কঙ্ক করাল জহঁ তহঁ গীধ সব প্রমুদিত ভয়ে।
তহঁ প্রেত সিদ্ধ সমাজ সোহত ব্যাহপ্রতি মঙ্গল ঠয়ে॥
তহঁ ডাকিনী মন মুদিত ডোলহিঁ শাকিনী শোণিত ভরী।
দোউ করন খৈচহিঁ কালিকা শিবগণ করত ক্রীড়া খরী॥
„ ২০ অন্তাবরী গহি গর লপেটহিঁ পিবত শোণিত আতুরে।
গজখাল খৈচহিঁ ভূত শঙ্কর প্রেত সঙ্গর চাতুরে॥
বৈতাল বীর করাল করবর করীকর ইককর ধরে।
বৈ ভার রুধির রণ প্রবাহ পূপান করত হরে হরে॥
দো ৫০ বিষম যুদ্ধ দোউ করি * জীতে কপি সংগ্রাম।
আয়উ পুনি তহঁ নৃপ ভরত * সুমিরি বিধাতা বাম॥
চৌ ১ কপি ভালুহি ঘায়ল সব আবহিঁ, বাণত্রাস মন অতি দুখ পাবহিঁ।
জাম্ববন্ত কপিরাজ বুলায়ে, অঙ্গদ হনূমান সুন আয়ে॥
„ ২ সব মিলি সহিত নিশাচর রাজা, ধরি আনহু দোউ বালসমাজা।
আয় জুটে কপি ভালু ভবানী, তিন কছু প্রভু মহিমা নহিঁ জানী॥
„ ৩ বোলে কুশ সুন বালিকুমারা, তুম বল বিদত জান সংসারা।
পিতহিঁ মরায় মাতু পর হেলী, সকল লাজ আয়ে তুম পেলী॥
„ ৪ সো ফল লেহু সমর সহঁ আজূ, ত্যাগহু সকল কলঙ্ক সমাজূ।
সুনত ক্রোধ অঙ্গদ উর ছাবা, গহি গিরি এক তাহিপর ধাবা॥
দো ৫১ আবত শৈল বিশাল লখি * তিল সম শর হতি কীন।
জস অঙ্গদ বল গর্ব অতি *তস ফল রঘুপতি দীন॥
চৌ ১ তমকিতাহি কুশ বাণ চলাবা, অঙ্গদ নীল অকাশ উড়াবা।
আবত জানি পুহুমি কপি ভারী, মারে বান প্রচারি প্রচারী॥
„ ২ ইত উত জান কতহুঁ নহিঁ পাবৈ, পবন বহৈ জিমি মহি নহিঁ আবৈ।
ক্ষণ অকাশ ক্ষণভূতল ওরা, বোলেউ শরণ নাথ অস তোরা॥
„ ৩ রহেউ গর্ব হুমকহঁ ভগবানা, অগ জগনাথ ন হম পহিচানা।
পাঁচ বাণ বেধেউ কপি দোউ, দীন জানি ত্যাগেউ হঁসি সোউ॥

,, ২ যদি বল নাহি থাকে যাও ফিরে ঘরে, দুর্বল শত্রুরে কুশ কভু নাহি মারে।
ভরত কহিল শুনি বচন তাহার, অস্ত্র ধর বাক্যে কিবা প্রয়োজন আর ॥

,, ৩ দন্ত কড়মড়ি ধায় ঋক্ষ কপি যত, উৎপাটিয়া ল'য় হাতে বৃক্ষ শত শত।
এক সাথে নিক্ষেপিল লব কুশ 'পরে, সমুদয় কাটে লব তিল তিল করে ॥

,, ৪ নিমেষের মধ্যে কাটে শত্রু শর শত, শত্রু মনোবাঞ্ছা ঘুচে এইভাবে যত।
অতি ক্রোধে লব ছাড়ে তীক্ষ্ণ বাণ তার, শত শত যোদ্ধা হল নিমেষে সংহার ॥

ছ ১৯ আহারের লাগি আসে গৃধ্রচীল নীলাকাশে প্রমুদিত তাহাদের মন।
ভূত প্রেত সমূহেরা একত্র হইল তারা উৎসবের আনন্দে মগন ॥
ডাকিনী আনন্দে ঘোরে শঙ্কিনী শোণিত তরে কালিকা শবেরে ধরি টানে।
শিবের পিশাচগণ আনন্দে মগন মন নৃত্য করে তারা স্থানে স্থানে ॥

,, ৪০ নাড়ী ভুঁড়ি করি বার গলে তারা পরে হার রক্ত শোষে তারা ক্ষণে ক্ষণে।
মৃত হস্তী ধরি টানে শিবের পিশাচগণে রণস্থলে ইতস্তত স্থানে ॥
শিবের পিশাচগণে অতীব চতুর রণে মৃতগজ শুণ্ড ধরি টানি।
প্রচণ্ড বেতাল বীরে রক্তশোষে হস্তী শিরে মুখে করে হর হর ধ্বনি ॥

দো ৫০ প্রচণ্ড সংগ্রাম করি দুই ভ্রাতা তবে, জিনিল সকল সৈন্য ঋক্ষ কপি সবে।
নৃপতি ভরত পুনঃ অগ্রসর হয়, জানি আজি বিধি তার নহেক সহায় ॥

চৌ ১ ঋক্ষ কপি বাণ জালে সমাচ্ছন্ন হই, পলায়ন করে মুখে শুধু ত্রাহি ত্রাহি।
জাম্বুবান সুগ্রীবেরে ডাকেন তখন, আসে সাথে অঙ্গদ ও পবন নন্দন ॥

২ বিভীষণ সাথে সবে যাও ত্বরা করে, ধরিয়া আনিবে এই দুই বালকেরে।
ঋক্ষ কপি ধেয়ে যায় শুন হে ভবানি, প্রভুর মহিমা কত কিছুই না জানি ॥

,, ৩ কুশ কহে শুন ওহে বালীর কুমার, তোমার বীরত্ব আজি বিদিত সংসার।
বিধবা মাতারে তব পর গৃহে দিলে, সকল সরম তুমি আসিয়াছ ফেলে ॥

,, ৪ আজিকে তাহার ফল লভি' সংগ্রামেতে, মিটিবে কলঙ্ক সব রণে দেহপাতে।
শুনি ক্রোধে অঙ্গদের হৃদয় জ্বালায়, প্রকাণ্ড পর্বত লয়ে কুশ প্রতি ধায় ॥

দো ৫১ বিশাল শৈলের খণ্ড আসিতে দেখিয়া, তিল তিল করি কাটে তীক্ষ্ণ বাণ দিয়া।
অঙ্গদের বলগর্ব যাহা ছিল অতি, সমুচিত ফল তারে দেন রঘুপতি ॥

চৌ ১ ক্রোধিত দেখিয়া তারে কুশ বান ছাড়ে, নীল ও অঙ্গদ দোঁহে আকাশেতে ওড়ে।
ভূমিতে নামিলে কপি নভতল হতে, প্রবল প্রতাপে বাণ ছাড়ে সাথে সাথে ॥

,, ২ এদিকে ওদিকে কোথা যেতে নাহি পারে, পবন বহিছে যেন ভূমির উপরে।
ক্ষণেতে আকাশে আর ক্ষণে ভূতলেতে, কহিল শরণ নাথ লব মাথা পেতে ॥

,, ৩ মোদের গরব ছিল হায় ভগবান, জগন্নাথেরে তাই নাহি চিনিলাম।
পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করি কুশ কপিদ্বয় জর্জরিত জানি দোঁহে হাসি ছেড়ে দেয়।

চৌ ৪ পরে ভরতকে সন্মুখ জাঈ. দশা দেখি কপিদশা ভুলাঈ।
জম্ববন্ত হনুমান কপিশা, ধায়ে তরু গিরিলৈ বহু কীশা॥

দো ৫২ হঁসে কুমর কুশ দেখি কপি * অনুজহিঁ কহেউ বুঝায়।
আজ সমর জিতি হহু ভরত * ভালু কপিন বিলগায়॥

চৌ ১ প্রভুসুত সমর কিন্হ জস করণী, নিগম শেষ শারদ নহি বরণী।
চরিত তাসু সুনু শৈল কুমারী, মারেউ সমর শূর কপি ভারী॥

" ২ সমরধীর দোউ বাল বিরাজে, নিরখি ভালু কপি মন অতি লাজে।
এঁচি ধনুষ গুণ ছাঁড়েউ সায়ক, কপিপতি আজি হনে কপিনায়ক॥

" ৩ মূর্চ্ছিত সৈন্য পরী মহিমাহীঁ, বচো ন কপি ঘায়ল জো নাহীঁ।
দেখি ভরত সব সৈন নিপাতী, * কোপি বান মারেউ লব ছাতী॥

" ৪ মূর্চ্ছিত বিকল পরেউ মহিমাহী * অতি অচেত তনুকী সুধি নাহী।
দুখিত দেখি কুশ অমিত রিসানা, চাপ চঢ়ায় বাণ সন্ধানা॥

" ৫ শ্রবণ প্রয়ন্ত খৈঁচি ধনু বীরা, ভরত হৃদয় মারেউ শত তীরা।
ভয়ো যুদ্ধ তহঁ বিবিধ প্রকারা, বীর বাঁকুরে সুভট অপারা॥

দো ৫৩ সমরভূমি সোয়ে ভরত, * লবহিঁ লীন উরলায়।
সুমির মাতু গুরুচরণ যুগ * রহে সমর জয় পায়॥

চৌ ১ আয়ে খবর লেন চরচারী, ভরতসৈন্য তিন সকল নিহারী।
শোণিত সরিতা দেখি ডরানে, হয় গজ বহেজাত রথ জানে॥

" ২ দেখী সরিত ভয়ঙ্কর ভারী, কঠিন করাল সুনহু উরগারী।
বহুতক উছরি বূড়ি পুনি আঈ, চর্ম মনহু কচ্ছপকী নাঈ॥

" ৩ মহা তরঙ্গ বীর বহ জাহীঁ, ঘায়ল পৈর তীর লপটাঈ।
ফিরে দূত কৌশলপুর আয়ে, সমাচার সব রাম সুনায়ে॥

" ৪ চরবর বচন সুনত দুখ পাবা, ত্যাগেউ মখ নিজকটক বনাবা।
চলে সকোপ কৃপালু উদারা, আয়ে জহঁ প্রভু কটক সঁহারা॥

" ৫ মুনিবর বালক দেখ সুহায়ে, শির নবায় প্রভু নিকট বুলায়ে।

দো ৫৪ পুঁছেউ বোল বুলায় দোউ * কহহু মাতু পিতু নাম।
দেশ গ্রাম নিজ কহহু সব * বড় জীতেহু সংগ্রাম॥

চৌ ১ গতহু অস্ত্র জনি কহহু কহানী, পুছহু নাম গাঁব কহ জানী।
সমর বাত বহু অতি কদরাঈ, ছাঁড়ি সোচ অব করহু লরাঈ॥

" ২ বংশ নাম বিনু পুছেহু তাতা, হতোঁ ন বাণ মনোহর গাতা।
মাতা সীয় জনককী জাতা, বাল্মীকি পাল্যো মুনি তাতা॥

চৌ ৪ ভরত নিকটে তারা গিয়া তবে পড়ে, দশা দেখি মনে হয় চেতনা না ধরে।
হনুমান জাম্বুবান কপির ঈশ্বর, গিরি বৃক্ষ লয়ে ধায় কপিরা বিস্তর ॥

দো ৫২ হাসিল কুমার কুশ দেখি কপিগণে, বুঝায়ে অনুজে কহে দেখিবে এ রণে।
ঋক্ষ কপি সেনাগণে করি রিতারিত, জিনিব ভরতে আমি অতি ত্বরান্বিত ॥

চৌ ১ প্রভুর কুমার যুদ্ধ করিল এমন, নিগম সারদা শেষ বর্ণিত অক্ষম।
তাহার চরিত শুন হে গিরিকুমারি, সমরে হানিল কত শূর কপি অরি ॥

„ ২ সমরে অটল দুই বালক বিরাজে, ঋক্ষ কপি দেখি দোঁহে অতিশয় লাজে।
আকর্ণ টানিয়া গুণ ছাড়িছে সায়ক, মারিল সুগ্রীব আদি কপির নায়ক ॥

„ ৩ মূর্চ্ছিত হইল সৈন্য ধরা শয্যা লয়ে, একজনও রহিল না আহত না হয়ে।
সব সৈন্য নিপাতিত দেখি ক্রোধে হানে, ভরত প্রচণ্ড বাণ লব বক্ষ পানে ॥

„ ৪ মূর্চ্ছিত বিকল লব পড়িল ধরায়, অচেতন লব দেহ প্রাণহীন প্রায়।
অতি ক্রোধে কুশ দেখি লবেরে শয়ান, ধনুকে চড়ায়ে বাণ করিল সন্ধান ॥

„ ৫ আকর্ণ টানিয়া গুণ কুশ মহাবীর, ভরতের বক্ষ মাঝে হানে শত তীর।
তখন হইল যুদ্ধ অপূর্ব ধারায়, প্রচণ্ড বীরত্ব উভে বর্ণন না যায় ॥

দো ৫৩ ভরত শয়ান হ'ল শেষে ভূমি পরে, মুর্চ্ছা অন্তে লবে কুশ বক্ষ মাঝে ধরে।
স্মরি উভে মাতৃ গুরু চরণ কমল, জয় লভি রনক্ষেত্রে দাঁড়ায় অটল ॥

চৌ ১ দূত চারি আসে বনে লইতে সন্দেশ, সকল ভারত সৈন্যে দেখিলত শেষ।
দেখিল শোনিত স্রোত তাহে বহে যায়, গজ অশ্ব রথ রথী দেখিয়া ডরায় ॥

„ ২ দেখিল তটিনী সেই অতি ভয়ঙ্কর, হে গরুড় শুন তাহা প্রচণ্ড প্রখর।
উঠিছে ডুবিছে তাহে কত কি যে হায়, এরূপে ঢালেরে দেখি কূর্ম মনে হয় ॥

চৌ ৩ সে মহা তরঙ্গে কত বীর বহে যায়, খণ্ডিত চরণ কারো তটে লগ্ন হয়।
কোশল পুরেতে দূত আসিল ফিরিয়া, রামচন্দ্রে নিবেদিল সব বাখানিয়া ॥

„ ৪ দূতের বচন শুনি অতি দুঃখ পান, যজ্ঞ ত্যজি রণসজ্জা করেন বিধান।
ক্রোধেতে চলেন সেই কৃপাল উদার, আসেন যেথায় সৈন্য হয়েছে সংহার ॥

„ ৫ দেখিয়া সুন্দর দুই মুনি বালকেরে, মস্তক ইঙ্গিত করি ডাকেন দোঁহারে।

দো ৫৪ পুছেন নিকটে ডাকি দুই বালকেরে, পিতার মাতার নাম কহ বৎস মোরে।
কোন দেশ কোন গ্রাম কহ মোরে সব, জিনিয়াছ রণ উভে অতি অসম্ভব ॥

চৌ ১ লহ অস্ত্র বাক্যে এবে নাহি প্রয়োজন, নাম গ্রাম প্রশ্ন কর কি তার কারণ।
সমরে বাক্যের ছটা কাপুরুষে কয়, সমরে প্রবৃত্ত হও ত্যজি চিন্তা ভয় ॥

„ ২ বংশ নাম না জানিয়া বল কি প্রকারে, বাণাহত করি আমি সুন্দর শরীরে।
মাতা হন সীতাদেবী জনক তনয়া, বাল্মীকি পালেন দোঁহে আশ্রমেতে নিয়া ॥

চৌ ৩ পিতাবংশ নহিঁ জানহিঁ আজু, লব কুশ নাম সুনহু রঘুরাজু।
সুনি সব কথা রাখি মনমাহীঁ। বাল বিলোকি বধব ভল নাহীঁ॥
„ ৪ আবত সুভট সমূহ হমারে, লরিহহিঁ তুমসন সমর সুখারে।
অস কহি অঙ্গদ নীল উঠাবা, জাম্ববন্ত কপি-পতিহিঁ বুলাবা॥
ছ ২১ কপিরাজ অঙ্গদ জাম্ববানহি বোলি নিশিচর নায়কঃ।
হনুমান দ্বিবিদ ময়ন্দ নীলহি সুভট জে অতিলায়কং॥
তব হরণ শূলহি পাপ নাশন কহ্যো হঁসি রঘুনন্দনং।
ভরতাদি রিপুহন সহিত লক্ষ্মণ পরে খলমদগঞ্জনং॥
„ ২২ লঙ্কেশ আদিক সুভট মারে বীর জে মহিমণ্ডনং।
তে আজ বালক বিপ্রসো রণপরে রিপুমদগঞ্জনং।
কুলকান অব নিজ জান লরহু সো শৈল তরু বহুলৈঁ চলে।
দৈঁ হূহ বানরজূহ পর্বত ভারি পুনি রণ মুরি চলে॥
দো ৫৫ সাবধান ধনু বান লৈ * ধায়উ লব বলবান।
সন্মুখ আনি বিভীষণহি * বোলেউ বহুরি রিসান॥
চৌ ১ সুন সঠ বন্ধুহিঁ সমর জুঝাঈ, শত্রুহিঁ মিলেউ নিপট কদরাঈ।
পিতা সমান বন্ধু বড় তোরা, ক্রিয়া তাসু লৈ ঘর বরজোরা॥
„ ২ পাপী মাতু কহি কই বারা, সো পত্নী য়হ ধর্ম তুম্হারা।
বূড় মরহু সাগর মহঁ জাঈ, মর গর কাটি অধম অন্যাঈ॥
চৌ ৩ সমরভূমি সম ন্মুখ আবা, লাজ হোত নহিঁ গাল বজাবা।
আঁখিন আগেতে ছটি জাঈ, নহি তৌ মৃত্যু নিকট চলি আঈ॥
„ ৪ সুনি খিসিয়ান গদা তেহিঁ লীনী, শর হতি খণ্ড খণ্ড লব কীনী।
সাত বাণ মারেউ করি ক্রোধা, গিরে্যা ধরণি শর লাগত যোধা॥
„ ৫ গিরত কোপি কর শূল চলাবা, লব তনু তড়িত সমান সমায়া।

দো ৫৬ দূরি শূল করি বন্ধু দোউ* শর মারেউ পুনি দাপ॥
জাম্ববন্ত কপিরাজ নল* অঙ্গদ করহিঁ বিলাপ।
চৌ ১ জো গিবি তরু কপি ডাহি আঈ, রজ সমান তেহিঁ দেহিঁ উড়াঈ॥
নিজ বাণন কপি ঘায়ল কীনে, জো জেহি উচিত সুতস ফল দীনে।
„ ২ রঘুকুল তিলক প্রচারতি পাছে, বীর ধুরীণ হতে সব আছে॥
অঙ্গদ হনুমান ভট ভারী, তে ধায়ে তরু শৈল উপারী।
„ ৩ ডারি শৈল দোউ ভিরে রিসাঈ, খড়গন হনে বীর বরিআঈ॥
কপিন কোপ করি উর হত তেহীঁ, জিমি খগ মশক চাটি গজদেহীঁ।

চৌ ৩ আজো নাহি জানি মোরা পিতৃ পরিচয়, লব কুশ আমাদের নাম রঘুরায়।
শুনিয়া রাখেন মনে গোপনে শ্রীরাম, পুত্রে দেখি বধ ইচ্ছা মনে অস্তমান ॥
„ ৪ এসেছে আমার সাথে বীর যোদ্ধা সবে, তব সাথে যুদ্ধ করি তারা সুখী হবে।
ইহা কহি অঙ্গদেও নীলেরে উঠান, জাম্বুবান সুগ্রীবেরে ডাকিয়া পাঠান ॥

ছ ২১ কপিরাজে বিভীষণে অঙ্গদে ও জাম্বুবানে ডাকিলেন শ্রীরাম সবারে।
নীল ও ময়ন্দ বীর হনুমান রণধীর দ্বিবিদ প্রমুখ বীরবরে ॥
দুঃখহারী পাপনাশী শ্রীরাম কহেন হাসি ভরত লক্ষ্মণ শত্রু হন।
যাহারা সর্বদা রণে খল গর্ব বিমর্দনে আজি ভূমে করেছে শয়ন ॥
„ ২২ যে মহীভূষণ বীর শত্রু দর্প নাশি ধীর লঙ্কেশ্বরে করে পরাজয়।
ব্রাহ্মণ বালক হাতে সে আজি এ সমরেতে করিয়াছে শয়ন ধরায় ॥
কুলের মর্যাদা জ্ঞানে যুদ্ধ কর প্রাণপণে সবে চল তরু শৈল নিয়া।
হুপ্‌হাপ্‌ শব্দ করি চলে কপি শৈল ধরি রণ মাগে রণ ক্ষেত্রে গিয়া ॥

দো ৫৫ ধনুর্বান হস্তে লয়ে অতি সাবধান, ধাইল সমর ক্ষেত্রে লব বলবান।
বিভীষণ সম্মুখেতে আসি অতঃপর, কহিল তাহারে ডাকি ক্রোধে ভয়ঙ্কর ॥

চৌ ১ রে শঠ ভ্রাতারে তোর সমরে হানিয়া শত্রু সাথে মিলেছিস কাপুরুষ হিয়া।
পিতা সম ভ্রাতা যেই অগ্রজ যে তোর, তারি স্ত্রীকে লয়ে ঘর করিস রে চোরে ॥
„ ২ মাতা বলে ডেকেছিস তারে কত বার, তারেই করিস পত্নী ধর্মের নস্যার।
সমুদ্রে ডুবিয়া মর নীচ পাপাশয়, কণ্ঠ ছেদি মর তুই ওরে দুরাশয় ॥
„ ৩ আমার সমুখে আজি আসিস্ সমরে, আহ্বানিতে মোরে তোর লজ্জা নাহি করে।
চোখের সমুখ থেকে এখুনি যা' সরে, নতুবা মরণ তোর হবে এইবারে ॥
„ ৪ শুনিয়া লঙ্কেশ নিল গদা ক্রোধভরে, বাণে বাণে খণ্ড খণ্ড লব তাহা করে।
ক্রোধ ভরে সাত বাণ মারে লব তারে, শরাঘাতে যোদ্ধা পড়ে ধরণী উপরে ॥
„ ৫ পড়িতে পড়িতে ক্রোধে ত্রিশূল চালায়, লব দেহে বিজলীর আভাষ লাগায়।

দো ৫৬ দুই ভ্রাতা এক সাথে ত্রিশূলে রুখিল, অতীব প্রতাপে শর উড়ে সন্ধানিল।
জাম্বুবান কপিরাজ অঙ্গদ ও নল, বিলাপি' বাণের দাপে হইল বিকল ॥

চৌ ১ যত শৈল তরু কপি নিক্ষেপিল তায়, ধূলি সম কাটি তাহা উড়াইয়া দেয়।
নিজবাণে কপিগণে করিয়া আহত, সমুচিত ফল দান দেয় বিধিমত ॥
„ ২ রঘুকুল শিরোমণি পিছনে দাঁড়ায়ে, বাহবা দিলেন লব কুশের লড়ায়ে।
অঙ্গদ ও হনুমান মহা পরাক্রম, উপাড়ি বিটপী শৈল করে আক্রমণ ॥
„ ৩ ক্রোধভরে দুই কপি মারে শৈল ছুঁড়ি, খণ্ডিল কুমার দ্বয় হানি তরবারি।
ক্রুদ্ধ কপি বক্ষে তার করে মুষ্ঠাঘাত, হস্তী পরে মশকের যেন পদাঘাত ॥

" ৪ হতি দোনৌ কপি ভূমি গিরায়ে, জাম্ববন্ত কপিপতিপহঁ আয়ে ॥
ইহি তনু কোটিক সমর লড়াই, জীতে লড়ে বহুত হম ভাঈ।

দো ৫৭ যে বালক ত্রিভুবনবলী* জীত সকৈ নহিঁ কোয় ॥
চলহ প্রাণ দীজৈ সমর* অমর জগত নহিঁ হোয়।

চৌ ১ আয়ে ভালু বলী ভট নানা, তানি শরাসন শর সন্ধানা ॥
হৃদয় তানি লব মারেউ সায়ক, যোজন সাত গয়ো কপিনায়ক।

" ২ ঘায়ল ভাপু লপেটে জাহিঁ, মল্লযুদ্ধ কুশ কীন্হ তিনহাহীঁ ॥
নিজবল ঋচ্ছহিঁ অবনি পছারা, দুই কর চরণ বাঁধি বিকরারা।

" ৩ হনুমন্তহিঁ বাঁধ্যো লব ধাঈ, রাখেউ নিকট অশ্বখল লাঈ ॥
রথবারী ছাঁড়েউ কুশ বীরা, আপ গয়ো রঘুনায়ক তীরা।

" ৪ দেখেউ রথপর শ্রীপতি সোয়ে, কিরেউ বীর লব লাজ বিগোয়ে ॥
সুভগ অস্ত্র পট ভূষণ নানা, চলে অশ্বধরি লৈ হনুমানা।

ছ ২৩ শুভ অস্ত্র পট ভূষণ সুমর্কট ঋচ্ছ সংগ হয় ধর চলে ॥
সিয় নিকট নায়ো মাথ দোউ সুত ভেট ভূষণ জে ভলে।
পহিঁ চানি কপি দোউ নিরখি ভূষণ সহমি সিয় ধরণী পরী ॥
ইতি বীচ মুনিবর সঘন আয়ে সিয়হিঁ অতি বিনতী করী।

" ২৪ হনুমান ভালুহিঁ ছোড়ি বেগহিঁ ত্যাগি বহু সমঝয়উ ॥
রুপুদমন লছিমত সহিত ভরতহিঁ রাম সমর সুবায়উ।
সুত কীন্হ কর্ম কলঙ্ক কুলমহঁ মোহিঁ বিধি বিধবা করি ॥
তজি সোচ চন্দন অগর আনহু জাউঁ পিয়সঁগ অব জরি।

ছ ২৫ মুনি ধীর জানকি দেই লবকুশ সঙ্গ লৈ সাদর চলে।
রণ দেখি বালক চরিত দেখত বিহঁসি মন প্রমুদিত ভলে ॥
রথ দেখি হয় পহিঁ ঠ্নি প্রভুকহঁ জায় মুনি আগে ভয়ে।
উঠি বৈঠু কোশলনাথ আরত তনয় তব আগে ছয়ে ॥

সো ৫ সুনি মুনিবর বর বৈন* জাগে রঘুপতি ভয় হরণ।
বিহঁসি উঘারে নৈন* লীন্হে হৃদয় লগায় মুনি ॥

চৌ ১ প্রভূহিঁ দেখ মুনি অতি হর্ষানে, বার বার নিজ ভাগ্য বখানে।
জেহি বিধি শেষ সীয় বন আনী, মুনি সো সবহী কহ্যো বখানী ॥

" ২ লবকুশ কথা সকল মুনি ভাখী, শিব বিরঞ্চি সূরজ কর সাখী।
মিলে তনয় দোউ হৃদয় লগাঈ, সুধাবর্ষ সুর সৈন্য জিবাঈ ॥

" ৩ ভরত আদি জাগে সব ভ্রাতা, লক্ষ্মণ চলে জহঁ সিয় মাতা।
বহুরি রাম লক্ষ্মণহিঁ বুলাঈ, সুনহু তাত অস বচন সুনাঈ ॥

চৌ ৪ উভয় কপিরে মারি ফেলে ভূমি তলে, জাম্ববান কপিরাজ সুগ্রীবেরে বলে।
এ জীবনে কোটি যুদ্ধ করিয়াছি আমি, জিনিয়াছি বহু যুদ্ধ জানত হে স্বামি ॥
দো ৫৭ এই দুই বালক দেখি জয়ী ত্রিভুবনে, এদের জিনিতে নাহি পারে কোনো জনে ॥
চল এবে প্রাণ দেবে আজি সমরেতে, অমর কে আছে আর বল এ জগতে ॥
চৌ ১ আসিল ভল্লুক কপি বহু বীরবর, শরাসনে তীক্ষ্ণ বাণ প্রচণ্ড প্রখর।
সন্ধানি মারিল লব সুগ্রীবের বুকে, ফেলিল যোজন সাত দূরেতে তাহাকে ॥
„ ২ আহত হইয়া ঋক্ষ হয় বিঘুর্ণিত, মল্লযুদ্ধে কুশ তারে পেষে রীতিমত।
বাহুবলে ভল্লুকেরে আছাড়ি মহীতে, দুই হস্ত দুই পদ বাঁধে বিধিমতে ॥
„ ৩ দ্রুত পদে গিয়া লব বাঁধে হনুমানে, রাখিল তাহারে বাঁধি যজ্ঞ অশ্ব স্থানে।
রাখিয়া কুশেরে রত প্রহরাতে সেথা, আপনি চলিল লব রঘুনাথ যেথা ॥
„ ৪ দেখিল রথের পরে শ্রীপতি শয়ান, দেখিয়া লজ্জিত লব করিল প্রস্থান।
অস্ত্র বস্ত্র আভরণ রাখি অশ্ব পরে, লব কুশ হনুমানে ল'য়ে ফিরে ঘরে ॥

ছ ২৩	যজ্ঞাশ্বে ও হনুমান	অস্ত্র বস্ত্র জাম্ববান	ভূষণ রতন ল'য়ে গেলা গৃহ পানে।
	সীতার নিকটে গিয়া	শ্রীচরণে প্রণমিয়া	রতন ভূষণ রাখে তাঁহার চরণে ॥
	দেখিয়া রতন মনি	উভয় বন্দীরে চিনি	সীতাদেবী সংগাহীনা পড়েন ধরণী।
	মুনিবর সেইক্ষণে	আসিলেন সেই স্থানে	সীতারে প্রার্থনা করি জাগান তখনি ॥
„ ২৪	কহে সীতা সক্রন্দনে	হনুমানে জাম্ববানে	মুক্ত কর অবিলম্বে বোঝান পুত্রেরে।
	লক্ষ্মণ ও শত্রু ঘনে	শ্রীরামভরত সনে	ধরাশায়ী করিয়াছ তোমরা হায় রে ॥
	কুলের কলঙ্ক সম কি	করিলে পুত্র মম বিধবা	কারল বিধি আজিকে আমারে।
	অগরু চন্দন আন	ত্যজহ শোচনা ঘন	চিতার অগ্নির মাঝে যাব মৃত্যু পারে ॥
„ ২৫	সীতারে সান্ত্বনা দিয়া	লবকুশে সঙ্গে নিয়া	রণক্ষেত্রে মুনীশ্বর চলেন তখন।
	প্রচণ্ডতা দেখি রণে	বালকের কর্ম জ্ঞানে	প্রমুদিত হন মুনি সস্মিত আনন ॥
	রথ অশ্ব দেখি মুনি	বিসক্ষণ তাহা চিনি'	প্রভু পাশে মুনীশ্বর উপস্থিত হন।
	হে প্রভু উত্থান কর	তব সুত সকাতর	দাঁড়ায়ে সমুখে তব চিন্তায় মগন ॥

সো ৫ শুনিয়া মুনির সেই রমণীয় বাণী, ভয়ত্রাতা রঘুপতি জাগেন তখনি।
নেত্র উন্মীলিত করি সহাস্যে তখন, মুনিরে টানিয়া লন বক্ষেতে আপন ॥
চৌ ১ প্রভুরে দেখিয়া মুনি অতি আহ্লাদিত, বার বার নিজ ভাগ্য করেন বিদিত।
যে হতে লক্ষ্মণ আনে সীতারে বনেতে, কহেন সমস্ত মুনি অকুণ্ঠ চিত্তেতে ॥
„ ২ শঙ্কর বিরিঞ্চি ভানু রাখি সাক্ষী তার, লব কুশ সব কথা কহিল বিস্তার।
শ্রীরাম তনয় দোঁহে তার বক্ষে লন, অমৃত সিঞ্চনে সুর তোলে সৈন্যগণ ॥
চৌ ৩ ভরত শত্রুঘ্ন আদি জাগে সব ভ্রাতা, লক্ষ্মণ উঠিয়া চলে যেথা সীতা মাতা।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে পুন কহেন ডাকিয়া, আমার বচন বৎস শুন মন দিয়া ॥

চৌ ৪ ঐসে বচন মানি সম ভাঈ, সিয়সন শপথ লেহু তুম জাঈ।
লক্ষ্মণ জায় শীশ সিয়নাবা, কুশল কহী বহুবিধি সমঝাবা ॥
„ ৫ হরি ইচ্ছা সিয়মন অস আবা, সেষ সহসফণি আনি দেখাবা।

দো ৫৮ জটিত মণিন সিংহাসনহিঁ* সাদর সীয় চঢ়ায় ॥
ভয়ে অলোপ পতালমহঁ* মহিমা কিমি কহিজায়।

চৌ ১ লক্ষ্মণ চরিত দেখ সব ঠাঢ়ে, নয়ন প্রবাহ চলে অতি গাঢ়ে ॥
সকল চরিত সুনি কৃপানিধানা, চলন হমার সীয় মন জানা।
„ ২ তনয় সহিত নিজপুর প্রভু আয়ে, দান দীন শুভ যজ্ঞ করায়ে ॥
জেহি জেহি বিধি সুর আয়সু দীনে কোটি কোটি বিধি সোই প্রভু কীনে।
„ ৩ কোটিক ধেনু ধাম ধন ধরণী, দীন কৃপানিধি কো সক বরণী ॥
ভোজন বিবিধ ভাঁতি করবায়ে, বিদা কীন্হ মুনিবৃন্দ বুলায়ে।
„ ৪ জনকহিঁ পূজি বিদা প্রভুকীনা, সুত প্রভু পূজি পয়োদক লীনা ॥
আয়ে জনক গুরুহি পহুচাঈ, বৈঠে প্রভু মহিদেব বুলাঈ।

দো ৫৯ লক্ষ লক্ষ বর ধেনু ধন* পূজি পূজি দ্বিজ পায় ॥
এক এক বিপ্রন দঈ* হর্ষিত কৌশল রায়।

চৌ ১ গে সব মুনি সজ্জন নিজধামা, পায়ো অমিত অমিত মুখ রামা ॥
পুরবাসী আয়ে সব ঝারী, সুনহিঁ পুরাণ অনন্দ সুখারী।
„ ২ জে জড় চেতন জীব ধনেরে, সচরাচর কৌশলপুরকেরে ॥
তিন সুখ বঢ়ত সুনত সুররায়া, করহিঁ বিনোদ বিহায় অমায়া।
„ ৩ ইহিবিধি বিপুল কাল চলি গয়উ, নিজপুর গমন নো অবসর ভয়উ ॥
বীতী অবধি ব্রহ্ম তব জানী, নারদ মুনি সন কহা বখানী।
চৌ ৪ নিজপুর আবন কহহিঁ খরারী, ধর্মরাজকহঁ করহু হঁকারী।
বিনতী বহু বিরঞ্চি তব ভাখী, চলে ধর্ম রঘুপতি উর রাখী ॥

দো ৬০ আয়উ যম রঘুবীর পুর* মুনিবর বেষ বনায়।
তেজপুঞ্জ সুন্দর তরুণ* কটি মৃগত্ব চা সুহায় ॥

চৌ ১ দ্বারপাল লক্ষ্মণ কহঁ জানা, বোলেউ তাপস অতিমৃদু বানী।
তুরত শেষ তব খবর জনাঈ, সুনত বচন আয়ে রঘুরাঈ ॥

চৌ ৪ মোর হ'য়ে জানকীরে কহ গিয়া ভ্রাতা, শপথ করিয়া যেন কন নির্দোশিতা।
লক্ষ্মণ সীতার পদে মাথা নত করি, কুশল প্রশ্নের পরে বোঝান বিস্তারি ॥
" ৫ হরির প্রস্তাব শুনি সীতার মনেতে, মনে হ'ল শেষ যেন সহস্র ফনাতে।
অগ্রসর হইতেছে অতি ধীরে ধীরে, যে টুকু সম্মান ছিল গ্রাস করিবারে ॥
দো ৫৮ মনিময় সিংহাসনে অতি সমাদরে, সীতারে বসান হ'ল তাহার উপরে।
সীতা কন যদি আমি মনে প্রাণে সত্য, রামপদ ছাড়া যদি নাহি মোর গতি ॥
৫৮ (ক) তাহলে ধরণী মাতা এই দ্বিধা মাঝে, দ্বিধা হও ঠাঁই দাও তোমার সমাজে।
সীতার মহিমা কত কহিব কেমনে, জানকী পাতালে যান বসি সিংহাসনে ॥
চৌ ১ লক্ষ্মণ সবার সাথে দেখিয়া বিস্মিত, নয়নে বারির ধারা হয় প্রবাহিত।
কৃপার নিধান কন শুনি বিবরণ, মোর মনোভাব সীতা জানে বিলক্ষণ ॥
" ২ তনয় সহিত প্রভু আসেন স্বপুরে যজ্ঞ দান করিলেন বিবিধ প্রকারে।
যে ভাবে দেবতা গণ করেন নির্দেশ, বহু ভাবে সে সকলি করেন বিশেষ ॥
" ৩ কোটি ধেনু ধন ধাম ভুসম্পত্তি আর, দিলেন কৃপার নিধি বর্ণনা অপার।
বিদায় দিলেন বহু মুনি ঋষিগণে, বিবিধ প্রকারে তৃপ্ত করায়ে ভোজনে ॥
" ৪ জনকে পূজিয়া প্রভু দিলেন বিদায়, পুত্রেরা প্রভুরে পূজি পদোদক লয়।
পঁহুছিয়া জনকেরে গুরুর সহিত, আহ্বানি ব্রাহ্মণগণে বসেন বিহিত ॥

দো ৫৯ লক্ষ লক্ষ শ্রেষ্ঠ ধেনু বহুবিধ ধন, অর্পণ করেন দ্বিজে পূজিয়া চরণ।
প্রতি বিপ্র পেল বিত্ত অশেষ প্রকার, কোশল অধীশ পান আনন্দ অপার ॥
" ১ সকল সজ্জন মুনি যায় নিজ ধাম, অমিত প্রকারে সুখ পাইলেন রাম।
দলে দলে পুরবাসী আসিল শুনিতে, পুরাণ কাহিনী যত আনন্দ মনেতে ॥
চৌ ২ যে জড় চেতনা জীব চর ও অচরে, আছিল ব্যাপিয়া সেই কোশল নগরে।
সুখ মাত্রা সকলেরি বাড়িছে জানিয়া, ইন্দ্রও রহিত মায়া আনন্দিত হিয়া ॥
" ৩ এই ভাবে বহুকাল হইলে বিগত, নিজপুরে গমনের সময় আগত।
সীমা অতিক্রম করে ব্রহ্মা তাহা জানি, দেবর্ষি নারদে ডাকি কহেন আপনি ॥
" ৪ নিজ পুরে আসিবার ইচ্ছা খরারির, ধর্মরাজে আন ডাকি হে মুনীশ ধীর।
বিরিঞ্চি বিনতি করি ধর্মেরে বোঝায়, চলে ধর্ম স্মরি হৃদে রাম রঘুরায় ॥

দো ৬০ আসিল অযোধ্যা পুরে ধর্মরাজ যম, মুনি বেশে পরিধান মুনির মতন।
কটিদেশে মৃগবর্ম কিবা শোভা পায়, তেজ পুঞ্জ মনোহর তরুণের কায় ॥
চৌ ১ দ্বার পাল লক্ষ্মণেরে জানিয়া সেথায়, কহিল বচনে মৃদু মুনি মহোদয়।
ত্বরায় সংবাদ দেন রামেরে লক্ষ্মণ, আসিলেন রঘুপতি শুনিয়া বচন ॥

*লেখক-অনুবাদক

„ ২ মুনিহিঁ নিরখি প্রভু কীন্হ প্রণামা, সাদর উচিত কহেউ শ্রীরামা।
অর্ঘ্য দীন্হ আগে বৈঠারী, মুনিবর সুন্দর গিরা উচারী॥
„ ৩ সুন সর্বজ্ঞ কৃপালু দিনেশা, আয়উঁ মুনিবর তাপস বেষা।
হম তুম রহৈ ঔর না কোঈ, তিসরে সুনত নাশ তেহি হোঈ॥
„ ৪ সুনৈ শব্দ তেহি দেউঁ শরাপূ, বিধি হরি হর আবেঁ জো আপূ।
সুনহু লষণ চলি বৈঠহু দ্বারে, না কোউ আব ন গিরা উচারে॥
„ ৫ ইতনেউ পর আবৈ পুনি কোঈ, মরহি সত্য য়হ বৃথা ন হোঈ।

দো ৬১ বোলেউ তাপস বচন মৃদু* পাহি পাহি রঘুনাথ।
কহা সকল ইতিহাস মুনি* কহি পুনি নায়ো মাথ॥
চৌ ১ প্রভু ইচ্ছা ভাবী বলবানা, দুর্বাসা মুনি আয় তুলানা।
মুনিহিঁ দেখি লক্ষ্মণ চলি আগে, গয়ে নিকট বিনতী অনুরাগে॥
„ ২ পুঁছেউ মুনি কহঁ রঘুকুলঈসা, জাউঁ তহঁা মৈঁ সুনহু অহীসা।
জো উত্তর প্রতি করিহৌ আজূ, ভস্ম করৌঁ তব ঘর পুর রাজূ॥
„ ৩ কঁপেউ লষণ সুনত মুনি বাণী, নিজ বধ জান সো চলেউ ভবানী।
দোউ কর জোর কহে প্রভুসনহী, দুর্বাসা মুনি আবন চাহহী॥
„ ৪ বড় অপরাধ কীন্হ তুম ভারী, কালকর্ম গতি টরৈ ন টারী।
কীন্হ বচন দিনকরকুল কেতূ, সুনহু খগেশ কথা কর হেতূ॥
দো ৬২ তুরত কহেউ মুনি আনহু* সাদর কৃপানিধান।
চলেহু বেগি মুনি তুরত অব* কহা রাম ভগবান॥
ছ ২৬ অতিতেজ পুঞ্জ বিলোকি প্রমুদিত উচিত উঠি আসন দিয়ো।
জল আনি সাদর চরণ ধোয়ে সুভগ পাদোদক লিয়ো॥
জন জানি মুনিবর দেহু আয়সু বেগী সো সাদর করৌ।
বহুকাল ক্ষুধিত কৃপায়তন অব অশন বিন ভূখো মরৌ॥
„ ২৭ মনভাব ভোজন দীন রঘুপতি বহুত বিধি বিনতি করী।
সন্তোষ পায় মুনীশ অস্তুতি করি বিনয় আশিষ ভরী॥
করি বিদা মুনিবর দেখি লক্ষ্মণ হৃদয় দারুণ দুখ ভয়ে।
ভরতাদি অনুজ সমেত পুরজন তাহি ছিন দেখত ভয়ে॥
„ ২৮ পদ বন্দি ঠাঢ়ে জোরি দোউ কর বদনহি লখি অতিকম্পহি।
ভরি নয়ন পঙ্কজ নীর আরত ভরতসম প্রভু সব কহি॥
অব গুরুহি আনহু বেগি সাদর দুখিত অতি আতুর গয়ে।
সব কথা গুরুহি সুনায় আতুর যান চঢ়ি আবত ভয়ে॥

চৌ ২ মুনিরে দেখিয়া প্রভু করেন প্রণাম, সাদরে উচিত বাক্য কহেন শ্রীরাম।
অর্ঘদান করি তারে বসান সমুখে, মুনীশ সুন্দর বাক্য কহেন শ্রীমুখে ॥

„ ৩ শুনহ সর্বজ্ঞ প্রভু কৃপার দিনেশ, এসেছি এখানে ধরি তাপসের বেশ।
তুমি আমি ব্যতিরেকে অন্য কোন জন, শুনিলে মোদের কথা হইবে মরণ ॥

„ ৪ যে শুনিবে শব্দ কিছু শাপ দিব তারে' ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হোকনা তাহারে।
শুনিয়া লক্ষ্মণে ক'ন বস গিয়া দ্বারে, না পারে আসিতে কেহ না শব্দ উচ্চারে ॥

„ ৫ ইহাতেও যদি কেহ আসিবারে পায়, বরণ করিব মৃত্যু অন্যথা না হয় ॥

দো ৬১ তাপস কহিল রামে কোমল বচনে, ত্রাণ কর মোরে প্রভু কৃপা বিতরণে।
সকল বক্তব্য তার কহে ব্যাখ্যা করে, মাথা নত করি পুন প্রণমে তাঁহারে ॥

চৌ ১ প্রভু ইচ্ছা ভবিতব্য অতি বলবান, আসিল দুর্বাসা মুনি অনল সমান।
লক্ষ্মণ মুণিরে দেখি হয় অগ্রসর, নিকটে যাইয়া করে বিনতি বিস্তর ॥

„ ২ প্রশ্ন করে মুনি কোথা রঘুকুল ঈশ, যাইব তাঁহারি কাছে এখনি অহীশ।
বাধা কেহ দিলে মোরে এই অভিযানে, ভস্ম করি দিব রাজ্য পুর প্রজাগণে ॥

„ ৩ লক্ষ্মণ কম্পিত হ'ল মুনি বাক্য শুনি, নিজ মৃত্যু স্থির জানি চলিল ভবানি।
করজোড়ে কহে গিয়া প্রভু সন্নিধানে, দুর্বাসা চাহেন এবে আসিতে এখানে ॥

„ ৪ করেছো বিষয় ত্রুটি এখানে বলাতে, কাল কর্ম গতি কেহ না পারে টলাতে।
কহেন ইহাই শুধু সূর্যবংশ কেতু, হে খগেশ শুন ইহা কহিবার হেতু ॥

দো ৬২ সাদরে মুনিরে আন এখনি এখানে, কৃপার নিধান ক'ন বিস্মিত লক্ষণে।
মুনীশ আপনি এবে হৌন অন্তর্ধান, কহেন তাপসে পুনঃ রাম ভগবান ॥

ছ ২৬ তেজঃপুঞ্জ দুর্বাসারে দেখিয়া আনন্দভরে উঠিয়া দিলেন তারে উচিত আসন।
আনিয়া নির্মল বারি পদ প্রক্ষালন করি সৌভাগ্য চরণামৃত নিলেন তখন ॥
দাস জানি অভাগারে দিন আজ্ঞা ত্বরা করে পালন করিয়া তাহা মানি ভগ্যবান।
ক্ষুধিত অনেক কাল আছি আমি হে দয়াল ভোজ্য বিনা অনশন মরণ সমান ॥

„ ২৭ মনতুষ্ট করি তার ভোজ্য দেন ভারে ভার বিবিধ বিনয় বাক্যে করি আপ্যায়ন।
তুষ্টি হয়ে মনে মনে রঘুপতি স্তুতি গানে দুর্বাসা বিনয়ে কহে আশীর্বচন ॥
মুনিরে বিদায় করি তথায় লক্ষ্মণে হেরি রামের হৃদয়ে জ্বলে দারুণ সন্তাপ।
ভরত শত্রুঘ্ন আর পুরবাসী পরিবার তাহা দেখি সেইক্ষণে পায় পরিতাপ ॥

„ ২৮ প্রণমিয়া চরণেতে দাঁড়াইয়া জোড় হাতে মুখপানে চাহি হয় কম্পিত হৃদয়।
নয়ন কমলে নীর আর্ত হৃদে রঘুবীর ভরতে কহেন তবে বার্তা সমুদয় ॥
গুরুরে আনহ এবে অবিলম্বে যাও তবে ভরত চলিল তবে শোকার্ত অন্তরে।
রামের বারতা নিয়া গুরুর নিকটে গিয়া ভরত আনিল ত্বরা রথপরে তারে ॥

ছ ২৯ আয়ে বসিষ্ঠ বিলোকি রঘুপতি বিকল উঠি চরণন পরে।
সংবাদ সুনি মুনি সময় জান্যো লাগিহৈঁ হমকো হরে॥
সুনি বচন শেষ বিচার নিজউর রাম বিন ধিক জীবনা।
গহি চরণ সরযূতীর আয়ে দেখি জল শুভ পীবনা॥

দো ৬৩ কটি প্রণাম জলমধ্যমেঁ* কীনো ধ্যান অখণ্ড।
যোগ যত্ন করি রাম কহি* ফীর্যো নিজ ব্রহ্মাণ্ড॥

„ ৬৪ রামধাম পহুঁচে তুরত* লষণ চতুর্থম ভাগ।
সুনি ব্যাকুল রঘুপতি ভরত* মিটেউ সকল অনুরাগ॥

চৌ ১ মৈ নহিঁ তজ্যো তজ্যো মোহিঁ তাতা, অব করু যত্ন সো দেখহু ভ্রাতা।
করহু ভরত পুর জন্ম সুখারী, সুনত গিরেউ মহি ব্যাকুল ভারী॥
„ ২ চলন চহত অব প্রাণ গুসাঈঁ, প্রভু লক্ষ্মণ বিনু রহ ন সকাঈ।
তাতি চলহু কহি তনয় বুলাঈ, কীন্হ তিলক বহু নীতি সিখাঈ॥
„ ৩ ভরত সুতনয় শীল বৈনামা, দক্ষিণ নগর দিয়ো তিহি রামা।
দূসর পুস্কল জেহি জগ জানা, পুহকর নগর দীন ভগবানা॥
„ ৪ চিত্রকেতু অঙ্গদ রণ ধীরা, লক্ষ্মণ তনয় সুভট গম্ভীরা।

দো ৬৫ পশ্চিম দিশা পিশাচ বহু* জীতি হতেঁ সংগ্রাম।
তহঁ রাখে সুত সরিস দোউ* বিলগ বিলগ কহি নাম॥

চৌ ১ অবধ নৃপতি কুশ কীন্হ বহোরী, সিখৈ নীতি তব কহ্যো বহোরী।
ভ্রাতন পর সুত দয়া করেহূ, রাজনীতি উর মাহিঁ ধরেহূ॥
„ ২ উত্তর নগর সু উত্তর দূরী, সুখ সম্পদ জহঁা অতি রূরী।
লবকহঁ দীন কৃপানিধি সোঈ, পটতরি অবধ নগর নহিঁ কোঈ॥
„ ৩ আঠ সহস রথ তুরঙ্গ পচাসা, দশ সহস্র গজ মত্ত বিলাসা।
লজহিঁ ইন্দ্রগজ তিনহিঁ বিলোকী, দিগ পালন নিজ প্রভুতা রোকী॥
„ ৪ শক্র কুবের দেখী সকুচানে, তিনকী মহিমা কৌন বখানে।
ইক ইক স্থতন দীন রঘুরায়া, বরণি কো সকৈ সুনহ খগরায়া॥
ধনদ কোটি সম ভরে ভণ্ডার, যথাযোগ্য করি ভাগ উদারা।

দো ৬৬ সকল তনয় পরিতোষ করি* বিদা কীন্হ রঘুবীর।
বিপ্রবৃন্দ যাচক সকল* লিয়ে বোলি মতিধীর॥

চৌ ১ ধেনু বসন ধরণী ধন ধামা, দিয়ে দ্বিজন কিয় পূরণ কামা।
যাচক তবৈ অবধকে বাসী, বোলে প্রভু স্থন অজ অবিনাসী॥

ছ ২৯ দেখি গুরু বশিষ্টেরে চরণে প্রণাম করে রঘুপতি হইলেন অতি ম্রিয়মান।
সকল সংবাদ শুনি বুঝিলেন মনে মুনি করিলেন সবে ত্যাগ কৃপার নিধান।
সকল বারতা শুনে বুঝিল লক্ষ্মণ মনে রঘুপতি বিনা মোর ধিক্ এ জীবনে ॥
চরণে প্রণাম করে আসিল যমুনা তীরে পুণ্যনীরে আচমন করে সাবধানে।

দো ৬৩ অধর্ব দেহ বারি মধ্যে প্রবেশি লক্ষ্মণ, অখণ্ড ধ্যানেতে মগ্ন হলেন তখন।
যোগাভ্যাসে রামনাম মনেতে স্মরিয়া, আপন ব্রহ্মাণ্ড তিনি নিলেন হরিয়া ॥

„ ৬৪ রামের চতুর্থ অংশ ছিলেন লক্ষ্মণ অবিলম্বে রাম ধাম তিনি প্রাপ্ত হন।
শ্রীরাম ভরত হন ব্যাকুল শ্রবণে, লুপ্ত সব অনুরাগ উভয়ের মনে ॥

চৌ ১ আমি ত' ত্যজিনি তারে সেই ত্যজে ভাই, করিব যতন এবে যা'তে দেখা পাই।
ভরত করহ তুমি সুখী পুরবাসী, ভরত ভূমিতে পড়ে শুনিয়া নিঃশ্বসি ॥

„ ২ প্রাণ বাহিরিতে চায় হে মোর গোঁসাই, প্রভুরে লক্ষ্মণে ছাড়ি বাঁচিতে না চাই।
চল প্রিয় ইহা কহি ডাকে তনয়েরে, তিলক করিয়া বহু শিখাইল তারে ॥

„ ৩ ভরত প্রথম পুত্র সুশীল বৈনাম, দক্ষিণ নগর তারে দিলেন শ্রীরাম।
দ্বিতীয় পুষ্কল অতি সুবিখ্যাত নাম, পুষ্কর নগর তারে দেন ভগবান ॥

„ ৪ রণধীর চিত্রকেতু অঙ্গদ উভয়ে, লক্ষ্মণ তনয় দুই বীর মহাহবে।

দো ৬৫ সংগ্রামে জিনিয়াছিল পশ্চিম দেশেতে, যেথায় পিশাচ বাস অসংখ্য সংখ্যাতে।
সেথায় স্থাপেন এই পুত্র দুইজন, ভিন্ন ভিন্ন নামে রাজ্য করেন অর্পণ ॥

চৌ ১ অযোধ্যা নৃপতি কুশে করেন তৎপর, নীতি শিক্ষা দেন তারে রাম অতঃপর।
ভ্রাতাগণে স্নেহশীল হবে বিলক্ষণ, রাজনীতি হৃদি মাঝে রেখো সর্বক্ষণ ॥

„ ২ উত্তরে উত্তরাখণ্ড অতি মনোহর, সুখ ও সম্পদ যেথা বহে নিরন্তর।
লবেরে দিলেন সেই রাজ্য কৃপানিধি, তথাপি অযোধ্যা শ্রেষ্ঠ রহে নিরবধি ॥

„ ৩ অষ্ট সহস্রেক রথ তুরঙ্গ পঞ্চাশ, অযুত সংখ্যার গজ মত্ততা বিলাশ।
ঐরাবত লজ্জা পায় তাদের সকাশে, দিকপাল নম্র হয় প্রভুত্ব প্রকাশে ॥

„ ৪ ইন্দ্র ও কুবের যাহা দেখি সঙ্কুচিত, খগেশ ক্ষমতা কার বর্ণিতে বিহিত।
কুবের সমান কোটি ভাণ্ডারেতে ধন, যথাযোগ্য ভাবে প্রভু করেন বণ্টন ॥

দো ৬৬ সকল তনয়ে করি পরিতুষ্ট অতি, বিদায় দিলেন শেষে রামরঘুপতি।
সকল ব্রাহ্মণ-বৃন্দে ডাকিলেন তবে, অযোধ্যার যাচকেরে ডাকিলেন সবে ॥

চৌ ১ বাসস্থান বহু ধেনু বস্ত্র ভূমি দান, করিলেন বিপ্রগণে করি পূর্ণকাম।
যাচক সকল যারা অযোধ্যার বাসী, কহিল শুনহ প্রভু অজ অবিনাশী ॥

চৌ ২ হম ভরি জন্ম চরণ অনুরাগী, অন্তকাল অব হোত অভাগী।
জো জন জান লেহু প্রভু সাথা, করহু কৃপানিধি সকল সনাথা ॥
" ৩ সুনি সনেহময় বচন সুহায়ে, চলহু কহেউ প্রভু অতি সুখ পায়ে।
সময় জানি কপিপতি তহঁ আবা, অঙ্গদ রাজ দীন সুখ পাবা ॥
" ৪ জাম্ববন্ত লঙ্কাপতি বীরা, নল অরু নীল দ্বিবিদ রণধীরা।
কোটিন কীশ জু সুর অবতারী, আয়ে জহঁা কৃপালু খরারী ॥

সো ৫ কহ প্রভু সুন লঙ্কেশ * রাজ কল্পশত করহু তুম।
বচন অচল মম শেশ * অন্ত অমরপুর গমন করু ॥
চৌ ১ জাম্ববন্তসন কহ মৃদু বাণী, রহ দ্বাপর ভর তুম গুণখানী।
কৃষ্ণ রূপ ধরি মিলিহৌঁ তোহী, সমর ভূমি তুম জানেসি মোহী ॥
" ২ সব-কহঁ সব বিধি ধীরজ দীনা, আপ গমন সরযূতট কীন্হা।
দক্ষিণ ভরত বাম রিপু দমনূ, পুরবাসী সব নিজকুল তরনূ ॥
" ৩ অগ্নি বেদ গায়ত্রী ছন্দা, ধরি নিজরূপ চলে সুরবৃন্দা।
পিতাম্বর পট সুন্দর ধারী, জড় চেতন চর অচর সুখারী ॥
" ৪ অমর রূপ ধরি সুন্দর আঈ, জস কছু কীন্হ সো সুনি খগরাঈ।
সময় জানি তব পবনকুমারা. বোলে বচন কৃপা অগারা ॥

দো ৬৭ চিরঞ্জীব সুত রহহু তুম * জবলগি রবি শশি শেষ।
তুহিঁ সেবত মিটিহহিঁ সকল * দুস্তর কঠিন কলেশ ॥
চৌ ১ চতুরাননপহঁ ধর্ম সিধায়ে, সরযূ তীর জগতপতি আয়ে।
চলে দেব অজ ভব সনকাদী, জো মুনি পরম অলৌকি অনাদী ॥
" ২ কোটিন রথ বাহন বিধি নানা, অরূণ অকাশ ন জায় বখানা।
নভপর জয় জয় জয়ধুনি হোঈ, পাবহিঁ বর সুর যাচহিঁ জোঈ ॥
" ৩ দেখি নাকরথ মগ পরছাঈ, জিমি গিরিকুমিনভপন্থ উড়াঈ।
করি পুর সজগ দেব তনুধারী, পাই চতুর্ভুজ রূপ সুখারী ॥
" ৪ চঢ়ি বিমান প্রভু ধাম সিধায়ে, সকল অমরপতি কহঁ সকুচায়ে।
সুমন বৃষ্টি নভ হোত অপারা, হোই নাদ বিধি বেদ উচারা ॥

ছ ৩০ উচ্চারিত বেদ প্রসন্ন ভরত কৃপালু হঁসি সাদর লয়ো।
জল পরসি কর রিপুদমন সাদর পদ্মবন রাজা ভয়ো ॥
কপি আদি যূথপ রাখি উর প্রভু সকল নিজ নিজ ঘর গয়ে।
সুগ্রীব প্রভুপদ বন্দি বারহিঁবার রবি মণ্ডল ছয়ে ॥

চৌ ২ জনম অবধি তব পদ অনুরাগী, অন্তকালে হনু মোরা পরম অভাগী।
যদি বা মোদের দাস করি লহ সাথ, দয়াল মোদের তবে করিবে সনাথ ॥
" ৩ শুনি এ স্নেহের বাণী প্রভু সুখী হন, 'চল তবে' কহিলেন পতিত পাবন।
এই অবসরে আসে সুগ্রীব সেথায়, রাজ্য দিয়া অঙ্গদেরে অতি সুখ পায় ॥
" ৪ জাম্বুবান লঙ্কাপতি আর আর বীর, দ্বিবিদ নল ও নীল সবে রণধীর।
অসংখ্য মর্কট যারা সুর অবতার, আসিল খরারি যেথা প্রভু সবাকার ॥

সো ৬ কহেন শ্রীরাম তবে শুন লঙ্কেশ্বর, শত কল্প ধরি তুমি হেথা রাজ্য কর।
আমার বচন কভু না হয় স্খলন, অন্ত কালে সুরলোকে করিও গমন ॥
চৌ ১ জাম্বুবানে কহিলেন অতি মৃদু বাণী, দ্বাপর ধরিয়া রহ ওগো গুণমণি।
কৃষ্ণ রূপ ধরি আমি মিলিব তোমায়, চিনিতে পারিবে মোরে যুদ্ধের সময় ॥
" ২ সকলেরে সর্বরূপে ধৈর্য্য দান করি, গেলেন সরযু তটে আপনি শ্রীহরি।
দক্ষিণে ভরতে ল'য়ে শত্রুঘ্নে বামেতে, পুরবাসী সবে আসে পশ্চাতে পশ্চাতে ॥
" ৩ অগ্নি, বেদ গায়ত্রীর ছন্দ বিপ্ররূপে, চলিল সকল সুর আপন স্বরূপে।
পীতাম্বর বেশে চলে অতীব সুন্দর, জড় ও চৈতন্য চলে চর ও অচর ॥
" ৪ অমর স্বরূপে সবে আসিল তথায়, যা কিছু করিল তাহা শুন খগরায়।
সময় বুঝিয়া ডাকি পবন কুমারে, কহেন সুন্দর বাণী কৃপার পাথারে ॥

দো ৬৭ চিরজীবী রবে বৎস তুমি শ্রেষ্ঠ কপি, রবি শশী শেষ নাগ রহিবে যদ্যপি।
যে করিবে তব সেবা সেই ভাগ্যবান, দুস্তর কঠিন ক্লেশ হবে তিরোধান ॥
চৌ ১ ধর্মরাজ চতুর্মুখে কহেন তখন, সরযূর তটে প্রভু করেন গমন।
চলেন বিরিঞ্চি শিব ঋষি সনকাদি, অলৌকিক মুনিগণ পরম অনাদি ॥
" ২ কোটি রথ বাহনেতে হল সেইক্ষণ, আকাশ অরুণ বর্ণ বর্ণিতে অক্ষম।
নভস্থলে ওঠে বর জয় জয় কার, যে সুর যে বর মাগে প্রাপ্তি হয় তার ॥
" ৩ দেখিয়া আকাশ মার্গে রথছায়া যত, মনে হয় পঙ্গপাল ওড়ে লক্ষ শত।
পুরবাসী সমক্ষেতে দেব তনুধারী, চতুর্ভূজ রূপ ধরি হন সুখী হরি ॥
" ৪ বিমানে চড়িয়া প্রভু নিজ ধামে যান, দেখি সে অপূর্ব দৃশ্য ইন্দ্র লজ্জা পান।
নভ হতে পুষ্পবৃষ্টি হইল অপার, বেদধ্বনি উচ্চারিত হয় বারবার ॥

ছ ৩০ বেদমন্ত্র উচ্চারণে ভরত প্রসন্ন মনে সাদরে প্রভুর সনে লীন হই যান।
সাদরে পরশি বারি শত্রুঘ্ন যতন করি পদ্মবনে প্রস্ফুটিত রাজপদ্ম হন ॥
হৃদে রাখি রঘুপতি কপি আদি যূথপতি নিজ নিজ ধামে সবে একে একে যায়।
প্রভুপদে বারে বারে প্রণমিয়া ভক্তিভরে সুগ্রীব সূর্যের মাঝে পুলকে মিলায় ॥

ছ ৩১ সুর সহিত দিনকর বংশভূষণ আয়ে জল আশ্রিত রহে।
তেহি সময় বোলি অনাদি প্রভুজু বচন পাবনময় কহে ॥
ইক মাস রহু তুম নীর য়হ মমপুরী জীব জূ আবহিঁ।
তেহি সুভগ দেহু বিমান পদনির্বান জো মম পাবহিঁ ॥

„ ৩২ অতি প্রীতি সরযূ সহিত মজ্জহিঁ মম চরণ রতি কর সদা।
তরি জায় সুরপুর সকল সাদর সুনহু মম বাণী মুদা ॥
জো জন্ম ভরি মম সঙ্গ কোশলপুর রহে নিশিদিন সদা।
তিন তুরত আনৌ ধাম মম সাদর সুনহু বাণী মুদা ॥

„ ৩৩ কহি বচন অন্তরধ্যান প্রভু জিমি দামিনী ঘনমেঁ ধসৈ।
নভ জয়তি জয় জয়কার জয় জয় জয়তি কর়লৈ সুর লসৈ ॥
ইহিভাঁতি রঘুপতিসহ চরাচর লৈ গয়ে নিজ ধামকো।
সো কহয়ো উমহিঁ কৃপায়তন উর রাখি সাদর রামকো ॥

দো ৬৮ গিরিজা সন্ত সমাগমহিঁ * সম ন লাভ কছু আন।
বিনু হরি কৃপা ন হোয় সো * গাবহিঁ বেদ পুরান ॥

„ ৬৯ ইহি বিধি সব সংবাদ সুনি * প্রফুল্লিত গরুড় শরীর।
বার বার তেহি চরণ গহি * জানি দাস রঘুবীর ॥

„ ৭০ তাসু চরণ শিরনায় করি * হৃদয় রাখি রঘুবীর।
গয়উ গরুড় বৈকুণ্ঠ তব * প্রেম সহিত মতিধীর ॥

ইতি লব কুশ কাণ্ডং সমাপ্তম্।